পেলোপনেসীয় যুদ্ধ

(Peloponnesian War)

লেখক—থুকিডাইডিস

অনুবাদিকা

গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত

অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ,
শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

PELOPONESIO, YUDDHA
By Gitasree Bandana Sengupta

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা—৭০০ ০১৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
কমল শেঠ

চিত্রাঙ্কন ঃ
হেমকেশ ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর ঃ
দণ্ডীরাম বাগ
ঊষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৯/সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, the Government of India; launched by the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

আমার বাবা ও মা

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

যুদ্ধ আমাদের জীবনে অনভিপ্রেত হলেও যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর কিছু মহৎ সাহিত্য। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসের জীবনে আলোড়ন এনেছিল অ্যাথেন্স আর স্পার্টার যুদ্ধ। এই পেলোপনিশীয় যুদ্ধই থুকিডিডিসের লেখা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থ ইতিহাস-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে আজও আদৃত।

থুকিডিডিসের পরিচয় ॥

তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাস কিন্তু অস্পষ্ট। এমনকি কোন বছর তাঁর জন্ম সেটাও বিতর্কিত। একদা মনে করা হতো খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭১ নাগাদ তাঁর জন্ম। আধুনিক পণ্ডিতদের পছন্দসই তারিখ অবশ্য খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০।

থুকিডিডিসের জন্ম অ্যাথেন্সের ধনীগৃহে। গ্রীসের উত্তর-পূর্বে থ্রেস-অঞ্চলে সোনার খনির মালিক ছিলেন তাঁর পিতা অলোরাস ('Thucydides, son of Olorus, the author of this history': Bk IV, Ch. 14. Tr. Crawley, p. 313); মা থ্রেসদেশীয় মহিলা। উপরন্তু থ্রেসের শাসকের সঙ্গে অলোরাসের আত্মীয়তা ছিল; বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল অ্যাথেন্সের বিখ্যাত নেতা কীমনের পিতা মিলটিয়াডিসের সঙ্গে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১ সালে, অর্থাৎ পেলোপনিশীয় যুদ্ধের সূচনাকালে, থুকিডিডিস কোথায় ছিলেন তা জানা যায় না। পরের বছর অবশ্য অ্যাথেন্সে মহামারীর তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তারও ছ-বছর পরে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৪ সালে, তাঁকে সেনাপতি নির্বাচিত করে থ্রেসীয় উপকূলরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। নির্বাচিত সহ-সেনাপতি ছিলেন ইউক্লিস। কাজটা দায়িত্বপূর্ণ। কেননা ব্র্যাসিডাসের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায় স্পার্টার সৈন্য-দল থ্রেসের কিছু-কিছু জায়গা ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছিল। থ্রেসে অ্যাথেন্সের মস্ত ঘাঁটি ছিল অ্যাম্‌ফিপলিস। খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৪ সালের নভেম্বর মাসে ইউক্লিস ছিলেন অ্যাম্‌ফিপলিস রক্ষায় নিযুক্ত; ওদিকে সাতটি জাহাজ নিয়ে থুকিডিডিস আগলাচ্ছেন নিকটবর্তী থ্যাসস দ্বীপ। এই সুযোগে অ্যাম্‌ফিপলিসে ব্র্যাসিডাসের আকস্মিক আবির্ভাব। ইউক্লিসের সাহায্যার্থে থুকিডিডিস যখন এসে পৌঁছলেন ততক্ষণে অ্যাম্‌ফিপলিসের পতন ঘটে গেছে।

থুকিডিডিসের বিলম্ব হয়তো অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো যে অ্যাম্‌ফিপলিস রক্ষার চেয়ে থ্যাসসে পৈতৃক স্বর্ণ-খনি সামলাতেই থুকিডিডিস বোধকরি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। এই অপরাধে তাঁর শাস্তি হলো নির্বাসন। শাস্তিদানের ব্যাপারে সোৎসাহ ভূমিকা

নিয়েছিলেন অ্যাথেন্সের অন্যতম নেতা ক্লীয়ন। ইতিহাস-প্রেমিকমাত্রেই আজ ক্লীয়নের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ থুকিডিডিসের দীর্ঘ নির্বাসন নিয়োজিত হয়েছিল পেলোপনিশীয় যুদ্ধের ইতিহাসরচনার কাজে। উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচিত হয়েছে লেখকের নির্বাসন কিংবা বন্দী-দশায়।

থুকিডিডিসের লেখা পড়ে জানতে পারি যে কুড়ি বছরের মধ্যে তাঁর পক্ষে অ্যাথেন্সে ফেরা সম্ভব হয়নি। এই সময়টা তিনি বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত দক্ষিণ গ্রীস কিংবা পেলোপনিশীয় অঞ্চলে, ঘুরে-ঘুরে তাঁর ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪ সালে যুদ্ধান্তিক বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে কিছুকালের জন্য থুকিডিডিস অ্যাথেন্সে প্রত্যাবর্তন করেন, তারপর থ্রেসে চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ ও তারিখ সঠিক বলা কঠিন। কেউ-কেউ অনুমান করেন আততায়ীর হাতে তাঁর অন্ত হয়েছিল এবং খুব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯-এর পরে তিনি আর জীবিত ছিলেন না। তাঁর দেহাবশেষ অ্যাথেন্সে এনে সমাধিস্থ করা হয়, একথা আমরা জানতে পারি প্লুটার্কের লেখা থেকে।

আকস্মিক মৃত্যুর ফলে থুকিডিডিসের ইতিহাস অসমাপ্ত। সাতাশ বছর ব্যাপী (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১-৪০৪) যুদ্ধের প্রথম কুড়ি বছরের কথা তিনি অনুপুঙ্খ লিখে যেতে পেরেছিলেন। একবিংশ বছরের কাহিনী লিখতে-লিখতেই তাঁর মৃত্যু ; গ্রন্থের শেষ বাক্যটিও নাটকীয়ভাবে ভাঙা-রহস্যময়তায় অসম্পূর্ণ।

ঐতিহাসিক থুকিডিডিস ॥

এই অসম্পূর্ণতাসত্ত্বেও থুকিডিডিসকে স্মরণীয় করে রেখেছে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, ইতিহাসরচনা সম্বন্ধে তাঁর উদ্ভাবিত নতুন প্রণালী।

গ্রন্থের পূর্বাভাষেই থুকিডিডিস দাবি করেছেন তাঁর নতুনত্ব। অগ্রজদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক। এঁদের মধ্যে আছেন হোমর প্রমুখ চারণ-কবি কিংবা হিরডোটসের মতো কাহিনীকার ; যদিও হিরডোটসের নামোল্লেখ করেননি থুকিডিডিস, কিন্তু তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্ট। থুকিডিডিসের মুখেই তাঁর নতুনত্বের ব্যাখ্যা শোনা যাকঃ

> 'The way that most men deal with traditions... is to receive them all alike as they are delivered, without applying any critical test whatever. ...So little pains do the vulgar take in the investigation

of truth, accepting readily the first story that comes to hand. ...the conclusions I have drawn... will not be disturbed either by the lays of a poet displaying the exaggeration of his craft, or by the compositions of the chroniclers that are attractive at truth's expense; the subjects they treat of being out of the reach of evidence...by enthroning them in the region of legend. ...with reference to the narrative of events, far from permitting myself to derive it from the first source that came to hand, I did not even trust my own impressions, but it rests partly on what I saw myself, partly on what others saw for me, the accuracy of the report being always tried by the most severe and detailed tests possible. My conclusions have cost me some labour from the want of coincidence between accounts of the same occurrences by different eye-witnesses, arising sometimes from imperfect memory, sometimes from undue partiality for one side or the other.' (Bk 1, Ch 1. Tr. Crawley, pp. 13—15)

অর্থাৎ হোমর কিংবা হিরডোটসের অলৌকিক কল্পনাজাল থেকে মুক্ত করে ইতিহাসচর্চাকে তথ্যাশ্রয়ী ও গবেষণাধর্মী করার প্রথম প্রয়াস থুকিডিডিসের। তিনি তথ্যনিষ্ঠ সংশয়ী ঐতিহাসিক। সমসাময়িক গ্রীক চিন্তাবিদেরা,—যেমন হিপোক্রেটিস, অ্যানাক্সাগোরাস, এম্পিডক্লিস, সফিস্ট্ গুরু প্রোটাগোরাস এবং সক্রেটিস—তাঁর মধ্যে এই সংশয় ও বস্তুনিষ্ঠা সংক্রামিত করেছিলেন। উপরন্তু অ্যাথেন্সের গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ছিল এর অনুকূল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় সেই বিখ্যাত অন্ত্যেষ্টি-ভাষণ, যেখানে পেরিক্লিসের মুখ দিয়ে থুকিডিডিস বলছেনঃ

'The freedom which we enjoy in our government extends also to our ordinary life. There, far from exercising a jealous surveillance over each other, we do not feel called upon to be angry with our

neighbour for doing what he likes. ...But all this ease in our private relations does not make us lawless as citizens. ...Furter, we provide plenty of means for the mind to refresh itself from business. We celebrate games and sacrifices all the year round, and the elegance of our private establishments forms a daily source of pleasure and helps to banish the spleen. ... We cultivate refinement without extravagance and knowledge without effeminacy; wealth we employ more for use than for show...and instead of looking on discussion as a stumbling-block in the way of action, we think it an indispensable preliminary to any wise action at all. ...In short, I say that as a city we are the school of Hellas.' (Bk 11, Ch. 6. Tr. Crawley, pp. 121—4)

উপরন্তু জন্মসূত্রে থুকিডিডিস ভাগ্যবান। ধনৈশ্বর্য ও প্রভাবশালী আত্মীয় দুই-ই তাঁর ছিল ; ফলে যুদ্ধের গোপন সংবাদ আহরণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি। অ্যাথেন্স ও থ্রেস উভয় দেশেই বাসস্থান থাকায় অ্যাথেন্স সম্পর্কে নিরাসক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সেনাপতি হিসেবে অভিজ্ঞতা ও নির্বাসনের সুযোগে শত্রুপক্ষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ—দুটোই নিরপেক্ষ ইতিহাসরচনায় সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। থুকিডিডিস বলছেন ঃ

'I lived through the whole of it [the war], being of an age to comprehend events, and giving my attention to them in order to know the exact truth about them. It was also my fate to be an exile from my country for twenty years after my command at Amphipolis: and being present with both parties, and more especially with the Peloponnesians by reason of my exile, I had leisure to observe affairs somewhat particularly.'. (Bk V, Ch. 16.Tr. Crawley, p. 353)

থ্যুকিডিডিসের ইতিহাস অবশ্য ত্রুটিশূন্য নয়। তাঁর নিরপেক্ষতা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে শাস্তিদাতা ক্লীয়নের প্রতি তাঁর বিরাগ এবং পেরিক্লিসের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। তাছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত ও রাজনীতিবিদের মুখে তিনি যেসব বক্তৃতা বসিয়েছেন সেগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়েও তর্কের অবকাশ আছে। থ্যুকিডিডিসের ইতিহাস উপরন্তু আংশিক ; পেলোপনিশীয় যুদ্ধের কাহিনী সম্পূর্ণ জানতে হলে এই সঙ্গে পড়তে হবে জেনফনের ইতিহাস, অ্যারিস্টফেনিসের নাটক এবং প্লুটার্কের জীবনীমালা। সর্বোপরি এই অভিযোগ করা হয় যে, থ্যুকিডিডিসের ইতিহাস শুধুমাত্র সামরিক ইতিহাস। সমসাময়িক অ্যাথেন্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় তাঁর লেখায় বিশেষ পাই না। বিশেষত যাঁরা হোমর কিংবা হিরডোটসের ভক্ত, থ্যুকিডিডিসের লেখায় তাঁদের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা মেটে না।

তবু সব মিলিয়ে বলা যায় যে নিরপেক্ষ ইতিহাসরচনার 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির পথিকৃৎ থ্যুকিডিডিস। তাঁর ইতিহাস যে অসম্পূর্ণ সেও তাঁর দোষ নয়, আকস্মিক মৃত্যুই সেজন্য দায়ী। বক্তৃতাগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য ঃ

> 'With reference to the speeches in this history, ...some I heard myself, others I got from various quarters; it was in all cases difficult to carry them word for word in one's memory, so my habit has been to make the speakers say what was in my opinion demanded of them by the various occasions, of course adhering as closely as possible to the general sense of what they really said' (Bk 1, Ch.1, Tr. Crawley, pp. 14-15).

তিনি শুধুমাত্র একখানি শুষ্ক সামরিক ইতিহাস লিখেছেন এই অভিযোগও অবান্তর, কারণ তিনি অন্য কোনও ধরনের ইতিহাস লেখার প্রতিশ্রুতি দেননি ঃ

> 'The absence of romance in my history will, I fear, detract somewhat from its interest; but if it be judged useful by those inquirers who desire an exact knowledge of the past as an aid to the interpretation of the future, which in the course of human things

must resemble it if it does not reflect it, I shall be content. In fine, I have written my work, not as an essay which is to win the applause of the moment, but as a possession for all time. (Bk 1, Ch. 1. Tr. Crawley, p. 15).

থ্যুকিডিডিসের আশা মিথ্যে হয়নি।

*   *   *

নতুন পাঠ্যসূচীতে থ্যুকিডিডিসকে বর্জন করে ছাত্র-ছাত্রীদের একখানি অমূল্য গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পক্ষান্তরে, এই গ্রন্থখানি ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় সযত্নে ভাষান্তরিত করলেন অধ্যাপিকা গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত এবং ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির হিসেব না কষেই প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ; প্রুফ দেখে দিয়েছেন ইতিহাসের ছাত্র থ্যুকিডিডিস-প্রেমিক শ্রীমান সুমন চট্টোপাধ্যায়। সেজন্য বাংলাভাষার অনুরাগী ও ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

এই অনুবাদ আমি আদ্যন্ত দেখেছি, যথাসাধ্য সংশোধন করেছি। পাণ্ডুলিপি সাধুভাষায় দেখে একটু অবাক লেগেছিল : প্রাচীন গ্রন্থের জন্য সাধুভাষাই বিধেয় এমন একটা পরামর্শ শ্রীমতী সেনগুপ্তকে চালনা করে থাকতে পারে। কিন্তু থ্যুকিডিডিস বয়সে প্রাচীন হলেও মননে আধুনিক। চলতি বাংলার মাধ্যমে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরও সহজে পৌঁছবেন আমাদের এই বিশ্বাস মিথ্যা হবে না আশা করি।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এম. এ. (কলকাতা), ডি. ফিল. (অক্সফোর্ড)
প্রধান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

অনুবাদিকার নিবেদন

অনুবাদকর্ম নাকি কাশ্মীরী শালের বিপরীত পৃষ্ঠা, যাতে মূল নক্সা ও কারুকার্যের মনোহারিত্বের আভাস মাত্র মেলে, কিন্তু প্রকৃত নান্দনিক সৌকর্য দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। সুতরাং থুকিডাইডিসের এই বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থখানি যে তাঁর ধ্রুপদী গাম্ভীর্য ও নিরলঙ্কার সৌন্দর্য-সমেত বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়নি তা সবিনয়ে স্বীকার করি। উপরন্তু গ্রন্থটি মূল গ্রীক হতে অনূদিত নয়। গ্রীক ভাষা যাদের কাছে একেবারে "গ্রীক" বর্তমান অনুবাদিকা তাদেরি একজন। আমার অনুবাদ ইংরেজী অনুবাদের বাংলা রূপান্তর। দু'টি ছাঁকনি পার হয়ে মূল গ্রীকরস কোথায় পেঁাছেছে তা দেখলে স্বয়ং থুকিডাইডিস বোধহয় কৌতুক অনুভব করতেন। তবুও এসব সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতনা সত্ত্বেও, আমি যে একাজে ধৃষ্টতাবশত প্রবৃত্ত হয়েছি তার একমাত্র কারণ বইটি আমাকে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও বিষণ্ণ করেছে। পেলোপনেসীয় যুদ্ধের অর্ধশতাব্দী পূর্বে ক্ষুদ্র গ্রীসের ক্ষুদ্রতর নগর-রাষ্ট্র-গুলি প্রবল পরাক্রান্ত বিশাল পারসিক বাহিনীর আগ্রাসী অভিযানের লক্ষ্য হয়েছিল। গ্রীসের সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে গ্রীক জনগণ অতুলনীয় দেশ-প্রেম ও বুদ্ধি-কৌশলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ম্যারাথন, থার্মোপাইলি, স্যালামিস ইত্যাদি রণাঙ্গন সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য গৌরব ও মর্যাদার অধিকরী। এই যুদ্ধজয়ে গণতন্ত্রী এথেন্সের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। যে এথেন্স পৃথিবীকে প্রথম গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে, সক্রেটিস প্রমুখ নির্ভীক দার্শনিক, ইস্কাইলিস, সোফোক্লিস, ইউরিপাইডিস প্রমুখ নাট্যস্রষ্টা; অ্যারিস্টোফেনিস প্রমুখ সফলতম ব্যঙ্গকারকে পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে, যে এথেন্সেকে মিল্টন ইউরোপের 'জ্ঞানচক্ষু' বলেছেন, তার প্রতি পাঠকের পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। থুকিডাইডিস স্বয়ং এথেনীয় সভ্যতার উজ্জ্বল রত্ন। তিনি কিন্তু নির্মোহ লেখনীতে উপস্থিত করেছেন গ্রীসের সেই বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধের বর্ণনা যার এক প্রান্তে এথেন্সের নেতৃত্বভার অন্য প্রান্তে স্পার্টার। এই সর্বনাশা আত্মকলহে এথেন্স পরাজিত হয়। না, শুধু এথেন্স নয়, শ্রীমতী এডিথ হ্যামিল্টনের মতে মানবতার মহান আদর্শেরও পতন ঘটে এই সঙ্গে। এক প্রাণোদ্দীপ্ত সভ্যতা যেন আত্মকলহে মরুবালু-রাশির মধ্যে হারিয়ে গেল।

এথেন্স তথা গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা তুলনমূলক আলোচনার উদ্ধৃতি এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "জগতে দুইটি আশ্চর্য জাতির আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। আমি হিন্দু ও গ্রীকজাতির কথা বলিতেছি। উত্তর হিমাচলের হিমশিখর-সীমাবদ্ধ, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী ও সমতলে প্রবহমান বিশাল স্বাদুসলিলা স্রোতস্বতীবেষ্টিত ভারতীয় আর্যের মন সহজেই অন্তর্মুখ হইল। ....তাহাদের সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী মস্তিষ্ক স্বভাববশেই অন্তদৃষ্টিপরায়ণ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় আর্যের প্রধান লক্ষ্য.

হইল। অপরদিকে গ্রীকজাতি জগতের এমন একস্থানে বাস করিত যেখানে, গাম্ভীর্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের বেশী সমাবেশ—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দিকের নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী প্রকৃতি—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল। উহা বাহ্যজগতে বিশ্লেষণ করিতে চাহিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগপূর্বক বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইবার বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।” অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, “একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র ত্যাগ, অপরের ভোগ; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণ লাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ।”

এই গ্রীক সভ্যতার মধ্যমণি এথেন্সের পতনকাহিনী থুকিডাইডিসের লেখনী মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ে সেই ট্র্যাজিক রসের সঞ্চার করে যে ট্র্যাজিক নাটকের জন্মস্থল স্বয়ং এথেন্স। সৌভাগ্যবশত থুকিডাইডিসের বইখানি আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তকপর্ষদ এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমার অধ্যাপিকা ডঃ নীহারকণা মজুমদার ও শ্রীমতী অরুণা পাল বইটি বিষয়ে আমাকে সস্নেহ উৎসাহ ও পরামর্শ দান করেছেন। তাঁদের কাছে আমি ঋণপাশে আবদ্ধ। বন্দনা মিত্র, বাসুদেব গায়েন, নন্দদুলাল সাঁতরা, সাগরশঙ্কর সেনগুপ্ত ও নির্মল সেনগুপ্ত পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সবিশেষ সাহায্য করেছেন। ডঃ রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় নানাভাবে বন্ধুকৃত্য করেছেন। শ্রীমান পার্থ ও পিনাকী সেনগুপ্তের ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রুফ সংশোধনের কার্যে শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পরিশেষে মনে পড়ছে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর কথা। বিভিন্ন রচনাকার্যে তিনি আমাকে প্রেরণা দিতে সর্বদাই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খামখেয়ালবশত আমি তাতে কর্ণপাত করিনি। আজ এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি চলে গিয়েছেন।

অনুবাদের বহুস্থলে হয়ত ত্রুটি থেকে গিয়েছে। গুণিজন এ বিষয়ে অবহিত করলে কৃতার্থ হব।

শেষ করার আগে আর একজনের কাছে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। তিনি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অধ্যাপক চক্রবর্তী আমার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখে এবং ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অশেষ ঋণী করেছেন।

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়ঃ

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ—সুপ্রাচীনকাল থেকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গ্রীসের অবস্থা।

পেলোপনেসীয় ও এথেনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি, এথেনীয় থুকিডাইডিস-এর ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। কারণ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি এমন একটি মহাযুদ্ধে পরিণত হবে যে, অতীতে সংঘটিত যে-কোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমার এই ধারণার পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। উদ্যত দুটি পক্ষেরই যুদ্ধ-প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে; স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে অন্য নগর-রাষ্ট্রগুলিও এই দ্বন্দ্বে কোনো না কোনো পক্ষ অবলম্বন করেছে; যারা এখনো তা করেনি তারাও এবিষয়ে চিন্তা করছে। বস্তুত, শুধু হেলেনীয়দেরই নয়, অন্যান্য বহু রাষ্ট্র, এমনকি বলা যেতে পারে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও কালের ব্যবধানহেতু শুধু সুদূর অতীতের নয়, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির পূর্ণ মূল্যায়ন দুঃসাধ্য তবুও যতদূরসম্ভব প্রাচীন সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে যুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই এমন কোনো বিষয় নেই যার গুরুত্ব এই যুদ্ধের সমান হতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'হেলাস' নামে পরিচিত দেশটিতে পূর্বে কোনো স্থায়ী অধিবাসী ছিল না। প্রায়ই শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো আগন্তুকদলের আক্রমণে বহু উপজাতিকে যখন তখন স্বীয় এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে হত। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠেনি, জল কিংবা স্থলপথে যাতায়াতের কোনো নিরাপদ ব্যবস্থাও ছিল না। জমিতে শুধুমাত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন হত এবং মূলধন হিসাবে ব্যবহার-যোগ্য কিছু আর উদ্বৃত্ত থাকত না। স্থায়ী কোনো কৃষিব্যবস্থা ছিল না—কারণ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে অরক্ষিত এলাকাটি যে-কোনো সময়ে সম্পূর্ণ বে-দখল হয়ে যেত। দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী সর্বত্রই সমান পাওয়া যাবে এই বিশ্বাসে তারা বাসস্থান পরিবর্তন করতে বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করত না। ফলে তারা কোনো বৃহৎ নগর নির্মাণ করেনি কিংবা অন্য কোনোপ্রকার মহত্ত্বও অর্জন করেনি। সর্বাধিক উর্বর স্থানগুলির মালিকানা বদল ঘটেছিল

সর্বাধিক পরিমাণে—যেমন থেসালী, বিয়োসিয়া, আর্কেডিয়া ব্যতীত পেলোপীন্নসের অধিকাংশ অঞ্চল এবং অবশিষ্ট হেলাসের অন্যান্য সমৃদ্ধ এলাকাগুলি। এইসব অঞ্চলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা দখল লোভনীয় ছিল; এতে দলাদলি, পরিণামে সর্বনাশ দেখা দিত। বিদেশী আক্রমণকারীরা এতে প্রলুব্ধ হত। পক্ষান্তরে, জমির অনুর্বরতাহেতু অ্যাটিকাতে কোনো রাজনৈতিক অনৈক্য ছিল না, অধিবাসীরাও সেখানে এলাকা বদল করেনি। দেশান্তরগমনের ফলেই বিভিন্নস্থানে অসম সমৃদ্ধি ঘটেছে—আমার এই মতের স্বপক্ষে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। যুদ্ধ অথবা রাজনৈতিক দলাদলির জন্য হেলাসের অন্য জায়গা থেকে বহিষ্কৃত জনগণের একটি বৃহৎ অংশ এথেন্সে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তারা নাগরিকত্ব লাভ করাতে এথেন্স অত্যন্ত জনাকীর্ণ হয়ে পড়ল; অ্যাটিকাতে স্থানাভাব দেখা দিল। বাধ্য হয়ে আইওনিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করতে হল।

প্রাচীন অধিবাসীদের আপেক্ষিক অনগ্রসরতার আরো কারণ আছে। ট্রয়ের যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র হেলাস সম্মিলিতভাবে কখনো কোনো কাজে অগ্রসর হয়নি, এমনকি সমগ্র দেশটির জন্য 'হেলাস' নামটির অস্তিত্ব ছিল না। ডিওক্যালিয়নের পুত্র হেলেনের আগে এই নাম কখনো ব্যবহৃত হয়নি। দেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উপজাতিদের নামের দ্বারা পরিচিত ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রধান ছিল পেলাসজিয়ান। হেলেন ও তাঁর পুত্রগণ ফিথওটিসে শক্তিশালী হয়ে উঠলে অন্য সব রাজ্যে তাঁদের আমন্ত্রণ হল। তখন সেই রাজ্যগুলিও হেলেনের পরিবারের সঙ্গে সংযোগহেতু 'হেলেনীয়' হিসাবে অভিহিত হতে লাগল। কিন্তু পুরাতন নামগুলি উচ্ছেদ করে শুধু এই নামটি প্রচলিত হতে দীর্ঘদিন লেগেছিল। তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে হোমারের কাব্যে। ট্রয়ের যুদ্ধের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সমগ্র জাতি হিসাবে হেলেনীয় শব্দটি কখনো ব্যবহার করেননি। বস্তুত ফিথওটিস আর্চিলিসের অনুগামীগণ ব্যতীত (এরাই আদি হেলেনীয়) কেউই তাঁর কাব্যে হেলেনীয় বলে উল্লিখিত হয়নি। এদের তিনি দানীয়, আর্গসীয় এবং অ্যাকীয় বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি 'বিদেশী' এই শব্দটিও তিনি ব্যবহার করেন নি। কারণ সম্ভবত এই যে তখনো হেলেনীয়গণ কোনো নির্দিষ্ট নাম দ্বারা গ্রীসের বাইরের জগৎ থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত ছিল না। যা হোক, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাবশত ও পারস্পারিক যোগাযোগের অভাবহেতু এই হেলেনীয় নগরগুলি ট্রয়ের যুদ্ধের পূর্বে সম্মিলিতভাবে কোনো কাজে অগ্রসর হয়নি। ইতিমধ্যে সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় না ঘটলে ঐ যুদ্ধের সময়েও ঐক্যবদ্ধ অভিযানে তারা ব্রতী হতে পারত না।

কিংবদন্তী অনুসারে প্রথম যিনি নৌবহর গঠন করেন তাঁর নাম মিনস্। বর্তমানে যা হেলেনীয় সাগর বলে পরিচিত তার অধিকাংশের উপরে তাঁর

কর্তৃত্ব ছিল। সাইক্লেড্সের উপরও তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন এবং সেখানকার অধিকাংশ দ্বীপে তিনিই প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং ক্যারীয়গণকে বিতাড়িত করে স্বীয় পুত্রদের সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইভাবে জলদস্যুতা নিবারণ করে স্বীয় রাজস্ব নিরাপদ করতে সক্ষম হন।

ইতিমধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ সহজতর হয়ে ওঠে, ফলে, হেলেনীয় এবং উপকূলবর্তী ও দ্বীপবাসী অ-গ্রীকদের মধ্যে জলদস্যুতা একটি সুপ্রচলিত জীবিকায় পরিণত হয়। নেতৃস্থানীয় জলদস্যুগণ ছিল অতি ক্ষমতাপন্ন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান—এই উভয় উদ্দেশ্যেই তারা এ কাজ করত। যে সব নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল না কিংবা যেখানকার জনবসতি ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেখানে তারা অকস্মাৎ হানা দিয়ে লুটপাট করত। এই পেশা তখন ঘৃণ্য বিবেচিত হত না বরং ইহা ছিল সম্মানজনক জীবিকা। মূল ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এখনো এমন অংশ আছে যাদের কাছে সফল জলদস্যুতা গর্বের বিষয় এবং প্রাচীন কাব্যতেও আমরা প্রায়ই সমুদ্রপথে আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন করতে দেখি, 'তোমরা কি জলদস্যু'? যাদের প্রশ্ন করা হচ্ছে তাদের পক্ষে সত্য অস্বীকার করা অথবা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য আগন্তুককে তিরস্কার করা—দুই-ই যেন অসম্ভব ছিল।

স্থলপথেও লুটতরাজ প্রায়ই চলত। এখনো হেলাসের অনেক স্থানে প্রাচীন জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রচলিত আছে—যেমন ওজোলায়, লোক্রীয়, ঈটোলীয়, অ্যাকার্নানীয় ও সেই অঞ্চলের কিছু অধিবাসীদের মধ্যে। প্রাচীন অভ্যাসের নিদর্শনস্বরূপ এখনো এদের মধ্যে অস্ত্র বহন করবার রীতি প্রচলিত। পূর্বে যখন গৃহ অরক্ষিত ছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ছিল না তখন সমগ্র হেলাসে এই প্রথা গড়ে উঠেছিল এবং এখন যেমন বিদেশীরা সর্বদা অস্ত্র বহন করে তখন এরাও তাই করত। এথেনীয়গণ প্রথম এই রীতি পরিত্যাগ করে অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও উপভোগ্য জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করে। বস্তুত বিলাসী ধনী পরিবারগুলির বয়োবৃদ্ধগণ ক্ষৌম অন্তর্বাস পরিধান করা কিংবা কেশ বন্ধন করে তাতে সোনার কারু-কার্যময় 'পিন' ব্যবহার করা অতি সম্প্রতি পরিত্যাগ করেছেন। এই শৌখিনতা আইওনিয়াতে তাদের জ্ঞাতিদের মধ্যেও প্রসার লাভ করছিল এবং বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল। স্পার্টীয়গণ প্রথম আধুনিক অনাড়ম্বর রুচিসম্মত পরিচ্ছদ গ্রহণ করে এবং তাদের ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার উপকরণে কোনো প্রভেদ ছিল না। সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহে ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, প্রকাশ্যস্থানে বস্ত্র উন্মোচন এবং ব্যায়ামের পরে অলিভ তৈল মর্দন তারাই প্রথম শুরু করে। প্রাচীনকালে ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় ক্রীড়াবিদগণ কটিদেশ আচ্ছাদিত করে

রাখত এবং এই প্রথা কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল। এখনো অনেক বিদেশী, বিশেষত এসিয়াবাসীগণ, মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধের সময় কটিবাস গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে হেলেনীয় জগতে একদা প্রচলিত রীতি যে বিদেশীরা এখনো অনুসরণ করে তার বহু নিদর্শন আছে।

পরবর্তীকালে নগরগুলি ভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়েছিল। সমুদ্রযাত্রা ক্রমে বহুলপ্রচলিত হওয়ার ফলে উপকূলে প্রাচীরবেষ্টিত নগর গড়ে ওঠে এবং ব্যবসার প্রয়োজনে ও প্রতিবেশী শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে যোজকগুলি অধিকৃত হয়। কিন্তু জলদস্যুতার ব্যাপক প্রচলনের জন্য দ্বীপস্থ কিংবা মূল ভূ-খণ্ডের প্রাচীন সব নগরই সমুদ্র থেকে বহু দূরে দেশের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছিল এবং এখনো সেগুলি সেখানেই আছে। জলদস্যুগণ—পরস্পরকে তো আক্রমণ করতই, পরন্তু উপকূলবাসী সকলেই তাদের শিকার ছিল, কেউ সমুদ্রচারী হোক বা না হোক তার প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

ক্যারীয় ও ফিনিসীয়দের মধ্যেও জলদস্যুতার বহুল প্রচলন ছিল এবং তারাই দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সময় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সরকারিভাবে ডেলসের বিশুদ্ধিকরণের সময় এথেনীয়গণ সেখানকার সকল সমাধি উন্মুক্ত করেছিল। তখন সমাধিস্থ ব্যক্তিদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও সমাধিদানের পদ্ধতি দেখে বুঝতে পারা গিয়েছিল যে এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ক্যারীয়। ক্যারীয়দের মধ্যে এই পদ্ধতি এখনো প্রচলিত আছে।

মিনস নৌবহর নির্মাণের মাধ্যমে সমুদ্রপথে গমনাগমন সহজসাধ্য করে তোলেন। প্রায় প্রতিটি দ্বীপে তিনি উপনিবেশ স্থাপন করে জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। ফলে উপকূলবর্তী অধিবাসীগণ নিশ্চিন্ত জীবনযাপন ও সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ পায়। এই অর্থে অনেকে নগরপ্রাচীর নির্মাণ করল। লাভের আশায় দুর্বলেরা শক্তিমানের অধীনস্থ হতে আপত্তি করল না। সঞ্চিত মূলধনের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিমানগণ ক্ষুদ্র নগরগুলিকে করায়ত্ত করে ফেলল। ট্রয় অভিযানের সময় প্রায় সমগ্র হেলাসে এই রীতি গড়ে উঠেছিল।

মনে হয়, সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন বলে তিনি ট্রয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, হেলেনের পাণিপ্রার্থীগণ টিণ্ডে-রিয়াসের কাছে প্রতিশ্রুতবদ্ধ ছিল বলেই যে তাঁকে অনুসরণ করেছিল তা নয়। পেলোপন্নিসের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে পেলুস্ এসিয়া থেকে সেখানে যান। তিনি ছিলেন অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই দরিদ্রদেশে বসবাস করে তিনি এমন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন যে বিদেশী হলেও তাঁর নাম অনুসারে দেশটির নামকরণ হল। তাঁর বংশধরগণ আরো

সম্পদশালী হয়েছিলেন। হেরাক্লিসের সন্তানগণ—ইউরিসথিউসকে অ্যাটিকাতে হত্যা করেছিল। অভিযানে যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁর আত্মীয় অ্যাট্রিউসের হাতে মাইসেনীর শাসনভার দিয়ে যান। অ্যাট্রিউস ছিলেন ইউরিসথিউসের মাতুল এবং ক্রিসিপ্পাসের জন্য পিতা তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে-ছিলেন। অ্যাট্রিউস যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং মাইসেনী-বাসীদের জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। সুতরাং ইউরিসথিউস যখন ফিরলেন না তখন মাইসেনীবাসীদের অনুরোধে তিনি মাইসেনী ও ইউরিসথিউস অধিকৃত অন্য সব অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করলেন। কারণ মাইসেনী-বাসীগণ হেরাক্লিসের পুত্রদের সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল। অতএব পার্সিউসের বংশধরগণ অপেক্ষা পেলপ্সের বংশধরগণ অধিকতর ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন। অ্যাগামেমনন এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন। সমসাময়িক অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর নৌবহর অধিক শক্তিশালী ছিল। সেইজন্য আমার মনে হয় ট্রয় অভিযানে শক্তি সংগ্রহে তাঁর প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা তাঁর সম্পর্কে ভীতিই বেশি কার্যকর হয়েছিল। হোমারের সাক্ষ্য অনুসারে অ্যাগামেমননের জাহাজের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং একটি আর্কেডীয় নৌবহরও তিনি সুসজ্জিত করেছিলেন। যে সাম্রাজ্য অ্যাগামেমনন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন তার সম্পর্কে হোমার মন্তব্য করেছেন ঃ

'সমগ্র আর্গস এবং অনেক দ্বীপের রাজা।'

তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মূল ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে এবং তিনি যদি উল্লেখ-যোগ্য নৌশক্তির অধিকারী না হতেন তবে উপকূলবর্তী দ্বীপগুলি ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীপের উপর অধিকার বিস্তার করতে পারতেন না। এবং এই অভিযানটির মাধ্যমে আমরা পূর্ববর্তী অভিযানগুলি সম্পর্কে কিছু ধারণা করতে পারি।

মাইসেনীর আয়তন অবশ্য ক্ষুদ্র ছিল এবং তৎকালীন অনেক নগর আমাদের চোখে ক্ষুদ্র বোধ হয়। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয়না যে কাব্য ও কিংবদন্তীসমূহে এই অভিযানের বিরাটত্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তা বিশেষ অতিরঞ্জিত। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে যে যদি কখনো স্পার্টা নগরীটি পরিত্যক্ত হয় এবং শুধু মন্দিরগুলি ও গৃহের ভিত্তিগুলি অটুট থাকে তবে বহুদিন পরে ভবিষ্যদ্বংশীয়রা মোটেও বিশ্বাস করবে না যে নগরীটি সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা সত্য। অথচ পেলোপন্নিসের দুই-তৃতীয়াংশ স্পার্টার দখলে এবং বাইরের অনেক মিত্ররাজ্যের সে নেতৃপদাধিকারী। নগরীটি কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে ওঠে নি এবং এখানে কোনো উল্লেখযোগ্য সৌধ বা মন্দির নেই। নগরীটি কতগুলি গ্রামের সমষ্টি বলে একেবারে নিরাভরণ। পক্ষান্তরে অনুরূপ অবস্থায় এথেন্সকে দেখলে তার মনোরম সৌধ ইত্যাদির সাহায্যে লোকে একে প্রকৃত অবস্থার চেয়েও দ্বিগুণ সমৃদ্ধশালী মনে করবে।

অতএব, বাহ্যিক রূপ নয়, প্রকৃত ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নগরগুলির শক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারনা করতে হবে। সুতরাং এতাবৎকাল পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানগুলির মধ্যে ট্রয় অভিযান যে বৃহত্তম ছিল তা অস্বীকার করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্তমান মহাযুদ্ধের সঙ্গে এর কোনা তুলনা চলতে পারে না। হোমারের বিবরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তিনি কবি ছিলেন বলে তাঁর রচনায় অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেও বর্তমানের সৈন্য-বাহিনীর তুলনায় অ্যাগামেমননের বাহিনী আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল। হোমার বলেছেন রণতরীর সংখ্যা ছিল ১২০০, প্রতিটি বিয়োসীয় জাহাজে নাবিক ছিল ১২০ জন এবং ফিলোকটেটিস-এর প্রতিটি জাহাজে ছিল ৫০ জন। মনে হয় এর দ্বারা তিনি বিভিন্ন জাহাজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। জাহাজের তালিকায় তিনি আর কোনো হিসাব দেন নি। ফিলোকটেটিসের জাহাজের বর্ণনায় আছে যে নাবিকগণ সকলেই ছিল তীরন্দাজ। এ থেকে বোঝা যায় যে নাবিকরা সৈন্য দলের অংশ ছিল। রাজা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ ব্যতীত জাহাজের আরোহী প্রায় সকলেই ছিল নাবিক। কারণ পুরোনো ধরনে নির্মিত জাহাজগুলিতে কোনো পাটাতন ছিল না এবং উন্মুক্ত সমুদ্রে পাড়ি দিতে হত বলে সকলপ্রকার সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতে হত। যদি আমরা বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম জাহাজগুলির একটি গড় হিসাব নিয়ে তাদের সংখ্যা গণনা করি তবুও তা খুব একটা বেশী মনে হবে না। কারণ, মনে রাখতে হবে যে অভিযানটি সমগ্র হেলাসের সম্মিলিত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এর কারণ জনশক্তির অভাব নয়, অর্থাভাব। রসদের অপ্রতুলতার জন্য সৈন্যসংখ্যা এমনভাবে সীমিত করা হয়েছিল যাতে যুদ্ধকালে এই রসদের উপরেই নির্ভর করা চলে। ট্রয়ে অবতরণ করেই তারা একবার জয়ী হয়েছিল (জয় একটা নিশ্চয়ই হয়েছিল, নচেৎ তারা শিবিরের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করতে পারত না)। কিন্তু তার পরে তারা সম্ভবত সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে পারে নি বরং রসদ সংগ্রহের জন্য চেরোসনীয়াতে কৃষিকার্য ও লুটতরাজে ব্যাপৃত হয়। সৈন্যদল এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল বলে ট্রয়বাসীরা দশবৎসর একাদিক্রমে যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হয়েছিল। সঙ্গে প্রচুর রসদ থাকলে ও কৃষিকার্য ও লুটপাটে সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত হয়ে না পড়লে জয়লাভ খুব সহজে হত। কারণ, সৈন্যবাহিনীর একটি ভগ্নাংশের সাহায্যে তারা সমগ্র ট্রয়বাসীকে প্রতিহত করে চলছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী অভিযান-গুলির মতো অর্থাভাবের দরুণ এই বিখ্যাত অভিযানটি তেমন সাফল্যলাভ করতে পারি নি, যদিও কবিরা তার কৃতিত্ব সম্পর্কে মুখর।

ট্রয়ের যুদ্ধের পরেও হেলাসের অবস্থা বেশ অশান্ত ছিল। অধিবাসীদের ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনের কাজ তখনো চলছিলো। সুতরাং অভ্যন্তরীণ

উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা তখনো আসে নি। ট্রয় অভিযানের বিলম্বিত প্রত্যাবর্তনের ফলে বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল এবং প্রায় প্রতিটি নগরে দলাদলি শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বহিষ্কৃত নাগরিকগণ নতুন নগরের পত্তন করছিল। ট্রয়ের পতনের ষাট বৎসর পরে আধুনিক বিয়োসীয়গণ থেসালীয়দের দ্বারা আর্নে থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বর্তমান বিয়োসিয়াতে বসত স্থাপন করে, যদিও এই জাতির একটি অংশ আগে থেকেই বিয়োসিয়াতে বাস করছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। বিয়োসিয়াকে তখন বলা হত ক্যাডসিস। কুড়ি বৎসর পরে ডোরীয়গণ ও হেরাক্লিসের পুত্রগণ পেলোপন্নিসের প্রভু হয়ে উঠল। ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্তন ও অন্যান্য অসুবিধা অতিক্রম করে তার স্থিতিলাভ করতে সমগ্র হেলাসের বহুদিন লেগেছিল। তারপর এল উপনিবেশ স্থাপনের যুগ। আইওনিয়া ও অধিকাংশ দ্বীপে এথেনীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করল। ইটালী, সিসিলি ও হেলাসের অন্যান্য স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করল পেলোপনেসীয়গণ। এইসব উপনিবেশ ট্রয়ের যুদ্ধের পর স্থাপিত হয়েছিল।

নির্দিষ্ট বিশেষ অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ছিল প্রচলিত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু হেলাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং ধন অর্জনের স্পৃহা ক্রম বর্ধিষ্ণু হল। ফলে প্রায় সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্রের প্রতি আকর্ষণও বৃদ্ধি পেল।

মনে হয় করিন্থীয়গণ প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে জাহাজ নির্মাণ করে এবং তারা সর্বপ্রথম 'ট্রায়ারিম' নির্মাণ করে। করিন্থীয় জাহাজ নির্মাতা অ্যামিনোক্লিস স্যামীয়দের জন্য চারটি জাহাজ প্রস্তুত করেছিলেন। প্রায় তিন বছর পূর্বে (বর্তমান যুদ্ধের শেষ দিন থেকে হিসাব করলে) অ্যামিনোক্লিস স্যামসে গিয়েছিলেন। প্রায় ২৬০ বৎসর পূর্বে করিন্থীয় ও করসাইরীয়দের মধ্যে সংঘটিত নৌযুদ্ধটি ইতিহাসের প্রথম নৌযুদ্ধ। যোজকের উপর অবস্থিত করিন্থ স্মরণাতীত কাল থেকে একটি উল্লেখ-যোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পেলোপন্নিস ও হেলাসের অবশিষ্ট অংশের মধ্যে যোগাযোগের প্রায় একমাত্র পথ ছিল স্থলপথ এবং এই অন্তর্দেশীয় পথের উপরেই ছিল করিন্থের অবস্থান। সুতরাং করিন্থের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল অপরিমিত এবং প্রাচীন কবিরা তাকে 'সমৃদ্ধ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে জলপথে গমনাগমন বৃদ্ধি পেলে করিন্থীয়গণ নৌবহর নির্মাণ ও জলদস্যুতা দমনে সক্ষম হয়েছিল। জল ও স্থল উভয় প্রকার বাণিজ্যের সুবিধাভোগী হওয়ায় করিন্থের রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল এবং করিন্থ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। পারস্যে যখন প্রথম পারসিক রাজা কুরুষ ও তাঁর পুত্র ক্যামবিসেস রাজত্ব করতেন সেই সময় আইওনিয়া একটি

বৃহৎ নৌশক্তিতে পরিণত হয়। এমনকি কুরুষের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে কিছুদিনের জন্য তারা আইওনীয় সাগরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। স্যামসের স্বৈরাচারী শাসক পলিক্রোটিস নৌশক্তির সাহায্যে আরো শক্তিশালী হয়েছিলেন। তাঁর অধিকৃত দ্বীপগুলির মধ্যে অন্যতম রেনিয়াকে তিনি ডিলীয় আপোলোর কাছে উৎসর্গ করেন। প্রায় একই সময়ে ফোকীয়গণ মার্সেইল্সের পত্তন করেছিল এবং তখন একটি নৌযুদ্ধে তারা কার্থেজীয়গণকে পরাজিত করে। এরাই ছিল অতীতের বৃহৎ নৌশক্তি এবং ট্রয়ের যুদ্ধের অনেকদিন পরে হলেও জাহাজের সংখ্যা বেশি ছিল না। প্রাচীনকালের ন্যায় পঞ্চাশদাঁড়ী নৌকাই ছিল প্রধান। ক্যামাবিসেসের উত্তরাধিকারী দরায়ুসের মৃত্যু ও পারসিক যুদ্ধের ঠিক আগে সিসিলির স্বৈরাচারী শাসকগণ ও করসাইরীয়গণ বহুসংখ্যক জাহাজের অধিকারী হয়। কারণ এর পরে জারক্সেসের অভিযানের আগে পর্যন্ত আর কোনো নৌবহরই তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। এথেন্স, ঈজিনা বা অন্য যারা যেসব জাহাজের অধিকারী ছিল সেগুলি সব ছিল পঞ্চাশদাঁড়ী নৌকা মাত্র। এই অধ্যায়ের শেষভাগে যখন এথেন্সের সঙ্গে ঈজিনার যুদ্ধ চলছিল এবং বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল তখন থেমিস্টোক্লিস দেশবাসীকে জাহাজ নির্মাণে উৎসাহিত করেন এবং সেই নৌবহরের সাহায্যেই এথেনীয়গণ স্যালামিসের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এইসকল জাহাজেও পাটাতনপ্রথা সম্পূর্ণ প্রবর্তিত হয়নি।

বর্তমানের দৃষ্টিতে বিচার করলে এই নৌবহরগুলিকে যত অকিঞ্চিৎকর মনে হোক না কেন, এরাই ছিল নিজ নিজ রাষ্ট্রের ক্ষমতার মূল উৎস। এই নৌবহরগুলির সাহায্যেই রাষ্ট্রগুলি ধন-সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে ও সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছে। নৌশক্তির সাহায্যে দ্বীপগুলি অধিকৃত হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি সহজেই পদানত হয়েছে। স্থলযুদ্ধের দ্বারা কোনো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্থলযুদ্ধ প্রধানত সীমান্ত সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশজয়ের অভিপ্রায়ে স্থলপথে কোনো অভিযান প্রেরিত হয় নি। বৃহৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কিংবা পারস্পরিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে জোটবদ্ধতার কোনো ঘটনা পূর্বে ঘটে নি। সামরিক শক্তিজোটের নিদর্শন দেখা গিয়েছিল কালসিস ও ইরিট্রিয়ার যুদ্ধে।

জাতীয় উন্নতির পথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বাধা দেখা গিয়েছিল। আইওনীয়গণ খুব দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করলেও পারস্যের রাজা কুরুষের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। ক্রীসাসকে সিংহাসনচ্যুত করে তিনি হ্যালিস নদী ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধ্বংসকার্য চালিয়ে উপকূলবর্তী নগরগুলিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরে দরায়ুস ফিনিসীয় নৌবহরের সাহায্যে দ্বীপগুলিও অধিকার করে নিয়েছিলেন।

যেসব গ্রীস রাষ্ট্র স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে ছিল তাদের প্রধান কাজ ছিল স্বীয় পরিবার ও স্বার্থবিষয়ে চিন্তা করা এবং স্বীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা। বস্তুত এই শাসনব্যবস্থায় অনুসৃত মূল নীতি ছিল নিরাপত্তামূলক এবং তাৎক্ষণিক স্থানীয় স্বার্থের পরিতৃপ্তি ব্যতীত কোনো বৃহৎ কাজ এই শাসকগণ সম্পাদন করতে পারেন নি। সিসিলির স্বৈরাচারী শাসকগণ এর একমাত্র ব্যতিক্রম। ফলে দীর্ঘদিন হেলাসের অবস্থা এমন ছিল যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করা কিংবা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ রাষ্ট্রের উন্নতি করা কোনোটিই সম্ভব ছিল না।

অবশেষে এমন শুভদিন এল যখন এথেন্স ও অন্যান্য স্থানের স্বৈরাচারী শাসনের চিরতরে অবসান ঘটল স্পার্টীয়গণের হাতে। ডোরীয়গণ যখন প্রথম স্পার্টাতে বসতি স্থাপন করে তারপর দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক অনৈক্য চলেছিল। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল থেকে স্পার্টাতে জনপ্রিয় আইনের শাসন ছিল এবং স্পার্টা কখনো স্বৈরাচারী শাসকের অধীনস্থ হয়নি। প্রায় চারশ বছর (এই যুদ্ধের শেষদিন থেকে হিসাব করলে) স্পার্টার শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। ফলে স্পার্টীয়গণ অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ পেয়েছিল। স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত না হতে পারস্য ও এথেন্সের মধ্যে ম্যারাথন যুদ্ধ হল। দশ বৎসর পরে বিদেশী শত্রু বিরাট নৌবহর নিয়ে গ্রীস জয়ের উদ্দেশ্যে পুনরায় উপস্থিত হল এবং এই সংকটময় মুহূর্তে স্বীয় শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বলে জোটবদ্ধ সমগ্র হেলেনীয় শক্তিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল স্পার্টা। নগর পরিত্যাগের অভিপ্রায়ে এথেনীয়গণ ঘরবাড়ি ভেঙে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং নাবিকজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়, কিন্তু এর পরেই হেলেনীয়গণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যারা পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল এবং যারা যুদ্ধে পারসিকদের পক্ষাবলম্বন করেছিল—উভয়প্রকার হেলেনীয় এই বিভেদে যোগদান করেছিল। একপক্ষ হল এথেন্সের অনুগামী, অপরপক্ষ স্পার্টার। নেতৃদ্বয়ের একটির ছিল শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি, অপরটির শ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি। যুদ্ধকালীন মৈত্রী ছিল স্বল্পস্থায়ী। শীঘ্রই স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে বিবাদ শুরু হল এবং তা এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। হেলাসের অন্য রাষ্ট্রগুলিও একে একে যে-কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করল, যদিও প্রথমে হয়ত কেউ কেউ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল। সুতরাং পারসিক যুদ্ধের পর থেকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত মাঝে মাঝে শান্তির বিরতি থাকলেও দুটি দেশের পরস্পরের মধ্যে কিংবা বিদ্রোহী মিত্রকে শায়েস্তা করতে সংঘর্ষ অনবরত লেগে ছিল। সামরিক বিদ্যার ক্রমাগত চর্চার ফলে তারা যুদ্ধকার্যে রীতিমতো পারদর্শী হয়ে উঠল এবং বিপদের মধ্যে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল।

মিত্রদের কাছ থেকে স্পার্টা কর গ্রহণ করত না। তবে মিত্রদেশগুলি যেন স্পার্টার স্বার্থের অনুকূল মুখ্যতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পক্ষান্তরে এথেন্স কালক্রমে চিওস ও লেসবস ব্যতীত অন্য মিত্ররাষ্ট্রগুলির নৌবহর দখল করে নিল এবং পরিবর্তে তাদের উপর রাজস্ব ধার্য করল। পূর্বে যখন উভয়ের মৈত্রীবন্ধন ছিল তখন সম্মিলিত শক্তির পরিমাণ যেমন ছিল, এখন উভয়পক্ষ স্বীয় শক্তির পরিমাণ তদপেক্ষা বৃদ্ধি করতে মনোযোগী হল।

আমি যেভাবে অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করছি তাতে মনে রাখতে হবে যে বহুকাল প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক সব তথ্যকে বিশ্বাস করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন যুগের সব গল্প লোকে নির্বিচারে বিশ্বাস করে—এমনকি স্বদেশ সংক্রান্ত গল্পও। যেমন এথেন্সের অধিকাংশ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে হার্মোডিয়াস ও অ্যারিস্টোজিটনের হাতে নিহত হওয়ার সময় হিপ্পারকাস স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। কিন্তু তারা স্মরণে রাখে না যে পিসিস্ট্রেটাসের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন হিপ্পিয়াস এবং হিপ্পারকাস ও থেসালাস ছিলেন অনুজ ভ্রাতা। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে হার্মোডিয়াস ও অ্যারিস্টোজিটন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে দিনটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেইদিন শেষ মুহূর্তে জানতে পারলেন যে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কয়েকজন হিপ্পিয়াসকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। সুতরাং তাঁকে তাঁরা আক্রমণ করলেন না। কিন্তু বিনা কারণে ধরা পড়ে জীবন বিপন্ন না করে তাঁরা একটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করলেন। হিপ্পারকাস যখন লেওসের কন্যাদের মন্দিরের কাছে 'নিখিল এথেনীয় শোভাযাত্রা'র ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি নিহত হন।

অন্য হেলেনীয়দের মধ্যেও এই ধরণের অমূলক ধারণা প্রচলিত আছে, এমনকি শুধু অস্পষ্ট অতীত সম্পর্কে নয় সমকালীন ইতিহাস সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। যেমন, সকলে মনে করে যে স্পার্টার রাজাদের প্রত্যেকের দুটি করে ভোট, যদিও বস্তুত তাঁরা একটি করে ভোটের অধিকারী। স্পার্টাতে পিটেনি নামে একদল সৈন্য আছে বলে লোকের ধারণা হলেও আদৌ বাস্তবে তা নেই। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের কষ্ট স্বীকার করতে চায় না এবং প্রথমে যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। কিন্তু যেসব প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার উপর সকলে নিরাপদে নির্ভর করতে পারে বলে আমি মনে করি। কবি প্রদত্ত প্রমাণের চেয়েও এগুলি উৎকৃষ্ট, কারণ বক্তব্য বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা তাঁদের অভ্যাস। নিবন্ধকারেরাও সত্যভাষণের অপেক্ষা বেশি দৃষ্টি দেন মনোরঞ্জনের দিকে। এদের প্রামাণ্যতা বিচার করা যায় না এবং কালের ব্যবধানে এগুলি প্রায়ই অবিশ্বাস্য পৌরাণিক কাহিনীর ধারায় মিশে গিয়েছে।

পক্ষান্তরে সুস্পষ্ট সব প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমি যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সুদূর অতীত সম্পর্কে তদপেক্ষা নির্ভুল সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। যুদ্ধের সময় মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সেই যুদ্ধটির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা এবং যুদ্ধশেষে অতীতস্মৃতি রোমন্থনে নিমগ্ন থাকা। কিন্তু সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের চেয়েই এটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

এই গ্রন্থে আমি যে সব বক্তৃতা উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে কিছু কিছু যুদ্ধের পূর্বে প্রদত্ত, কিছু যুদ্ধ চলাকালে। কোনো বক্তৃতায় আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম, কোনোটি নানাস্থান থেকে সংগৃহীত। কিন্তু একটি অসুবিধা হচ্ছে ভাষণে প্রদত্ত শব্দাবলী অবিকল স্মরণে রাখা সম্ভব হয়নি। সুতরাং বক্তাব্যবহৃত ভাবটি আমি যতদূরসম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি এবং আমার ধারণা অনুযায়ী পরিস্থিতি অনুসারে সম্ভাব্য যা বক্তব্য তাও আমি তাঁদের মারফৎ পেশ করেছি।

ঘটনার বিবরণদান প্রসঙ্গে আমার পদ্ধতি হল, প্রথমে প্রাপ্ত সূত্র, এমনকি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারাও পরিচালিত না হয়ে স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের উপর নির্ভর করা। সেই বিবরণও আমি সম্ভবমতো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু তাতেও প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা সহজ নয়। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ দেয়। হয় তারা পক্ষপাতদুষ্ট নয় তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। কাল্পনিক মধুর কোনো উপাদানের অভাবে আমার এই ইতিহাসে সম্ভবত স্বচ্ছন্দ পাঠযোগ্যতা থাকবে না কিন্তু ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যার সহায়তার জন্য কোনো জিজ্ঞাসু যদি অতীত সম্পর্কে সঠিক ধারণা আয়ত্ত করতে চান তবে তিনি এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবেন (কারণ মনুষ্যচরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি)। অর্থাৎ আমার পুস্তক জনগণের করতালি লাভের আশায় রচিত হয়নি। এর উদ্দেশ্য চিরস্থায়িত্বের মর্যাদা লাভ।

অতীতের সর্ববৃহৎ যুদ্ধ পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু মাত্র দুটি নৌ ও দুটি স্থলযুদ্ধের মাধ্যমে তার দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ শুধু সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল তাই নয় সমগ্র হেলাসে এর ফলে এক ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়। পূর্বে কখনো এত অধিকসংখ্যক রাষ্ট্র অধিকৃত বা ধ্বংস হয়নি—বিদেশী কিংবা হেলেনীয় কারও দ্বারাই নয় (কখনো কখনো প্রাচীন অধিবাসীদের বিতাড়িত করে নতুন ব্যক্তিদের নগরে স্থান দেওয়া হয়েছে)। নির্বাসনের ঘটনাও পূর্বে কখনো এত বেশি হয়নি এবং যুদ্ধে বা যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবে এত লোকক্ষয় হয়নি। অতীতের যেসব অত্যাশ্চর্য কিংবদন্তীমূলক ঘটনার সত্যতা অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত হয়নি এখন সে সবই বিশ্বাসযোগ্য বোধ হবে। অদৃষ্টপূর্ব

ব্যাপকতাসহ ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা, সূর্যগ্রহণের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিভিন্ন শুষ্ক অঞ্চলে খরা ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ এবং সর্বোপরি ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক মহামারী—এই সব মারাত্মক বিপর্যয় গ্রীকজগতে একযোগে যুদ্ধকালে দেখা দিয়েছিল।

ইউবিয়া জয়ের পরে সম্পাদিত ত্রিশবৎসরের চুক্তি লঙ্ঘনের মাধ্যমে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। চুক্তিভঙ্গের কারণ বিবৃত করতে হলে তাদের পারস্পরিক অভিযোগের ও স্বার্থের সংঘাতের কারণগুলি সর্বাগ্রে আলোচনা করতে হয়। তাহলেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। আমার মনে হয় যুদ্ধের প্রকৃত কারণ পূর্বে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়েছিল। এথেন্সের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে স্পার্টার আতঙ্কের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তবুও উভয়পক্ষের যেসব অভিযোগের ফলে চুক্তিভঙ্গ ও যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল সেগুলি বিবৃত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের কারণ—এপিডেমনাসের ঘটনা—পটিডিয়ার ঘটনা।

আইওনীয় সাগরের প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে এপিডেমনাস অবস্থিত। টলেন্সীয় নামে ইলিরীয় জাতিদ্বারা অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি ছিল করসাইরার উপনিবেশ। করিন্থীয় হেরাক্লিসের পরিবারের এরাটোক্লাইডিসের পুত্র ফ্যালিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই উপনিবেশটিতে কিছু করিন্থীয় ও ডোরীয় বসবাস করছিল। কালক্রমে স্থানটি জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও বিদেশী অধিবাসীদের সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে এপিডেমনাস হীনশক্তি হয়ে পড়ে এবং পূর্বতন ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে গণতান্ত্রিকগণ অভিজাততন্ত্রীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। অভিজাতগণ তখন নগরের বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে জল ও স্থলপথে নগরটি আক্রমণ করে। বিপন্ন গণতান্ত্রিকগণ ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ, নির্বাসিত দলটির সঙ্গে মীমাংসা ও বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি করসাইরায় দূত প্রেরণ করল। কিন্তু দূতগণের সানুনয় অনুরোধে করসাইরীয়গণ কর্ণপাত করল না, রিক্ত হস্তে দূতগণ ফিরে এলো।

অতঃপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় এপিডেমনীয়গণ নগরটির প্রতিষ্ঠাতা করিন্থের কাছে আত্মসমর্পণ করে সাহায্যভিক্ষা করবে কিনা এবিষয়ে দেবতার নির্দেশ জানতে ডেলফিতে দূত প্রেরণ করল। নগরটিকে করিন্থের হাতে সমর্পণ করে এপিডেমনীয়দের উচিত করিন্থের নেতৃত্ব গ্রহণ করা—এই মর্মে দৈবনির্দেশ পাওয়া গেল। সুতরাং এপিডেমনীয়গণ করিন্থে গিয়ে নগরটিকে করিন্থীয়দের হাতে সমর্পণ করল এবং দৈবনির্দেশ ব্যক্ত করে অনুনয় করল যে ধ্বংসের হাত থেকে করিন্থীয়গণ যেন তাদের রক্ষা করে। এতে করিন্থ সম্মত হল। কারণ, করিন্থের যুক্তি ছিল এই যে এপিডেমনাসের উপর করসাইরার দাবীর চেয়ে করিন্থের দাবী কোনো অংশে কম নয়। উপরন্তু মাতৃভূমি করিন্থকে করসাইরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করত না বলে করসাইরার প্রতি করিন্থ অসন্তুষ্ট ছিল। উপনিবেশের কাছ থেকে মাতৃভূমির প্রাপ্য চিরাচরিত সম্মান ও পূজাদিতে অগ্রাধিকারলাভের পরিবর্তে করিন্থ লাভ করত অবজ্ঞা। কারণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে করসাইরা হেলাসের সমৃদ্ধতম দেশগুলির অন্যতম, সামরিক শক্তিতেও সে ন্যূন ছিল না। তা ছাড়া, প্রাক্তন অধিবাসী ফীয়াসীয়দের আমল থেকে নৌশক্তি হিসাবে করসাইরার খ্যাতি ছিল সুবিদিত এবং এবিষয়ে সে যথেষ্ট গর্ববোধ করত। নৌশক্তির অধিকতর উন্নতির জন্য সে সর্বদা সতর্ক ছিল, ফলে এবিষয়ে

তার দক্ষতা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। যুদ্ধ শুরুর সময় তার জাহাজের সংখ্যা ছিল ১২০।

সুতরাং এপিডেমনাসকে সাহায্য করবার সংযোগলাভে করিন্থ খুশিই হল। স্বেচ্ছায় এপিডেমনাসে বসতি স্থাপনে আগ্রহীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হল এবং অ্যাম্ব্রেসিয়া, লিউকাস ও করিন্থ প্রেরিত এক মিলিত বাহিনী করিন্থীয় উপনিবেশ অ্যাপোলোনিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হল। করসাইরার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় তারা জলপথ অবলম্বন করল না। নতুন বসতি স্থাপনকারীগণ ও সৈন্যদল এপিডেমনাসে উপস্থিত হয়েছে এবং করিন্থের কাছে এপিডেমনাস সমর্পিত হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে করসাইরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অবিলম্বে পঁচিশটি রণতরী অগ্রসর হল এবং আরো কতগুলি জাহাজ তাদের অনুসরণ করল। এপিডেমনাসে গিয়া অত্যন্ত অপমানজনকভাবে ও ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক এপিডেমনীয়দের কাছে তারা দাবী করল যে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতে হবে। (এরা ইতিমধ্যেই করসাইরায় উপস্থিত হয়েছিল এবং পিতৃপুরুষগণের সমাধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও করসাইরীয়দের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার উল্লেখ করে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল) এবং করিন্থীয় সৈন্যদল ও ঔপনিবেশিকদের ফেরৎ পাঠাতে হবে। দুটি দাবীই এপিডেমনাস প্রত্যাখ্যান করাতে করসাইরা চল্লিশটি জাহাজ সম্বলিত নৌবহরের সাহায্যে এপিডেমনাস আক্রমণ করল। নির্বাসিতদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদেরও সঙ্গে নিল এবং ইলিরীয় সৈন্যবাহিনী তাদের সাহায্যে অগ্রসর হল। নগরের সামনে ঘাঁটি স্থাপন করে করসাইরীয়গণ ঘোষণা করল যে যে-সকল নাগরিক বা বিদেশী স্বেচ্ছায় নগর পরিত্যাগ করবে তারা মুক্তি পাবে, অন্যথায় তারা শত্রু বলে পরিগণিত হবে। এই প্রস্তাবের অনুকূলে কোনো সাড়া না পেয়ে তারা নগরটি অবরোধ করল। এই সংবাদ শুনে করিন্থ উদ্ধারকারী সৈন্যদল প্রেরণের আয়োজন করতে লাগল। ঘোষণা করা হল যে এপিডেমনাসে গমনেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তি রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রাপ্ত হবে। অবিলম্বে যাত্রা করা যাদের পক্ষে সম্ভব নয় তারা পঞ্চাশটি করিন্থীয় মুদ্রার বিনিময়ে এখনই উপনিবেশের অংশীদার হয়ে থাকতে পারবে। এই ঘোষণায় প্রচুর সাড়া পাওয়া গেল। অনেকে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করতে আগ্রহী, অনেকে জামিন গচ্ছিত রাখল। পাছে করসাইরীয়গণ যাত্রাপথে বাধা দেয় এইজন্য বিভিন্ন নগরের কাছে রক্ষাকারী জাহাজ প্রার্থনা করা হল। মেগারা আটটি, সেফালেনিয়ার নগর পেলি চারটি, এপিডরাস পাঁচটি, হার্মিওন একটি, ট্রীজেন দুটি, লিউকাস দশটি এবং অ্যাম্ব্রেসিয়া দশটি জাহাজ প্রেরণ করল। থিব্‌স্‌ ও ফ্লিয়াসীয়দের কাছে অর্থ এবং এলীয়দের কাছে অর্থ ও জাহাজের কাঠামো দুই-ই চাওয়া হল। করিন্থীয়গণ নিজেরা তিন হাজার হপ্‌লাইটসহ (ভারী অস্ত্রবাহী পদাতিক সৈন্য) ত্রিশটি জাহাজ প্রস্তুত করল।

এই সংবাদ অবগত হয়ে স্পার্টা ও সাইকিওনের কয়েক ব্যক্তি সহ করসাইরীয় প্রতিনিধিদল করিন্থে উপস্থিত হল। সেখানে তারা দাবী করল যে এপিডেমনাসে করিন্থের কোনো অধিকার নেই, সুতরাং তার উচিত সেখান থেকে সৈন্য ও ঔপনিবেশিকদের প্রত্যাহার করে নেওয়া। যদি করিন্থ কোনো দাবী উত্থাপন করতে চায় তবে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পেলোপন্নিসের কয়েকটি নগরকে সালিশ মেনে বিষয়টির নিষ্পত্তি হতে পারে। সালিশের রায় অনুযায়ী স্থির হবে এপিডেমনাসের উপর কার অধিকার। অথবা সমগ্র বিষয়টি ডেলফির দৈববাণীর মাধ্যমে মীমাংসা হতে পারে। এতৎসত্ত্বেও করিন্থ যুদ্ধ করা মনস্থ করলে প্রাক্তন বন্ধুত্ব ত্যাগ করে আত্মরক্ষার্থেই করসাইরাকে অন্যত্র, এমনকি যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানেও মিত্র অন্বেষণার্থ যেতে হবে। প্রত্যুত্তরে করিন্থ জানাল এপিডেমনাস থেকে নৌবহর ও বিদেশী সৈন্য করসাইরা প্রত্যাহার না করলে কোনো আলোচনাই হতে পারে না এবং নগরটি অবরুদ্ধ থাকাকালে সালিশের প্রস্তাবও অবান্তর। করসাইরা বলল যে করিন্থ যদি এপিডেমনাস থেকে সৈন্য অপসারণ করে তবে সেও করবে। অথবা দুপক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখুক এবং সালিশের রায় প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হোক।

করিন্থের কাছে কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য বোধ হল না। ইতিমধ্যে জাহাজগুলি প্রস্তুত হলে ও মিত্রগণ এসে উপস্থিত হলে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য করিন্থীয়গণ করসাইরীয়দের কাছে দূত প্রেরণ করল। তারপরে পঁচাত্তরটি জাহাজ ও দু'হাজার হপ্‌লাইটসম্বলিত এক বাহিনী এপিডেমনাস অভিমুখে যাত্রা করল। পেলিকাসের পুত্র অ্যারিস্টিউস, ক্যালিয়াসের পুত্র ক্যালেক্রেটিস এবং টিমানথেসের পুত্র টিমানোরের উপর ছিল নৌবহরের নেতৃত্বভার। ইউরিটিমাসের পুত্র আর্কেটিমাস হলেন স্থলবাহিনীর অধিনায়ক। অ্যাম্ব্রেসিয়া উপসাগরের মুখে অ্যানাক্টোরিয়াম অঞ্চলের অ্যাক্টিয়ামে (যেখানে অ্যাপোলোর মন্দির অবস্থিত) এই বাহিনী পৌঁছালে করসাইরার দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে একটি হাল্কা নৌকায় করে আক্রমণ বন্ধের আবেদন জানাতে এসেছিল। কিন্তু করসাইরীয়গণ নিজেদের জাহাজগুলি সুসজ্জিত করে রেখেছিল এবং পুরাতন জাহাজগুলিতে আড়াআড়ি কড়িকাঠ লাগিয়ে সেগুলি ব্যবহারোপযোগী করে তুলেছিল। করিন্থীয়দের নেতিবাচক উত্তর নিয়ে করসাইরার দূতটি ফিরে এলে শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য আশিটি জাহাজের এক নৌবহরসহ করসাইরীয়গণ যাত্রা করল এবং যুদ্ধ শুরু হল। করিন্থীয়গণ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল এবং তাদের পনেরোটি জাহাজ ধ্বংস হল। সেই একই দিনে অবরোধকারীগণের হাতে এপিডেমনাস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল—শর্ত হল বিদেশীদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করা হবে এবং করিন্থীয়দের বন্দী করে রাখা হবে (যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়)।

লিউকিম অন্তরীপে করসাইরা একটি বিজয় স্মারক নির্মাণ করল এবং করিন্থীয়দের যুদ্ধবন্দী হিসাবে রেখে অন্যদের প্রাণদণ্ড বিধান করল। পরাজিত করিন্থীয় ও তাদের মিত্রগণ প্রত্যাবর্তন করল এবং সন্নিহিত সমুদ্রের উপর করসাইরার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। করিন্থের উপনিবেশ লিউকাসে করসাইরীয়গণ লুটপাট করল এবং এলীয় বন্দর সিলেনীতে অগ্নিসংযোগ করল। কারণ, এলিয়া করিন্থকে অর্থ ও জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধপরবর্তী বৎসরগুলিতে করসাইরা শুধু নিজ এলাকার সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করেই ক্ষান্ত রইল না, করিন্থের মিত্রদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। মিত্রদেশগুলির এই দুরবস্থা দেখে করিন্থ শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মের শুরুতে একটি নৌবহরসহ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করল। করসাইরীয়গণও এর বিপরীতদিকে লিউকিসিতে স্থল ও নৌবহরসহ প্রস্তুত হল। এখানে তারা অবশিষ্ট গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করল, কিন্তু কোনো পক্ষই অধিক অগ্রসর হল না এবং শীতের প্রারম্ভে উভয়েই প্রত্যাবর্তন করল।

করিন্থে কিন্তু যুদ্ধের উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরবর্তী বছরে তারা জাহাজ নির্মাণ ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে নৌশক্তির বৃদ্ধিকল্পে আত্মনিয়োগ করল। পেলোপন্নিস থেকে নাবিক সংগৃহীত হল এবং হেলাসের অন্যত্র থেকেও সংগ্রহের জন্য লোভনীয় শর্তাদি ঘোষিত হল। এই প্রস্তুতির সংবাদে করসাইরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। হেলাসে তার কোনো মিত্র ছিল না। কারণ, সে স্পার্টায় অথবা এথেনীয় কোনো সঙ্ঘেই যোগদান করেনি। সুতরাং এথেন্সের সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে তার পক্ষভুক্ত হবার জন্য করসাইরা এথেন্সে দূত প্রেরণ করতে মনস্থ করল। এই সংবাদ শুনে করিন্থও এথেন্সে প্রতিনিধি প্রেরণ করল। তার আশঙ্কা হল এই যে এথেন্স ও করসাইরার সম্মিলিত নৌবহর করিন্থকে এককভাবে করসাইরার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দেবে না। এথেন্সে সভা আহূত হল এবং দুই পক্ষই নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থিত করল। করসাইরার প্রতিনিধিগণ বলল ঃ

"এথেনীয়গণ, এইপ্রকার অবস্থায় প্রথমে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা আপানাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। কিন্তু এই দাবী আমরা করব না যে অতীতে আমরা আপনাদের কোনো বৃহৎ উপকার করেছি বলে অথবা আমাদের মধ্যে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত মিত্রতা আছে বলে এই সাহায্য আমাদের প্রাপ্য। আমরা শুধু আপনাদের বলব যে এই সাহায্যদান আপনাদের নিজেদের পক্ষেও সুবিধাজনক, অন্তত অসুবিধাজনক নয়। তাছাড়া আপনারা আমাদের স্থায়ী কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। এই বিষয়গুলি যদি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি তবে আমাদের দৌত্য ব্যর্থ হলে আমরা দুঃখিত হব না। সাহায্যের আবেদন ব্যতীত এই সব বিষয়েও আমরা আপনাদের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারব এই বিশ্বাসেই করসাইরা

আমাদের প্রেরণ করেছে। অবস্থা হয়েছে এমন যে আমাদের অতীতের নীতি আমাদেরই স্বার্থের প্রতিকূল হয়ে পড়েছে এবং আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিপন্ন করছে। যখন অতীতে আমরা ইচ্ছাকৃত-ভাবে সব মিত্রতাচুক্তি পরিহার করেছি তখন বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহায্য-ভিক্ষা সত্যিই অসঙ্গত। এই নীতির জন্যই আমরা আজ করিন্থের সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল নিরপেক্ষনীতি সুবিবেচনাপ্রসূত এবং তার সাহায্যে আমরা অপরের অনুসৃত নীতির দ্বারা সৃষ্ট বিপদ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারব। কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে এই নীতি অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ও দুর্বলতার উৎস।"

"একথা সত্য যে সম্প্রতি আমরা এককভাবে নৌযুদ্ধে করিন্থকে পরাজিত করেছি। কিন্তু এখন তারা পেলোপন্নিস ও অন্যত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত। আমরা বুঝতে পারছি তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় শক্তিবলে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না। পরাজিত হলে ভাগ্যে যে কি ঘটবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। সুতরাং আপনাদের কাছ থেকে ও অন্য যে-কোনো স্থান থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। পরিস্থিতির চাপে আমরা নিরপেক্ষতা ত্যাগ করছি বলে অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আমাদের অতীতের নীতি মন্দ অভিপ্রায়-প্রসূত ছিল না; ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত।"

"আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হলে ভবিষ্যতে বুঝবেন যে আপনাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে আমরা পরোক্ষভাবে আপনাদের উপকার করছি। প্রথমত, আপনারা সাহায্য করছেন আক্রান্তকে, আক্রমণকারীকে নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা এখন চরম বিপদের সম্মুখীন। এখন সাহায্য দিলে আপনারা আমাদের অক্ষয় কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। তৃতীয়ত, এথেন্স ব্যতীত আমরাই হেলাসের বৃহত্তম নৌশক্তি। যে দেশের মৈত্রী আপনাদের নৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবে সে যদি স্বেচ্ছায় এবং আপনাদের কোনো বিপদ কিংবা অর্থব্যয়ের ঝুঁকিতে না ফেলে আপনাদের পক্ষে যোগদান করে তবে তদপেক্ষা সৌভাগ্য আপনাদের আর কি হতে পারে? শত্রুর পক্ষেও তা সর্বাধিক ভীতিকর বোধ হবে। এটি এমনই এক অবস্থা যে সাহায্যপ্রাপ্ত আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, সমগ্র জগৎ আপনাদের মহানুভবতার প্রশংসা করবে এবং আপনাদের শক্তিও অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে এতগুলি সুবিধার সমাবেশ ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। সাহায্যপ্রাপ্ত দেশটি সাহায্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাকে নিরাপত্তা ও সম্মান দানে সক্ষম—এ ধরণের ঘটনা অতীব দুর্লভ।"

"যুদ্ধ বাধলে আমাদের প্রয়োজনীয়তা আপনারা বুঝতে পারবেন। কেউ যদি মনে করেন যুদ্ধের আশু কোনো সম্ভাবনা নেই তবে তিনি নিজেকে

প্রতারিত করছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে আপনাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত স্পার্টা যুদ্ধ কামনা করছে। করিন্থ আপনাদের শত্রু এবং স্পার্টাতে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। আপনাদের আক্রমণ করবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে আমাদের আক্রমণ করেছে। আমাদের দুজনকেই শত্রু করে তুলে একসঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সে অনিচ্ছুক। হয় আমাদের ধ্বংস করে ফেলা, নতুবা আমাদের শক্তিকে স্বীয় কার্যে ব্যবহার করা—এই দুটি উপায়ে আপনাদের অপেক্ষা তারা প্রাথমিক সুবিধালাভে উৎসুক। কিন্তু আমরা তাদের উদ্দেশ্য প্রতিহত করতে আগ্রহী বলে এই মৈত্রী প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আমরা প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণে অধিকতর বিশ্বাসী।"

"করিন্থের উপনিবেশের সঙ্গে আপনাদের মিত্রতা চুক্তি করা উচিত নয়, কেউ যদি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন, তবে আমাদের উত্তর এই যে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হলে সব উপনিবেশই মাতৃভূমির প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু উপনিবেশের ওপর অন্যায় আচরণ করা হলে বিচ্ছেদের প্রশ্ন উঠবেই। মাতৃভূমি থেকে উপনিবেশে বসতিস্থাপন করতে যাবার সময় কেউ ক্রীতদাসত্বের শর্তে যায় না, মাতৃভূমির অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সমানাধিকারের দাবী থাকে। কিন্তু করিন্থ স্পষ্টতই এর অন্যথা করেছে। এপিডেমনাসের প্রশ্নটি আমরা সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির পরিবর্তে তারা অস্ত্রধারণের মাধ্যমে তাদেব দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। বস্তুত জ্ঞাতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে তারা যে ব্যবহার করেছে তাতে আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আপনারা তাদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ ফাঁদে পা দেবেন না এবং তাদের আপাতসরল দাবীগুলির প্রতি কর্ণপাত করবেন না। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হয় এবং তাকে যত কম সুবিধা দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।"

"আমাদের মিত্রতা স্বীকার করলে স্পার্টার সঙ্গে আপনাদের চুক্তিভঙ্গ হবে না। আমরা নিরপেক্ষ এবং আপনাদের চুক্তিতে পরিষ্কার বলা আছে যে নিরপেক্ষ দেশগুলি ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে পারে। করিন্থ তার রণতরীর জন্য নিজেদের মিত্রদেশ ও হেলাসের অন্যত্র থেকেও (এদের সঙ্গে আপনাদের প্রজারাষ্ট্রের সংখ্যাও কম নয়) নাবিক সংগ্রহ করছে। এই আচরণ সহ্য করা যায় না। অথচ চুক্তির মাধ্যমে উপনীত মিত্রতার সুবিধাভোগ থেকেও আমরা বঞ্চিত হব এবং অন্যত্র থেকেও সাহায্যলাভ করব না এবং আমাদের অনুরোধে সম্মত হলে আপনাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অসততার অভিযোগ উত্থাপিত হবে—এমনটিও চলতে পারে না। পক্ষান্তরে, আমাদের অনুরোধে সম্মত না হলে আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের আরো গুরুতর কারণ ঘটবে। আপনাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা না থাকা

সত্ত্বেও আপনারা যদি আমাদের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেন তবে আপনাদের শত্রু কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না এবং আক্রমণকারীই সুবিধা পাবে। শুধু তাই নয় ; আপনার সাম্রাজ্যের সম্পদ আহরণ করে সে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করবে। একাজ হতে দেবেন না। হয় আপনাদের সাম্রাজ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহে তাদের বাধা দিন, নতুবা যে কোনো উপায়ে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মিত্রতা করে আমাদের সমর্থনদানই হবে আপনাদের পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক। এতে আপনাদের স্বার্থও সিদ্ধ হবে। আমাদের উপরে আপনারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। কারণ, যে আপনাদের শত্রু সে আমাদেরও শত্রু এবং সেই শক্তিশালী দেশ স্বপক্ষত্যাগীদের শাস্তি দিতে যথেষ্ট সক্ষম। তাছাড়া একটি নৌশক্তির মিত্রতা প্রত্যাখ্যান ও একটি স্থল-শক্তির মিত্রতা প্রত্যাখানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কারণ, আপনাদের প্রথম চেষ্টা হবে অন্য কাউকে নৌশক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে দেখলে সাধ্যমতো তাকে প্রতিরোধ করা। তারপরেই আপনাদের উচিত নৌশক্তির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী দেশটিকে স্বপক্ষে নিয়ে আসা।"

"আমাদের আবেদন যুক্তিযুক্ত বোধ হলেও কেউ যদি স্পার্টার সঙ্গে চুক্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন তবে তিনি যেন মনে রাখেন যে আশঙ্কা যতই থাক এতে তাঁরা শত্রুর কাছে অধিকতর অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবেন। পক্ষান্তরে আমাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে, যতই নিজেদের আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন বোধ করুন না কেন শক্তিশালী শত্রু কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত্র বোধ করবে না। মনে রাখবেন আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর শুধু করসাইরার ভাগ্য নয়, এথেন্সের ভবিষ্যৎও নির্ভরশীল। যে যুদ্ধ আসন্ন বলে আপনারা আশঙ্কা করছেন সেই যুদ্ধ কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বলা চলে। এখন করসাইরা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত নীতি অবলম্বন করলে তা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে না। করসাইরার বন্ধুত্ব যেমন মূল্যবান, শত্রুতা তেমন বিপজ্জনক। অন্য সুবিধাসমূহের কথা ছেড়ে দিলেও মনে রাখবেন যে ইটালী ও সিসিলি অভিমুখী উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রপথের উপরে অতি সুবিধাজনক স্থানে করসাইবার অবস্থান। সুতরাং পেলোপন্নিস থেকে ইটালী-সিসিলিতে কিংবা সেখান থেকে পেলো-পন্নিসে নৌ সাহায্য প্রেরণে করসাইরা কার্যকরভাবে বাধা দিতে সমর্থ। সমগ্র বিষয়টি খুব সংক্ষেপে উপস্থিত করা যায় এবং তাতেই আপনারা বুঝবেন যে আমাদের প্রত্যাখ্যান করা আপনাদের উচিত নয়। হেলাসে তিনটি নৌশক্তি আছে—এথেন্স, করসাইরা ও করিন্থ। আমরা যদি করিন্থের অধিকারভুক্ত হই এবং তাতে যদি আপনারা বাধা দান না করেন তবে আপনাদের করসাইরা ও পেলোপন্নিসের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু আমাদের মিত্রতা স্বীকার করলে যুদ্ধে আমাদের নৌশক্তির সাহায্য পাবেন।"

করসাইরীয়গণের এই ভাষণের পরে করিন্থের প্রতিনিধিগণ বলল ঃ—

"আপনারা করসাইরীয়গণের মিত্রতা গ্রহণ করবেন কিনা শুধু এই বিষয়ের মধ্যেই তারা তাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা বলেছে যে আমরা আক্রমণকারী ও তারা একটি অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। সর্বপ্রথমে আমরা এই দুটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। আপনাদের কাছে আমাদের প্রকৃত দাবী কি এবং কেন করসাইরার আবেদন আপনাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত তার উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। তাদের পূর্বতন মিত্রতা-পরিহার নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করমাইরীয়গণ 'বিচক্ষণতা' ও 'নিরপেক্ষতা' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই নীতি কিন্তু আদৌ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। তার কার্যাবলী অসৎ ছিল বলেই সে কারও মিত্রতাগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। কারণ, তার অসৎ কর্মে সাক্ষী হবার জন্য কাউকে আহ্বান করা সে সমীচীন বোধ করেনি। তার ভৌগলিক অবস্থানও তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। অন্য দেশের জাহাজ তাদের বন্দর স্পর্শ করতে যতটা বাধ্য হয় তাদের জাহাজ অন্য রাষ্ট্রের বন্দরে প্রবেশ করতে ততটা বাধ্য নয়। সেইজন্য তার দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হলে উভয়পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে নিযুক্ত সালিশীর মাধ্যমে তার বিচারের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। বিচার করে সে নিজে। অতএব তার নিরপেক্ষতানীতি অপরের কৃত অপরাধের অংশীদারত্ব এড়াবার জন্য নয়, নিজে অপরাধ করবার একচেটিয়া সুবিধালাভের জন্য। সম্ভব হলেই তারা বলপূর্বক অপরের সম্পত্তি দখল করে, সুবিধা পেলেই অন্যকে প্রতারণা করে এবং এইভাবে লব্ধ সম্পদ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়েই ভোগ করে। তারা যেমন ভাল করছে সত্যিই যদি তেমন সৎ তারা হত তবে এই স্বাধীনতাকে সৎভাবে ন্যায্য আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করতে পারত।

"কিন্তু কারও প্রতি সে এই আচরণ করেনি। আমাদের উপনিবেশের মনোভাব আমাদের প্রতি কখনো বিশ্বস্ত ছিল না। এবং এখন তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের বক্তব্য অসদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হবার জন্য তারা উপনিবেশে বসতি স্থাপন করতে যায় নাই। কিন্তু আমরা কি অপমানিত হবার জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছি? তাদের কাছে আমরা প্রাপ্য নেতৃত্ব ও সম্মান প্রত্যাশা করি। অন্য উপনিবেশগুলি আমাদের বিশেষ সম্মানার্হ মনে করে এবং আমাদের প্রতি তাদের যথেষ্ট প্রীতিও আছে। সুতরাং করসাইরারও অসন্তোষের কোনো কারণ নেই। আমরা অকারণে যুদ্ধের পথ গ্রহণ করিনি। যদি আমরা ভুলও করি তবু আমাদের কাছে তাদের নীতস্বীকার করে থাকা উচিত। তবুও যদি আমরা তাদের এই বিনীত আচরণকে সম্মান না করতাম তখন তা আমাদের পক্ষে অন্যায় হত। ঔদ্ধত্য ও স্বীয় সম্পদের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসের বলেই তারা বারংবার

আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এপিডেমনাস প্রসঙ্গে তাদের আচরণ চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এপিডেমনাস আমাদেরই। বিপদের সময় তারা এপিডেমনাসের উপর কোনো দাবী উত্থাপন করেনি। কিন্তু আমরা বিপন্নকে সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়ামাত্র তারা বলপূর্বক স্থানটি দখল করে নিয়েছে।

অবশ্য তারা বলেছে প্রশ্নটি সালিশীতে প্রেরণের জন্য প্রথমে তারা প্রস্তুত ছিল। যখন কেউ পূর্বেই সুবিধা দখল করে নিরাপদ স্থান থেকে প্রস্তাবটি দেয় তখন তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অস্ত্রধারণের আগে বাক্যে এবং কার্যে বিরোধীপক্ষের সমতুল্য হলে তবে এই প্রস্তাবের মূল্য আছে। এপিডেমনাস অবরোধ করবার পূর্বে তারা সালিশীর চমৎকার প্রসঙ্গটির উল্লেখমাত্র করেনি। যখন তারা বুঝল যে সহজে আমরা ছেড়ে দেবার পাত্র নই তখন তারা এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এপিডেমনাসের প্রসঙ্গে নিজেরা অন্যায় করে এখন এরা আপনাদের কাছে এসেছে। এরা আপনাদের মিত্রতাকাঙ্ক্ষী হলেও বস্তুতপক্ষে কুকর্মের সহকর্মী হিসাবে আপনাদের সাহায্যলাভ করতেই এরা অধিকতর আগ্রহী। আমাদের মধ্যে যখন বিরোধ চলছে তখন এরা আপনাদের সাহায্যভিক্ষা করছে। যখন তারা নিরাপদ ছিল তখনই তাদের এই প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল। এখন তারা আমাদের প্রতি অন্যায় করে নিজেরাই বিপন্ন—এখন মিত্রতা যাচঞার সময় নয়। এখন তাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হবে যারা কখনো আপনাদের ক্ষমতার ভাগ দেয়নি। এছাড়া যদিও আপনারা তাদের অপরাধের সঙ্গী নন তবু তাতে আপনাদের উপরও সমানদায়িত্ব পড়বে এবং আপনাদের দোষারোপ করতে আমাদের বাধ্য করবেন। এখন ভেবে দেখুন, নিয়তির ভাগীদার করবার পূর্বে অতীতে ক্ষমতার অংশীদার করা উচিত ছিল না কি?

"করসাইরার আচরণ যে উগ্র ও লোভী এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের যে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে তা সম্ভবত স্পষ্ট হয়েছে। এখন আমরা যুক্তি প্রদর্শন করব যে তাদের বন্ধুত্ব স্বীকার করা আপনাদের উচিত হবে না। যদিও সন্ধিতে শর্ত আছে যে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তারা যে কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে পারে, তবু মৈত্রীর উদ্দেশ্য যেখানে অপরের ক্ষতিসাধন সেখানে ইহা প্রযোজ্য হতে পারে না। যে দেশ বিদ্রোহী হয়ে অপরের আশ্রয় প্রার্থনা করছে এবং যেখানে এই মিত্রতা গ্রহণের অর্থ শান্তি নয় যুদ্ধ, সেখানে এই শর্তটি পালনীয় নয়। আমাদের পরামর্শ না শুনলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, অথচ আমরা পরস্পর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। আপনারা দুই শক্তি মিলিত হলে আমাদের উভয়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হবে।

"সুতরাং হয় আপনারা কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন নতুবা আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। করিন্থের সঙ্গে অন্তত আপনাদের সন্ধিবন্ধন আছে

করসাইরার সঙ্গে তাও নেই। দলত্যাগীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে অন্যায় নজীর সৃষ্টি করবেন না। যখন স্যামস আপনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল এবং তাকে সাহায্যদান প্রসঙ্গে পেলোপনেসীয় দেশগুলি সমান সংখ্যায় বিভক্ত হয়েছিল তখন আমরা আপনাদের পক্ষে ছিলাম। আমরা বলেছি মিত্রকে শাস্তিদানের অধিকার সব রাষ্ট্রের আছে। অন্যায়কারীকে যদি সাহায্যদান করেন তবে দেখবেন আপনার অধীনস্থ রাজ্যগুলির একটি বৃহৎ অংশ আমাদের পক্ষে যোগদান করবে। হেলেনীয় আইন অনুসারে এই দাবী করবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা কিছু সৎ পরামর্শ দিতে চাই এবং আপনাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করবার অধিকারও যে আমাদের আছে তা জানাতে চাই। আমরা শত্রু হয়ে আপনাদের দেশ আক্রমণ করতে যাইনি এবং আমাদের বন্ধুত্বও এমন কিছু ঘনিষ্ঠ নয় যে আপনাদের জন্য যে উপকার করেছি তা স্বাভাবিক বোধ হবে। সুতরাং আমরা অতীতে যা কিছু আপনাদের জন্য করেছি তা প্রতিদান দেবার সময় এসেছে।

"পারস্যের আক্রমণের অব্যবহিত আগে ঈজিনার সঙ্গে যখন আপনাদের যুদ্ধ চলছিল তখন আপনাদের রণতরীর সংখ্যা কম ছিল। করিন্থ' তখন আপনাদের কুড়িটি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে। ফলে আপনারা ঈজিনা জয় করতে সক্ষম হন। তারপর স্যামসকে সাহায্যদান করা থেকে পেলোপনেসীয় দেশগুলিকে আমরা নিবৃত্ত করেছি। ফলে আপনারা স্যামস দমন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উপকারগুলি আমরা আপনাদের অত্যন্ত সঙ্কটজনক মুহূর্তে করেছিলাম। সেই মুহূর্তগুলি এমনই ছিল যখন সাধারণত আর কোনো কিছুর ভ্রূক্ষেপ না করে মানুষ শুধু জয়ের উদ্দেশ্যে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইসব সময়ে বন্ধু হিসাবে যে সাহায্য করে সে যদি এতদিন শত্রুতাও করে থাকে তবু তাকে বন্ধু বলে মনে হয় এবং পুরাতন বন্ধু যদি পথের বাধা হয় তবে তাকে শত্রু বলে বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জয়ী হবার সর্বগ্রাসী ইচ্ছার তাড়নায় মানুষ তখন নিজের সত্যকার স্বার্থকেই অবহেলা করে।

"এইসব প্রশ্ন সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করুন, তরুণগণ প্রবীণদের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন, তারপরে স্থির করুন আপনাদের প্রতি আমরা যে আচরণ করেছি তার প্রতিদানে আপনাদের কি করা উচিত। কখনো মনে করবেন না যে 'করিন্থ' যা বলছে তা সত্য হলেও যুদ্ধের সময় আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী।' সরলতম পথই সাধারণত বিজ্ঞতম পথ। তাছাড়া আসন্ন যে যুদ্ধের কথা বলে করসাইরা আপনাদের কাল্পনিক ভয় দেখিয়ে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত করতে চাইছে সে যুদ্ধ যে সত্যিই অনিবার্য তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই ভয়ের দ্বারা চালিত হয়ে এখনই করিন্থের সুনিশ্চিত শত্রুতাভাজন হওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। মেগারার ব্যাপারে আমাদের যে সন্দেহ উপস্থিত

হয়েছে তা নিরসনের চেষ্টা করুন। বিপদের সময় যদি সহানুভূতি প্রদর্শিত হয় তবে তা থেকে পুরোনো সব অভিযোগ মুছে যায়। একটি বৃহৎ নৌশক্তির মিত্রতালাভের আশায় প্রলুব্ধ হবেন না। আপাতসুখকর কিন্তু পরিণামে বিপজ্জনক সুবিধা গ্রহণের জন্য যে উদগ্রীব সে নিরাপদ নয়। সমকক্ষদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার যে করে সেই নির্ভরযোগ্য। স্পার্টাতে আমরা যে নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছি (অর্থাৎ মিত্র দেশকে শাস্তিদানের অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে) সেই নীতি দ্বারা এখন আমাদের উপকৃত হবার সময় এসেছে। আপনারাও এই নীতি প্রয়োগ করুন। যেহেতু অমরা একদিন আপনাদের সাহায্য করেছি তাই এখন আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আমাদের ক্ষতি করা আপনাদের উচিত নয়। আমাদের সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার করুন। পরিস্থিতি এখন এমন যে যাহায্যকারী হবে পরম বন্ধু এবং বিরুদ্ধাচারী হবে চরম শত্রু। করসাইরীয়দের মিত্রতা গ্রহণ করে আমাদের শত্রুতা করবেন না। এই আচরণ আপনাদের কাছে প্রত্যাশিত এবং এতেই আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।"

এই ছিল করিন্থীয় প্রতিনিধিদের ভাষণ। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে এথেনীয়গণ বিষয়টি দুটি সভাতে আলোচনা করল। প্রথম সভায় মতামত করিন্থীয় পক্ষের অনুকূলে যাচ্ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে পরিবর্তন দেখা গেল এবং করসাইরার মিত্রতাগ্রহণ স্থির হল, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। অর্থাৎ মিত্রতা হল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমাণাত্মক নয়। কারণ, এথেনীয়গণ বুঝতে পেরেছিল করিন্থ আক্রমণের জন্য করসাইরা যদি তাদের সাহায্য করে তবে তাতে পেলোপন্নিসের সঙ্গে চুক্তির অবমাননা হবে। অতএব স্থির হল, সরসাইরা, এথেন্স অথবা তাদের যে-কোনো মিত্র, বাইরের কারও দ্বারা আক্রান্ত হলে এই চুক্তিটি কার্যকর হবে।

ইতিমধ্যে সকলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। করসাইরার শক্তিশালী নৌবহর করিন্থকে হস্তগত করতে দিতে এথেন্স মোটেও সম্মত ছিল না। কিন্তু এই দুটি দেশ পরস্পর যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয় করলে এথেন্সের তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ, তা হলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সময়ে করিন্থ কিংবা অন্য কোনো নৌশক্তি এথেন্সের সমকক্ষ থাকবে না। তাছাড়া সিসিলি কিংবা ইটালী গমনের পথে করসাইরার অবস্থান অতি সুবিধাজনক স্থানে। এইসব কথা বিবেচনা করে এথেন্স করসাইরার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হল।

করিন্থনীয় প্রতিনিধিগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল এবং তার পরেই এথেন্স করসাইরাকে দশটি জাহাজ প্রেরণ করল। কাইমনের পুত্র ল্যাসিডে-মোনিয়াস, স্ট্রাম্বিকাসের পুত্র ডিওটিমাস এবং এপিক্লিসের পুত্র প্রোটিয়াস ছিলেন অধিনায়ক। বিশেষ কয়েকটি অবস্থা ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে

তাঁদের করিন্থের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ করসাইরা দ্বীপে অথবা করসাইরার অধীনস্থ অন্য কোনো স্থানে অবতরণের উদ্দেশ্যে যদি করিন্থীয়গণ অগ্রসর হয় তবে এথেনীয় জাহাজগুলি যুদ্ধ করতে পারে। সন্ধির শর্তভঙ্গ না করবার জন্য এই সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে করিন্থীয়গণ ১৫০টি জাহাজ নিয়ে করসাইরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এদের মধ্যে এলিসের ১০টি, মেগারার ১২টি, লিউকাসের ১০টি, অ্যাম্ব্রেসিয়ার ২৭টি, অ্যানক্টোরিয়ামের একটি ও করিন্থের ৯০টি জাহাজ ছিল। প্রতিটি দলের স্বতন্ত্র নৌ-অধ্যক্ষ ছিলেন। জেনোক্লাইডিসের (ইউথিক্লিসের পুত্র) অধীনে ছিল করিন্থীয় নৌবহরটি এবং তাঁর সহকারীর সংখ্যা ছিল চার। লিউকাস থেকে যাত্রা করে করসাইরার বিপরীতদিকে মূল ভূ-খণ্ডের থেসপ্রোটিসের অন্তর্গত কিমে-রিয়ামে তারা নোঙর করতে উপস্থিত হল। এখানে একটি বন্দর আছে এবং সমুদ্র থেকে কিছুদূরে এলীয় অঞ্চলে এফিরি নগর অবস্থিত। এফিরির কাছে আচেরুসীয় হ্রদের জল সমুদ্রে পতিত হয়েছে। থেসপ্রোটিসের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আচেরন নদী এই হ্রদে এসে মিলিত হয়েছে এবং এই নদীর নাম অনুসারেই হ্রদটির নামকরণ হয়েছে। এই অঞ্চলের আর একটি নদীর নাম থিয়ামিস, ইহা থেসপ্রোটিস ও কেসট্রিনের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করেছে। এই দুটি নদীর মোহানার মাঝখানে উচ্চ কিমেরিয়াম অন্তরীপ অবস্থিত। এখানে করিন্থীয়গণ নোঙর করল ও শিবির স্থাপন করল।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র করসাইরীয়গণ মিকিয়াডিস, আইসিমাইডিস ও ইউরিবেটাসের নেতৃত্বে ১১০টি জাহাজ প্রস্তুত করে সাইবোটা দ্বীপপুঞ্জের একটিতে শিবির স্থাপন করল। তাদের সঙ্গে দশটি এথেনীয় জাহাজও ছিল। স্থলবাহিনী রইল লিউকিমি অন্তরীপে। জাকিন্থাস থেকে ১০০০ হপ্‌লাইট এসে এদের সঙ্গে মিলিত হল। মূল ভূ-খণ্ডের যেখানে করিন্থীয়গণ ছিল সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে করিন্থের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং সেই অঞ্চল থেকে অতিরিক্ত সৈন্যসংগ্রহে তাদের কোনো অসুবিধা হল না। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে তিনদিনের রসদ সঙ্গে নিয়ে করিন্থীয়গণ কিমেরিয়াম থেকে রাত্রিকালে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। করসাইরার জাহাজ ইতিমধ্যে উন্মুক্ত সমুদ্রে এসে তাদের প্রতীক্ষা করছিল এবং প্রাতঃকালে উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ হল। উভয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। করসাইরীয় নৌবহরের দক্ষিণপার্শ্বে ছিল এথেনীয় জাহাজ, বাকি অংশে ছিল করসাইরীয়দের তিনটি নৌবহর, প্রতিটি বহর একজন করে নৌঅধ্যক্ষের অধীনে। করিন্থীয় পক্ষের জাহাজের সংস্থান ছিল নিম্নরূপঃ মেগারা ও অ্যাম্ব্রেসিয়ার জাহাজ ছিল দক্ষিণদিকে, মধ্যভাগে ছিল অন্যান্য মিত্রদেশীয় জাহাজ। এথেনীয় ও

করসাইরীয় দক্ষিণ পার্শ্বের জাহাজগুলিকে বাধা দিতে বাম পার্শ্বে রইল শ্রেষ্ঠ নাবিকগণ-সহ করিন্থীয় জাহাজ। উভয়পক্ষের সঙ্কেত ধ্বনির পরে যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধ হল প্রাচীন পদ্ধতিতে, কারণ নৌযুদ্ধের ব্যাপারে উভয়পক্ষ তেমন উন্নত ছিল না। উভয়পক্ষের জাহাজের পাটাতনে 'হপ্‌লাইট', বর্শানিক্ষেপকারী ও তীরন্দাজ সৈন্য ছিল। প্রকরণগত উৎকর্ষ না থাকলেও যুদ্ধ হল তীব্র। প্রকৃতপক্ষে একে নৌযুদ্ধের বদলে স্থলযুদ্ধ বলাই সঙ্গত। জাহাজের সংখ্যাধিক্য ও ঘন সন্নিবেশের ফলে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগলে পথ করে নেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। জয়ের জন্য উভয়পক্ষই হপ্‌লাইটে'র উপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে 'হপ্‌লাইট'গণ যুদ্ধ করেছিল, জাহাজগুলি ছিল নিশ্চল। কেউই শত্রুকে ঘিরে ফেলবার নীতি গ্রহণ করেনি এবং যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিবর্তে শক্তি ও সাহসের ব্যবহার ছিল প্রধান। বিশৃঙ্খলা ছিল চরম, চীৎকার হচ্ছিল প্রচণ্ড। করসাইরীয়দের উপর যখন খুব চাপ পড়ছিল তখন এথেনীগণ তাদের সাহায্য করছিল এবং তৎক্ষণাৎ করিন্থীয়দের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হচ্ছিল। কিন্তু এথেনীয়গণ সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি কারণ এথেন্স থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অমান্য করতে সেনাধ্যক্ষগণ ভয় পাচ্ছিলেন। করিন্থীয়পক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। করসাইরীয়গণ কুড়িটি জাহাজের সাহায্যে তাদের ছত্রভঙ্গ করে মূল ভূ-খণ্ড পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। তারপর করিন্থের শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে জিনিসপত্র লুটপাট করে নিল। সুতরাং এখানে করিন্থ ও তার মিত্রগণের পরাজয় ও করসাইরার জয় হল। কিন্তু বাম পার্শ্বে যেখানে করিন্থয়গণ নিজেরা ছিল সেখানকার চিত্র ছিল ঠিক বিপরীত। করসাইরীয়গণ প্রথম থেকেই সংখ্যার দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তদুপরি পূর্বে বর্ণিত কুড়িটি জাহাজের সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত হল। তাদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে এথেনীয়গণ অধিকতর দ্বিধাহীনভাবে তাদের সাহায্য দিতে লাগল। প্রথম দিকে তারা কোনো করিন্থীয় জাহাজ ধ্বংস করেনি। কিন্তু যখন করসাইরার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল এবং করিন্থীয়গণ উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল তখন তারা সব বাধা অগ্রাহ্য করে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হল। ফলে অনিবার্যভাবে করিন্থীয় ও এথেনীয়গণ প্রকাশ্যে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হল।

করসাইরীয়দের ছত্রভঙ্গ করবার পর করিন্থীয়গণ অকেজো জাহাজগুলিকে গুণ টেনে নিয়ে যাবার পরিবর্তে সৈন্যগণের দিকে সৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ভগ্ন জাহাজগুলির উপর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে তাদের হত্যা করল। সৈন্যদের বন্দী করবার দিকে তাদের নজর ছিল না। ফলে ভুলবশতঃ অনেক মিত্রপক্ষীয় সৈন্যও নিহত হল। কারণ দক্ষিণপার্শ্বের পরাজয়ের খবর তারা জানত না। যুদ্ধে দুই পক্ষের বহু জাহাজ অংশগ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধও হয়েছিল বিস্তীর্ণ

অঞ্চল জুড়ে। সুতরাং জয়-পরাজয় বোঝা সহজ ছিল না। বস্তুত জাহাজের সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দুটি হেলেনীয় শক্তির মধ্যে এতবড় যুদ্ধ আগে আর হয়নি। পশ্চাদ্ধাবন করে করসাইরীয়দের দ্বীপ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবার পরে করিন্থীয়গণ জাহাজের ভগ্নাবশেষ ও নিহতদের দিকে দৃষ্টিপাত করল। অধিকাংশকে উদ্ধার করে তারা সাইবোটাতে নিয়ে গেল। সেখানে স্থানীয় স্থলবাহিনী তাদের সাহায্যার্থে অপেক্ষা করছিল। সাইবোটা হল থেসপ্রোটিসের একটি জনমানবশূন্য বন্দর। করিন্থীয়গণ পুনরায় সৈন্য সমবেত করে করসাইরীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। তারা দ্বীপে অবতরণ করতে পারে মনে করে করসাইরীয়গণ দশটি এথেনীয় ও নিজেদের অবশিষ্ট জাহাজগুলি নিয়ে তাদের সম্মুখীন হবার জন্য অগ্রসর হল। ইতিমধ্যে বেলা অতিক্রান্ত প্রায়, দুইপক্ষ আক্রমণের জন্য বিজয়গীতি গাইল, এমন সময় হঠাৎ করিন্থীয়গণ পিছু হটতে শুরু করল। তারা দূরে আরো কুড়িটি এথেনীয় জাহাজকে আসতে দেখেছিল। পূর্বে প্রেরিত দশটি জাহাজের সঙ্গে যোগ দিতে এই জাহাগুলিকে এথেনীয়গণ পরে প্রেরণ করে। এথেনীয়গণ শঙ্কিত হয়েছিল যে যুদ্ধের গতি যেভাবে মোড় নিয়েছে (আশঙ্কা ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গত) তাতে করসাইরীয়গণ সম্ভবত পরাজিত হবে এবং তাদের সাহায্য করবার পক্ষে দশটি জাহাজ যথেষ্ট নয়। এই জাহাজগুলিকেই করিন্থীয়রা দেখেছিল এবং তাদের সন্দেহ হয়েছিল যে পিছনে হয়ত আরো জাহাজ আসছে। সুতরাং তারা পিছু হটতে শুরু করেছিল। করসাইরীয়গণ যেখানে ছিল সেখান থেকে জাহাজগুলিকে দেখা যাচ্ছিল না। ফলে করিন্থীয়দের আচরণে তারা বিস্মিত বোধ করল। কিন্তু কয়েকজন তারপর জাহাজগুলি দেখে চীৎকার করে উঠল যে জাহাজ আসছে। কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ও করিন্থীয়গণ নেই। সুতরাং করসাইরীয়গণ লিউকিমিতে প্রত্যাবর্তন করল। ইতিমধ্যে লীগ্রাসের পুত্র গ্লকন ও লিও-পোরামের পুত্র অ্যান্ডোসাইডিসের নেতৃত্বে কুড়িটি এথেনীয় জাহাজ মৃতদেহ ও জাহাজের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দিয়ে পথ করে সেখানে উপস্থিত হল। যাত্রাকালে খুব বেশি সময় না লাগলেও রাত্রি হয়ে গিয়েছিল বলে করসাইরীয়দের আতঙ্ক হল যে এগুলি হয়ত শত্রুপক্ষীয় জাহাজ। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃত তথ্য জানা গেল এবং এই জাহাজগুলি নিরাপদে নোঙর করল।

পরদিন ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজসহ সক্ষম করসাইরীয় জাহাজগুলি করিন্থীয়দের নোঙরস্থান সাইবোটার উদ্দেশ্যে রওনা হল। করিন্থীয়গণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত কিনা ইহা দেখা ছিল তাদের লক্ষ্য। করিন্থীয়গণ বাইরে এসে উন্মুক্ত সমুদ্রে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখল এথেন্স থেকে নতুন জাহাজ এসেছে। তাদের নিজেদেরও নানা অসুবিধা ছিল—জাহাজে যেসব বন্দী আছে তাদের পাহারা দিতে হবে এবং এই জনমানবহীন স্থানে ভাঙা জাহাজ

মেরামত করবার কোনো উপায় নাই। এই যুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ হয়ে গিয়েছে ভেবে এথেনীয়গণ যদি তাদের প্রত্যাবর্তনের পথে গতিরোধ করে এই ভয়ে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের চিন্তায় সকলে ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করল। সমস্ত বিষয়টি জানবার জন্য তারা দন্ডবিহীন কয়েক-জনকে (ঘোষকের দন্ড হাতে থাকলে করসাইরীয়গণ হয়ত ভাবত যে যুদ্ধ-কালীন অবস্থা চলছে) একটি নৌকায় করে এথেনীয়দের কাছে প্রেরণ করল। তারা বলল, "এথেনীয়গণ আপনারা অন্যায় করেছেন, সন্ধির শর্ত পালন করছেন না এবং যুদ্ধ করছেন। এখানে আমরা আমাদের শত্রুর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে এসেছি। আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন ও আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। যদি আপনারা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী করসাইরা ও অন্য যে-কোনো স্থানে যাত্রায় বাধা দিতে ও সন্ধিভঙ্গ করতে চান, তবে প্রথমে এখানে আমাদের বন্দী করুন এবং আমাদের শত্রু হিসাবে গণ্য করুন।" তাদের কথা শেষ হওয়ামাত্র করসাইরীয়গণ তাদের বন্দী ও হত্যা করবার আবেদন জানাল। এথেনীয়গণ উত্তর দিল, "পেলোপনেসীয়গণ, আমরা সন্ধিভঙ্গ করে যুদ্ধ শুরু করিনি। এই করসাইরীয়গণ আমাদের মিত্র, আমরা এদের সাহায্য করতে এসেছি। আপনারা অন্য যে কোনো দিকে যেতে চাইলে আমরা বাধা দেব না। কিন্তু আপনারা যদি করসাইরার বিরুদ্ধে কিংবা তার অধীনস্থ যে-কোনো ভূ-খন্ডের অভিমুখে যাত্রা করেন তবে আমরা সাধ্যমতো বাধাদান করব।"

এথেনীয়গণ এই উত্তর দিলে করিন্থীয়গণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ করতে লাগল। মূল ভূ-খন্ডে সাইবোটাতে তারা একটি বিজয়স্মারকও স্থাপন করল। ইতিমধ্যে করসাইরীয়গণ ভগ্ন জাহাজ ও মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল। রাত্রিকালীন প্রবল হাওয়া এবং স্রোতের দ্বারা এগুলি প্লাবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর জয় তাদেরই হয়েছে এই দাবী করে সাইবো-টাতে একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল।

দুই পক্ষেরই জয় দাবী করবার এবং বিজয়চিহ্ন স্থাপনের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে করিন্থীয়দের প্রাধান্য ছিল। ফলে তাদের ভগ্ন জাহাজ স্বপক্ষীয় মৃতদেহ উদ্ধার করতে পেরেছিল, অন্তত এক হাজার সৈন্যকে বন্দী করেছিল এবং সত্তরটি শত্রুজাহাজ নিমজ্জিত করেছিল। করসাইরীয়গণ প্রায় ত্রিশটি শত্রু জাহাজ ধ্বংস করেছিল এবং এথেনীয়গণ পৌঁছবার পরে উপকূলের কাছ থেকে জাহাজ ও স্বপক্ষীয় মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল। পরের দিন করিন্থীয়গণ এথেনীয় নৌবহর দেখে ফিরে এসেছিল এবং এথেনীয়গণ আসবার পরে যুদ্ধ করার জন্য সাইবোটা ত্যাগ করেনি। সুতরাং দুই পক্ষেরই দাবী হল তারাই জয়ী।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে করিন্থীয়গণ অ্যাম্ব্রেসিয়ার উপসাগরের

মুখে অ্যানাক্টোরিয়াম দখল করল। স্থানটির উপর করিন্থ ও করসাইরা উভয়েরই দাবী ছিল এবং করিন্থ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক স্থানটি দখল করে। সেখানে করিন্থীয় ঔপনিবেশিক রেখে তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। আটশ করসাইরীয়কে তারা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করল এবং দুশো পঞ্চাশ জনকে বন্দী করে রাখল। বন্দীগণ করসাইরার খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল এবং তাদের যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে এমন দিন আসবে যখন এরা করসাইরাতে ফিরে দ্বীপটিকে করিন্থের কাছে সমর্পণ করবে। এইভাবে করিন্থের সঙ্গে যুদ্ধের পরেও করসাইরার অস্তিত্ব বজায় রইল এবং এথেনীয় নৌবহর দ্বীপটি ত্যাগ করল। কিন্তু শান্তিচুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এথেনীয়গণ তাদের বিরুদ্ধে করসাইরাকে সাহায্য দিয়েছিল—এথেন্সের বিরুদ্ধে করিন্থের যুদ্ধের এটিই প্রথম কারণ হয়ে রইল।

এই ঘটনার প্রায় অব্যবহিত পরে এথেন্স ও পেলোপন্নিসের মধ্যে আর একটি বিরোধ দেখা গেল। যুদ্ধের পিছনে এই ঘটনাটির অবদানও নেহাৎ কম ছিল না। বিরোধটি ছিল পটিডিয়ার অধিবাসীদের নিয়ে। এরা প্যালেনী যোজকে বাস করত এবং করিন্থের উপনিবেশ হলেও এটা ছিল এথেন্সের করদশ্রেণীর মিত্র। করিন্থ এথেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিল এবং তার শত্রুতা সম্পর্কে এথেন্সের মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং এথেন্স পটিডিয়ার কাছে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ পেশ করলঃ প্যালেনীর সম্মুখবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে, প্রতিভূ হিসাবে কয়েকজনকে এথেন্সে পাঠাতে হবে, করিন্থীয় প্রশাসককে বরখাস্ত করতে হবে এবং প্রতি বছর করিন্থ থেকে পটিডিয়াতে যে বদলী প্রশাসক প্রেরিত হয় তাদের আর গ্রহণ করা চলবে না। পার্ডিক্কাস ও করিন্থীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পটিডিয়া পাছে বিদ্রোহ করে থ্রেসীয় অঞ্চলের অন্য মিত্ররাষ্ট্রগুলিকে দলে টেনে নেয় এই আশঙ্কায় এথেন্স উপরোক্ত দাবীসমূহ করেছিল। করসাইরার যুদ্ধের পরেই এথেন্স এইসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। করিন্থ এখন স্পষ্টত শত্রুভাবাপন্ন এবং ম্যাসিডো-নিয়ার রাজা আলেকজান্ডারের পুত্র পার্ডিক্কাস যদিও পূর্বে মিত্র ছিলেন, কিন্তু এখন শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। কারণ এথেন্স পার্ডিক্কাসের ভ্রাতা ফিলিপ ও দের্দাসের সঙ্গে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়েছিল, অথচ এঁরা পার্ডিক্কাসের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। এতে শঙ্কিত হয়ে পার্ডিক্কাস এথেন্সের বিরুদ্ধে পেলোপনেসীয়দের যুদ্ধে উত্তেজিত করতে স্পার্টাতে দূত প্রেরণ করলেন। তাছাড়া পটিডিয়ার বিদ্রোহে সাহায্য করবার জন্য করিন্থের কাছেও আবেদন জানালেন। বিদ্রোহে যোগদান করবার জন্য বট্টীয় ও থ্রেসের চালসিডীয়দেরও তিনি প্ররোচনা দিতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে সীমান্তবর্তী এই স্থানগুলির মিত্রতালাভ করতে পারলে

যুদ্ধ চালানো সহজ হবে। এথেনীয়গণ এইসব ঘটনা অবগত ছিল এবং আগে থেকেই বিদ্রোহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করল। লাইকোমিডিসের পুত্র আর্কেস্ট্রেটাস ও অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে ৩০টি জাহাজ ও ১০০০ হপ্‌লাইটের একটি বাহিনীকে তারা ম্যাসিডোনিয়াতে প্রেরণের ব্যবস্থা করল। পটিডিয়া থেকে প্রতিভূ সংগ্রহ করা, প্রাচীর ভেঙে ফেলা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যাতে বিদ্রোহী না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি নির্দেশসহ তারা রওনা হল।

পটিডিয়া সম্পর্কে এথেন্স যেন নতুন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন না করে সে বিষয়ে অনুরোধ করতে পটিডিয়া ইতিমধ্যে এথেন্সে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। প্রয়োজন হলে যাতে স্পার্টার সাহায্যও পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে করিন্থীয়দের সঙ্গে সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করল। এথেন্সে দীর্ঘ আলোচনা ব্যর্থ হল। সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যাসিডোনিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরিতব্য নৌবহরটি পটিডিয়ার বিরুদ্ধে পাঠানো হল। কিন্তু এথেন্স যদি পটিডিয়া আক্রমণ করে তবে স্পার্টা অ্যাটিকা আক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিল। সুতরাং এই উপযুক্ত মুহূর্তে চালসিডীয় ও বট্টীয়দের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পটিডিয়া এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। উপকূলবর্তী নগরগুলি পরিত্যাগ ও ধ্বংস করে দেশাভ্যন্তরস্থিত ওলিন্থাস নগরটিকে শক্তিশালী করে সেখানে পার্ডিক্কাস চালসিডীয়দের বাস করবার পরামর্শ দিলেন। যতদিন এথেন্সের সাথে যুদ্ধ চলবে ততদিন গৃহহীন চালসিডীয়গণ যাতে তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত বোলবি হ্রদের চতুষ্পার্শ্বস্থ মিগডোনিয়া অঞ্চলে বসবাস করতে পারে তিনি তারও ব্যবস্থা করলেন। অতএব চালসিডীয়গণ তাদের নগরগুলি ধ্বংস করে দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজ থ্রেসীয় অঞ্চলে পৌঁছে পটিডিয়া ও অন্যান্য নগরকে বিদ্রোহী অবস্থায় দেখল। পার্ডিক্কাস ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে বর্তমান নৌবহরটি উপযুক্ত হবে না বিবেচনা করে এথেনীয় নৌ-অধ্যক্ষগণ তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য ম্যাসিডোনিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং উপকূলভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দের্দাসের ভ্রাতাগণ ও ফিলিপ ভিতর থেকে আক্রমণ করে তাঁদের সাহায্য করলেন।

পটিডিয়ার বিদ্রোহের সংবাদ শুনে ও ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজকে ম্যাসিডোনিয়ার উপকূলে সন্নিবিষ্ট দেখে স্থানটির নিরাপত্তার জন্য করিন্থ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল এবং তাদের বিপদকে নিজেদেরই বিপদ মনে করে করিন্থীয় স্বেচ্ছাসেবক ও অবশিষ্ট পেলোপন্নিসের বেতনভোগী সৈন্যদ্বারা গঠিত এক বাহিনী প্রেরণ করল। এই বাহিনীতে মোট ১৬০০ হপ্‌লাইট ও ৪০০ হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য ছিল। অ্যাডিমেন্টাসের পুত্র অ্যারিস্টিউস (যিনি

চিরকাল পটিডিয়ার একান্ত বন্ধু ছিলেন) হলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। প্রধানত তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার জন্যই এই অভিযানে এত করিন্থীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। পটিডিয়ার বিদ্রোহের চল্লিশ দিন পরে এই বাহিনী থ্রেসে পৌঁছাল।

বিদ্রোহের সংবাদ এথেন্সেও প্রায় তৎক্ষণাৎ পৌঁছেছিল। অ্যারিস্টিউসের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণের সংবাদও তারা পেয়েছিল। ২০০০ এথেনীয় হপ্লাইট ও ৪০টি রণতরী সম্বলিত এক নৌবহর তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করল। ক্যালিয়াডিসের পুত্র ক্যালিয়াস এর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। এই বাহিনী ম্যাসিডোনিয়াতে গিয়ে দেখল পূর্ব প্রেরিত বাহিনীটি ইতিমধ্যেই থার্মি দখল করেছে এবং পিডনা অবরোধ করেছে। সুতরাং তারাও পিডনা অবরোধে যোগদান করল। এই অবরোধ কিছুদিন চলবার পরে তারা পর্ডিক্কাসের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করল। পটিডিয়াতে অ্যারিস্টিউসের আগমন সংবাদ পেয়ে পটিডিয়া অভিযান শীঘ্র আরম্ভ করবার জন্য তারা এই চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। অতঃপর ম্যাসিডোনিয়া ত্যাগ করে তারা বেরিয়াতে গেল সেখান থেকে স্ট্রেপসাতে। স্থানটি দখলের একটি ব্যর্থ চেষ্টার পর তারা স্থলপথে পটিডিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হল। তাদের নিজস্ব হপ্লাইটের সংখ্যা ছিল ৩০০০, এছাড়া মিত্ররাজ্যের একটি বিরাট বাহিনী এবং ফিলিপ ও পর্সোনিয়াসের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৬০০০ ম্যাসিডোনীয় অশ্বারোহী সৈন্যদলও তাদের সঙ্গে ছিল। ৭০টি জাহাজ তাদের সঙ্গে উপকূল বরাবর অগ্রসর হল। সংক্ষিপ্ত পথে যাত্রা করে বাহিনীটি তৃতীয় দিনে গিগোনাসে পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করল।

অ্যারিস্টিউসের নেতৃত্বাধীন পেলোপনেসীয় বাহিনী ও পটিডীয়গণ এথেনীয়দের আগমনের অপেক্ষা করছিল। তারা ওলিন্থাসের সম্মুখবর্তী যোজকে শিবির স্থাপন করেছিল এবং সৈন্যদের জন্য নগরের বাইরে একটি বাজারও স্থাপিত হয়েছিল। পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বভার পেলেন অ্যারিস্টিউস, অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক হলেন পর্ডিক্কাস। পর্ডিক্কাস ইতিমধ্যেই এথেন্সের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে পটিডিয়ার পক্ষে যোগদান করেছিলেন এবং সেখানে নিজে না গিয়ে আইওলাসকে সৈনাধ্যক্ষ হিসাবে পাঠালেন। অ্যারিস্টিউসের পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

তাঁর বাহিনী নিয়ে তিনি যোজকে এথেনীয় আক্রমণের অপেক্ষা করবেন, পর্ডিক্কাসের ২০০ অশ্বারোহী ওলিন্থাসে থাকবে এবং যখন এথেনীয়গণ তাঁকে আক্রমণ করবে তখন এই বাহিনী পিছন থেকে আক্রমণ করে শত্রুদের দুইদিক থেকে রুদ্ধ করে দেবে। ওলিন্থাস থেকে শত্রুসৈন্যের বহির্গমণ প্রতিরোধ করবার জন্য ক্যালিয়াস ও তাঁর সহকর্মীগণ সেখানে ম্যাসিডোনীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও একটি ছোট মিত্রদেশীয় বাহিনী প্রেরণ করলেন। তার

পর এথেনীয়গণ শিবির ভেঙে পটিডিয়া যাত্রা করল। শত্রুগণও সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এথেনীয়গণ ব্যূহ রচনা করল এবং তারপর যুদ্ধ শুরু করল। করিন্থীয় ও অন্যান্য সৈন্যগণ অ্যারিস্টিউসের নেতৃত্বে তাদের বিপরীত দিকস্থ সৈন্যদলকে পরাজিত করল এবং পশ্চাদ্ধাবন করে বহুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল। কিন্তু পটিডিয় ও অবশিষ্ট পেলোপনেসীয় বাহিনীটি এথেনীয়দের হাতে পরাজিত হয়ে শিবিরে পলায়ন করল। পশ্চাদ্ধাবন থেকে ফিরে এসে অ্যারিস্টিউস বুঝতে পারলেন না যে কোন্ দিকে যাবেন, ওলিন্থাস না পটিডিয়া! শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর বাহিনীকে খুব অল্প জায়গায় সন্নিবিষ্ট করে খুব দ্রুতবেগে পথ করে পটিডিয়া পেঁাছানো স্থির করলেন। সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে বন্দরের বাঁধের পাশ দিয়ে গিয়ে তিনি পরিকল্পনা সফল করলেন। কিন্তু কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। সৈন্যদের উপর অজস্র তীর ও বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল এবং যদিও অধিকাংশ সৈন্য নিরাপদে পেঁাছেছিল তবু কিছু সৈন্য নিহত হয়।

ইতিমধ্যে সঙ্কেতদান ও যুদ্ধ শুরু হবার পরে ওলিন্থাস (স্থানটি পটিডিয়া থেকে দেখা যায় এবং সেখান থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত) থেকে একদল সৈন্য পটিডিয়গণের সাহায্যর্থে অগ্রসর হচ্ছিল ম্যাসিডোনীয় অশ্বারোহী বাহিনীও তাদের গতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই এথেনীয়গণের জয় ঘোষিত হল এবং সঙ্কেত নামিয়ে ফেলা হল। ওলিন্থাস থেকে আগত পটিডীয় সৈন্যগণ প্রত্যাবর্তন করল এবং ম্যাসিডোনীয়-গণও এথেনীয়দের সঙ্গে মিলিত হল। সুতরাং যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই অশ্বারোহী সৈন্য ব্যবহৃত হয়নি। এথেনীয়গণ একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে পটিডীয় মৃতদেহগুলি ফেরৎ দিল। পটিডিয়া ও তার মিত্রদের প্রায় ৩০০ জন নিহত হয়েছিল। এথেনীয় পক্ষে নিহত হয়েছিল ১৫০ জন, এদের মধ্যে ক্যালিয়াসও ছিলেন।

তখন এথেনীয়গণ যোজকে একটি পাল্টা প্রাচীর নির্মাণ করে সেখানে একদল রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করল। প্যালেনীর অভিমুখী প্রাচীরের বিপরীত কোনো প্রাচীর তারা নির্মাণ করল না। কারণ তারা মনে করল যোজকে রক্ষী-বাহিনী মোতায়েন করে খানিকটা সমুদ্রপথ অতিক্রম করে প্যালেনীতে প্রাচীর নির্মাণ করার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের বাহিনীটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে মিত্রসহ পটিডীয়গণ হয়ত তাদের আক্রমণ করতে পারে। প্যালেনীতে কোনো প্রাচীর নির্মিত হয়নি এই সংবাদ এথেন্সে পেঁাছালে তারা কিছু পরে অ্যাসোপিয়াসের পুত্র ফোর্মিওর নেতৃত্বে ১৬০০ 'হপ্লাইটে'র এক বাহিনী প্রেরণ করল। প্যালেনীতে গিয়ে ফোর্মিও নিজেকে অ্যাফাইটিসে প্রতিষ্ঠিত করে পটিডিয়া অভিমুখে অগ্রসর হবার পথে দেশটিতে লুটপাট করতে লাগলেন। পটিডীয়গণ যুদ্ধ করতে এল না। সুতরাং প্যালেনীর সঙ্গে তাদের

যোগাযোগ ছিন্ন করবার জন্য তিনি একটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন। ফলে পটিডিয়া এখন স্থলপথে দুইদিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল, এথেনীয় জাহাজগুলি আবার সমুদ্রপথে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এইভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অলৌকিক কিছু না ঘটলে অথবা পেলোপন্নিসের ঘটনাবলী কোনো ভিন্ন মোড় গ্রহণ না করলে অ্যারিস্টিউসের উদ্ধারের আর কোনো আশাই রইল না। পটিডীয়দের তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে আরো কিছুদিন যাদের খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব এইরকম ৫০০ জনকে রেখে বাকিরা অনুকূল বায়ুর অপেক্ষায় থাকবে এবং উপযুক্ত সময়ে স্থানত্যাগ করবে। তিনি নিজে অবশ্য থাকবেন। তাঁর পরামর্শ গৃহীত হল না। এমতাবস্থায় পরবর্তী বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর করতে এবং বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে তিনি এথেনীয়গণের দৃষ্টি এড়িয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। চালসিডীয়গণের মধ্যে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে তাদের সাহায্য দিলেন, সেরামিলি নগরের কাছে ওৎ পেতে শত্রুপক্ষীয় বহু সৈন্যকে হত্যা করলেন। পেলোপন্নিসের সঙ্গেও তিনি সংযোগরক্ষা করে চলছিলেন এবং সেখান থেকে সাহায্যলাভের চেষ্টা করছিলেন। ইতিমধ্যে পটিডিয়া অবরোধ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ফোর্মিও তাঁর ১৬০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে চালসিডিস ও বোট্রিকাতে লুটপাটে লিপ্ত হলেন, কিছু নগরও অধিকার করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ—স্পার্টাতে পেলোপনেসীয় সঙ্ঘের সভা।

এথেন্স এবং পেলোপন্নিস উভয়ের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। বহুসংখ্যক করিন্থীয় ও পেলোপনেসীয় নাগরিকসহ করিন্থীয় উপনিবেশ পটিডিয়াকে এথেনীয়গণ অবরোধ করে রেখেছে। পক্ষান্তরে এথেন্সের অভিযোগ ছিল এই যে পেলোপনেসীয়গণ এথেন্সের মিত্র ও করদরাজ্যের বিদ্রোহে সমর্থন করে প্রকাশ্যে পটিডিয়ার পক্ষে এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব সত্ত্বেও শান্তিচুক্তি এখনো বলবৎ আছে ও যুদ্ধ শুরু হয়নি। এতাবৎকাল যা কিছু ঘটেছে তা করিন্থের ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

কিন্তু পটিডিয়ার অবরোধ করিন্থের নিষ্ক্রিয়তা ছিন্ন করল। কিছু করিন্থীয় নাগরিক সেখানে অবরুদ্ধ। পটিডিয়া হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ও আছে। সুতরাং অবিলম্বে সে মিত্রদের স্পার্টাতে আহ্বান করল এবং সেখানে চুক্তিভঙ্গ ও পেলোপনেসীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে করিন্থীয়গণ এথেন্সকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। ঈজিনা-বাসীগণও তাদের পক্ষে ছিল। এথেন্সের ভয়ে সরকারি প্রতিনিধি না পাঠালেও আড়াল থেকে যুদ্ধে মদত দিতে সে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে সন্ধির শর্ত অনুসারে যে স্বাধীনতা তাদের প্রাপ্য ছিল তারা তা' পায়নি। তারপর স্পার্টা অন্যান্য মিত্রদের কাছে এবং অন্য যাদের এথেনীয় আগ্রাসী নীতে সম্পর্কে অভিযোগ আছে, তাদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠাল। একটি সাধারণ সভা আহূত হল এবং সকলে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ পেল। মেগারার প্রতিনিধিগণ অভিযোগের একটা দীর্ঘ তালিকা দিয়ে জানাল যে সন্ধির শর্তের অবমাননা করেএথেনীয়গণ তাদের কাছে সাম্রাজ্যের সকল বন্দর ও বাজার রুদ্ধ করে রেখেছে। এথেন্সের বিরুদ্ধে স্পার্টাকে উত্তেজিত করবার সুযোগ পূর্বতন বক্তাদের আগ দিয়ে করিন্থীয় প্রতিনিধিগণ সর্বশেষে তাদের বক্তব্য পেশ করলঃ—

"স্পার্টীয়গণ, নিজেদের শাসনতন্ত্র ও জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতি আপনাদের যে অগাধ বিশ্বাস আছে, মনে হয় সেইজন্য আমাদের কারও যদি অন্য কোনো বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকে তবে তা শুনতে আপনারা এত নিচ্ছুক। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং তার জন্যই বৈদেশিক ব্যাপারে আপনারা মাঝে মাঝে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এথেন্সের কাছ থেকে আমাদের সম্ভাব্য বিপদের কথা আমরা বহুবার আপনাদের বলেছি। কিন্তু আপনারা তা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা না করে বরং আমাদের এমন সন্দেহ করেছেন যেন আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত

হয়ে মতামত ব্যক্ত করেছি। ফলে বিপদ ঘাড়ে এসে না পড়া পর্যন্ত এই সভা আপনারা আহ্বান করেননি। আমরা যখন প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তখন সভা আহূত হল। অন্য মিত্রগণের চাইতে আমাদের অভিযোগ গুরুতর, সুতরাং বলবার অধিকারও আমাদের বেশি। এথেন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আগ্রাসী নীতির, স্পার্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ অবহেলার। সমগ্র হেলাসের উপর এই এথেনীয় আক্রমণ সম্পর্কে এখনো যদি কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকে তবে আমরা সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে স্পষ্ট বলব যে অনেক কিছুই আপনারা জানেন না। দীর্ঘ বক্তৃতা এখানে অনাবশ্যক। আপনারা দেখবেন কিভাবে এথেন্স কতগুলি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে, অন্যদের—বিশেষতঃ আমাদের মিত্রগণের স্বাধীনতা অপহরণের পরিকল্পনা করছে এবং দীর্ঘদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অন্যথায়, কেন সে আমাদের করসাইরা ছিনিয়ে নেবে? কেন পটিডিয়া অবরুদ্ধ হয়ে আছে? থ্রেস আক্রমণের পক্ষে পটিডিয়াই সম্ভাব্য সর্বোত্তম ঘাঁটি। করসাইরার বৃহৎ নৌবহর পেলোপনেসীয় সঙ্ঘে যুক্ত হতে পারত। এ সবের জন্য দায়ী আপনারা। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধের পরে এথেনীয়গণ যখন স্বীয় রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করছিল তখন আপনারা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। পরেও তাদের দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণের সুযোগ দিয়েছেন। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সব দেশের স্বাধীনতা এথেন্স হরণ করেছে তাদের ছাড়াও নিজের মিত্রদের স্বাধীনতাও আপনারা লুণ্ঠিত হতে দিয়েছেন। হরণকারী অপেক্ষাও অপরাধ তার বেশি যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিরোধ করেনি; বিশেষতঃ সেই রাষ্ট্র যদি হেলাসের মুক্তিদাতারূপে গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা রাখে।"

"এতৎসত্ত্বেও এই সভা আহ্বান করা সহজ হয়নি। এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। নিজেদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবার অবকাশ এখন আর নেই। কেন আমরা এখনো প্রতিরোধের চেষ্টা করছি না? কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার মতো শক্তি যার আছে সে প্রথমে পরিকল্পনা রচনা করে এবং শত্রু প্রস্তুত হবার আগেই দ্বিধাহীনভাবে তদনুযায়ী অগ্রসর হয়। কিভাবে এথেন্সের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গড়ে উঠেছে, তাদের আচরণ কত কপটতাপূর্ণ তা আমরা জানি। এখানে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, কারণ, তারা মনে করে আপনাদের বিচারশক্তির অক্ষমতা তাদের গতির মূল উদ্দেশ্য ধরতে পারবে না। যা ঘটছে তা আপনারা দেখেও প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন না একথা বুঝতে পারলেই তারা পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হবে। সমগ্র হেলাসে একমাত্র আপনারাই নিষ্ক্রিয়। যেন কিছু করবেন এমন ভাব প্রকাশ করেই আপনারা আত্মরক্ষা করে থাকেন। কোনো কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন আপনারা করেন না। শত্রুর শক্তিকে প্রাথমিক অবস্থায় ধ্বংস না করে তার দ্বিগুণ শক্তিবৃদ্ধি পর্যন্ত একমাত্র আপনারাই অপেক্ষা করেন। তবু

লোকে বলে যে আপনারা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় কথাটি অতিরঞ্জিত। পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে এসে পারসিকগণ পেলোপন্নিসে উপস্থিত হল তবে আপনারা প্রতিরোধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করলেন। এথেন্স পারস্যের ন্যায় দূরবর্তী নয়, তবু আপনারা তাদের উপর দৃষ্টি রাখেন না। সীমানা অতিক্রম করে তাদের মোকাবিলা না করে আপনারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন এবং অপেক্ষা করছেন কখন তারা আক্রমণ করে। শত্রুকে অধিক শক্তিশালী হবার সময় দিয়ে তবে যুদ্ধ করবার নীতি গ্রহণ করে আপনারা বিরাট ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন।"

"আপনারা জানেন যে পারস্য অভিযানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ পারসিকগণের ভ্রান্ত নীতি। আমাদের বর্তমান শত্রু এথেন্স যদি পুনঃপুনঃ আমাদের ক্ষতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে প্রধানতঃ তার নিজের ভুলের জন্যই হয়েছে, আপনাদের কৃতিত্বে নয়। আমরা এখনই এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি যে আপনাদের উপর নির্ভর করে যারা নিজেরা প্রস্তুত হয়নি তারা পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"

"একথা যেন কেউ মনে না করেন যে আমাদের এই অভিযোগপূর্ণ ভাষণ শত্রুতাবশতঃ প্রদত্ত হচ্ছে। বন্ধু ভুল করলে অন্য বন্ধু যেভাবে তার সমালোচনা করে আমরাও ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে বলছি। যে শত্রু সত্যকার ক্ষতি করছে প্রকৃত অভিযোগ শুধু তার বিরুদ্ধেই হতে পারে। প্রতিবেশীর ত্রুটি নির্দেশ করবার অধিকার অন্য সকলের মত আমাদেরও আছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষতঃ আপনাদের সঙ্গে এথেনীয়গণের জাতীয় চরিত্রের বিরাট পার্থক্য আমরা অনুভব করতে পারছি। কিন্তু এবিষয়ে আপনারা সচেতন নন। যাদের বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধ করতে হবে তাদের চরিত্র বুঝবার চেষ্টা আপনারা কখনো করেননি। অথচ আপনাদের তুলনায় তারা এত পৃথক। তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা সর্বদা নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দ্রুত তা কার্যে রূপায়িত করে। পক্ষান্তরে আপনারা ইচ্ছুক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। উদ্ভাবনী শক্তি থেকে আপনারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আগেই আপনারা কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এথেনীয়গণ ক্ষমতাতিরিক্ত দুঃসাহসিক, নিরাপদ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে অনেক বেশি ঝুঁকি তারা গ্রহণ করে এবং বিপদে তারা অবিচল। আপনাদের প্রকৃতি যতখানি উচিত ততখানি না করা, নিজের সিদ্ধান্ত যতই অভ্রান্ত বোধ হোক না কেন তাতে আস্থা স্থাপন না করা এবং আশঙ্কা করা যে, বিপদ যেন কখনো কাটবে না। যখন আপনারা ইতস্ততঃ করেন তখন তারা কিন্তু দ্বিধা করে না, আপনারা সর্বদা গৃহেই আবদ্ধ কিন্তু তারা থাকে ঘরের বাইরে। কারণ, তারা জানে যে যত অধিক দূরে তারা যেতে পারবে ততই বেশি লাভবান হবে। আপনারা একটু বাইরে গেলেই মনে করেন যা কিছু পিছনে রইল তার

সব বুঝি বিপন্ন। যুদ্ধজয়কে দ্রুত কার্যে ফলপ্রসূ করতে তারা পারঙ্গম, পরাজয়ের পর পশ্চাদপসরণের সময় গতি তাদের মন্থর। নিজেদের দেহকে নির্দ্বিধায় তারা দেশের জন্য উৎসর্গ করেছে। বিদ্যা ও বুদ্ধির সযত্ন অনুশীলনে তারা ব্যাপৃত এবং তা তারা দেশের কার্যে প্রয়োগ করে। কোনো কিছু লাভে উদ্‌যোগী হয়েও তা যদি করায়ত্ত করতে না পারে তবে তারা মনে করে যেন বৈধ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হল। কোনো সফল উদ্যমকে তারা নগণ্য মনে করে। কোনো কাজে ব্যর্থ হলে অন্যভাবে তার ক্ষতিপূরণ করতে তারা সদাতৎপর। শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কেই একথা বলা চলে যে সিদ্ধান্তকে এত দ্রুত তারা কাজে রূপায়িত করে যে তাদের পক্ষে কোনো জিনিস লাভের আশা করার অর্থই হল বাস্তবে তা লাভ করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ তারা বিপদে ও কষ্ট-ভোগের মধ্যে অতিবাহিত করে, অধিকৃত সম্পদের বৃদ্ধিকল্পেই তারা ব্যস্ত, ভোগ করবার দিকে তত লক্ষ্য তাদের নেই। কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে তারা অবসরযাপন করে। শান্তি ও নিবৃত্তি অপেক্ষা তারা দুঃখকষ্ট ও তৎপর ক্রিয়াশীলতাই বেশি পছন্দ করে। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তারা নিজেরা শান্ত জীবনযাপন করতে অথবা অন্যদের সেই সুযোগ দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। "

"আপনাদের শত্রুর প্রকৃতি ঠিক এমনই। তবু আপনারা ইতস্ততঃ করছেন। অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করতে যারা কৃতসংকল্প তাদের চাইতে যারা ন্যায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ অধিকতর যত্নবান, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি তারাই লাভ ন্যায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ অধিকতর যত্নবান, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি তারাই লাভ করে। কিন্তু একথা আপনারা বুঝতে চাইছেন না। আপনাদের অন্য ব্যবহারের চরম আদর্শ হচ্ছে—আপনাদের ক্ষতিসাধনের পথ থেকে অন্য কাউকেও নিবৃত্ত করবার জন্য আপনাদের কোনো ঝুঁকি নিতে হবে না। আপনাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতিও যদি এইপ্রকার হত তবু তাকে সফল করবার আশা ছিল দুরাশা। কিন্তু এইমাত্র যেমন বলেছি, অপরের সঙ্গে তুলনায় আপনাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী। নতুন উন্নত শিল্পের কাছে পুরাতন রীতি সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী। নতুন উন্নত শিল্পের ক্ষেত্রে এই নীতি যেমন প্রযোজ্য, রাজনীতিতেও তেমন। যখন কোনো জাতি শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন আবহাওয়ায় কাল অতিবাহিত করে তখন প্রাচীন পন্থাই উত্তম সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমাগত নতুন সমস্যা দ্বারা পীড়িত হলে তাদের সম্মুখীন হবার জন্য নতুন পথ গ্রহণ করবার মত মানসিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এইভাবে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের জন্য এথেন্স আপনাদের চাইতে অনেক আধুনিক রাষ্ট্র।"

"আপনাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন তার অবসান হোক। মিত্রগণকে, বিশেষত পটিডিয়াকে, প্রতিশ্রুত সাহায্যদান করুন। এখনই অ্যাটিকা আক্রমণ করুন। বন্ধুদের ও জাতিদের চরম শত্রুর কবলে নিক্ষেপ

করবেন না। অন্য মিত্রগণকে মরিয়া অবস্থায় ভিন্ন মিত্রগোষ্ঠীতে যোগদান করতে বাধ্য করবেন না। আমরা যদি তেমন কিছু করি তবে কেউই আমাদের দোষারোপ করতে পারবে না—যেসকল দেবতা আমাদের শপথ গ্রহণ করেছেন তাঁরাও নন, আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা যেসকল মানুষের আছে তারাও নয়। প্রতিশ্রুতি সাহাদানে যারা ব্যর্থ হয় তাদেরই চুক্তিভঙ্গ-কারী বলা হয়। বিপদের সময়ে পরিত্যক্ত হয়ে কেউ যদি অন্যত্র সাহায্য অন্বেষণ করে তবে সে চুক্তিভঙ্গকারী নয়। কিন্তু যদি আপনারা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সঙ্কল্প করেন তবে আমরা আপনাদের পাশেই থাকব। কারণ, আপনারাই আমাদের সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু। সুতরাং সঠিক পথ অবলম্বন করুন। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেলোপন্নিসের নেতৃত্বভার লাভ করেছেন। এই গৌরব রক্ষা করুন।”

করিন্থীয়দের বক্তব্য শেষ হল। ইতিপূর্বেই কার্যোপলক্ষে আগত কয়েক-জন এথেনীয় তখন স্পার্টাতে ছিল। উপরোক্ত ভাষণটি শুনে তারাও কিছু বলতে মনস্থ করল। এথেন্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নগর কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল একটি সাধারণ বিবৃতি দিতে এবং জানাতে যে বিষয়টি বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এখনই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুচিত। তাছাড়া এথেন্সের বিপুল শক্তির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছাও ছিল। পুরাতন তথ্যগুলি প্রবীণ সদস্যদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং নবীনদের সে বিষয়ে অবহিত করাও তাদের অভিপ্রায় ছিল। তারা আশা করেছিল যে এইভাবে শ্রোতাদের মনের গতি যুদ্ধ থেকে ভিন্নমুখে ফিরিয়ে দিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা যাবে। সুতরাং তারা স্পার্টীয়দের অনুরোধ করল যে আপত্তি না থাকলে তারাও কিছু বলতে ইচ্ছুক। স্পার্টীয়গণ সম্মত হলে তারা বলল:—

“আপনাদের মিত্রদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে আমরা আসিনি। যে কাজ করতে আমাদের দেশ আমাদের প্রেরণ করেছে তা পালন করতেই আমরা এসেছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হচ্ছে। তাই আমরা কিছু বলতে ইচ্ছুক। আমাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আমরা তার কোনো প্রতিবাদ করব না। (আপনাদের এই সভা তাদের কিংবা আমাদের অভিযোগ শুনবার আদালত হিসেবে গণ্য নয়)। মিত্রদের বাক্যে খুব বেশি মূল্য আরোপ করে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে আপনাদের নিবৃত্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলিও আমরা পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছুক। আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে যা কিছু আমরা লাভ করেছি তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং আমাদের সম্পর্কেও কিছু বিবেচনা করবার আছে।”

"দীর্ঘদিন আগে কি হয়েছে তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই। তাতে শ্রোতাদের প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে জনশ্রুতির উপরই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু আমরা পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে অবশ্যই বলব, বলব সেই সকল সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কেও যে বিষয়ে আপনারাও ভাল জানেন। অবশ্য এই সকল কথা বহুবার পুনরুক্তি করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সেই যুদ্ধে আমরা সকলের স্বার্থে ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলাম। যে সাফল্য এসেছিল তাতে আপনাদেরও যথেষ্ট অংশ আছে,সুফল আপনারাও ভোগ করেছেন। গৌরবের যে ফলটুকু আমাদের প্রাপ্য তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। আমরা অনুগ্রহপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করছি না—আমরা প্রমাণ উপস্থিত করছি। ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যুদ্ধের পথ বেছে নেওয়া স্থির করলে কি ধরনের শত্রুর সঙ্গে আপনাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে তা আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই। ম্যারাথনে আমরা একাই পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। পরবর্তী অভিযানের সময় আমরা স্থলে তাদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে সমগ্র নগরের অধিবাসীই নগর পরিত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করে স্যালামিসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেইজন্য পারসিকগণ একটির পর একটি পেলোপনেসীয় দেশ দখল করতে পারেনি। তাদের নৌশক্তির বিপুলতার জন্য কোনো সম্মিলিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই অবলম্বন করা সম্ভব হত না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পারসিকগণের আচরণের মধ্যে পাওয়া যাবে। নৌযুদ্ধে পরাজিত হওয়ামাত্র তারা বুঝেছিল তাদের শক্তি খর্ব হয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ অধিকাংশ সৈন্যসমেত তারা দ্রুত প্রস্থান করল। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে নৌশক্তির উপরেই হেলাসের ভাগ্য নির্ভর করছিল। তিনটি উল্লেখযোগ্য উপাদান সরবরাহ করে আমরা জয় সম্ভব করেছি, সর্বাধিক রণতরী, যোগ্যতম সেনাধ্যক্ষ এবং দুর্দমনীয় দেশপ্রেম। চারশ' জাহাজের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল আমাদের, অধিনায়ক ছিলেন থেমিস্টোক্লিস। প্রধানতঃ তাঁরই জন্য প্রণালীগুলিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এবং সেইজন্যই আমরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে তাঁকে আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, কোনো বিদেশী অভ্যাগত আজ পর্যন্ত তা লাভ করেনি। নির্ভীক দেশপ্রেমিকতায় আমাদের কোনো তুলনা নেই। যখন স্থলপথে সাহায্যলাভের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, আমাদের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই পদানত হয়েছে তখন আমরা সমস্ত সম্পত্তি ও নগর পরিত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। কিন্তু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিনি অথবা আমাদের সাহায্য থেকে তাদের বঞ্চিতও করিনি। অপরাজেয় মনোবলের প্রেরণায় আমরা বিপদের সম্মুখীন হয়েছি এবং আপনারা সাহায্য করেননি বলে কোনো অভিযোগ করিনি। সুতরাং যা ত্যাগ করেছি তার তুলনায় আমরা কমই গ্রহণ করেছি। কিন্তু আপনারা যখন নগর

ছেড়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন তখন মনুষ্যপরিবৃত গৃহাদিসমেত অটুট নগরকে পশ্চাতে রেখে এসেছিলেন। এই সম্পদ রক্ষা করবার জন্যই আপনারা যুদ্ধ করেছেন এবং নিজেদের স্বার্থের জন্যই যেন বেশি। আমাদের সর্বস্ব বিনষ্ট হবার আগে পর্যন্ত আপনারা আসেননি। কিন্তু আমরা যে নগর পশ্চাতে ফেলে এসেছিলাম তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল এবং যে নগর পুনরুদ্ধার অসম্ভব বোধ হয়েছিল তারই জন্য জীবনপণ করেছিলাম। এইভাবে আমরা নিজেদের ও আপনাদের রক্ষাকল্পে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের দেশ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে আপনাদের আগমনের আগে পারসিকদের সঙ্গে সন্ধি করতাম ও অন্যান্য রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতাম অথবা বিপর্যয়ে যদি আমাদের মনোবল লুপ্ত হ'ত এবং জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করবার মতো সাহস না থাকত তবে আপনারাও শত্রুদের সঙ্গে নৌযুদ্ধ করতে পারতেন না। কারণ, যুদ্ধ করবার উপযুক্ত যথেষ্ট রণতরী আপনাদের ছিল না। ফলে অতি সহজে ও নির্বিঘ্নে পারসিকদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত।"

"স্পার্টীয়গণ, সঙ্কটের মুহূর্তে আমরা যে সাহস, দেশপ্রেম ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেছি—তার পরিবর্তে হেলেনীয়দের কাছ থেকে এমন শত্রুতা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাপ্য নয়—স্বীয় সাম্রাজ্য থেকে তো নয়ই। বলপ্রয়োগের দ্বারা এই সাম্রাজ্য গঠিত হয়নি। পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে যখন আপনারা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়েছিলেন তখন আমাদের এই সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সময়ে মিত্রগণ স্বেচ্ছায় আমাদের আবেদন জানিয়েছিল, আমরা যেন তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করি। ফলে বাস্তব পরিস্থিতিই আমাদের শক্তিবৃদ্ধিতে বাধ্য করেছিল এবং এইভাবে আমাদের সাম্রাজ্য বর্তমান আকার গ্রহণ করেছে। তখন আমাদের মূল প্রেরণা ছিল পারসিকভীতি, যদিও পরে আমরা সম্মান ও স্বার্থের কথাও চিন্তা করেছি। অবশেষে প্রায় সকলে আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল, অনেকে বিদ্রোহ পর্যন্ত করল ও তা দমিত হল, আপনারাও আমাদের প্রতি পূর্বতন বন্ধুত্বভাব ত্যাগ করলেন এবং সন্দেহ ও অপ্রিয়ভাজন হলেন। এই সময়ে সাম্রাজ্য ত্যাগ করা আমরা নিরাপদ বোধ করিনি, কারণ, মিত্রগণ তাহলে আপনাদের পক্ষে যোগদান করত। বিপদের মুখে সকলেই স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকে এবং সেজন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না।"

"আপনারাও পেলোপন্নিসের নেতা হিসাবে বিভিন্ন দেশের বিষয়সমূহ এমনভাবে পরিচালনা করছেন যেন তা আপনাদের স্বার্থের অনুকূল হয়। যে সময়কার কথা বলছি তখন আপনারা যদি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পরে আমাদের ন্যায় নেতৃত্ব করতে গিয়ে অপ্রিয় হতেন, তবে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে মিত্রগণের প্রতি আমরা যেমন কঠোর ব্যবহার

করছি, আপনারাও ঠিক তেমনই করতেন। তখন আপনারা শক্তভাবে শাসন না করলে নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতেন। আমরা অস্বাভাবিক কিছু করিনি। যখন স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে সাম্রাজ্যের প্রস্তাব আসে তখন তা গ্রহণ করে পরে ত্যাগ করতে অস্বীকৃত হয়ে আমরা মানবচরিত্রের বিপরীত কিছু করিনি। তিনটি কারণে আমরা সাম্রাজ্য ত্যাগে সম্মত নই—নিরাপত্তা, সম্মান ও স্বার্থ। এ ব্যাপারে আমরাই প্রথম দৃষ্টান্ত নই। দুর্বল ব্যক্তি শক্তিমানের অধীনে প্রজা হিসাবে থাকবে, ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। এতদ্ভিন্ন আপনারাও তাই মনে করতেন। কিন্তু এখন নিজের স্বার্থ বিচার করবার পরে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন তুলছেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ এলে ন্যায়ের প্রশ্ন তুলে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে দৃষ্টি ফিরানো আজ পর্যন্ত কোথাও সম্ভব হয়নি। প্রকৃত প্রশংসনীয় তারাই যারা মানবোচিত ধর্মে ক্ষমতা ভোগ করে অথচ পরিস্থিতি অনুযায়ী ন্যায়ের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে আমাদের পরিবর্তে যদি অন্য কেউ থাকত তবেই প্রমাণ হ'ত আমরা সংযত আচরণ করছি কিনা। অপরের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দাই বেশি লাভ করেছি—এর চাইতে অযৌক্তিক আর কি হতে পারে? বিভিন্ন চুক্তিসমূহ থেকে উদ্ভূত মোকদ্দমা-গুলিতে আমরাই ক্ষতি স্বীকার করেছি এবং মোকদ্দমার বিচারের জন্য যখন এথেন্সের নিরপেক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি তখন লোকে বলেছে আইনের প্রতি আমাদের অযথা বেশি অনুরাগ। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রজাদের প্রতি অনেক বেশি কঠোর ব্যবহার করলেও কেন তাদের সমালোচনা হয় না সে বিষয়ে কেউ অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক নন। বস্তুতঃ যেখানে শক্তি-প্রয়োগ সম্ভব সেখানে কেউ কেউ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে প্রজাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার এমন যেন তারা আমাদের সমকক্ষ। ফলে, যখন তারা আমাদের আদালতে প্রদত্ত রায়ের দ্বারা অথবা আমাদের সাম্রাজ্য-জনিত শক্তির দ্বারা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা-গুলির জন্যও কৃতজ্ঞতাবোধ হারিয়ে ফেলে। প্রথম থেকেই আইনানুগ না হয়ে যদি আমরা নির্বিচারে শোষণ করতাম তবে তারা যত অসন্তুষ্ট হ'ত আমাদের সঙ্গে সামান্য অসাম্য দেখলে তদপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষুব্ধ হয়। আমরা যদি প্রথম থেকেই বলপ্রয়োগ করতাম তবে দুর্বলের যে শক্তিমানের কাছে পরাজয় স্বীকার করা উচিত এ বিষয়ে তারা কোনো প্রশ্ন তুলত না। শক্তিপ্রয়োগজনিত ক্ষতির তুলনায় আইনপ্রয়োগজনিত ক্ষতিতে মানুষ অধিক মর্মাহত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে লোকে মনে করে যেন সমকক্ষের দ্বারা সে প্রতারিত। অথচ প্রথম ক্ষেত্রে তারা ভাবত যে অধিক শক্তিমানের কাছে এই পরাজয় হল। পারসিকদের অধীনে তারা অনেক বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল, তবু এখন আমাদের শাসন তাদের কাছে অসহ্য। ইহা স্বাভাবিক। কারণ,

বর্তমানকেই প্রজারা সর্বদা দুঃসহ বোধ করে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে আমাদের পতন ঘটিয়ে আপনারা যদি আমাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং পারসিক যুদ্ধের সময়কার স্বল্পমেয়াদী নেতৃত্বের কালে অনুসৃত নীতিই যদি প্রবর্তন করেন তবে আমাদের প্রতি ভীতিবশতঃ প্রজারা হয়ত আপনাদের সমীহ করবে, কিন্তু আপনারাও শীঘ্রই জনপ্রিয়তা হারাবেন। আপনাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রিত জীবনের সঙ্গে আর কারও জীবন খাপ খায় না। অথচ বিদেশে গেলে আপনারা নিজেদের নিয়মকানুন কিংবা অবশিষ্ট হেলাসের আচরণবিধি কিছুই পালন করেন না।"

"সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে একটু ধৈর্য অবলম্বন করুন। অপরের মতামত ও অভিযোগের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। যে-কোনো যুদ্ধেই অচিন্তিতপূর্ব ঘটনাবলী একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, একথা মনে রাখবেন। যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হয় ততই তা আকস্মিকতানির্ভর হয়ে ওঠে। এ থেকে কেউ পরিত্রাণ পাবে না, শুধু অন্ধকারে তাদের প্রতীক্ষা করতে হবে। প্রায়ই ভুলপথে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তারপর যখন দুঃখভোগ শুরু হয় তখন এ বিষয়ে অনুতাপ জাগে। এখনো আমরা তত ভুলপথে অগ্রসর হইনি এবং বিশ্বাস করি যে আপনারাও তাই। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ যখন উভয়েরই আছে তখন অনুগ্রহপূর্বক শান্তিভঙ্গ করবেন না। আসুন, আমাদের বিবাদ আমরা সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করি। যদি আপনারা তা না করেন তবে সাক্ষী থাকবেন সেই সকল দেবতাগণ যাঁরা আমাদের শপথগ্রহণ করেছেন। আপনারা যুদ্ধের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমরাও আপনাদের প্রতিহত করতে পশ্চাৎপদ হব না।"

এথেনীয়গণ বক্তৃতা শেষ করল। এথেন্সের বিরুদ্ধে মিত্রদের অভিযোগ এবং তদুত্তরে এথেনীয়গণের বক্তব্য শুনবার পরে স্পার্টীয়গণ সকলকে স্থানত্যাগ করতে বলে বিষয়টি নিয়ে নিজেরা আলোচনা করল। অধিকাংশ স্পার্টারের নিঃসন্দিগ্ধ অভিমত হল যে এথেনীয়গণ আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া উচিত। যাই হোক, মধ্যপন্থী ও বুদ্ধিমান হিসাবে খ্যাত স্পার্টার রাজা আর্কিডেমাস তখন বললেনঃ—

"স্পার্টীয়গণ, জীবনে আমি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আপনাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা প্রায় আমার সমবয়স্ক। আমাদের উভয়ের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাই যুদ্ধের উন্মাদনা বলতে যা বোঝায় তা আপনাদের নেই, আমরা একথাও মনে করি না যে যুদ্ধ একটি সুবিধাজনক ও নিরাপদ কর্তব্য। সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করলে বুঝবেন যে আলোচ্য যুদ্ধটি অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধে পরিণত হবে। পেলোপনেসীয়

ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের শক্তি একই প্রকারের বলে আমরা ইচ্ছামতো স্থানে দ্রুত আঘাত হানতে পারি। কিন্তু এথেন্স সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তি পৃথক ধরনের—তারা বহুদূরে থাকে, সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাপকতম এবং অন্যসকল বিষয়েও তারা যথেষ্ট প্রস্তুত। ব্যক্তিগতভাবে ও রাষ্ট্রগতভাবে তারা অসীম ক্ষমতাবান। কারণ, তাদের আছে রণপোত, অশ্বারোহী বাহিনী ও 'হপ্‌লাইট'। জনবলও তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক। সর্বোপরি তাদের প্রচুর করদ মিত্র রাষ্ট্র আছে। তাহলে কিভাবে আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীনদের ন্যায় যুদ্ধ করতে যাচ্ছি? আমাদের নৌবহর তাদের তুলনায় একেবারে নিম্নমানের এবং যদি আমরা উপযুক্ত যত্নসহকারে নৌবহরটিকে তাদের সমকক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই তবে তা হবে যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ কাজ। আমাদের অর্থসম্পদের উপরও কি আমরা নির্ভর করতে পারি? এক্ষেত্রে অসুবিধা বরং আরো প্রকট—আমাদের কোনো সাধারণ অর্থভাণ্ডার নাই, ব্যক্তিগতভাবে অর্থসংগ্রহ সহজসাধ্য নয়। 'হপ্‌লাইটে'র সংখ্যা ও শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের হয়ত আশাবাদী করে তুলতে পারে, তা দিয়ে আমরা হয়ত শত্রুদেশ আক্রমণ ও ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু এথেনীয় সাম্রাজ্যে স্থানাভাব নেই এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী তারা সমুদ্রপথে আমদানী করতে পারে। তার মিত্রদের বিদ্রোহের প্ররোচনা দিলে তাদের নৌসাহায্য দিতে হবে, কারণ, তারা অধিকাংশই দ্বীপবাসী। যদি আমরা নৌযুদ্ধে তাদের পরাজিত করতে না পারি অথবা যে সকল উৎসের উপর তাদের নৌবহর নির্ভরশীল সেগুলিকে দখল করতে না পারি তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। তখন একটি সম্মানজনক সন্ধি করাও আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে। বিশেষতঃ যদি এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে আমরাই প্রথম বিবাদের সূত্রপাত করেছিলাম তাহলে আরো বিপজ্জনক হবে। তাদের দেশ ধ্বংস করলেই দ্রুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে এমন আশায় উৎফুল্ল হওয়া চলে না। পক্ষান্তরে আমি আশঙ্কা করি যে যুদ্ধ হয়ত পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে। আমি নিশ্চিত যে স্বদেশকে অপরের পদানত হতে দেবার পাত্র এথেনীয়গণ নয়, অর্ধপথে যুদ্ধ ত্যাগ করবার মতিও তাদের হবে না।"

"কিন্তু আমি একথা বলি না যে তারা আমাদের মিত্রদের ক্ষতি করলেও আমরা নিশ্চেষ্ট রইব এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে আমল দেব না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে বর্তমান মুহূর্তে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত নয়। দূতমাধ্যমে তাদের কাছে আমাদের অভিযোগগুলি পেশ করা যেতে পারে এবং সেখানে আমাদের সুর অতিরিক্ত যুদ্ধব্যঞ্জকও হবে না আবার অতি নমনীয়ও হবে না। ইতিমধ্যে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকি এবং আমাদের নৌশক্তি ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হেলাস এবং বহির্জগত থেকেও

মিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করি। এথেনীয়গণ যখন আমাদের ক্ষতি করছে তখন গ্রীক ও বিদেশী উভয়েরই মিত্রতা গ্রহণ করলে কেউ আমাদের দোষারোপ করতে পারবে না। যদি তারা আমাদের কূটনৈতিক প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে তবে অসুবিধা নেই। অন্যথায় দুই-তিন বছরের মধ্যে আমরা শক্তিবৃদ্ধি করে ফেলব এবং তখন ইচ্ছা করলে তাদের আক্রমণ করতে পারব। আমাদের প্রস্তুতি দেখে ও সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা শুনে তারা হয়ত আক্রান্ত হবার আগেই এতাবৎ অক্ষত সুবিধাসমূহ রক্ষার মানসে আমাদের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে। কারণ, তাদের দেশকে তখন আপনারা অধিকার-ভুক্ত প্রতিভূ হিসাবে দেখবেন এবং জিনিস যত মূল্যবান হয় তার তত্ত্বাবধানও হয় ততখানি নিষ্ঠাসাপেক্ষ। একে আপনারা সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছেড়ে দেবেন এবং দেখবেন তারা যেন মরিয়া হয়ে না ওঠে। তাহলে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আপনাদের অসুবিধা হবে। মিত্রদের অভিযোগ শুনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের দেশে ধ্বংসকার্য চালাতে গিয়ে আমরা যেন পেলোপন্নিসে চরম লজ্জা ও জটিলতার সৃষ্টি না করি। ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রগত, সকল অভিযোগেরই শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। কিন্তু কয়েকজন ব্যক্তির স্বার্থে যদি আমরা এমন যুদ্ধে লিপ্ত হই যার গতি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তবে এই পথ গ্রহণকে কোনোমতেই বিজ্ঞজনোচিত বলা চলে না।”

“সঙ্ঘবদ্ধ কতগুলি রাষ্ট্র একটিমাত্র নগরকে আক্রমণ করতে ইতস্তত করছে বলে একে কাপুরুষতা মনে করা সঙ্গত হবে না। আমাদের ন্যায় তাদেরও মিত্রের সংখ্যা অনেক এবং সেই মিত্রগণ করদাতা। যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা অর্থের প্রয়োজনই অধিক। অর্থ থাকলে তবেই অস্ত্রশস্ত্র কার্যকর হয়। একটি স্থলশক্তির সঙ্গে একটি নৌশক্তির যুদ্ধের ক্ষেত্রে একথা আরো প্রযোজ্য। সুতরাং প্রথমে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং তৎপূর্বে আমরা অপরের বক্তৃতার দ্বারা উত্তেজিত হব না। ভালই হোক বা মন্দই হোক, ভবিষ্যতের ফলাফলের অধিকাংশ দায়িত্ব যখন আমাদের, তখন সে বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করবার অধিকারও আমাদের আছে। আমাদের বিরুদ্ধে আনীত মন্থরতা ও অতিসাবধানতার অভিযোগ লজ্জিত হবার কিছু নেই। প্রস্তুতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ শুরু করলে যুদ্ধাবসান অধিকতর বিলম্বিত হবে। তা ছাড়া আমাদের দেশ চিরদিন স্বাধীন ও প্রসিদ্ধ। যে “মন্থর” ও “সাবধানী” সে বিচক্ষণ ও যুক্তিনিষ্ঠও হতে পারে। এই গুণগুলির জন্যই আমরা সাফল্যের সময় উদ্ধত হয়ে উঠিনা এবং সঙ্কটের মুহূর্তে অন্যদের মতো শীঘ্র পরাভব স্বীকার করি না। আমাদের বিবেচনায় যা অযৌক্তিক তেমন ঝুঁকি গ্রহণে আমরা অপরের উৎসাহবাক্যে প্ররোচিত হইনা এবং তারা যখন অভিযোগের দ্বারা আমাদের উত্তেজিত

করতে চেষ্টা করে তখনো আমরা লজ্জিতনেত্রে পরাজয় স্বীকার করি না। আমাদের সুশৃংখল জীবনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা সাহসী ও বিচক্ষণ। সাহসী, কারণ, আত্মমর্যাদার উপরই আত্মসংযম প্রতিষ্ঠিত এবং মর্যাদা নির্ভর করে সাহসের উপর। আমরা বিচক্ষণ এই জন্য যে, সুপ্রতিষ্ঠিত আইনকে অবজ্ঞা করবার মতো উন্নাসিক উচ্চশিক্ষিত আমরা নই এবং আমরা এমন কঠোরতার সঙ্গে সুশৃংখল যে তা কখনো অমান্য করি না। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আমরা অতিচালাকি করতে অভ্যস্ত নই। যে জ্ঞান শত্রুর পরিকল্পনা সম্পর্কে চমৎকার সব তাত্ত্বিক মত প্রস্তুত করতে পারে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমান সাফল্যের সঙ্গে তা প্রতিহত করতে পারে না, তা আমরা গ্রহণ করি না। পক্ষান্তরে আমরা মনে করি যে আমাদের ও অপরের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং আকস্মিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করাও অসম্ভব। আমাদের শত্রুগণ বুদ্ধিহীন নয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা স্বীয় কর্মপন্থা স্থির করি। শত্রু ভুল করতে পারে এই বিশ্বাসের উপর আস্থাস্থাপন না করে নিজেদের প্রস্তুতির সম্পূর্ণতার উপর নির্ভর করাই সমীচীন। মানুষে মানুষে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কিন্তু একথা সত্য যে যারা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছে তারা কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়েছে।"

"যে সকল নিয়মপ্রণালী আমরা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছি, যে শৃংখলা আমরা এখনো রক্ষা করছি এবং যা এতকাল আমাদের মঙ্গল সাধন করেছে তা পরিত্যাগ করা কখনো উচিত হবে না। যে প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের জীবন ও সম্পদ, বহু রাষ্ট্রের ভাগ্য ও জাতীয় সম্মান জড়িত সে বিষয়ে অতিরিক্ত ত্বরা অবলম্বন করে একদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। এ সম্পর্কে আমাদের সময় নেওয়া উচিত। এবং যেহেতু আমরা শক্তিশালী তাই সময় নিতে আমরা অন্যদের তুলনায় অধিকতর সক্ষম। পটিডিয়া ও অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মিত্রগণ অভিযোগ পোষণ করেছেন সে বিষয়ে এথেন্সে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হোক বিশেষজ্ঞ এথেনীয়গণও যখন সালিশী মানতে প্রস্তুত। মধ্যস্থতার প্রস্তাবকারীকে অন্যায়কারী হিসাবে আক্রমণ করা আইনবিরুদ্ধ কাজ। ইতিমধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকুক। এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। শত্রুর কাছে এই সিদ্ধান্ত সর্বাধিক ভীতিকর বোধ হবে।"

আর্কিডেমাসের এই ভাষণের পরে সেই বছরের অন্যতম "এফোর" স্থেনেলাইডাস সর্বশেষে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেনঃ—

"এথেনীয়দের বিরাট বক্তৃতার অর্থ আমার কিছুই বোধগম্য হয়নি। যদিও তারা নিজেদের প্রশংসার্থে অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু তারা যে পেলোপন্নিসের বিরুদ্ধে ও আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তৎপরতা অবলম্বন করেছে তার কোনো প্রতিবাদ করেনি। পারসিকদের বিরুদ্ধে তাদের

প্রশংসনীয় কৃতিত্ব থাকলেও আমাদের প্রতি অসদাচরণ করেছে বলে তাদের দ্বিগুণ শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ, এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে পূর্বে তারা সৎ ছিল এবং বর্তমানে তাদের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমরা পূর্বের ন্যায়ই আছি। আমরা যদি বিচক্ষণ হই তবে মিত্রগণের উপর আক্রমণ আর সহ্য করা উচিত নয়। যে আজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাকে সাহায্যদানের জন্য আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অন্যদের প্রচুর অর্থ, রণতরী ও অশ্ব থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের আছে অনেক বিশ্বস্ত মিত্র এবং এই মিত্রদের এথেন্সের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। আইন অথবা বাক্যের সাহায্যে এই বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে না। কারণ, শুধুমাত্র বচনের দ্বারা আমাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে না। সুতরাং অবিলম্বে উপযুক্ত সাহায্যদান করুন। কেউ যেন এমন অভিযোগ করতে না পারে যে আক্রান্ত হয়েও আমরা শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে আলোচনা করছি। যারা নিজেরা আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের কথা চিন্তা করছে এবংবিধ দীর্ঘ আলোচনা তাদেরই দরকার। সুতরাং স্পার্টীয়গণ, স্পার্টার সম্মানরক্ষার্থে যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিন। এথেনীয়গণকে অধিকতর শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ দেবেন না। চলুন, দেবতাগণের আশীর্বাদপূত হয়ে আমরা আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হই।"

অতঃপর তিনি "এফোরের" পদাধিকারবলে বিষয়টি গণসভাতে পেশ করলেন। তিনি বললেন যে কোন্ পক্ষে ধ্বনি বেশি (ধ্বনিভোটের দ্বারা তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে) তা তিনি স্থির করতে পারছেন না। বস্তুত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনগণ মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশ করুক, তা হলে যুদ্ধের উন্মাদনা বৃদ্ধি পাবে। অতএব তিনি বললেন, "যারা মনে করেন সন্ধিভঙ্গ হয়েছে ও এথেন্স অপরাধী, তাঁরা এইদিকে যান। যাঁরা বিরুদ্ধমত পোষণ করেন তাঁরা অন্যদিকে যান"—এই বলে তিনি দিকনির্দেশ করে দিলেন। সুতরাং তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হল। বিপুল সংখ্যাধিক্যে মত প্রকাশ হল যে এথেন্স চুক্তিভঙ্গ করেছে। তখন তারা মিত্রদের ডেকে বলল তাদের মতে এথেন্স আক্রমণকারী, কিন্তু তারা সকল মিত্রকে আহ্বান করে বিষয়টি ভোটে দিতে ইচ্ছুক। সুতরাং যুদ্ধের সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হলে তা ঐকমত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এইভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। এথেনীয়গণও যে কার্যোপলক্ষ্যে এসেছিল তা শেষ করে স্বদেশে ফিরল। ইউবিয়ার ঘটনার পর যে ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল তার চতুর্দশ বর্ষে এই সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হল যে চুক্তিভঙ্গ হয়েছে ও যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে মিত্রদের বক্তৃতার প্ররোচনার চেয়েও বেশি কার্যকর ছিল এথেন্সের ক্রমবর্ধমান শক্তি-জনিত আতঙ্ক। তারা লক্ষ্য করেছিল যে ইতিমধ্যেই হেলাসের অধিকাংশ রাষ্ট্র এথেন্সের পদানত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পারসিক যুদ্ধের সমাপ্তি থেকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত। সর্বপ্রধান শক্তি থেকে সাম্রাজ্যে উত্তরণ।

কিভাবে পরিস্থিতি অনুসারে এথেন্সের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেল তা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে। হেলেনীয়দের দ্বারা জল ও স্থলে পরাজিত হয়ে পারসিকগণ ফিরে গেলে এবং তাদের মধ্যে যারা মাইকেলে পলায়ন করেছিল তারা নিহত হলে স্পার্টার রাজা লিওটিকাইডিস পেলোপনেসীয় মিত্রদের নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু আইওনিয়া ও হেলেসপন্টের যারা পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল সেই মিত্রদের নিয়ে এথেনীয়গণ পারস্য অধিকৃত সেস্টস অবরোধ করল। সমস্ত শীতকাল তারাসেইখানে অতিবাহিত করল এবং পারসিকগণ স্থানটি ছেড়ে দিলে নিজেরা তা দখল করল। তার পর তারা হেলেসপন্ট ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল। পারসিকদের প্রস্থানের পর এথেনীয়গণ গুপ্তস্থান থেকে তাদের স্ত্রী পুত্র ও অন্য যাকিছু সম্পত্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল সব ফিরিয়ে আনল এবং নগর ও প্রাচীর পুনর্নির্মাণের আয়োজন করল। নগরপ্রাচীরটির অতি অল্প অংশই অটুট ছিল এবং বাসগৃহের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। শুধু যেগুলিতে উচ্চপদস্থ পারসিক কর্মচারীগণ থাকতেন সেগুলি অক্ষত ছিল।

এথেনীয়দের কার্যকলাপের খবর জানতে পেরে স্পার্টা এথেন্স দূত প্রেরণ করল। এথেন্স অথবা অন্য কোনো নগর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হোক এতে তার নিজেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা প্রধানত মিত্রবর্গের প্ররোচনা অনুসারে কাজ করেছিল। পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে এথেনীয়গণ যে নির্ভীকতা প্রদর্শন করেছিল তাতে এবং এথেন্সের নবগঠিত নৌবহরের শক্তি-মত্তায় তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। স্পার্টা এথেনীয়দের শুধু প্রাচীর ভেঙে ফেলবার অনুরোধ জানাল না, পেলোপন্নিসের বাইরে অন্য যে সকল নগরে এখনো প্রাচীর আছে সেগুলি ভেঙে ফেলার কাজে তাদের সাহায্য করতে আহ্বান জানাল। এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়ে তারা প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সন্দেহ গোপন রাখতে চায়। তারা শুধু এই যুক্তি প্রদর্শন করল যে তৃতীয়বার পারসিক অভিযান ঘটলে পারসিকগণ আর আক্রমণ চালাবার মতো শক্ত কোনো ঘাঁটি পাবে না। (এইবার থিব্স্‌কে তারা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছিল)। তাছাড়া, আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণের ঘাঁটি হিসাবে পেলোপন্নিসই সমগ্র হেলাসের প্রয়োজন মিটাতে পারবে। স্পার্টার এই প্রস্তাবের পর এথেনীয়গণ থেমিস্টো-ক্লিসের পরামর্শক্রমে দূতদের এই উত্তর দিল যে এ ব্যাপারে আলোচনা করবার জন্য তারা স্পার্টাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। দূতদের তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হল। থেমিস্টোক্লিস এথেনীয়দের বললেন যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ স্পার্টাতে

প্রেরণ করা হোক। কিন্তু প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত উচ্চতা পর্যন্ত প্রাচীরটি নির্মিত না হওয়া অবধি এথেনীয় প্রতিনিধিদল যেন স্পার্টায় প্রেরিত না হয়। ইতিমধ্যে দেশের সমগ্র জগণ যেন প্রাচীর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি যে-সকল ভবনের উপকরণ কোনোভাবে এইকার্যে প্রয়োজনীয় হবে সেগুলি যেন ভেঙে ফেলা হয়। স্পার্টাতে যাত্রা করবার পূর্বে একথাও তিনি জানালেন যে সেখানে যা কিছু দরকার তা তিনিই করবেন। স্পার্টাতে পেঁাছে তিনি সরকারপক্ষীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে নানা অজুহাতে কালক্ষেপ করতে লাগলেন। যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করত কেন তিনি গণসভায় যাচ্ছেন না, তবে তিনি বলতেন তাঁর সহকারীগণ জরুরি কাজে এথেন্সে থেকে গিয়েছেন ও তিনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে তিনি আশা করেন যে তাঁরা শীঘ্রই পেঁাছাবেন এবং এখনো তাঁরা পেঁাছাননি দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত স্পার্টীয়গণ প্রথমে তাঁর কথা বিশ্বাস করল। কিন্তু অনেকে এসে সুনিশ্চিত-ভাবে বলল প্রাচীর নির্মাণ চলছে এবং তা বেশ উঁচুও হয়েছে। তখন তারা ভেবে পেল না এই খবরই বা কিরূপে অবিশ্বাস করা যায়। থেমিস্টোক্লিস তখন তাদের বললেন মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস না করে তারা বরং সঠিক সংবাদ নিতে বিশ্বস্ত কাউকে এথেন্সে প্রেরণ করুক। তারা তাই করল। এদিকে থেমিস্টোক্লিস গোপনে এথেন্সে খবর পাঠালেন প্রকাশ্যে বন্দী না করে যতদিন সম্ভব দূতদের আটক রাখা হোক এবং তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা দেশে না ফেরা পর্য্যন্ত তাদের যেন মুক্তি দেওয়া না হয়। ইতিমধ্যে থেমিস্টোক্লিসের সহকারী দুইজন—লাইসিক্লিসের পুত্র অ্যাব্রোনিকাস ও লাইসি; মেকাসের পুত্র অ্যারিস্টাইডিস—স্পার্টাতে এসেছেন এবং তাঁরা জানিয়েছেন যে প্রাচীর নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদ পেলে স্পার্টীয়গণ যদি তাঁকে আটক করে, এইজন্য থেমিস্টোক্লিস চিন্তিত হলেন। যা হোক, এখন তিনি স্পার্টীয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত হয়ে পরিষ্কার জানালেন যে এথেন্স এখন তার অধিবাসীদের রক্ষা করবার পক্ষে উপযুক্তরূপে সুরক্ষিত। স্পার্টা কিংবা তার মিত্রদের প্রতিনিধিগণ এথেন্সে যেন এই ধারণা নিয়ে যায় যে নিজেদের স্বার্থ ও অবশিষ্ট হেলাসের স্বার্থের পার্থক্য বুঝতে এথেন্স সক্ষম। যখন এথেনীয়গণ নগর ত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় তারা স্পার্টার সঙ্গে পরামর্শ করেনি এবং যখনই তারা স্পার্টার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছে তখনই দেখেছে নিজেদের চেয়ে যোগ্য পরামর্শ তাদের আর কেউ দিতে অক্ষম। তারা বুঝেছে যে এথেন্সে প্রাচীর থাকা আবশ্যক, এথেনীয় এবং হেলেনীয় সঙ্ঘ উভয়ের প্রয়োজনেই। সমান সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করেই সাধারণ স্বার্থ বিষয়ে হৃদ্য আলোচনা হতে পারে। এর অর্থ এই যে—হয় সঙ্ঘের কোনো দেশেই প্রাচীর থাকবে না নয় এথেন্স যা করছে তা অনুমোদন করতে হবে।

এই কথা শুনে স্পার্টীয়গণ এথেন্সের প্রতি বাহ্যত কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করল না। প্রকৃতপক্ষে এথেন্সে প্রেরিত প্রথম স্পার্টীয় প্রতিনিধিদলটি প্রাচীর নির্মাণ বন্ধের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, শুধু পরামর্শ দিতে আসে। তাছাড়া, পারসিকদের প্রতিহত করতে এথেন্স যে দেশপ্রেম প্রদর্শন করে তার জন্য স্পার্টার মনোভাব এই সময়ে এথেন্সেব প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়াতে স্পার্টীয়রা ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট হল। দুই দেশের প্রতিনিধিই কোনো অভিযোগ না করে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করল।

এইভাবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এথেন্স নিজেকে সুরক্ষিত করে তুলল। দ্রুত নির্মাণেব চিহ্ন এখনো বয়েছে। ভিত্তি তৈরী হয়েছিল সবরকম পাথর দিয়ে, পাথরগুলি সব জায়গায় মাপমতো ছিল না, সেইগুলি ঠিক যে আকারে ছিল সেই আকারেই লাগানো হয়। অন্য স্তম্ভ ছাড়াও ভাস্কর্যের ভগ্নাংশ ও সমাধি থেকে আহৃত স্তম্ভও ব্যবহৃত হয়েছে। নগরপরিধিব প্রতিটি প্রান্তে প্রাচীরটি বিস্তৃত হওয়ায় তাড়াতাড়িতে তারা সবকিছুকেই কাজে লাগিয়েছে। থেমিস্টোক্লিস যখন 'আর্কন' ছিলেন তখন পাইরিউসের যে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয় তাও শেষ করতে তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় থাকার জন্য স্থানটি তিনি পছন্দ করতেন এবং তিনি বুঝেছিলেন যে সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে হলে এথেন্সকে প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার কবতে হবে। তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন যে এথেন্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেত্র সমুদ্রে নিহিত আছে। সুতরাং তিনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের কাজে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রাচীরটির প্রস্থের গভীরতা তাঁরই নির্দেশানুসারে হয়েছিল এবং পাইরিউসের চতুর্দিকে এখনো তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়—পাথরবহনকারী মালগাড়ি দুইদিক থেকে এসে মিলতে পাবত। বহির্ভাগের বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার ফাঁকগুলি পাথরকুঁচি বা চুণবালি দিয়ে ভরাট করা হয়নি। তার পরিবর্তে মাপমতো প্রস্তরখণ্ড কেটে বসিয়ে বাইরে লোহা ও সীসা লাগানো হয়। তিনি যতটা উচ্চতার কথা বলেছিলেন তার অর্ধেক সমাপ্ত হল। এই বিরাট পুরু প্রাচীরটি শত্রুপক্ষীয় সব আমণ প্রতিহত করতে পারবে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সৈন্যদের দ্বারা গঠিত একটি ছোট বাহিনীই এটি রক্ষা করতে পারবে এবং অবশিষ্ট সৈন্যদল নৌবাহিনীতে কাজ করতে পারবে। তিনি বুঝেছিলেন পারসিকদের পক্ষে স্থলপথের বদলে জলপথেই এথেন্সে আসা সুবিধাজনক এবং এথেন্স অপেক্ষা পাইরিউসই অধিক মূল্যবান। তিনি এথেনীয়দের সর্বদা পরামর্শ দিতেন যে তেমন কঠিন অবস্থায় পড়লে এথেনীয়গণ যেন স্থলভূমি পরিত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় নিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে। এইভাবে পারসিকদের প্রস্থানের পরেই এথেনীয়গণ নগরপ্রাচীর ও অন্যান নির্মাণকার্য দ্বারা নগরকে শক্তিশালী করে তুলল।

এর কিছুদিন পরেই হেলেনীয় বাহিনীর নেতৃত্বভারসহ স্পার্টা থেকে ক্লিওম্ব্রোটাসের পুত্র পসেনিয়াস কুড়িটি জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন। এথেন্সের ত্রিশটি ও অন্যান্য মিত্রদের কাছ থেকে আরো জাহাজ নিয়ে প্রথমে সাইপ্রাসে গিয়ে তিনি দ্বীপটির অধিকাংশই জয় করলেন। তারপর পারস্য অধিকৃত বাইজান্টিয়ামে পৌঁছে স্থানীটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের ঔদ্ধত্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল এবং হেলেনীয়দের কাছে, বিশেষত আইওনীয় ও পারসিক অধীনতা থেকে সদ্যোমুক্ত হেলেনীয়দের কাছে ক্রমেই তিনি জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন। তারা এথেনীয়দের আবেদন জানাল স্বাজাত্যহেতু এথেন্স যেন তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং পসেনিয়াসের ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটায়। এই প্রস্তাবে এথেন্স সম্মত হল এবং ভবিষ্যতে পসেনিয়াসের উগ্র আচরণ দমনে কৃতসংকল্প হল এবং নিজেদের স্বার্থের অনুকূল অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে স্পার্টাতে যেসব অভিযোগ পৌঁছেছিল সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য পসেনিয়াসকে ডেকে পাঠানো হল। স্পার্টাতে গিয়ে হেলেনীয়গণ—তাঁর সম্পর্কে অনেক গুরুতর অভিযোগ পেশ করেছিল—প্রধান সেনানায়ক হিসাবে কাজ করবার পরিবর্তে তিনি একনায়ক হবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে যখন স্পার্টাতে ডেকে পাঠানো হয় তখন পেলোপনেসীয় সৈন্যদল ব্যতীত অন্য সব সৈন্যই তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এথেনীয় পক্ষে চলে গিয়েছিল। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি তিনি যেসকল অত্যাচার করেছেন সে-বিষয়ে তিন অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। কিন্তু প্রধান সব অভিযোগ থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য গুরুতর অভিযোগের মধ্যে এই অভিযোগও ছিল যে তিনি পারসিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং এই অভিযোগের উল্লেখযোগ্য প্রমাণও ছিল। যাই হোক অধিনায়কের পদে তাঁকে আর পুনর্বহাল করা হল না। অন্যান্য কয়েকজনসহ ডোরকিসকে একটি ছোট বাহিনী দিয়ে পাঠানো হল বটে কিন্তু মিত্রগণ আর সর্বোচ্চ অধিনায়ক হিসাবে তাঁকে স্বীকার করতে সম্মত হল না। এ কথা বুঝতে পেরে স্পার্টীয়গণ ফিরে গেল এবং এর পর স্পার্টীয়গণ আর কোনো সেনানায়ক পাঠায়নি। তাদের ভয় হয়েছিল উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ সাগরপারে বিদেশ গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের দায়িত্ব-ভার নিতে তারা আর ইচ্ছুক ছিল না। এথেনীয়দের সঙ্গে তখন তাদের হৃদ্যতাও ছিল এবং এথেনীয়গণ এখন এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম এই বিশ্বাসও তাদের ছিল।

সুতরাং এথেনীয়গণ নেতৃত্ব গ্রহণ করল এবং পসেনিয়াসের প্রতি ঘৃণাবশত মিত্রগণ এথেনীয় অধিনায়কত্বে খুশি হল। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেয় অংশের পরিমাণ এথেন্স নির্ধারণ করল এবং কোন্ রাষ্ট্র অর্থ

ও কোন্ রাষ্ট্র জাহাজ দেবে তাও সে স্থির করে দিল। পারসিক অঞ্চলে লুঠ চালিয়ে পারসিক অভিযানজনিত ক্ষতিপূরণ ছিল এর উদ্দেশ্য। এই সময়েই এথেন্স "হেলাসের কোষাধ্যক্ষ" নামে পদগুলির প্রবর্তন করে। অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত দেয়কে বলা হইত কর—এই কর্মচারীগণ সেই কর গ্রহণ করতেন। করের পরিমাণ প্রথমে চারশ' ষাট ট্যালেণ্ট স্থির হয়। কোষাগারটি ছিল ডেলসে এবং সেখাকার মন্দিরে প্রতিনিধিদের সভা বসত। নেতৃত্ব ছিল এথেন্সের কিন্তু অন্য মিত্রগণ প্রথমে সকলে স্বাধীন ছিল এবং সিদ্ধান্তসমূহ তাদের সাধারণ সভায় গৃহীত হত।

পারসিক যুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সূত্রপাত পর্য্যন্ত যুদ্ধ ও প্রশাসনক্ষেত্রে এথেনীয়গণ কি কি করেছিল এখন আমি তার বিবরণ দেব। কখনো পারসিকদের বিরুদ্ধে, কখনো নিজেরই বিদ্রোহী মিত্রদের বিরুদ্ধে ,কখনো বা সেই পেলোপনেসীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তারা জড়িত হয়ে পড়ত, এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আমার এই বিষয়ান্তর গমনের কারণ হচ্ছে, আমার পূর্ববর্তী লেখকগণ এই সময়টির ইতিহাস বিষয়ে নীরব। পারসিক যুদ্ধে পূর্বেকার হেলেনীয় ইতিহাস বা পারসিক যুদ্ধের ইতিহাস—এটাই হচ্ছে তাঁদের উপজীব্য। একমাত্র হেলানিকাস তাঁর এথেনীয় ইতিহাসে এই ঘটনাগুলির ঈষৎ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনিও অতি সামান্য বলেছেন এবং তারিখ বিষয়ে তিনি শুদ্ধ নন। কিন্তু এই সময়কার ইতিহাসের ভিতরেই এথেনীয় সাম্রাজ্যের ক্রমবিকাশের রূপ ফুটে উঠবে।

প্রথমে এথেনীয়গণ স্ট্রাইমন নদীর তীরবর্তী পারসিক অধিকৃত ঈয়ন নগর অবরোধ করল। মিলটিয়াডিসের পুত্র কাইমনের নেতৃত্বে তারা এটি দখল করল এবং অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করল। তারপব তারা ঈজিয়ান সাগরের ডোলোপীয় জাতি অধ্যুষিত স্কাইরস দ্বীপটি দখল করে, অধিবাসীগণ ক্রীতদাসে পরিণত হয় এবং এথেনীয়গণ সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারপর ক্যারিস্টাসের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে অবশিষ্ট ইউবিয়া কোনো পক্ষেই যোগদান করেনি। অবশেষে কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে ক্যারিস্টাস আত্মসমর্পণ করল। এর পরে ন্যাক্সস সঙ্ঘ ত্যাগ করলে এথেন্স তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। অবরুদ্ধ হওয়ার পর ন্যাক্সস পুনরায় আনুগত্য স্বীকার করল। এই প্রথম সঙ্ঘের মূল নীতি ভঙ্গ করে একটি মিত্ররাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করা হল এবং তার পরে বিভিন্ন অবস্থায় অন্যান্য মিত্রদের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হল। এইসব বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল নির্দিষ্ট অর্থ বা জাহাজ দানের অক্ষমতা অথবা কখনো কখনো আদৌ কোনো জাহাজদানে অসম্মতি। দেয় প্রাপ্য আদায়ে এথেনীয়গণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। যারা এই ধরণের করদানে অভ্যস্ত ছিল না বা ইচ্ছুক ছিল না তাদের

উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এথেন্স অপ্রিয় হয়ে উঠল। অন্যভাবে এথেনীয়গণ পূর্বতন জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। যুদ্ধেতে তারা ন্যায্য অংশের চেয়েও বেশি দায়িত্ব বহন করতে শুরু করেছিল। ফলে যে মিত্ররাষ্ট্র সঙ্ঘ পরিত্যাগ করতে চাইত তাকে বলপূর্বক ফিরিয়ে আনা তার পক্ষে আরো সহজ হ'ত। এই অবস্থার জন্য মিত্রগণ নিজেরাই দায়ী। তারা অধিকাংশই দেয় জাহাজের পরিবর্তে কর হিসাবে অর্থদান করতে আরম্ভ করে, যাতে জাহাজের সঙ্গে আর দেশত্যাগ করে বিদেশে যেতে না হয়। সুতরাং তাদের প্রদত্ত অর্থেই এথেন্স নিজ নৌবহর ক্রমশঃ শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে থাকে। অথচ এই রাষ্ট্রগুলি বিদ্রোহী হলে দেখত নিজেদের যুদ্ধসম্ভার অপ্রতুল এবং যুদ্ধে তারা অনভিজ্ঞ। এরপর যুদ্ধ হল ইউরি-মিডন নদীতে। এইখানে মিত্রসহ এথেনীয়গণ পারসিকদের বিরুদ্ধে স্থলে ও জলে যুদ্ধ করে। মিলটিয়াডিসের পুত্র কাইসনের নেতৃত্বে এথেনীয়গণ উভয় রণাঙ্গনেই জয়লাভ করে। দুশো ট্রায়রিমের ফিনিসীয় নৌবহর এথেনীয়গণের হাতে ধ্বংস হয়।

কিছুকাল পরে ঘটল থ্যাসসের বিদ্রোহ। থ্যাসসের বিপরীত দিকে মূল ভূ-খণ্ডে অবস্থিত থ্রেসের বাজারগুলি এবং থ্যাসীয় অধিকারভুক্ত একটি খনিবিরোধ নিয়ে এই বিদ্রোহ ঘটে। এথেনীয়গণ নৌবহর নিয়ে থ্যাসসের বিরুদ্ধে যাত্রা করে একটি নৌযুদ্ধে জয়লাভ করল এবং দ্বীপটিতে অবতরণ করল। প্রায় এই সময়েই তারা এথেনীয় নাগরিক মিত্রদের নিয়ে গঠিত দশ হাজার ঔপনিবেশিকের একটি দল অ্যাম্ফিপোলিসে প্রেরণ করল, স্থানটির নাম তখন ছিল "নাইন ওয়েজ"। এডোনীয়দের বিতাড়িত করে তারা স্থানটি দখল করে নিল। কিন্তু থ্রেসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে থ্রেসীয়দের একটি সম্মিলিত বাহিনী এডোনীয় নগর ড্রাবেসকাসে তাদের ছিন্নভিন্ন করে। নাইন ওয়েজ উপনিবেশ স্থাপনকে থ্রেসীয়গণ তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ হিসাবে গণ্য করেছিল। ইতিমধ্যে যুদ্ধে পরাজিত ও অবরুদ্ধ থ্যাসীয়গণ স্পার্টার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল সে যেন অ্যাটিকা আক্রমণ করে তাদের সাহায্য করে। এথেন্সকে কিছু না জানিয়েই স্পার্টা এতে সম্মত হয়। কিন্তু ভূমিকম্প ঘটায় ও ক্রীতদাসদের এবং থুরীয় ও ঈথীয় প্রেরিতাকদের দেশ ছেড়ে ইথোমে অপসারণের ফলে সে নিবৃত্ত হতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ ক্রীতদাস ছিল প্রাচীন মেসেনীয়দের বংশধর, যারা বিখ্যাত যুদ্ধটির পর ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল, সুতরাং তাদের সকলকেই মেসোনীয় বলা হত। সুতরাং স্পার্টা ইথোমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে অবরোধের তৃতীয় বর্ষে থ্যাসীয়গণ এথেনীয়গণ প্রস্তাবিত শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হল। স্থির হল প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে, নৌবহর সমর্পণ করতে হবে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অবিলম্বে অর্থ ও ভবিষ্যতে কর দিতে হবে, মূল ভূ-খণ্ডে ও খনিতে অধিকার ত্যাগ করতে হবে।

ইথোমের যুদ্ধ শেষ হবার কোনো লক্ষণ নেই দেখে স্পার্টা মিত্রদের কাছে বিশেষত এথেন্সের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল। কাইমনের নেতৃত্বে একটি এথেনীয় বাহিনী সাহায্যার্থে উপস্থিত হল। এথেন্সের সাহায্য প্রার্থনার প্রধান কারণ অবরোধকৌশলে তার সুদূরবিস্তৃত প্রসিদ্ধি। দীর্ঘ অবরোধের পর স্পার্টার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে এই ব্যাপারে সে অনভিজ্ঞ, নইলে বলপূর্বক সে স্থানটি দখল করে নিতে পারত। এই অভিযানের সময়ই এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার প্রথম প্রকাশ্য কলহ হয়। আঘাত করে ইথোম দখল করতে না পেরে স্পার্টা ক্রমশ এথেনীয়দের উদ্যম-শীলতা ও বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল। স্পার্টা মনে করল ভিন্ন জাতি এথেনীয়গণ যদি এখানে দীর্ঘদিন থাকে তবে হয়ত বিদ্রোহী ইথোমবাসীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত করতে পারে। সুতরাং তারা অন্য মিত্রদেশীয় সৈন্যদের রেখে শুধু এথেনীয়দের ফেরৎ পাঠিয়ে দিল ; সন্দেহের কথা প্রকাশ্যে না জানিয়ে শুধু বলল তাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন নাই। এথেন্স কিন্তু বুঝতে পারল যে প্রকৃত সত্য গোপন করা হয়েছে এবং নিশ্চয়ই কোনো রকমে তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে। এর ফলে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এথেনীয়গণ দেশে ফিরেই পারসিকদের বিরুদ্ধে স্পার্টার সঙ্গে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তি বাতিল করল এবং স্পার্টার শত্রু আর্গসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করল। একই সঙ্গে আর্গস ও এথেন্স ঠিক একইপ্রকার শর্তের ভিত্তিতে থেসালীয়গণের সঙ্গে সন্ধিবন্ধ হল।

ইতিমধ্যে ইথোমের বিদ্রোহীগণ দীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধশেষে ক্লান্ত হয়ে স্পার্টার কাছে আত্মসমর্পণ করল। স্থির হল যে তারা নিরাপদে পেলোপন্নিস ত্যাগ করে চলে যাবে, কখনো আর ফিরতে পারবে না এবং কেউ যদি এখানে ভবিষ্যতে কারো হাতে ধরা পড়ে তবে সে তার ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। ডেলফিতে স্পার্টীয়গণ একটি দৈববাণীতে শুনেছিল যে ইথোমে জিউসের প্রার্থনাকারীদের যেন চলে যেতে দেওয়া হয়। সুতরাং তারা স্ত্রী-পুত্রসহ দেশত্যাগ করল। কিন্তু এথেন্স ক্রমশ স্পার্টার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তারা এই বাস্তুত্যাগীদের নপাকটাসে আশ্রয় দিল। অতি সম্প্রতি এথেনীয়গণ ওজোলীয় লোক্রীয়দের কাছ থেকে নপাকটাস অধিকার করেছিল।

একটি সীমান্ত সংক্রান্ত যুদ্ধে করিন্থীয়গণ মেগারা আক্রমণ করাতে মেগারা স্পার্টার মিত্রতা ত্যাগ করে এথেনীয় সঙ্ঘে যোগদান করল। এইভাবে এথেনীয়গণ মেগারা ও পেজী লাভ করল এবং মেগারীয়দের জন্য নগর থেকে নিসিয়া পর্যন্ত একটি দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করে সেখানে এথেনীয় রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করল। প্রধানত এইজন্যই এথেন্সের প্রতি করিন্থের এমন তীব্র বিদ্বেষ ছিল।

ইতিমধ্যে লিবিয়ার রাজা সামেটিকাসের পুত্র ইনারস মারিয়া নগরকে কেন্দ্র করে আর্টাজারক্সেসের অধীনস্থ সমগ্র মিশরে বিদ্রোহ সংঘটিত করলেন। তারপর নিজেই এখানকার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এথেনীয়গণ তখন নিজেদের ও মিত্রদের ২০০টি জাহাজ নিয়ে সাইপ্রাস অভিযানে ব্যস্ত ছিল। এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে মিশরে উপস্থিত হয়ে তারা সমুদ্র হ'তে নীলনদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় এবং নদীটি ও মেমফিসের দুই-তৃতীয়াংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে "হোয়াইট ক্যাস্‌ল" নামে পরিচিত বাকি অংশটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যে মিশরীগণ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি—তারা ও পলাতক মিড্‌গণ এখানে ছিল।

প্রায় এই সময়েই এথেনীয়দের একটি নৌবহর হ্যালিইসে অবতরণ করে এবং করিন্থীয় ও এপিডরীয়দের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এখানে করিন্থিয়গণ জয়লাভ করে। তার পরে সেক্রুফেলিয়াতে এথেনীয় ও পেলোপনেসীয় নৌবহরের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে এথেনীয়গণ বিজয়ী হয়। এর পর ঈজিনা থেকে দূরে সমুদ্রে ঈজিনা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এথেন্স জয়লাভ করে এবং বিজিতদের ৭০টি জাহাজ ধৃত হয়। ঈজিনাতে অবতরণ করে স্ট্রীবাসের পুত্র লিওক্রেটিসের নেতৃত্বে এথেন্স স্থানটি অবরোধ করে। যে তিনশত পেলোপনেসীয় হপ্‌লাইট করিন্থীয় ও এপিডরীয়দের পক্ষে যুদ্ধ করছিল তারা ঈজিনাকে সাহায্য করবার জন্য প্রেরিত হল। সেই সমরেই মিত্রদের সহযোগিতায় করিন্থ জেরানিয়ার শিখর-সমূহ দখল করে এবং মেগারার অঞ্চলে অবতরণ করে। তারা মনে করেছিল যে যেহেতু এথেন্স ঈজিনা ও মিশরে যুদ্ধে নিযুক্ত আছে তাই তারা আর মেগারাকে সাহায্য দিতে পারবেনা। মেগারীয়দের মুক্ত করতে হলে ঈজিনা থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে। কিন্তু তা না করে এথেন্স বৃদ্ধ ও তরুণ পুরুষদের মধ্যে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মিরোনাইড্‌সের নেতৃত্বে মেগারাতে সাহায্য প্রেরণ করল। এখানে করিন্থীয়দের সঙ্গে যে যুদ্ধ হ'ল তাতে জয়-পরাজয় মীমাংসা হল না। কিন্তু যুদ্ধে এথেনীয়দের ভূমিকা অধিকতর উল্লেখযোগ্য ছিল বলে করিন্থীয়রা চলে যাবার পরে তারা একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল। কিন্তু করিন্থের প্রাচীন ব্যক্তিরা বিদ্রূপ শুরু করাতে করিন্থীয়গণ বারোদিন পরে প্রস্তুত হয়ে এসে জয় দাবী করে বিজয়স্মারক স্থাপন করল। এথেনীয়গণ তাদের পর্যুদস্ত করল। পরাজিতদের একটি অংশ প্যশ্চাদপসরণের সময় পথ ভুলে চতুর্দিকে গভীর পরিখাবিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তির জমিতে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে বাইরে যাবার কোনো পথ ছিল না। স্থানটি এথেনীয়দের পরিচিত ছিল এবং তারা সামনে হপ্‌লাইটের বেষ্টনী স্থাপন করে চতুর্দিকে লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যদের মোতায়েন করে পাথর ছুঁড়ে ভিতরের সৈন্যদের হত্যা করল। করিন্থীয়গণের উপর এটি ছিল একটি বিরাট আঘাত। বাকি সৈন্যরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল।

এই সময়ে এথেনীয়গণ ফ্যালেরাম ও পাইরিউস অভিমুখী দুটি দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ফোকীয়গণ স্পার্টীয়দের আদি বাসভূমি ডোরিসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। বীয়াম, কিটিনিয়াম ও এরিনিয়াম—এই নগরগুলি ছিল ডোরিসের অন্তর্গত। ফোকীয়গণ এদের মধ্যে একটি অধিকার করে নিলে স্পার্টা নিজেদের ১৫০০ ও মিত্রদের দশ হাজার হপ্‌লাইট নিয়ে ডোরীয়দের সাহায্য করতে এল। পসোনিয়ামের পুত্র স্পার্টার নাবালক রাজা প্লেয়িস্টোয়ানাক্সের প্রতিনিধি নিকোমেডিস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। বিভিন্ন শর্তাধীনে ফোকীয়দের নগরটি সমর্পণে বাধ্য করে তারা প্রত্যাবর্তন করতে লাগল। কিন্তু ক্রিসিয়ান উপসাগরের পথ গ্রহণ করবার বিপদ হচ্ছে যে এথেনীয় নৌবহর এতে বাধা দিতে পারে। কিন্তু জেরানিয়ার গিরিপথও নরাপদ নয়। কারণ, এথেন্স মেগারা ও পেজী দখল করে আছে। রাস্তাটিও ছিল দুর্গম এবং এথেনীয়গণ একে সর্বদা পাহারা দিচ্ছিল। উপরন্তু স্পার্টীয়গণ সংবাদ পায় যে এই পথে যেতে এথেনীয়গণ সর্বদা তাদের বাধা দেবে। সুতরাং তারা স্থির করল বিয়োসিয়াতে কিছুদিন অপেক্ষা করে নিরাপদ রাস্তর কথা বিবচনা করা শ্রেয় হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে আরো একটি কারণ ছিল। এথেন্সের একটি দল গোপনে তাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অবসানের ও দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণে বাধাদানের ষড়যন্ত্র করছিল। নিজেদের ও মিত্রদের সৈন্যদ্বারা গঠিত সর্বমোট ১৪০০ সৈন্যের একটি এথেনীয় বাহিনী ইতিমধ্যে স্পার্টীয়দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। যুদ্ধ হল বিয়োসিয়ার টানাগ্রাতে। উভয় পক্ষেরই প্রচুর হতাহত হলেও স্পার্টা জয়লাভ করে। তারপর মেগারাতে প্রবেশ করে সেখানকার ফলগাছ কেটে ফেলে জেরানিয়া ও যোজকের ভিতর দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। যুদ্ধের বাষট্টি দিন পরে এথেনীয়গণ মিরোনাইড্‌স-এর নেতৃত্বে বিয়োসিয়াতে প্রবেশ করে বিয়োসীয়দের পরাজত করে সমগ্র বিয়োসিয়া ও ফোকিস জয় করল। তারপর টানাগ্রার প্রাচীরসমূহ ভেঙে একশতজন ওপানসীয় লোক্রীয় ধনী ব্যক্তিকে প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে তারা নিজেদের দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত করছিল। এর পর ঈজিনা আত্মসমর্পণ করল—প্রাচীরসমূহ ভেঙে ফেলল, এথেনীয়দের কাছে নৌবহরটি সমর্পণ করল এবং ভবিষ্যতে করদানে সম্মত হল। টলমিডিসের পুত্র টলমিডিসের নেতৃত্বে এথেনীয়গণ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করে স্পার্টার অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ও কারখানা পুড়িয়ে করিন্থীয় নগর চালাসিস দখল করে সিকিওনে গিয়ে সিকিওনীয়দের যুদ্ধে পরাজিত করল।

মিত্রসহ এথেনীয়গণ তখনো মিশরে ছিল এবং নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করছিল। প্রথমে তারা মিশর অধিকার করেছিল। পারস্যের রাজা মেগাবেজাস নামে জনৈক পারসিককে অর্থসহ স্পার্টাতে প্রেরণ করলেন। অর্থ-

দানে প্রলুব্ধ করে স্পার্টাকে অ্যাটিকা আক্রমণে প্রবৃত্ত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হল না, অর্থব্যয় হল যথেষ্ট। অবশিষ্ট অর্থসহ মেগাবেজাসকে ডেকে পাঠানো হল এবং রাজা জেপিরাসের পুত্র মেগাবেজাসকে এক বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মিশরে প্রেরণ করা হল। তিনি স্থলপথে মিশরে পৌঁছে মিশরীয় ও মিত্রদের একটি যুদ্ধে পরাজিত করে মেমফিস থেকে হেলেনীয়দের বিতাড়িত করলেন। পরে তিনি তাদের প্রোসোপিটিস দ্বীপে আটক রেখে আঠারো মাস ধরে অবরোধ করে রাখলেন। তারপর দ্বীপের চার-ধারের খালের জল অন্য দিকে নিষ্কাশিত করে দিলেন। সুতরাং জাহাজগুলি শুষ্ক ডাঙ্গায় পড়ে রইল ও দ্বীপটি মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। তিনি পদব্রজে সেখানে গিয়ে স্থানটি দখল করে নিলেন। অতএব ছয় বছর যুদ্ধের পরে হেলেনীয়গণের এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বিরাট বাহিনীর অধিকাংশই ধ্বংস হল, মাত্র অল্প কয়েকজন সাইরিনিতে পৌঁছাল। জলাভূমির রাজা আমিরটিউস ব্যতীত সমগ্র মিশর আবার প্রারস্যরাজার কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হল। জলাভূমির আয়তনের জন্যই তা দখল করা সম্ভব হয়নি, এখানকার অধিবাসীগণও অত্যন্ত যুদ্ধনিপুণ ছিল। ইনারস বিশ্বস-ঘাতকতার জন্য ধৃত হলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হলেন। ইতিমধ্যে এথেন্স ও সঙ্ঘের পঞ্চাশটি ট্রায়ারিম মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। ইত্যবসরে কি ঘটেছে কিছুই না জেনে তারা নীলনদের মেন্দেসীয় মোহনার কাছে অবতরণ করল। এখানে তারা জলপথে ফিনিসীয় নৌবহর ও স্থলপথে পারসিক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হল। অল্প কয়েকটি জাহাজ পলায়ন করতে সক্ষম হল, অবশিষ্ট সব জাহাজ ধ্বংস হল। এইভাবে এথেন্সের মিশর অভিযান সমাপ্ত হল।

থেসালীর রাজা একেক্রাটিডাসের পুত্র ওরিস্টেস নির্বাসিত অবস্থায় এথেন্সের কাছে আবেদন জানালেন যে তাঁকে যেন থেসালীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিয়োসীয় ও ফোকীয় মিত্রদের সঙ্গে এথেনীয়গণ থেসালীর ফার্সেলাসে গেল। যদিও শিবিরের বাইরে বেশিদূর পর্যন্ত তারা অগ্রসর হতে পারেনি ; কিন্তু সেই স্থানটুকুতে তাদের কতৃত্ব স্থাপিত হল। কিন্তু নগরটি অধিকার করা কিংবা অভিযানের অন্য উদ্দেশ্য সফল করা, উভয়ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হয়ে ওরিস্টেসসহ প্রত্যাবর্তন করল। এর পর ১০০০ এথেনীয় দ্বারা গঠিত এক বাহিনী পেজীতে জাহাজে উঠে উপকূল বরাবর সিকিওন অভিমুখে অগ্রসর হল। জান্থিপ্পাসের পুত্র পেরিক্লিস এই বাহিনীর নেতা ছিলেন। তিনি সিকিওনীয়দের পরাজিত করে অ্যাকীয়গণের সহযোগিতায় অ্যাকার্নানিয়ার ঈনিয়াড়ী নগরে গিয়ে স্থানটি অবরোধ করলেন। কিন্তু স্থানটি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে স্বদেশে প্রতাবর্তন করলেন।

তিন বৎসর পর এথেন্স ও পেলোপনেসীয়দের মধ্যে পাঁচ বৎসরের জন্য একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হল। কোনো হেলেনীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকায়

এথেনীয়গণ নিজেদের ও মিত্রদের দুশোটি জাহাজ নিয়ে কাইমনের নেতৃত্বে সাইপ্রাস অভিমুখে যাত্রা করল। জলাভূমির রাজা আমিরটিউসের অনুরোধে এই বাহিনীর ৬০টি জাহাজ মিশরে গেল এবং বাকি জাহাজগুলি কিটিয়াম অবরোধ করল। কিন্তু কাইমনের মৃত্যু ও রসদের অভাবহেতু তারা কিটিয়াম ত্যাগ করতে বাধ্য হল। স্যালামিসের কাছ দিয়ে সাইপ্রাসে যাবার সময় ফিনিসীয়, সাইপ্রীয় ও সিলিসীয়দের সঙ্গে জলে ও স্থলে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। মিশর থেকে প্রত্যাবৃত্ত ৬০টি জাহাজও তাদের সঙ্গে ফিরল। এর পর স্পার্টীয়গণ একটি পবিত্র যুদ্ধে যাত্রা করে এবং ডেলফির মন্দির দখল করে তা ডেলফীয়দের হাতে সমর্পণ করে। তারা প্রত্যাবর্তন করামাত্র এথেনীয়গণ মন্দিরটি অধিকার করে ফোকীয়দের কাছে অর্পণ করে।

এর কিছুদিন পরে নির্বাসিত বিয়োসীয়গণ অর্কোমেনাস, চিরোনিয়া এবং আরো কয়েকটি বিয়োসীয় নগর দখল করে। টলমিউসের পুত্র টলমিডিসের নেতৃত্বে এথেনীয়গণ নিজেদের ও মিত্রদের সৈন্য নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। চিরোনিয়া অধিকার করে অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে সেখানে একদল সৈন্য রেখে প্রস্থান করল। প্রত্যাবর্তনের পথে তারা কিছু নির্বাসিত লোক্রীয় ও ইউবীয়, সমরাজনৈতিক মতাবলম্বী অন্য কিছু ব্যক্তি ও অর্কোমেনাসের নির্বাসিত বিয়োসীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হল। পরাজিত এথেনীয়দের কিছু নিহত, কিছু বন্দী হল। এক সন্ধিতে এথেনীয়গণ সমগ্র বিয়োসিয়া ত্যাগ করতে সম্মত হল, পরিবর্তে তারা বন্দীদের ফেরৎ পেল। নির্বাসিত বিয়োসীয়গণ ফিরে এসে অন্য সকলের সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হল।

এর অল্প পরেই ইউবিয়া এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এথেনীয় সৈন্যসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে পেরিক্লিস সংবাদ পেলেন যে মেগারা বিদ্রোহী হয়েছে। পেলোপনেসীয়গণ অ্যাটিকা আক্রমণ করবার উদ্‌যোগ করছে এবং মেগারীয়গণ অধিকাংশ এথেনীয় সৈন্যকেই ধ্বংস করেছে, মাত্র অল্প কয়েকজন নিসিয়াতে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্রোহের পূর্বে মেগারা করিন্থ, সিকিওন ও এপিডরাসের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। পেরিক্লিস ইউবিয়া থেকে দ্রুত সৈন্য অপসরণ করলেন এবং শীঘ্রই স্পার্টীয় রাজা প্লেয়িস্টোয়ানাক্সের নেতৃত্বে পেলোপনেসীয়গণ অ্যাটিকা আক্রমণ করে ইলিউসিস ও থ্রিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লুটপাট চালিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেনীয়গণ পুনরায় ইউরিয়াতে গিয়ে তা দখল করল। হিস্টিয়া ব্যতীত সমগ্র দ্বীপটির ভাগ্য সন্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত হল। হিস্টিয়াবাসীদের বিতাড়িত করে এথেন্স নিজেই স্থানটি দখল করে নিল।

ইউবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই স্পার্টা ও তার মিত্রদের সঙ্গে এথেন্স ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করল। পেলোপন্নিসে

অধিকৃত স্থানগুলি—নিসিয়া, পেজী, ট্রীজেন এবং অ্যাকীয়া—এথেন্স ফিরিয়ে দিল। চুক্তির ষষ্ঠ বর্ষে প্রীণের প্রশ্ন নিয়ে স্যামস ও মাইলেটাসের মধ্যে যুদ্ধ হল। মাইলেশীয়গণ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এথেন্স গিয়ে স্যামস্ সম্পর্কে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল। স্যামসের কিছু ব্যক্তিও শাসন তন্ত্র পরিবর্তনে অভিলাষী হয়ে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছিল। সুতরাং চল্লিশটি জাহাজ নিয়ে গিয়ে এথেনীয়গণ স্যামসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। প্রতিভূ হিসাবে পঞ্চাশটি বালক ও পঞ্চাশজন প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে লেমনসে রাখল এবং স্যামসে একটি রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করে প্রত্যাবর্তন করল। কিন্তু কিছু স্যামীয় মূল ভূ-খণ্ডে পলায়ন করল। স্যামসে তখনো যেসকল নেতৃস্থানীয় ধনতন্ত্রী ছিল তাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করল। সার্ডিসের পারসিক শাসনকর্তা হিস্টাসপেসের পুত্র পিসুথনেসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে ৭০০ বেতনভোগী সৈন্য নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে স্যামসে উপস্থিত হল। প্রথমে তারা অধিকাংশ গণতান্ত্রিককে বন্দী করল। তারপর লেমনস থেকে আটক প্রতিভূগণকে উদ্ধার করে তাদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। তারপর তারা এথেনীয় রক্ষীবাহিনীটিকে সেনাধ্যক্ষগণসহ পিসুথনেসের কাছে সমর্পণ করল এবং মাইলেটাস অভিযানের ব্যবস্থা করল। বাইজান্টিয়ামও এই সময়ে এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।

এ সংবাদ শুনে ষাটটি জাহাজ নিয়ে এথেনীয়গণ স্যামসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। এর মধ্যে কয়েকটি জাহাজ ক্যারিয়াতে ফিনিসীয় নৌবহরের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য প্রেরিত হল, কয়েকটি সাহাজ চিওস ও লেসবসে গেল আরো সৈন্য প্রেরণ করবার আদেশ বহন করে। বাকি চুয়াল্লিশটি জাহাজ পেরিক্লিস ও তাঁর নয়জন সহকারীর নেতৃত্বে ট্রাজিয়া দ্বীপের অদূরে মাইলেটাস থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুড়িটি মালবাহী জাহাজসহ সত্তরটি স্যামীয় জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হল। পরে এথেন্স থেকে অতিরিক্ত চল্লিশটি এবং চিত্তস ও লেসবস থেকে ২৫টি জাহাজ এসে পৌঁছাল। দ্বীপটিতে অবতরণ করে সেখানে স্থলবাহিনীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনটি প্রাচীর দ্বারা নগরটিকে অবরুদ্ধ করে রাখল। সমুদ্রপথে এটি পূর্বেই অবরুদ্ধ ছিল। স্যামীয়দের সাহায্যার্থে ফিনিসীয় নৌবহর অগ্রসর হচ্ছে খবর পেয়ে পেরিক্লিস অবরোধকারী নৌবহরের মধ্যে থেকে ষাটটি জাহাজ নিয়ে কনাস ও ক্যারিয়া অভিমুখে দ্রুতগতিতে যাত্রা করলেন। স্টেসাগোরাস ও অন্যান্যগণ পাঁচটি জাহাজ নিয়ে সত্যই ফিনিসীয়দের আনতে রওনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে স্যামীয়গণ হঠাৎ আক্রমণ করে অরক্ষিত এথেনীয় শিবিরের উপর আঘাত হানল। পাহারাদারীতে নিযুক্ত জাহাজগুলিকে ধ্বংস করে এবং বাধাদানে আগত জাহাজগুলিকে পরাজিত করে চোদ্দদিনের জন্য দ্বীপের সংলগ্ন সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল। ফলে বাইরে থেকে জিনিস আদানপ্রদানের খুব সুবিধা

হল। কিন্তু পেরিক্লিস ফিরে এলে তারা আবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। পরে থুকিডাইডিস, হ্যাগনন ও ফোর্মিওর নেতৃত্ব ৪০টি ও ট্লেপোলেমাস ও অ্যান্টিক্লিসের নেতৃত্বে কুড়িটি এথেনীয় জাহাজ ও চিওস, লেসবস থেকে ত্রিশটি জাহাজ এসে পৌঁছাল। নয়মাস অবরোধের পর স্যামস আত্মসমর্পণ করল। তাদের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হল ও নিয়মিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ-দানে সম্মত হতে হল। বাইজান্টিয়াম আবার পূর্বতন অবস্থায় পদানত হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ—স্পার্টাতে দ্বিতীয় সভা—যুদ্ধের প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব—কাইলন, পসেনিয়াস ও থেমিস্টোক্লিস।

এর অল্পদিন পরেই পূর্বে বর্ণিত পটিডিয়া সংক্রান্ত ঘটনা, করসাইরা সংক্রান্ত ঘটনা ও অন্য যেসকল ঘটনা যুদ্ধের অজুহাত হিসাবে কাজ করেছিল, সেইগুলি ঘটে। জারক্সেসের প্রস্থান ও বর্তমান যুদ্ধের সূত্রপাতের মধ্যবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই হেলেনীয়গণ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব অথবা বিদেশীদের বিরুদ্ধে অভিযান ইত্যাদিতে বিরত ছিল। এই সময়ে এথেনীয় সাম্রাজ্য ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল, স্বদেশেও তার ক্ষমতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। যদিও স্পার্টা এই সকলই প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা করেনি। অধিকাংশ সময়েই তারা নিষ্ক্রিয় ছিল। নিজেদের ঐতিহ্য ধর্মেই তারা নিতান্ত বাধ্য না হলে সহজে যুদ্ধযাত্রা করত না। তাছাড়া এই সময়ে তারা নিজেদের দেশের অভ্যান্তরেই যুদ্ধে ব্যপৃত ছিল বলে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। অবশেষে এমন সময় এল এথেনীয় শক্তিকে যখন আর উপেক্ষা করা সম্ভব রইল না এবং স্পার্টীয় সঙ্ঘের উপরই আক্রমণ শুরু হল। তখন স্পার্টা বুঝল আর বিলম্ব করার অবসর নেই। সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুকে প্রতিহত করা এবং সম্ভব হলে ধ্বংস করা প্রয়োজন। যদিও স্পার্টিয়গণ বুঝতে পেরেছিল যে এথেন্সের আক্রমণাত্মক নীতির দ্বারা চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে তবু যুদ্ধ শুরু করা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে ডেলফির দেবতার নির্দেশ জানতে দূত প্রেরণ করল। শোনা যায় দেবতা উত্তর দিয়েছিলেন যে যদি তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করে তবে জয় তাদেরই হবে এবং প্রার্থনা করা হোক বা না হোক তিনি তাদেরই পক্ষে থাকবেন। তবু স্পার্টা যুদ্ধ ঘোষণার ঔচিত্য সম্পর্কে মত নেবার জন্য আবার মিত্রদের আহ্বান করল। মিত্রদেশগুলির প্রতিনিধিগণ এসে সাধারণ সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করল। অধিকাংশ প্রতিনিধিই এথেনীয়দের নিন্দা করে যুদ্ধ ঘোষণার দাবী জানাল, বিশেষত করিন্থীয়গণ। আর বিলম্ব করলে পাছে পটিডিয়াকে হারাতে হয় সেইজন্য তারা ইতিপূর্বে নিজেরাই মিত্রদের কাছে দূত প্রেরণ করে যুদ্ধ ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিল। সভাতে তারাও উপস্থিত ছিল এবং অগ্রসর হয়ে সর্বশেষ ভাষণটি ছিলঃ—

"সহযোগী মিত্রগণ, এখন আর স্পার্টার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের কারণ নেই। ইতিমধ্যেই তারা যুদ্ধে সম্মতি দিয়েছে এবং আমরাও যাতে তা করি সেইজন্য আমাদের এখনো আহ্বান করেছে। এটিই নেতার উপযুক্ত কাজ—নিরপেক্ষভাবে স্বীয় স্বার্থ দেখেও অপরের কাছ থেকে সে যে সম্মান প্রাপ্ত হয় তার বিনিময়ে সে সাধারণ স্বার্থের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখে।

আমাদের মধ্যে যাদের এথেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাদের এইকথা বলতে হবে না যে তার সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যারা সমুদ্র থেকে দূরে অভ্যন্তরে আছে কিংবা প্রধান বাণিজ্যপথগুলির বাইরে বাস করে তাদের একথা বুঝতে হবে যে যদি তারা সামুদ্রিক ও উপকূল-ভাগের শক্তিগুলিকে সমর্থন না করে তবে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী কিংবা সমুদ্রপথে আগত আমদানী মাল গ্রহণের জন্য কোনো পথ উন্মুক্ত রাখা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হবে। সুতরাং বর্তমান ভাষণের প্রতি তাদের মনঃ-সংযোগ করা উচিত। তাদের বুঝতে হবে যে উপকূলবর্তী শক্তিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সকলেরই বিপদ ক্রমশ ঘনীভূত হবে। ক্রমে তারাও বিপন্ন হবে। অতএব বর্তমান আলোচনার ফলভাগী তারাও হবে। যুদ্ধের পথ গ্রহণ করতে আর ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকা বিজ্ঞ ব্যক্তির নীতি হতে পারে, কিন্তু সাহসীগণ আক্রান্ত হওয়ামাত্র নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সুবিধাজনক মুহূর্তে মীমাংসায় উপনীত হয়। যুদ্ধের সাফল্যে তারা উন্মত্ত হয় না এবং শান্তিকালীন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে আক্রমণাত্মক অভিযান সহ্য করে না। এই সকল সুখের জন্য আপনারা যদি ইতস্ততঃ করে নিষ্ক্রিয় থাকেন তবে যে শান্তিকালীন আরামের জন্য এত দ্বিধা সেই স্বাচ্ছন্দ্যই সর্বাগ্রে হারাবেন। আবার, যুদ্ধে সাফল্য সুনিশ্চিত মনে করে যে অধিক দূর অগ্রসর হয় সে বোঝে না যে এই অতিবিশ্বাস বস্তুত মূল্যহীন। অনেক পরিকল্পনা-হীন যুদ্ধও যে সফল হয়েছে তার কারণ শত্রু অধিকতর বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধেও পরিণামে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা পরকল্পনা করি কার্যক্ষেত্রে তা কখনই সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। হয়ত ভয়ের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে যায়।"

"এখন এই নীতিগুলি আমাদের ক্ষেত্রে কিরূপ প্রযোজ্য তা দেখা যাক। আমরা যে এখন যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছি তার কারণ আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে এবং আমাদের অভিযোগের যথার্থ ভিত্তি আছে। এথেন্সের দিক থেকে নিরাপদ হওয়ামাত্র আমরা শান্তিস্থাপন করব। সাফল্য যে আমাদেরই হবে এই বিশ্বাসের পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা অধিক শক্তিশালী এবং আদেশ পালনের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা একমত। যে নৌশক্তিতে তারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা আমরা বর্তমান সঞ্চয় এবং অলিম্পিয়া ও ডেলফির ভাণ্ডারের সাহায্যে বৃদ্ধি করতে পারব। আমরা এইসব ভাণ্ডার থেকে ঋণ নিয়ে এথেনীয় নৌবহরের বিদেশী নাবিকগণকে উচ্চহারে বেতনদানে প্রলুব্ধ করে আকর্ষণ করতে পারি। জাতীয় সৈন্যের পরিবর্তে বেতনভোগী সৈন্যের উপরই এথেন্সের শক্তি নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে আমরা শঙ্কিত

নই। আমাদের শক্তি জনবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থের উপরে নয়ে। এমনও হতে পারে যে একবার নৌযুদ্ধে পরাজিত হলেই তারা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। অথবা যদি এর পরেও তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে তবে আমরা নৌ-যুদ্ধের কৌশল উন্নত করবার সুযোগ পাব। নৈপুণ্যের দিক দিয়ে তাদের সমকক্ষ হতে পারলে সাহসের ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রকৃতিগতভাবে আমরা যে সকল গুণের অধিকারী তারা শিক্ষার দ্বারা তা আয়ত্ত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, তাদের যে নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ আছে কিছু কষ্ট স্বীকার করলেই আমরা তা অর্জন করতে পারব। এই সকল পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আমরা তা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারব। একথা ভাবতেও আতঙ্ক হয় যে তাদের মিত্রগণ যখন দাসত্বের মূল্যস্বরূপ কখনো করদানে ক্লান্ত হয় না, তখন আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার মূল্যের বিনিময়েও যদি অর্থদান করতে ইতস্তত করি তবে এথেন্সের উদগ্র লোভ সেই অর্থ আত্মসাৎ করে আমাদেরই ধ্বংসসাধনে তা নিয়োজিত করবে।"

"যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমাদের সামনে আরো পথ উন্মুক্ত রয়েছে। তাদের মিত্রদের বিদ্রোহের প্ররোচন দিয়ে আমরা তাদের নিশ্চিন্ততম রাজস্ব আদায়ের পথ বন্ধ করে দিতে পারি। এই রাজস্বই তাদের শক্তির মূল উৎস। আমরা তাদের দেশে সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করতে পারি। এছাড়া আরো অনেক উপায় আছে যা এখন ঠিক পরিস্কার নয়। যুদ্ধ কখনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী অগ্রসর হয় না। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে মানুষকেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সুতরাং যুদ্ধ শুরু করবার সময় আত্মসম্মান বজায় রাখা সর্বাধিক নিরাপদ, এ সম্পর্কে বেশি উত্তেজিত হলে বিপদ ঘটে। যদি এটা শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সীমান্তসংঘর্ষ হত তবে অবস্থা এত গুরুতর হত না। কিন্তু এখন আমাদের শত্রুতা এথেন্সের সঙ্গে এবং সে আমাদের সঙ্ঘের যে-কোনো রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী তো বটেই, এমনকি আমাদের সমগ্র সঙ্ঘেরই সমকক্ষ। শুধু আমাদের সমগ্র শক্তি দিয়েই নয়, প্রতিটি জাতি ও নগরকে একই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকলে সে সহজেই আমাদের জয় করতে পারবে। শুনতে কঠোর বোধ হলেও এ-বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন যে পরাজয়ের অর্থ সামগ্রিক দাসত্ব। এতগুলি রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রের দ্বারা পদানত হবে এমন সম্ভাবনার উল্লেখও পেলোপন্নিসের পক্ষে লজ্জাকর। যদি সত্যই এই প্রকার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে লোকে বলবে এই দুঃখভোগ আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য অথবা আমরা কাপুরুষ ও পিতৃপুরুষের কুসন্তান। তাঁরা সমগ্র হেলাসকে স্বাধীনতা দান করেছিলেন, আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে

ব্যর্থ হয়েছি। উপরন্তু, যদিও প্রতিটি দেশে স্বৈরাচার দমন করাই আমাদের নীতি তবুও একটি স্বৈরাচারী দেশকে হেলাসে প্রতিষ্ঠিত হতে দিয়েছি। বুদ্ধি, সাহস ও সতর্কতা এই তিনটি গুণের একান্ত অভাবজনিত মারাত্মক ত্রুটি থেকে এই নীতি কিভাবে মুক্ত থাকবে তা আমরা জানি না। শত্রুদের অপেক্ষা নিজেরা শ্রেষ্ঠ এমন দাবী করে এই সমালোচনা থেকে আপনারা অব্যাহতি পাবেন না। এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অনেক ক্ষতি করেছে—অনেক ক্ষেত্রে এটি এমন বিপর্যয়কর হয়েছে যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে তা নিখাদ মূর্খতার পরিচয় বহন করেছে।"

"বর্তমানের পক্ষে যেগুলি সাহায্যকারী হবে সেগুলি ব্যতীত অতীতের অন্য অভিযোগগুলি উত্থাপন করবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বর্তমান সম্পদকে রক্ষা করে ও কর্মোদ্যমকে দ্বিগুণতর করে আমাদের ভবিষ্যতের সঞ্চয় রাখতে হবে। মূল্যবান সব জিনিসকেই কঠোর পরিশ্রমের ফল বলে গণ্য করা আপনাদের সহজাত ধর্ম এবং অর্থবল ও অন্যান্য সম্পদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হলেও এখনো আপনাদের সেই চরিত্রের পরিবর্তন করা উচিত নয়। সংযমের দ্বারা লব্ধ সম্পদ প্রাচুর্যের মাধ্যমে হারানো অন্যায়। দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হবার আমাদের অনেক কারণ আছে—দেবতা আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন এবং আমাদের পক্ষে থাকতে তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছেন। ভয় ও স্বার্থের খাতিরে অবশিষ্ট হেলাস আমাদের দলে যোগদান করবে। আপনিই যে প্রথম সন্ধিভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন তা নয়। দেবতা যখন আমাদের যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে সন্ধি ইতিমধ্যেই ভঙ্গ হয়েছে। যে সন্ধির শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে তা তিনি সমর্থন করতে বলেন নি। প্রথম আক্রমণের দ্বারাই সন্ধিভঙ্গ হয়, প্রতিরোধের দ্বারা নয়।"

"সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের পথ গ্রহণ করবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং সকলের স্বার্থেই আমরা এই পথ গ্রহণের সুপারিশ করছি। স্বার্থের ঐক্য থাকলে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হয়। পটিডিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হতে আর বিলম্ব করবেন না। প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে একটি আইওনীয় রাষ্ট্র একটি ডোরীয় রাষ্ট্রকে অবরোধ করে রেখেছে। অন্য সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দাবী জানাতেও আর বিলম্ব করা চলবে না। যখন কালক্ষেপের অর্থই হল আমাদের অনেকের আশু বিপর্যয় তখন আর অপেক্ষা করা অসম্ভব। যদি একথা প্রকাশ পায় যে সভায় মিলিত হয়েও আমরা আত্মরক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিনি তবে শীঘ্রই আমাদের অন্যান্যগণকেও শোচনীয় দুঃখবরণ করতে হবে। হে বন্ধুগণ, আপনাদের উপলব্ধি করতেই হবে যে অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমাদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিন। বর্ত্তমান মুহূর্তের ভয়াবহতায় ভীত

হবেন না। বরং যুদ্ধের পরে যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। যুদ্ধের মাধ্যমেই শান্তি নতুন করে স্থায়িত্ব লাভ করবে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য শান্তি পরিত্যাগ করতে অসম্মত হলে বিপদ এড়ানো শক্ত। আমাদের বুঝতে হবে, যে—স্বৈরাচারী নগরটি হেলাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সকলেরই শত্রু। সে যে সামগ্রিক সাম্রাজ্যস্থাপনের পরিকল্পনা করেছে তা অর্ধেক পূর্ণ হয়েছে—বাকি অর্ধাংশ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। সুতরাং আসুন, তাকে আক্রমণ করে ধ্বংস করি, নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিরাপদ করি ও পরাধীন হেলেনীয়দের দাসত্ববন্ধন মোচন করি।"

করিন্থীয়গণের ভাষণ শেষ হল। স্পার্টা এখন সকলের মত শুনে উপস্থিত ছোট-বড় সব মিত্র রাষ্ট্রের ভোট গ্রহণ করল এবং অধিকাংশই যুদ্ধের পক্ষে মত দিল। কিন্তু স্থির হল যে বর্তমান প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় এখনই যুদ্ধ শুরু করা সম্ভব নয়। তবে সব দেশই অবিলম্বে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করবে। এই সকল প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সময় লাগলেও অ্যাটিকা আক্রমণ ও প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হতে আর এক বৎসরও লাগল না।

এই মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ সমেত এথেন্সে দূত প্রেরিত হল, উদ্দেশ্য এই যে যদি এথেন্স এসকল গ্রাহ্য না করে তবে যুদ্ধ শুরু করবার একটা অজুহাত পাওয়া যাবে। দেবীর অভিশাপ মোচন করবার আদেশ নিয়ে প্রথম স্পার্টীয় প্রতিনিধিদল এথেন্সে গেল। এর ইতিহাস নিম্নরূপ। পূর্বে কাইলন নামে সম্বংশজাত, ওলিম্পিকবিজয়ী ও ক্ষমতাপন্ন একজন এথেনীয় ছিলেন। তিনি মেগারার তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক থীজেনেসের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কাইলন ডেলফিতে দেবতার আদেশ নিতে গিয়ে শুনলেন যে জিউসের মহোৎসব চলাকালে তিনি যেন এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস অবরোধ করেন। থীজেনেসের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ও বন্ধুগণের সহযোগিতায় তিনি পেলোপন্নিসের ওলিম্পিক উৎসবের সময়ে অ্যাক্রোপলিস দখল করলেন। স্বীয় স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং ওলিম্পিক উৎসবকেই তিনি জিউসের মহোৎসব মনে করলেন, বিশেষত ওলিম্পিক ক্রীড়ায় বিজয়ীর পক্ষে এটিই উৎকৃষ্ট সময়। যে মহোৎসবের কথা বলা হয়েছে সেটি অ্যাটিকার, না অন্য স্থানের এই প্রশ্ন তিনি একেবারেই চিন্তা করেননি এবং দৈববাণীও এ বিষয়ে পরিষ্কার কিছু বলেনি। এথেনীয়দের একটি উৎসব আছে যাকে জিউস মেইলিকিওস, অথবা গ্রেশাস-এর মহোৎসব বা ডায়াসিয়া বলা হয়। নগরের বাইরে এই উৎসব হয় এবং সমগ্র জনগণ যে বলিদান করে তা কোনো জীবন্ত প্রাণী নয়, দেশের বিশেষ প্রথানুসারে পূজা হয় রক্তপাতহীন উপচারে। যাহোক, উপযুক্ত সময় এসেছে মনে করে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এটা জানতে পেরে এথেনীয়গণ সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে দুর্গটি অবরোধ করল। কিন্তু কিছুদিন পরে নয়জন আর্কনকে

অবরোধ চালিয়ে যাবার এবং তাঁদের বিবেচনানুযায়ী বিষয়টির সন্তোষজনক মীমাংসা করবার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে অধিকাংশ এথেনীয় চলে গেল। তখন নয়জন আর্কনের হাতেই এথেন্সের অধিকাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। ইতিমধ্যে অবরুদ্ধ কাইলন ও তাঁর সঙ্গীগণ খাদ্য ও জলাভাবে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। কাইলন ও তাঁর ভাই পলায়ন করতে সক্ষম হলেন, অন্যান্যগণ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়লেন। মুমূর্ষু অবস্থায় অনেকে অ্যাক্রো-পলিসের বেদীর সামনে প্রার্থনা করতে লাগলেন। পাহারারত এথেনীয়গণ মুমূর্ষু তাঁদের দেখে আশ্বাস দিল যে বাইরে গেলে তাঁদের কোনো ক্ষতি করা হবে না, তার পর বাইরে এনে তাঁদের হত্যা করল। যাবার পথে অনেকে ভীষণা দেবীদের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে ছিলেন, তাঁরা সেইখানেই নিহত হয়েছিলেন। এই কাজ যারা করেছিল তারা ও তাদের উত্তরাধিকারীগণ দেবীর দ্বারা অভিশপ্ত ও অপরাধী বলে গণ্য হত। এই ব্যক্তিদের এথেনীয়গণ বিতাড়িত করল, পরে স্পার্টীয় ক্লিওমেনিস ও এথেনীয়দের একটি দল আবার তাদের বহিষ্কৃত করল, মৃতদের অস্থিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরে অবশ্য তারা ফিরে আসে ও তাদের বংশধরগণ এখনো এথেন্সে বাস করছে।

স্পার্টীয়গণ এই অভিশাপই মোচন করবার দাবী জানিয়েছিল। প্রথমত তারা চেয়েছিল দেবতার মর্যাদা রক্ষা করতে। (প্রকাশ্যে তারা শুধু এই কথাই বলেছে)। কিন্তু তারা নিশ্চিত জানত যে জান্থিপ্পাসের পুত্র পেরিক্লিস মাতার দিক দিয়ে অভিশাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি যদি নির্বাসিত হন তবে তারা এথেনীয়দের সঙ্গে সহজেই এঁটে উঠতে পারবে। তাঁকে নির্বাসিত করা সম্ভব হবে এটা অবশ্য তারা আশা করেনি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য তিনিই অনেকটা দায়ী এইরকম ধারণা সৃষ্টি করতে পারলে তাঁকে এথেন্সে অপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে। সে যুগে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং এথেন্সের নেতা হিসাবে তিনি স্পার্টার অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্পার্টাকে কোনো সুবিধা দিতেই তিনি রাজি ছিলেন না এবং স্পার্টার বিরুদ্ধে এথেন্সকে সর্বদা যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করে এসেছেন।

এথেনীয়গণ স্পার্টীয়দের কাছে পাল্টা দাবী করল তারা যেন টীনারাসের অভিশাপ মোচন করে। কারণ স্পার্টীয়গণ একদা পোসিডনের বেদীতে প্রার্থনারত কয়েকজন হেলটকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তাদের বিশ্বাস স্পার্টার প্রচণ্ড ভূমিকম্প তারই শাস্তি। এথেনীয়গণ আরো দাবী করল যে তারা যেন ব্রেজেন হাউসের দেবীর অভিশাপও মোচন করে। এর ইতিহাস নিম্নরূপ। হেলেসপণ্টের অধিনায়কতা থেকে অপসারণ করে স্পার্টীয়গণ পসেনিয়াসকে প্রত্যাহার করলেও বিচারান্তে তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু পুনরায় তাঁকে সরকারি ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়নি। তা

সত্ত্বেও তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও সরকারি অনুমোদন ব্যতীতই হারমিওন থেকে একটি ট্রায়ারিম সংগ্রহ করে হেলেসপন্ট অভিমুখে পাড়ি দেন। তিনি এমন ভান করলেন যেন তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করতে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যাহারের পূর্বে তিনি যা করছিলেন এখনো তাতেই লিপ্ত হলেন—অর্থাৎ হেলাসের উপর প্রভুত্বস্থাপনের আশায় পারস্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালাতে লাগলেন। প্রথম যে অবস্থায় পারস্যের রাজা তাঁর প্রতি বাধ্য-বাধ্যকতার সম্পর্কে আবদ্ধ হন ও সমগ্র ষড়যন্ত্রটি শুরু হয়, তা এই। সাইপ্রাস থেকে ফিরে যখন পসেনিয়াস প্রথমবার পারসিকদের কাছ থেকে বাইজান্টিয়াম দখল করেন তখন পারস্যের রাজার কিছু বন্ধু ও আত্মীয় বন্দী হন। বন্দীদের পসেনিয়াস রাজার কাছে ফেরৎ দিয়ে অন্য মিত্রদের কাছে বললেন যে তারা পলায়ন করেছে। সমস্ত ব্যাপরটি ঘটে ছিল ইরিট্রীয় গোঙ্গিলাসের মাধ্যমে, যাঁর উপর তিনি বাইজান্টিয়াম ও বন্দীগণের ভার ন্যস্ত করেন। তিনি গোঙ্গিলাসের মারফৎ রাজার কাছে একটা চিঠিও পাঠালেন। চিঠির বক্তব্য ছিল (তা পরে প্রকাশ পেয়েছে) নিম্নরূপ—"স্পার্টার প্রধান সেনাপতি পসেনিয়াস যাঁদের বন্দী করেছেন তাঁদের প্রত্যর্পণ করে আপনার উপকার করতে ইচ্ছুক। আপনার সম্মতি পেলে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করছি এবং স্পার্টা ও অবশিষ্ট হেলাসকে আপনার অধীনে আনয়ন করবার ব্যবস্থা করছি। আপনার সহযোগিতা লাভ করলে এই কাজে আমি আশা করি সফলতা অর্জন করব। এই প্রস্তাব গ্রহণীয় বোধ হলে এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করুন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমরা পরস্পর যোগাযোগ করতে পারি।"

চিঠি পেয়ে জারক্সেস আহ্লাদিত হলেন। ডাসকিলিওন প্রদেশের শাসনকর্তা মেগাবেটিসের পরিবর্তে আর্টাবাজাসকে স্থলাভিষিক্ত করবার আদেশ দিয়ে শেষোক্তকে তিনি প্রেরণ করলেন। বাইজান্টিয়ামে পসেনিয়াসকে দেবার জন্য একটি চিঠিও তিনি দিয়েছিলেন। রাজার সীলমোহরসহ চিঠিটি দ্রুত পসেনিয়াসকে দিয়ে রাজার ব্যাপারে তিনি কোনো পরামর্শ দিলে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা কার্যকর করতে আদেশ দিলেন।

আর্টাবাজাস তাঁর নির্দেশ পালন করে বাইজান্টিয়ামে চিঠিখানি পাঠালেন। রাজা উত্তর দিয়েছিলেন, "পসেনিয়াসের কাছে রাজা জারক্সেস বলছেন। বাইজান্টিয়াম থেকে সমুদ্র পার করে আমার কাছে প্রেরণ করে যাদের আপনি প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন তাদের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিবার কোনোদিন একথা ভুলবে না। আপনি আমাকে যেসকল প্রস্তাব দিয়েছেন তা পালন করতে দিবস এবং রাত্রি কিছুই যেন আপনাকে অলস হতে না দেয়, স্বর্ণ এবং রৌপ্য, কিছুর অভাবেই যেন আপনাকে বাধাপ্রাপ্ত হতে না হয় অথবা যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সংখ্যক প্রয়োজনীয় সৈন্যের অভাবে তা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর্টাবাজাস নামে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আমি আপনার নিকট প্রেরণ

করছি। আমাদের উভয়ের স্বার্থ ও সম্মানের দিকে দৃষ্টি রেখে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তাঁর সহযোগিতায় দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হোন।"

প্লেটিয়ার যুদ্ধের নায়ক হিসাবে পসেনিয়াস আগে বিশেষ সম্মানিত ও আদৃত হতেন। এই পত্রে তাঁর গর্ব আরো স্ফীত হয়ে উঠল, সাধারণভাবে জীবনযাপন তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হল। বাইজাণ্টিয়াম থেকে বাইরে যাবার সময় তাঁর পরিচ্ছদ হত পারসিকদের অনুকরণে, থ্রেসের ভিতর দিয়ে যাত্রার সময় তাঁকে পাহারা দিয়েছিল পারসিক ও মিশরী দেহরক্ষীদল, তাঁর ভোজসভা হল পারসিক ধাঁচে। স্বীয় উদ্দেশ্য গোপন রাখতে তিনি এত অক্ষম হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি বিরাট আকারে কি করতে চান তা সামান্য ব্যাপারে পরিষ্কার ধরা যেত। সাধারণ সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে নিলেন এবং সকলের সঙ্গে এমন উদ্ধত ব্যবহার করতে লাগলেন যে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষত না। প্রধানত এই জন্যই সঙ্ঘভুক্ত রাষ্ট্রগুলি এথেন্সের পক্ষে চলে গেল।

তাঁর এই সব আচরণের সংবাদ স্পার্টায় পোঁছেছিল বলেই তাঁকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এখন তিনি তাঁদের অনুমতি ব্যতীতই হারমিওনের একটি জাহাজে উঠে আবার সেখানে গিয়ে ঠিক পূর্বের মত আচরণই করতে লাগলেন। অতঃপর এথেনীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ ও বাইজাণ্টিয়াম থেকে বিতাড়িত হবার পরে তিনি আর স্পার্টাতে প্রত্যাবর্তন করলেন না। জানা গেল তিনি ট্রোয়াডের কোলোনীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পারস্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। 'এফোর'গণ আর ইতস্তত না করে দূত পাঠিয়ে দূতের সঙ্গে তাঁকে ফিরতে নির্দেশ দিলেন, অন্যথায় তাঁকে জাতীয় শত্রু হিসাবে গণ্য করা হবে। পসেনিয়াসের বিশেষ চেষ্টা ছিল যাতে তিনি সন্দেহভাজন না হন এবং তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল উৎকোচ প্রদানপূর্বক ব্যাপারটা তিনি ধামাচাপা দেবেন। সুতরাং দ্বিতীয়বার তিনি স্পার্টাতে প্রত্যাবর্তন করলেন। 'এফোর'গণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন (রাজাকে বন্দী করবার ক্ষমতাও 'এফোর'দের ছিল)। কিন্তু পরে তিনি কোনোক্রমে মুক্তিলাভ করে প্রস্তাব দিলেন যে তাঁর সম্পর্কে তদন্ত করতে চাইলে তিনি বিচারের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে স্পার্টীয়দের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ ছিল না—তাঁর শত্রুদেরও না, তাঁর দেশেরও না। অর্থাৎ রাজপরিবারভুক্ত এক ব্যক্তিকে এবং তখনো যিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, এমন কাউকে শাস্তি দিতে হলে যে ধরণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন তা ছিল না। তিনি তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা প্লেয়িস্টারকাসের নাবালকত্ব অবস্থায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু আইনের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এবং বিদেশীদের অনুকরণের দ্বারা তিনি নিজেকে এমন সন্দেহভাজন করে তুলেছিলেন যেন তিনি প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি অসন্তুষ্ট। যেসব

ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ও সাধারণ নিয়মগুলি কোনোভাবে অবহেলা করেছেন সেসব পরীক্ষা করে দেখা হল। যুদ্ধের সময়ে পারসিকদের কাছ থেকে অপহৃত একটি তেপায়া হেলেনীয়গণ ডেলফিতে উৎসর্গ করেছিল। তার উপর পসেনিয়াস নিজ দায়িত্বে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি খোদাই করেছিলেনঃ—

"পারসিকগণ পরাজিত, পসেনিয়াস মহান অতি
তুলেছেন এই স্মারকচিহ্ন করতে ফীবাসস্তুতি।

স্পার্টীয়গণ তৎক্ষণাৎ লেখাটি মুছে পারসিকদের পরাজিত করতে যেসব দেশ সাহায্য করেছিল ও যারা এই উৎসর্গটি করেছে তাদের নাম খোদাই করে দিল। তখনই পসেনিয়াসের এই কার্যের সমালোচনা হয়েছিল। এখন তাঁর বর্তমান আচরণের আলোকে তা নতুন করে পরীক্ষিত হলে একটি বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া গেল এবং তাঁর বর্তমান কার্যকলাপের সঙ্গে মোটেই পরস্পরবিরোধী মনে হল না। সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে তিনি হেলটদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তা সত্য। যদি তারা তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহ করে তবে তিনি তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক হেলটের কাছ থেকে এই সংবাদ শুনেও এফোবগণ তা বিশ্বাস করতে পারলেন না বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। স্বদেশবাসীর সঙ্গে এই ব্যবহার তাঁদের চিরাচরিত রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্পার্টীয় নাগরিকদের ব্যাপারে তাঁরা কখনো অনমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। শেষ পর্যন্ত, শোনা যায়, পসেনিয়াসের একদা প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত অনুচর জনৈক আর্গিলাসবাসী পারস্যরাজার জন্য আর্টাবাজাসের কাছে একটি চিঠি নিয়ে যাবার সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে। পূর্বে যারা বার্তাবাহক হয়ে গিয়েছিল তাদের কাউকে ফিরতে না দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদি তার সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হয় অথবা যদি পসেনিয়াস চিঠিটির কিছু পরিবর্তন করেন তবে যাতে সে ধরা না পড়ে সেইজন্য সীলটি জাল করল। তার পর চিঠিটি খুলে দেখল তার সন্দেহ সত্য, অর্থাৎ পুনশ্চ দিয়া বলা আছে তাকে যেন হত্যা করা হয়।

চিঠিটি এফোরদের দেখানো হলে তাঁরা আরো নিশ্চিত হলেন। তবু তাঁরা পসেনিয়াসের নিজ মুখের স্বীকৃতি শুনতে চাইলেন। সুতরাং তাঁরা লোকটিকে টীনারাসে প্রার্থনাকারী নিযুক্ত করলেন। সে সেখানে একটি কুটির নির্মাণ করল, তা আবার বেড়া দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। একটি কক্ষে কয়েকজন এফোর আত্মগোপন করে রইলেন এবং পসেনিয়াস এসে যখন জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে ওখানে প্রার্থনাকারী হিসাবে আছে তখন এফোরগণ পরিষ্কার সমস্ত বিষয়টি শুনলেন। তার সম্পর্কে চিঠিতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল লোকটি প্রথমে সে বিষয়ে অভিযোগ করল। তারপর

সে সবকিছু বিস্তারিত বলল এবং জানাল যে পারস্যরাজার সঙ্গে যোগাযোগের সময়ে সে কখনো পসেনিয়াসকে বিপদগ্রস্ত করেনি, কিন্তু এখন তাকে অন্য ভৃত্যদের সমস্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং পুরস্কারস্বরূপ তার ভাগ্যে আছে মৃত্যুদন্ড। পসেনিয়াস সব স্বীকার করে অনুনয়পূর্বক বললেন যে এর জন্য যেন সে রাগ না করে। তাকে প্রার্থনাকারীর স্থান থেকে তুলে তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সানুনয়ে বললেন সে যেন যথাসম্ভব দ্রুত রওনা হয়ে যায় এবং তার উপর প্রদত্ত কাজটি যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে।

এফোরগণ মনোযোগসহকারে সমস্ত শুনলেন। তখনকার মতো তাঁরা চলে গেলেও এইবার তাঁরা স্থিরনিশ্চয় হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। শোনা যায়, যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে তখন অগ্রসরমানা একজন এফোরের মুখের ভাব দেখিয়ে তিনি ব্যাপারটি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এবং আর একজন এফোর বন্ধুত্বের বশবর্তী হয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দৌড়ে "ব্রেজেন হাউসের" দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আবহাওয়াজনিত দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য মন্দিরের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করলেন। এফোরগণ পশ্চাদনুসরণ করে একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, পরে তাঁরা ঘরটির ছাদ খুলে দেখলেন তিনি ভিতরেই আছেন। তখন তাঁরা দরজাগুলি প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে তাঁকে অবরুদ্ধ করে সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন দেখলেন যে তিনি উপবাসে মৃতপ্রায় তখন তাঁকে বাইরে আনলেন। তখন শুরু তাঁর নিশ্বাস পড়ছিলমাত্র এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। কায়াডাসে যেখানে অপরাধীদের মৃতদেহ ফেলা হয় তাঁর মৃতদেহও সেখানে রাখার কথা হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে নিকটবর্তী কোথাও সমাহিত করা স্থির হল। পরে কিন্তু তাঁর মৃত্যুস্থানে সমাধিটিকে সরিয়ে আনবার নির্দেশ এল ডেলফির দেবতার কাছ থেকে। সেখানকার একটি স্তম্ভের ক্ষোদিত লেখা থেকে জানা যায় পবিত্র মন্দির সংলগ্ন জমিতে তাঁর সমাধিটি রয়েছে। তাছাড়া কাজটি দেবতার অভিশাপবাহী বলে দেবতা আরো আদেশ দিলেন যে দুটি মৃতদেহ ব্রেজেন হাউস মন্দিরে আনতে হবে। সুতরাং স্পার্টীয়গণ দুটি পিতলের মূর্তি নির্মাণ করে পসেনিয়াসের পরিবর্তে সেই দুটিকেই উৎসর্গ করল। যেহেতু দেবতা নিজেই এক অভিশাপ বলেছেন তাই এথেনীয়গণ স্পার্টীয় দূতকে এই অভিশাপ মোচন করতে বলল।

পারস্যের সঙ্গে পসেনিয়াসের যোগসাজসের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে থেমিস্টোক্লিসও জড়িত। সুতরাং স্পার্টীয়গণ এথেনীয়দের কাছে দাবী করিল তারা যেমন পসেনিয়াসের শাস্তিবিধান করেছে থেমিস্টোক্লিসকেও যেন অনুরূপ শাস্তিবিধান করা হয়। এতে

এথেন্স সম্মত হল। থেমিস্টোক্লিস ইতিপূর্বেই নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং আর্গসে বাস করলেও প্রায়ই পেলোপন্নিসের অন্যত্র ঘুরে বেড়াতেন। তাঁকে পাওয়ামাত্র ধরে আনবার নির্দেশ দিয়ে কয়েকজন এথেনীয় ও স্পার্টীয়কে পাঠানো হল। বিপদের আশঙ্কা করে থেমিস্টোক্লিস করসাইরাতে পলায়ন করলেন। করসাইরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল কিন্তু তাঁকে আশ্রয় দিয়ে এথেন্স ও স্পার্টার বিরাগভাজন হতে করসাইরা সাহসী হল না। তারা তাঁকে সমুদ্র পার করে বিপরীতদিকে মূল ভূ-খন্ডে প্রেরণ করল। তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সদাসতর্ক এথেনীয়গণ তাঁর পশ্চাদনুসরণ করলে তিনি এমন কঠিন অবস্থায় পড়লেন যে মোলোসীয় রাজা অ্যাডমিটাসের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন, যদিও উভয়ের সম্পর্ক মোটেও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। অ্যাডমিটাস তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর কাছে অনুনয় করলে তিনি তাঁকে তাঁদের শিশুটিকে কোলে করে চুল্লীর কাছে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই অ্যাডমিটাস ফিরলে থেমিস্টোক্লিস তাঁকে আত্ম-পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহা সত্য যে আপনি যখন এথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন তখন আমি তাতে বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু সেইজন্য নির্বাসিত আমার প্রতি যদি কোনো প্রতিহিংসাগ্রহণ করেন তাহলে তা অন্যায় হবে। এখন আমি এত দুর্বল যে প্রতিহিংসার যোগ্য নই, সমকক্ষদের মধ্যেই একমাত্র প্রতিহিংসাগ্রহণ সম্মানজনক। তাছাড়া, যখন আমি আপনাদের বিরোধিতা করেছিলাম তখন তা ছিল অনুরোধের ব্যাপার, জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন তার সঙ্গে জড়িত ছিল না। এখন যদি আপনি আমাকে অনুসরণকারীদের কাছে সমর্পণ করেন (কারা তাঁকে অনুসরণ করছে তাও তিনি বললেন) তবে আপনি আমার নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবেন।" অ্যাডমিটাস তখন তাঁকে তুলে দাঁড় করালেন—তাঁর কোলে তখনো সেই শিশুটি ছিল এবং সেইজন্যই তাঁর আবেদন বিশেষত সফল হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই স্পার্টীয়গণ এসে সব জানাল। কিন্তু অ্যাডমিটাস কিছুতেই তাঁকে সমর্পণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি পারস্যের রাজার কাছে যেতে ইচ্ছুক বলে তাঁকে আলেকজাণ্ডারের রাজ্যে অবস্থিত পিডনাতে স্থলপথে প্রেরণ করা হল। সেখানে একটি আইওনিয়াগামী জাহাজ দেখে তিনি তাতে উঠলেন। কিন্তু যে এথেনীয় জাহাজটি নৌবহরটি ন্যাক্সস অবরোধে নিযুক্ত ছিল বাত্যাতাড়িত হয়ে থেমিস্টো-ক্লিসের জাহাজটি সেইদিকে চলে যায়। বিপদের আশঙ্কায় তিনি জাহাজের অধ্যক্ষের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন এবং তাঁর পলায়নের কারণও জ্ঞাপন করেন। আরো বলেন যে যদি তিনি তাকে রক্ষা করতে অসম্মত হন তবে তিনি প্রকাশ করবেন যে উৎকোচের লোভে তিনি তাঁকে এতক্ষণ বহন করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহাজটি পুনরায় চলছে ততক্ষণ একটি লোককেও জাহাজ ছাড়তে দিলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং পোতাধ্যক্ষ যদি

তাঁর নির্দেশমতো চলেন, তবে তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। পোতাধ্যক্ষ তাঁর কথা শুনে এথেনীয় নৌবহরের সীমানার বাইরে একটা দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করে পরে ইফেসাসে পেঁছালেন। এথেন্সের বন্ধুদের কাছ থেকে ও আর্গসে তাঁর যে গোপন অর্থভান্ডার ছিল তা থেকে কিছু অর্থ পাওয়ামাত্র তিনি তা থেকে পোতাধ্যক্ষকে পুরস্কৃত করলেন। তারপর উপকূলবর্তী জনৈক পারসিকের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে আর্টাজারক্সেসকে একটি চিঠি পাঠালেন। ক্ষরায়ুসের পুত্র আর্টাজারক্সেস তখন সদ্য সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। চিঠিতে লেখা ছিল, "আমি থেমিস্টোক্লিস আপনার কাছে এসেছি। আপনার পিতার আক্রমণের বিরুদ্ধে আমি যখন আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম তখন অন্য যে-কোনো হেলেনীয় অপেক্ষা আমি আপনার পরিবারের বেশী ক্ষতিসাধন করেছি। কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় যখন তিনি বিপন্ন তখন আমি পূর্বকৃত ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি উপকার করেছি। অতীতের সেই সাহায্য থেকে আপনারা আমার কাছে ঋণী। (স্যালামিস থেকে পশ্চাদ-পসারণের যে সঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন এবং সেতুগুলি অক্ষত রাখবার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, শেষোক্তটি যদিও সত্য নয়, এখানে সে সকলের উল্লেখ করলেন।) আপনাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য হেলেনীয়গণ আমাকে অনুসরণ করছে। এখন আমি আপনাদের অনেক বছর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিতে পারি। অবশ্য, আমি এক বছর সময় ভিক্ষা চাই, তারপর আপনার কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য সশরীরে বিবৃত করব।"

কথিত আছে রাজা তাঁর ইচ্ছায় সম্মতি প্রদান করেছিলেন। মধ্যবর্তী সময়ে থেমিস্টোক্লিস পারসিক ভাষা ও আদবকায়দা আয়ত্ত করতে আত্ম-নিয়োগ করলেন। একবৎসর পর তিনি রাজসভায় গিয়ে যে সমাদরপ্রাপ্ত হলেন পূর্বে কোনো হেলেনীয়ই তা পায়নি। তাঁর গৌরবময় অতীতকীর্তি তাঁকে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাছাড়া সমগ্র হেলাসে রাজার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান কারণ হল তাঁর অতুলনীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতা, প্রতি পদে যার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। বস্তুত থেমিস্টোক্লিসের জন্মগত প্রতিভা সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত—এ বিষয়ে তিনি আমাদের চিত্তে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় উৎপাদন করেন তা অসাধারণ। কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্বে পর্যালোচনা অথবা পরে চিন্তা না করে সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন দীর্ঘ আলোচনা অসম্ভব তখন শুধু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করেই তিনি উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে পূর্বাভাষ দিতেন তা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হলেও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ছিল। স্বীয় কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়েই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, পরন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা বহির্ভূত বিষয়েও বিজ্ঞজনোচিত মত প্রকাশ করতেন। অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত

সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অনুমান করতে তাঁর সমকক্ষ প্রায় কেউই ছিল না। এক কথায় বলা যায় স্বীয় প্রতিভাবলে ও ক্ষিপ্র কর্মশক্তির দ্বারা অনায়াসে সংকটজনক জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন তুলনারহিত। তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অসুস্থতা। অবশ্য অনেকে একথাও বলেন যে পারস্যের রাজাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অসম্ভব দেখে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। যাই হোক এসিয়ার ম্যাগনেসিয়াতে বাজারের মধ্যে তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তিনি এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন। রাজা তাঁর জীবনধারণের জন্য তাঁকে ম্যাগনেসিয়ার শাসনভার দিয়েছিলেন। (এর আয় ছিল বৎসরে ৫০ ট্যালেণ্ট), মদ্যের জন্য দিয়েছিলেন লাম্পসাকাস (এই অঞ্চলটি মদ্য উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ ছিল) ও অন্যান্য প্রয়োজনেব জন্য মিওস। কথিত আছে যে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর আত্মীয়গণ তাঁর অস্থি এনে গোপনে অ্যাটিকাতে সমাহিত করেন। কারণ, নিয়মানুসারে দেশদ্রোহিতার জন্য নির্বাসিত কারো অস্থি অ্যাটিকাতে সমাধিস্থ করা যায় না।

স্পার্টার প্রথম দৌত্য সম্পর্কে আমি বলেছি যে তারা দাবী করেছিল যে অভিশপ্তদের বিতাড়িত করতে হবে, এথেনীয়গণও পাল্টা দাবী জানিয়েছিল। পটিডিয়ার অবরোধ প্রত্যাহার ও ঈজিনাকে স্বাধীনতা দানের দাবী জানিয়ে দ্বিতীয় স্পার্টীয় প্রতিনিধিদল প্রেরিত হল। সর্বোপরি এই প্রতিনিধিদল সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে এথেনীয় বন্দরসমূহ ও এথেন্সের বাজার মেগারীয়দের কাছে রুদ্ধ করে যে "মেগারীয় ডিক্রি" জারি আছে তা প্রত্যাহৃত হলে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব।

"মেগারীয় ডিক্রি" প্রতাহার কিংবা অন্য কোনো প্রস্তাবেই এথেন্স সম্মত হল না। উপরন্তু তারা মেগারীয়দের সম্পর্কে অভিযোগ করল যে দেবমন্দির-সংলগ্ন পবিত্র জমিতে এবং সীমান্তবর্তী ঘেরা জমিতে তারা কৃষিকার্য সম্প্রসারণ করেছে এবং এথেন্সের পলাতক ক্রীতদাসদের আশ্রয় দিয়েছে।

অবশেষে স্পার্টার চরমপত্রসহ দূত এথেন্সে উপস্থিত হল। রামফিয়াস, মেলোসিপ্পাস ও আজেসাণ্ডার ছিলেন স্পার্টার প্রতিনিধি। পুরাতন অভিযোগ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ না করে শুধু বলা হল, "স্পার্টা শান্তি অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক, হেলেনীয়দের স্বাধীনতা দিলে শান্তি বজায় না রাখবার কোনো কারণ নেই।" বিষয়টির সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য এথেনীয়দের একটি সভা আহূত হল। এখানে গৃহীত সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত এবং স্পার্টাকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। বহু বক্তা বক্তব্য পেশ করলেন, দু পক্ষেরই মতামত ব্যক্ত হল। কেউ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করলেন, কেউ মেগারীয় ডিক্রি প্রতাহার করতে ও শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ জানালেন। জান্থিপ্পাসের পুত্র পেরিক্লিস ছিলেন অন্যতম বক্তা। তিনি তৎকালীন এথেন্সের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং

পরামর্শদান করতে ও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি বললেনঃ—

"এথেনীয়গণ, আমার মত অপরিবর্তিত আছে, অর্থাৎ পেলোপনেসীয়দের কোনোপ্রকার অনুগ্রহ করা চলবে না। যদিও আমি জানি যে যুদ্ধ শুরু করবার সময় মনের যে উদ্দীপক অবস্থা হয়, কার্যকালে তা আর বজায় থাকে না, ঘটনার গতির সঙ্গে সংকল্পও পরিবর্তিত হয়। যা হোক, আমি দেখছি যে অতীতে আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, এখনো তাই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। আমার ভাষণ শুনে যাঁরা উত্তেজিত হবেন তাঁদের আমি বলছি দুর্দিনের সময়ও তাঁরা যেন জাতীয় সংকল্পকে দ্বিধা-হীনভাবে, সমর্থন করেন। তা হলে সাফল্যের দিনে নিজেদের বিচক্ষণ-তায় গর্ববোধ করতে পারবেন। মানুষের পরিকল্পনার ন্যায় ঘটনাপ্রবাহও স্বেচ্ছাচারী এবং সেইজন্য প্রত্যাশানুযায়ী কিছু না ঘটলেই আমরা অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করি। স্পার্টা যে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তা পূর্বেই অনুভূত হয়েছিল, এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সন্ধিতে বলা হয়েছে আমাদের উভয়ের বিরোধের মীমাংসা হবে সালিশীর মাধ্যমে এবং ঐরূপ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। স্পার্টীয়গণ আমাদের কাছে কখনো সালিশীর প্রস্তাব উপস্থিত করেনি। এমনকি আমাদের তরফ থেকে এবংবিধ প্রস্তাব পেয়েও তা গ্রহণ করেনি। শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিবর্তে যুদ্ধের মাধ্যমেই তারা অভিযোগের নিষ্পত্তি কামনা করে এবং এখন তারা প্রতিবাদের সুর পরিহার করে আদেশের সুর গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের পটিডিয়ার অবরোধ তুলে নিতে ও ঈজিনাকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বলেছে এবং বলেছে "মেগারীয় ডিক্রি" প্রত্যাহার করতে। সর্বশেষে তারা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে যেন হেলেনীয়দের আমরা স্বাধীনতা দান করি। "মেগারীয় ডিক্রি" প্রত্যাহারে অসম্মত হয়ে এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হব একথা যেন কেউ মনে না করেন। তারা বলেছে যে এই ঘোষণাটি প্রত্যাহৃত হলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়টিই আপনাদের সংকল্পের দৃঢ়তা প্রমাণ করবে। এই দাবী স্বীকার করে নেওয়ামাত্র অধিকতর বৃহৎ দাবী উত্থাপিত হবে কারণ, তারা মনে করবে ভীতিবশত আপনারা নতিস্বীকার করবেন। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যানে অটল থাকেন তবে তারা স্পষ্ট বুঝবে যে অন্তত সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার তাদের করতে হবে। সুতরাং এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। হয় এখন তাদের কাছে নতিস্বীকার করে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হোন নতুবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিশ্চিত প্রমাণ করুন যে (আমার মতে যুদ্ধের পন্থা গ্রহণই শ্রেয়) ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কোনো সুবিধাদানেই আমরা সম্মত নই কিংবা সর্বদা হস্তক্ষেপের ভয় নিয়ে অধিকৃত সম্পত্তি বজায় রাখতে ইচ্ছুক নই। সালিশীর পরিবর্তে

সমকক্ষ প্রতিবেশী যখন আদেশের সুরে দাবী উপস্থিত করে তখন, ক্ষুদ্রই হোক বা বৃহৎই হোক সেই দাবী স্বীকার করবার একমাত্র অর্থ হল দাসত্ব।

"উভয়পক্ষের যুদ্ধসম্ভারের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে এথেন্সের অবস্থা কারো অপেক্ষা হীন নয়। পেলোপনেসীয়গণ নিজেরাই জমি চাষ করে, রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত কোনো সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার তাদের নেই, সমুদ্রপারে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত। দারিদ্র্যের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে যে যুদ্ধ করে তা সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এই ধরণের রাষ্ট্রগুলি কখনই প্রয়োজন হওয়ামাত্র নৌবহর সজ্জিত করতে পারে না কিংবা বাইরে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে পারে না। দেশ থেকে বাইরে থাকা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, স্বীয় ভাণ্ডার থেকে ব্যয়ভার বহনে তারা অসমর্থ, এবং সমুদ্রের উপর তাদের আধিপত্য নেই। সঞ্চিত অর্থের দ্বারাই যুদ্ধের ব্যয়ভার সম্ভব, বাধ্যতামূলক কর আদায়ের মাধ্যমে নয়। কৃষকদের পক্ষে অর্থদানের পরিবর্তে শ্রমদান দ্বারা দেশসেবা সুবিধাজনক। যদিও পেলোপনেসীয়দের ধারণা যে নির্বিঘ্নে তারা বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবে, কিন্তু আমাদের অনুমান হয় যে যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে তৎপূর্বে তাদের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তারা ও তাদের মিত্রগণ সমগ্র হেলাসের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তদনুযায়ী কার্য পরিচালনার জন্য একটি ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মত একটি ভিন্ন প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে তারা সফল হতে পারবে না। তাদের ব্যবস্থাপক সভা বিভিন্ন জাতি দ্বারা গঠিত, সেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমান ভোট এবং প্রত্যেকে নিজস্বার্থ সংরক্ষণে নিয়ত উৎসুক। ফলে আদৌ সেখানে কোনো কাজ হয় না। কেউ যখন কোনো বিশেষ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণে তৎপর হয় তখন অন্য সকলের একাগ্র দৃষ্টি থাকে যাতে নিজেদের বিশেষ স্বার্থটি সম্পূর্ণ অটুট থাকে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সভার অধিবেশন আহূত হয়। কিন্তু তখনো তারা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত প্রসঙ্গে খুব কম সময় ব্যয় করতে পারে। সকলেই মনে করে যে তার অবহেলার ফলে কোনো ক্ষতি হবে না, তার জন্য একাজ সেকাজ করে দেওয়ার দায়িত্ব অন্য কারো। এইভাবে সকলের অগোচরে সাধারণ স্বার্থ অবহেলিত হয়।"

"প্রধান বিষয় হচ্ছে, অর্থাভাবে তারা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়বে। অর্থ সংগ্রহে মন্থরতার ফলে বিলম্ব ঘটবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় সুযোগ কারো জন্যই অপেক্ষা করে না। তাদের নৌবহর সম্পর্কে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। তারা অ্যাটিকাতে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করতে পারে এই সম্ভাবনায় বিচলিত হওয়া যুক্তিহীন। দুর্গনির্মাণ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী নগর প্রতিষ্ঠা করা শান্তির সময়েই দুরূহ ব্যাপার। কোনো শত্রুদেশে এই কার্যটি করা আরো

কঠিন বিশেষত এথেন্সের রক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়। তারা অবশ্য সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করে দেশের মধ্যে মাসে মাসে হঠাৎ আক্রমণ বা লুণ্ঠণকার্য চালাতে পারে কিংবা আমাদের পলাতক সৈনিকদের আশ্রয় দিয়ে কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারে। কিন্তু আমরাও তাদের দেশে নৌঅভিযান করে অথবা তাদের দেশে ঘাঁটি স্থাপন করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। আমাদের নৌশক্তির নৈপুণ্যকে আমরা স্থলেও ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তাদের স্থলবাহিনীর দক্ষতাকে তারা সেইভাবে সমুদ্রে প্রয়োগ করতে পারবে না। সমুদ্র বিষয়ে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জনে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। পারসিক যুদ্ধের পর থেকে বিশেষভাবে চর্চা শুরু করলেও এখনো আমরা নাবিকবিদ্যা নিখুঁত-ভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হইনি। পক্ষান্তরে তারা কৃষিজীবী বলিয়া সমুদ্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এথেন্সের শক্তিশালী নৌবহর সর্বদা তাদের তীক্ষ্ম পাহারা দেবে, ফলে তারা নৌবিদ্যার উন্নতির জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে পারবে না। ক্ষুদ্র নৌবহরের বিরুদ্ধে তারা হয়ত একটা ঝুঁকি গ্রহণ করতেও পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে তাদের অনভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করতেও পারে, কিন্তু একটি বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারবে না। অনুশীলনের অভাবে দক্ষতা ও সাহস দুই-ই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। মনে রাখতে হবে যে নাবিক-বিদ্যাও একটি শিল্প, ইহা অবসর সময়ে চর্চা করবার বিষয় নয়। এর অভ্যাস এমন একনিষ্ঠ একাগ্রতাসাপেক্ষ যে অন্য কোনো কাজের জন্য বিন্দুমাত্র অবসর পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।"

"যদি তারা ডেলফি অথবা ওলিম্পিয়ার মন্দিরের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উচ্চহারে বেতনদানের প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের নৌবহরের বিদেশী নাবিকদের আকৃষ্ট করে তখন যদি আমরা তাদের সমকক্ষ হতে না পারি তবে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠবে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন তখনো আমরা তাদের সমকক্ষই থাকব। হেলাসের সকল রাষ্ট্র অপেক্ষা আমাদের দাঁড়ী নাবিকের সংখ্যা অধিক, গুণগত উৎকর্ষেও তারা শ্রেষ্ঠ। তা হলে, বিপদের মুখে কয়জন নাবিক মাত্র কয়েকদিনের উচ্চহারে বেতনের লোভে পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়ে ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে?"

"আশা করি পেলোপনেসীয়দের সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করতে আমি সক্ষম হয়েছি। তাদের যেসব অসুবিধা আছে তা থেকে আমরা মুক্ত এবং আমাদের এমন কতগুলি সুবিধা আছে যা থেকে তারা বঞ্চিত। স্থলপথে আমরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে আমরাও নৌবহর নিয়ে তাদের পাল্টা আক্রমণ করতে পারি। সমগ্র অ্যাটিকা ধ্বংস হলেও আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু পেলোপন্নিসের মাত্র একটি অংশ ধ্বংস হলে এটি তাদের পক্ষে নিদারুণ হবে। কারণ, যুদ্ধ না করে তারা ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। কিন্তু দ্বীপগুলিতে ও মহাদেশে আমাদের বিস্তর জায়গা রয়েছে।

সামুদ্রিক শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। মনে করুন আমরা যদি দ্বীপবাসী হতাম, আক্রমণের কবল থেকে নিরাপদে থাকবার পক্ষে তার চাইতে সুবিধা-জনক স্থান আর কিছু হতে পারত না। ভবিষ্যতে নিজেদের অবস্থা আমাদের এইরকমই কল্পনা করে নিতে হবে। জমি ও গৃহের চিন্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমাদের সমুদ্র ও নগরকে পাহারা দিতে হবে। জমি ও গৃহ হারাবার ক্ষোভে সংখ্যাগরিষ্ঠ পেলোপনেসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত হবে না। আমরা জয়ী হলেও আবার ঠিক একইরকম সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু পরাজিত হলে আমরা সেইসব মিত্রদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব যাদের উপর আমাদের শক্তি নির্ভরশীল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম বুঝতে পারলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তারা তিলমাত্র বিলম্ব করবে না। জমি বা ঘরের জন্য বিলাপ না করে দুঃখবোধ করতে হবে মানুষের জন্য। ভূ-সম্পত্তি বা গৃহ থেকে মানুষ পাওয়া যায় না, কিন্তু মানুষ থাকলে এসকলই অর্জন করা যায়। যদি আমি বুঝতাম একাজে আপনাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারব তবে আমি পরামর্শ দিতাম—আপনারা নিজেরাই এইসকল ধ্বংস করে পেলোপনেসীয়দের কাছে প্রতিপন্ন করুন যে এইসব কিছুই আপনাদের বিচলিত করতে পারে না।"

"যদি আপনারা এবিষয়ে নিশ্চিত মনস্থির করতে পারেন যে যুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করবেন না অথবা স্বেচ্ছায় বিপদ বরণ করবেন না, তবে পরিণামে আমাদের জয় হবে। আমার এই বিশ্বাসের পিছনে আমি বিভিন্ন সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করতে পারি। আমি শত্রুপক্ষের কৌশলকে ভয় করিনা, ভয় করি নিজেদের ভুলভ্রান্তিকে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আমি পৃথক একটি ভাষণে সব ব্যাখ্যা করব। বর্তমান মুহূর্তে স্পার্টার প্রতিনিধিদের এই উত্তর দিয়ে বিদায় করুন—স্পার্টা যদি আমাদের ও আমাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচারণ বন্ধ করে তবে আমরা মেগারাকে আমাদের বন্দর ও বাজার ব্যবহার করতে দিতে প্রস্তুত আছি। সন্ধিতে এই দুটির নিষেধসূচক কিছু নেই। সন্ধি করবার সময় যদি রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীন দেখে থাকি তবে তাদের নিশ্চয়ই স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করব। কিন্তু স্পার্টীয়গণকেও তাদের মিত্রদের এমন স্বাধীনতা দিতে হবে যেন তা শুধু স্পার্টার স্বার্থের অনুকূল না হয়, যেন তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনতা থাকে। তাছাড়া আমরা সন্ধির শর্তানুযায়ী সালিশী মানতে প্রস্তুত এবং আমরা নিজেরা যুদ্ধ শুরু করব না ও যারা করবে তাদেরও বাধা দেব। এথেন্সের অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গে এই উত্তরই হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একথা আমাদের স্পষ্ট বুঝতে হবে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং যত তাড়াতাড়ি আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব তত তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়বে। চরম বিপদের ভিতর দিয়েই পরম গৌরব অর্জন সম্ভব এবং ইহা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত উভয়ক্ষেত্রেই সমান সত্য।

পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গতি বর্তমানের ন্যায় ছিল না এবং যা ছিল তাও তাদের পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতার সাহায্যে নয় বিচক্ষণতার দ্বারা; সম্পদের শক্তিতে নয়, দুঃসাহসের শক্তিতে তারা বিদেশীদের পরাজিত করেছেন। তাঁরাই আমাদের রাষ্ট্রের বর্তমান উন্নত অবস্থার জন্য পথ প্রস্তুত করে গিয়েছেন। তাঁদের আদর্শ থেকে আমাদের বিচ্যুত হলে চলবে না। যে-কোনো উপায়ে ও সর্বপ্রকারে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে, আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য গৌরবদীপ্ত এথেন্সই রেখে যেতে হবে।"

পেরিক্লিস তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণ শেষ করলেন। এথেনীয়গণ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভোটদান করল। স্পার্টাকে তারা যে উত্তর দিল তাও তাঁরই উপদেশানুরূপ—স্পার্টার আদেশ মান্য করতে তারা সম্মত নয়, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অভিযোগের মীমাংসা করতে হবে। দূতগণ স্পার্টায় ফিরে গেল এবং তার পরে স্পার্টা থেকে আর দূত আসেনি।

অতএব, যুদ্ধ শুরু হবার আগে এইগুলিই ছিল উভয়পক্ষের বিরোধের কারণ। এপিডেমনাস ও করসাইরার ঘটনাবলী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। এতৎ-সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। অগ্রগামী দূতের সাহায্য ব্যতিরেকেই লোকে পরস্পরের দেশে যেত। কিন্তু তাদের মনে সর্বদাই আশঙ্কা থাকত কারণ, ঘটনার গতি যে পথে অগ্রসর হচ্ছিল তা ছিল সন্ধি ভঙ্গ ও যুদ্ধশুরুর সমতুল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সূত্রপাত, অ্যাটিকাতে প্রথম অভিযান, পেরিক্লিসের অন্ত্যেষ্টিকালীন ভাষণ।

এথেনীয় ও পেলোপনেসীয়গণের মধ্যে এইবার সত্যই যুদ্ধ শুরু হল, উভয়পক্ষেণ নিজ নিজ মিত্রগণ যোগদান করল। দূতগণের মাধ্যম ব্যতীত উভয়পক্ষের মধ্যে এখন আর কোনো যোগাযোগ রইল না। যুদ্ধ শুরু হবার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ চলতে লাগল। গ্রীষ্ম ও শীতের হিসাবে যুদ্ধের ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হল।

ইউবিয়া জয়ের পর যে ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা চৌদ্দ বৎসর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। পঞ্চদশ বর্ষে (এটি ছিল আর্গসের ক্লাইসিসের পৌরোহিত্যের ৪৮ তম বর্ষ। তখন স্পার্টাতে এফোর ছিলেন এইনোসিয়াস, এথেন্সের আর্কন পিথোডোরাসের কার্যকাল উত্তীর্ণ হতে তখনো দু মাস বাকি ছিল।) পটিডিয়ার যুদ্ধের ছয় মাস পরে, বসন্তের ঠিক প্রারম্ভে ফাইলাইডিসের পুত্র পিথানজেলাস এবং ওনেটোরাইডিসের পুত্র ডিয়েম্পোরাসের নেতৃত্বে (এঁরা দুজনই ছিলেন বিয়োটার্ক) ৩০০ জনের একটি থিবীয় সৈন্যদল রাত্রির প্রথম প্রহরে বিয়োসিয়ার অন্তর্গত এথেন্সের মিত্ররাষ্ট্র প্লেটিয়াতে প্রবেশ করল। নৌক্লাইডিস ও তাঁর দলের আমন্ত্রণেই তারা আসে এবং আমন্ত্রণকারিগণ তাদের জন্য নগরদ্বার খুলে রাখে। বিরুদ্ধ-বাদী রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণকে হত্যা করে ও প্লেটিয়াতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করে থিবসের মিত্রতা অর্জনই এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। থিবসের অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি লিওণ্টিয়াডিসের পুত্র ইউরিমেকাসের সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। যুদ্ধ আসন্ন বুঝতে পেরে শান্তি বজায় থাকাকালেই এবং যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই থিবীয়গণ অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা প্লেটিয়া দখলে আগ্রহী ছিল (থিবসের সঙ্গে প্লেটিয়ার চিরকাল বিবাদ ছিল)। সুতরাং, সবার অলক্ষ্যে নগরের ভিতর প্রবেশ করতে তাদের কোনোই অসুবিধা হয়নি, কারণ কেউই পাহারায় ছিল না। সৈন্যগণ অতঃপর বাজারে প্রবেশ করে অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখল। আমন্ত্রণকারী দলটির ইচ্ছা ছিল থিবীয়গণ তখনই শত্রুগণের গৃহ আক্রমণ করে কাজ শুরু করে দিক। কিন্তু তারা তা করতে অসম্মত হল ; তারা চেয়েছিল একটি শান্তিপূর্ণ ঘোষণা জারি করতে এবং সম্ভব হলে নাগরিকগণের সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আপোষ করতে। সুতরাং, তাদের পুরোতম বিয়োসীয় সঙ্ঘে

প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক সকলকে তারা ঘোষকের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাল ; তাদের আশা ছিল এই যে, এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নগরটি তাদের পক্ষে যোগদান করবে।

প্লেটীয়গণ যখন বুঝতে পারল যে, থিবীয়গণ দ্বারপথে অতর্কিতে প্রবেশ করে নগর দখল করে নিয়েছে তখন প্রকৃতই তারা ভীত হল। যত ব্যক্তি নগরে প্রবেশ করেছিল তদপেক্ষা প্রবেশকারীর সংখ্যা অনেক বেশি বলে তারা ধরে নিল, কারণ রাত্রির অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সুতরাং তারা প্রতিরোধের কোনোপ্রকার চেষ্টা না করে থিবীয়গণের প্রস্তাব গ্রহণ করল, বিশেষত থিবীয়গণ তাদের প্রতি কোনোপ্রকার উগ্র আচরণ করেনি। কিন্তু আপোষ আলোচনা চলাকালীন তারা কোনভাবেই থিবীয়গণের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করতে পারল না এবং বুঝল যে, তাদের আক্রমণ করলে সহজেই পরাজিত করা যাবে। কারণ অধিক সংখ্যক প্লেটীয়ই এথেনীয়গণের সঙ্গে মিত্রতা বর্জনের বিপক্ষে ছিল। অতএব, তারা আক্রমণ করতে সচেষ্ট হল। যেহেতু রাস্তা দিয়ে চললে গোপনীয়তা বজায় রাখা যাবে না, সুতরাং তারা গৃহগুলির সংযোগরক্ষাকারী দেওয়ালগুলিতে গর্ত করে পথ প্রস্তুত করল এবং সকলে একত্রিত হল। রাস্তায় মালগাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল এবং অবস্থা অনুযায়ী যা কিছু প্রয়োজনীয় বলে বোধ হল, সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করল। সম্ভাব্য সকলপ্রকার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে প্লেটীয়গণ সুযোগের অপেক্ষায় গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। তখনো রাত্রি ছিল, যদিও ভোর হয়ে এসেছিল। তাদের ধারণা ছিল, দিনের বেলা আক্রমণ করলে শত্রু সাহসে ভরপুর থাকবে এবং তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধ করবে ; কিন্তু অন্ধকারে আক্রান্ত হলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া নগরটি তাদের কাছে প্লেটীয়গণের মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত না থাকবার দরুণ অন্ধকারে তাদের যথেষ্ট অসুবিধাও হবে। সুতরাং তারা তখনই আক্রমণ করল এবং যুদ্ধ শুরু হল।

ফাঁদে পড়েছে একথা বোঝামাত্র থিবীয়গণ—দৃঢ়সন্নিবদ্ধ হয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হল। অতঃপর প্লেটীয়গণ প্রচণ্ড চীৎকার করে আঘাত হানতে লাগল, স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসগণ গৃহের উপর থেকে তুমুল চীৎকার করতে লাগল এবং পাথর ও টালি ছুঁড়তে লাগল। বৃষ্টিও পড়ছিল প্রচণ্ডধারায়। অবশেষে থিবীয়গণ পশ্চাদপসরণ করে নগর থেকে পলায়ন করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানত না কোন পথে পালাতে হবে, তদুপরি ছিল অন্ধকার রাত্রি (রাত্রিটি ছিল চন্দ্রবিহীন,) পথও ছিল কর্দমাক্ত। অথচ পথঘাট সকলই প্লেটীয়গণের নখদর্পণে ছিল। ফলে তারা পলায়নকারিগণকে ধরে ফেলল এবং বহু থিবীয় নিহত হল। যে দ্বারপথে তারা নগরে প্রবেশ করেছিল শুধু তা-ই উন্মুক্ত ছিল। সেই দ্বারপথে অর্গলের পরিবর্তে হুড়কাতে

একটি বর্শার ফলা ঢুকিয়ে তা রুদ্ধ করা হল। ফলে এদিক দিয়েও পালাবার আর কোনো উপায় রইল না। সর্বত্র থিবীয়গণের পশ্চাদনুসরণ করা হতে লাগল। অনেক থিবীয় প্রাচীরের উপর আরোহণ করে বিপরীত দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের অধিকাংশই নিহত হল। একটি দল একটি অরক্ষিত তোরণ দেখতে পেল। কোনো স্ত্রীলোকের কাছ থেকে একটি কুঠার নিয়ে তা দিয়ে দ্বারের অর্গল কেটে ফেলা হল। কিন্তু প্লেটীয়গণ সহসা তাদের দেখে ফেলবার ফলে অতি অল্প সংখ্যক থিবীয়ই পলায়ন করতে সক্ষম হল। থিবীয়গণের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দৃঢ়-সংবদ্ধ অংশটি নগর প্রাচীরসংলগ্ন একটি বৃহৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করল। বাড়িটির দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এটিকে তারা নগরের বহির্দ্বার বলে মনে করল এবং ভাবল যে, এর মধ্যে দিয়ে বাইরে যাবার পথ আছে। এইভাবে শত্রুগণকে ধরা পড়তে দেখে প্লেটীয়গণ চিন্তা করতে লাগলঃ বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে থিবীয়গণকে পুড়িয়ে মারা হবে, অথবা, অন্য কোনো প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। অবশেষে এই বাড়িতে প্রবেশকারী থিবীয়গণ এবং অন্যান্য যারা বেঁচে ছিল ও নগরের মধ্যে ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল, তারা সকলে অস্ত্রশস্ত্রসহ বিনা শর্তে প্লেটীয়গণের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

প্লেটীয়াতে যে সব থিবীয় প্রবেশ করেছিল তাদের এই রকম অবস্থা হল। ভিতরের থিবীয়গণ যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, সেই আশংকায় অবশিষ্ট থিবীয়গণ ভোর হবার আগেই তাদের সঙ্গে যোগদান করবে এই রকম ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ছিল। পথে বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে তাদের উদ্ধার করবার জন্য বাইরের থিবীয়গণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হল। কিন্তু থিব্‌স্‌ থেকে প্লেটিয়ার দূরত্ব আট মাইল। রাত্রে যে বৃষ্টি হচ্ছিল তা তখনও থামেনি। ফলে, অ্যাসোপাস নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিল এবং তা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। বৃষ্টিপাতের মধ্যে নদী পার হবার কষ্টভোগ করে যথাস্থানে পৌঁছতে তাদের অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে ভিতরের থিবীয়গণ হয় নিহত; নতুবা বন্দী হয়ে গিয়েছিল। ঘটনা সম্যক্‌ উপলব্ধি করে তারা নগরের বহিঃস্থ প্লেটীয়গণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের সংকল্প করল। কারণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শান্তির সময়ে এই আক্রমণ সাংঘটিত হয়েছিল বলে নগরের বাইরে কৃষিক্ষেত্রে বহু লোক ও শস্য ছিল। সুতরাং সম্ভব হলে থিবীয় বন্দীগণের সঙ্গে বদল করবার জন্য কিছু প্লেটীয়কে বন্দী করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার পূর্বেই প্লেটীয়গণ তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পারল এবং যে সব প্লেটীয় নগরের বাইরে ছিল তাদের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত থিবীয়গণের কাছে দূত পাঠাল। তারা জানাল যে, শান্তির সময়ে তাদের নগর অধিকার করবার এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং সাবধান করে দিল যে, নগরের

বাইরের প্লেটীয়গণের যেন কোনো ক্ষতি না করা হয়। জানানো হল যে, এই সাবধানবাণী প্রত্যাখ্যাত হলে বন্দী থিবীয়গণকে হত্যা করা হবে; পক্ষান্তরে থিবীয়গণ তাদের দেশ ত্যাগ করে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বন্দীগণকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঘটনাটি সম্পর্কে এটিই হল থিবীয়গণের বিবৃতি এবং তারা এই বিষয়ে শপথও গ্রহণ করে ছিল। কিন্তু পরে প্লেটীয়গণ তাদের প্রতিশ্রুতির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তারা বলল যে, পরে আলোচনাসাপেক্ষে বিষয়টি স্থিরীকৃত হবে। প্রকৃত সত্য যাই হোক থিবীয়গণ কোনো ক্ষতি সাধন না করেই প্লেটিয়া ছেড়ে চলে গেল এবং প্লেটীয়গণ নগরের বাইরের সমস্ত সম্পত্তি ভিতরে নিয়ে এসে বন্দীদের হত্যা করল। বন্দীগণ সংখ্যায় ছিল ১৮০ জন। তাদের মধ্যে ইউরিমেকাসও ছিলেন; যাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক প্লেটীয়গণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

অতঃপর প্লেটীয়গণ এথেন্সে একজন দূত পাঠাল, একটি চুক্তির মাধ্যমে নিহত থিবীয়গণের মৃতদেহ ফেরৎ দিল এবং বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ করল। প্লেটিয়ার ঘটনার সংবাদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এথেন্সে পৌঁছেছিল এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এথেনীয়গণ অ্যাটিকাস্থিত সকল বিয়োসীয়কে বন্দী করল। এথেন্সের নির্দেশ পাবার পূর্বে থিবীয় বন্দীগণ সম্পর্কে চরম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে নিষেধ করে প্লেটীয়গণের কাছে এথেনীয়গণ দূত পাঠাল। বন্দীগণ যে নিহত হয়েছে এই সংবাদ এথেনীয়গণ জানত না। কারণ থিবীয়গণ যখন নগরে প্রবেশ করে ছিল তখন প্রথম বার্তাবাহক রওনা হয়েছিল এবং থিবীয়গণ পরাজিত ও বন্দী হবার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বার্তাবাহক যাত্রা করেছিল। সুতরাং সর্বশেষ সংবাদ তারা কেউই জানত না। অতএব, অবস্থা না জেনেই এথেনীয়গণ নির্দেশ পাঠাল এবং দূত যথাস্থানে পেঁৗছে দেখল যে, বন্দীগণ ইতিমধ্যেই নিহত। পরে এথেনীয়গণ প্লেটীয়াতে গিয়ে রসদ সংগ্রহ করল এবং স্ত্রীলোক, শিশু ও যুদ্ধ করতে অক্ষম পুরুষদের অপসারণ করে প্লেটীয়ায় একদল রক্ষী সৈন্য নিযুক্ত করল।

প্লেটিয়ার ব্যাপারে সন্ধি স্পষ্টতঃই ভঙ্গ করা হয়। এথেনীয়গণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করল। স্পার্টা এবং তারা মিত্ররাষ্ট্রগুলিও নিষ্ক্রিয় রইল না। পারস্যের রাজা এবং অন্য যে সব বিদেশী রাজার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হল তাদের সকলের কাছেই স্পার্টা দূত প্রেরণ করবার পরিকল্পনা করল এবং হেলাসের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে সচেষ্ট হল। তাদের নিজেদের নৌবহর ব্যতিরেকেও স্বপক্ষীয় ইটালীয় ও সিসিলীয় দেশগুলির নৌবহরের সাহায্য লাভ করবার জন্য তারা তাদের আরও জাহাজ নির্মাণ করতে বলল। নগরের আয়তন অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রের দেয় আনুপাতিক অংশ স্থিরীকৃত হল—সর্ব মোট সংখ্যা

নির্দিষ্ট হল ৫০০ জাহাজ। তা ছাড়া ঐ সকল রাষ্ট্রকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থও দিতে হবে বলে জানান হল। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তুতিপর্ব শেষ না হবে, ততক্ষণ তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার ও তাদের বন্দরে শুধুমাত্র এথেনীয় জাহাজকে প্রবেশাধিকার দেবার নির্দেশও রইল। পক্ষান্তরে মিত্ররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এথেনীয়গণের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হল এবং পেলো-পন্নিসের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশগুলিতে, যেমন, করসাইরা, সেফালোনিয়া, অ্যাকর্নোনিয়া ও জাকিন্‌থাস—এই সকল দেশে অবিলম্বে প্রতিনিধিদল পাঠাল। কারণ এই সকল দেশের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকিলে এথেন্সের পক্ষে পেলোপন্নিসের চতুর্দিকে যুদ্ধ পরিচালনা করা সহজ হবে।

উভয় পক্ষই যদি মনে মনে সুদৃঢ় আশা পোষণ করে থাকে এবং যুদ্ধের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তবে তা খুবই স্বাভাবিক। কাজ শুরু করবার পূর্বে উৎসাহের মাত্রা থাকে চরমে এবং সেই সময় এথেন্স ও পেলোপন্নিসে এমন তরুণের সংখ্যা অনেক ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের অনভিজ্ঞতা অস্ত্র-ধারণের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করে তুলে ছিল। দুটি নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য দেখে হেলাসের অন্য রাষ্ট্রগুলিও উত্তেজনায় আলোড়িত হয়। সর্বত্রই সংগ্রাহকদের মুখে মুখে নানা প্রকার দৈববাণী ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি প্রচারিত হতে লাগল এবং শুধু যুদ্ধোদ্যত রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই নয়, অন্যত্রও এ সকল শোনা যেতে লাগল। উপরন্তু তার অব্যবহিত পূর্বেই ডেলসে একটি ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছিল। হেলেনীয়গণের স্মরণকালের মধ্যে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। লোকে বলতে লাগল এবং ধরে নিল যে এটি আসন্ন যুদ্ধের অশুভ ইঙ্গিত। এইধরণের অন্য যে কোনো ঘটনারই অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হতে লাগল।

সাধারণভাবে জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল স্পার্টীয়গণের পক্ষে বিশেষতঃ, তারা নিজেদের "হেলাসের মুক্তিদাতা" রূপে ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তি কথায় ও কাজে সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহের সঙ্গে তাদের সমর্থন এবং প্রত্যেকেই ভাবে যে সে নিজে যে বিষয়ে মনোযোগ না দেবে সেখানেই বিবিধ প্রকার ত্রুটি থেকে যাবে। যারা এথেন্সের অধীনতা মুক্ত হতে চেয়েছিল অথবা যারা ভবিষ্যতে এথেন্সের দাসত্ব আশংকা কর ছিল, এথেন্সের প্রতি তাদের ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠল।

উভয়পক্ষেরই নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী ছিল। যোজকের অন্তঃস্থ সকল পেলোপনেসীয় রাষ্ট্র, ছিল স্পার্টার পক্ষে। শুধুমাত্র আর্গস ও অ্যাকিয়া ছিল নিরপেক্ষ। অ্যাকিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র পেলেনিই প্রথম যুদ্ধে যোগদান করে, পরে অবশ্য অন্য সকল রাষ্ট্র তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পেলোপন্নিসের বাইরে মেগরীয়, হলাক্রীয়, বিয়োসীয়, ফোকীয়, অ্যাম্ব্রেসীয় ও অ্যানাক্টোরীয়রা ছিল স্পার্টার মিত্র। করিন্থ, মেগারা, সিকিওন, পেলেনি,

এলিস, অ্যাম্‌ব্রেসিয়া ও লিউকাস জাহাজ সরবরাহ করেছিল। বিয়োসিয়া, ফোকিয়া ও লোক্রিস দিয়েছিল অশ্বারোহী বাহিনী এবং অন্যান্য দেশ পাঠিয়েছিল পদাতিক সৈন্যদল। উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলি ছিল স্পার্টীয় গোষ্ঠীর। এথেন্সের পক্ষে ছিল চিত্তস, লেসবস, প্লেটিয়া, নপাক্টাসের মেসেনীয়গণ, অ্যাকার্নিয়ার অধিকাংশ, করসাইরা, জাকিন্থাস এবং নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলির কিছু করদ নগরঃ—ডোরীয় প্রতিবেশী সহ সমুদ্রোপকূলস্থ ক্যারিয়া, আইওনিয়া, হেলেসপণ্ট, থ্রেস, পেলোপন্নিস ও ক্রীটের মধ্যবর্তী পূর্বদিকে দ্বীপগুলি এবং মেলস্ ও থেরা ব্যতীত সমগ্র সাইক্লেড্‌স্। চিওস, লেসবস ও করসাইরা জাহাজ সরবরাহ করেছিল, অন্যান্য রাষ্ট্র দিয়েছিল অর্থ ও পদাতিক সেনাবাহিনী।

প্লেটিয়ার ঘটনার পর স্পার্টা পেলোপন্নিসের বিভিন্ন নগর ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রগুলির কাছে নির্দেশ পাঠালো, তারা যেন অ্যাটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অভিযানের উপযুক্ত সৈন্যসজ্জা ও রসদ সংগ্রহ করতে থাকে। বহু রাষ্ট্রই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং সকলেই তার মোট শক্তির দুই তৃতীয়াংশ নিয়ে যোজকে মিলিত হল। সমস্ত বাহিনী মিলিত হবার পর অভিযানের নেতা স্পার্টার রাজা আর্কিডেমাস সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও অফিসারগণকে আহ্বান করে বললেনঃ—

"পেলোপনেসীয়গণ ও মিত্রগণ, আমাদের পিতৃপুরুষেরা পেলোপন্নিসের ভিতরে ও বাইরে বহু যুদ্ধাভিযান চালিয়েছেন এবং এখানে এমন প্রবীণ অনেকেই আছেন যাঁদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এত বড় সৈন্যদল নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা কখনও বহির্গত হইনি। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও নৈপুণ্য যথেষ্ট হলেও যার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করতে যাচ্ছি সে-ও এখন তার ক্ষমতার শীর্ষে। সুতরাং আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আদর্শ থেকে আমাদের বিচ্যুত হলে চলবে না এবং আমাদের নিজস্ব খ্যাতিও আমাদের বজায় রাখতেই হবে। কারণ সমগ্র হেলাস আগ্রহের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করছে এবং এথেন্সের প্রতি সকলে ঘৃণার জন্য তারা আমাদের কাজের সাফল্য প্রার্থনা করছে। অভিযাত্রী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বিপুল হলেও এবং শত্রুরা সম্মুখযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের বাধা না দিলেও অভিযান-কালে আমাদের সতর্কতা একটুও শিথিল করা চলবে না। প্রতিটি দেশের সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যদেরই সর্বদা নিজেদের বিপদের আশংকায় প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। অভাবনীয় অনেক ঘটনা যুদ্ধে ঘটে থাকে এবং আক্রমণ ও সাধারণতঃ হয় হঠাৎ উত্তেজনার ঝোঁকে। অধিকতর শক্তিশালী বাহিনী অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সতর্কতা শিথিল করবার ফলে অপেক্ষাকৃত হীনশক্তির বিচক্ষণতার কাছে পরাজিত হয়েছে এমন ঘটনা বিরল

নয়। কারণ শেষোক্তরা নিজেদের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবার আশংকায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অভিযাত্রী বাহিনীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখতে হবে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য কতকগুলি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই সৈন্যদল আক্রমণের সময় সর্বাপেক্ষা সাহসী ও আত্মরক্ষার সময় সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য হয়। যার বিরুদ্ধে আমরা যাত্রা করছি সে কিন্তু আত্মরক্ষায় একটুও অসমর্থ নয়, বরং সর্বদিক থেকে সে চমৎকারভাবে প্রস্তুত। সুতরাং তারা সম্মুখযুদ্ধের পথ গ্রহণ করবে একথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। আমরা সেখানে পেঁছবার আগেই যদি তারা যাত্রা না করে থাকে, তবে যখন তারা তাদের দেশে আমাদের ধ্বংসলীলা চালাতে দেখবে তখন অগ্রসর হবেই। যে ক্ষতি সহ্য করতে মানুষ অনভ্যস্ত তা সহ্য করতে হলে এবং সে ক্ষতি চোখের সামনে ঘটতে দেখলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তখন সে চিন্তা করবার জন্যও অপেক্ষা করে না, মুহূর্তের উত্তেজনাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশেষ করে এথেনীয়দের পক্ষে এইভাবে আক্রমণ করা স্বাভাবিক, কারণ তারা সমস্ত জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে আগ্রহী। তারা অপরের দেশ আক্রমণ ও ধ্বংস করতেই অভ্যস্ত, নিজের দেশকে সেই অবস্থায় দেখবার অভ্যাস তাদের নেই। সুতরাং মনে রাখবেন যে, একটি বিরাট শক্তির বিরুদ্ধ যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন এবং ঘটনার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ জয় অথবা পরাজয়ের ভিত্তিতে নিজেদের ও পূর্বপুরুষদের জন্য গৌরব অথবা অপযশ অর্জন করবেন। এবং এই কথা মনে রেখে নেতাদের অনুসরণ করুন— নিরাপত্তা ও শৃংখলার দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং যে আদেশ লাভ করবেন তা তৎপরতার সঙ্গে পালন করবেন। একটি বিরাট বাহিনী যখন এই রকম সুশৃঙ্খল থাকে যে মনে হয় একটি মানুষ কাজ করছে, তখনই তা সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ।"

এই ক্ষুদ্র ভাষণটি দান করবার পর আর্কিডেমাস সভা ভঙ্গ করলেন। পেলোপনেসীয়গণ সত্যই যুদ্ধে উদ্যত দেখে এথেন্স যদি মীমাংসায় আসতে চায়, এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ডিয়াক্রিটাসের পুত্র মেলোসিপ্পাসকে এথেন্সে পাঠালেন। কিন্তু এথেনীয়গণ তাকে নগরে অথবা গণসভায় কোথাও প্রবেশ করতে দিতে সম্মত হল না। কারণ আগেই পেরিক্লিস সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করেন যে, স্পার্টা যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হলে স্পার্টার আর কোন দূতকে গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং মেলেসিপ্পাসের বক্তব্য না শুনে ঐ দিনই তারা তাকে নগরের সীমানার বাইরে চলে যেতে আদেশ করল। সেই সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিল যে, ভবিষ্যতে স্পার্টার যদি কিছু জানবার থাকে তবে সে যেন তার দেশের সীমানার মধ্যে ফিরে গিয়ে তারপর দূত পাঠায়। মেলেসিপ্পাস যাতে আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে তজ্জন্য তার সঙ্গে তারা একজন রক্ষকও নিযুক্ত করল। সীমানার বাইরে পেঁছে মেলোসিপ্পাস নিজের পথে গমনোদ্যত হলে তাকে বলা হল, "আজ থেকে হেলাসের চরম দুর্ভাগ্যের সূচনা হল।"

মেলেসিপ্পাসের প্রত্যাবর্তনের পর আর্কিডেমাস বুঝলেন যে,. এখনও এথেনীয়গণ মাথা নত করতে রাজী নয়। অবশেষে তিনি অভিযান শুরু করে অ্যাটিকা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে বিয়োসীয়গণ পেলো-পনেসীয় বাহিনীর জন্য পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়ে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে প্লেটিয়াতে গিয়ে ধ্বংসকার্য চালাল।

যখন পেলোপনেসীয়গণ যোজকে সৈন্য সমবেশ করছিল বা অ্যাটিকা আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হচ্ছিল, তখন জন্থিপ্পাসের পুত্র পেরিক্লিস বুঝতে পারলেন যে, আক্রমণ আসন্ন। তবু আর্কিডেমাস ছিলেন তাঁর বন্ধু। সেইজন্য তিনি ভাবলেন যে, আর্কিডেমাস হয়ত তাঁর ভূসম্পত্তির পাশ কাটিয়ে যাবেন এবং তাঁর কোনো ক্ষতি করবেন না। তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অনুগ্রহের জন্যও তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, অথবা স্বদেশের নির্দেশানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করবার মতলবেও তা করতে পারেন, যেমন তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করবার আগে তারা অভিশপ্ত পরিবারকে বিতাড়িত করবার দাবি করে। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি গণসভায় এথেনীয়গণকে বললেন যে, আর্কিডেমাস তাঁর বন্ধু হলেও তাতে এথেন্সের জাতীয় স্বার্থের কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। উপরন্তু শত্রুগণ তাঁর ভূসম্পত্তি নষ্ট না করলে যাতে তাঁকে কেউ সন্দেহ না করতে পারে সেইজন্য তিনি স্বীয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করলেন। তারপর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পূর্বে যেরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন, এখনও তাই দিলেন। যুদ্ধপ্রস্তুতি উত্তমরূপে চালাতে হবে এবং বাইরে যা কিছু সম্পদ আছে তা নগরের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে। সেনাদল যেন বাইরে না গিয়ে ভিতর থেকেই নগর রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। যে নৌবহরের উপর তাদের শক্তি নির্ভরশীল তাকে দক্ষতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। দৃঢ়তার সঙ্গে মিত্রগণকে বশে রাখতে হবে। কারণ তাদের প্রদত্ত করের উপরই এথেন্সের শক্তি নির্ভরশীল। পরিচালনা ও অর্থবলের উপরই যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে। এ বিষয়ে তাদের হতাশ হবার কিছু নেই। আয়ের অপর সকল উৎস ব্যতীতও মিত্রগণের কাছ থেকে এথেন্স গড়ে ৬০০ রৌপ্য 'ট্যালেন্ট' কর হিসাবে রোজগার করে। তাছাড়া অ্যাক্রোপোলিসে তখনও ছয় হাজার রৌপ্য ট্যালেন্ট সঞ্চিত রয়েছে। (এই সঞ্চিত ভাণ্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৯৭০০ ট্যালেন্ট। অ্যাক্রো-পোলিসের দেউড়ি, অন্যান্য সরকারী ভবন ও পটিডিয়ার জন্য সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকেই অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল।) এছাড়াও জাতীয় ও ব্যক্তিগত দান হিসাবে প্রাপ্ত প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য, শোভাযাত্রা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে ব্যবহার্য বিভিন্ন পবিত্র পাত্র, পারসিক যুদ্ধে লুণ্ঠিত ও অপহৃত সামগ্রী ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত মোট পাঁচ শো ট্যালেন্ট। এছাড়া বিভিন্ন মন্দিরে বেশ উল্লেখযোগ্য

পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত আছে, এ-সব অনায়াসেই ব্যয় করা যাবে। যদি তেমন দুরবস্থা ঘটে, তবে তাঁরা স্বয়ং এথেনীর মূর্তির স্বর্ণালংকারও ব্যবহার করতে পারবেন ; মূর্তিটিতে চল্লিশ ট্যালেন্ট খাঁটি সোনা ছিল এবং তা তখনও খুলে নেওয়া চলত। এই সোনা আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তা পরে পুরাপুরি ফিরিয়ে দিতে হবে। যাই হোক, এথেন্সের আর্থিক সঙ্গতি বেশ সন্তোষজনক। তাদের বাহিনীতে আছে ১৩০০০ হপ্‌লাইট, ইহা ব্যতীত আরো ১৬০০০ সৈন্য ছিল, যারা বিভিন্ন স্থানের রক্ষাকার্যে ও এথেন্স প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। আক্রমণের সময় আত্মরক্ষ্যবিধানার্থ এই সৈন্যদল নিয়োগ করা হয়েছিল। দেশের প্রাচীনতম ও তরুণতম নাগরিকগণ ও অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিদেশীগণের মধ্য থেকে তারা নিযুক্ত হত। সমুদ্র থেকে নগরপরিবেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্যালেরিক প্রাচীর ছিল চার মাইল দীর্ঘ এবং নগরবেষ্টনী প্রাচীরটির প্রায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত পাহারাধীন ছিল, যদিও এর অংশবিশেষ (দীর্ঘ প্রাচীর ও ফ্যালেরিক প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশ) অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। পাইরিউস পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার মাইল দীর্ঘ প্রাচীরের বহিরাংশ সৈন্য-দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পাইরিউস ও মুনিকিয়া বেষ্টনকারী সাড়ে সাত মাইল দীর্ঘ প্রাচীরের অর্ধাংশে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন ছিল। অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনীসহ ১২০০ অশ্বারোহী ছিল, ১৩০০ ছিল পদাতিক তীরন্দাজ, ৩০০ ট্রায়ারিম ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযুক্ত। পেলোপনেসীয় আক্রমণের আসন্নকালে ও যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে বিভিন্ন বিভাগে এথেন্সের যুদ্ধসঙ্গতির পরিমাণ ছিল উপরোক্তরূপ। শেষ পর্যন্ত জয় যে তাদেরই হবে এ বিষয়ে এথেনীয়গণকে স্থিরনিশ্চয় করবার জন্য পেরিক্লিস আবার তাঁর যুক্তিগুলি পেশ করলেন।

এথেনীয়গণ তাঁর পরামর্শ শুনল এবং গ্রামাঞ্চল থেকে স্ত্রীপুত্রগণকে, গৃহের আসবাবপত্রগুলি, এমনকি ঘরের কাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে এলো। ইউবিয়া ও সংলগ্ন দ্বীপগুলিতে তারা গরু, ভেড়া ইত্যাদি পাঠিয়ে দিল। তবে গ্রামাঞ্চল থেকে চলে আসতে তাদের বড়ই ক্লেশ হয়েছিল, কারণ তারা অধিকাংশ গ্রামেই বাস করতে অভ্যস্ত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই ধরনের জীবনই এথেনীয়গণের বৈশিষ্ট্য ছিল। সেক্রোপ্‌স্‌ এবং প্রথম রাজাদের আমল থেকে থিসিউসের আমল পর্যন্ত অ্যাটিকার অধিবাসীরা সর্বদা স্বাধীন নগরে বাস করে এসেছে। প্রতিটি নগরেরই নিজস্ব সভাগৃহ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। শুধুমাত্র বিপদের সময় তারা মিলিত হয়ে এথেন্সের রাজার সঙ্গে আলোচনা করত। অন্য সময় তারা নিজেরাই নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করত এবং বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করত। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, এই রাজ্যগুলি এথেন্সের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে রত হয়েছে। যেমন, এরেক্‌থিউসের বিরুদ্ধে ইউমোলপাসের নেতৃত্বে এলিউসিনীয়-

গণ যুদ্ধ করেছিল। থিসিউস একাধারে শক্তি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশটির পুনর্গঠনকার্যে তাঁর অন্যতম প্রধান অবদান এই যে, তিনি ছোট ছোট নগরগুলির স্বতন্ত্র কাউন্সিল ও ম্যাজিস্ট্রেটপ্রথা তুলে দিয়ে তাদের সকলকে বর্তমান নগর এথেন্সের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন—সকলের জন্য একটি পরিষদ-ভবন এবং একটিই সভাগৃহ রইল। জনগণ আগের মতই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক জীবনের জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রকে স্বীকার করে নিতে থিসিউস তাদের বাধ্য করেছিলেন। এই কেন্দ্রটি হল এথেন্স কারণ এখন তারা সকলেই এথেনীয় নাগরিক। ফলে মরবার আগে থিসিউস এক বিরাট রাষ্ট্র রেখে যান। তাঁর সময় থেকেই সাইনীসিয়া বা মিলন উৎসব চলে আসছে। এই উৎসব এখনও এথেনীয়গণ দেবী এথেনীর সম্মানে পালন করে আসছে ; উৎসবের ব্যয় বহন করা হয় জাতীয় ভান্ডার থেকে। এর আগে অ্যাক্রোপোলিস ও তার নিম্নের দক্ষিণমুখী অংশ নিয়েই এথেন্স নগর গঠিত ছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অ্যাক্রোপোলিসেই এথেনী ও অন্যান্য দেবতার মন্দির আছে এবং দুর্গের বাইরের মন্দিরগুলিও নগরের অ্যাক্রোপোলিস সন্নিহিত অংশেই অবস্থিত। যেমন, ওলিম্পিয়ার জিউস, পাইথিয়ার অ্যাপোলো, 'আর্থ', জলাভূমির ডায়োনিসাস (যাঁর সম্মানে প্রাচীন ডায়োনিসিয়া উৎসব এখনও অ্যাথেন্সটেরিওন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। শুধু এথেনীয়গণই নয় তাদের বংশধর আইওনীয়রাও ইহা পালন করে) প্রভৃতির মন্দির। অন্য প্রাচীন মন্দিরগুলিও এই দিকেই অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত, যে ঝর্ণাটির নাম স্বৈরাচারী শাসকগণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে এখন এন্নিয়াক্রোনোস নামে পরিচিত, আগে তার নাম ছিল কালিরহো এবং নিকটবর্তী বলে তখন এটির জল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্যালয়গুলিতে ব্যবহৃত হত। এবং প্রাচীন এই প্রথাকেই অনুসরণ করে এখনও তারা বিবাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এর জলই ব্যবহার করে। তা ছাড়া এথেনীয়গণ এখনও অ্যাক্রোপোলিস বা দুর্গকেই 'নগর' বলে, কারণ অতীতে তারা এখানেই বাস করত।

সুতরাং এথেনীয়গণ দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র অ্যাটিকার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে ছড়িয়ে বাস করত। কেন্দ্রীভূত হবার পরও তাদের পুরাতন অভ্যাসই বজায় রইল। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান যুদ্ধ পর্যন্ত অধিকাংশ এথেনীয়ই পরিবার ও সম্পত্তিসহ এথেন্সের বাইরেই বাস করে এসেছে, সুতরাং এখন সেখান থেকে সরে আসতে তারা আদৌ ইচ্ছুক ছিল না। বিশেষতঃ পারসিক অভিযানের পর তারা আবার নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিল। অতএব, গৃহ ও প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরাতন মন্দিরগুলি পরিত্যাগ করে আসতে তাদের যেমন হয়েছিল কষ্ট, তেমনি হয়েছিল অসন্তোষ। প্রত্যেকেই যাকে আপন আদি বাসস্থান বলে মনে করত তাকে বিদায় জানিয়ে নতুন স্থানে নূতন জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রহণ করতে আদৌ খুশি হয়নি।

এথেন্সে বাস করবার জন্য নিজস্ব গৃহ খুব স্বল্প লোকেরই ছিল, বন্ধু কিংবা আত্মীয়স্বজনের গৃহে অতি অল্প লোকই আশ্রয় পেল। অধিকাংশকেই নগরের সেই সকল অংশে বাস করতে হল যেখানে তখনও কিছু নির্মিত হয়নি। এথেন্সের বিভিন্ন দেবমন্দিরে বা বীরগণের জন্য নির্মিত স্মৃতি-মন্দিরেও অনেকে আশ্রয় নিল। শুধু অ্যাক্রোপোলিস, এলিউসিনীয় ডিমিটারের মন্দির এবং অন্যান্য যে কয়টি স্থান সর্বদা বন্ধ রাখা হয় সেগুলি বাকি রইল। দুর্গের নিম্নে কিছু স্থান, যার নাম পেলাসজীয় মাঠ, (এখানে একটি অভিশাপের দ্বারা বসতিস্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া পাইথীয় দৈববাণীর একটি অংশে বলা হয়—"পেলাসজীয় জমিটি খালি রেখে দাও, ওখানে বাস করলে অমঙ্গল হবে।") অবস্থার চাপে পড়ে এই অংশেও বসতিস্থাপন করা হল। আমার মনে হয়, যদি দৈববাণীটি সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে লোকের প্রত্যাশার বিপরীত দিকে। এ স্থানে বে-আইনী বসতি-স্থাপনের ফলে এথেন্সের দুর্ভাগ্য আসেনি। বসতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যুদ্ধের ফলে। এবং যদিও দেবতা সে কথা উল্লেখ করেননি, তবু তিনি দূরদৃষ্টিবশতঃ জানিয়েছিলেন যে, এথেন্সের পক্ষে এমন দুর্দিন আগতপ্রায় যে এই স্থানে বাস করতে হবে। প্রাচীরের দুর্গগুলিতে অনেকে আশ্রয় নিল। মোটকথা, যে স্থানে পারল সেই স্থানেই লোক বাস করতে লাগল। পরে অনেকে দীর্ঘ প্রাচীরের বিভিন্ন অংশে এবং পাইরিউসের অধিকাংশস্থানে বসতিস্থাপন করল। ইতিমধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। মিত্রগণ সমবেত হয় এবং একশো জাহাজের একটি বহর পেলোপন্নিস আক্রমণের জন্য সজ্জিত হয়। এইরূপে এথেন্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

ইতিমধ্যে পেলোপনেসীয় সৈন্যদল অগ্রসর হচ্ছিল। তারা প্রথমে অ্যাটিকার ঈনীতে এসে সেখান থেকে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। সেখানে অবস্থান করে তারা যান্ত্রিক ও অন্যবিধ পদ্ধতির সাহায্যে প্রাচীর আক্রমণের উদ্যোগ করল। এথেনীয় ও বিয়োসীয় সীমান্তে অবস্থিত ঈনী অবশ্যই একটি প্রাচীর-বেষ্টিত নগর ছিল এবং যুদ্ধের সময় এথেনীয়গণ এটিকে দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করত। পেলোপনেসীয়গণ আক্রমণের মূল্যবান কিছু সময় বৃথা অপচয় হল। এই বিলম্বের জন্য আর্কিডেমাসের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত লোকে তাকে দুর্বল এবং এথেনীয়গণের প্রতি সহানুভূতি-শীল ভেবেছে, কারণ যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের কথা তিনি কখনও বলেননি। সৈন্যদল যাত্রা করবার পরও যোজকে কালক্ষেপ করবার জন্য এবং তার পর ধীরগতিতে অগ্রসর হবার জন্য তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। ঈনীতে কালক্ষেপ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হয়েছিল, কারণ এই সময়ে এথেনীয়গণ বাইরে থেকে সমস্ত সম্পত্তি ভিতরে এনে ফেলেছিল। পেলোপনেসীয়গণ মনে করল,

আর্কিডেমাস এই বিলম্ব করবার নীতি গ্রহণ না করলে তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে নগরপ্রাচীরের বাইরে সমস্ত সম্পত্তি লাভ করতে পারত। অবরোধের সময় আর্কিডেমাসের প্রতি সেনাবাহিনী মনোভাব এরূপই ছিল। বলা হয় যে, তিনি আশা করেছিলেন, এথেনীয়গণ তাদের জমি নষ্ট হতে দেবে না; ক্ষতিগ্রস্ত হবার পূর্বেই মাথা নত করবে এবং সেইজন্যই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

ঈনী আক্রমণ ও দখল করবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এথেন্স থেকে কোন দূত এল না। অবশেষে আর্কিডেমাস তাঁর শিবির ভেঙে ফেলে অ্যাটিকা আক্রমণ করলেন। প্লেটিয়ার ঘটনার ৮০ দিন পরে, মধ্যগ্রীষ্মে যখন শস্য পেকে গিয়েছে তখন আক্রমণ শুরু হল। আক্রমণকারী দলের নেতা ছিলেন আর্কিডেমাস নিজে। ইলিউসিস এবং থ্রিয়াসীয় সমভূমিতে শিবির স্থাপন করে পেলোপনেসীয় বাহিনী লুণ্ঠন চালাল। রেইটি নামক স্থানে কিছু এথেনীয় অশ্বারোহীকে পলায়নে বাধ্য করে তারা মাউণ্ট ঈজালিউসকে দক্ষিণে রেখে ক্রোপিয়ার ভিতর দিয়ে অ্যাকার্নীতে পৌঁছল। এথেনীয় ডেমি বা ছোট গ্রামাঞ্চলগুলির মধ্যে এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। এখানে শিবির স্থাপন করে তারা দীর্ঘদিন ধরে ধ্বংসকার্য চালাল। সমভূমিতে না নেমে অ্যাকর্নীতেই যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে যে আর্কিডেমাস রয়ে গেলেন তার কারণ নিম্নরূপ। তাঁর আশা ছিল, বিপুলসংখ্যক যুবক এবং অভূতপূর্ব সামরিক নৈপুণ্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে এথেনীয়গণ হয়ত যুদ্ধ করতে বাইরে আসবে এবং ভূসম্পত্তি ধ্বংস প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে। ইলিউসিস ও থিয়াসীয় সমভূমিতে তারা যখন তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হল না, তখন তিনি ভাবলেন, অ্যাকর্নীতে শিবির স্থাপন করে তাদের বাইরে আসতে প্ররোচিত করবেন। শিবিরস্থাপনের পক্ষে অ্যাকর্নী তাঁর কাছে বিশেষ উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয়েছিল। তিনি একথাও মনে করেছিলেন যে ৩০০০ হপলাইটের মতো অ্যাকর্নীর জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশটি এবং এথেনীয়গণ নিশ্চয়ই তাদের সম্পত্তি ধ্বংস এভাবে সহ্য করবে না এবং যুদ্ধ করবার জন্য অন্য নাগরিকগণকে বাধ্য করবে। পক্ষান্তরে, এথেনীয়গণ যদি এবার যুদ্ধ করতে বের হয়ে না আসে, তবে পরবর্তী অভিযানগুলিতে তিনি নির্ভয়ে সমতলে ধ্বংসকার্য চালাতে পারবেন, এমনকি এথেন্সের প্রাচীর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবেন। হৃতসম্পত্তি অ্যাকার্নীয়গণও আর এর পর অন্যের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নেবে না। ফলে এথেনীয়গণের মধ্যে একতা নষ্ট হবে। এইসব কারণে আর্কিডেমাস অ্যাকর্নীতে অবস্থান করবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুসৈন্য ইলিউসিস ও থ্রিয়াসীয় সমভূমিতে ছিল, ততক্ষণ এথেনীয়গণের আশা ছিল তারা আর অগ্রসর হবে না। তাদের অতীতের কথা মনে পড়ল। পসেনিয়াসের পুত্র স্পার্টীয় রাজা প্লেয়িস্টোয়ানাক্স চোদ্দ

বৎসর পূর্বে পেলোপনেসীয় সেনাবাহিনী নিয়ে অ্যাটিকা আক্রমণ করতে আসেন, ইলিউসিস ও থ্রিয়ার পর আর অধিকদূর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। অবশ্য তার ফলে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল, কারণ লোকে মনে করেছিল তিনি উৎকোচ গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। অ্যাকার্নী এথেন্স থেকে সাত মাইল দূরে, শত্রুসৈন্যকে এত কাছে দেখে এথেনীয়গণ আর সহ্য করতে পারল না। চোখের সামনেই এথেন্সের শস্যক্ষেত্র, জমিজমা ধ্বংস হচ্ছিল। এইরূপ দৃশ্য সেখানকার তরুণেরা কখনও দেখেনি, প্রবীণেরাও পারসিক আক্রমণের সময় একবার মাত্র দেখেছিল। তাদের মনে হতে লাগল, এটা তাদের পক্ষে একটি মর্মান্তিক অপমান। সকলেই, বিশেষত তরুণগণ বাইরে একার্য বন্ধ করতে সংকল্প গ্রহণ করল। পথে পথে দলবদ্ধ উত্তপ্ত আলোচনা চলতে লাগল, কারণ শত্রুদের বাধাদানের সপক্ষে যেরকম উত্তেজিত মতবাদ প্রচলিত ছিল, তার বিপরীত মতও আবার অনেকে পোষণ করত। পেশাদার সংগ্রাহকেরা বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর দৈববাণী সংগ্রহ করল এবং বিভিন্ন দল আগ্রহের সঙ্গে তা শুনতে লাগল। শত্রুকে বাধাদানের সপক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল অ্যাকার্নীয়গণ। কারণ তাদেরই দেশে ধ্বংসকার্য চলছে এবং রাষ্ট্রের সেনাদলে তাদের অংশ কম নয়। সমস্ত নগরে চরম উত্তেজনার প্রবাহ বইতে লাগল, পেরিক্লিসের প্রতি সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ; তাঁর উপদেশ সকলেই ভুলে গেল। সেনানায়ক হয়েও তাদের যুদ্ধে পরিচালিত না করবার জন্য তাঁকে দোষারোপ করা হতে লাগল এবং সমস্ত দুর্ভোগের দায়িত্ব তাঁরই উপর চাপানো হল।

পেরিক্লিস তখনও তাঁর নীতিতে অটল রইলেন এবং ক্রোধোন্মত্ত জনগণের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সামনে তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করলেন না ; তাঁর ভয় হল, যুক্তির পরিবর্তে আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সভা হয়ত কোন মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তিনি নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখলেন এবং সাধ্যমত শান্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করলেন। শত্রুগণের টহলদারি দল এসে যাতে নগরের কাছে লুটপাট না চালাতে পারে সেজন্য তিনি ক্রমাগত অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাতে লাগলেন। থেসালীয়-গণের সহযোগিতায় এথেনীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে বিয়োসীয়গণের একটি অনুল্লেখ্য যুদ্ধ হয়েছিল ফ্রিজিয়াতে। বিয়োসীয়দের সাহায্যার্থে হপলাইট বাহিনী না আসা পর্য্যন্ত থেসালীয় ও এথেনীয়গণই যুদ্ধে ভালো ফল দেখায় কিন্তু হপলাইট আসবার পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ; তাদের কয়েকজন নিহত হল। অবশ্য সেইদিনই কোনো চুক্তি ব্যতিরেকেই মৃতদেহ-গুলি তারা উদ্ধার করল। পরদিন পেলোপনেসীয়গণ একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল। পুরাতন সন্ধির শর্তানুযায়ীই থেসালি এথেন্সকে সাহায্য দিয়েছিল। নিম্নলিখিত থেসালীয় জাতিগণ এসেছিল : ল্যারিসীয়, ফার্সালীয়,

পাইরেসীয়, জির্ট্রোনীয় এবং ফেরীয়। পলিমিডিস ও অ্যারিস্টোনাস ছিলেন ল্যারসীয় সেনাধ্যক্ষ—ল্যারসার দুটি দলের এঁরা ছিলেন নেতা। ফার্সেসীয় সেনানায়ক ছিলেন মেনন। অন্য নগরগুলিও নিজস্ব সেনানায়কসহ এসেছিল।

এথেনীয়গণ যুদ্ধ করবার জন্য বাইরে এল না দেখে পেলোপনেসীয়গণ অ্যাকার্নীর শিবির ভেঙে ফেলে মাউণ্ট পার্নেস ও ব্রিলেসাসের মধ্যবর্তী কয়েকটি ডেমিতে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে অগ্রসর হল। তারা অ্যাটিকাতে থাকাকালেই এথেনীয়গণ ১০০টি সজ্জিত জাহাজের নৌবহর পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করতে পাঠাল, জাহাজে ১০০০ হপলাইট ও ৪০০ তীরন্দাজ ছিল। জেনোটিমাসের পুত্র কার্সিনাস, এপিক্লিসের পুত্র প্রেটিয়াস এবং অ্যাণ্টিজেনিসের পুত্র সক্রেটিস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। বাহিনীটি যাত্রা শুরু করবার পর পেলোপনেসীয়গণের রসদ ফুরিয়ে গেলে যে পথে তারা এসেছিল সেপথে না ফিরে বিয়োসীয়ার ভিতর দিয়ে ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন করল, ওরোপাস অতিক্রম করবার সময় তারা গ্রীয় অঞ্চলে লুণ্ঠন চালাল; এথেন্সের ওরোপীয়গণ ছিল স্থানটির মালিক। অতঃপর এই বাহিনী পেলোপন্নিসে পৌঁছলে সকলে যে যার দেশে ফিরে গেল।

পেলোপনেসীয়গণ চলে গেলে এথেনীয়গণ জলে ও স্থলে কতকগুলি ঘাঁটি স্থাপন করে সেখানে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন রাখল। যুদ্ধ যতদিন চলবে, ঘাঁটিগুলিও ততদিনই থাকবে, সেইরকমই তাদের ইচ্ছা। অ্যাক্রোপলিসের অর্থ থেকে ১০০০ ট্যালেণ্ট নিয়ে একটি বিশেষ ভাণ্ডার তৈরী করবার পরিকল্পনাও তারা করল। যুদ্ধের সাধারণ ব্যয়ভার অন্য স্থান থেকে বহন করা হবে, এই ভাণ্ডারের অর্থ সেজন্য স্পর্শ করা হবে না—এইসব স্থির হল। সমুদ্রপথে আগত শত্রু নৌবহর নগর আক্রমণে উদ্যত হলে, নগররক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কেউ এই অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ দিলে বা ভোটের নিমিত্ত প্রস্তাব উত্থাপন করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই ভাণ্ডরের সঙ্গে ১০০টি ট্রায়ারিমের একটি বিশেষ নৌবহরও প্রস্তুত করা হল। প্রতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ জাহাজগুলি নিয়ে এই নৌবহর গঠিত হল, সঙ্গে তাদের অধিনায়কগণও রইলেন। সংরক্ষিত অর্থভাণ্ডারের মত এই নৌবহরও সেই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এবং এ সম্পর্কে অন্য কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেই একই বিপদ ঘটবে।

১০০টি জাহাজের যে নৌবহরটি পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করেছিল তার কার্য অব্যাহত রইল। ইতিমধ্যে করসাইরা থেকে প্রাপ্ত ৫০টি ও সেই অঞ্চলের মিত্রগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত আরো কতকগুলি জাহাজের দ্বারা এথেনীয় নৌবহরটি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা উপকূল ধরে প্রদক্ষিণ করছিল এবং দেশের ক্ষতিসাধন করছিল। অন্যান্য স্থান ব্যতীতও তারা ল্যাকোনিয়াতে অবতরণ করে 'মেথোনে' আক্রমণ চালাল। সেখানে কোনো

রক্ষীবাহিনী ছিল না, প্রাচীরটিও ছিল দুর্বল। কিন্তু টেলিসের পুত্র স্পার্টীয় ব্রাসিডাস সেই অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য একদল সৈন্য নিয়ে সেখানে ছিলেন। আক্রমণের কথা শুনে ব্রাসিডাস অবরুদ্ধদের সাহায্যের জন্য দ্রুত একশো হপলাইট নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এথেনীয় সৈন্যগণকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখে এবং তাদের দৃষ্টি প্রাচীরের উপর নিবদ্ধ দেখে তিনি বলপূর্বক তাদের মধ্যে দিয়া সৈনচালনা করে সেখানে পৌঁছলেন। এতে তিনি তাঁর দলের কয়েকজনকে হারালেন বটে, কিন্তু স্থানটি রক্ষা পেল। এই কৃতিত্বের জন্য তিনিই এই যুদ্ধে প্রথম সরকারীভাবে স্পার্টার অভিনন্দন লাভ করেন। এথেনীয়গণ আবার সমুদ্রযাত্রা ও প্রদক্ষিণ কার্য শুরু করে। এলিসের ফিয়ায় অবতরণ করে দুদিন ধরে সেখানে ধ্বংসকার্য চালিয়ে, তারা এলিসের উপত্যকা থেকে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে আগত ৯০০ জন বাছাই করা সৈন্যকে পরাজিত করল। অতঃপর তারা প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ল এবং বন্দরহীন স্থানে এই বিপদ হওয়াতে তারা অধিকাংশই জাহাজ চড়ে 'পয়েন্ট ইক্‌থিস' প্রদক্ষিণ করে ফিয়া বন্দরে গেল। ইতিমধ্যে মেসেনীয়গণ ও অন্যান্য যারা জাহাজে উঠতে পারেনি তারা স্থলপথে যাত্রা শুরু করে ফিয়াতে পৌঁছাল। ফিয়াও অধিকৃত হল। ইতিমধ্যে উপকূল বরাবর অগ্রসরমান জাহাজগুলি তাদের তুলে নিল। এলীয়গণের প্রধান বাহিনী এসে উপস্থিত হবার ফলে তারা ফিয়া ত্যাগ করে পুনর্বার সমুদ্রযাত্রা শুরু করল। এথেনীয়গণ তাদের সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে যেখানে গেল সেখানেই ধ্বংসকার্য চালাল।

এই সময়ই এথেনীয়গণ ইউবিয়া পাহারা দেবার জন্য এবং লোক্রিস প্রদক্ষিণ করবার জন্য ত্রিশটি জাহাজ প্রেরণ করে। ক্লিনিয়াসের পুত্র ক্লিওপোম্পাস ছিলেন এই অভিযানের অধিনায়ক। উপকূলের অনেক স্থানে অবতরণ করে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে তিনি থ্রোনিয়াম দখল করলেন ও সেখান থেকে প্রতিভূ গ্রহণ করলেন। অ্যালোপীতে যে লোক্রীয়গণ তাঁকে বাধা দিতে সমবেত হয় তাদেরও তিনি পরাজিত করলেন।

সেই গ্রীষ্মেই এথেনীয়গণ ঈজিনা থেকে ঈজিনাবাসীগণকে স্ত্রী-পুত্র সমেত বহিস্কৃত করল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারাই প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্য দায়ী। তাছাড়া ঈজিনা পেলোপন্নিসের খুব কাছেই ছিল বলে এথেনীয়গণ মনে করল, নিজেদের ঔপনিবেশিকদের দ্বারা একে অধিকৃত রাখাই নিরাপদ। সুতরাং শীঘ্রই তারা এখানে ঔপনিবেশিক পাঠাল। নির্বাসিত ঈজিনাবাসী জনগণকে স্পার্টা থাইরীয়ায় আশ্রয় দান করল। এথেনীয়গণের সঙ্গে বিবাদই শুধু এর কারণ নয়, ভূমিকম্প ও হেলটগণের বিদ্রোহের সময় ঈজিনাবাসীগণ স্পার্টাকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য দান করেছিল। আর্গোলিস ও ল্যাকোনিয়ার সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত থাইরীয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ঈজিনাবাসীগণের কেউ কেউ এই স্থানে বসতি স্থাপন করল, অবশিষ্টাংশ হেলাসের সর্বত্র ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ল।

সেই গ্রীষ্মেই নতুন চন্দ্রমাসের সূচনায় (এই ঘটনার পক্ষে এটিই একমাত্র সম্ভাব্য সময়), দ্বিপ্রহরের পর সূর্যগ্রহণ হল। সূর্যের আকার হল অর্ধচন্দ্রের মত এবং তার স্বাভাবিক আকার ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু নক্ষত্রও দৃষ্টি-গোচর হল।

সেই গ্রীষ্মেই জনৈক অ্যাবডেরাবাসী পাইথেসের পুত্র নিম্ফোডোরাসকে (সিটালসেসের সঙ্গে যার ভগ্নীর বিবাহ হয়) এথেনীয়গণ তাদের 'প্রোক্সেনাস' নিযুক্ত করে এথেন্সে আহ্বান করল। এতদিন পর্যন্ত তাঁকে তারা শত্রু বলে মনে করত। কিন্তু সিটালিসেসের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল এবং সিটালসেসকে এথেনীয়গণ বন্ধুরূপে পেতে চেয়েছিল। সিটালসেস ছিলেন টেরেসের পুত্র এবং থ্রেসীয়গণের রাজা। টেরেসই ওড্রিসীয়গণের বিরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অবশিষ্ট থ্রেসের কাছে এত বড় রাজ্য পূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, এবং থ্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখনও স্বাধীন ছিল। এই টেরেসের সঙ্গে সেই টেরিউসের কোনো সম্পর্ক নেই, যিনি এথেন্সের প্যান্ডিয়নের কন্যা প্রোক্‌নিকে বিবাহ করেছিলেন। দুজন থ্রেসের এক স্থানের লোকও নন। টেরিউস বাস করতেন ডাউলিসে (এর একটি অংশকে ফোকিস বলা হয়, কিন্তু পূর্বে এখানে এথেনীয়গণ বাস করত।) । এখানেই স্ত্রীলোকগণ আইটিসের উপর সেই কুখ্যাত কুকর্মটি করেছিল। অনেক কবি নাইটিঙ্গেল পাখির বর্ণনা দিতে গিয়ে তাকে ডাউলীয় পাখি বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, একথাও স্বাভাবিক যে কন্যার জন্য সম্বন্ধ করবার ব্যাপারে প্যান্ডিয়ন পারস্পরিক সাহায্যের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং এথেন্স ও ওড্রিসির মধ্যবর্তী দূরত্ব অপেক্ষা ডাউলিস ও এথেন্সের মধ্যবর্তী স্বল্প দূরত্বই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তা ব্যতীত নাম দুটিও পৃথক, এবং এই টেরেস ছিলেন ওড্রিসীয় রাজা এবং তিনিই প্রথম ক্ষমতা দখল করেন। এখন এথেনীয়গণ তাঁর পুত্র সিটালসেসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হল। থ্রেসীয় নগরগুলি ও পার্ডিক্কাসকে দমন করবার জন্য এই মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এথেন্সে এসে নিম্ফোডোরাস সিটালসেসের সঙ্গে এক মৈত্রী সম্পাদন করলেন এবং তাঁর পুত্র স্যাডোকাসকে এথেনীয় নাগরিকত্ব দান করলেন। এথেনীয়গণের জন্য সিটালসেসকে একটি থ্রেসীয় অশ্বারোহী ও ঢালধারী সৈন্য বাহিনী পাঠাতে প্ররোচিত করে থ্রেসের যুদ্ধ শেষ করবার প্রতিশ্রুতি তিনি দান করলেন। পার্ডিক্কাসের সঙ্গেও তিনি এথেনীয়গণের একটা মিটমাট করে দিলেন এবং পার্ডিক্কাসকে থার্সি প্রত্যার্পণ করতেও এথেনীয়গণকে প্রবৃত্ত করলেন। এর পরই পার্ডিক্কাস এথেনীয়গণের ও ফোর্মিওর সঙ্গে এক যোগে চালসিডীয়গণের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন। এইভাবে সিটালসেস ও পার্ডিক্কাসের সঙ্গে এথেন্সের মিত্রতা স্থাপিত হল।

১০০টি জাহাজের এথেনীয় নৌবহরটি তখনও পেলোপন্নিসের চতুর্দিকে তার কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে। কোরিন্থীয় নগর সোলিয়াম দখল করে তারা শহরতলী অঞ্চলসহ নগরটিকে পালাইরার অ্যাকার্নানীয়গণকে উপহার দিল। অতঃপর তারা অ্যাস্টাকাস আক্রমণ করে স্বৈরাচারী শাসক ইভারকাসকে বিতাড়িত করল এবং স্থানটিকে নিজেদের সংঘভুক্ত করল। তারপর তারা সেফালোনিয়া দ্বীপে গিয়ে তা বিনা বলপ্রয়োগেই অধিকার করে নিল। অ্যাকার্নোনিয়া ও লিউকাসের অদূরে সেফালোনিয়া অবস্থিত ; ইহা প্যালীয়, ক্রানীয়, স্যামীয় ও প্রোনীয়গণের দ্বারা অধ্যুষিত চারিটি নগর নিয়ে গঠিত। যাই হোক, ঐ ঘটনার কিয়ৎকাল পরেই নৌবহরটি এথেন্সে ফিরে আসে। এই বছরই শরৎকালে আবাসিক বিদেশীগণসহ সমগ্র বাহিনী জান্থিপ্পাসের পুত্র পেরিক্লিসের নেতৃত্বে মেগারীয়গণের উপর আক্রমণ চালায়। ১০০টি এথেনীয় জাহাজ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ অন্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে সদ্য ঈজিনাতে পৌঁছাল। কিন্তু মেগারায় সমগ্র এথেনীয় বাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তারাও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগদান করল। এত বৃহৎ বাহিনী আর কখনও এথেনীয়গণ সমবেত করেনি, (এথেন্স এখনও ক্ষমতার শীর্ষে এবং তখনও প্লেগ দেখা দেয়নি) দশ হাজার এথেনীয় হপ্‌লাইন (সকলেই এথেনীয় নাগরিক) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, তাছাড়া পটিডিয়ায় ছিল তিন হাজার হপ্‌লাইট। অন্তত তিন হাজার আবাসিক বিদেশী এই বাহিনীতে যোগদান করে, লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যের সংখ্যাও কম ছিল না। অধিকাংশ অঞ্চলে ধ্বংসকার্য চালিয়ে এই বাহিনী ফিরে গেল। নিসিয়া অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত এথেনীয়গণ প্রতি বৎসরই অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বা সমগ্র সেনা-বাহিনী নিয়ে এখানে আক্রমণ চালিয়েছিল। গ্রীষ্মের শেষে এথেনীয়গণ অ্যাটালাণ্টায় একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করল। দ্বীপটি ওপানিশীয় উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত, আগে এটি ছিল জনহীন। ওপাস ও লেক্রিস হইতে ইউরিয়াতে ক্ষতিসাধন করতে আগত জলদস্যুগণকে বাধাদানের উদ্দেশ্যেই এই ঘাঁটি স্থাপন করা হল। অ্যাটিকা থেকে পেলোপনেসীয় বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর এই গ্রীষ্মে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ঘটে।

পরবর্তী শীতকালে, অ্যাস্টাকাস ফিরে পাবার জন্য অ্যাকার্ণানিয়ার ইভারকাস করিন্থীয়গণের ১৫০০ হপলাইট ৪০টি জাহাজ নিয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্ররোচিত করলেন। তিন নিজে কিছু ভাড়াটে সৈন্য জোগাড় করলেন। অ্যারিস্টোনিমাসের পুত্র ইউফেমিডাস, টিমোক্রেটিসের পুত্র টিমোক্সেনাস এবং ক্রাইসিসের পুত্র ইউমেকাসের নেতৃত্বে এই বাহিনী অ্যাস্টাকাসে পৌঁছে ইভারকাসকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে অ্যাকর্নানীয় উপকূলের কয়েকটি অঞ্চল দখলের ব্যর্থ চেষ্টার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তারা উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে

সেফালেনিয়ায় আসে এবং ক্রানীয় অঞ্চলে অবতরণ করে। ক্রানীয়গণের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য কিছু সৈন্য নিহত হয়। কারণ চুক্তি করতে স্বীকৃত হওয়ার পর ক্রানীয়গণ হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে। অতঃপর তারা দ্রুত যাত্রা করে করিন্থে ফিরে আসে।

সেই বৎসরই শীতকালে এথেনীয়গণ সরকারী ব্যয়ে যুদ্ধে প্রথম নিহত সৈন্যগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে। ইহা তাদের প্রাচীন রীতি ও নিম্ন-লিখিত পদ্ধতিতে তা সমাধা করা হয়। অনুষ্ঠানের তিনদিন পূর্বে মৃত ব্যক্তিগণের অস্থি একটি নবনির্মিত তাঁবুতে এনে রাখা হয়; মৃতের বন্ধুগণ তার আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত জিনিস উৎসর্গ করতে পারে। এরপর শোকযাত্রার অনুষ্ঠান করে আনা শোকজ্ঞাপক শবাধার গাড়িতে বহন করে আনা হয়; প্রতিটি জাতির জন্য এক একটি করে শবাধার থাকে এবং মৃতব্যক্তির অস্থি তার উপজাতির জন্য নির্দিষ্ট কফিনে রাখা হয়। যে সকল মৃতব্যক্তির দেহ পাওয়া যায়নি তাদের জন্য একটি সুসজ্জিত শূন্য শোকযানও শোক-যাত্রায় থাকে। বিদেশী ও নাগরিক যে কেউ ইচ্ছা করলেই এই শোকযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে। মৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত স্ত্রীলোকগণও সমাধির সম্মুখে শোকপ্রকাশ করতে পারে। শহরতলির সর্বাপেক্ষা সুন্দর স্থানে অবস্থিত জাতীয় সমাধিভূমিতে অস্থিগুলি রাখা হয়। যুদ্ধে নিহতগণকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়। শুধুমাত্র ম্যারাথনে নিহত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। তারা এক অদ্বিতীয় ও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী বলে রণভূমিতেই তাদের সমাহিত করা হয়েছিল। অস্থিগুলি সমাধিস্থ করবার পর রাষ্ট্রের দ্বারা নির্বাচিত কোন খ্যাতিমান বিদগ্ধ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি-গণের সম্মানে একটি সময়োপযোগী ভাষণ দিয়ে থাকেন। তার পর সকলে চলে যায়। এই ধরণের অন্ত্যেষ্টির এটিই হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি এবং যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে তার মধ্যে যতবারই সময় হয়, ততবারই এথেনীয়গণ এই রীতি পালন করে। যুদ্ধে প্রথম নিহতদের বর্তমান অন্ত্যেষ্টিতে ভাষণদানের জন্য নির্বাচিত হলেন পেরিক্লিস। যথাসময়ে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একটি উচ্চ মঞ্চে দাঁড়ালেন যাতে অন্ততঃ অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁর ভাষণ শুনতে পায়। তার পর তিনি বললেন:

"আমার অধিকাংশ পূর্ববর্তী বক্তাই এখানে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন যিনি এই ভাষণদানকে আইনের অঙ্গ করেছেন, বলেছেন যুদ্ধে যাদের মৃত্যু হয় তাদের সমাহিত করবার সময় ভাষণদানের প্রথাটি সুন্দর। কিন্তু আমি মনে করি, কার্যক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে, কর্মের দ্বারাই তার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হতে পারে।—যেমন আপনারা এখানে দেখেছেন, জনগণের অর্থে এই অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে! এবং আমার মনে হয় এতজন বীরের খ্যাতি একটিমাত্র লোকের ভাষণের উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল হওয়া

উচিত নয়। কারণ আপনি যে সত্য বলছেন শ্রোতাদের মনে এই প্রতীতি জাগানোই যেখানে শক্ত, সেখানে সেই বিষয়ে ভালোভাবে কিছু বলাও কঠিন। মৃত সম্পর্কে যে অনেক কিছু জানে ও মৃতকে যে ভালোবাসে তার কাছে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে সে যা জানে ও যা শুনতে চায়, বক্তৃতায় তার চাইতে কম বলা হল। পক্ষান্তরে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি যদি তার নিজের সাধ্যাতীত কোন বীরত্বের বর্ণনা শোনে, তবে ঈর্ষাবশতঃ তা অতিরঞ্জন বলে মনে করতে পারে। যা শুনছে তা সে নিজেও করতে পারে বলে যতক্ষণ বিশ্বাস হয় সেই নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই অপরের প্রশংসা লোকের সহ্য হয়। এই সীমানা অতিক্রম করলেই লোকে ঈর্ষান্বিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। যাই হোক বক্তৃতাদানের প্রথাটি আমাদের পূর্বপুরুষেরাই প্রবর্তন ও সমর্থন করে গিয়েছেন। সেই ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং যতদূর সম্ভব আপনাদের প্রত্যেকের আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা আমার কর্তব্য।"

"আমি পূর্বপুরুষদের কথা দিয়ে শুরু করব ; কারণ এই ধরনের উপলক্ষ্যে তাঁরাই প্রথম উল্লেখের সম্মান পাবেন, ইহা ন্যায় সংগত ও যুক্তিযুক্তও বটে। আমাদের এই দেশে একই জাতি পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছে এবং পূর্ব-পুরুষদেরই সাহস ও শৌর্যের ফলে এই দেশটি আমরা লাভ করেছি। আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষরাই যদি প্রশংসার যোগ্য হন তবে আমাদের পিতারা আরো বেশী প্রশংসনীয়। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ দেশের সঙ্গে তাঁরা যে সাম্রাজ্য যোগ করেছিলেন তা আমরা ভোগ করছি এবং আমাদের এই বর্তমান পুরুষের হাতে তাঁরা যে সাম্রজ্যটি অর্পণ করে গিয়েছেন তা রক্তপাত ও পরিশ্রম বিনা সম্ভব হয়নি। আমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছি তারা অধিকাংশই নানা দিক দিয়ে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেছি এবং এখনও আমরা প্রাণ-প্রাচুর্য হতে বঞ্চিত নই। মাতৃভূমিকে আমরা এমনভাবে প্রস্তুত করে রেখে যেতে চাই যেন শান্তি ও যুদ্ধ উভয়ক্ষেত্রেই সে আপন সম্পদের উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করতে পারে।"

আপনাদের সকলের পরিচিত বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই। যে সকল সামরিক সাফল্যের দ্বারা আমরা ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছি এবং যে প্রত্যুৎপন্নমতি-সমৃদ্ধ বীরত্বের দ্বারা আমরা কিংবা আমাদের পিতারা গ্রীক অথবা বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বাধা দিয়েছি—সে সকল বিষয় সম্বন্ধে আপনারা সবাই এত ভাল জানেন যে আমি এই বিষয়ে কিছু বলব না। যে সাহসের সঙ্গে আমরা নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি এবং যে শাসনব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা প্রণালী আমাদের এত মহান করেছে আমি শুধু তার সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই। তারপর আমি মৃতদের প্রশংসার্থে কিছু বলব। কারণ আমার মনে হয় বর্তমান উপলক্ষ্যে বক্তা পূর্বোক্ত বিষয়ে কিছু বলতে পারেন। তা অযৌক্তিক নয় এবং সমবেত নাগরিক ও বিদেশী সকলেরই একথা শুনতে ভাল লাগবে।

"প্রথমেই আমি বলতে চাই আমাদের শাসনব্যবস্থা প্রতিবেশীদের অনুকরণ নয় বরং আমরাই অন্যদের আদর্শ। এই শাসনব্যবস্থায় অল্প কয়েকজনের পরিবর্তে বহুজনকে সুবিধা দেওয়া হয় বলে একে বলা হয় গণতন্ত্র। ব্যক্তিগত বিবাদের মীমাংসার সময় আইনের চোখে সকলেই সমান। জাতীয় দায়িত্ব অর্পণের সময় এক অপেক্ষা অপর জনকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হয়। এই ব্যাপারে কেউ শ্রেণীগত সুবিধা পায় না। রাষ্ট্রের সেবা করার ক্ষমতা যার আছে সে দারিদ্র্যের জন্য বাধা-প্রাপ্ত হয় না। রাজনৈতিক জীবনের মত প্রাত্যহিক জীবনেও আমরা স্বাধীন ও মুক্ত। প্রতিবেশী ইচ্ছামত পথ গ্রহণ করলে আমরা ক্রুদ্ধ হই না। প্রতি ঈর্ষান্বিত নজর রাখা তো দূরের কথা। তার গতিবিধি আপত্তিকর হলেও তা স্পষ্টতঃ ক্ষতিকারক বলে প্রতিভাত না হলে আমরা তাতে উদ্বিগ্ন হই না।"

ব্যক্তিগত জীবনে সহিষ্ণু ও স্বাধীন হলেও আমরা উচ্ছৃংখল নই। এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান রক্ষকর্তা হল আমাদের আনুগত্য। আমরা ম্যাজিস্ট্রেটকে মান্য করি, বিশেষতঃ নির্যাতিতকে রক্ষা করবার জন্য যে সকল লিখিত বা অলিখিত আইন আছে, সে গুলিকে লঙ্ঘন করতে আমরা লজ্জাবোধ করি।

"এছাড়াও কথা আছে। কাজের পর মনকে সতেজ করে তুলবার জন্য আমাদের আনন্দ লাভের অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। সারা বছর ধরে বিবিধ-প্রকার ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও ধর্মানুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমাদের গৃহ এমন সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত যে তা আমাদের মনকে সবসময় প্রফুল্ল রাখে এবং সকল প্রকার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে। আমাদের মহান দেশের আকর্ষণে সমগ্র পৃথিবীর বস্তুসম্ভার আমাদের বন্দরে এসে জমা হয়। ফলে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসমূহ আমরা আমাদের নিজেদের জিনিষের মতই উপভোগ করি।"

সামরিক নীতির ক্ষেত্রেও আমাদের এবং শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের নগর সকলের কাছেই উন্মুক্ত ; জানবার ও দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য আমরা কখনও বিদেশী-বিরোধী আইন প্রণয়ন করিনি, যদিও আমাদের এই ঔদার্য্যের ফলে শত্রুরা মাঝে মাঝে লাভবান হয়েছে। নীতি ও পদ্ধতির চাইতে আমরা নাগরিকদের সহজাত সাহসের উপরই বেশী নির্ভর করি। শিক্ষানীতির ব্যাপারেও পার্থক্য আছে। স্পার্টীয়রা অতি শৈশব থেকে সাহসী হবার জন্য কঠোর শ্রমসাধ্য শিক্ষা পেয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের জীবন এই সকল কঠোরতা থেকে মুক্ত ; তা সত্ত্বেও বিপদের সম্মুখীন হতে আমরা তাদের মতই তৎপর। এর প্রমাণও আছে। আমাদের দেশ আক্রমণ করবার সময় তারা একাকী না এসে সমস্ত মিত্রে রাষ্ট্রকে সঙ্গে করে এসেছিল। অথচ আমরা কিন্তু প্রতিবেশীরা বিরুদ্ধে একাই অগ্রসর হয় এবং বিদেশের

মাটিতেও স্বদেশ রক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের একাই সহজে পরাজিত করি। আমাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে শত্রুকে এখনও দাঁড়াতে হয়নি। কারণ একদিকে নৌবহর, অন্যদিকে বিভিন্ন কার্যে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী—এই দুই এর মধ্যে আমাদের মনোযোগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শত্রুরা আমাদের সেনাবাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন অংশকে পরাজিত করেই মনে করে যেন আমাদের সমগ্র বাহিনীকে তারা পরাজিত করেছে। নিজেরা পরাজিত হলেও তারা মনে করে আমাদের পূর্ণ শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। যদি শ্রমকঠোরতার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দ অভ্যাসের দ্বারা এবং শিক্ষাগত সাহসের পরিবর্তে প্রবৃত্তিগত নির্ভীকতার দ্বারা আমরা অনায়াসে বিপদের সম্মুখীন হতে পারি তা হলে দুটি সুবিধা পাব—ভবিষ্যতে বিপদ ঘটবে ভেবে আগে থেকে শ্রমস্বীকারের অভ্যাস থেকে আমরা মুক্ত থাকব, অথচ বিপদের সময় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তদের তুলনায় আমরা কম নির্ভীক হব না।

"শুধু এই সকল কারণেই যে আমাদের রাষ্ট্র প্রশংসাযোগ্য তা নয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ আমাদের অমিতব্যয়ী করে তোলেনি, আমরা জ্ঞানচর্চা করি কিন্তু আমাদের পৌরুষ বিসর্জন দিতে হয় না। ঐশ্বর্য্যকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাবার সম্পদ বলে মনে করি, গর্ব করবার জিনিষ বলে মনে করি না। দারিদ্র্যের জন্য নয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভাবের জন্যই লজ্জা পাওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আমাদের সরকারী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ব্যাপারেও মনোযোগ দেন, তারা শুধু রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না, এবং আমাদের সাধারণ নাগরিকেরা ব্যক্তিগত বিষয়ে ব্যস্ত থাকলেও জাতীয় বিষয় সমূহ সম্পর্কে তারা সুপরিজ্ঞাত। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ না করাকে আমরা শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব বলেই মনে করি না, মনে করি অপদার্থতা এবং এ ব্যাপারেও অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা পৃথক। নীতি নির্দ্ধারণ না করতে পারলেও আমরা সকল বিষয়েই মত প্রকাশ করতে পারি এবং আলোচনাকে কাজের পথে প্রতিবন্ধক মনে না করে ভাবি যে, কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে প্রাথমিক আলোচনাপর্ব অপরিহার্য্য। কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা দুঃসাহস ও বিচক্ষণতার অসামান্য নিদর্শন স্থাপন করি যদিও অন্যত্র সাধারণত দৃষ্ট হয়েছে যে সাহসের উৎস অজ্ঞতা এবং বিচার বিবেচনার ফল হল দ্বিধা। ক্লেশভোগ ও আরামের মধ্যেকার পার্থক্য যে সর্বাপেক্ষা ভাল জানে এবং তৎসত্ত্বেও বিপদ দেখে পশ্চাদপসারণে প্রলুব্ধ হয় না, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সাহসের অধিকারী। সাধারণ হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রেও আমাদের বৈশিষ্ট্য একক। অপরের উপকার করে আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি, অপরের কাছ থেকে উপকার পেয়ে নয়। এতে আমাদের বন্ধুত্ব আরো নির্ভর-যোগ্য হয়ে ওঠে। কারণ গ্রহীতার প্রতি সর্বদা সহানুভূতি প্রদর্শন করে আমরা তার সদাজাগ্রত কৃতজ্ঞতা লাভ করি। পক্ষান্তরে ঋণী ব্যক্তির উৎসাহ তত

বেশী হয় না কারণ সে জানে যে প্রতিদান সে দিচ্ছে তা পরিশোধ, স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত দান নয়। একমাত্র এথেনীয়গণই লাভ লোকসানের পরোয়া না করে সুবিধার কথা চিন্তা না করে শুধু ঔদার্য্য বশতই অপরের উপকার করে।"

"এক কথায় এথেন্সকে সমগ্র হেলাসের শিক্ষামন্দির বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি এথেনীয় নাগরিকেরই বহু বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতাও সর্ববিদ্যা-পারঙ্গমতার মাধুর্য্যমণ্ডিত। এই কথা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শূন্যগর্ভ আস্ফালন হিসাবে বলছি না, ইহা বাস্তব সত্য। উপরোক্ত গুণ সমূহের দ্বারা অর্জিত আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তিই তার সাক্ষ্য দেয়।"

সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র এথেন্সেরই খ্যাতি পরীক্ষিত হবার পর উজ্বলতর হয়েছে। একমাত্র তারই নিকট আক্রমণকারী পরাজিত হয়েও লজ্জাবোধ করে না। একমাত্র এথেন্সের প্রজারাই তার শাসনযোগ্যতার বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না। আমাদের কীর্তিকলাপের অগণিত নিদর্শন যেমন বর্তমানকালের বিস্ময়, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। কোন হোমার বা অন্য কোন স্তুতিকারকের আমাদের প্রয়োজন নাই, তাঁদের কাব্য হয়তো মুহূর্তের জন্য আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তাঁদের তথ্য উপস্থাপনে বর্তমান দিনের উজ্জ্বলতা থাকবে না। আমাদের দুঃসাহসিকতার সামনে প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি সাগরের পথই উন্মুক্ত হয়েছে এবং সর্বত্রই আমাদের বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতার চিরস্মরণীয় স্বাক্ষর বিদ্যমান। আমাদের এই রূপ মহিমময় রাষ্ট্রের রক্ষার্থেই এই বীরগণ মর্যাদার সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা যারা জীবিত আছি তারা এই রাষ্ট্রের সেবাতেই আনন্দের সঙ্গে সকল কষ্ট সহ্য করব।

"আমাদের দেশের প্রকৃতি সম্পর্কে আমি যদি কিছু দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে থাকি তবে তা শুধু আপনাদের এইটুকু দেখাতে যে হারবার মত সম্পদ যাদের নাই, তাদের তুলনায় যুদ্ধে আমাদের ঝুঁকি অধিক। তাছাড়া, যাদের আমি যশঃকীর্তন করছি, তা যাতে সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাও আমার ইচ্ছা। যশঃকীর্তনের কাজও সমাপ্ত প্রায়। এথেন্সের প্রশস্তি আমি গেয়েছি। এইসব মানুষ এবং এদের মত আরো অনেকের সাহস ও বীরত্বই এথেন্সকে উপরোক্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এঁদের খ্যাতি এঁদের আচরণেরই উপযুক্ত। অন্যান্য হেলেনীয়দের অধিকাংশের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।"

যোগ্যতার প্রমাণ দরকার হলে তা এঁদের জীবনের যবনিকা পতনের মধ্যেই পাওয়া যাবে—এই যুদ্ধে যাঁরা জীবনের চরম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন শুধু তাঁদের সম্পর্কেই একথা সত্য নয়, যারা এই প্রথম কৃতিত্বের নিদর্শন রাখলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কারণ স্বদেশের যুদ্ধে তাঁদের অবিচলিত

দৃঢ় সংকল্প সকল ত্রুটিকে ঢেকে দিয়েছে। সৎকাজের দ্বারা আন্যান্য স্খলন অপনোদিত হয়েছে। ব্যক্তিমানুষ হিসাবে তাঁদের ন্যূনতা নাগরিক হিসাবে তাঁদের গুণাবলীর তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে ঐশ্বর্যভোগের সম্ভাবনার দ্বারা এঁরা কেউই তেজস্বিতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি, আবার দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে সম্পদলাভের আশায় কেউই বিপদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলেননি। ব্যক্তিগত সুখ অপেক্ষা শত্রুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণই এঁদের কাছে অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এই কাজকে সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক বিপদ হিসাবে গণ্য করে তাঁরা আনন্দের সঙ্গে ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। প্রতিহিংসা গ্রহণকে স্থগিত রেখেছেন। চূড়ান্ত জয়ের অনিশ্চিত আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরা আত্মশক্তির উপর পরম নির্ভরতায় দৃপ্তভঙ্গিতে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। আত্মসমর্পণ করে জীবনধারণ অপেক্ষা বাধা দিয়ে মৃত্যু বরণই তাঁদের কাছে শ্রেয়োতর বোধ হয়েছিল। তাঁরা অসম্মানকে এড়িয়ে সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সৌভাগ্যের শীর্ষে পেঁৗছে ক্ষণকাল পরেই তারা গৌরবের সঙ্গে বিদায় নিয়েছেন।

"এঁরা এরকম মহানুভব ছিলেন—যা আমাদের নগরের উপযুক্ত। আমরা যারা জীবিত রইলাম তারা যেন কর্মক্ষেত্রে এইরকম অবিচলিত দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় স্থাপন করি। অবশ্য এর চাইতে মনোরম পরিণামের জন্যও আপনারা প্রার্থনা করতে পারেন। নগর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাসমূহ সম্পর্কে কেবল-মাত্র কথার মাধ্যমে ধারণাজাত সন্তুষ্টিলাভ না করে (যদিও আপনাদের মতন সচেতন শ্রোতার বক্তার নিকটও এইগুলি মূল্যবান আলোচ্য বিষয়) আপনারা নিজেরাই এথেন্সের শক্তি উপলব্ধি করুন, দিনের পর দিন এথেন্সের মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন, যতদিন না তার প্রতি ভালবাসায় আপনাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায় ততদিন একাগ্র হয়ে থাকুন। অতঃপর তার মহিমোজ্জ্বল মূর্তি আপনাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে গেলে চিন্তা করবেন যে দুঃসাহসী কর্তব্যসচেতন ব্যক্তিদের দ্বারাই এথেন্স এই অবস্থায় উন্নীত। যুদ্ধের সময় অমর্যাদার আশংকা তাঁদের মধ্যে সদা জাগরূক ছিল। কোন কার্যে অসফল হলেও তাঁরা স্বদেশকে তাঁদের বীরত্ব থেকে বঞ্চিত করেননি এবং স্বদেশের বেদীমূলে নিবেদন করেছেন তাদের এই শ্রেষ্ঠ উপচার। হাসিমুখে সমবেত ভাবে তাঁরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার প্রতিদান পেয়েছেন। প্রত্যেকে পুনঃ পুনঃ যে যশঃকীর্তন লাভ করেছেন তা কখনও পুরাতন হবে না। তাঁরা লাভ করেছেন সর্বোত্তম সমাধিস্থান—যে সমাধিতে তাঁদের দেহ শায়িত আছে আমি তার কথা বলছি না, মানুষের যে মনে তাঁরা চিরন্তন জ্যোতি নিয়ে বিরাজ করছেন আমি তার কথাই বলছি। উপযুক্ত সময়ে বাক্যে ও কর্মে তাঁদের দৃষ্টান্ত চিরকালই আমাদের প্রেরণা যোগাবে। সমস্ত পৃথিবীটাই বীরগণের স্মরণস্তম্ভ, স্বদেশে সমাধির উপর উৎকীর্ণ লিপিই

শুধু তাঁদের স্মরণীয় করে রাখে না, বিদেশেও তাঁদের লিপিবিহীন স্মরণচিহ্ন আছে—তা পাথরে খোদাই, তা উৎকীর্ণ রয়েছে মানুষের হৃদয়ে। আপনারা তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। স্বাধীনতা এবং বীরত্বের উপরই সুখ নির্ভরশীল এবং একথা স্মরণ রেখে যুদ্ধে বিপদের সময় সাহস হারাবেন না। নিঃস্বরা জীবনকে তুচ্ছ করতে পারে না, কারণ তাদের আশা করবার মত কিছুই নেই ; পারে তারাই, দীর্ঘায়ত জীবনে যাদের বহু অজ্ঞাত পরিবর্তন আসতে পারে, এদের কোনরূপ বিচ্যুতি মারাত্মক ফলাফল বহন করে আনে। তেজস্বী ব্যক্তির কাছে শক্তি ও দেশপ্রেমের চরম মুহূর্তে আগত অলক্ষ্য মৃত্যু অপেক্ষা কাপুরুষতার অধঃপতন অনেক বেশী শোচনীয়।"

"সুতরাং মৃতদের যে পিতা-মাতারা এস্থলে উপস্থিত আছেন, আমি তাঁদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করব না। আমি শুধু তাঁদের সান্ত্বনা বিধান করব। তাঁরা জানেন যে এই পৃথিবীতে পরিবর্তন ও আকস্মিকতা জীবনে অনেক আসে। কিন্তু এদের জীবন যেরূপ গৌরবময়ভাবে পরিসমাপ্ত হয়েছে এবং আপনারা যে শোক প্রকাশ করতে সমবেত হয়েছেন, তা একটি বিশেষ সৌভাগ্যপূর্ণ ঘটনা। এঁদের জীবনের আয়ুষ্কালও এত সুপরিমিত যে সুখের মধ্যেই জানি তা বেদনাদায়ক। বিশেষতঃ একদা আপনারা নিজেরা যা নিয়ে গর্ববোধ করতেন অন্যদের গৃহ সেই সৌভাগ্যে ভরপুর দেখলেই আপনাদের এঁদের কথা মনে পড়ে যাবে। কারণ না পাওয়া জিনিষের অভাব অপেক্ষা দীর্ঘদিনের পাওয়া জিনিষ হারাবার দুঃখ অধিক। উপযুক্ত বয়ঃসম্পন্ন যারা আছেন তারা নতুন সন্তানলাভের আশায় এই দুঃখ সহ্য করতে পারবেন। মৃত সন্তানের দুঃখ নবজাতরা তো অপনোদন করবেই, রাষ্ট্রকেও তারা নতুন শক্তি ও সাহস জোগাবে। পিতার স্বার্থ ও শঙ্কার দৃষ্টিকোণ নিয়ে যে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না সেই নাগরিকের কাছ থেকে কখনই অন্যদের মত ন্যায়সংগত নীতি আশা করা যায় না। যারা বয়সের প্রাচীনত্বের কারণে সন্তানলাভ করতে পারবেন না তারা যেন একথা স্মরণ করে তৃপ্তিলাভ করেন যে জীবনের বেশীরভাগ সময় তাদের সুখেই কেটেছে এবং জীবনের সংক্ষিপ্ত বাকি অংশটি যেন প্রয়াত সন্তানের খ্যাতিতেই তারা ভরে তুলতে পারেন। কারণ একমাত্র মর্যাদার প্রতি অনুরাগই কখনও ম্লান হয় না। ঈপ্সিত সাফল্য নয়, মর্যাদাই অসহায় বৃদ্ধহৃদয়কে সঞ্জীবিত করে তোলে।"

"যারা মৃতদের পুত্র ও ভ্রাতা, তাদের সামনে আমি কঠিন সংগ্রাম দেখতে পাচ্ছি। মৃতদের সম্পর্কে সকলে প্রশংসাই করে এবং আপনারা বীরত্বের চরম সীমায় উপনীত হলেও মৃতদের প্রতিষ্ঠিত সুনামের কাছাকাছি পৌঁছানোও আপনাদের পক্ষে দুরূহ হবে। জীবিতদের ঈর্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় কিন্তু পথ থেকে সরে গেলেই মানুষ যে সম্মান

লাভ করে তা আন্তরিক ও অবিসংবাদী। পক্ষান্তরে যে সকল মহিলা এখন স্বামীহারা হয়েছেন তাদের যদি আমরা কিছু বলা কর্তব্যই হয় তবে তা হবে সংক্ষিপ্ত পরামর্শ দান। আপনাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত না হলে আপনারা মহান গৌরব অর্জন করবেন। প্রশংসা বা নিন্দা যে ব্যাপারেই হোক না কেন, যে মহিলা পুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম আলোচিত হন, সর্বাপেক্ষা গৌরব তারই।"

"আমার কার্য এখন সমাপ্ত। এবং যথাসাধ্য আমি তা নিষ্পন্ন করেছি। অন্ততঃ ভাষণ দ্বারা চিরাচরিত রীতির চাহিদা পূর্ণ হয়েছে। কার্যের প্রসঙ্গে এইমাত্র বলা যায় যে এস্থলে সমাহিত ব্যক্তিরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মানের খানিকটা ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের সন্তানেরা সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত জাতীয় ব্যয়ে লালিত হবে এবং এইভাবেই আমরা তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদার বাকিটুকুও পূরণ করব। মৃতেরা এবং তাঁদের সন্তানেরা যে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তার প্রতিদানে এইটুকুই রাষ্ট্রের পুরস্কার। যেখানি গুণের পুরস্কার সর্বোত্তম, সেখানে সেরা নাগরিকের জন্ম হয়।'

"এখন প্রিয়জনেদের প্রতি শোকপ্রকাশের পর আপনারা স্থানত্যাগ করতে পারেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ, এথেন্সে মহামারী, পেরিক্লিসের নীতি, পটিডিয়ার পতন।

যুদ্ধের প্রথম বৎসরের শেষে শীতকালে এইভাবে জাতীয় শোকপালন সমাপ্ত হল। পরের বৎসর গ্রীষ্মের সূচনায় আগের মতই পেলোপনেসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ সমগ্র বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে অ্যাটিকা আক্রমণ করল। আর্কিডেমাস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। শিবির স্থাপন করে তারা লুণ্ঠনকার্যে প্রবৃত্ত হল। তারা অ্যাটিকাতে পৌঁছুবার অল্পকাল পরেই এথেনীয়গণের মধ্যে মহামারী দেখা দিল। লেমনসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং অন্যত্র অনেক স্থানে আগেই প্লেগের প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এথেন্সের মত অন্য কোথাও রোগের এইরূপ সাংঘাতিক আক্রমণ ও মৃত্যুযজ্ঞ সংঘটিত হয়নি। সঠিক পদ্ধতি না জানা থাকায় চিকিৎসকগণ প্রথম কোনো প্রতিকার করতে পারেন নি, বরং চিকিৎসকগণের মধ্যেই মৃত্যু ঘটল সর্বাধিক, কারণ তাঁরাই রোগীর সংস্পর্শে আসিতেন সর্বাপেক্ষা বেশী। কোনো বিদ্যা বা কোনো কৌশলই কাজে লাগল না। মন্দিরে প্রার্থনা, দৈববাণীর সাহায্য গ্রহণ, সমস্তই ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের আঘাতে লোকে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিল।

কথিত আছে যে ইথিওপিয়ায় রোগটি প্রথম দেখা দিয়েছিল। সেখানে মিশর, লিবিয়া ও পারসিক সাম্রাজ্যের অনেক স্থানে ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। এথেন্সে রোগটির আক্রমণ হঠাৎ শুরু হয় এবং প্রথম-আক্রান্ত হয় পাইবিউসের অধিবাসীগণ। তাদের সন্দেহ হল যে, পেলোপনেসীয়গণ জলাধারগুলিকে দূষিত করে দিয়েছে যার ফলে এই রোগের বিস্তার। সে সময় পাইরিউসে কোনো কূপ ছিল না। পরে রোগটি এথেন্সের অভ্যন্তরেও বিস্তারলাভ করে এবং মৃতের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। রোগটির উৎপত্তি এবং কারণ (যদি এত বিরাট বিপর্যয়ের উপযুক্ত যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়) সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা আমি অন্য লেখকগণের হাতেই ছেড়ে দিলাম,—তাঁরা চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হোন বা না-ই হোন। আমি শুধু তার প্রকৃতি ও লক্ষণগুলি বর্ণনা করে যাচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে এর আবার প্রাদুর্ভাব ঘটলে লোকে সহজেই চিনতে পারে। একাজ আমি উত্তমরূপেই করতে পারব, কারণ আমি নিজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং অন্যদের উপরও এই রোগেব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলাম।

সকলেই স্বীকার করেন যে সেই বৎসরটি অন্য সকল রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। যে কয়টি অসুস্থতার ঘটনা ঘটল, সবই প্লেগ বলে পরিগণিত হল। প্লেগ রোগ আক্রমণের কোনো সুস্পষ্ট কারণ পাওয়া যায়

না। নিখুঁত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরও সহসা মাথা দারুণ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, চোখ ফুলে লাল হয়, গলার ভিতর ও জিভ রক্তবর্ণ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এর পরের উপসর্গ হল হাঁচি ও স্বরভঙ্গ, বুকের ব্যথা ও কাশিও অবিলম্বে শুরু হয়ে থাকে। তারপর পাকস্থলীতে গন্ডগোল দেখা দেয়, নানা প্রকার আন্ত্রিক রস বমির সঙ্গে বের হয়ে আসে, তার সঙ্গে শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। প্রায়ই বমনোদ্রেক হয় ও ভয়ংকর খিঁচুনি হতে থাকে, কখনও কখনও তা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়, আবার কখনও কখনও অনেক-ক্ষণ স্থায়ী হয়। বাইরে থেকে স্পর্শ করলে দেহ খুব বেশি তপ্ত বোধ হয় না, দেহে কোনো প্রকার বিবর্ণতাও দেখা যায় না। চামড়ায় লালচে আভা ও কালসিটা দেখা যায়, এগুলি পরে ফুস্কুড়ি ও ঘায়ে পরিণত হয়। শরীরের ভিতর এমন প্রদাহ হতে থাকে যে, খুব পাতলা ক্ষৌমবস্ত্রের স্পর্শও অসহ্য বোধ হয়, ইচ্ছা হয় দেহকে সম্পূর্ণ অনাবৃত রাখতে। রোগীর ইচ্ছা হয় ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যাদের দেখবার কেউ ছিল না তারা অনেকেই তাই করত—প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু জল-পানের তারতম্যে তৃষ্ণা নিবারিত হত না। সর্বক্ষণ থাকে অনিদ্রার যন্ত্রণা, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড অস্থিরতা। রোগ চরমে পেঁছিলে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে বরং সকল যন্ত্রণা সহ্য করবার এক আশ্চর্যজনক ক্ষমতা লাভ করে। ফলে সপ্তম ও অষ্টম দিন পর্যন্ত দেহে কিছু শক্তি থাকে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রদাহের দরুণ এই সময়ের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। তা না ঘটলে রোগটি ক্রমে অন্ত্র আক্রমণ করে, আন্ত্রিক ক্ষত ও উদরের পীড়া দেখা দেয় ভীষণরূপে এবং রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে সেই দুর্বলতাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রোগটি প্রথমে মস্তকে আক্রমণ করে, পর্যায়ক্রমে দেহের প্রতিটি অঙ্গেই দেখা দেয়। রোগাক্রান্ত যারা মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় তাদের হাত-পা ইত্যাদিতে রোগটি তার চিহ্ন রেখে যায়। হাতের ও পায়ের আঙ্গুল ও জননেন্দ্রিয়ে রোগটি এমনভাবে আক্রমণ করে যে রোগমুক্ত হবার পরও অনেকেরই এ সকল ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যায়, অনেকে এমন কি দৃষ্টিশক্তিও হারায়। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেও অনেকেই সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশের কবলে পড়ে—নিজের কিংবা বন্ধুগণের বিষয়ে কিছুই মনে করতে পারে না।

এই রোগের প্রকৃতি বর্ণনাশক্তির অতীত এবং এর যন্ত্রণা যেন মানুষের সহ্যাতীত বলে মনে হয়। তাছাড়া নিম্নোক্ত দিক দিয়েও এই রোগের সঙ্গে অন্য সকল সাধারণ রোগের একটি বিরাট পার্থক্য আছে। যদিও অনেক মৃতদেহই অসমাহিত অবস্থায় পড়ে থাকত, তবু যে সকল পশু-পাখি মানুষের মাংস খায় তারা এগুলির ধারেকাছেও যেত না বা একবার মাত্র স্বাদগ্রহণ করেই মারা পড়ত। তার প্রমাণ এই যে, এই রোগের প্রাদুর্ভাবের

পর শিকারী পাখি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল—মৃতদেহগুলির নিকটে বা অন্য কোথাও তাদের দেখা যেত না। অবশ্য এটি কুকুরের মত গৃহপালিত পশুর দ্বারাই সর্বাপেক্ষা ভালোভবে পরীক্ষা করা চলে। অতএব, এইগুলিই হল প্লেগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বক্তিভেদে যে সকল অদ্ভুত বিশেষ বিশেষ উপসর্গ দেখা দিয়েছিল সেসকল আমি বাদ দিয়েছি। যতদিন এর প্রকোপ ছিল, ততদিন এথেন্স অন্যসব ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল। কিংবা যদিও কদাচিৎ অন্য রোগাদি দেখা দিয়েছে, তবে তাও শেষ অবধি এই পীড়াতে দাঁড়াত। কেউ কেউ অবহেলার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, আবার অনেককে আপ্রাণ চেষ্টা করে বাঁচানো যায়নি। নিশ্চিত ও পরীক্ষিত কোনো চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল না। কোনো কেনো ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থায় উপকার পাওয়া যেত, অন্যত্র আবার হয়ত তাতেই ক্ষতি হত। সবল ও দুর্বল উভয়েই এ রোগ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। লোকে যদি বুঝতে পারত যে তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তবে তখনই এরূপ নিরাশ হয়ে যেত যে তাই হত সর্বাপেক্ষা মরাত্মক। তাদের সব আশা এমনভাবে নিভে যেত যে রোগ প্রতিরোধের সকল শক্তিই তারা হারিয়ে ফেলত এবং অতি সহজেই রোগের ভয়াবহতার শিকার হয়ে পড়ত। রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা করতে গিয়ে মানুষ যখন গরু ভেড়ার মত মারা যেতে লাগল তখন সেই দৃশ্য ছিল ভয়াবহ। এইভাবেই লোক মারা গিয়েছিল সর্বাধিক। পীড়িত ব্যক্তিগণের দেখাশোনা করতে লোকে ভয় পেতে লাগল, ফলে বহু রোগী অবহেলায় মারা গেল। বাস্তবিক বিনা শুশ্রূষাতেই বহু গৃহ জনহীন হয়ে পড়েছিল। আবার পীড়িতগণের দেখাশোনা করতে গিয়েও জীবন হানি ঘটত। কর্তব্যপালনই যাদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে তা আরো অধিক পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। নিজেদের নিরাপত্তার চিন্তা করতে কুণ্ঠিত হয়ে এরা এমন সব বন্ধুর বাড়িতেও যেত যে বাড়ির লোকেরা বিপদেব প্রচন্ডতায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত আত্মীয়স্বজনের জন্য সাধারণ শোক প্রকাশেও অক্ষম হয়ে পড়েছেন। কিন্তু রোগাক্রান্ত যারা আরোগ্যলাভ করেছিল, পীড়িত ও মুমূর্ষদের প্রতি তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সমবেদনা বোধ করত। রোগযন্ত্রণা যে কী ভীষণ তা তারা জানত, তাছাড়া নিজেদের তারা নিরপদ বোধ করত। কারণ দ্বিতীয়বার এই রোরে দ্বারা কেউ আক্রান্ত হয় না এবং যদি বা হয়, তবে দ্বিতীয় আক্রমণটি কখনই মারাত্মক হয় না। তারা যে শুধু সর্বত্র অভিনন্দিত হত তা নয়, নিজেরাও আরোগ্যের সময় অতি উল্লসিত হয়ে উঠত। বিশেষত তারা মনে মনে এই ধারণা পোষণ করত যে, ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার রোগের আক্রমণ থেকেই তারা নিরাপদ।

অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, গ্রামাঞ্চলের লোকেরা ইতিমধ্যেই নগরে চলে আসে। এবং তারাই বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছিল।

তাদের কোনো বাসস্থান ছিল না। অপ্রতুল বায়ুসঞ্চালিত কুঁড়িঘরে বাস করে তারা প্রায় মশামাছির মত মারা যেতে লাগল। একটির উপর আর একটি মৃতদেহ চাপিয়ে গাদা করে রাখা হতে লাগল। অর্ধমৃত মানুষকে দেখা যেত রাস্তায় টলতে এবং জলের আশায় দলবদ্ধভাবে ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে। যেসকল মন্দিরে অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল, সেগুলি মৃতদেহে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। এই ভয়ংকর দুর্দৈব মানুষকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা অনিশ্চিত বলে ধর্ম ও আইনের নিয়মকানুন সম্পর্কেই মানুষ নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মৃতদেহের শেষকৃত্যপালনের পূর্বতন রীতিপদ্ধতির প্রায় কোনো অস্তিত্বই রইল না, কোনক্রমে কাজটি সম্পন্ন হতে লাগল। অনেক বাড়িতে মৃতের সংখ্যা এত বেশি হল যে শেষ-কৃত্য করবার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ফুরিয়ে গিয়েছিল, সুতরাং সেক্ষেত্রে চরম অশোভন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে লাগল। অন্যেরা যে চিতা প্রজ্জ্বলিত করত তাতেই তারা স্বজনগণের মৃতদেহ চাপিয়ে আগুন ধরিয়ে দিত, অথবা অন্য চিতা জ্বলছে দেখে সেখানকার মৃতদেহের উপর তারা নিজেরা যেটি বহন করে এনেছে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেত।

মহামারী থেকে আরো অনেক রকম চরম শৃংখলাহীনতার উৎপত্তি হল। ধণিগণের আকস্মিক মৃত্যু এবং কদর্পকশূন্য ব্যক্তিগণের সেই সম্পদলাভ, এরূপ অতি দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে দেখে লোকে এখন প্রকাশ্যে ও স্থিরমস্তিষ্কে এমন সব অমিতাচার করতে লাগল যা পূর্বে গোপনে অনুষ্ঠিত হত। জীবন ও অর্থ উভয়ই সাময়িক এই বোধ হওয়ার ফলে লোকে দ্রুত অর্থ ব্যয় করে জীবনকে উপভোগ করতে চাইল। যে-সকল রীতিনীতি মান্য করে মানুষ মর্যাদাবান হয়ে ওঠে, তা মান্য করবার ইচ্ছা কারও মধ্যে দেখা যেত না, কারণ সুনাম ভোগ করবার জন্য কে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে সে বিষয়েই গভীর সন্দেহ ছিল। তাৎক্ষণিক আনন্দই সকলের কাছে যুগপৎ সম্মানজনক ও মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হল, এমন কি তার জন্য সমস্ত কিছু বিসর্জন দেওয়াও অস্বাভাবিক বোধ হয়নি। ঈশ্বর কিংবা মানুষের তৈরী আইন কোনো কিছুই তাদের সংযত করে রাখতে পারেনি। ভালো বা মন্দ উভয়প্রকার লোককেই নির্বিচারে মরতে দেখে সকলের মনে হল যে, ঈশ্বরপূজা করা বা না করা একই কথা ; কৃত অপরাধের জন্য বিচারাধীন হবার জন্য আর কেউই বেঁচে থাকবে না। বরং প্রত্যেকেই ভাবল যে, অনেক বেশি গুরুতর দণ্ড এখনই তাদের উপর নেমে এসেছে ; সকলের মাথার উপরই এই দণ্ড ঝুলে রয়েছে এবং তা নেমে আসবার আগে যতটা সম্ভব আনন্দ জীবন থেকে আহরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে দিয়ে এথেন্সকে যেতে হয়েছিল তার চেহারা ছিল এইরূপ। সত্যই, অত্যন্ত দুঃসময় উপস্থিত হয়েছিল—নগরের ভিতরে

মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা আর বাইরের ভূমিতে চলছে লুণ্ঠন। এইরকম দুঃখের দিনে স্বভাবতঃই প্রাচীন দৈববাণীর কথা লোকের মনে পড়ত। একটি প্রাচীন দৈববাণীর কথা প্রবীণ ব্যক্তিগণের মুখে শোনা যেত ঃ

"ডোরীয় যুদ্ধ আসছে, এবং তার সঙ্গে মৃত্যুও"।

শব্দটি 'মৃত্যু' না 'দুর্ভিক্ষ' এই নিয়ে পূর্বে মতানৈক্য ছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যু শব্দটিই সম্ভবপর বলে বোধ হল। এটি দুঃখকষ্টের সঙ্গে স্মৃতিকে মানিয়ে নেবার একটি দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধের পর যদি ডোরীয়গণের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয় এবং তখন যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তবে আমি নিশ্চিন্ত জানি যে, লোকে অন্য পাঠটিই গ্রহণ করবে। স্পার্টীয়গণের কাছে যে দৈববাণীটি হয় ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ তাও স্মরণ করল। যুদ্ধে যাবে কিনা দেবতাকে এই প্রশ্ন করে স্পার্টীয়গণ উত্তর পায় যে, তারা যদি সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করে, তবে জয় তাদেরই হবে এবং দেবতা স্বয়ং তাদের পক্ষে থাকবেন। এথেনীয়গণের মনে হল, বর্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটছে তা দৈববাণীকেই সমর্থন করে। পেলোপনেসীয় আক্রমণের পরেই দেখা দিল মহামারী এবং পেলোপনেসীয়গণ এই পীড়ায় আক্রান্ত হল না বা হলেও সে আক্রমণ মারাত্মক হয়নি ; এর পূর্ণ বিক্রম দেখা গেল এথেন্সেই এবং এথেন্সের পর অন্যান্য জনবহুল নগরগুলিতে। এটিই হল মহামারীর ইতিহাস।

ইতিমধ্যে পেলোপনেসীয়গণ সমভূমিতে ধ্বংসকার্য চালিয়ে প্যারালীয় অঞ্চলের লরিয়াম পর্যন্ত অগ্রসর হল। এখানে এথেন্সের রৌপ্যখনিগুলি ছিল। এখানে তারা পেলোপন্নিসের দিকের অংশটিতে প্রথম লুণ্ঠন চালাল, তার পর তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ইউবিয়া ও অ্যান্ড্রোসের সম্মুখবর্তী অংশটিতে। তখনও পেরিক্লিস সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তখনও তাঁর মত ছিল যে, বাইরে যুদ্ধ করা এথেনীয়গণের উচিত হবে না।

কিন্তু আক্রমণকারিগণ যখন সমভূমিতে ছিল এবং লরিয়াম অভিমুখে অগ্রসর হয়নি, তখনই পেরিক্লিস ১০০টি জাহাজের একটি বহরকে সজ্জিত করেছিলেন। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে এই নৌবহর অগ্রসর হল। জাহাজে পেরিক্লিস চার হাজার এথেনীয় হপ্‌লাইট নিলেন এবং অশ্ববাহী জাহাজে নিলেন ৩০০ অশ্বারোহী সেনা। পুরাতন জাহাজগুলিকে মেরামত করে এই প্রথম এই কার্যে লাগানো হল। চিওস ও লেসবস থেকে আগত ৫০টি জাহাজও এই অভিযানে অংশগ্রহণ করল। পেলোপনেসীয়গণ তখনও প্যারালীয় অঞ্চলে ছিল। পেলোপন্নিসের এপিডরাসে পৌঁছে সেখানে তারা অধিকাংশ স্থানে লুণ্ঠন চালাল, এমনকি আক্রমণ করে নগরটি দখলের আশাও তাদের ছিল, যদিও তা ব্যর্থ হল। তারা পেলোপনেসীয় উপকূলবর্তী ট্রীজেন, হালিয়েয়িস এবং হার্মিওনে ধ্বংসকার্য চালাল। তারপর তারা ল্যাকোনিয়ার

উপকূলের সুরক্ষিত নগর প্রাসিয়াইতে পেঁছাল এবং এখানে ধ্বংসলীলা চালিয়ে স্থানটি দখল করে তারা লুণ্ঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করল। এরপর তারা দেশে ফিরে দেখতে পেল যে পেলোপনেসীয়গণ অ্যাটিকা পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।

পেলোপনেসীয়গণ যখন অ্যাটিকাতে ছিল এবং এথেনীয়গণ নৌ-অভিযান চালাচ্ছিল, অপর দিকে তখন এথেন্সে সাধারণ লোক এবং সেনাবাহিনীর লোক উভয়েই রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পেলোপনেসীয়গণের অ্যাটিকা ত্যাগের কারণ হল সংক্রমণের ভয়। পলাতক সৈনিকগণের মুখে তারা এথেন্সের মহামারীর সংবাদ শুনেছিল, তাছাড়া শেষকৃত্য চলতেও দেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য সকল স্থান আক্রমণ অপেক্ষা এই আক্রমণই বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অ্যাটিকাতে চল্লিশ দিন অবস্থান করে তারা সমস্ত অঞ্চলে লুণ্ঠন চালায়।

সেই গ্রীষ্মেই নিকিয়াসের পুত্র হ্যাগনন এবং ক্লিনিয়াসের পুত্র ক্লিওপোম্পাস, যাঁরা সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বে পেরিক্লিসের দুই সহযোগী, তাঁরা পেরিক্লিস যে বাহিনী নিয়ে পেলোপন্নিসে অভিযান চালাতে গিয়েছিলেন, সেই বাহিনী নিয়ে চালসিডীয়দের বিরুদ্ধে থ্রেস ও পটিডিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। পটিডিয়া তখনও অবরুদ্ধ ছিল। সেখানে পেঁছে তারা সর্বপ্রকারে স্থানটি দখল করার চেষ্টা করলেন না, বা প্রস্তুতি অনুযায়ী উল্লেখ্য কোনো সাফল্যও অর্জন করতে পারলেন না, কারণ এখানেও মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে তার ফল হল মারাত্মক। পূর্বে যে এথেনীয় বাহিনী এখানে ছিল এবং যারা এতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল তারাও এবার হ্যাগননের বাহিনীর দ্বারা সংক্রমিত হল। সৌভাগ্যবশতঃ ১৬০০ সৈন্যসহ ফোর্মিও তখন চালসিডিসের নিকটবর্তী ছিলেন না বলে তিনি নিস্কৃতি পেলেন। অবশেষ হ্যাগনন জাহাজ নিয়ে ফিরে আসলেন। চল্লিশ দিনে তাঁর জাহাজের চার হাজার হপ্‌লাইটের মধ্যে এক হাজার পঞ্চাশ জনের রোগে মৃত্যু হয়েছিল। যে বাহিনী পূর্বেই পটিডিয়ায় ছিল তা থেকে গেল এবং অবরোধ চালাতে লাগল।

পেলোপনেসীয়গণের দ্বিতীয় আক্রমণের পর এথেনীয়গণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। দুবার তাদের দেশে লুণ্ঠন চালানো হয়েছে এবং যুদ্ধ ও মহামারী একই সঙ্গে এসে তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যুদ্ধে প্ররোচনা দেবার জন্য তখন তারা পেরিক্লিসকে দোষ দিতে লাগল। তারা তাঁকে সকল দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করল এবং স্পার্টার সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠল। এমন কি সেখানে তারা দূত পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই দৌত্য সফল হয়নি। এতে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল এবং তাদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল পেরিক্লিসের উপর। অবস্থার চাপে এথেনীয়গণের তিক্ত মনোভাবের কথা

পেরিক্লিস জানতেন, তিনি পূর্বেই তা অনুমান করেছিলেন। তখনো তিনি সেনাধ্যক্ষ। এথেনীয়গণকে নবোদ্যমে জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনি একটি সভা আহ্বান করলেন। তাদের মনের উত্তেজনা প্রশমিত করে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন ঃ

"আমার বিরুদ্ধে যে আপনারা উত্তেজিত হবেন তা আমি জানতাম, কারণ ক্রোধের কারণগুলি আমার অজ্ঞাত নয়। তাই আমি এই সভা আহ্বান করেছি কয়েকটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে। আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অযৌক্তিক ক্রোধ ও দুর্ভাগ্যের চাপে আপনাদের ভগ্নোৎসাহ দেখে আমি তার প্রতিবাদ করতে চাই। আমার মত এই যে, জাতীয় দুর্দিনে যদি কোনো ব্যক্তি-বিশেষ লাভবানও হয়, তবু তা অপেক্ষা জাতীয় উন্নতিতেই সাধারণ লোকের অধিক কল্যাণ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে একটি মানুষের প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও দেশের পতনের সংগে তার ভাগ্যও জড়িত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্র যতক্ষণ নিরাপদ আছে ততক্ষণই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা থাকে। সুতরাং যেহেতু নাগরিকের বিপদে রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের সমস্ত দায়িত্ব কোনো নাগরিকই একা বহন করতে পারে না, অতএব রাষ্ট্রের রক্ষাকল্পে আমাদের সকলের সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ কর্তব্য নয় কি? আপনারা এখন যা করছেন তা কি অন্যায় নয়? ব্যক্তিগত বিপর্যয়ে আপনারা এত হতাশ হয়েছেন যে জাতীয় নিরাপত্তার কথা আপনারা বিস্মৃত, যুদ্ধের পক্ষে পরামর্শদানের জন্য আমার প্রতি ও ভোটদানের জন্য নিজেদের প্রতি ধিক্কার দিচ্ছেন। তবু যদি আপনারা আমার প্রতি ক্রোধ পোষণ করে থাকেন, তবে তা হবে এমন একজন লোকের প্রতি যে আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত নীতি নির্ধারণের জ্ঞান ও তা ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতায় অদ্বিতীয়, যে শুধু দেশপ্রেমিকই নহে, সৎ-ও বটে। কোনো বিষয়ে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, তার পক্ষে তা অজ্ঞতার সমতুল্য। এই উভয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যার দেশপ্রেম নাই, দেশের স্বার্থবিষয়ে তার বক্তব্য হবে নির্বিকার ও নিরুত্তেজ। অথবা যদি দেশপ্রেম কারও উৎকোচগ্রহণ প্রবণতাকে বাধা দিতে না পারে তবে অর্থের বিনিময়ে সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যখন আপনারা আমার পরামর্শ শুনে যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেছিলেন, তখন এসকল বিষয়ে আপনারা অন্তত আমাকে কিঞ্চিৎ উন্নত মনে করেছিলেন। আমি ভুল করেছি—এই অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হবার কোনো সংগত কারণ নিশ্চয়ই আর নেই।"

"ইচ্ছামত যে-কোনো পথ অবলম্বন করবার সুবিধা থাকলে এবং ভাগ্য-লক্ষ্মী বিপন্ন হবার আশংকা না থাকলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার সামিল। কিন্তু যেখানে নিষ্ক্রিয় থাকার অর্থই হল স্বাধীনতা

বিসর্জন দেওয়া এবং বিপদ বরণ করবার অর্থ স্বাধীনতারক্ষা, সেখানে যে ঝুঁকিগ্রহণ করবে না সে অবশ্যই নিন্দার্হ, যে করবে সে নয়। আমি পূর্বে যেমন ছিলাম তেমনই আছি, পরিবর্তন হয়েছে আপনাদের। দুর্ভাগ্য যখন আপনাদের স্পর্শ করেনি তখন আপনারা আমার পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এবং তারপর অনুতাপ করবার জন্য দুর্ভাগ্যের আঘাত নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। নিজেদের সংকল্পের দৃঢ়তারা অভাবেই আপনারা আমাদের নীতিকে ভ্রান্ত বলে মনে করছেন, কারণ এই নীতির সঙ্গে অবধারিতভাবে যে দুঃখকষ্ট সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা আপনারা ভোগ করছেন এখনই ; কিন্তু এতে যে কল্যাণ নিহিত তা বহু দূরবর্তী এবং এখনো সকলের কাছে তাহা অস্পষ্ট। সুতরাং এখন হঠাৎ একটি বিপর্যয় ঘটে যাওয়াতে আপনারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রসর হতে দ্বিধাবোধ করছেন। সমস্ত হিসাব ও অনুমানের বাইরে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো ঘটনা ঘটলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়। সর্বোপরি মহামারীর আকস্মিক ভয়ংকর প্রকোপে, আপনাদেরও তাই হয়েছে। কিন্তু আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আপনারা একটি মহান রাষ্ট্রের নাগরিক, তারই উপযুক্ত জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে আপনারা গড়ে উঠেছেন। সুতরাং আপনাদের চরম বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং নিজেদের যশোগৌরব অম্লান রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে। কেউ যদি ঔদ্ধত্যবশে যে খ্যাতির সে যোগ্য নয় তা দাবী করে তবে তাকে যেমন আমরা অপছন্দ করি, তেমনি দুর্বলতাবশত কেউ যদি স্বীকৃত খ্যাতি হারাতে উদ্যত হয় তবে তার প্রতিও মানুষের কোনো সমবেদনা থাকে না। সুতরাং আপনাদের প্রত্যেকেরই উচিত ব্যক্তিগত দুঃখ সহ্য করে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।"

"যদি আপনারা মনে করেন যে যুদ্ধকালীন দুঃখকষ্ট ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে অথচ আমরা জয়ের সীমানাতে উপনীত হতে পারব না, তবে এই প্রকার আশংকার যে-কোনো কারণ নেই সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আমি যা বলেছি তা স্মরণ করে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আরো একটি কথা আমি বলব। এই সুবিধাটি আমাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিজনিত, সম্ভবত এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি এখনো আকৃষ্ট হয়নি, আমার পূর্বতন বক্তৃতাসমূহেও একথা কখনো উল্লিখিত হয়নি। আপনাদের এমন নৈরাশ্যপীড়িত না দেখলে এখনো এবিষয়ে উল্লেখ করতাম না, কারণ, তা অনেকটা দম্ভোক্তি বলে বোধ হবে। আপনারা সম্ভবত মনে করেন যে মিত্রসমবায়ের মধ্যেই আমাদের সাম্রাজ্যটি সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃত সত্য আপনাদের কাছে আমি উদ্ঘাটিত করব। দৃশ্যে দুটি অংশে পৃথিবীতে কার্যক্ষেত্র বিভক্ত—জল ও স্থল। এদের একটির উপর আপনাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুধু বর্তমান আধিপত্যের নিরিখে বলছি না, ভবিষ্যতে যদি আপনারা অধিকতর বিস্তৃত এলাকা দখলে ইচ্ছুক হন সেই

হিসাবেও বলছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপনাদের নৌবহরের শক্তিসামর্থ্য এমন যে আপনাদের জাহাজ যত্রতত্র যেতে পারে, পারস্যের রাজা বা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির সাধ্য নেই, তাতে বাধাদান করে। ভূ-সম্পত্তি কিংবা গৃহ হারাবার বিষয়টি যদিও আপনাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বোধ হচ্ছে তবুও আপনাদের বুঝতে হবে যে এগুলির সুবিধা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই ক্ষতিতে দুঃখপ্রকাশ না করে এইগুলিকে উদ্যান ও অন্যান্য শৌখীন জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করুন, দেখবেন, উভয়েই তুল্যমূল্য। আপনাদের শক্তির মূল উৎসের কাছে দুই-ই সমান মূল্যহীন। মনে রাখতে হবে যে যদি আমরা স্বীয় প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারি তবে এই স্বাধীনতাই আমাদের হৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু অপরের নিকট মাথা নত করবার অর্থ হল বর্তমানে যা আছে তাও বিসর্জন দেওয়া। আপনাদের পিতৃপুরুষগণ এই সাম্রাজ্য অন্য কারো কাছ থেকে লাভ করেননি, তাঁরা নিজেরা অর্জন করেছেন। স্বীয় শ্রমার্জিত সম্পদ তাঁরা হেলায় হারাননি, অটুট অবস্থায় আপনাদের হাতে সমর্পণ করেছেন। অন্তত এই বিষয়ে আপনাদের তাঁদের সমকক্ষ হতে হবে। পাওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়া অপেক্ষা লব্ধ সম্পদ হারানো অনেক বেশি লজ্জাকর। শুধু সাহস নয়, শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে। কাপুরুষের হৃদয়েও অজ্ঞতাপ্রসূত আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বাভিমান শুধু তাদেরই থাকতে পারে শত্রুর তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার মতো যথেষ্ট কারণ যাদের আছে। যখন দু'পক্ষের সুবিধা সমান, তখন জ্ঞানের দ্বারা সাহস বৃদ্ধি করতে হয়। ইহা শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করতে সাহায্য করে এবং আশার উপর (আশা হল মরিয়াদের অবলম্বন) বিশ্বাস স্থাপন না করে প্রকৃত তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে। কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক অনুমানের ব্যাপারে শেষোক্তটি অধিক নির্ভরযোগ্য!"

"গৌরবময় এথেন্সের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য আমাদের স্বদেশ আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই সেবা দাবী করতে পারে। এই মর্যাদা আপনাদের সকলের কাছে গর্বের বিষয়, কিন্তু তার দায়িত্ববহনে অসম্মত হয়ে আপনারা সাম্রাজ্যের গৌরবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মনে করবেন না যে শুধুমাত্র স্বাধীনতা বা দাসত্বের প্রশ্ন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করছি। যার সঙ্গে সাম্রাজ্য হারাবার ও এই সাম্রাজ্য শাসন করতে গিয়ে আমরা যে ঘৃণাভাজন হয়েছি সেই সংক্রান্ত বিপদের প্রশ্নও জড়িত আছে। সাম্রাজ্য ত্যাগ করাও এখন আর আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য বর্তমান মুহূর্তের আতঙ্কে রাজনৈতিক উচ্চাশাবর্জিত কেউ কেউ এইপ্রকার সততার মোহে আচ্ছন্ন হতে পারেন। কারণ, সহজ করে বলিতে গেলে আপনাদের অধিকারভুক্ত সাম্রাজ্যটির শাসনকে স্বৈরাচার বলা যেতে পারে। ইহা আয়ত্ত করা অন্যায় হতে পারে, কিন্তু এই

সাম্রাজ্য ত্যাগ করা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। যারা এইরকম করতে বলে ও অপরকে স্বমতে আনতে চেষ্টা করে তারা শীঘ্রই ধ্বংস ডেকে আনবে। যদি তারা নিজেরা স্বতন্ত্র থাকে তবু ফল হবে একই, কারণ রাজনীতিতে বিতৃষ্ণা-পরায়ণ ও উচ্চাভিলাষশূন্য ব্যক্তিদের পাশে সক্রিয় রক্ষাকর্তা না থাকলে তারা টিঁকে থাকতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী নগরে তারা মূল্যহীন। যদিও অপরের অধীনস্থ নগরের ক্রীতদাস হিসাবে তারা নিরাপদ।"

"এই ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হওয়া আপনাদের উচিত নয়, কিংবা আমার প্রতিও আপনাদের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কারণ, আমি যদি যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকি তা তো আপনাদের সঙ্গেই। শত্রু আপনাদের দেশ আক্রমণ করেছে সত্য, এবং শত্রুর দাবী স্বীকার করতে অসম্মত হলে সে যা করে থাকে তাও করেছে সত্য। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে মহামারী অনুমানা করতে পারিনি। আমি সব কিছুর মত শুধু একথাই আমরা আগে অনুমান করতে পারিনি। আমি জানি যে, মহামারীর জন্যই আমি অধিকতর অপ্রিয় হয়ে উঠেছি। অপ্রত্যাশিতভাবে যে-সকল সুবিধা আমাদের করায়ত্ত হবে তার জন্য কৃতিত্বের অংশ আমার উপর ছেড়ে দিতে প্রস্তুত না থাকলে অপ্রত্যাশিত বিপদের জন্য আমাকে দায়ী করা সম্পূর্ণ অন্যায়। ঈশ্বরের দান নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইহাই এথেন্সের প্রাচীন পদ্ধতি, তা থেকে বিচ্যুত হবেন না। মনে রাখবেন যে বিপর্যয়ের কাছে নতিস্বীকার করেনি বলেই পৃথিবীতে এথেন্সের খ্যাতি শীর্ষে আহোরণ করতে পেরেছে। যুদ্ধে উৎসর্গীকৃত জীবন ও শ্রমের পরিমাণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এথেন্সেরই অধিক। ফলে এথেন্স এমন শক্তির অধিকারী যা ইতিপূর্বে আর কখনো কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ বংশধরগণ পর্যন্ত আমাদের এই গৌরব স্মরণ করবে। কালক্রমে সব কিছুই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে আমরা যদি কখনো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই তবুও লোকে স্মরণ করবে যে, অধিকাংশ হেলেনীয় রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তাব করতে আমরা যে-কোনো হেলেনীয় রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি সফল হয়েছি। হেলেনীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ কিংবা একক শক্তির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ বহু যুদ্ধে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচল থেকেছি এবং আমরা যে নগরে বাস করছি তা সম্পদে ও মহত্ত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্লথ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিরা এই সমস্ত কিছুর সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু কর্মচঞ্চল হৃদয়ে এইগুলি অনুকরণস্পৃহা জাগ্রত করবে এবং এতৎসত্ত্বেও যারা এইসকল লাভে অসমর্থ হবে, তাদের মনে ঈর্ষাপূর্ণ দুঃখ উৎপাদন করবে। যে কেউ সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেছে তারা সকলেই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা লাভ করেছে। বিতৃষ্ণা যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিতৃষ্ণা উদ্রেক করাই প্রকৃত বিচক্ষণতা। ঘৃণা দীর্ঘস্থায়ী নয়, কিন্তু বর্তমানের ঔজ্জ্বল্য

ও ভবিষ্যতের গৌরব মানুষের মনে চির-অম্লান হয়ে জাগ্রত থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতের গৌরব ও বর্তমানের মর্যাদার জন্য দৃঢ়সংকল্প হোন এবং এই দুই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অবিলম্বে উৎসাহী ও তৎপর হোন। স্পার্টায় দূত প্রেরণ করবেন না এবং বর্তমান দুঃখ-কষ্টের আঘাতে হতাশার কোনো লক্ষণ প্রদর্শন করবেন না। বিপদে যারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না বরং বিপদকে প্রতিহত করতে যারা সদা তৎপর, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয়।"

এইভাবে পেরিক্লিস তাঁর প্রতি এথেনীয়গণের ক্রোধ নির্বাপিত করতে চাইলেন এবং বর্তমান দুঃখকষ্ট থেকে তাদের মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন। জাতিগতভাবে তিনি তাদের স্বমতে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা স্পার্টায় দূত প্রেরণের পরিকল্পনা তো ত্যাগ করলই, উপরন্তু যুদ্ধের ব্যাপারেও অধিকতর উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যে দুর্যোগের ঝড় তাদের ভোগ করতে হচ্ছিল, তার তীব্র বেদনা তারা ভুলতে পারল না। সাধারণ লোকের সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল তা বিনষ্ট হয়েছিল, ধনীরা হারিয়েছিল সুসজ্জিত গৃহসমেত শহরতলির চমৎকার ভূ-সম্পত্তি। সর্বোপরি, এথেনীয়গণকে তখন শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করতে হচ্ছিল। পেরিক্লিসের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের সামান্য অপনোদন হল, কিন্তু তাঁকে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হল। তবে জনতার ধর্ম শীঘ্রই প্রকাশ পেল— পেরিক্লিস সেনাধ্যক্ষের পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন, তার হাতে পুনরায় সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হল। ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরীণ দুঃখকষ্ট সম্পর্কে সচেতনতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল এবং জাতীয় জরুরী প্রয়োজনে তাঁর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব সকলে উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুতঃ যুদ্ধের আগে শান্তির সময় পেরিক্লিস যতদিন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিনই তিনি সুনিয়ন্ত্রিত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং সেই সময়ই এথেন্স গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করেছিল। যুদ্ধ শুরু হবার সময়েও তিনি যথাযথভাবে এথেন্সের শক্তিসামর্থ্যের পরিমাণ নিরূপণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর আড়াই বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যুদ্ধসম্পর্কিত নীতির অভ্রান্ততা আরো বেশি করে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছিলেন যে, যদি এথেন্স সুসময়ের প্রতীক্ষায় থেকে নৌবহর সম্পর্কে বিশেষ যত্ন অবলম্বন করে, যদি সে যুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা না করে এবং নগরের নিরাপত্তার ক্ষতি হতে পারে এমন ঝুঁকি গ্রহণ না করে, তবে পরিণামে এথেন্সেরই জয় হবে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ঠিক এর বিপরীত আচরণ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যাপারে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত এমন সকল নীতি গৃহীত

হয়েছিল যা এথেনীয়গণ ও তার মিত্রগণ উভয়ের পক্ষেই বিশেষ ক্ষতিকারক। এই সকল নীতি সফল হলে সম্মান ও সুবিধা হত ব্যক্তিবিশেষের, ব্যর্থ হলে বিপদ আসত রাষ্ট্রের সমগ্র যুদ্ধনীতিতে। এর কারণ অন্বেষণ খুব শক্ত নয়। পেরিক্লিস তাঁর ক্ষমতা, বুদ্ধি ও সুপরিজ্ঞাত সততার দ্বারা জনগণকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতেন, অর্থাৎ জনগণ তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করত না, বরং তিনিই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি কখনও অসদুপায়ে ক্ষমতা-লাভ করবার চেষ্টা করেননি বলে জনগণের স্তাবকতা করবার প্রয়োজন তাঁর কখনও হয়নি। বরং তিনি এত সম্মানিত ছিলেন যে, তাদের বিরোধিতাও করতে পারতেন, এমনকি তাদের উপর ক্রুদ্ধও হতে পারতেন। তাদের অকারণ গর্বোৎফুল্ল দেখলে তিনি এক কথাতে তাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন, পক্ষান্তরে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত দেখলে তিনি, তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতেন। সুতরাং নামে গণতন্ত্র হলেও এথেন্স তখন শাসিত হত কার্যতঃ প্রথম নাগরিকের দ্বারা। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারিগণের সময় অবস্থা দাঁড়িয়েছিল স্বতন্ত্র। তাঁরা প্রত্যেকেই সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করবার চেষ্টা করতেন। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল যে জনগণের খেয়ালখুশি মত শাসন পরিচালিত হত। একটি বিরাট সার্বভৌম রাষ্ট্রে এইরকম হলে যা ঘটে তাই হতে লাগল, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম ভুলভ্রান্তি হল, যেমন সেসিলীয় অভিযান। অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে তা প্রেরিত হয়েছিল তাদের শক্তি নিরূপণের ভ্রান্তিবশতঃ এই অভিযানের তত ক্ষতি হয়নি যত ক্ষতি হয়েছিল সমুদ্রপারে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ না করবার ফলে। জনগণের নেতৃত্বলাভ করবার জন্য ব্যক্তিগত ঝগড়া-বিবাদে প্রত্যেকে এত ব্যস্ত ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অচলাবস্থা ত দেখা দিলই, উপরন্তু এই প্রথম দেশে গৃহবিবাদ সূচিত হল। নৌবহরের অধিকাংশ ও অন্যান্য সৈন্যদল সিসিলিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গৃহবিবাদও ক্রমেই বাড়ছিল। এথেন্সের প্রায় সব মিত্রই বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং কাইরাস পেলোপনেসীয়-গণের নৌবহরকে অর্থসাহায্য দিতে আরম্ভ করলেন। এ সকল ঘটনা সত্ত্বেও এথেনীয়গণ আরো আট বৎসর ধরে প্রধান শত্রুদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ পেলো-পনেসীয়গণের বিরুদ্ধে) দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান ছিল। অবশেষে আভ্যন্তরীণ কলহে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এইরূপে অপরিমিত শক্তিসম্পদের মধ্যেই পেরিক্লিসের প্রতিভা পরিণামে এথেন্সের সহজ জয় দেখতে পেয়েছিল ; সেই জয় বহিঃসাহায্যহীন পেলো-পনেসীয়দের উপর জয়।

এই গ্রীষ্মেই স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ একশোটি জাহাজ নিয়ে এলিসের অদূরে অবস্থিত জাকিন্থাসে একটি অভিযান চালায়। সেখানকার

অধিবাসিগণ ছিল পেলোপন্নিসের অ্যাকিয়ার ঔপনিবেশিক এবং তারা এথেন্সের পক্ষে যোগদান করেছিল। জাহাজে ১০০০ স্পার্টীয় হপ্‌লাইট ছিল এবং নৌ-অধ্যক্ষ ছিলেন ক্লেমাস। দ্বীপে অবতরণ করে তারা অধিকাংশ স্থানে ধ্বংসকার্য চালাল, কিন্তু জাকিন্থীয়গণ আত্মসমর্পণ না করবার ফলে তারা ফিরে এল।

এই গ্রীষ্মের শেষের দিকেই করিন্থের অ্যারিস্টিউস, স্পার্টার অ্যানেরিস্টাস, নিকোলাস এবং স্ট্র্যাটোডেমাস, টেজীয় টিমাগোরাস এবং ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী আর্গসের পোলিসকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল এসিয়ার পথে রওনা হল। পারস্যের রাজাকে পেলোপনেসীয় পক্ষে অর্থসাহায্য ও যুদ্ধে যোগদানে প্ররোচিত করাই ছিল এই দৌত্যের উদ্দেশ্য। প্রথমে তারা থ্রেসে সিটালসেসের কাছে গেলেন। যদি তাঁকে এথেনীয় মৈত্রী ছিন্ন করে অবরুদ্ধ পটিডিয়ায় সৈন্য পাঠাতে প্ররোচিত করা যায় এবং তাঁর সাহায্যে হেলেসপণ্ট পার হয়ে ফার্নাবাজাসের কাছে পৌঁছনো যায় (সেখান থেকে ফার্নাবাজাস তাদের বাজারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।) এই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদলটি সেখানে গেল, কিন্তু সিটালসেসের কাছে তখন দু'জন এথেনীয় দূত ছিলেন—ক্যালিমেকাসের পুত্র লীয়ারকাস ও ফিলেমনের পুত্র অ্যামেইনিয়াডিস। তাঁরা সিটালসেসের পুত্র স্যাডাকাসকে (যিনি সম্প্রতি এথেনীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছেন) পরামর্শ দিলেন পেলোপনেসীয় প্রতিনিধিগণকে যেন তাঁদের হাতে সমর্পণ করা হয়, তাঁরা যেন পারস্যের রাজার কাছে যেতে না পারেন এবং যে দেশকে স্যাডোকাস নিজের বলে গ্রহণ করেছেন তার যেন কোন ক্ষতি করতে না পারেন। সুতরাং প্রতিনিধিদলটি যখন থ্রেসের ভিতর দিয়ে হেলেসপণ্ট অতিক্রম করবার জন্য নির্দিষ্ট জাহাজের কাছে যাচ্ছিল, তখন স্যাডোকাস একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাঁদের বন্দী করলেন। এই সেনাদলে লীয়ারকাস ও অ্যামেইনিয়াডিসও ছিলেন এবং স্যাডোকাস সৈন্যগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বন্দিগণকে যেন তাঁর হাতে সমর্পণ করা হয়। বন্দিগণকে তারা এথেন্সে নিয়ে আসলেন এবং কোনো বিচার না করে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে সেই দিনই তাদেরকে হত্যা করে গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হল। কারণ, পটিডিয়া ও থ্রেসের গোলোযোগের প্রধান উদ্যোক্তা অ্যারিস্টিউস যদি কোনক্রমে উদ্ধার পেয়ে যান, তবে ভবিষ্যতে তিনি হয়ত আরো ক্ষতিসাধন করতে পারেন বলে এথেনীয়গণ আশঙ্কা করত। তাছাড়া এই কাজটিকে এথেনীয়গণ স্পার্টার ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ বলে মনে করল। পেলোপন্নিসের চারদিকে বাণিজ্যজাহাজে ভ্রমণরত এথেনীয় ও তাদের মিত্রদেশীয় বণিকদের যে কয়জনকে স্পার্টীয়গণ ধরতে পেরেছিল তাদের সকলকেই হত্যা করে খাদে নিক্ষেপ করে স্পার্টীয়গণ আগেই অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বস্তুতঃ যুদ্ধের প্রারম্ভে স্পার্টীয়গণ সমুদ্রে যাকেই ধরেছিল—এথেন্সের মিত্রই হোক বা নিরপেক্ষই হোক—তাকেই শত্রুজ্ঞানে হত্যা করেছিল।

প্রায় একই সময়ে গ্রীষ্মের শেষভাগে অ্যাম্ব্রেসিয়া নিজস্ব এবং নব-সংগৃহীত বাহিনী নিয়ে অ্যাম্ফিলোকীয় আর্গস ও অবশিষ্ট অ্যাম্ফিলোকিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করল। আর্গসের সঙ্গে শত্রুতার কারণটি নিম্নরূপ। অ্যাম্ফিয়ারাউসের পুত্র অ্যাম্ফিলোকাস আর্গস ও অবশিষ্ট অ্যাম্ফিলোকিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ট্রয়ের যুদ্ধের পর স্বদেশ পেলোপনেসীয় আর্গসে ফিরে তিনি সেখানকার পরিস্থিতি দর্শনে বিরূপ হয়ে অ্যাম্ব্রেসীয় উপসাগরের তীরে এই নগরটি নির্মাণ করেন এবং স্বদেশের নাম অনুযায়ী নাম দেন আর্গস। অ্যাম্ফিলোকিয়াতে এটিই ছিল সর্ববৃহৎ নগর এবং এটির অধিবাসিগণও ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। অনেক পুরুষ পরে কঠিন সমস্যার চাপে পড়ে তারা অ্যাম্ফিলোকিয়ার সীমান্তবর্তী অ্যাম্ব্রেসীয়দের তাদের সঙ্গে যোগদানের আহ্বান জানাল। অ্যাম্ব্রেসীয়গণের সঙ্গে মিলিত হবার পরেই তারা বর্তমান হেলেনীয় ভাষা লিখেছিল, কিন্তু অবশিষ্ট অ্যাম্ফিলোকিয়া তাদের নিজস্ব ভাষাই ব্যবহার করে। কিছুদিন পরে অ্যাম্ব্রোসীয়গণ আর্গসবাসিগণকে বিতাড়িত করে নিজেরাই নগরটি দখল করে নেয়। অ্যাম্ফিলোকীয়গণ তখন অ্যাকার্ণানিয়ার কাছে গিয়ে উভয়ে মিলিতভাবে এথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করল। সুতরাং এথেনীয়গণ ফোর্মিওর নেতৃত্বে ত্রিশটি জাহাজ পাঠিয়ে দিল। প্রচন্ড আক্রমণের পর তারা আর্গস অধিকার করল এবং সেখানকার অ্যাম্ব্রেসীয়গণকে ক্রীতদাসে পরিণত করল। অ্যাম্ফিলোকীয়গণ তখন অ্যাকার্ণানীয়গণের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আর্গসে বাস করতে লাগল। সেই সময় থেকেই এথেন্স ও অ্যাকার্ণানিয়ার মধ্যে মিত্রতা শুরু হয়। অ্যাম্ব্রেসীয় নাগরিকগণের ক্রীতদাসত্বের পর থেকেই আর্গস ও অ্যাম্ব্রেসিয়ার মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয়। পরে, যুদ্ধ শুরু হলে, তারা এই বাহিনীটি গঠন করে। এতে ছিল তারা নিজেরা, কেওনীয়গণ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপজাতীয়গণ। আর্গসের সম্মুখবর্তী স্থানে উপস্থিত হয়ে তারা সেই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করল বটে, কিন্তু আক্রমণ করেও নগরটি দখল করতে ব্যর্থ হল। সুতরাং তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সৈন্যগণকে প্রত্যেকের স্বদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

এ সকল ঘটনাই ঘটেছিল গ্রীষ্মকালে। পরবর্তী শীতে এথেনীয়গণ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করবার জন্য ফোর্মিওর নেতৃত্বে কুড়িটি জাহাজ পাঠাল। তিনি নপাক্টাসে ঘাঁটি স্থাপন করে কারিন্থ ও ক্রিসীয় উপসাগরে আগমন নির্গমন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। ক্যারিয়া ও লাইসিয়া থেকে কর আদায়ের জন্য সেলেসান্ডারের নেতৃত্বে ছ'টি জাহাজ পাঠানো হল। তাছাড়াও আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। পেলোপনেসীয় জলদস্যুগণ যাতে স্থান দুটি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ফাসেলেস, ফিনিসিয়া এবং সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আগত বাণিজ্যজাহাজগুলির ক্ষতিসাধন না করতে

পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও এই জাহাজগুলির দায়িত্ব ছিল। জাহাজ থেকে এথেনীয় ও মিত্রদেশীয় সৈন্যদের নিয়ে সেলেসান্ডর লাইসিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকলে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তার কিছু সৈন্যও নিহত হয়।

ইতিমধ্যে পটিডীয়গণ দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অসমর্থ হয়ে এই শীতেই এথেন্সের কাছে আত্মসমর্পণ করল। পেলোপনেসীয়গণ অ্যাটিকা আক্রমণ করা সত্ত্বেও যা আশা করা গিয়েছিল তা হল না, অর্থাৎ এথেনীয়গণ পটিডিয়া থেকে চলে গেল না। পটিডিয়ার রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং খাদ্যাভাব এতদূর পৌঁছেছিল যে অন্যান্য বিভীষিকা ব্যতীতও লোকে এসে অপরের মাংস খেতে শুরু করেছিল। সুতরাং পটিডিয়া এথেন্সের সেনাধ্যক্ষগণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। ইউরিপাইডিসের পুত্র জেনোফেন, অ্যারিস্টোক্লাইডিসের পুত্র ফ্যানোমেলস ছিলেন এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ। সৈন্যবাহিনীর দুরবস্থা দেখে তাঁরাও সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাছাড়া, অবরোধের জন্য ইতিমধ্যে দু' হাজার ট্যালেণ্ট ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। সন্ধির শর্তঃ পটিডীয়গণ স্ত্রী-পুত্রও বিদেশীসৈন্যসহ পটিডিয়া ছেড়ে চলে যাবে। পুরুষেরা প্রত্যেকে একটি করে পেশাক সঙ্গে নিতে পারবে, স্ত্রীলোকেরা দু'টি করে। পাথেয় হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থও তারা নিতে পারবে। এই শর্তানুসারে তারা চালসিডিস বা অন্যত্র যেখানে সম্ভব সেখানে চলে গেল। স্বদেশ থেকে নির্দেশ না পেয়ে সন্ধি করবার জন্য এথেনীয়গণ সেনাধ্যক্ষগণের উপর দোষারোপ করল, কারণ তারা মনে করেছিলে, বিনাশর্তেই আত্মসমর্পণ আদায় করা যেত। পরে তারা পটিডিয়াতে নিজস্ব ঔপনিবেশিকগণকে পাঠিয়ে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করল। এইসব ঘটনা শীতকালে ঘটেছিল। এইভাবে থুকিডাডিস বর্ণিত ইতিহাসের বর্ষ সমাপ্ত হল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ—যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ, প্লেটিয়া অবরোধ, ফোর্মিওর সামুদ্রিক বিজয়সমূহ, সিটালসেসের নেতৃত্বে ম্যাসিডোনিয়া আক্রমণ।

পরবর্তী গ্রীষ্মে পেলোপনেসীয়গণ ও তাদের মিত্রবর্গ অ্যাটিকার পরিবর্তে প্লেটিকার বিরুদ্ধে যাত্রা করল। আর্কিডেমাস ছিলেন এই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। প্লেটিয়ার সম্মুখবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করে তিনি ধ্বংসকার্যে অগ্রসর হবেন, এমন সময়ে প্লেটীয়গণ তাঁর নিকট একদল প্রতিনিধি পাঠাল। প্রতিনিধি-গণ বলল ঃ—

"আর্কিডেমাস ও স্পার্টীয়গণ, আপনাদের এই প্লেটিয়া আক্রমণের কোন যুক্তি নেই। এতে আপনাদের নিজেদের কিংবা পিতৃপুরুষগণের কারও সম্মান বৃদ্ধি পাবে না। ক্লিওম্ব্রোটাসের পুত্র পসেনিয়াসের কথা স্মরণ করুন। আমাদের নগরের নিকট সংঘটিত যুদ্ধে তিনি হেলেনীয়দের স্বাগ্রহী সহায়তায় পারসিকগণের হাত থেকে সমগ্র হেলাসকে মুক্ত করেছিলেন। তারপরে তিনি প্লেটিয়ার বাজারে "স্বাধীনতা দাতা জিউসের" নিকট বলি উৎসর্গ করলেন এবং সকল মিত্রকে আহ্বান করে প্লেটীয়গণকে তাদের নগরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, প্লেটিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ ও জয়-লাভের দ্বারা এই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হবে না এমন প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়ে-ছিলেন। তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখলে উপস্থিত মিত্রগণ প্লেটিয়াকে সাধ্যমতো সাহায্য করবে। ঘোর বিপদ ও দুর্যোগের দিনে আমরা যে সাহস ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলাম, তার পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের পিতৃ-পুরুষগণ আমাদের এই প্রতিশ্রুতিদান করেছিলেন। আপনারা ঠিক তার বিপরীত আচরণ করছেন ; আমাদের পরম শত্রু থিবীয়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে এসেছেন। সুতরাং তখন যে সকল দেবতা সেই শপথের সাক্ষী ছিলেন তাঁদের নিকট, আপনাদের পিতৃপুরুষের দেবতাগণের নিকট এবং সর্বশেষে আমাদের স্বদেশের দেবতাগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি ; আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি শপথ ভঙ্গ করে আমাদের দেশ আক্রমণ করবেন না, পসেনিয়াসের ঘোষণানুযায়ী আমাদের স্বাধীনভাবে থাকতে দিন।"

এখানে প্লেটীয়দের বাধা দিয়ে আর্কিডেমাস বললেন ঃ—

"আপনারা যা বলছেন তা যদি করে থাকন তবে আপনাদের বক্তব্য ন্যায্য। পসেনিয়াস প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজেরা অব্যাহতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকুন। অতীতে যারা আপনাদের সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, আপনাদের সহিত শপথ গ্রহণ করেছিল এবং যারা এখন এথেন্সের পদানত, তাদের মুক্ত করবার কাজে অগ্রসর হোন। তাদের এবং তাদের ন্যায় অন্যদের

মুক্ত করবার জন্যই এই বাহিনী এবং এই যুদ্ধ। নিজেদের শপথ পালন করে আমাদের সহিত মিলিতভাবে উদ্যোগী হোন। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ ইতিমধ্যেই আপনাদের নিকট যে অনুরোধ আমরা করেছি তা রক্ষা করুন। নিরপেক্ষ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করুন। কোনো পক্ষই অবলম্বন করবেন না, দুই পক্ষকেই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করুন, কিন্তু কাউকেও যুদ্ধের মিত্র হিসাবে নয়। তাহলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।" এই কথা শুনে প্লেটিয়ার প্রতিনিধিগণ নগরে ফিরে গিয়ে সকলকে তা জানাল এবং অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে আর্কিডেমাসকে বলল যে এথেনীয়গণের সহিত পরামর্শ না করে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অসম্ভব ; তাদের স্ত্রী-পুত্র এথেনীয়গণের জিম্মায় আছে, এছাড়া নগর সম্পর্কেও তারা আশঙ্কিত। পেলোপনেসীয়গণ চলে গেলে এথেনীয়গণ যদি এসে নগরটি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়, তবে কে তাদের বাধা দেবে? কিংবা প্রস্তাবিত নিরপেক্ষতার সুযোগ গ্রহণ করে থিবীয়গণ (তারাও শপথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে) দ্বিতীয়বার বলপূর্বক তাদের নগরটি দখল করবার চেষ্টা করতে পারে। আর্কিডেমাস তাদের আশ্বস্ত করবার জন্য বললেনঃ "আপনারা শুধু নগরটি ও গৃহগুলি আমাদের হস্তে সমর্পণ করবেন। সীমানাগুলি আমাদের নির্দিষ্ট করে দেখাবেন, ফলগাছ ও অন্যান্য যা কিছু গণনা করা যায় তাদের সংখ্যা আমাদের জানাবেন এবং যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিনের মতো আপনারা নিজেরাও অন্যত্র যেখানে খুশি চলে যাবেন। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা সব কিছু আপনাদের প্রত্যর্পণ করব। যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন এ সকল আমাদের জিম্মায় থাকবে, জমিতে কৃষিকার্য হবে এবং প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ভাতা আপনারা পাবেন।"

এই প্রস্তাব শুনে প্লেটিয়ার প্রতিনিধিগণ আবার নগরে গিয়ে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে এসে জানাল যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে তারা এথেনীয়গণকে অবহিত করতে ইচ্ছুক এবং এথেন্স অনুমোদন করলে প্রস্তাবে তাদের সম্মতি আছে। মধ্যবর্তিকালে পেলোপনেসীয়গণ যাতে তাদের দেশে লুণ্ঠন না চালায় তজ্জন্য তারা একটি চুক্তি সম্পাদন করতে চাইল। তদনুসারে, তাদের এথেন্স গমন ও প্রত্যাগমনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দিনের নিমিত্ত আর্কিডেমাস একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন এবং সেই কয়দিন লুণ্ঠনকার্যে বিরত রইলেন। প্লেটিয়ার প্রতিনিধিগণ এথেন্সে গিয়ে আলোচনা করে প্লেটীয়গণের জন্য এই বার্তা নিয়ে এলঃ "প্লেটীয়গণ, এথেনীয়েরা বলছে, আমরা তাদের মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হবার পর তারা কখনো আমাদের শত্রুর মুখে পরিত্যাগ করে আসেনি এবং এখনো তারা আমাদের অবহেলা করবে না, বরং সাধ্যমতো সাহায্য করবে। আপনদের পিতৃপুরুষের উচ্চারিত শপথের নামে তারা বলেছে, বর্তমান মৈত্রীর কোনো পরিবর্তন যেন আমরা না করি।"

প্রতিনিধিগণের নিকট এই বার্তা শুনে প্লেটীয়গণ এথেনীয়দের প্রতি

বিশবস্ত থাকাই স্থির করল। তাদের দেশে ধ্বংসকার্য অনুষ্ঠিত হলে ও আরো নানাপ্রকার দুর্ভাগ্য সূচিত হলে তা তারা সহ্য করবে এবং আর কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ না করে প্রাচীরের ভিতর থেকেই উত্তর দেবে যে স্পার্টার প্রস্তাব গ্রহণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এই উত্তর শুনে রাজা আর্কিডেমাস দেশের দেবতা ও বীরগণের নিকট সভক্তি আবেদন জানালেনঃ "হে প্লেটিয়ার দেবগণ ও বীরগণ, প্রথমে যে আমার আগ্রাসী মনোভাব ছিল না আপনারা তার সাক্ষী। এ'রা প্রথম যৌথ শপথ ভঙ্গ করেছেন, তারপরে আমরা এ'দের দেশ আক্রমণ করেছি। পারসিকদের পরাজিত করবার পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যখন আপনাদের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তখন এই শপথ গৃহীত হয়েছিল। হেলেনীয় অস্ত্রকে তখন আপনারা ফলপ্রসূ করে তুলেছিলেন। এখনো আমাদের অবলম্বিত পথকে আক্রমণাত্মক বলা চলবে না, কারণ, অনেক-গুলি যুক্তিসংগত প্রস্তাব আমরা তাঁদের নিকট উত্থাপন করেও ব্যর্থ হয়েছি। কৃপা করুন যেন প্রথম অন্যায়কারিগণ এই শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং যারা ন্যায়-সঙ্গতভাবে এই শাস্তি প্রয়োগ করবে তাদের প্রতিহিংসাগ্রহণ সফল হয়।"

দেবতাগণের কাছে এই আবেদন জানাবার পর আর্কিডেমাস সসৈন্য কার্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। যে সকল ফলগাছ সৈন্যগণ কেটে ফেলেছিল সেগুলির দ্বারা বেড়া তৈরী করে পেলোপনেসীয়গণ নগরটির চতুষ্পার্শ ঘিরে ফেলল এবং প্লেটীয়গণের বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দিল। তারপর নগরের চারপাশে মাটির বাঁধ দিয়ে অবরোধ করা হল। স্বীয় সেনাবাহিনীব বিশালতাহেতু আর্কি-ডেমাস আশা করলেন যে শীঘ্রই স্থানটির পতন ঘটানো সম্ভব হবে। সুতরাং সৈন্যগণ সাইথীরন থেকে কাঠ আহরণ করে তা দিয়ে জাফরির মত তৈরী করে বাঁধের দুই পার্শ্বে পুঁতে দিল যাতে বাঁধটি শক্ত থাকে এবং কাঠ, পাথর, মাটি ও অন্য যা কিছু ব্যবহার করা সম্ভব তা দিয়ে এটি দৃঢ় করে তুলল। ৭০ দিন পালা করে দিবারাত্র পরিশ্রম করিবার ফলে বাঁধটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। একদল যখন আহার্য গ্রহণ করত বা নিদ্রা যেত তখন অপর দল কাজে লাগত ; প্রতিটি সেনাদলের সহিত সংশিলষ্ট সেনানায়ক কাজ তদারক করতেন। বাঁধটি ক্রমশঃ উচ্চতর হচ্ছে দেখে প্লেটীয়গণ বাঁধের বিপরীত দিকে তাদের নগর-প্রাচীরের উপর একটি কাঠের কাঠামো প্রস্তুত করে লাগিয়ে দিল। নিকটবর্তী বাড়িগুলি থেকে ইঁট সংগ্রহ করে এই কাঠামোটির ভিতর সেগুলি সাজিয়ে একটি প্রাচীর তারাও নির্মাণ করে ফেলল, প্রাচীরটিকে শক্ত করে বেঁধে রাখবার জন্য এবং অত্যধিক উচ্চতাজনিত দুর্বলতা হতে রক্ষা করবার জন্যই কাঠামোটি ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া একে পশুচর্ম দিয়ে আবৃত করে রাখা হল যাতে অগ্নিবাহী তীর এর কোনো ক্ষতি না করতে পারে এবং ভিতরে কর্মরত ব্যক্তিগণ নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে, এই-রূপে প্রাচীরটি খুব উচ্চ হয়ে উঠল এবং বিপরীত দিকস্থ বাঁধটিও সমান

মাত্রায় উঁচু করতে লাগল। প্লেটীয়গণ আর একটি কৌশল অবলম্বন করবার কথা ভেবেছিল, প্রাচীরটি যেখানে বাঁধকে স্পর্শ করেছে প্রাচীর ভেঙে ফেলে তারা বাঁধ থেকে মাটি বহন করে নগরে নিয়ে যেতে লাগল। পেলোপনেসীয়-গণ তা দেখতে পেয়ে কাণ্ঠনির্মিত খাঁচায় শক্ত করে মাটি লাগিয়ে ফাঁকা স্থানগুলি বন্ধ করে দিল। এতে বাঁধটি আরও শক্ত হল এবং শুধু মাটি বহন করে নিয়ে যাওয়া যত সহজ ছিল তা এখন আর তত সহজ নয়। এ পথে ব্যর্থ হয়ে প্লেটীয়গণ তাদের কর্মধারা পরিবর্তন করল। নগরের ভিতর থেকে একটি খাদ খনন করতে শুরু করে বাঁধের তলা পর্যন্ত সেটি নিয়ে গেল এবং আবার পূর্বের মতই বাঁধের মাটি বহন করে আনতে লাগল। অনেক দিন পর্যন্ত অবরোধকারীরা এসব বুঝতে পারেনি। কাজেই, বাঁধের নির্মাণ কার্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যত উঁচু হওয়া উচিত ছিল, ততটা হচ্ছিল না, কারণ, নিচের মাটি ক্রমাগত সরিয়ে ফেলবার ফলে বাঁধটি ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে বসে যাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লেটীয়গণের ভয় হল যে বিশাল পেলো-পনেসীয় বাহিনীর সম্মুখে তাদের ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে না। সেইজন্য তারা অপর একটি পন্থার অনুবর্তী হল। বাঁধের বিপরীত দিকে উচ্চ প্রাচীরের কাজ বন্ধ রেখে পুরাতন নিচু প্রাচীরের দুই ধার বরাবর অর্ধচন্দ্রাকারে নগর পর্যন্ত প্রাচীর নির্মাণ করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য এই যে, উচ্চ প্রাচীরটি অধিকৃত হলে ও এই নূতন প্রাচীর তাদের রক্ষা করবে এবং শত্রুদের তখন এর বিপরীত আর একটি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। সুতরাং ভিতরে প্রবেশ করতে হলে শত্রুকে নূতন করে সকল অসুবিধা তো ভোগ করতে হবেই, উপরন্তু তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের সম্মুখেও পড়তে হবে।

বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পেলোপনেসীয়গণ অবরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও আনছিল। তারা একটি যন্ত্রকে বাঁধের উপর তুলে তা দিকে উচ্চ প্রাচীরের বেশ খানিকটা অংশ ভেঙে ফেলল। এতে প্লেটীয়গণের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হল। অন্য কতকগুলি যন্ত্র প্রাচীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগের জন্য আনা হয়েছিল, কিন্তু প্লেটীয়গণ সেগুলি দড়ির ফাঁসের সাহায্যে হস্তগত করে অকেজো করে ফেলল, প্রাচীরের দুই ধারে দুইটি বাঁশ পুঁতে তার দুই প্রান্তে লোহার শিকল দিয়ে দুটি কড়িকাঠও তারা ঝুলিয়ে দিল। পেলোপনেসীয়গণ আক্রমণের নিমিত্ত কোনো যন্ত্র প্রাচীরের নিকট আনলেই তারা যন্ত্রটির দিকে কোণাকুণিভাবে কড়িকাঠ দু'টি তুলে ধরত ও শিকলগুলি শিথিল করে দিত। ফলে কড়িকাঠ সবেগে যন্ত্রটির উপর পড়ে তার সম্মুখভাগ ভেঙে দিত।

অবরোধের যন্ত্রপাতির অকৃতকার্যতায় এবং বাঁধের বিপরীত দিকে পাল্টা প্রাচীর নির্মিত হতে দেখে পেলোপনেসীয়গণ বুঝতে পারল যে, তাদের অবলম্বিত পন্থায় প্লেটিয়া দখল করা যাবে না। সুতরাং নগরের চতুর্দিকে

তারা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করল। তবে প্রথমে তারা আগুনের কার্য-কারিতা পরীক্ষা করে দেখল। নগরটি ছোট বলে বাতাসের সাহায্যে আগুন দিয়ে একে পুড়িয়ে ফেলা যায় কিনা তা দেখা হতে লাগল। দীর্ঘ অবরোধের ব্যয় বহন না করে নগরটি দখল করবার জন্য অন্য যে-কোন উপায়ই তারা অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং বাঁধের উপর হতে তারা বাঁধ ও প্রাচীরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কাঠের বোঝা ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। প্রচুর লোক মিলে এ কাজটি শুরু করবার ফলে শীঘ্রই স্থানটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তারা উপর থেকে নগরের ভিতরে যতদূর সম্ভব কাঠ জমা করতে লাগল এবং গন্ধক ও আলকাতরা দিয়ে কাঠে আগুন ধরিয়ে দিল। ফলে এমন প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড শুরু হল যে, মানুষের দ্বারা আর কখনও এমন অগ্নিকাণ্ড সম্ভব হয়নি। অবশ্য বাতাসের দ্বারা গাছে সংঘর্ষের ফলে আপনা হতেই মাঝে মাঝে পাহাড়ে যে দাবদাহের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলতে পারে না। যাহোক এই অগ্নিকাণ্ডটি নেহাত অনুল্লেখ্য ছিল না এবং এ পর্যন্ত সকল আক্রমণ হতে রক্ষা পেলেও প্লেটীয়গণের পক্ষে এটি মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল, নগরের একটি বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে গেল এবং শত্রুর আশা অনুযায়ী বাতাস উঠে যদি আগুন আরো ছড়িয়ে যেত তবে আর তাদের বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। যাহোক, তা আর ঘটেনি এবং শোনা যায় সেই সময় বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টি হবার ফলে আগুন নিভে গিয়েছিল ; তার ফলে প্লেটীয়গণ রক্ষা পেল।

শেষ প্রচেষ্টাও এইভাবে ব্যর্থ হওয়াতে পেলোপনেসীয়গণ সেনাবাহিনীর অধিকাংশকে ফেরত পাঠিয়ে দিল, শুধু অল্প কিছু সৈন্য রয়ে গেল নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণের কাজে। সমস্ত পরিধিটি বিভিন্ন মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। দুই পাশে দুটি পরিখা খনন করা হল এবং সেখান থেকে তারা ইঁট সংগ্রহ করল। আর্কটারাস ওঠার সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ হল। প্রাচীরের অর্ধাংশ পাহারা দেবার উপযুক্ত লোক রেখে বাকি সমস্ত সৈন্য নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। অবশিষ্ট অর্ধাংশের পাহারায় রইল বিয়োসীয়গণ। প্লেটীয়গণ এথেন্সে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং ৪০০ জন পুরুষ প্লেটীয়, ৮০ জন এথেনীয় এবং এদের রুটি প্রস্তুত করবার কাজে নিযুক্ত ১১০ জন নারী অবরুদ্ধ রইল। অবরোধ শুরু হবার সময় এই ছিল প্লেটিয়ার মোট জনসংখ্যা ; নগরের ভিতরে ক্রীতদাস বা স্বাধীন আর কেউই ছিল না।

যখন প্লেটিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে সেই সময়েই, সেই গ্রীষ্মেই দু' হাজার হপলাইট ও ছ'শ' অশ্বারোহীর এক বাহিনী সমেত এথেনীয়গণ বট্টিইয়া ও থ্রেসের পথে চালসিডিসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। তখন সদ্য ফসল পরিপক্ক হতে শুরু করেছে। দু'জন সহকারী সহ ইউরিপাইডিসের

পুত্র জেনোফন হলেন এই বাহিনীর অধ্যক্ষ। বট্টিইয়র স্পার্টোলাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তারা শস্য ধ্বংস করল। তাদের আশা ছিল যে নগরের এথেন্স-সমর্থক দলটির ষড়যন্ত্রে নগরটি তাদের পক্ষে চলে আসবে। কিন্তু নগরের অন্য দলটি ওলিন্থসে খবর পাঠাল এবং সেখান থেকে হপলাইট ও অন্যান্য সৈন্য তাদের সাহায্যার্থে চলে এল। স্পার্টোলাস হতে বহির্গত এই বাহিনীর সংগে নগরের বাইরে এথেনীয়গণের যুদ্ধ হল। চালসিডীয়গণের হপলাইট ও তাদের সাহায্যকারী বাহিনীটি এথেনীয়গণের হস্তে পরাজিত হয়ে স্পার্টোলাসে ফিরে গেল। কিন্তু চালসিডীয় অশ্বারোহী ও লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যদল এথেনীয় পক্ষের অশ্বারোহী ও হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্যদের পরাজিত করল। চালসিডীয়-গণের সংগে পূর্বেই ক্রুসিস থেকে আগত কিছু লক্ষ্যভেদী সৈন্য ছিল ; যুদ্ধের পর ওলিন্থস থেকে আরও কিছু এল। এদের পেয়ে এবং পূর্ব সাফল্যের ফলে স্পার্টোলাসের হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্যদের মনে নূতন উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার হল এবং তারা চালসিডীয় অশ্বারোহী ও সদ্য আগত অতিরিক্ত সৈন্য-দলের সাহায্যে পুনরায় এথেনীয়গণকে আক্রমণ করল। যে দুই দল সৈন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ পিছনে রেখে আসা হয়েছিল এথেনীয়গণ পিছু হটে তাদের নিকট উপস্থিত হল। এথেনীয়গণ যখনই অগ্রসর হয়ে আসত, তখনই শত্রু পশ্চাদপসরণ করত, কিন্তু ফিরতে শুরু করলেই অস্ত্র নিক্ষেপ করে তাদের জর্জরিত করে তুলত। চালসিডীয় অশ্বারোহী বাহিনীও ঘুরে ঘুরে ইচ্ছামত আক্রমণ চালাতে লাগল। অবশেষে এথেনীয় বাহিনী আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পলায়ন করতে শুরু করল এবং বহুদূর পর্যন্ত চালসিডীয় বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পটিডিয়াতে আশ্রয় নিয়ে এথেনীয়গণ একটি চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল এবং অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে এথেন্সে ফিরে গেল। ৪৩০ জন সৈন্য এবং সকল সেনানায়কই নিহত হলেন। চালসিডীয় ও বট্টিঈয়গণ একটি বিজয় চিহ্ন স্থাপন করল এবং স্বপক্ষীয় মৃতদের নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল।

সমগ্র অ্যাকার্নানিয়াকে পরাজিত করে এথেন্স হতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে অ্যাম্ব্রেসীয় ও কেওনীয়গণ সেই গ্রীষ্মেই স্পার্টাকে মিত্রগণের নিকট হতে সংগৃহীত জাহাজের এক বহর ও এক হাজার হপলাইট নিয়ে অ্যাকার্নানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে প্ররোচনা দিল। যদি জলপথে ও স্থলপথে একযোগে অ্যাকার্নানিয়া আক্রান্ত হয়, তবে উপকূলবর্তী অ্যাকার্নানীয়গণ অগ্রসর হতে পারবে না ; অ্যাকার্নানিয়া অধিকারের পর জাকিন্থাস ও সেফালোনিয়া সহজেই বিজিত হবে, ফলে এথেনীয়গণের পক্ষে পেলোপন্নিসের চতুর্দিকে টহলদারি নৌবহর পাঠানো শক্ত হবে—এই ছিল তাদের বক্তব্য। তাছাড়া নপাটাস দখলের সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং স্পার্টীয়গণ অবিলম্বে কয়েকটি জাহাজে করে হপলাইট পাঠিয়ে দিল। ক্লিমাস হলেন নৌ-অধ্যক্ষ (তিনি তখনও উচ্চ

পদাধিকারী ছিলেন)। স্পার্টীয়গণ যথাসম্ভব দ্রুত নৌবহর প্রস্তুত করে লিউকাসে পাঠিয়ে দিতে চতুর্দিকে আদেশ প্রেরণ করল। এই ব্যাপারে করিন্থীয়গণ সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিল, কারণ অ্যাম্ব্রেসিয়া ছিল তাদেরই উপনিবেশ। অতএব করিন্থ, সিকিওন ও নিকটবর্তী অঞ্চলের নগরগুলি প্রস্তুত হতে লাগল। লিউকাস, অ্যানাক্টোরিয়াম ও অ্যাম্ব্রেসিয়ার জাহাজগুলি পূর্বেই লিউকাসে উপস্থিত হয়ে অন্য সকলের জন্য অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে ফোর্মিওর দৃষ্টি এড়িয়ে ক্লিমাস ১000 হপলাইট নিয়ে উপসাগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফোর্মিও তখন কুড়িটি এথেনীয় জাহাজ নিয়ে পোক্টাসের অদূরে ঘাঁটি স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। এর পর ক্লিমাসর নেতৃত্বে হপলাইটগণ স্থলপথে যাত্রা শুরু করল। তাঁর হেলেনীয় বাহিনীর মধ্যে ছিল অ্যাম্ব্রেসীয়, লিউকেডীয় ও অ্যানাক্টোরীয়গণ। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে এসেছিল ১000 পেলোপনেসীয় হপলাইট। আর ছিল ১000 কেওনীয়। এই জাতিটির কোনো রাজা নেই। এঁদের নেতা ছিলেন ফোটিস ও নিকানোর—এঁরা দুজন ছিলেন রাজপরিবারের সদস্য, তাঁরা সেই বছর নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কেওনীয়গণের সঙ্গে কিছু থ্রেসাপেটীয় ও ছিল (তারাও রাজাহীন), ছিল স্যাবিলিংথাসের নেতৃত্বে কিছু মোলোসীয় ও অ্যাটিনটানীয় (স্যাবিলিন্থাস ছিলেন নাবালক রাজা থ্যারিপাসের অভিভাবক)। আরো ছিল রাজা ওরেয়েডুসের নেতৃত্বে কিছু প্যারাভীয় এবং রাজা অ্যান্টিকাসের প্রজা এক সহস্র ওরেস্টীয়—রাজা অ্যান্টিকাস এদের ওরোয়েডুসের নেতৃত্বেই পাঠিয়ে দিলেন। উপরন্তু, এথেনীয়গণকে না জানিয়ে পার্ডিক্কাস এক সহস্র ম্যাসিডোনীয় সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তাদের পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। এই বিরাট বাহিনী নিয়ে ক্নিমাস যাত্রা করলেন, করিন্থের নৌবহরের জন্য তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। অ্যাম্ফলোকীয় আর্গসের ভিতর দিয়ে আগ্রসর হয়ে অরক্ষিত গ্রাম লিমোনিয়া লুণ্ঠন করে অ্যাকার্নানিয়ার রাজধানী স্ট্র্যাটাসে পৌঁছে তারা ভাবল যে এটি দখল করা গেলে অবশিষ্ট দেশকে সহজেই বিজিত করা যাবে।

অ্যাকার্নানীয়গণ যখন দেখল যে তারা এক বিরাট স্থলবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত এবং এক নৌবহরও তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যত, তখন তারা প্রতিরোধের জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা না করে নিজ নিজ অঞ্চল রক্ষার্থে সচেষ্ট হল এবং ফোর্মিওর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাল। তিনি উত্তর দিলেন যে, করিন্থ থেকে একটি নৌবহর যাত্রা করতে উদ্যত, এরূপ অবস্থায় অরক্ষিত নপাক্টাসকে রেখে তিনি যেতে পারেন না। ইতিমধ্যে পেলোপনেসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ—তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে স্ট্র্যাটাস অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নগরের সম্মুখে শিবির স্থাপন করে, আলোচনার মাধ্যমে নগর দখলে ব্যর্থ হলে প্রাচীরের উপর আক্রমণ চালানো। অগ্রসরমান বাহিনীর

সৈন্যসংস্থান ছিল এইরূপ—কেওনীয় ও অন্যান্য উপজাতি ছিল মধ্যস্থলে, দক্ষিণদিকে ছিল লিউকেডীয়, অ্যানাক্টোরীয় এবং তাদের অনুগামিগণ, বামদিকে পেলোপনেসীয় ও অ্যাম্ব্রেসীয়গণকে নিয়েছিলেন কিন্নাস। তিনটি ভাগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল এবং মাঝে মাঝে একদল অপরদলের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছিল। হেলেনীয়গণ সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং মনের মত স্থানে শিবির স্থাপন না করা পর্যন্ত চতুর্দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে চলছিল। দেশের এই অঞ্চলের উপজাতিগণের মধ্যে সাহসী হিসাবে কেওনীয়গণের খ্যাতিই ছিল সর্বাধিক, তারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শিবির-স্থাপনের অপেক্ষা না করেই অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে সবেগে অগ্রসর হয়ে চলল। তাদের আশা ছিল, এক আঘাতেই তারা নগরটি দখল করে একভাবে সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী হবে। তাদের অগ্রসর হতে দেখে স্ট্র্যাটীয়গণ অবস্থাটা বুঝল এবং ভাবল যে এ বিচ্ছিন্ন অংশটিকে যদি তারা পরাজিত করতে পারে তবে পিছনের হেলেনীয়গণের মনোবল যথেষ্ট ভেঙে পড়বে সুতরাং তারা নগরের চারিধারে ওৎ পেতে রইল এবং কেওনীয়গণ সম্মুখ-বর্তী হওয়ামাত্র গুপ্তস্থান ও নগর থেকে বাইরে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর ফলে কেওনীয়গণ প্রচণ্ড আতংকিত হল এবং বহুসংখ্যক কেওনীয় নিহত হল। তাদের পশ্চাদসরণ করতে দেখে সঙ্গী অন্যান্য উপজাতিগণ পলায়ন করল এই দলটি অনেক অগ্রবর্তী ছিল বলে অবশিষ্ট দুটি দল যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না, বরং ভাবল যে, কেওনীয়গণ শিবিরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। অতঃপর পলায়নপর সৈন্যগণ তাদের নিকটবর্তী হলে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিল এবং দুটি ভাগকে একত্রিত করে সমস্ত দিন সেখানেই চুপচাপ অপেক্ষা করল। স্ট্র্যাটীয়গণ তাদের নিকট-বর্তী হল না, কারণ অবশিষ্ট অ্যাকার্নানীয়গণ তখনও এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু তারা দূর থেকে অস্ত্র ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করে শত্রুকে বিব্রত করে তুলল ; বর্ম না পরে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল যে, এই ধরনের যুদ্ধে অ্যাকার্নানীয়গণ খুব নিপুণ হয়ে উঠেছে।

রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্নাস দ্রুত সৈন্যদল নিয়ে স্ট্র্যাটাস থেকে নয় মাইল দূরে অ্যানাপাস নদীর ধারে চলে এলেন ; পরদিন তিনি এক চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করলেন। সহৃদয় ঈনিয়াডি জাতি সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হল এবং তিনি অ্যাকার্নানীয়গণের অতিরিক্ত সেনাদল এসে পৌঁছবার আগেই তাদের দেশে গমন করলেন ; সেখান থেকে সকলে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল। কেওনীয়গণের বিরুদ্ধে জয়ের চিহ্নস্বরূপ স্ট্র্যাটীয়-গণ একটি স্মারক স্থাপন করল।

ইতিমধ্যে করিন্থ ও অন্যান্য মিত্রগণের যে নৌবহরটি ক্রিসীয় উপসাগরে সমবেত হয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিন্নাসকে সাহায্য করা এবং অভ্যন্তরস্থ

অ্যাকার্নানীয়গণের সঙ্গে উপকূলবর্তী অ্যাকার্নানীয়গণের সংঘবদ্ধ হবার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা। কিন্তু এই কাজে তারা সফল হয়নি। স্ট্র্যাটাসে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন তারা নপাক্টাসে অবস্থিত কুড়িটি এথেনীয় জাহাজসহ ফোর্মিওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। তারা যখন উপকূল ঘেঁসে উপসাগর থেকে বের হচ্ছিল ফোর্মিও তখন সব লক্ষ্য করছিলেন, কারণ তিনি তাদের উন্মুক্ত সমুদ্রে আক্রমণ করতে চান। কিন্তু করিন্থীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ অ্যাকার্নানিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, সমুদ্রে যুদ্ধ করবার কোন পরিকল্পনাই তাদের ছিল না। তাদের জাহাজগুলিও শুধুমাত্র সৈন্য বহনের উপযোগী ছিল, যুদ্ধের জন্য নয়। তাছাড়া তাদের ৪৭টি জাহাজের সঙ্গে ২০ টি এথেনীয় জাহাজ যে যুদ্ধ করতে সাহস করবে তাও তারা কল্পনা করেনি। যখন তারা নিজেদের উপকূল বরাবর অগ্রসর হচ্ছিল, এথেনীয় জাহাজগুলিও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল এবং যখন তারা অ্যাকার্নানিয়ার পথে অ্যাকিয়ার প্যাট্রি থেকে বিপরীত দিকে মূল ভূখণ্ডে যাবার চেষ্টা করল তখন এথেনীয়গণ ইভেনাস নদী ও চালসিস থেকে বাইরে এল। যখন তারা রাত্রিযোগে নোঙর তুলে গোপনে যাত্রা করল তখনও তাদের উপর এথেনীয়গণের দৃষ্টি ছিল · শেষ পর্যন্ত মাঝপথে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হল। প্রতিটি মিত্র রাষ্ট্রের প্রেরিত বাহিনীর নিজস্ব সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, ম্যাকাওন, আইসোক্রেটিস ও আগাথার্কিডাস ছিলেন করিন্থীয় সেনাধ্যক্ষ। পেলোপনেসীয় জাহাজগুলি একটি বিরাট বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হল, কোন ফাঁকই রইল না, পোতাগ্রভাগগুলি রইল বাইরের দিকে এবং পশ্চাদ্‌ভাগ রইল ভিতরের দিকে। দলের সঙ্গে যে ছোট জাহাজগুলি ছিল সেগুলি এবং ৫টি জাহাজ যে কোন মুহূর্তে বের হয়ে বৃত্তের যে কোন সংকটাপন্ন অংশের সাহায্যার্থে যেতে পারেব। এথেনীয় জাহাজগুলি সারিবদ্ধভাবে বৃত্তটির চারধারে ঘুরতে লাগল এবং এত কাছ হতে ঝাপ্‌টা মেরে যেতে লাগল মনে হল যেন এখনই বুঝি আক্রমণ করবে ; তার ফলে ক্রমশ বৃত্তটিও সংকুচিত হতে বাধ্য হল। ফোর্মিও অবশ্য আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত যেন আক্রমণ শুরু করা না হয়। তাঁর আশা ছিল যে স্থলবাহিনীর মত পেলোপনেসীয়গণ এখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবে না, জাহাজগুলি একটি অন্যটির ঘাড়ে গিয়ে পড়বে এবং ছোট জাহাজগুলি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। যদি উপসাগর থেকে বাতাস ওঠে (যে বায়ুর আশায় তিনি প্রদক্ষিণ চালিয়ে গেলেন এবং যে বাতাস সাধারণতঃ ভোরের দিকে দেখা দেয়), তবে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হল, তারা একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারবে না। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন আক্রমণ করাটা তাঁর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করছে কারণ তাঁর জাহাজগুলি শত্রুর চেয়ে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট এবং ঠিক বাতাস উঠবার সময় যদি আক্রমণ করা যায় তবে আশানুরূপ ফললাভ হবে। ইতিমধ্যে শত্রু-জাহাজগুলি সংকীর্ণ পরিসরে

খুব ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে গিয়েছিল এবং বাতাস উঠবার ফলে বাতাস ও ছোট জাহাজগুলি তাদের গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল, ফলে শীঘ্রই সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। জাহাজগুলি একটি অপরটির গায়ে নিয়ে পড়েছিল এবং নাবিকগণ বাঁশ দিয়ে সেগুলি দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। এক জাহাজ থেকে অপর জাহাজে চীৎকার, আর্তনাদ, শপথ-বাক্য-বিনিময় প্রভৃতি চলল, তাতে অধ্যক্ষগণের আদেশ বা সারেঙদের কথা কিছু শোনা গেল না। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে দাঁড় চালাবার অভ্যাস না থাকায় কর্ণধারগণ জাহাজ আয়ত্তে রাখতে পারছিল না। ঠিক এই সময় ফোর্মিও সংকেত ছিলেন এবং এথেনীয়গণ আক্রমণ করল। তারা একজন নৌ-অধ্যক্ষের জাহাজ ডুবিয়ে ছিল এবং তারপর সামনে যে জাহাজ পেল তাই ডুবিয়ে দিতে লাগল। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেউই তাদের বাধাও দিল না বরং অ্যাকিয়ার প্যাট্রি ও ডাইমির দিকে পালাতে লাগলেন। পশ্চাদ্ধাবন করে এথেনীয়গণ ১২টি জাহাজ দখল করল এবং অধিকাংশ নাবিককে বন্দী করে মলিক্রিয়ামে নিয়ে গেল। রিয়াম অন্তরীপে একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করে পোসিডনকে একটি জাহাজ উৎসর্গ করে তারা নপাকটাসে ফিরে গেল। পেলোপনেসীয়গণ তাদের অবশিষ্ট জাহাজগুলি নিয়ে ডাইমি ও প্যাট্রি থেকে উপকূল বরাবর এলিসের অস্ত্রাগার সিলেনি অভিমুখে অগ্রসর হল এবং সেখানে স্ট্র্যাটাসের যুদ্ধের পর ক্লিমাস ও তাদের সংগে যোগদানে আগত লিউকাসের জাহাজগুলির সংগে মিলিত হল।

স্পার্টীয়গণ তখন ক্লিমাসের নৌবহরের কাছে টিমোক্রেটিস, ব্রাসিডাস ও লাইকোফ্রন এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত একটি কমিশনার দল পাঠাল। আবার একটি নৌ-যুদ্ধের জন্য তাঁরা নৌ-বহরটিকে প্রস্তুত করতে এসেছিলেন। এবার যেন সেই যুদ্ধ আগেরবারের মত ব্যর্থ না হয় এবং মাত্র কয়েকটি শত্রু জাহাজের দ্বারা তারা সমুদ্র থেকে বিতাড়িত না হয় এটাই ছিল লক্ষ্য। কারণ কিছুতেই তারা এই পরাজয়ের কারণ নির্ণয় করতে পারছিল না, বিশেষতঃ এটিই ছিল তাদের প্রথম নৌ-যুদ্ধ। এথেনীয়গণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার তুলনায় তাদের নৌ-বিদ্যার চর্চা যে অতি সামান্য একথা চিন্তা না করে, নৌ-বহরের যে কোন ত্রুটি থাকতে পারে ইহা কল্পনাও না করে, তারা মনে করল নিশ্চয় অন্য কোথাও গলদ রয়েছে। সেইজন্যই ক্রোধের বশবর্তী হয়েই কমিশনারগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা পেঁৗছেই ক্লিমাসের সংগে কাজে লেগে গেলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে জাহাজের জন্য আবেদন জানান হল এবং সেখানে যে জাহাজগুলি তখনও যুদ্ধের উপযোগী ছিল। তাদের সজ্জিত করা হল। ইতিমধ্যে ফোর্মিও আপন সাফল্য ও শত্রুদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির খবর এথেন্সে জানালেন এবং অনুরোধ করলেন যেন অতি দ্রুত তাঁকে যত বেশী সম্ভব জাহাজ পাঠান হয়। যুদ্ধের আশঙ্কা তিনি প্রতিদিনই করছিলেন। এথেনীয়গণ ২০টি জাহাজ পাঠিয়ে দিল। কিন্তু অধিনায়ককে নির্দেশ দিল তিনি যেন প্রথমে ক্রীটে যান। কারণ

গোরটিসের ক্রিটীয় নিকিয়াস, যিনি এথেনীয়গণের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি তাদের সিডোনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে প্ররোচিত করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই শত্রু-নগরটিকে তিনি তাদের জন্য অধিকার করে দেবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মিডোনিয়ার প্রতিবেশী পলিকনিটীয়গণের স্বার্থ রক্ষা করা। সুতরাং তিনি জাহাজ নিয়ে গেলেন এবং পলিকনিটীয়দের সহযোগিতায় সিডোনিয়াতে ধ্বংসকার্য চালালেন। কিন্তু বিপরীত বায়ু ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্রচুর সময়ও নষ্ট হল।

যখন এথেনীয়গণ ক্রীটে বিলম্ব করছিল তখন পেলোপনেসীয়গণ সিলেনিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। অতঃপর উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে অ্যাকিয়ার প্যানোরমাস অভিমুখে তারা রওনা হল। সেখানে তাদের স্থলবাহিনীও সাহায্যার্থে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ফোর্মিও-ও উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে মোলিক্রিয়রিয়ামে গেলেন এবং আগে যে ২০টি জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন সেগুলি নিয়েই রিয়ামের বাইরে নোঙর করলেন। রিয়ামের সঙ্গে এথেন্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পেলোপনেসীয় রিয়ামের বিপরীত দিকে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে সমুদ্রের বিস্তৃতি ছিল এক মাইলের তিন চতুর্থাংশ। ইহা ক্রিসীয় উপসাগরের মুখে অবস্থিত। প্যানোরমাসের অদূরে (যেখানে তাদের সৈন্যদল ছিল) এই অ্যাকিয়ার রিয়ামে এখন পেলোপনেসীয়গণ ৭৭টি জাহাজ নিয়ে নোঙর করল, কারণ তারা বিপরীতদিকে এথেনীয়গণকে নোঙর করতে দেখে-ছিল। ছয়-সাতদিন ধরে উভয়পক্ষই পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ও মহড়া দিচ্ছিল। পূর্ব বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে এক পক্ষ রিয়াম থেকে উন্মুক্ত সমুদ্রে বের হতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, আবার অপর পক্ষ প্রণালীতে প্রবেশ করতে অসম্মত ছিল. আবার সংকীর্ণ স্থানে যুদ্ধ হলে তা শত্রুর পক্ষে সুবিধাজনক হবে। অবশেষে ক্লিমাস, ব্রাসিডাস ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষগণ স্থির করলেন এথেন্স থেকে আরো জাহাজ এসে পৌঁছবার আগেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে পূর্ব যুদ্ধের শোচনীয় ব্যর্থতার পরে দলের অধিকাংশই এত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে যে, যুদ্ধ শুরু করবার কোনো আগ্রহ তাদের নেই। সুতরাং প্রথমে তাদের সমবেত করে মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বললেনঃ—

"পেলোপনেসীয়গণ, বিগত যুদ্ধের জন্য আপনারা কেউ যদি আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে থাকেন তবে আমরা বলছি যে সেই ভয়ের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আপনারা জানেন, বিগত যুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতি অতি সামান্য ছিল। আমরা নৌ-যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে রওনা হইনি, আমাদের লক্ষ্য ছিল স্থলযুদ্ধ। তাছাড়া, ভাগ্য আমাদের অনুকূলে ছিল না এবং আমাদের প্রথম নৌ-যুদ্ধে পরাজয়ের পিছনে অনভিজ্ঞতার ভূমিকাও কম ছিল না। সুতরাং কাপুরুষতার জন্য আমরা পরাজিত হইনি। বলপ্রয়োগের দ্বারা দৃঢ় সঙ্কল্প

অবদমিত হয়নি, অনমনীয় সঙ্কল্পের দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে এখনো বহু করণীয় কাজ অর্ধসমাপ্ত, তার তীব্রতা একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ভেঙে পড়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে আকস্মিক দুর্ঘটনা সকলের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে, কিন্তু নির্ভীক হৃদয়ে সাহস চিরদৃপ্ত। যতদিন সেই সাহস দীপ্যমান, ততদিন লোকে কখনই ত্রুটি ঢাকতে অনভিজ্ঞতার ওজর প্রদর্শন করে না। শত্রুদের তুলনায় আমাদের অভিজ্ঞতা ন্যূন হতে পারে, কিন্তু তার ক্ষতি-পূরণ হবে আমাদের সাহসিকতার উৎকর্ষে। শিক্ষাগত নৈপুণ্য শত্রুগণ অর্জন করেছে বটে, কিন্তু জরুরী অবস্থায় তা প্রয়োগ করতে হলে চাই বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিপদের সামনে একটি দুর্বল হৃদয়ের শিক্ষাগত নৈপুণ্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ, ভয়ে মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং বীরত্ব ব্যতিরেকে নৈপুণ্য সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাদের অভিজ্ঞতা-জনিত শ্রেষ্ঠত্বকে আপনারা দৃঢ় সাহসিকতার শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা প্রতিহত করবেন। পূর্বতন পরাজয়ের কারণ হল তখন আপনারা প্রস্তুত ছিলেন না। মনে রাখবেন আপনারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আপনারা নিজেদের উপকূলের অদূরে যুদ্ধ করছেন। হপ্‌লাইট বাহিনী আপনাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত। সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অধিকতর সুসজ্জিত দলই যুদ্ধে জয়লাভ করে। সুতরাং আমাদের পরাজয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। পূর্বতন ত্রুটিগুলি থেকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষালাভ করব। সুতরাং কর্ণধার বা নাবিকগণ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করুন। যিনি যেখানে নিযুক্ত আছেন কেউ সেই স্থান ত্যাগ করবেন না। আপনাদের পূর্বতন অধিনায়কগণ অপেক্ষা আমরা কম সুদক্ষ নই এবং আমরা কাউকেই ভুল করবার সুযোগ দেব না। কেউ অসদাচরণ করতে উদ্যত হলে আমরা তাকে যথোচিত শাস্তিদান করব। সাহসিগণ বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করবেন।"

এইভাবে সেনাধ্যক্ষগণ সৈন্যদের উৎসাহিত করে তুললেন, ফোর্মিও-ও তাঁর সৈন্যগণের মনোবল সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দেখলেন যে তারা নিজেদের মধ্যে আন্দোলন করছে এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাচ্ছে। সুতরাং তাদের মনে নতুন উৎসাহ সঞ্চার করবার জন্য ও বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য তিনি তাদের সমবেত করলেন। পূর্বেও তিনি প্রায়ই তাদের বলেছেন যে, যত বৃহৎই হোক না কেন এমন কোনো নৌ-বহর নেই তাঁরা যার সম্মুখীন হতে পারেন না। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের এই গর্ব আছে যে এথেনীয় হিসাবে তাঁরা কখনো পিছু হটে আসবেন না—পেলোপনেসীয় জাহাজের সংখ্যা যাই হোক না কেন। কিন্তু এখন তিনি চাক্ষুষ দেখলেন যে সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছে। অতএব, তিনি তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য বললেনঃ—

"শত্রুদের সংখ্যাধিক্যে আপনারা আশঙ্কিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু

আমি চাই না যা প্রকৃত ভীতিকর নয় এমন কিছু দেখে আপনারা শঙ্কিত হোন। প্রথমতঃ, শত্রুগণ ইতিমধ্যেই আমাদের দ্বারা পরাজিত। তারা নিজেদের আমাদের সমকক্ষ বোধ করে না বলেই এতগুলি জাহাজ সমাবেশ করেছে। তারা মনে করে সাহস তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। স্থলযুদ্ধের সাফল্যের অভিজ্ঞতা তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত করেছে। তারা মনে করছে যে সমুদ্রেও একই ব্যাপার ঘটবে। কিন্তু বস্তুতঃ স্থলে তারা শক্তিশালী, সমুদ্রে শক্তিশালী আমরা। তারা আমাদের অপেক্ষা অধিক সাহসী নয়। তাছাড়া নৌ-যুদ্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাজনিত আত্মবিশ্বাস আছে। মিত্রদের উপর স্বীয় আধিপত্যকে স্পার্টা নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করছে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের এই বিপদের মধ্যে সে টেনে এনেছে, নইলে এমন চূড়ান্ত পরাজয়ের পরেও আবার একটি যুদ্ধের জন্য তারা কখনই প্রস্তুত হ'ত না। সুতরাং তাদের দুঃসাহসিকতাকে ভয় করবার কিছু নেই। পক্ষান্তরে আপনারাই তাদের মধ্যে আশঙ্কা জাগ্রত করেছেন। ইতিমধ্যেই আপনারা তাদের পরাজিত করেছেন এবং তারা মনে করে যে সেই রকম সুনিশ্চিত সাফল্যের উপযুক্ত কিছু করতে উদ্যত না হলে আমরা তাদের সম্মুখীন হতাম না। আমাদের শত্রুর ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেউ যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয় তখন বুঝতে হবে যে সে দৃঢ় সংকল্পের পরিবর্তে শক্তির উপর অধিক নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে, যে স্বেচ্ছায় নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তার নির্ভরতা অবশ্যই আভ্যন্তর সম্পদ্-প্রাচুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য পেলোপনেসীয়-গণ আমাদের যুক্তিহীন সাহস দেখে যতখানি আতঙ্কিত বোধ করছে, আমাদের সমানুপাতিক প্রস্তুতি দেখলেও তারা ততখানি শঙ্কিত বোধ করত না। তাছাড়া, নৈপুণ্য ও কখনও কখনও সাহসের অভাবে অনেক বৃহৎ শক্তি এযাবৎ ক্ষুদ্র শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই দুটি ত্রুটি থেকেই আমরা মুক্ত।"

"সম্ভব হলে আমি উপসাগরে যুদ্ধ করব না, সেখানে জাহাজ চালনাও করব না। কারণ, অনেকগুলি বিশৃঙ্খল জাহাজের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী ও সুপরিচালিত জাহাজের পক্ষে অপরিসর সমুদ্র নিঃসন্দেহে অসুবিধাজনক। দূর থেকে ভালভাবে নিরীক্ষণ না করে কেউ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, দরকারমতো পশ্চাদপসরণ করতে পারে না, শত্রুপার্শ্ব ভেঙে দিয়ে আবার পিছিয়ে আসতেও পারে না, অথচ দ্রুতগামী জাহাজের পক্ষে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধকৌশল। অপরিসর স্থানে নৌ-যুদ্ধ অনেকটা স্থলযুদ্ধই হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। সুতরাং সকলে নিজ নিজ স্থানে থাকুন এবং অধিনায়কগণের আদেশের প্রতি তীক্ষ্ম লক্ষ্য রাখুন, বিশেষতঃ আমরা কাছাকাছি আছি বলে এতে অধিকতর সুবিধা। মনে

রাখবেন, যুদ্ধে শৃঙ্খলা ও নীরবতার প্রয়োজন সর্বাধিক, বিশেষতঃ নৌ-যুদ্ধে। আমাদের অতীত কীর্তির অনুরূপ যোগ্যতার সঙ্গে শত্রুর সম্মুখীন হবেন। এই যুদ্ধের ফলাফলের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হবে—হয় পেলোপনেসীয়-গণের সামুদ্রিক শক্তিলাভের আশা ধূলিসাৎ হবে, নতুবা সামুদ্রিক শক্তিতে তারা এথেনীয়গণের প্রায় সমকক্ষ হবে। আমি পুনরায় একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ইতিমধ্যেই আপনারা তাদের অধিকাংশকেই পরাজিত করেছেন এবং পরাজিত শত্রু দ্বিতীয়বার সমান দৃঢ়তা নিয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে না।"

এভাবে ফোর্মিও সৈন্যগণকে উৎসাহিত করলেন। এথেনীয়গণ উপসাগরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক নয় দেখে পেলোপনেসীয়গণ তাদের ভিতরে আনবার উদ্দেশ্যে চারটি সারিতে বিভক্ত হয়ে উপসাগরের ভিতর দিয়ে প্রত্যুষে স্বদেশাভিমুখে রওনা হল। নোঙর ফেলবার সময় দক্ষিণ সারি নেতৃত্ব দিয়ে-ছিল, এখনো তাই হল। এই সারিতে কুড়িখানি শ্রেষ্ঠ জাহাজ ছিল। তাদের অনুমান ছিল এই যে, তারা নপাক্টাস যাচ্ছে মনে করে ফোর্মিও স্থানটি রক্ষার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন। তখন তারা তাঁর গতিরোধ করবে এবং আক্রান্ত এথেনীয় জাহাজগুলি এদের সারির বাইরে যাবার চেষ্টা করলেও পারবে না এবং ধ্বংস হবে। যা' ভাবা গিয়েছিল তাই হল। নপাক্টাসে কোনো রক্ষি-বাহিনী ছিল না, সুতরাং পেলোপনেসীয়গণকে যাত্রা করতে দেখে ফোর্মিও শঙ্কিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত রওনা হলেন এবং উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে লাগলেন। মেসেনীয় স্থলবাহিনী তাঁর সাহায্যের জন্য পাশে পাশে চলছিল। একটি সারিতে শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় চলতে চলতে এথেনীয়গণ উপ-সাগরের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং উপকূলের খুব কাছেই থাকে। পেলো-পনেসীয়গণ ঠিক তাই চেয়েছিল। সুতরাং তারা একটি সংকেতে হঠাৎ ঘুরে এথেনীয়গণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ; তাদের আশা ছিল সমগ্র এথেনীয় নৌবহরটিকে ধ্বংস করবে। কিন্তু এগারোটি এথেনীয় জাহাজ তাদের অতর্কিত আক্রমণ কোনোক্রমে এড়িয়ে পেলোপনেসীয়গণের মধ্যে থেকে পলায়ন করে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমুদ্রে এসে পড়ল; তবে অবশিষ্ট সকল জাহাজই পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল। তাদের ঠেলতে ঠেলতে উপকূলের উপর নিয়ে গিয়ে অকেজো করে ফেলা হল। যে সকল এথেনীয় সাঁতার কেটে পালাতে পারল না, তারা সকলেই নিহত হল। কতকগুলি জাহাজকে পেলোপনেসীয়গণ নিজেদের জাহাজের আঘাতে অকেজো করে খালি জাহাজ-গুলিকে গুণ টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু মেসেনীয়গণ বর্মসহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের ডেকে উঠল এবং সেখান থেকে যুদ্ধ করে সেগুলি উদ্ধার করল। শুধুমাত্র একটি জাহাজকে পেলোপনেসীয়গণ নাবিকসহ ধরতে পারল।

সুতরাং, এখানে পেলোপনেসীয়গণ বিজয়ী হল এবং এথেনীয় নৌ-বহর ধ্বংস হল। ইতিমধ্যে যে এগারোটি এথেনীয় জাহাজ পলায়ন করে উন্মুক্ত সমুদ্রে এসে পড়েছিল, পেলোপনেসীয়গণের দক্ষিণ সারির কুড়িটি জাহাজ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। এদের মধ্যে একটি ব্যতীত আর সব কয়টি নিরাপদে নপাক্টাস পৌঁছাল এবং পেলোপনেসীয়গণ যদি সেখানেও তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, সেজন্য তারা অ্যাপোলোর মন্দিরের সম্মুখে উপকূলের নিকটে পোতাগ্রভাগ শত্রুর দিকে নিবদ্ধ করে প্রস্তুত হয়ে রইল। শীঘ্রই পেলো-পনেসীয়গণ বিজয়-গীত গাইতে গাইতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। অবশিষ্ট এথেনীয় জাহাজটিকে একটি লিউকেডীয় জাহাজ বেশ কিছু দূর থেকে অনুসরণ করছিল। উপকূলের নিকট একটি বাণিজ্য-জাহাজ নোঙর করেছিল। এথেনীয় জাহাজটি তাকে প্রদক্ষিণ করে লিউকেডীয় জাহাজটিকে আক্রমণ করল এবং ডুবিয়ে দিল। এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে পেলো-পনেসীয়গণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। বিজয়-উল্লাসে তখন আর তাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। কারো কারো দাঁড় জলে পড়ে গিয়েছিল ; মূল বাহিনীটি আসবার অপেক্ষায় তারা গতি রুদ্ধ করে রইল, যদিও শত্রুর জাহাজের কাছে এইভাবে অবস্থান করা মোটেই নিরাপদ নয়। অপর সকলে অগভীর জলে আটকা পড়ে রইল, কারণ সেই অঞ্চল সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

এই ঘটনায় উল্লসিত এথেনীয়গণের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল এবং আনন্দধ্বনি করে তারা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত্রুগণ এই সকল ত্রুটির জন্য বিব্রত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুহূর্তকাল স্থির হয়ে রইল এবং তারপর তারা যেখান থেকে যাত্রা করেছিল সেই প্যানোরমাসে পালিয়ে গেল। পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে এথেনীয়গণ নিকটবর্তী ছয়টি জাহাজ হস্তগত করল এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে তাদের যেসব জাহাজকে উপকূলের কাছে অকর্মণ্য করে রাখা হয়েছিল ও গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেগুলি তারা উদ্ধার করল। কয়েকজন নাবিককে তারা হত্যা করল এবং কতককে বন্দী করল। বাণিজ্য জাহাজটির কাছে যে লিউকেডীয় জাহাজটি ডুবিয়ে ফেলা হয়েছিল, তাতে স্পার্টার টিমোক্রেটিস ছিলেন ; জাহাজটি ডুববার সময় তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর দেহটি নপাক্টাসে ভেসে আসল। যেখান থেকে যাত্রা করে এথেনীয়গণ যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেখানে এসে তারা একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল, নিজেদের উপকূলে এসে ভাঙা জাহাজগুলি ও মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দিল। এথেনীয় জাহাজ অকেজো করে দিয়ে আগে তারা যে জয়লাভ করেছিল তজ্জন্য পেলোপনেসীয়গণ অ্যাকিয়ার রিয়ামে একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল এবং

ধৃত জাহাজটিকে উৎসর্গ করল। এথেন্স থেকে আরো জাহাজ আসতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করে লিউকেডীয়গণ ব্যতীত অপর সকলে করিন্থের পথে ক্রিসীয় উপসাগর দিয়ে যাত্রা করল। তারা চলে যাবার অল্পকাল পরেই যে কুড়িটি জাহাজের যুদ্ধের পূর্বেই ফোর্মিওর সঙ্গে যোগদান করবার কথা ছিল সেগুলি ক্রীট থেকে এসে উপস্থিত হল।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল। শীতও প্রায় এসে পড়ল। পেলোপনেসীয় নৌবহর করিন্থ ও ক্রিসীয় উপসাগরে পৌঁছবার পর তা ভেঙে না দিয়ে, মেগরীয়গণের পরামর্শক্রমে, ক্লিমাস, ব্রাসিডাস ও অন্যান্য পেলোপনেসীয় অধিনায়ক এথেন্সের বন্দর পাইরিউস আক্রমণের সংকল্প করলেন ; এথেন্সের অবিসংবাদিত নৌ-শ্রেষ্ঠত্বের জন্য স্বভাবতঃই তা অরক্ষিত ও উন্মুক্ত ছিল। স্থির হলঃ প্রত্যেকের হাতে একটি করে দাঁড়, কুশন ও জাহাজের উপর দিকের কিনারায় দাঁড়ের অবলম্বনের খোঁটার চামড়ার ফিতে থাকবে এবং করিন্থ থেকে স্থলপথে এথেন্সের দিকে সমুদ্রে গিয়ে, যত দ্রুত সম্ভব মেগারায় পৌঁছে, নিসিয়ার ডকের চল্লিশটি জাহাজ নিয়ে অবিলম্বে পাইরিউস অভিমুখে যাত্রা করা হবে। পাইরিউস পাহারা দেবার জন্য কোনো নৌবহর ছিল না; শত্রুগণ যে এইরকম আকস্মিক আক্রমণ চালাতে পারে তা' কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। লোকে ভেবেছিল, প্রকাশ্য আক্রমণের সাহস স্বেচ্ছায় কেউ করবে না, কিংবা যদি সে পরিকল্পনা কেউ করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর এথেন্সে পৌঁছবে। পরি-কল্পনা প্রস্তুত হল, এবং অবিলম্বে তা' কার্যে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রাত্রিযোগে নিসিয়া পৌঁছে তারা অগ্রসর হল, কিন্তু প্রাথমিক পরিকল্পনামত পাইরিউস অভিমুখে গেল না। এর ঝুঁকি গ্রহণ করতে তারা লজ্জিত ছিল। উপরন্তু, কথিত আছে যে, বাতাসের গতিও তাদের প্রতিহত করে রেখেছিল। সুতরাং তারা মেগারার সম্মুখবর্তী স্যালামিস অভিমুখে যাত্রা করল। মেগারা থেকে সমস্ত জাহাজের আগমন নির্গমনে বাধা দেবার জন্য স্যালামিসে একটি দুর্গ ও তিনটি জাহাজের একটি বহর ছিল। এই দুর্গটির উপর তারা আক্রমণ চালাল, শূন্য জাহাজগুলিকে গুণ টেনে নিয়ে গেল এবং আকস্মিক আক্রমণে অধিবাসিগণকে সচকিত করে দ্বীপের অবশিষ্টাংশে ধ্বংসকার্য চালাল।

ইতিমধ্যে এথেন্সে সংবোতজ্ঞাপক অগ্নি প্রজ্বলিত হল এবং সেখানে এরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হল যে, সমগ্র যুদ্ধে সেইরকম অতি অল্পই দেখা গিয়েছে। এথেন্সবাসিগণ ভেবেছিল,, পাইরিউস ইতিমধ্যেই অধিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং পাইরিউসের লোকেরা ভেবেছিল যে, শত্রুগণ স্যালামিস দখল করে পাইরি-উস অভিমুখে আসছে। পেলোপনেসীয়গণ আর একটু বেশি সাহস দেখাতে পারলে অবশ্যই তারা তা করতে পারত; কোনো বাতাসই তাদের বাধা দিতে

পারত না। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই এথেনীয়গণ সমগ্র শক্তিকে সমবেত করল, জাহাজগুলিকে জলে ভাসাল এবং প্রচণ্ড কোলাহলের সঙ্গে স্যালামিস অভিমুখে যাত্রা করল অতি দ্রুত। তাদের স্থলবাহিনী রইল পাইরিউস রক্ষা করবার কাজে। পেলোপনেসীয়গণ প্রায় সমগ্র স্যালামিসেই লুণ্ঠন চালিয়েছিল ; কিন্তু উদ্ধারকারী দলটি আসছে বুঝিতে পেরে তারা লুণ্ঠিত দ্রব্য, ধৃত বন্দিগণ ও তিনটি জাহাজসহ 'বুদোরাম দুর্গ' থেকে দ্রুত নিসিয়াতে চলে গেল। তাদের জাহাজের অবস্থা সম্পর্কে তারা উদ্বিগ্ন ছিল, কারণ বহুক্ষণ হল এগুলিকে জলে ভাসানো হয়েছিল এবং জল প্রবেশের প্রতিরোধক কোনো ব্যবস্থা জাহাজে ছিল না। মেগারায় পৌঁছে তারা স্থলপথে করিন্থে ফিরল। তাদের স্যালামিসে না দেখতে পেয়ে এথেনীয়গণ ফিরে গেল এবং ভবিষ্যতে পাইরিউসের রক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করবার ব্যবস্থা করল। বন্দরের প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল এবং অন্যসকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হল।

প্রায় সমসময়ে শীতের প্রারম্ভে সিটালসেস পার্ডিক্কাসের বিরুদ্ধে ও থ্রেসের সন্নিকটস্থ চালসিডীয়গণের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযান করেন। তিনি যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তা কার্যকর করা এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করা—এই দুটি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যুদ্ধের প্রারম্ভে পার্ডিক্কাস অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সিটালসেসের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। সেই চুক্তির শর্ত ছিল এই যে সিটালসেস তাঁর সঙ্গে এথেন্সের মীসাংসা করে দেবেন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা ফিলিপকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন না। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। অপর দিকে এথেনীয়গণের সঙ্গে সন্ধি করবার সময় সিটালসেস এই মর্মে এক শর্ত প্রয়োগ করেন যে, থ্রেসের চালসিডীয় যুদ্ধের তিনি অবসান ঘটাবেন। ফিলিপের পুত্র অ্যামিনটাসকে তিনি সঙ্গে নিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তাকে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার রাজা করবেন। তাছাড়া কার্যোপলক্ষ্যে যে সকল এথেনীয় দূত তাঁর রাজসভায় ছিলেন তাঁরাও তাঁর সঙ্গে রইলেন ; অধিনায়ক হিসাবে রইলেন হ্যাগনন্, কারণ একটি নৌবহর ও যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এথেনীয়গণের এই অভিযানে যোগদান করবার কথা ছিল।

প্রথমে ওড্রিসীয়গণ থেকে শুরু করে তিনি মাউন্ট হীমাস ও রোডোপের এবং পণ্টাস ও হেলেসপণ্টের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঁর অধীনস্থ উপজাতিগণকে সঙ্গে নিলেন। তার পর হীমাসের পশ্চাতে জেটী উপজাতি ও দানিয়ুব নদীর দক্ষিণে পণ্টাসের সন্নিহিত অঞ্চলের উপজাতিগণকেও নিলেন—এরা এবং

জেটীগণ উভয়েই ছিল সিথীয়গণের প্রতিবেশী ; এদের অস্ত্রশস্ত্রও একই প্রকার এবং তারা সকলেই অশ্বারোহী তীরন্দাজ। ইহা ব্যতীত তলোয়ারধারী পাহাড়ী থ্রেসীয় উপজাতিগণকেও তিনি আহ্বান জানালেন ; তাদের ডি আই বলা হয় এবং তারা সকলেই বাস করে মাউণ্ট রোডোপে। এরা কেউ কেউ বেতন-ভোগী হিসাবে, কেউ কেউ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যোগদান করল। তার পর তিনি অ্যাগ্রিয়ানিস, লীথীয় এবং তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত পীওনীয় উপজাতিগণকেও সঙ্গে নিলেন, এরা তাঁর সাম্রাজ্যের শেষ সীমান্তে বাস করে ; লীয়ীয় পীওনীয়ান ও স্ট্রাইমন নদীদ্বারা সীমান্তটি চিহ্নিত। স্ট্রাইমন নদী স্কোম্ব্রাস থেকে বের হয়ে অ্যাগ্রিয়ানীয় ও লীয়ীয়গণের দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ; এখানে সিটালসেসের সামাজ্য শেষ হয়েছে এবং স্বাধীন পীওনীয়গণের রাজ্য শুরু হয়েছে। স্বাধীন ট্রিবালিদ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ছিল ট্রেরে ও টিলটীয়-গণ। এরা স্কোম্ব্রাস পাহাড়ের উত্তরে বাস করত এবং পশ্চিম দিকে ওস্কিয়াস নদী পর্যন্ত তাদের বসতি বিস্তৃত ছিল। নেস্টাস ও হেব্রাস নদী যে পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এই নদীটিরও উৎপত্তিস্থল সেখানেই। পাহাড়টি একটি বিরাট পর্বতশ্রেণীর অঙ্গীভূত; ইহা রোডোপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এখানে কোনো মনুষ্যবসতি নেই।

অ্যাবডেরা থেকে পণ্টাসে দানিয়ুব নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল-সংলগ্ন অঞ্চলে ওড্রিসীয়গণের সাম্রাজ্য ছিল। সংক্ষিপ্ততম পথ অবলম্বন করে অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত হলে সমুদ্রপথে বাণিজ্যতরীর এই উপকূলটি অতিক্রম করতে চারদিন চাররাত্রি প্রয়োজন হয়। স্থলপথে সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে দ্রুতগতিতে চললে অ্যাবডেরা থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগে এগারো দিন। সিটালসেসের পরবর্তী রাজা সিউথেসের সময় করের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। তখন এই সকল উপজাতীয় অঞ্চল ও হেলেনীয় নগর থেকে মোট আয় হত সোনা-রূপায় মিলিয়ে চারশো ট্যালেণ্ট। তাছাড়া অন্ততঃ অনুরূপ পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য আসত উপহারের মাধ্যমে, তদুপরি আসত সাদাসিধা কিংবা কারুকার্যখচিত বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস। এই উপহার শুধু রাজাকেই দেওয়া হত না, গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ওড্রিসীয়গণও উপহার পেতেন। বস্তুতঃ এখানকার ও অন্যান্য থ্রেসীয় অঞ্চলের প্রচলিত প্রথা ছিল পারস্য রাজ্যের বর্তমান প্রথার ঠিক বিপরীত ; অর্থাৎ দান করা অপেক্ষা গ্রহণ করবার প্রথাই ছিল অধিক প্রচলিত ; প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হওয়া অপেক্ষা প্রার্থিত বস্তু না দেবার অমর্যাদা ছিল অধিক। বিশেষতঃ শক্তিশালী ওড্রিসীয়গণের মধ্যে এই প্রথা সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। উপহারপ্রদান না করে কার্যোদ্ধার করা তাদের কাছ থেকে অসম্ভব ছিল। অতএব, এটি একটি খুবই শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য সর্ববিধ ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতালাভে ইহা

পণ্টাস ও আইওনীয় উপসাগরের মধ্যবর্তী সকল ইউরোপীয় রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সৈন্য সংখ্যা ও সামরিক সম্ভারের দিক দিয়ে এর স্থান সুনিশ্চিতরূপে সিথীয়গণের পরেই ছিল। সিথীয়গণের সঙ্গে ইউরোপের কোনো দেশেরই তুলনা চলতে পারে না ; ঐক্যবদ্ধ সিথীয়গণের সঙ্গে এককভাবে এসিয়ার কোনো জাতিরও তুলনা ছিল না। অবশ্য সুসভ্য জীবনযাত্রার কলাকৌশল ও অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার বিচারে তারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিল।

এই সাম্রাজ্যের অধিপতি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। প্রথমে নিজ রাজ্যের ভিতর দিয়ে, তারপর বসতিহীন সেরসাইন পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। এই পর্বতটি সিনটীয় ও পীওনীয়গণের মধ্যে সীমানা-স্বরূপ ছিল। পীওনীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় বন কেটে এই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে যে পথ তিনি আগেই প্রস্তুত করেছিলেন সেই পথ দিয়েই তিনি পর্বতটি অতিক্রম করলেন। পর্বতটি অতিক্রম করবার সময় পীওনীয়গণ দক্ষিণ দিকে ও সিনটীয় ও মীডীয়গণ বাম দিকে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি পীওনিয়ার ডোবেরাসে পেঁছিলেন। অসুস্থতা ব্যতীত আর কোনোভাবেই তাঁর সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায় নি। বরং তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ বহু স্বাধীন থ্রেসীয়ই লুটের আশায় স্বেচ্ছায় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। এইভাবে তাঁর মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল ১৫০০০০। অধিকাংশই ছিল পদাতিক, শুধু এক-তৃতীয়াংশ ছিল অশ্বারোহী। অশ্বারোহী দলে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল ওড্রিসীয়গণ, তার পরই ছিল জেটীগণ। পদাতিকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধনিপুণ ছিল রোডোপ পর্বত থেকে আগত স্বাধীন অসিচালকগণ। সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশ শুধু সংখ্যাধিক্যে মারাত্মক ছিল।

ডোবেরাসে সম্মিলিত হয়ে তারা পাহাড় থেকে পার্ডিক্কাসের রাজ্য নিম্ন ম্যাসিডোনিয়াতে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। লিনসেসটীয়গণ, এলিমিওটগণ এবং আরো কয়েকটি উপজাতি অভ্যন্তরভাগে বাস করত। এরা রক্তের সম্পর্কে ম্যাসিডোনীয় হলেও এবং তাদের মিত্র ও অধীনস্থ হলেও, তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। সমুদ্রোপকূলের এই দেশটি, যাকে এখন ম্যাসিডোনিয়া বলা হয়, তা পার্ডিক্কাসের পিতা আলেকজাণ্ডার ও তাঁর পূর্বপুরুষগণের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। এঁরা ছিলেন আসলে আর্গসবাসী টেমেনিড। পাইরিয়া থেকে পাইরীয়গণকে বিতাড়িত করে (এরা পরে স্ট্রাইমন নদীর পশ্চাতে পাঙ্গিয়াস পর্বতের নিম্নে কয়েকটি স্থানে ও ফাগ্রেসে বাস করতে শুরু করে, বস্তুতঃ পাঙ্গিয়াস ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশকে এখনও পাইরীয় উপসাগর বলা হয়), বট্টিয়া থেকে বট্টিঈয়গণকে

বিতাড়িত করে (ইহা এখন চালসিডীয়গণের প্রতিবেশী), এবং পীওনিয়াতে অ্যাক্সিয়াস নদী বরাবর পেলা ও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ জমিখণ্ডগুলি দখল করে ও অ্যাক্সিয়াস ও স্ট্রাইমন নদীর মধ্যবর্তী মিগডোনিয়া থেকে এডোনীয়গণকে বিতাড়িত করে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এয়োর্ডিয়া থেকেও এয়োর্ডীয়গণ বিতাড়িত হয়েছিল—তারা অধিকাংশই নিহত হয়েছিল—যদিও কিছু সংখ্যক এয়োর্ডীয় এখনও ফিস্কার চতুর্দিকে বাস করে। উপরন্তু আল্মোপিয়া থেকে আল্মোপীয়গণ বিতাড়িত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলও বিজিত হয়েছিল। যেমন—অ্যান্থেমাস, ক্রেস্টোনিয়া, বিসালটিয়া এবং প্রকৃত ম্যাসিডোনিয়ার বেশ কিছু অংশ—এগুলি এখনও ম্যাসিডোনিয়ার দখলে আছে। এই সমুদয় অঞ্চলটিকেই এখন ম্যাসিডোনিয়া বলা হয়; সিটালসেসের অভিযানের সময় পার্ডিক্কাস ছিলেন এর অধীশ্বর।

এই বিরাট বাহিনীর সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে ম্যাসিডোনীয়গণ অসমর্থ ছিল। সুতরাং, তারা বিভিন্ন দুর্গ ও সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিল। এগুলির সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। বর্তমানে যে দুর্গগুলি দেখা যায় তার অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল পার্ডিক্কাসের পুত্র আর্চেলাউস রাজা হবার পর। তিনি বহু দীর্ঘ ও সরল সড়ক নির্মাণ করেন এবং অশ্বারোহিবাহিনী হপ্‌-লাইট বাহিনী ও অন্যান্য যুদ্ধসম্ভারের উন্নতি সাধন করে দেশকে এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী আটজন রাজার আমলে দেশ কখনও এত শক্তিশালী ছিল না। ডোবেরাস থেকে যাত্রা করে থ্রেসীয় বাহিনী প্রথমে সেই অঞ্চলটি আক্রমণ করল একদা যা ফিলিপের অধীনস্থ ছিল; তারা আক্রমণ করে দখল করল ইডোমেনি ও আলোচনার মাধ্যমে অধিকার করল গোর্টিনিয়া, অ্যাটালাণ্টা এবং আরো কয়েকটি স্থান। শেষোক্তগণ সিটালসেসের সঙ্গী ফিলিপ-পুত্র অ্যামিণ্টাসের প্রতি প্রীতিবশতঃ আক্রমণ-কারীদের পক্ষে যোগদান করল। ইউরোপাস অবরোধ করে দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তারা পেলা ও সাইরহাসের বাম দিকে অবশিষ্ট ম্যাসিডোনিয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল এবং বট্টিয়া ও পিয়ারিয়া পর্যন্ত অগ্রসর না হয়ে মিগ্‌-ডোনিয়া, ক্রেস্টোনিয়া ও অ্যান্থেমাসে ধ্বংসকার্য চালাল। পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে বাধাদানের কথা ম্যাসিডোনীয়গণ একবারও চিন্তা করে নি। কিন্তু অভ্যন্তরস্থ মিত্রগণের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে তাদের অশ্বারোহিবাহিনী সুযোগ পেলেই থ্রেসীয়গণকে আক্রমণ করতে লাগল। তারা অত্যন্ত নিপুণ অশ্বারোহী ছিল, এবং বর্ম-পরিহিত থাকত বলে কেউই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু শত্রুসৈন্য এত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল যে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এইরূপ বিরাট বাহিনীর

বিরুদ্ধে সাহস অবলম্বন করে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব নয় বলে তারা আক্রমণ করা ছেড়ে দিল।

ইতিমধ্যে অভিযানের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সিটালসেস পার্ডিক্কাসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি অভিযান করবেন একথা বিশ্বাস না করে এথেনীয়গণ নৌ-বহর পাঠাল না (যদিও তারা উপহার দ্রব্যসহ কয়েকজন দূতকে পাঠিয়েছিল) দেখে সিটালসেস তাঁর বাহিনীর একটি বিরাট অংশকে চালসিডীয় ও বট্টিঈয়গণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর সৈন্যগণ তাদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে রেখে ধ্বংসকার্য চালাল। সিটালসেস যখন এইসব কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন দক্ষিণের থেসালীয়গণ, ম্যাগনেটিগণ ও থেসালীয়গণের অন্যান্য উপজাতীয় প্রজাগণ এবং থার্মোপাইলি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের হেলেনীয়গণ আশংকা করছিল যে, তারাও হয়ত আক্রান্ত হতে পারে এবং তদনুসারে তারা প্রস্তুতও হয়েছিল। স্ট্রাইমন নদীর উত্তরে সমতলবাসী থ্রেসীয়গণও অনুরূপ আশংকা করেছিল। এরা হল প্যাণীয়, ওডোমাণ্টি-ড্রোই এবং ডেরসীয়; এরা সকলেই ছিল স্বাধীন। এথেন্স-বিরোধী হেলেনীয়গণের মধ্যে এমন আলোচনাও চলতে লাগল যে, এথেন্স হয়ত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করতে পারে। ইতিমধ্যে তিনি চালসিডিস, বট্টিয়া ও ম্যাসিডোনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে ধ্বংসকার্য চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছিল না। উপরন্তু রসদের অভাবে ও শীতে সৈন্যগণের অবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠল। সুতরাং তিনি স্পার্ডিকাসের পুত্র ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ সিউথেসের পরামর্শক্রমে অবিলম্বে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহদান ও প্রচুর পণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পার্ডিক্কাস গোপনে সিউথেসকে স্বপক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। এই পরামর্শ অনুসারে মোট ত্রিশ দিন পরে—এর মধ্যে আট দিন ব্যয়িত হয়েছিল চালসিডিসে—সিটালসেস দ্রুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পর্ডিক্কাসও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিউথেসের হাতে তাঁর ভগ্নী স্ট্র্যাটোনিসকে সম্প্রদান করলেন। এইভাবে সিটালসেসের অভিযান সমাপ্ত হল।

পেলোপনেসীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর সেই বৎসরই শীতকালে নপাক্টাসের এথেনীয়গণ ফোর্মিওর নেতৃত্বে উপকূল বরাবর যাত্রা করে অ্যাস্টাকাসে অবতরণ করল এবং চারশো এথেনীয় হপ্‌লাইট ও চারশো মসেনীয় সৈন্য নিয়ে অ্যাকার্নানিয়ার অভ্যন্তরে যাত্রা করল। স্ট্র্যাটাস কোরোণ্টা ও অন্যান্য স্থান থেকে কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বহিষ্কৃত করে এবং কোরোণ্টাতে সাইনেসকে প্রতিষ্ঠিত করে জাহাজে ফিরে গেল। কারণ, অ্যাকার্নানিয়ার একমাত্র যে স্থানটি সর্বদা এথেন্সের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন

সেখানে অর্থাৎ ওয়েনিয়াডিতে শীতকালে যুদ্ধাভিযান করা অসম্ভব। অ্যাচেলাস নদী পিণ্ডাস পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ডোলোপিয়ার উপর দিয়ে, অ্যাগ্রীয় ও অ্যাম্ফিলোকীয় জাতিগণের দেশের উপর দিয়ে এবং অ্যাকার্নানিয়ার সমভূমির মধ্য দিয়ে, স্ট্র্যাটাস নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। নদীপ্রবাহের উত্তরাংশ সমুদ্রে পড়বার আগে ওয়েনিয়াডীর চতুর্দিকে ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি করেছে, ফলে শীতকালে জলের জন্য কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অভিযান চালানো অসম্ভব ছিল। ওয়েনিয়াড়ীর বিপরীত দিকে একিনেডিস নামে অধিকাংশ দ্বীপ অবস্থিত। দ্বীপগুলি আচেলাসের মোহনার এত কাছে অবস্থিত যে খরস্রোতা নদীবাহিত পলি সেখানে অবিরত সঞ্চিত হয়, ফলে কোনো কোনো দ্বীপ ইতিমধ্যেই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে, অবশিষ্টগুলিও সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাই হবে। কারণ নদীস্রোত অতি তীব্র, গভীর ও পঙ্কিল, এবং দ্বীপগুলি পরস্পরের এত নিকটবর্তী যে, নদীবাহিত পলি আটকিয়ে থাকে। দ্বীপগুলি সারিবন্ধ নয়, অবিন্যস্ত; তার ফলে উন্মুক্ত সমুদ্রে জল পৌঁছবার কোনো সোজা পথ নেই, কাজেই পলিগুলিও বের হয়ে যেতে পারে না। এই দ্বীপগুলি বসতিহীন ও ক্ষুদ্র। কথিত আছে যে আম্ফিরাসের পুত্র আল্কমিওন মাতৃহত্যার পর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার সময় অ্যাপোলোর কাছ থেকে এখানে বসতি স্থাপনের আদেশ প্রাপ্ত হয়। দৈববাণীতে বলা হয়েছিল যে, মাতৃহত্যার সময় পর্যন্ত যে স্থানের অস্তিত্ব ছিল না বা যে স্থানটিতে সূর্যালোক কখনও প্রবেশ করেনি, সেখানে বাস করবার জন্য তাকে সেই স্থান খুঁজে নিতে হবে, নতুবা সে মাতৃহত্যাজনিত আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে না; এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট পৃথিবী তার কাছে কলুষিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আল্কমিওন অবশেষে আচেলাসের পলি-জমানো স্থানটি দেখতে পেল এবং বাস করবার পক্ষে উপযুক্ত মনে করল। কারণ মাতৃহত্যা ও তার ঘুরে বেড়াবার সূত্রপাতের পর যে দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে, তার মধ্যেই নিশ্চয়ই স্থানটি তৈরী হয়েছে। সুতরাং সে ঈনিয়াডীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করল, রাজ্য স্থাপন করল এবং তার পুত্র অ্যাকার্নানের নামানুসারে স্থানটির নাম রাখা হল। আল্কমিওন-সংক্রান্ত এই গল্পটি আমরা শুনেছি।

ফোর্মিওর নেতৃত্বে এথেনীয়গণ অ্যাকার্নানিয়া থেকে যাত্রা করে নপাক্টাসে পৌঁছে বসন্তের প্রারম্ভে এথেন্সে ফিরে গেল; সঙ্গে তারা দখলীকৃত জাহাজগুলি নিল এবং নৌ-যুদ্ধে বন্দিগণকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে সঙ্গে নিল; উভয়পক্ষে বন্দীবিনিময় হল। এইভাবে শীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই যুদ্ধেরও তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত হল, থুকিডাইডিস যার ইতিহাস লিখছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নবম পরিচ্ছেদ ঃ—যুদ্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ। মিটিলিনির বিদ্রোহ।

পরবর্তী গ্রীষ্মে যখন শস্য পাকতে শুরু করেছে তখন পেলোপনেসীয় ও তাদের মিত্রগণ স্পার্টার রাজা আর্কিডেমাসের নেতৃত্বে অ্যাটিকা আক্রমণ করল এবং শিবির স্থাপন করে লুণ্ঠনকার্য চালাল। এথেনীয় অশ্বারোহিবাহিনী সুবিধা পেলেই তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল এবং শত্রুপক্ষীয় হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্যগণ যখনই শিবির ত্যাগ করে লুণ্ঠনের কাজে অগ্রসর হত, তখনই তারা তাদের প্রতিহত করছিল। যতদিন রসদ ছিল ততদিন আক্রমণকারিগণ রইল, তারপর নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল।

এই অভিযানের ঠিক পরেই মেথিম্না ব্যতীত সমগ্র লেসবস দ্বীপটি এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যুদ্ধের পূর্বেই তারা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু স্পার্টা তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু এইবার তারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হল। বন্দরের সম্মুখের বাঁধ, জাহাজ ও প্রাচীর নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং পণ্টাস থেকে সংগ্রহযোগ্য তীরন্দাজ, শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের শত্রু টেনেডীয় ও মেথিম্নীয়গণ এবং মিটিলিনিতে এথেন্সের স্বার্থরক্ষক দলটি এথেন্সে খবর দিল যে মিটিলেনীয়গণ সমগ্র দ্বীপটিকে বলপূর্বক ঐক্যবদ্ধ করে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করতে চাইছে এবং বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞাতি বিয়োসীয় ও স্পার্টীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। অতএব, অবিলম্বে এদের প্রতিহত না করলে লেসবস এথেন্সের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

মহামারীতে বিপর্যস্ত এথেনীয়গণ তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত। যুদ্ধও পূর্ণোদ্যমে চলছে। এমন সময়ে যদি লেসবীয়দের নৌবহর ও অন্যান্য সম্পদ শত্রুদের হাতে চলে যায় তবে তা গুরুতর বিপদের কারণ হবে। এথেন্স প্রথমে মনে করল অভিযোগ সত্য নয় এবং এটা যে সত্য হতে পারে না তার উপরে খুব জোর দিল। কিন্তু যখন তাদের প্রতিনিধিদল মিটিলিনিকে লেসবসের একত্রীকরণের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না এবং অন্যবিধ প্রস্তুতি গ্রহণেও বাধা দিতে পারল না তখন এথেনীয়গণ শঙ্কিত হল এবং সূচনাতেই আঘাত হানতে কৃতসংকল্প হল।

পেলোপনিস প্রদক্ষিণ করবার জন্য যে চল্লিশটি জাহাজ প্রস্তুত হয়েছিল সেগুলিকে তাড়াতাড়ি লেসবসে প্রেরণ করল। অধ্যক্ষ হলেন ক্লাইপিডিস এবং আরো দু'জন। কারণ, এথেন্সে খবর এসেছিল যে নগরের বাইরে ম্যালীয় আপোলোর উৎসব হচ্ছে এবং সমগ্র মিটিলিনিবাসী এই উৎসবে যোগদান করেছে। অতএব হঠাৎ আক্রমণ করবার এই সুযোগ। যদি এই পরিকল্পনা সফল হয় তবে উত্তম; নচেৎ তারা মিটিলিনিবাসীদের জাহাজ সমর্পণ করতে ও প্রাচীর ভেঙে ফেলতে আদেশ দেবে এবং তারা আদেশ অমান্য করলে যুদ্ধ ঘোষিত হবে। অতএব, নৌ-বহরটি যাত্রা করল। মিত্রতার শর্ত অনুযায়ী মিটিলিনির যে দশটি জাহাজ এথেনীয় নৌ-বহরে কাজ করছিল তাদের আটক রাখা হল ও নাবিকদের বন্দী করা হল। তৎসত্ত্বেও এক ব্যক্তির মাধ্যমে এই অভিযানের খবর মিটিলিনিতে পৌঁছাল। সে এথেন্স থেকে ইউবিয়া গেল এবং সেখান থেকে স্থলপথে জেরীস্টাসে গিয়ে একটি বাণিজ্য-জাহাজে করে এথেন্স ত্যাগের তিনদিন পরে মিটিলিনিতে উপস্থিত হল। সুতরাং মিটিলিনিবাসিগণ আর ম্যালিয়ার মন্দিরে গেল না বরং প্রাচীর ও বন্দরের অসমাপ্ত নির্মীয়মান অংশগুলিতে প্রহরী মোতায়েন রাখল ও অবরুদ্ধ করে দিল।

অল্প পরেই এথেনীয়গণ এসে অবস্থা দেখল এবং সেনাধ্যক্ষগণ নির্দিষ্ট আদেশ দিলেন। মিটিলিনি তা অগ্রাহ্য করলে যুদ্ধ শুরু হল। পূর্বঘোষণা ব্যতীত এই যুদ্ধে মিটিলেনীয়গণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই এইভাবে জড়িয়ে পড়ল। তারা প্রথমে নৌ-বহর নিয়ে বন্দরের সামনে সামান্য যুদ্ধের চেষ্টা করল কিন্তু এথেনীয় জাহাজের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অবিলম্বে অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল যাতে গ্রহণযোগ্য কোনো শর্তে অন্ততঃ সাময়িকভাবে এথেনীয় নৌ-বহর প্রত্যাহৃত হয়। সমগ্র লেসবসের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব কিনা এবিষয়ে এথেনীয় অধিনায়কদের মনেও আশঙ্কা ছিল। সুতরাং তাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হল এবং মিটিলিনিবাসিগণ এথেন্সে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল, এই দলে একজন গুপ্তচরও ছিল, সে এখন কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত। এই প্রতিনিধিদলটি এথেন্সে গিয়ে নৌ-বহর প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাবে এবং এথেন্সকে আশ্বস্ত করবে যে মিটিলিনি সম্পর্কে আশংকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এথেন্স থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে এই ভরসা তাদের ছিল না। অতএব, একই সঙ্গে তারা স্পার্টাতেও দূত প্রেরণ করল এবং ম্যালিয়াতে নোঙর-করা এথেনীয় নৌ-বহরের দৃষ্টি এড়িয়ে একটি ট্রায়ারিম রওনা হয়ে গেল।

বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রার পরে দূতগণ স্পার্টাতে পৌঁছে সামরিক সাহায্য

লাভের উদ্দেশ্যে কথাবার্তা চালাল। কিন্তু এথেন্সে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারল না। সুতরাং মেথিম্না ব্যতীত মিটিলিনি ও অবশিষ্ট লেসবসের সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ শুরু হল। মেথিম্নীয়, ইম্বীয় ও লেমনীয়গণ ও আরো কয়েকটি মিত্র অঞ্চল এথেন্সের পক্ষে যোগদান করল। মিটিলিনি এখন সমগ্র শক্তি নিয়ে এথেনীয় শিবিরকে আক্রমণ করল এবং এই যুদ্ধে যদিও তারা অপেক্ষাকৃত ভাল ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু রাত্রিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করবার মতো আত্মবিশ্বাস তাদের ছিল না বলে প্রত্যাবর্তন করল। এরপর তারা নিষ্ক্রিয় রইল এবং দ্বিতীয় বার আক্রমণের আগে পেলোপনেসীয় সাহায্য আসার সম্ভবনায় অপেক্ষা করা স্থিব করল। ইতিমধ্যে ল্যাকোনিযাব মেলিযাস ও থিব্সের হারমিওনডাসের আগমনে তারা উৎসাহিত হল। বিদ্রোহেব আগেই রওনা হয়ে এ'রা এথেনীয় বাহিনীর আগে লেসবসে পেঁাছাতে পারেন নি এবং এখন যুদ্ধ শেষ হলে তাঁরা একটি জাহাজে করে লুকিয়ে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁরা ফিরবার জন্য আর একটি জাহাজ প্রার্থনা করলেন, মিটিলিনিবাসিগণ সেই অনুরোধ রক্ষা করল।

এদিকে মিটিলিনির নিষ্ক্রিয়তা দেখে এথেনীয়গণ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মিত্রদের কাছে তারা সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিল এবং সাহায্যকারী সৈন্য খুব দ্রুত এসে পেঁাছাল। নৌ-বহরকে তারা নগরের দক্ষিণে নিয়ে গেল, নগরের দুই প্রান্তে দুটি সুরক্ষিত শিবির স্থাপন করল এবং দুটি বন্দরই অবরোধ করল। অতএব মিটিলিনি সমুদ্র থেকে রুদ্ধ হয়ে পড়ল। যদিও স্থলে ও অবশিষ্ট লেসবসের উপর তাদেরই আধিপত্য রইল। শুধু শিবিরের চতুর্দিকে সামান্য এলাকাতে এথেন্সের আধিপত্য ছিল এবং ম্যালিয়াকে তারা শুধুমাত্র জাহাজের ঘাঁটি ও বাজার হিসাবেই ব্যবহার করতে পেরেছিল।

প্রায় ঠিক এই সময়েই এথেনীয়গণ ফোর্মিওর পুত্র অ্যাসোপিয়াসের নেতৃত্বে ত্রিশটি জাহাজের একটি বহর পেলোপন্নিসে প্রেরণ করল। কারণ, অ্যাকার্নানিয়া অনুরোধ করেছিল ফোর্মিওর কোনো পুত্র অথবা আত্মীয়ের হাতে যেন অধিনায়কত্ব থাকে। উপকূল বরাবর যেতে যেতে ল্যাকোনিয়ার উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থানে এই নৌ-বহর লুণ্ঠনকার্য চালাল। তারপর অ্যাসোপিয়াস মাত্র বারোটি জাহাজ রেখে বাকি জাহাজগুলিকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে এই বারোটি জাহাজ নিয়ে নপাকটাসে গেলেন। সমগ্র অ্যাকার্ণানিয়া থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি ঈনিয়াডীতে অভিযান চালালেন। স্থল-বাহিনী যখন লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত ছিল নৌ-বহরটি তখন আচেলোাস বরাবর অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ওনিয়াডীর অধিবাসীদের মধ্যে আত্মসমর্পণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সুতরাং তিনি স্থলবাহিনীকে বিদায় করে দিয়ে নৌ-বহর

নিয়ে লিউকাসে গেলেন। কিন্তু নোরিকাসে অবতরণ করে ফেরবার পথে তাঁর বাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য অংশসহ তিনি সেই অঞ্চলের জনগণের হাতে নিহত হন। উপকূল-প্রহরীরা আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিল। এর পরে এথেনীয়গণ একটি চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে মিটিলিনি থেকে প্রথম যে দূতগণ স্পার্টাতে এসেছিল স্পার্টীয়গণ তাদের ওলিম্পিয়াতে যেতে বলল যাতে অন্য মিত্রগণ তাদের বক্তব্য শুনতে পায় এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটিই হল সেই ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান যেখানে রোডীয় ডোরিয়ুস দ্বিতীয়বার জয়লাভ করেন। উৎসবশেষে দূতগণ বক্তৃতাদানে আহূত হলে তারা বলল ঃ—

"স্পার্টীয়গণ ও মিত্রগণ, হেলেনীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিয়মটি আপনাদের অজানা নয়। যুদ্ধের সময়ে যারা বিদ্রোহী হবে পূর্বতন মিত্রসঙ্ঘ ত্যাগ করে তারা যতক্ষণ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় ততক্ষণ নতুন মিত্রগণ তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকে, নতুবা তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করা হয়, কারণ পূর্বতন মিত্রের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতক। যখন বিদ্রোহী রাষ্ট্র ও প্রভুরাষ্ট্র এই উভয়ের মধ্যে নীতি ও অনুভূতির এবং শক্তি ও সম্ভারের সমতা থাকে এবং বিদ্রোহের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না তখন এইভাবে বিচার করা অন্যায় নয়। কিন্তু এথেন্স ও আমাদের সম্পর্কের মধ্যে এই কথাগুলি প্রযোজ্য নয় এবং শান্তির সময়ে সম্মানিত হয়ে বিপদের সময় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য কেউ যেন আমাদের প্রতি বিরূপ না হন।"

"প্রথমে আমরা ন্যায় ও সততার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব, বিশেষত আমরা যখন আপনাদের মৈত্রী প্রার্থনা করতে এসেছি। পরস্পরের সততার উপর বিশ্বাস না থাকলে এবং সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে সহমর্মিতা না থাকলে দু'টি ব্যক্তিবিশেষ কিংবা দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তিক বন্ধুত্ব থাকতে পারে না। অনুভূতির পার্থক্য থেকেই আচরণের পার্থক্য আসে। এথেন্স ও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত তখন যখন আপনারা পারসিক যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এথেন্স কাজটি সমাপ্ত করেছিল। কিন্তু মৈত্রীর উদ্দেশ্য ছিল পারসিক অধীনতা থেকে হেলেনীয়দের উদ্ধার করা, এথেন্সের অধীনে হেলেনীয়দের স্থাপন করা নয়। যতদিন পর্যন্ত এথেন্স ন্যায়সঙ্গতভাবে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছে ততদিন আমরা অবিচলিত-ভাবে তার অনুগত ছিলাম। কিন্তু যখন আমরা দেখলাম পারসিকদের প্রতি তার শত্রুতার তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং সে মিত্রদের পদানত করতেই অধিক আগ্রহী তখন আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সঙ্ঘে ভোটদানের ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্যের জন্য মিত্রগণ আত্মরক্ষার্থে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারল না

এবং চিত্তস ও লেসবস ব্যতীত সকলেই পদানত হল। আমরা উভয়ে মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে সঙ্ঘে সৈন্য প্রেরণ করতে লাগলাম, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা নামে মাত্র। পূর্বে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি দেখে এথেন্সের নেতৃত্বে আমাদের আর আস্থা রইল না। ক্ষমতা থকলে সে আমাদের উভয়কে পদানত করবার চেষ্টা ছেড়ে দেবে তা সম্ভব নয়।"

"আমাদের সকলেরই যদি স্বাধীনতা থাকত তবে তাদের এই গূঢ় অভিসন্ধি হয়ত এত উদ্বেগের কারণ হত না। কিন্তু যখন অধিকাংশ সদস্যই পরাধীন কিন্তু আমরা এথেন্সের সঙ্গে সমঅধিকারসম্পন্ন, তখন অন্যদের আত্মসমর্পণের বিপরীতে আমাদের এই একক স্বাধীনতা যে তার গাত্রদাহ উৎপাদন করবে তা স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সে ক্রমশঃ আরো শক্তিশালী হচ্ছে এবং আমরা সহায়হীন হয়ে পড়ছি। উভয় পক্ষ যদি পরস্পরকে সমান ভয় করে, তবে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হয়, তখন এক পক্ষ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না এই আশঙ্কায় যে বিরোধ-নিষ্পত্তি তার অনুকূলে নাও হতে পারে। আমরা যে এখনো স্বাধীন আছি তার কারণ, আপাতমধুর ভাষা ব্যবহার করে এবং বলপ্রয়োগের পরিবর্তে কূটনীতির মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে। আমাদের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে তারা বলবে যে, যেসব দেশে তাদের ন্যায় ভোটাধিকার রয়েছে তারা কিন্তু যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এথেন্স পরিচালিত যুদ্ধাভিযানে যোগদান করেছে তা নয়, তাদের যোগদানের কারণ হল আক্রমণের লক্ষ্য দেশটি অন্যায়-কারী। এই উপায়ে এথেন্স শক্তিশালী দেশগুলিকে দুর্বলের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছে এবং এইভাবে যখন শেষপর্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি শুধু অবশিষ্ট রইল তখন তারা বন্ধুহীন, প্রতিরোধক্ষমতাহীন। কিন্তু যখন অন্য রাষ্ট্রগুলির শক্তিসম্পদ তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব আয়ত্তাধীনে ছিল এবং একটি কেন্দ্রকে ঘিরে সঙ্ঘবদ্ধ হবার উপায় ছিল তখন যদি তারা আমাদের দিয়েই প্রথম সাম্রাজ্যগঠনের কাজ শুরু করত তবে এত সহজে সকলকে পদানত করতে পারত না। তা ছাড়া আমাদের নৌ-বহরকে তারা একটু সমীহ করে, আমাদের নৌবহর আপনাদের কিংবা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের বিপদ ঘটাতে পারত যে-কোনো সময়ে। উপরন্তু এথেন্সের গণসভা ও তাদের নেতাদের সঙ্গে আমরা যে সুসম্পর্ক রাখিতে চেষ্টা করেছি তাও আমাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। কিন্তু অন্যদের প্রতি তার আচরণের নিদর্শন দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম (যুদ্ধ না বাধলে) যে আর বেশি দিন এই স্বাধীনতা অটুট থাকবে না।"

"সুতরাং এই বন্ধুত্ব কিংবা স্বাধীনতার প্রতি আমরা আর আস্থাস্থাপন করতে পারছি না। পরস্পরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা পরস্পরকে স্বীকার

করেছি, ভীতিবশত যুদ্ধের সময় তারা আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখেছে, সেই একই কারণে আমরা শান্তির সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করিনি। সচরাচর বিশ্বাসস্থাপনের ভিত্তি হল সহানুভূতি, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বন্ধন ছিল ভয়ের। অব্যাহতি লাভের আশায় যে পক্ষ প্রথম উৎসাহিত হবে সেই নিশ্চিত এই মৈত্রী ছিন্ন করবে। সত্যিই তারা আঘাত হানবে কিনা ইহা স্থিরনিশ্চিত জানবার জন্য নিজেরা অপেক্ষা না করে আমরা প্রথমে মৈত্রীভঙ্গ করছি বলে আমাদের উপর দোষারোপ করবেন না। যদি আমরা সমান দক্ষতার সঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারতাম এবং তাদের নিগূঢ় ধীরসঞ্চারী নীতিকে অনুকরণ করতে পারতাম তবে আমরা তাদের সমকক্ষই হতাম এবং তাদের দ্বারা পদানত হবার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। আক্রমণ করবার স্বাধীনতা সর্বদা তারাই ভোগ করছে, অতএব আত্মরক্ষার স্বাধীনতাও আমাদের থাকা উচিত।"

"স্পার্টীয়গণ ও মিত্রগণ, এই সব কারণেই আমরা বিদ্রোহ করেছি। আমাদের আচরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শ্রোতাদের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে এগুলি নিশ্চয়ই যথেষ্ট। আমরা শঙ্কিত বোধ করে নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হয়েছি। বস্তুত বহু আগেই আমরা এই কাজে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলাম এবং শান্তির সময়েই আমরা এ বিষয়ে আপনাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তখন আপনারা আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন বিয়োসীয়দের আহ্বানে আমরা অবিলম্বে সাড়া দিয়েছি এবং দ্বিমুখী বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি—হেলেনীয়দের সম্পর্কে ও এথেনীয়দের বিরুদ্ধে; প্রথমোক্তের ক্ষতিসাধনের জন্য শেষোক্তকে আমরা সাহায্যদান করব না বরং প্রথমোক্তের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করব এবং কালক্রমে আমাদের পদানত করবার সুযোগ এথেনীয়দের দেব না, সময় থাকতে তাদের বাধাদান করব। কিন্তু পরিকল্পিত সময়ের আগেই যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই আমরা বিদ্রোহ করেছি এবং সেজন্য আমাদের মিত্রতা গ্রহণ করে দ্রুত সাহায্য প্রেরণ করা আপনাদের কর্তব্য। এ থেকে প্রমাণিত হবে যে আপনারা বন্ধুকে সাহায্য করেন এবং তৎসঙ্গে শত্রুকে আঘাত হানতে প্রস্তুত। এমন সুযোগ আপনাদের আর আসেনি। ব্যাধি ও ব্যয়বাহুল্যের চাপে এথেন্স হীনবল হয়ে পড়েছে, তাদের জাহাজগুলি পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করে লুণ্ঠন-কার্য চালাতে এবং আমাদের অবরোধ করতে ব্যাপৃত রয়েছে এবং এইবার গ্রীষ্মকালে আপনারা যদি জলে ও স্থলে যুগপৎ তাদের আক্রমণ করেন তবে বাধাদান করবার জন্য তাদের আর কোনো অতিরিক্ত জাহাজ থাকবে না। তখন আমাদের উভয়ের উপকূল থেকেই তাদের জাহাজ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। মনে করবেন না যে লেসবসের সঙ্গে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তার

জন্য নিজেরা বিপদে জড়িয়ে পড়া অসমীচীন। মনে হতে পারে যে লেসবস খুব দূরে অবস্থিত। কিন্তু সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাকে আপনাদের পাশেই দেখবেন। যুদ্ধের ফলাফল অ্যাটিকাতে নির্ধারিত হবে না, যে-সব দেশ থেকে অ্যাটিকার মূল শক্তি আহৃত হয়, জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হবে সেখানে। মিত্রগণপ্রদত্ত করের উপর এথেন্সের শক্তি নির্ভরশীল। আমাদের পদানত করতে পারলে তার আর্থিক সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন আর কোনো বিদ্রোহ ঘটবে না, আমাদের সম্পদ তারা আত্মসাৎ করবে এবং আগে যারা পদানত হয়েছে তাদের তুলনায় আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের মাত্রা অনেক বেশি হবে। কিন্তু আপনারা যদি অকৃপণহস্তে আমাদের সাহায্য দান করেন তবে একটি শক্তিশালী নৌ-বহরসম্পন্ন রাষ্ট্রকে বন্ধু হিসাবে লাভ করবেন, অথচ নৌ-শক্তির অভাবে আপনারা হীনবল। মিত্রগণের সাহায্য থেকে এথেন্সকে বঞ্চিত করে (মিত্রগণ তখন আপনাদের পক্ষে যোগদান করতে উৎসাহিত বোধ করবে) তার পতনের পথ প্রশস্ত করুন এবং সেই সঙ্গে বিদ্রোহীকে সাহায্য না দেবার যে অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আছে তা খণ্ডন করুন। অর্থাৎ, নিজেকে মুক্তি-দাতা হিসাবে প্রতিপন্ন করুন, দেখবেন যুদ্ধের গতি আপনাদের অনুকূলে পরিচালিত হবে।"

"আপনাদের প্রতি হেলেনীয়গণের যে বিশ্বাস আছে তার মর্যাদা দিন, যে ওলিম্পিয়ার জিউসের মন্দিরে আমরা প্রার্থনাকারিরূপে দণ্ডায়মান তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করুন, মিটিলিনির মিত্র ও রক্ষাকর্তা হোন। আমাদের বঞ্চিত করবেন না, যে উদ্দেশ্যে আমরা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেছি তা সফল হলে সকলের মঙ্গল। আপনারা আমাদের প্রত্যাখ্যান করলে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তবে সামগ্রিকভাবে যে ক্ষতি হবে তার পরিণাম ভয়ানক। হেলেনীয়গণ এবং আমরা যেমন প্রত্যাশা করি তার অনুরূপ হয়ে উঠুন।"

মিটিলেনীয়গণ বক্তব্য শেষ করল। স্পার্টা ও তার মিত্রগণ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে লেসবসকে স্বীয় মিত্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। অ্যাটিকা আক্রমণের সঙ্কল্প করে স্পার্টা তার মিত্রগণকে নির্দেশ দিল তারা যেন নিজেদের দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে যথাশীঘ্র যোজকে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারা নিজেরা সর্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হল এবং জাহাজগুলিকে করিন্থ থেকে এথেন্স সান্নিহিত সমুদ্রে টেনে আনবার যন্ত্রপাতি সব প্রস্তুত করে রাখল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্থলে ও জলে একযোগে এথেন্স আক্রমণ করা। কিন্তু সঙ্ঘের অন্যান্য সহযোগী রাষ্ট্রের মধ্যে এতখানি উৎসাহ ছিল না। কারণ, তারা ফসল সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল এবং ক্রমাগত যুদ্ধাভিযানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

এথেন্স হীনশক্তি হয়ে পড়েছে এই অনুমানে যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলছিল

এথেন্স সে বিষয়ে সজাগ ছিল। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত এবং লেসবসে নিযুক্ত নৌ-বহর প্রত্যাহার না করেই তারা যে পেলোপনেসীয় নৌ-বহরকে প্রতিহত করতে সক্ষম তা প্রমাণ করবার জন্য তারা নাগরিক এথেনীয় ও আবাসিক বিদেশীদের মধ্য থেকে নাবিক সংগ্রহ ক'রে একশটি রণতরী প্রস্তুত করল, যোজকে গিয়ে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করল এবং পেলোপন্নিসের যত্রতত্র অবতরণ করল। হতাশ হয়ে পেলোপনেসীয়গণ মনে করল লেসবীয়গণ তাদের প্রবঞ্চনা করেছে। তদুপরি মিত্রগণ এসে উপস্থিত হয়নি এবং পেলো-পন্নিস প্রদক্ষিণরত ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজ স্পার্টার উপকূলে লুণ্ঠন কার্য চালাচ্ছিল। সুতরাং বিব্রত স্পার্টীয়গণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। পরে অবশ্য তারা লেসবসে প্রেরণের জন্য একটি নৌ-বহর প্রস্তুত করল এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সংগৃহীত মোট চল্লিশটি জাহাজ প্রেরণ করল। আলকিডাস হলেন এই নৌ-বহরের অধ্যক্ষ। ইতিমধ্যে পেলোপনেসীয়দের প্রস্থান করতে দেখে ১০০টি এথেনীয় জাহাজও ফিরে গেল।

যখন এই নৌ-বহরটি সমুদ্রে ছিল তখন কর্মে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর জাহাজের সংখ্যা যদি অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় প্রায় সর্বোচ্চ মনে হয় তবুও যুদ্ধ শুরুর সময় এথেন্সের জাহাজের সংখ্যা ছিল এইরূপই কিংবা তার চাইতে বেশি। তখন একশটি জাহাজ পাহারা দিত অ্যাটিকা, ইউবিয়া ও স্যালামিস, আরো ১০০টি জাহাজ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণরত ছিল, তা ছাড়া পটিডিয়া ও অন্যান্য স্থানেও জাহাজ নিযুক্ত ছিল। ফলে একটি গ্রীষ্মেই সক্রিয় জাহাজের মোট সংখ্যা ছিল ২৫০। এতে এবং পটিডিয়ার যুদ্ধে অধিকাংশ রাজস্ব ব্যয় হয়ে গিয়েছিল—হপ্‌লাইটদের দ্বারা পটিডিয়া অবরুদ্ধ ছিল (প্রতি হপ্‌লাইট প্রত্যহ দুই ড্রাক্‌মা করে পেত একটি নিজের জন্য অপরটি ভৃত্যের জন্য), শুরুতে হপ্‌লাইটের সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং অবরোধের শেষদিন পর্যন্ত এই সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিল। এ ছাড়া অবরোধ শেষ হবার আগে ফোর্মিও ১৬০০ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন, জাহাজের নাবিকগণও একই হারে বেতন পেত। এইভাবে প্রথম এথেন্সের অর্থব্যয় হয় এবং এথেন্স কর্তৃক সজ্জিত সর্বোচ্চ জাহাজের সংখ্যা ছিল এটিই।

যখন স্পার্টীয়গণ যোজকে ছিল প্রায় সেই সময়ে মিটিলেনীয়গণ একদল ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে মেথিম্নার বিরুদ্ধে যাত্রা করল। তারা আশা করেছিল বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারাই স্থানটি দখল করা যাবে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্যলাভ না হওয়াতে তারা অ্যান্টিমা, পিঢ়া ও এরেষুসে গেল এবং নগর-গুলির জন্য শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করল। এর পরে দ্রুত

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। তারা চলে গেলে মেথিম্নীয়গণ অ্যাণ্টিমা আক্রমণ করল কিন্তু তারা পরাজিত হল এবং বহুসংখ্যক মেথিম্নীয় নিহত হলে অন্যরা সত্বর প্রস্থান করল। এই সংবাদ এথেন্সের কর্ণগোচর হল, এবং সে জানতে পারল যে সমগ্র অঞ্চলটির উপর মিটিলিনির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। তখন এথেনীয়গণ পাচেসের নেতৃত্বে ১০০০ এথেনীয় হপ্‌লাইট প্রেরণ করল। হপ্‌লাইটগণই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে গেল এবং মিটিলিনিতে পৌঁছে তারা নগরের চতুষ্পার্শে একটি প্রাচীর নির্মাণ করল, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গও নির্মিত হল। মিটিলিনি এখন সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে শীতকালও সমাগত।

অবরোধের জন্য এথেন্সের অর্থের প্রয়োজন ছিল, (যদিও প্রথমেই তারা নাগরিকদের কাছ থেকে ২০০ ট্যালেণ্ট সংগ্রহ করেছিল)। সুতরাং মিত্রদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য তারা লাইসিক্লিস ও অন্য চারজনের নেতৃত্বে ১২টি এথেনীয় জাহাজ প্রেরণ করল। বিভিন্ন স্থানে অর্থ সংগ্রহ করে লাই-সিক্লিস ক্যারিয়ার মিয়াস থেকে মিয়াণ্ডার সমভূমি অতিক্রম করে স্যাণ্ডিয়াস পর্বত পর্যন্ত গেলে ক্যারিয়া ও অ্যানাইয়াবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন ও তাঁর বহু সৈন্য নিহত হল।

প্লেটীয়গণ তখনো পেলোপনেসীয় ও বিয়োসীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু তাদের রসদ ফুরিয়ে এসেছিল। এথেন্স থেকে সাহায্যের কোনো আশা নেই দেখে উপায়ান্তরবিহীন প্লেটীয়গণ স্থির করল তাদের সঙ্গে অবরুদ্ধ এথেনীয়গণকে নিয়ে পলায়ন করতে হবে। সম্ভব হলে শত্রুপ্রাচীরের ভিতর দিয়ে বলপূর্বক তারা পথ করে নেবে। পরিকল্পনাটির উদ্ভাবক ছিলেন থিয়েনেটাস ও ইউপোম্পিডিস। প্রথমে সকলেই তাতে যোগ-দান করবে স্থির হয়েছিল কিন্তু দুঃসাহসিক ঝুঁকির ভয়ে অর্ধেকই পিছিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রায় ২২০ জন এই উদ্যমে টিঁকে রইল। তারা শত্রু-প্রাচীরের উচ্চতার মাপে মই প্রস্তুত করল। প্রাচীরটির নিচের অংশ-টিতে সর্বত্র পলেস্তারা করা ছিল বলে ইঁটের স্তর গুণে তারা প্রাচীরের উচ্চতা নিরূপণ করল। এক সঙ্গে অনেক লোক স্তরগুলি গুণে ছিল, কারো ভুল হলে অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করে দিচ্ছিল, বিশেষত তারা অনেকবার করে গুণেছিল এবং প্রাচীরটি কাছে ছিল বলে সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। এইভাবে ইঁটের প্রস্থ থেকে তারা মইয়ের উচ্চতা নিরূপণ করল।

পেলোপনেসীয় প্রাচীরটির নির্মাণ-প্রণালী ছিল নিম্নরূপ। স্থানটি বেষ্টন করে দুটি প্রাচীর ছিল—একটি প্লেটীয়দের বিরুদ্ধে, অপরটি এথেন্স থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য। দুটির মধ্যে ব্যবধান ছিল ষোলো

ফুটের। মধ্যবর্তী স্থানটিতে পাহারারত সৈন্যদের জন্য বাসস্থান নির্মিত হয়েছিল এবং সমস্তটা ছাদ দিয়ে এমনভাবে ঢাকা ছিল যেন মনে হত একটিই পুরু প্রাচীর এবং তার দুধের ফোকার। প্রতি দশটি ফোকারের ব্যবধানে একটি করে বড় গম্বুজ ছিল এবং তাদের প্রস্থও ছিল প্রাচীরের প্রস্থের সমান। ফলে এগুলি প্রাচীরের ভিতরের প্রান্ত থেকে বাইরের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ঠিক মাঝখান ব্যতীত আর কোনো পথও ছিল না। ঝড় ও হিমের রাত্রিগুলিতে সৈন্যগণ ফোকরগুলি ছেড়ে গম্বুজ থেকে পাহারা দিত। গম্বুজ-গুলি উপরে ছাদবিশিষ্ট ছিল এবং একটি থেকে অপরটির দূরত্ব বেশি ছিল না।

প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্লেটীয়গণ একটি চন্দ্রবিহীন ঝড়বৃষ্টির রাত্রির জন্য অপেক্ষা করে অবশেষে পরিকল্পনাটির উদ্ভাবকদের নেতৃত্বে বের হল। প্রথমে তারা নগরবেষ্টনকারী পরিখাটি পার হল, তারপর প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে শত্রু-প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হল। অন্ধকারের জন্য তারা দৃষ্টিগোচর ছিল না এবং ঝোড়ো বাতাসের দাপটে কোনো শব্দও শোনা যায়নি। অস্ত্রশস্ত্রে ঠোকাঠুকি লেগে যাতে কোনো শব্দ না হয় সেইজন্য তারা পরস্পর একটু দূরে দূরে ছিল। তারা সঙ্গে রেখে ছিল হাল্কা অস্ত্র এবং কাদাতে পিছলাতে পারে এই ভয়ে শুধু বাঁ পায়ে জুতো পরেছিল। দুটি গম্বুজের মধ্যবর্তী ফোকরগুলির সামনে তারা এসে দাঁড়াল, জানত যে এখানে কোনো প্রহরী নেই। আগে মইবাহকেরা গিয়ে মইগুলিকে ঠিকমতো বসাল। তারপর অ্যাম্পিয়াসের নেতৃত্বে বারোজন শিরস্ত্রাণ পরিহিত হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য শুধু ছোরা হাতে উপরে উঠল এবং ছ'জন করে গম্বুজগুলিতে আরোহণ করল। তাদের পিছনে আর একদল উঠল। তাদেব ওঠার সুবিধার জন্য তাদের ঢালগুলি পশ্চাদ্বর্তী লোকেরা বহন করছিল, স্থির ছিল শত্রুর সম্মুখীন হতে হলে সেগুলি হস্তান্তরিত হবে। অধিকাংশ লোক উপরে ওঠার পর গম্বুজের প্রহরীগণ তাদের দেখতে পেলো। একটি ফোকর দৃঢ়ভাবে ধরবার সময় একজন প্লেটীয় একটি টালি ফেলে দেয় এবং এই শব্দেই প্রহরীগণ সচকিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদসঙ্কেত দিয়ে দ্রুত প্রাচীরে সৈন্য-সমাবেশ করল। অন্ধকার রাত্রি ও ঝঞ্ঝাসঙ্কুল আবহাওয়ার জন্য বিপদ সম্পর্কে প্রথমে তারা কোনো সঠিক ধারণা করতে পারলো না। ঠিক সেই সময়ে শত্রুদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবার জন্য নগরের প্লেটীয়গণ পেলো-পনেসীয় প্রাচীরের যে দিকটিতে প্লেটীয়গণ উঠছিল তার বিপরীত দিকে প্রচণ্ড চীৎকার করে আক্রমণ করল। এর ফলে পেলোপনেসীয় সৈন্যগণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কেউই নিজের জায়গা ছেড়ে সাহায্যের জন্য অন্যত্র গেল না, কিংবা ঘটনাটি কি তা বুঝতে পারল না। যে ৩০০ জন সৈন্যকে বিশেষ-

ভাবে জরুরী অবস্থার জন্য পৃথক রাখা হয়েছিল তারা প্রাচীরের বাইরে বিপদসঙ্কেতের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। থিব্‌সের দিকেও আক্রমণের অগ্নিসঙ্কেত দেওয়া হল। কিন্তু নগরস্থ প্লেটীয়গণও সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি অগ্নিসঙ্কেত প্রজ্জ্বলিত করল। এইগুলি আগেই প্রস্তুত ছিল এবং যাতে শত্রুর সঙ্কেত বোঝা না যায়, থিব্‌স্ থেকে তাদের কাছে কোনো সাহায্য আসতে না পারে এবং পলায়নপর প্লেটীয়গণ নির্বিঘ্নে কার্যসমাধা করতে পারে এই উদ্দেশ্যে নগরস্থিত প্লেটীয়গণ সঙ্কেতগুলি প্রজ্জ্বলিত করল।

ইতিমধ্যে প্রথম যে প্লেটীয় দলটি উপরে উঠেছিল তারা গম্বুজ দু'টি দখল করে ও প্রহরীদের হত্যা করে এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে রইল যেন ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। প্রাচীরে মই লাগিয়ে অনেক প্লেটীয়কে তারা গম্বুজের উপর তুলল। এইভাবে উপর থেকেও গম্বুজের ভিতর থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে শত্রু আগমন প্রতিহত করে রাখল। ইতিমধ্যে তাদের প্রধান দলটি প্রাচীরগাত্রে অনেকগুলি মই লাগিয়ে ফোকরগুলি ভেঙে গম্বুজগুলির মধ্যে যাতায়াতের পথ করল। প্রত্যেক পরিখার প্রান্তে নির্দিষ্ট স্থানগ্রহণ করল এবং প্লেটীয়দের প্রাচীর অতিক্রমে বাধাদানরত শত্রুসৈন্যদের উপর তীর ও বর্শা নিক্ষপ করতে লাগল। সকলে এই পাশে এসে পড়লে গম্বুজের প্লেটীয়গণও নেমে আসল এবং দৌড়িয়ে পরিখার দিকে গেল। ঠিক সেই সময়ে শত্রুপক্ষীয় জরুরীবাহিনীটিও মশালসহ এসে উপস্থিত হল। পরিখার প্রান্তে অন্ধকারে দণ্ডায়মান প্লেটীয়গণই তাদের ভালভাবে দেখতে পেল এবং তাদের যে অংশটি নিরস্ত্র ছিল তাদের উপর তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। কিন্তু আলো ও অন্ধকার মিলিয়ে প্লেটীয়গণকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। ফলে তাদের শেষ ব্যক্তিটিও পরিখা অতিক্রম করল, অবশ্য খুবই অসুবিধার মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হল। জলের উপরিভাগে বরফ জমে গিয়েছিল, কিন্তু হাঁটার পক্ষে তেমন শক্ত ছিল না। ইহা পূর্বদিকের বাতাসবাহিত তুষার এবং সেই রাত্রের ঝঞ্ঝাবাত্যাবাহিত তুষারপাতে পরিখার জল উঁচু হয়ে উঠেছিল। ফলে তা পার হতে তাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু প্রধানত ঝড়ের জন্যই যে পলায়নের পরিকল্পনাটি সফল হল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিখা অতিক্রম করে তারা একত্রে থিব্‌সের পথে অগ্রসর হল, দক্ষিণে রইল বীর অ্যান্ড্রোক্রেটিসের ক্ষুদ্র ভজনালয়। তারা মনে করেছিল যেহেতু রাস্তাটি তাদের শত্রুদেশাভিমুখী সেইজন্য তাদের এই পথ অবলম্বনের সন্দেহ শত্রুদের মনে জাগবে না। বস্তুত এখান থেকেই তারা দেখতে পেল যে পেলোপনেসীয়গণ আলোহস্তে সিথীরন ও ড্রুয়োসকেফালাই অথবা ওকহেড্‌সের দিকে এথেন্সগামী পথে অনুসন্ধান করছে। থিব্‌সের পথে

অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তারা মোড় ঘুরে ইরিথ্রি এবং হাইসিয়ির দিকে পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত পথটি অবলম্বন করল। দলে তারা মোট ২১২ জন ছিল, প্রাচীর অতিক্রমের আগেই অনেকে নগরে ফিরে গিয়েছিল এবং একজন তীরন্দাজ পরিখার কাছে ধরা পড়েছিল। ইতিমধ্যে পেলোপনেসীয়গণ অন্বেষণ ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিল। নগরস্থ প্লেটীয়গণ পরিষ্কার কিছু জানত না এবং যারা ফিরে এসেছিল তারা বলল যে পলায়নপর প্লেটীয়গণ সকলেই নিহত। সুতরাং পরদিন প্রভাতে তারা মৃতদের উদ্ধারের জন্য চুক্তি করতে দূত প্রেরণ করল, কিন্তু তখন সত্য ঘটনা জানতে পেরে ফিরে এল। এইভাবে এই প্লেটীয় দলটি পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল।

এই বছর শীতের শেষে স্পার্টীয়গণ একটি জাহাজসহ স্যালীথাসকে মিটিলিনিতে প্রেরণ করল। তিনি সমুদ্রপথে পিঢ়াতে গেলেন, সেখান থেকে স্থলপথে একটি নদীর গতিপথ ধরে অগ্রসর হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছালেন যেখান থেকে নগর পরিবেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করা যায়। এইভাবে গোপনে মিটিলিনিতে প্রবেশ করে তাদের জানালেন যে অ্যাটিকা নিশ্চয়ই আক্রান্ত হবে, তাদের সাহায্যের জন্য চল্লিশটি জাহাজ আসছে এবং খবরটি দেবার জন্য ও সমস্ত ব্যাপার পরিদর্শনের জন্য তাঁকে আগেই প্রেরণ করা হয়েছে। এতে মিটিলিনি উৎসাহিত বোধ করল এবং এথেন্সের সঙ্গে মিটমাটের চিন্তা ত্যাগ করল। এইভাবে শীত শেষ হল এবং থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষও সমাপ্ত হল।

পরবর্তী গ্রীষ্মে পেলোপনেসীয়গণ প্রধান পোতাধ্যক্ষ আলকিডাসের নেতৃত্বে ৪২টি জহাজ মিটিলিনিতে প্রেরণ করল এবং মিত্রগণকে নিয়ে তারা নিজেরা অ্যাটিকা আক্রমণ করল। এইভাবে এথেনীয়দের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই দ্বিমুখী অভিযানের ফলে মিটিলিনিগামী নৌবহরটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণে এথেন্সের অসুবিধা হবে। এই অ্যাটিকা অভিযানের নায়ক ছিলেন ক্লিওমেনিস। পূর্বে যে সমস্ত স্থানে পেলোপনেসীয়গণ ধ্বংসসাধন করে গিয়েছিল সেখানে আবার যা কিছু নতুন গড়ে উঠেছিল সেসব লুটপাট করেই এই বাহিনী ক্ষান্ত হল না, আগে যেসব স্থান তারা স্পর্শ করেনি এবার সেখানেও লুণ্ঠনকার্য আরম্ভ করল। সুতরাং একমাত্র দ্বিতীয় অভিযানটি ব্যতীত এটাই সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক ছিল। এই কাজে নিযুক্ত পেলোপনেসীয় বাহিনীটি তাদের অ্যাটিকা অবস্থান দীর্ঘায়িত করেছিল এবং তাদের আশা ছিল যে নৌবহরটি মিটিলিনি পৌঁছে কার্যসিদ্ধি করেছে এই খবর শীঘ্রই এসে পৌঁছাবে। কিন্তু সেই সংবাদ এল না ও তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছিল, অতএব তারা প্রত্যাবর্তন করল।

ইতিমধ্যে মিটিলেনীয়গণ এথেন্সের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। তাদের রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং পেলোপন্নিস থেকে প্রেরিত নৌবহরটি দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পরিবর্তে পথে অযথা কালক্ষেপ করছিল। সুতরাং তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। স্যালীথাস নিজেও নৌ-বহর পৌঁছবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি এথেনীয়দের উপর আকস্মিক আক্রমণের জন্য জনগণকে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করলেন। (আগে তাদের ভারী অস্ত্র ছিলনা।) কিন্তু জনগণ এই অস্ত্র পাওয়ামাত্রই উর্ধ্বতন কর্মচারীদের অমান্য করতে শুরু করল এবং নিজেরা জোট বেঁধে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করল যে যত খাদ্যসম্ভার আছে তা প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে হবে এবং সকলের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। নচেৎ তারা নিজেরাই এথেনীয়দের সঙ্গে চুক্তি করে নগরটিকে তাদের হাতে সমর্পণ করবে।

কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন যে তাদের বাধা দেওয়া অসম্ভব এবং আত্ম-সমর্পণের সময় তাঁরা যদি সঙ্গে না থাকেন তবে ভবিষ্যতে তাঁদেরই বিপদ হবে। সুতরাং তারা নিম্নলিখিত শর্তে পাচেস ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর কাছে নগরটিকে সমর্পণ করলেন। স্থির হল যে মিটিলেনীয়দের সম্পর্কে ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এথেনীয়দের থাকবে, সৈন্যবাহিনী নগরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে, স্বীয় বক্তব্য পেশ করবার জন্য তারা এথেন্সে দূত প্রেরণ করতে পারবে এবং তারা প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত পাচেস কোনো মিটিলেনীয়কে ক্রীতদাস, বন্দী বা হত্যা করতে পারবেন না। ইহাই ছিল আত্মসমর্পণের শর্ত। কিন্তু স্পার্টার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে যাঁরা প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা এত ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে সৈন্যরা যখন নগরে প্রবেশ করল তাঁরা তখন বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পাচেস তাঁদের তুলে বললেন তিনি তাঁদের কোনো ক্ষতি করবেন না এবং তাঁদের সম্বন্ধে এথেনীয়গণের সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত তিনি তাঁদের টেনেডোসে রেখে দিলেন। অ্যাণ্টিসাতে কয়েকটি জাহাজ প্রেরণ করে পাচেস স্থানটি দখল করে নিলেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

পেলোপন্নিসের যে চল্লিশটি জাহাজের মিটিলিনি আসবার কথা ছিল তারা ইতিমধ্যে পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করে সময় নষ্ট করছিল এবং তারপর অলসগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং অবশেষে এথেন্সের দৃষ্টি এড়িয়ে ডেলসে উপস্থিত হল। ডেলস থেকে তারা গেল ইকারাম এবং মিকোন্নাসে এবং সেখানেই প্রথম মিটিলিনির পতনের সংবাদ শুনল। প্রকৃত সত্য জানবার জন্য তারা ইরিথ্রিয়ার এমবাটামে গেল, ইতিমধ্যে মিটিলিনির আত্মসমর্পণের পরে প্রায় সাত দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখানে তারা সঠিক সংবাদ

অবগত হয়ে কি করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল এবং এলিসের টিউটিয়াপ্লাস তাদের বললেনঃ—

"আলকিডাস, এবং আমার অন্যান্য সহযোগী পেলোপনেসীয় অধিনায়কগণ, আমার পরামর্শ এই যে আমাদের এখানে অবস্থানের সংবাদ প্রচারিত হবার আগেই এই অবস্থাতেই আমাদের মিটিলিনি রওনা হওয়া উচিত। সেখানে আমরা সম্ভবত এথেনীয়দের খানিকটা অসতর্ক অবস্থায় দেখতে পাব, কারণ, সবে তারা নগরটি দখল করেছে এবং এই অবস্থায় এই রকমই হয়ে থাকে। বিশেষত সমুদ্রে এই শিথিলতা নিশ্চয়ই ঘটেছে, কারণ এ পথে শত্রু আক্রমণের সম্ভাবনার কথা তারা চিন্তাও করতে পারছে না। অথচ আমরা নৌশক্তিসহ এখানে এসেছি। এমনও সম্ভব যে তাদের স্থলবাহিনী হয়ত জয়ের আনন্দে বিভিন্ন গৃহে ছড়িয়ে পড়েছে সুসংবদ্ধ নেই। সুতরাং এখন যদি আমরা রাত্রিযোগে তাদের হঠাৎ আক্রমণ করি তবে নগরের অভ্যন্তরে এখনো যারা আছে তাদের সহায়তায় আবার হয়ত নগরটি দখল করতে পারব। এই ঝুঁকিগ্রহণ থেকে আমাদের পিছিয়ে আসা উচিত হবে না বরং মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধে যেমন সাধারণত ভিত্তিহীন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ইহাও তারই একটি উদাহরণ। নিজেদের তা থেকে মুক্ত রাখা এবং শত্রু যখন অপ্রস্তুত আছে তখন তাকে আক্রমণের সঠিক মুহূর্ত নির্বাচন করাই একজন সার্থক সেনাধ্যক্ষের কাজ"।

আলকিডাস এই পরামর্শ গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। তাঁর সঙ্গে যেসব লেসবীয় ও নির্বাসিত আইওনীয় ছিল তারা পরামর্শ দিল যে এই কাজটি খুবই বিপজ্জনক, বরং তিনি কোনো আইওনীয় নগর ও কাইমির ঈয়োলীয় নগর দখল করে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে আইওনীয় বিদ্রোহ সংগঠিত করলে তা খুব সুবিবেচনার কাজ হবে। ইহা সফল করা অসম্ভব নয়, সর্বত্রই তিনি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবেন। এইভাবে তারা এথেন্সকে তার রাজস্বের মূল উৎস থেকে বঞ্চিত করতে পারবে এবং সে যদি তাদের বিরুদ্ধে নৌবহর প্রেরণ করে তবে অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্যের চাপে তাকে বিব্রত হতে হবে। এছাড়া তাদের বিশ্বাস পিসুথনেসকেও তারা দলে টানতে পারবে। এই প্রস্তাবও আলকিডাস গ্রহণ করলেন না এবং যেহেতু মিটিলিনি পৌঁছাবার পক্ষে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার পেলোপন্নিসে প্রত্যাবর্তন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

সুতরাং তিনি এমবাটাম থেকে যাত্রা করে উপকূল বরাবর অগ্রসর হলেন এবং মিওন্নেসাসে অবতরণ করে পথে যাদের বন্দী করেছিলেন তাদের এখানে

হত্যা করলেন। পরে যখন তিনি ইফেসাসে নোঙর করেছিলেন, তখন অ্যানাইয়া থেকে একটি স্যামীয় প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল যারা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়নি, যারা তাঁর শত্রু নয় এবং যারা চাপে পড়ে এথেন্সের মিত্র হয়েছে তাদের হত্যা করা হেলাসকে মুক্তিদানের সঠিক পথ নয়। এখনো যদি তিনি বিরত না হন তবে শত্রুকে মিত্র করার পরিবর্তে বরং অনেক মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করবেন। আলকিডাস তাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন এবং চিওস ও অন্যান্য স্থানে যেসব বন্দী তখনো তাঁর কাছে ছিল তাদের মুক্তি দিলেন। যখন নৌবহরটি দেখা-গিয়েছিল তখন উপকূলবর্তী অধিবাসিগণ পালাবার চেষ্টা করেনি বরং জাহাজের কাছে এগিয়ে এসেছিল। কারণ, তারা মনে করেছিল এগুলি এথেন্সের জাহাজ। তারা কল্পনাই করতে পারেনি যে সমুদ্রের উপর এথেন্সের আধিপত্য বজায় থাকা সত্ত্বেও পেলোপনেসীয় নৌবহর আইও-নিয়াতে আসতে পারে।

ইফেসাস থেকে আলকিডাস দ্রুত রওনা হয়ে পালাতে লাগলেন। যখন তিনি ক্ল্যারাসের কাছে নোঙর করেছিলেন তখন এথেন্স থেকে আগত স্যালামিনীয় ও প্যারালীয় জাহাজ তাদের দেখতে পায়। পশ্চাদ্ধাবনের ভয়ে এখন তিনি উন্মুক্ত সমুদ্র অতিক্রম করলেন এবং স্থির করলেন সম্ভব হলে কোথাও নোঙর না করে সোজা পেলোপন্নিসে পৌঁছাবেন। ইতিমধ্যে ইরিথ্রিয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে তার খবর পাচেসের কাছে পৌঁছেছিল। আইওনিয়া সুরক্ষিত ছিল না বলে পেলোপনেসীয়দের উপকূল বরাবর আগমনের সংবাদে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হল—তারা যদি অবস্থান করতে ইচ্ছুক না-ও হয় তবে যাবার পথে মাঝে মাঝে অবতরণ করে লুণ্ঠন চালাতে পারবে। এখন স্যালিমিনীয় ও প্যারালীয় জাহাজ তাদের ক্ল্যারাসে দেখে খবরটির সত্যতা প্রচার করল। পাচেস তৎক্ষণাৎ তাদের অনুসরণে বের হলেন এবং প্যাটমস দ্বীপ পর্যন্ত গেলেন। আলকিডাস আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছেন দেখে এখান থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। উন্মুক্ত সমুদ্রে তিনি তাদের ধরতে পারেননি বলে অন্য কোথাও যে তাদের ধরা যায়নি একথা পাচেস একরকম ভালই মনে করলেন। কারণ তা হলে তারা শিবির স্থাপন করতে বাধ্য হত, ফলে তাঁকেও অবরোধের ঝক্কি পোয়াতে হত।

প্রত্যাবর্তনের পথে অন্যান্য স্থান ছাড়াও পাচেস কোলোফোনের বন্দর নোটিয়ামে অবতরণ করলেন। দলীয় বিবাদের ফলস্বরূপ কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইটামেনিস ও অন্যান্য বিদেশীদের দ্বারা নগরের উত্তরাংশ অধিকৃত হবার পর কোলোফোনীয়গণ এখানে বাস করতে থাকে।

কিন্তু এই উদ্বাস্তু কোলোফোনীয়গণ নোটিয়ামেও বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একটি দল পিসুথনেস থেকে আর্কেডীয় ও ভাড়াটিয়া সৈন্যদের আমন্ত্রণ করল এবং পৃথক একটি পরিখাবেষ্টিত স্থানে তাদের থাকতে দিল। নগরের উত্তরাংশের পারসিক সমর্থক দলটিও তাদের সঙ্গে যোগদান করল এবং পৃথক একটি গোষ্ঠী গঠিত হল। তাদের বিরোধীগণ নির্বাসিত হয়ে এখন পাচেসকে আমন্ত্রণ করল। তিনি আর্কেডীয় অধিনায়ক হিপ্পিয়াসকে আলোচনার জন্য আহ্বান করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে কোনো মীমাংসা না হলে তাঁকে নিরাপদে সুরক্ষিত ঘাঁটিতে প্রেরণ করা হবে। কিন্তু হিপ্পিয়াস বাইরে আসতেই পাচেস তাঁকে বন্দী করলেন, অবশ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন না। তার পর তিনি অতর্কিত আক্রমণে স্থানটি দখল করে নিলেন, আর্কেডীয় ও বিদেশী সৈন্যদের হত্যা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হিপ্পিয়াসকে সেখানে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করামাত্র তীরবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করা হল। তারপর পারসিকদের সমর্থক দলটি ব্যতীত অন্য দলটির হাতে নোটিয়ামকে সমর্পণ করলেন। তারপর অন্য সব নগর থেকে কোলোফোনীয়দের সমবেত করে এথেনীয় আইনানুসারে এথেন্স থেকে এখানে ঔপনিবেশিক প্রেরিত হল।

মিটিলিনিতে প্রত্যাবর্তন করে পাচেস পিঢ়া ও এরেসুসকে পদানত করলেন এবং স্পার্টীয় স্যালীথাসকে নগরে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে এথেন্সে প্রেরণ করলেন। তাছাড়া যেসব মিটিলেনীয়কে তিনি টেনেডোসে রেখে দিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহ সংগঠনে লিপ্ত বলে যাদের তিনি সন্দেহ করেছিলেন তাদেরও তিনি এথেন্সে প্রেরণ করলেন। সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশকেও তিনি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বাকি সৈন্যদের নিয়ে তিনি মিটিলিনি ও লেসবসের অন্যান্য স্থানে নিজের বিবেচনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

স্যালীথাস ও অন্যান্য বন্দীরা এথেন্সে পৌঁছালে এথেনীয়গণ অবিলম্বে স্যালীথাসকে মৃত্যুদণ্ড দিল, যদিও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে অন্যান্য ব্যবস্থা ছাড়াও অবরুদ্ধ প্লেটিয়া থেকে পেলোপনেসীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের চেষ্টা করবেন। এর পর অন্যান্য বন্দীদের নিয়ে আলোচনা হল। প্রচণ্ড ক্রোধের মুহূর্তে এথেনীয়গণ স্থির করল যে শুধুমাত্র এথেন্সে আনীত বন্দীদেরই মৃত্যুদণ্ড দিলে যথেষ্ট হবে না মিটিলিনির সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করতে হবে এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে হবে। অন্যান্যদের মতো মিটিলিনিকে এথেনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এতৎসত্ত্বেও সে বিদ্রোহ করেছে, এটিই ছিল তাদের ক্রোধের প্রধান

কারণ। বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পেলোপনেসীয় নৌবহর যে আইওনিয়াতে আসতে সাহস করেছিল এতে তাদের ক্রোধের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেল। এর ফলে প্রমাণিত হল যে বিদ্রোহের পিছনে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ছিল। সুতরাং তারা এই সিদ্ধান্ত পাচেসকে জানিয়ে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে পাচেসের কাছে একটি জাহাজ পাঠাল। কিন্তু পরদিন তাদের মনে অনুতাপ জাগল এবং যে শাস্তি শুধুমাত্র অপরাধীদের প্রাপ্য সমগ্র নগরকে সেই শাস্তিদানের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আছে সেকথা এথেনীয়গণ উপলব্ধি করল। তা দেখে এথেন্সে মিটিলিনির প্রতিনিধিদল এবং তাদের এথেনীয় সমর্থকগণ মিটিলিনির প্রশ্নটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করতে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাল এবং সহজেই সম্মতি পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ একটি সভা আহূত হল এবং উভয়পক্ষেই বিভিন্ন অভিমত পেশ হল। অবশেষে মিটিলেনীয়গণকে মৃত্যুদণ্ডদানের পূর্বতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যিনি প্রধানত দায়ী ছিলেন সেই ক্লিওন পুনরায় বক্তৃতা দিলেন। এথেন্সে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উগ্রপন্থী এবং জনগণের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি বললেন—

"ব্যক্তিগতভাবে আগে আমি বহুবার দেখেছি যে সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অচল। এখন মিটিলেনীয়দের সম্পর্কে আপনাদের পরিবর্তিত মনোভাব দেখে আমার সেই অভিমত অধিকতর বদ্ধমূল হল। আপনাদের প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের প্রতি ভয় ও সন্দেহের স্থান নেই বলে মিত্রদের ক্ষেত্রেও আপনারা তাই মনে করেন এবং একথা আপনারা একবারও চিন্তা করেন না যে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও নিজেদের দয়াপ্রবণতার জন্য যে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা আপনাদের নিজেদের পক্ষে চরম বিপজ্জনক হবে এবং এই দুর্বলতার জন্য শত্রুর কাছ থেকেও কোনো সাধুবাদ লাভ করবেন না। আপনারা সর্বদা ভুলে যান যে আপনাদের সাম্রাজ্য একটি স্বৈরতন্ত্র এবং আপনাদের প্রজাগণ অসন্তুষ্ট ষড়যন্ত্রকারী। আত্মঘাতী সুবিধাদানের দ্বারা তাদের আনুগত্য অর্জন করতে পারবেন না। তাদের স্বাভাবিক বশ্যতা নয়, স্বীয় শক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারাই একমাত্র সেই আনুগত্য অর্জন সম্ভব। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সদাপরিবর্তনশীলতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা-ই সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক। কতগুলি বিষয় সম্পর্কে আমাদের বাহ্য অজ্ঞতা কম ক্ষতিকারক নয়, যেমন—ক্ষমতাহীন অথচ উৎকৃষ্ট বিধিসঙ্গত আইনের পরিবর্তে অপরিবর্তনীয় নিকৃষ্ট আইন-ই যে-কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রেয়, প্রত্যুৎপন্নমতির আনুগত্যহীনতার পরিবর্তে অশিক্ষিত ব্যক্তির আনুগত্য অনেক বেশি সুবিধা-জনক এবং মনস্বী ব্যক্তিদের তুলনীয় সাধারণ লোকেরা রাষ্ট্রপরিচালনায়

অধিকতর দক্ষ। মনস্বী ব্যক্তিগণ আইনের তুলনায় নিজেদের সর্বাপেক্ষা অধিক বিচক্ষণ বোধ করেন এবং প্রতিটি প্রস্তাবই বাতিল করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন না। এইভাবে প্রায়শ তাঁরা দেশের সর্বনাশ ডেকে আনেন। পক্ষান্তরে, নিজেদের বুদ্ধিমত্তার উপর যাদের অতিরিক্ত বিশ্বাস নেই তারা আইনের তুলনায় নিজেদের কম বিচক্ষণ বোধ করে এবং একজন উৎকৃষ্ট বক্তার ভাষণকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার ক্ষমতা তাদের নেই। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার ফলে তারা নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করে দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে। জনগণের প্রকৃত মতের বিরুদ্ধে চাতুর্য ও বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রসূত পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে আমাদের উচিত তাদের অনুকরণ করা।

"নিজের কথা বলতে পারি, আমি আমার মতে অবিচল আছি। মিটিলিনির প্রশ্ন পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব দিয়ে বিষয়টিতে অযথা বিলম্ব সৃষ্টি করে অপরাধীদের যারা সুবিধাদান করছেন তাঁদের আচরণে আমি বিস্মিত। ক্ষতি-কারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কালক্ষেপ করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্রোধ প্রশমিত হয়ে আসে। কিন্তু অবিলম্বে প্রতিশোধগ্রহণের মাধ্যমেই অপরাধের যোগ্য শাস্তিদান বাঞ্ছনীয়, তখন প্রতিশোধের মাত্রা অপরাধের মাত্রার অনুরূপ হয়। যদি কেউ আমার মতের প্রতিবাদ করে একথা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে মিটিলিনির বিদ্রোহে আমাদের উপকার হয়েছে, কিংবা আমাদের দুর্ভাগ্যে মিত্রগণেরও ক্ষতি, তা হলে আমি আশ্চর্য বোধ করব। এরকম প্রয়াসে যিনি উদ্যত হবেন তিনি স্পষ্টতই এমন এক ব্যক্তি নিজের বাগ্মিতার উপর যাঁর অগাধ বিশ্বাস আছে বলে যিনি মনে করেন। ফলে চিরদিনের জন্য যা স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে তাও অনিশ্চিত বলে প্রমাণের জন্য তিনি সাহসী হয়েছেন। নতুবা আমি বলব, তিনি উৎকোচগ্রহণ করে লম্বা-চওড়া কূটতর্কের সাহায্যে আমাদের প্রতারিত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই প্রকার বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন অপরে, সমস্ত বিপদ হয় রাষ্ট্রের। অবশ্য, নির্বোধের মতন এই সব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবার জন্য দোষ দিতে হয় আপনাদেরই। আপনার বক্তৃতা শুনতে যান এমনভাবে যেন কোনো দৃশ্য দেখতে এসেছেন। আপনাদের কাজ হল জনশ্রুতি থেকে তথ্য সংগ্রহ। কোনো পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা বিচার করেন আপনারা সমর্থকের বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে, অতীত ঘটনাসংক্রান্ত সত্যের ক্ষেত্রে বহুশ্রুত চতুর নিন্দার উপরেই আপনারা নির্ভর করেন। চাক্ষুষ তথ্যকে আপনাদের বিশ্বাস হয় না। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে আপনারা আনকোরা নতুন যুক্তির চটকে সহজেই বিভ্রান্ত হন, সাধারণ কিছু দেখলে আপনারা ঘৃণা করেন এবং তার বিপরীতটির আপনারা

ক্রীতদাস। আপনাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা একটি বক্তৃতা দেওয়া এবং নিজে দিতে না পারলে যারা দিতে পারে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। যারা বক্তা তাদের প্রত্যেকটি কথা বলবার প্রায় আগেই এমন সরবে আপনারা সমর্থন করেন যে জাহির করতে চান যেন তাদের মতের সবটাই খুব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। আপনারা যুক্তি বুঝতে খুব তৎপর, কিন্তু ফলাফল বুঝতে একেবারেই নন। আমাদের জীবনযাত্রার সাধারণ প্রণালী থেকে পৃথক একটা কিছু আপনারা লাভ করতে ইচ্ছুক, অথচ সে বিষয়ে আপনাদের নিজেদের জ্ঞানও অতি সামান্য। আপনারা শ্রুতিমধুর বাগাড়ম্বরের দাস, যেন আপনারা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক সভার সদস্য নন, যেন শুধু পেশাদার বক্তৃতার শ্রোতা মাত্র।

"এ থেকে আপনাদের রক্ষা করবার জন্য আমি আপনাদের কাছে প্রমাণ করব যে মিটিলিনি আপনাদের যেমন ক্ষতি করেছে তেমন আর কোনো রাষ্ট্রই করেনি। যারা আমাদের সাম্রাজ্যের চাপ সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করেছে কিংবা শত্রুর জন্য বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু মিটিলিনি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত দ্বীপ। শুধুমাত্র সমুদ্রপথে আমাদের শত্রুদের কাছ থেকে তার আশঙ্কার কারণ আছে এবং সেক্ষেত্রেও আত্মরক্ষার জন্য তার নৌবহর আছে। সে স্বাধীন এবং আপনাদের উচ্চতম সম্মানপ্রাপ্ত। সুতরাং তারা করেছে তা বিদ্রোহ নয়, বিদ্রোহের পিছনে থাকে অত্যাচার। তারা স্বেচ্ছাকৃত নির্লজ্জ আক্রমণ করেছে, আমাদের চরম শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে সে আমাদের ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল। নিজশক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা যদি একা যুদ্ধ ঘোষণা করত তবে তাও এর চেয়ে ভাল ছিল। তাদের যেসব প্রতিবেশী ইতিপূর্বে বিদ্রোহ করে দমিত হয়েছে তাদের থেকে তারা কোন শিক্ষাই লাভ করেনি। তাদের সমৃদ্ধি তাদের বিপদের সম্মুখীন হবার প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। ভবিষ্যতের উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সামর্থ্যের তুলনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের গগনচুম্বী। অধিকারের পরিবর্তে শক্তিপ্রয়োগের পথ তারা গ্রহণ করেছে। প্ররোচনার দ্বারা নয়, সংকল্পিত মুহূর্তের দ্বারা তাদের আক্রমণের লগ্ন স্থির হয়েছে। বস্তুত, অপ্রত্যাশিতভাবে অতিসমৃদ্ধি ঘটলে মানুষ উদ্ধত হয়ে ওঠে। অযৌক্তিক সাফল্যের পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত সৌভাগ্য অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ। সম্পদ রক্ষা করা অপেক্ষা দারিদ্র্য দূর করা সহজ। তাদের আমরা যে বিশেষ সুবিধাদান করেছি তা আমাদের ভুল হয়েছে। যদি তদের সঙ্গে আমরা অন্য প্রজাদের কোনো পার্থক্য না রাখতাম তবে তারা এমন আত্মহারা হত না।

মানবপ্রকৃতির চিরকালীন রীতি হল যে বিশেষ সুবিধা লাভ করলে সে উদ্ধত হয়, কিন্তু দৃঢ়তা দেখলে সে অবনত হয়। সুতরাং তাদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি লাভ করতে দিন, অভিজাতদের শাস্তিবিধান করে জনগণকে ক্ষমা করবেন না। একথা নিশ্চিত যে সমগ্র মিটিলিনি নির্বিশেষে আপনাদের আক্রমণ করেছে, যদিও তারা অধিকাংশ আমাদের পক্ষে থাকতে পারত এবং এখন নগরের কর্তৃত্বলাভ করতে পারত। সুতরাং একবার চিন্তা করুন—আমাদের মিত্রদের মধ্যে যারা শত্রুদের দ্বারা বাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করেছে এবং যারা স্বেচ্ছায় বিদ্রোহ করেছে, তারা উভয়ে যদি একই শাস্তিলাভ করে তবে তুচ্ছতম অজুহাতে অনেকে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত বোধ করবে। তখন তারা দেখবে সাফল্যের পুরস্কার স্বাধীনতা এবং ব্যর্থতার শাস্তি নগণ্য। ইতিমধ্যে একের পর এক রাষ্ট্রের পিছনে আমাদের অর্থ ও জীবনহানি ঘটতে থাকবে। তারপরে যদি সফল হই তবে এমন একটি রাষ্ট্রকে বিজিত অবস্থায় লাভ করব যেখান থেকে কোনো রাজস্ব আদায় হবে না অথচ এই রাজস্বের উপর আমাদের শক্তি নির্ভরশীল। ব্যর্থ হলে শত্রুর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমান শত্রুর বিরুদ্ধে যে সময় ব্যয় করা যেত তা মিত্রগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নষ্ট করতে হবে।

"সুতরাং বক্তৃতায় দ্রবীভূত হয়ে অথবা উৎকোচে বশীভূত হয়ে কোনোভাবেই মিটিলিনির প্রতি দুর্বলতা বা দয়াপ্রদর্শন চলবে না। তারা অনিচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধী নয়। তাদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষপ্রসূত। শুধু অনিচ্ছুক অপরাধীকে দয়া করা চলে। আমি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করছি, প্রথম সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করবেন না। দয়া, ভাবপ্রবণতা ও প্রশ্রয় —সাম্রাজ্যের পক্ষে এই তিনটি মারাত্মক দুর্বলতা। তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। সমঅনুভূতির দ্বারা যে উপযুক্ত প্রতিদান করতে পারে, তাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা চলে, প্রতিদানে যে দয়া করবে না তাকে কখনই নয়, সে আমাদের স্বাভাবিক ও প্রকৃত শত্রু। যেসকল বক্তা ভাবপ্রবণতার দ্বারা আমাদের বিচলিত করতে ইচ্ছুক তাঁরা বরং প্রতিভাপ্রদর্শনের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখ্য রঙ্গভূমি অন্বেষণ করুন। কিন্তু যেখানে তাৎক্ষণিক আনন্দের পরিবর্তে রাষ্ট্রকে গুরুতর জরিমানা দিতে হয় অথচ চমৎকার বাগ্‌বিন্যাসের জন্য বক্তা প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন, সেখানে দয়া করে তাঁরা আসবেন না। যারা আগে শত্রু ছিল এবং প্রশ্রয়প্রাপ্ত হয়েও শত্রুই থাকবে তাদের পরিবর্তে ভবিষ্যতে যারা বন্ধু হবে তাদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ মিটিলিনি সম্পর্কে আমার প্রস্তাব এই যে তাদের আচরণের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে হবে এবং তা যেন আমাদের স্বার্থের অনুকূল হয়। কিন্তু ভিন্ন সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করলে তাদের কৃতজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবেন না অথচ নিজেদের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হবে তাতে সমধিক। কারণ, তাদের বিদ্রোহ যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে শাসনক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকা আপনাদের পক্ষে অন্যায়। ন্যায় বা অন্যায় যাই হোক না কেন যদি আপনারা সাম্রাজ্য বজায় রাখতে ইচ্ছুক হন তবে অবিচলিতভাবে স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে মিটিলিনিকে শাস্তিদান করুন, নইলে সাম্রাজ্য ত্যাগ করুন ও নিরাপদে বসে সততার চর্চা করুন। অপরাধের যোগ্য শাস্তি দিতে মনস্থির করুন। যারা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিল তাদের চাইতে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েও যারা অল্পের জন্য রেহাই পেল তারা যেন অধিক বোধশূন্য না হয়। চিন্তা করে দেখুন, মিটিলিনি সফল হলে আপনাদের অবস্থা কি হত, বিশেষত তারাই যখন আক্রমণকারী। কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর প্রতি সে-ই অন্যায় করতে পারে যে তাকে সমূলে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক। কারণ, শত্রুর শক্তিকে নিঃশেষ না করবার বিপদ সে বুঝতে পারে। অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি টিঁকে যায় তবে সে যত বিপজ্জনক অন্য শত্রু তত নয়। অতএব, স্বীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। যখন আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই মুহূর্তটির কথা কল্পনা করুন, তখন তাদের, দমন করাই আপনাদের কাছে সর্বাপেক্ষা জরুরি বোধ হয়েছিল। তাদের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। তাদের উচিত শাস্তিবিধান করে অন্য মিত্রদের কাছে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যে বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যু। যদি তারা ইহা উপলব্ধি করতে পারে তবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর এতবার বিব্রত হতে হবে না। কারণ মিত্রগণ তখন আপনাদের সঙ্গে থাকবে।"

ক্লিয়েনিটাসের পুত্র ক্লিওনের বক্তব্য শেষ হল। অতঃপর ইউক্রেটিসের পুত্র ডিওডোটাস তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। পূর্ববর্তী সভাতেও তিনি মিটিলেনীয়দের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বললেনঃ—

"মিটিলিনির প্রশ্ন নিয়ে যারা নতুন করে বিতর্কের প্রস্তাব দিয়েছেন তাদের আমি দোষারোপ করিনা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠেছে তা আমি সমর্থন করি না। সৎ পরামর্শের ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয়কে আমি সর্বাধিক বাধা বলে গণ্য করি সেগুলি হল—ক্রোধ ও হঠকারিতা। হঠকারিতা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ এবং ক্রোধ আদিম ও সঙ্কীর্ণ মনের পরিচায়ক। কর্মের পথপ্রদর্শকরূপে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা যারা স্বীকার করে না তারা হয় নির্বোধ নতুবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট। কেউ যদি মনে করে অন্য কোনো উপায়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মোকাবিলা সম্ভব তবে সে নির্বোধ। আপনাদের কোনো লজ্জাকর কাজে প্ররোচিত করা যদি তার উদ্দেশ্য

হয় এবং একটি অসৎ উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট বক্তৃতাদানের ক্ষমতা সম্পর্কে নিজের যদি সন্দেহ থাকে এবং সেইজন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপবাদের দ্বারা বিরোধী-মতাবলম্বীদের ও শ্রোতাদের মনে ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করে তবে সে নিশ্চয়ই স্বার্থসংশ্লিষ্ট। লাভের আশায় বক্তা তার মতামত ব্যক্ত করছে, এই অভিযোগ আরো অসহ্য। যদি শুধু অজ্ঞতার অভিযোগ আরোপিত হয় তবে একজন অসফল বক্তা বিচক্ষণতার সুখ্যাতি লাভ না করলেও সততার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন না, কিন্তু অসফল হলে অসততার অভিযোগ তাঁকে সন্দেহভাজন করে তোলে এবং পরাজিত হলে অভিযোগ ওঠে নির্বুদ্ধিতা ও শঠতার। এই রীতির দ্বারা রাষ্ট্র কোনোক্রমে উপকৃত হয় না, কারণ সৎ পরামর্শদাতা ভীতিবশত তাকে বঞ্চিত করে। যদিও প্রকৃত সত্য এই যে বক্তাগণ যদি এব-প্রকার উক্তি করে তবে তারা আদৌ কিছু না বললে বরং দেশের মঙ্গল, তাতে আমাদের মারাত্মক ভুলের পরিমাণ হ্রাস পাবে। সৎ নাগরিকের কর্তব্য ভীতি উদ্রেক না করে সুনিপুণ যুক্তির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। একটি বিচক্ষণ রাষ্ট্র তার শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতাকে অতরিক্ত মর্যাদা দান করবে না বটে কিন্তু প্রাপ্য মর্যাদা থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করবে না; পক্ষান্তরে অসফল বক্তাকে শাস্তিবিধানও করবে না; অপমানও করবে না। এই উপায়ে সফল বক্তাগণ অধিকতর সম্মানের আশায় জনপ্রিয়তার জন্য স্বীয় সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ হবেন না। অসফল বক্তাগণও জনগণের সমর্থন লাভের আশায় চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করবেন না।

"আমরা ঠিক তার বিপরীতটি করি। তা ছাড়া যে মুহূর্তে সন্দেহ হয় যে বক্তা অসাধু উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিচ্ছেন (সেই পরামর্শ উৎকৃষ্ট হলেও) অমনি তিনি লাভবান হবেন মনে করে আমরা ঈর্ষান্বিত বোধ করি, অথচ তিনি আদৌ লাভবান হবেন কিনা সে বিষয়ে তখনো আমরা নিশ্চিন্ত নই। ফলে একটি কুপরামর্শের ন্যায় স্পষ্টত একটি সুপরামর্শও লোকের সন্দেহভাজন হয়। ফলে রাষ্ট্র সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং কোনো ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের প্রবক্তাকে যেমন জনগণের চিত্ত জয় করবার জন্য প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, একজন বিচক্ষণ পরামর্শদাতাকেও তেমনি বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে মিথ্যাভাষণ করতে হয়। এই সকল শিষ্টাচারের ফলে আমাদের রাষ্ট্রের অবস্থা এমন হয়েছে যে প্রতারণা ব্যতীত খোলাখুলিভাবে কেউ কখনো কোনো উপকার করতে পারে না। যে প্রকাশ্যে উপকার করতে ইচ্ছুক লোকে ভাবে গোপনে তার কোনো স্বার্থসিদ্ধির মতলব আছে। তবুও বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব ও চতুর্দিকের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আপনাদের তাৎক্ষণিক দৃষ্টির তুলনায় বক্তাগণের দৃষ্টি অধিকতর দূরপ্রসারী হওয়া উচিত। বিশেষত পরামর্শদাতা হিসাবে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু শ্রোতা হিসাবে

আপনাদের সেই কর্তব্য নেই। পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনারা অধিকতর ধীরভাবে বিচার করতে পারবেন। কারণ মুহূর্তের আবেগবশত যে বিপর্যয় আপনারা ডেকে আনবেন তার জন্য নিজেদের দায়ী না করে শুধুমাত্র পরামর্শদাতাকেই আপনারা যদি দায়ী করেন তবে মনে রাখবেন যে ভুলের সঙ্গী আপনারাও এবং সংখ্যায়ও আপনারাই ভারী।

"মিটিলিনির প্রশ্ন নিয়ে আমি বিরোধিতা করতে আসিনি, অভিযোগ জানাতেও নয়। সুবিবেচক ব্যক্তি হিসাবে আমাদের বুঝতে হবে যে প্রশ্নটি তাদের অপরাধসংক্রান্ত নয়, আমাদের স্বার্থসংক্রান্ত। যদি তারা পৃথিবীর ঘৃণ্যতম অপরাধীও হয় তবু নিজেদেব স্বার্থের অনুকূল না হলে আমি তাদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার পক্ষপাতী নই। পক্ষান্তরে, যদি তারা ক্ষমার যোগ্যও হয় তবু স্পষ্টত তা আমার রাষ্ট্রের অনুকূল না হলে আমি তাদের মার্জনা প্রদর্শনের সুপারিশ করব না। আমি মনে করি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদের আলোচনা করা উচিত। মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত হবে—এই মতে ক্লিওন যেমন স্থিরনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিষয়ে আমি তাঁরই ন্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে অনুরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে বিপরীত মত পোষণ করি। তাঁর আপাত গ্রহণীয় প্রস্তাবের পরিবর্তে আমার যুক্তিনিষ্ঠ পরামর্শ গ্রহণ করুন—তাই আমার প্রার্থনা। আপনাদের বর্তমান উত্তেজনার মুহূর্তে তাঁর বক্তব্য যথাযথ ও আকর্ষক বোধ হবে। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক সভায় বসে আলোচনা করছি, বিচারালয়ে নয়, প্রশ্নটিও ন্যায়-বিচারের নয়, প্রশ্নটি হচ্ছে কিভাবে মিটিলিনির দ্বারা এথেন্স সর্বাধিক উপকৃত হতে পারে।

"অবশ্য মানবসমাজে এর চাইতে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধেও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। তবুও মানুষ আশার বশবর্তী হয়ে ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তার আশা সফল হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস না নিয়ে কেউই বিপদসঙ্কুল পথ অবলম্বন করে না। কাজে প্রবৃত্ত হবার পক্ষে নিজস্ব ও মিত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যথেষ্ট সম্পদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়ে আজ পর্যন্ত কোনো নগর কি বিদ্রোহ করেছে? প্রতিটি রাষ্ট্র ও প্রতিটি মানুষের ভুল হয়, তাকে বন্ধ করবার শক্তি কোনো আইনের নেই। শাস্তির তালিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তবু অপরাধীদের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যাচ্ছে না। সম্ভবত প্রাচীনকালে সর্বাধিক গুরুতর অপরাধের শাস্তিও বর্তমানের তুলনায় লঘু ছিল। কিন্তু সেই আইন ভঙ্গ হওয়াতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রচলিত হল, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আইন-

ভঙ্গের সংখ্যা হ্রাস পায়নি। সুতরাং হয় অধিকতর মারাত্মক ভয়ঙ্কর কিছু আবিষ্কার করতে হবে নতুবা স্বীকার করতে হবে এই সব নিবারকমূলক ব্যবস্থা অর্থহীন। যতদিন দারিদ্র্য মানুষকে সাহসী হতে বাধ্য করবে, যতদিন সম্পদের ঔদ্ধত্য ও গর্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালন করবে এবং যতদিন জীবনের অন্যান্য শর্তাবলী ভয়াবহ অপ্রতিরোধ্য ভাবাবেগের বশবর্তী থাকবে, ততদিন মানুষকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করবার উপযুক্ত উত্তেজনার অভাব কখনোই হবে না। আশা ও ধনলিপ্সা—একটি অপরটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, একটি উদ্যমের পরিকল্পনা করে অপরটি সাফল্যের সুবিধা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। এই দুটিই বিভিন্ন বিপর্যয়ের মূল, এই শক্তিগুলি অদৃশ্য হলেও দৃষ্টিগ্রাহ্য বিপদের তুলনায় এইগুলি অনেক বেশি মারাত্মক। মোহ উৎপাদনের পক্ষে সৌভাগ্যের অবদানও কম নয়, ভাগ্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সাহায্য লাভ করে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই মানুষ ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয়। বিশেষত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা অধিকতর সত্য। হারজিতের পণ সেখানে সর্বোচ্চ—স্বাধীনতা, নয় দাসত্ব—এবং যখন বহুলোক একত্রে কাজ করে তখন প্রত্যেকে অযৌক্তিকভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে বাস্তবাতিরিক্ত কিছু কল্পনা করে। তাকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ একবার যা করবে বলে স্থির করেছে তাকে আইন কিংবা অন্য কোনো প্রতি-রোধাত্মক শক্তির জোরে বন্ধ করা যাবে—এ কথা শুধু অতি সরল ব্যক্তিই আশা করতে পারেন।"

"সুতরাং মৃত্যুদণ্ডের কার্যকারিতার উপরে অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। অনুতাপের আশা অথবা ভুলের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ থেকে বিদ্রোহীদের বঞ্চিত করা নীতি-সঙ্গত নয়। মনে রাখবেন, একটি রাষ্ট্র যদি বিদ্রোহ করবার পর বুঝতে পারে যে সে সফল হবে না তবে সে ক্ষতিপূরণদানের অবস্থা বজায় থাকতে থাকতেই সন্ধি করবে এবং পরে নিয়মিত কর প্রদান করবে। পক্ষান্তরে ক্লিওনের প্রস্তাব গৃহীত হলে প্রতিটি রাষ্ট্রই বিদ্রোহ করবার আগে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি প্রস্তুতি অবলম্বন করবে এবং আত্মসমর্পণ আগেই হোক বা পরেই হোক ফল যদি একই হয় তবে প্রতিটি বিদ্রোহী রাষ্ট্রই শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আত্মসমর্পণের প্রশ্ন যেখানে নেই সেখানে বাধ্য হয়ে অবরোধের ব্যয়ভার বহন করতে হবে, তা কি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়? অবশেষে এমন একটি নগরকে আয়ত্তাধীনে লাভ করব যা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে, যেখান থেকে রাজস্ব আদায়ের কোনো পথ নেই। অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই রাজস্বই হল আমাদের মূল শক্তি। অপরাধীদের প্রতি কঠোর বিচারকের মনোভাব নিয়ে নিজেদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করা আমাদের

উচিত নয় বরং দেখতে হবে কিভাবে শাস্তিদানে সংযম অবলম্বন করে আমাদের অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির করপ্রদায়ী ক্ষমতার দ্বারা ভবিষ্যতে আমরা উপকৃত হতে পারি। আত্মরক্ষার ব্যাপারে আইনানুগ ভীতিকর ব্যবস্থার পরিবর্তে সুচিন্তিত শাসনপ্রণালীর উপর নির্ভরশীল হওয়া সম্পর্কে আমাদের মনস্থির করতে হবে। বর্তমানে আমরা ঠিক তার বিপরীতটি করছি। একটি স্বাধীন জাতিকে বলপূর্বক পদানত করলে স্বভাবতই সে যখন বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন তাকে কঠোর শাস্তিদান কর্ত্তব্য মনে করা মাত্র তাকে দমন করা হয়। কিন্তু স্বাধীন জাতি বিদ্রোহী হলে তাকে কঠোরভাবে দমন করা ঠিক উপযুক্ত পথ নয়। তারা বিদ্রোহী হবার আগে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তারা যেন বিদ্রোহের সংকল্প গ্রহণ করতে না পারে এবং বিদ্রোহ দমিত হলে বিদ্রোহের জন্য যথা-সম্ভব কম ব্যক্তিকে দায়ী করতে হবে।"

"ক্লিওনের পরামর্শ গ্রহণ করলে যে কি মারাত্মক ক্ষতি হবে তা মনে রাখবেন। বর্তমান মুহূর্তে প্রতিটি রাষ্ট্রের জনগণ আপনাদের বন্ধু। তারা মুখ্যতন্ত্রের সঙ্গে যোগসাজস করে বিদ্রোহ করে না, কিন্তু যদি করতে বাধ্যও হয় তবে শীঘ্রই বিদ্রোহীদের শত্রুতে পরিণত হয়। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আপনারা অগণিত জনগণকে নিজেদের সমর্থকরূপে লাভ করতে সক্ষম হন। কিন্তু মিটিলিনির যে জনগণের বিদ্রোহের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, যারা অস্ত্র পাওয়ামাত্র স্বেচ্ছায় নগরটি সমর্পণ করেছে, তাদের হত্যা করলে প্রথমত আপনারা উপকারীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী হবেন, দ্বিতীয়ত অপরাধী ও অপরাধী নয় উভয়কে একই শাস্তিবিধান করে এমন নজীর সৃষ্টি করবেন যাতে অভিজাত শ্রেণী অত্যন্ত লাভবান হবে। তারা নগরের বিদ্রোহ সংগঠিত করতে জনগণের সহযোগিতা অতি সহজে লাভ করবেন। নগরের যে অংশটি এখনো আপনাদের বন্ধু আছে তাদের মনে বিরূপতা সৃষ্টি না করবার জন্য তারা যদি অপরাধীও হয় তবে তা যেন আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি এমন ভাব করতে হবে। যাদের জীবিত রাখা আমাদের পক্ষে অনুকূল, ন্যায়সংগত বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ডদান না করে সাম্রাজ্য বজায় রাখবার জন্য স্বেচ্ছায় অন্যায়কে স্বীকার করা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। শাস্তিদানের মাধ্যমে ন্যায় ও স্বার্থরক্ষা উভয় শর্তই চরিতার্থ হবে ইহাই ক্লিওনের মত। কিন্তু এর স্বপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য দেখতে পাওয়া যায় না।"

"সুতরাং স্বীকার করুন আমার প্রস্তাব সর্বোত্তম। করুণা কিংবা ক্ষমার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টিপাত না করে (ক্লিওনের মত আমিও চাই না যে

দশম পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ। প্লেটীয়দের বিচার ও প্রাণদণ্ড। করসাইরার বিপ্লব।

সেই গ্রীষ্মেই লেসবসের পতনের পর নিসেরেটাসের পুত্র নিকিয়াসের নেতৃত্বে এথেন্স মেগারার অদূরবর্তী মিনোয়াতে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিল। মেগারীয়গণ সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল এবং দ্বীপটিকে একটি অগ্রগামী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। নিকিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ—বুদোরাম ও স্যালামিস অপেক্ষা নিকটবর্তী একটি অবরোধ চালাবার ঘাঁটির ব্যবস্থা করা, এতাবৎকাল পর্যন্ত পেলোপনেসীয় জাহাজ ও জলদস্যুগণ কর্তৃক দ্বীপটি থেকে জলদস্যুতার উদ্দেশ্যে বহির্গমনের যে সুযোগ ছিল তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা এবং মেগারাতে কোনো জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করা। প্রথমে তারা জাহাজ থেকে অবরোধের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিসিয়ার দিকে দুটি টাওয়ার দখল করল এবং উপকূল ও দ্বীপের মধ্যবর্তী প্রণালীর প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে জলাভূমির উপর দিয়ে সেতু অতিক্রম করে মূল ভূ-খণ্ডের অতি সংলগ্ন দ্বীপটিতে সৈন্য পাঠানো যায় এমন জায়গায় মূল ভূ-খণ্ডে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল। সমস্ত কাজটিতে কয়েকদিন মাত্র সময় লেগেছিল। তারপর দ্বীপটিতেও দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে একটি রক্ষিবাহিনী মোতায়েন করে চলে গেলেন।

প্রায় সেই সময়েই প্লেটীয়গণ পেলোপনেসীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করল। তাদের রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং তারা আর অবরোধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারছিল না। নিম্নরূপ অবস্থায় এই আত্মসমর্পণ ঘটল। পেলোপনেসীয়গণ প্রাচীর আক্রমণ করলে প্লেটীয়গণ তাদের প্রতিহত করতে পারল না। তাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে স্পার্টার সেনাধ্যক্ষ আর আক্রমণের মাধ্যমে তাদের দখল করতে চাইলেন না। কারণ, এথেন্সের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সন্ধির কথা চিন্তা করে স্পার্টা থেকে তাঁর কাছে কিছু নির্দেশ আসে। সন্ধির শর্তানুযায়ী উভয়পক্ষকেই যুদ্ধকালে বিজিত দেশগুলি প্রত্যর্পণ করতে হবে। কিন্তু প্লেটীয়া এখন যদি স্বেচ্ছায় তাদের পক্ষ অবলম্বন করে তবে আর তাকে প্রত্যর্পণ করতে হবে না। সুতরাং প্লেটীয়গণ স্বেচ্ছায় নগরটি সমর্পণ করতে ইচ্ছুক কিনা এবং আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে অপরাধিগণের শাস্তিবিধান করা হবে এই ভিত্তিতে তারা পেলোপনেসীয় বিচারকগণকে স্বীকার করতে সম্মত আছে কিনা জানবার জন্য তিনি তাদের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। দূতগণ এই বার্তা পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ হীনবল প্লেটীয়া আত্মসমর্পণ

করল। স্পার্টা থেকে পাঁচজন বিচারক এসে পেঁছানো পর্যন্ত পেলোপনেসীয়গণ প্লেটীয়গণকে আহার্য সরবরাহ করল। তাঁরা এসে পেঁছালে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হল না। তাঁরা শুধু প্লেটীয়গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্পার্টা ও তার মিত্রগণের জন্য এই যুদ্ধে আপনারা কিছু করেছেন?" প্লেটীয়গণ তাদের বক্তব্য একটু বিস্তারিতভাবে জানাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল এবং অ্যাসোপোলাসের পুত্র অ্যাস্টিমেকাস এবং আইস্নেটাসের পুত্র ল্যাকোনকে মুখপাত্র নিযুক্ত করল। এ'রা প্লেটীয়াতে স্পার্টার প্রোক্সেনাস ছিলেন। তাঁরা বললেনঃ

"স্পার্টীয়গণ, আত্মসমর্পণের সময় আমরা আপনাদের বিশ্বাস করেছিলাম এবং এই ধরনের বিচার আশা করিনি। ভেবেছিলাম আমাদের বিচার হবে প্রচলিত রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা মনে করেছিলাম আপনারা হবেন আমাদের বিচারক, কারণ, আপনাদের কাছেই একমাত্র আমাদের ন্যায়-বিচারের আশা আছে। কিন্তু তা হয়নি। মনে হচ্ছে আমরা দুভাবে প্রতারিত হচ্ছি। আমাদের সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে শুধু বিচার্য বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক নয়, আপনারাও নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন না। আমাদের প্রতি কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি, এমনকি বক্তব্য পেশ করবার জন্য আমাদের অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়েছে এবং আপনাদের ক্ষুদ্র প্রশ্নটি এমনভাবে প্রস্তুত যে যদি সত্য উত্তরদান করি তবে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং মিথ্যা উত্তর দিলে মিথ্যার জন্য ধরা পড়ব। এই উভয়-সঙ্কটের সম্মুখে আমরা সম্ভাব্য সবচেয়ে নিরাপদ পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছুক অর্থাৎ সর্বপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিজেদের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করতে প্রস্তুত। আমরা এমন অবস্থায় পড়েছি যে আমাদের বক্তব্য যদি আমরা পেশ না করি তবে পরে হয়তো এই মনে করে অনুতাপ হবে যে করলে হয়তো আমরা রক্ষা পেতেও পারতাম। তা ছাড়া আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষমতাও আমাদের নেই। যদি আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত হতাম তবে অজানা নতুন কোনো বিষয় উপস্থিত করে লাভবান হতে পারতাম। কিন্তু এখন আমরা শুধু এমন কথা বলতে পারি যা আপনারাও সম্যক অবগত আছেন। আপনাদের প্রতি কর্তব্যপালনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি মনে করে আপনারা যে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং তাকে আমাদের অপরাধ বলে গণ্য করেছেন তাতে-আমরা ভীতবোধ করছি না। আমাদের ভয়ের কারণ অন্যত্র। তৃতীয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাদের এমন একটি বিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে যার ফলাফল পূর্বে নির্ধারিত। যাই হোক, ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরা যে অনুরোধ করতে পারি তা করব—থিবসের সঙ্গে

আমাদের বিবাদের বিষয় নিয়ে বলব, আপনাদের ও অন্যান্য হেলেনীয়দের সম্বন্ধেও বলব। আমাদের অতীত কৃতিসমূহ আপনাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেব এবং আমাদের মনোভাব যাতে আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন সেই চেষ্টা করব।

"আমরা যুদ্ধে স্পার্টা ও তার মিত্রগণকে কোনো সাহায্য করেছি কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে বলছি, প্রশ্নটি আমাদের শত্রু হিসাবে গণ্য করে উত্থাপিত হলে আপনারা বলতে পারেন না যে আপনাদের সাহায্য না করার অর্থই হল আপনাদের ক্ষতিসাধন করা। বন্ধু হিসাবে হলে বরং আপনারাই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে অন্যায় করেছেন। পারসিক যুদ্ধের সময়ে ও শান্তির কালে এই দুই সময়েই আমাদের কার্যাবলী অনিন্দনীয়। এখনো শান্তিভঙ্গের ব্যাপারে আমরা প্রথম দায়ী নই। অতীতে হেলাসের স্বাধীনতা রক্ষার্থে পারসিকগণের বিরুদ্ধে বিয়োসীয়দের মধ্যে একমাত্র আমরাই অগ্রসর হয়েছিলাম। যদিও আমরা সমুদ্রোপকূল থেকে ভিতরে থাকি তবু আমরা আর্টিমিসিয়ামের নৌযুদ্ধে যোগদান করেছিলাম, আমাদের অঞ্চলে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে আমরা পসেনিয়াস ও আপনাদের সঙ্গে ছিলাম এবং হেলেনীয়গণের তৎকালীন যে-কোনো উদ্যমে আমরা সাধ্যাতিরিক্ত শক্তিসহ অংশগ্রহণ করেছি। তাছাড়া স্পার্টার ইতিহাসে যখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় এসেছিল—ভূমিকম্পের পরেও বিদ্রোহী হেলটগণ ইথোমে চলে যাওয়ার পরে—তখন আমাদের এক-তৃতীয়াংশ নাগরিক আপনাদের সাহায্যকল্পে প্রেরিত হয়েছিল। আশা করি এসব কথা আপনারা বিস্মৃত হননি।

"অতীত ইতিহাসের সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিতে আমরা যে পথ অবলম্বন করেছিলাম সে বিষয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এর পর আমাদের শত্রুতা আরম্ভ হয় এবং তজ্জন্য আপনারাই দায়ী। থিবীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন আমরা আপনাদের মৈত্রী প্রার্থনা করেছিলাম তখন আপনারা আমাদের প্রত্যাখ্যান করে এথেন্সের কাছে যেতে বলেছিলেন, কারণ আপনাদের চাইতে এথেন্স আমাদের নিকটবর্তী। তবুও এই যুদ্ধে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক কিছু করিনি, সম্ভবত কখনো আমরা তা করতাম না। এথেন্সের পক্ষ পরিত্যাগের যে অনুরোধ আপনারা আমাদের করেছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করে আমরা অন্যায় কিছু করিনি। যখন থিবসের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করতে আপনারা অনিচ্ছুক ছিলেন তখন এথেন্স আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি, আমাদের অনুরোধেই তারা আমাদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে এবং এথেন্সের নাগরিক অধিকার দিয়েছে। সুতরাং আনুগত্যের সঙ্গে তাদের আদেশ মান্য করা আমাদের

কর্তব্য। আপনারা অথবা এথেন্স, মিত্রগণকে আদেশদানে করতে যেই ভুল করুক না কেন, অনুগামীদের বিপথে চালিত করবার জন্য নেতৃবৃন্দই দায়ী। অনুগামীদের উপর দোষারোপ করা কখনো উচিত নয়।

"থিব্‌স আমাদের বিরুদ্ধে অনেকবার আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে। তাদের সর্বশেষ যে কাজটি আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী সে বিষয়ে আপনারা সকলে উত্তমরূপে অবগত আছেন। শুধু শান্তির সময়েই নয় মাসের পবিত্র সময়েও আমাদের নগর দখল করতে গিয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করেছে। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে হবে, এই সর্বজনস্বীকৃত নীতি আমরা অনুসরণ করেছি। সেইজন্য যদি আমাদের এখন নির্যাতন সহ্য করতে হয় তবে তা অযৌক্তিক। নিজেদের আশু স্বার্থ এবং আমাদের প্রতি থিবীয়দের ঘৃণাকেই যদি আপনারা বিচারের মান হিসাবে গ্রহণ করেন তবে তা ন্যায়বিচার না হয়ে হবে নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণ। যদিও থিবীয়গণকেই এখন আপনাদের অধিকতর প্রয়োজনীয় বোধ হচ্ছে কিন্তু অতীতে অনেক গুরুতর বিপদের সময় আমরা ও অন্য হেলেনীয়গণ অনেক বেশি মূল্যবান সাহায্য দিয়েছিলাম। এখন আপনারা আক্রমণকারী ও অন্যদের কাছে ভীতিকর, কিন্তু অতীতে যখন বিদেশী আক্রমণকারীর কাছে আমাদের সকলের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল তখন থিব্‌স ছিল আক্রমণকারীর পাশে। এখন যদি আমরা কোনো ভুলও করে থাকি তবু তখন যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলাম তার কাছে এসব নিশ্চয়ই তুচ্ছ। আমাদের গুণাবলী আমাদের ত্রুটিসমূহ ঢেকে দিয়েছে এবং সেই যোগ্যতাও এমন সময়ে প্রদর্শিত হয়েছিল যখন জারক্সেসের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সাহস অবলম্বন করা হেলেনীয়দের পক্ষে সহজ ছিল না এবং যখন শুধু আপন স্বার্থরক্ষার্থে নিরাপদ পথ অবলম্বন না করে বিপজ্জনক পথের অভিযাত্রীর মর্যাদা ছিল অনেক। আমরা এই স্বল্পসংখ্যকের দলে ছিলাম এবং সেইজন্য বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত হয়ে আছি। এখন সেই একই আচরণের জন্য অর্থাৎ স্পার্টা সম্পর্কিত লাভজনক পথ পরিত্যাগ করে এথেন্স সম্পর্কিত ন্যায়ের পথ গ্রহণ করেছি বলে আমাদের জীবন আজ বিপন্ন। কিন্তু ন্যায়বিচার করতে হলে একই ধরনের মোকদ্দমার জন্য অনুসৃত পদ্ধতি একই হওয়া উচিত। একজন সৎ মিত্রের কাজের জন্য চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীয় আশু স্বার্থের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ মিলিত করতে পারাই যথার্থ নীতি।

"আপনাদের মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশ হেলেনীয়ের কাছে আপনারা বিশ্বাস ও সম্মানের প্রতিমূর্তি হিসাবে বিরাজিত। এই বিচারে আমাদের উপর আপনারা যদি কোনো অন্যায় দণ্ডবিধান করেন তবে তা অন্য সকলের

অগোচরে থাকবে না। কারণ, বিচারক আপনারাও সুপ্রসিদ্ধ, বিচারপ্রার্থী আমরাও অখ্যাত নই। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ততোধিক সম্মানিত আপনারা কোনো অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্লেটীয়গণের কাছ থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি জাতীয় মন্দিরসমূহে উৎসর্গ করে হেলাসের পরম উপকারী বন্ধু প্লেটীয়গণের ক্ষতিসাধন করে সর্বত্র যে বিরূপতাভাজন হবেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। আপনাদের পিতৃপুরুষগণ ডেলফির তেপায়াতে যাদের উপকারের স্বীকৃতি ক্ষোদিত করে রেখেছেন সেই নগরের নাম যদি থিব্‌সের খাতিরে হেলাসের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলেন, প্লেটিয়াকে যদি ধ্বংস করেন তবে তার আঘাতে সমগ্র হেলেনীয় জগৎ বিমূঢ় হয়ে পড়বে। আমাদের দুর্ভাগ্য এমনই গুরুতর যে পারসিকগণের সাফল্যের ফলে আমাদের পতন ঘটেছে এবং আগে যদিও আমরা আপনাদের প্রিয় বন্ধু ছিলাম, কিন্তু থিব্‌স এখন আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আমরা দুটি চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছি—নগরটি সমর্পণ না করলে ছিল উপবাস, এখন বিচারে আমাদের জীবনসংশয়। হেলাসের জন্য আমরা সাধ্যাতিরিক্ত ত্যাগ করেছিলাম, এখন আমরা সকলের পরিত্যক্ত। মিত্রগণও কেউ আমাদের সমর্থন করছে না। আপনারা ছিলেন আমাদের শেষ ভরসা—কিন্তু বোধহয় আপনাদের উপরেও আর নির্ভর করা চলে না।

"তবুও হেলাসের উপকারার্থে আমরা যা করেছি তা মনে রেখে আমাদের অতীত মিত্রতার সাক্ষী দেবতাগণের নামে আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা দয়া করুন, আপনারা যদি ইতিমধ্যেই থিব্‌সের পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন তবে তা ত্যাগ করুন। আমাদের হত্যা করে নিজেদের যাতে লজ্জায় পড়তে না হয় সেজন্য তাদের কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে তা প্রত্যাহার করুন। অসৎ কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা অর্জন করুন। অপরকে সন্তুষ্ট করবার পুরস্কারস্বরূপ নিজেরা দুর্নামের ভাগী হবেন না। আমাদের জীবনদীপ নেবাতে সময় লাগবে অল্পই, কিন্তু সেই কাজের অপযশ হবে দীর্ঘস্থায়ী। বিধিমতে যাদের শাস্তিবিধান করা উচিত আমরা আপনাদের তেমন শত্রু নই। বরং আমরা বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং আমাদের জীবনরক্ষা করাই ন্যায়সংগত বিচার হবে। আমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছি, প্রার্থনাকারীর ন্যায় হাত প্রসারিত করেছি। এই অবস্থায় হত্যা করা হেলেনীয় আইনে গর্হিত কাজ। সর্বোপরি চিরদিন আমরা আপনাদের উপকার করেছি। পারসিকগণের হাতে নিহত আপনাদের পিতৃপুরুষগণ আমাদের দেশেই সমাধিস্থ হয়েছেন, সেই সমাধির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। প্রতি বছর আমরা

পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা তাঁদের সম্মানিত করি, আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন ফল তাঁদের প্রথম উৎসর্গ করি। এই সবই করি আমাদের বন্ধু দেশের জন্য এবং যুদ্ধে আমাদের পুরাতন সঙ্গীদের মিত্র হিসাবে। কিন্তু আপনারা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঠিক বিপরীত কাজ করবেন। তাঁদের সমাধিস্থ করবার সময় পসেনিয়াস মনে করেছিলেন যে বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ দেশে তাঁরা শায়িত রইলেন। কিন্তু আপনারা যদি আমাদের হত্যা করে প্লেটীয়াকে থিব্‌সের হাতে সমর্পণ করেন তবে এই পিতৃপুরুষগণ বর্তমানে প্রাপ্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন। তাঁরা তখন তাঁদেরই হত্যাকারীদের মধ্যে তাঁদের শত্রুদের দেশে নিক্ষিপ্ত হবেন। যে দেশে হেলেনীয়গণ স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল সেই দেশটিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবেন, পারসিকগণকে জয় করবার আগে যে মন্দিরসমূহে তারা প্রার্থনা করেছিল সেইগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে, আপনাদের পৈতৃক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরাই তা থেকে বঞ্চিত হবেন।

"আপনাদের নিজেদেরই পিতৃপুরুষের বিরুদ্ধে এবং হেলেনীয়গণের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে আমাদের অনিষ্ট করলে কিংবা অপরের ঘৃণাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য আপনাদের যে উপকারী বন্ধু কখনো আপনাদের ক্ষতি করেনি তাকে হত্যা করলে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি পাবে না। আমাদের জন্য কি ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে শুধু সেই কথাই নয়, দুর্ভাগ্য যার প্রাপ্য নয় তার উপরেও যে কখন তা নেমে আসবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করাও যে কতখানি অসম্ভব তা চিন্তা করে আমাদের জীবন ভিক্ষা দিলে, বিচক্ষণতার সঙ্গে আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হলে, আপনাদেরই গৌরব। হেলাসের যেসব মন্দিরে আমরা সকলে পূজা করি তাঁদের নামে আপনাদের কাছে ভিক্ষা করছি। এই অনুরোধের অধিকার আমাদের আছে, প্রয়োজনও কম নয়। যেসব পবিত্র শপথ আপনাদের পিতৃপুরুষগণ করেছিলেন, সে সবের নামে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা সেগুলি ভুলবেন না। আপনাদের পিতৃপুরুষগণের সমাধির পাশে আমরা প্রার্থনাকারীর ন্যায় দণ্ডায়মান, প্রয়াতদের কাছে কাতর অনুরোধ করছি তাঁরা যেন থিব্‌সের অধীনস্থ হবার দুর্ভাগ্য থেকে আমাদের রক্ষা করেন, তাঁদের প্রিয়তম বন্ধুগণ যেন তাঁদের ঘৃণ্যতম শত্রুর কবলিত না হন। সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে যখন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলাম সেকথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমরা ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। এখন আমাদের বক্তব্য শেষ করা দরকার। কিন্তু আমাদের মতো অবস্থায় পড়লে একাজ খুবই কঠিন। কারণ, শেষ করলেই আমাদের জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। সর্বশেষে আমরা বলতে চাই যে আমাদের নগর আমরা থিব্‌সের

কাছে সমর্পণ করিনি, সেই সম্ভাবনা থাকলে আমরা বরং উপবাসে মৃত্যুবরণ করতাম। আমরা আপনাদের বিশ্বাস করে আপনাদের কাছে গিয়েছি। আমাদের অনুরোধ যদি আপনাদের বিচলিত করতে না পারে তবে আমাদের পূর্বতন অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, তারপরে আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। সেই সঙ্গে আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ স্পার্টীয়গণ, আমরা প্রার্থনাকারী, হেলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক প্লেটীয়গণকে নিজেদের হস্তচ্যুত ও বিশ্বাসচ্যুত করে চরম শত্রু থিবীয়গণের কাছে সমর্পণ করবেন না। আমাদের রক্ষাকর্তা হোন, যখন হেলাসের অন্যত্র আপনারা মুক্তিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন আমাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন না।"

প্লেটীয়গণ বক্তব্য শেষ করল। স্পার্টীয়গণ এই বক্তৃতার দ্বারা বিচলিত হতে পারে এই আশঙ্কায় থিবীয়গণও চাইল কিছু বক্তব্য পেশ করতে। তাদের মতে শুধু প্রশ্নের উত্তরদানের মধ্যেই প্লেটীয়দের বক্তব্য সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের দীর্ঘ বক্তৃতাদানের অনুমতি দেওয়া উচিত হয়নি। থিবীয়গণের অনুরোধ গ্রাহ্য হলে তারা বলল ঃ

"প্লেটীয়গণ যদি তাদের কাছে উত্থাপিত প্রশ্নের সোজা উত্তর দিত, যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলত, যে বিষয়ে তাদের অপরাধী করা হয়নি সে প্রসঙ্গে যদি তারা নিজেদের প্রশংসা না করত এবং যেসব অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি এবং যা অপ্রাসঙ্গিক, সে সম্পর্কে যদি তারা আত্মপক্ষ সমর্থন না করত তবে আমাদের এই বক্তৃতাদানের কোনো প্রয়োজন হত না। কিন্তু তারা তা করেনি বলে আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর আমাদের দিতেই হবে এবং তাদের আত্মপ্রশংসা খণ্ডন করতেও হবে। আমাদের দুর্নাম কিংবা তাদের সুনাম কোনো কিছুর দ্বারাই আমরা তাদের লাভবান হতে দেব না। আমরা চাই যে আপনারা দুপক্ষেরই বক্তব্য শুনে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

"অবশিষ্ট বিয়োসিয়াতে বসতিস্থাপনের পরে অন্যান্য কয়েকটি স্থানের সঙ্গে যখন আমরা প্লেটীয়াতে বসতিস্থাপন করি এবং সেইসব স্থান থেকে যখন মিশ্র জাতিদের বিতাড়িত করি তখন থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। মূল ব্যবস্থা অমান্য করে তারা আমাদের প্রাধান্য স্বীকার করতে অস্বীকৃত হলে এবং বিয়োসিয়ার অন্যান্য সকলের কাছ থেকে নিজেদের পৃথক করে নিয়ে জাতীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হলাম। ফলে তারা এথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করে উভয়ে মিলে আমাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করল। এর উত্তরে আমরাও প্রতিহিংসা গ্রহণ করলাম।

"তারা বলেছে যে সমগ্র বিয়োসিয়াতে একমাত্র তারাই পারসিক অভিযানের

সময় পারসিকদের পক্ষ অবলম্বন করেনি এবং এই কথা বলে তারা সবচেয়ে বেশি আত্মগৌরব প্রচার করেছে ও আমাদের ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু তারা পারসিকগণের পক্ষ অবলম্বন করেনি, কারণ, সে এথেন্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল এবং পরে যখন এথেনীয়গণ হেলেনীয়দের আক্রমণ করতে শুরু করল তখন এই এথেন্সতোষণ নীতি অনুসরণ করে বিয়োসিয়াতে একমাত্র প্লেটীয়াই এথেন্সের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এই সব ঘটনার সময়ে আমাদের উভয়ের শাসনতন্ত্রের কথা চিন্তা করুন। আমাদের শাসনব্যবস্থা মুখ্যতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র ছিল না, তা ছিল স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর মাত্র এবং তাতে আইন ও সুশাসন উভয়ই ব্যাহত হত, একটি ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক দলের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। পারসিকগণ সফল হলে নিজেদের ক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে এই আশায় এরা জনমতকে বলপূর্বক চেপে রেখে পারসিকগণকে ডেকে এনেছিল। ইহা সমগ্র নগরের ইচ্ছায় হয়নি। ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা নগরটির ছিল না। নগরটি যখন সংবিধানবঞ্চিত ছিল তখন তৎকালীন ত্রুটির জন্য তাকে গঞ্জনা দেওয়া উচিত নয়। পারসিকগণ চলে যাবার পরে এবং থিব্‌সে আইনসম্মত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কি ঘটেছে দেখুন। যখন হেলাসের অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে এথেন্স অগ্রসরমান এবং আমাদের দেশটি দখল করতে উদ্যত (আভ্যন্তরীণ কলহের জন্য দেশটির অধিকাংশ তারা দখল করেছিল) তখন কি আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোরোনিয়াতে যুদ্ধ করে জয়ী হইনি? এইভাবে সমগ্র বিয়োসিয়াকে মুক্ত করিনি? এখনো আমরা সমগ্র হেলাসের মুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছি, অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেছি এবং অন্যান্য মিত্রগণের তুলনায় সর্বাধিক সৈন্য সাহায্য করেছি।

"পারসিকগণের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার উত্তরে ইহাই যথেষ্ট। এখন প্লেটীয়গণ, আমরা প্রমাণ করব যে আমাদের অপেক্ষা আপনারাই হেলাসের ক্ষতি করেছেন বেশি এবং কঠোর শাস্তিও আপনাদেরই প্রাপ্য। আপনারা বলেছেন আমাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে আপনারা এথেন্সের মিত্রতা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি তাই হয় তবে শুধু আমাদের বিরুদ্ধেই এথেনীয় সাহায্য গ্রহণ করতেন, তারা যখন অন্য দেশ আক্রমণ করতে যেত তখন তাদের সঙ্গে যোগদান করতেন না। যদি আপনাদের আদৌ একথা মনে হত যে যেখানে আপনারা যেতে ইচ্ছুক নন সেখানেও তারা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে তবে পথ আপনাদের জন্য খোলা ছিল। পারসিক যুদ্ধের সময় থেকেই স্পার্টার সঙ্গে আপনাদের মিত্রতা ছিল। এই মিত্রতার উপর আপনারা এখন যথেষ্ট গুরুত্বও আরোপ করছেন। আমাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার পক্ষে

তখন তাই যথেষ্ট ছিল। সর্বোপরি স্বীয় নিরাপত্তাবিষয়ে তখন আপনারা স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু আপনারা স্বেচ্ছায় ও কোনোপ্রকার জবরদস্তি ব্যতীতই এথেন্সের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। আপনারা বলেছেন যে উপকারীকে পরিত্যাগ করা আপনাদের পক্ষে অমর্যাদাকর। তাদের যে প্রতিদান দিচ্ছেন তা তাদের উপযুক্ত নয় সম্মানজনকও নয়। কারণ, আপনাদের ভাষায়, আপনারা নিজেরা অত্যাচারিত হয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, তারপরে অন্যকে অত্যাচার করবার দুষ্কর্মে তাদের সহচর হয়েছেন। কিন্তু ন্যায্যপ্রাপ্যের প্রতিদান যেখানে অন্যায়ভাবে পরিশোধ করতে হবে সেখানে প্রতিদান না দেবার মধ্যে নীচতা নেই, সমানে সমানে প্রতিদান না হলেই নীচতা।

"সুতরাং এ থেকেই আমরা স্পষ্ট বুঝছি যে হেলেনীয়গণের স্বার্থ নয়, এথেন্স পারসিকগণের পক্ষ অবলম্বন করেনি বলেই আপনারা পারসিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অবশিষ্ট হেলাসের বিরুদ্ধে এথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করাই আপনারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন। অথচ প্রতিবেশীদের তুষ্টিবিধানের জন্য যে সৎকার্য করেছেন এখন তার বিনিময়ে অনুগ্রহ দাবী করছেন। ইহা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়—এথেন্সের সঙ্গে আপনারা ভাগ্য জড়িত করেছেন, তার উত্থান-পতনের সঙ্গে আপনাদের উত্থান-পতন জড়িত। পুরাতন মৈত্রীর নামেও আপনারা অনুগ্রহ দাবী করতে পারেন না, সেই মৈত্রী আপনাদের রক্ষা করবে এমন দাবীও করতে পারেন না। আপনারা সেই সংঘ ত্যাগ করেছেন এবং ঈজিনা ও সেই সংঘভুক্ত অন্যান্য সদস্যের জয়ের সময়ে বাধা না দিয়ে সাহায্য করে সংঘের বিরোধিতা করেছেন স্বেচ্ছায়। আপনাদের শাসনতন্ত্র তখনো যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে, আমাদের ন্যায় বলপূর্বক কিছু করবার কেউ ছিল না। অবরুদ্ধ হবার পূর্বে আপনাদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে যদি আপনারা নিরপেক্ষ থাকেন তবে আক্রান্ত হবেন না। সেই প্রস্তাব আপনারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং আপনারা ছাড়া আর কারো প্রতি হেলেনীয়গণ ন্যায্যভাবে ঘৃণা পোষণ করতে পারে, আপনারা যারা মর্যাদার অন্তরালে সর্বদা সর্বনাশ করতে চেয়েছেন? যেসব সদ্‌গুণ আপনাদের ছিল বলে দাবী করছেন সেগুলি আপনাদের চরিত্রগত নয়। আপনাদের প্রকৃত চরিত্র তার উদ্দেশ্যসমেত এখন স্পষ্ট উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। যখন এথেন্স অন্যায় পথ অবলম্বন করল তখন আপনারাও তাদের অনুসরণ করলেন।

"পারসিকগণের সঙ্গে আমাদের অনিচ্ছাকৃত সহযোগিতা এবং এথেন্সের সঙ্গে আপনাদের ইচ্ছাকৃত সহযোগিতার বিষয়ে এটিই হল আমাদের বক্তব্য। আপনারা অভিযোগ করেছেন যে আমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং

বে-আইনীভাবে আমরা শান্তি ও উৎসবের সময়ে আপনাদের আক্রমণ করেছি। এক্ষেত্রেও আমরা মনে করিনা যে আমাদের অপেক্ষা আপনাদের অপরাধ কিছু কম। যদি আমরা আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে নগরটিতে ধ্বংসকার্য চালাতাম তবে নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী হতাম। কিন্তু যদি আপনাদের নগরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আপনাদের বৈদেশিক মিত্রতার অবসান ঘটিয়ে বিয়োসিয়ার অংশরূপে প্রাচীন অবস্থায় প্লেটীয়াকে ফিরিয়ে নিতে স্বেচ্ছায় আমাদের আমন্ত্রণ করেন তবে কি আমাদের অপরাধী বলা যায়? আপনারা বলেছেন কোথাও অন্যায় হলে অনুগামী অপেক্ষা নেতাদের অপরাধ বেশি। তাঁরা নগরের দ্বার উন্মুক্ত করে বন্ধু হিসাবে আমাদের নগরাভ্যন্তরে আমন্ত্রণ করেছিলেন, শত্রু মনে করেন নি। আপনাদের মধ্যে যারা অসৎ তাদের অসাধুতা যাতে বৃদ্ধি না পায়, সৎ ব্যক্তিগণ যাতে যথাপ্রাপ্য লাভ করেন, নাগরিকগণকে আক্রমণ না করে যাতে নীতিসমূহের পরিবর্তন ঘটানো যায় (কারণ, নগর থেকে আপনাদের বহিষ্কারের পরিকল্পনা ছিল না)—ইহাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা আপনাদের জ্ঞাতিদের সমাজে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কাউকেই শত্রু করতে চাননি, সকলকে সমান বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

"আমাদের আচরণ যে শত্রুজনোচিত ছিল না তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি। আমরা কারো কোনো ক্ষতি করিনি, শুধু আমরা চেয়েছিলাম যে যারা একটি জাতীয় বিয়োসীয় শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকতে ইচ্ছুক তারা যেন এতে যোগদান করে। প্রথমে আপনারা সানন্দে সম্মত হয়েছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পারেননি সংখ্যায় আমরা কত কম ততক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। সমগ্র জনগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত না হয়ে আপনাদের নগরে প্রবেশ করে হয়তো আমরা ভুল করেছি, কিন্তু আমাদের প্রতি আপনাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমাদের মত বলপ্রয়োগ পরিহার না করে চুক্তির মাধ্যমে নগরত্যাগে আমাদের সম্মত না করে, চুক্তিভঙ্গ করে আপনারা আমাদের আক্রমণ করেছেন। কিছু থিবীয় যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, সেজন্য আমাদের তেমন অভিযোগ নেই। কারণ, তাতে অন্তত খানিকটা ন্যায় ছিল। কিন্তু অন্য বন্দিগণ আপনাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করেছিলেন, তাদের আপনারা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আপনারা হত্যা করেছিলেন। এর চাইতে ঘৃণ্য কাজ আর কি হতে পারে? চুক্তিভঙ্গ, বন্দীদের হত্যা এবং আমরা আপনাদের সম্পত্তির ক্ষতি না করলে বন্দীদের জীবনরক্ষার পূর্বপ্রতিশ্রুতিভঙ্গ—পরপর এই তিনটি অপরাধের পরেও আপনারা আমাদেরই দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছেন। কিন্তু এখানে যাঁরা বিচারক আছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হলে সকল অপরাধের শাস্তি আপনাদের এক সঙ্গে পেতে হবে।"

"স্পার্টীয়গণ এই হল সম্পূর্ণ তথ্য। আপনাদের ও আমাদের উভয়ের সুবিধার জন্য আমরা বিস্তৃত আলোচনা করলাম। এখন বন্দীদের দণ্ডবিধান করতে আপনাদের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তাদের অতীত সৎকাজের বিবরণ শুনে আপনাদের হৃদয় যেন দ্রবীভূত না হয়। অন্যায়ের শিকার হয়েছে যে সব ব্যক্তি তারা এই সকলের উল্লেখ করে আবেদন করতে পারে, কিন্তু যারা অপরাধী তাদের অপরাধের মাত্রা তাতে বৃদ্ধি পায়। কারণ, তারা নিজেদেরই উন্নততর প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তাদের বিলাপ ও আর্তনাদ, আপনাদের পূর্বপুরুষগণের নামে তাদের আবেদন, নিজেদের নিঃসঙ্গ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অনুনয়—কোনো কিছুর দ্বারাই তারা যেন লাভবান হতে না পারে। আমাদের তরুণগণ অধিকতর ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তারা তাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। তাদের পিতৃপুরুষগণ বিয়োসিয়াকে আপনাদের পক্ষভুক্ত করে কোরোনিয়াতে অন্তিম শয্যা পেতেছেন অথবা তাদের বৃদ্ধ হতভাগ্য পিতৃগণ শূন্যগৃহে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কালযাপন করছেন—আপনাদের ন্যায়বিচারের উপরে তাঁদের দাবী অনেক বেশি। বন্দিগণ যে দয়াভিক্ষা করেছে তা তাদেরই প্রাপ্য যারা অন্যায়-ভাবে অত্যাচারিত। প্লেটীয়গণ যে যথাযোগ্যভাবে শাস্তিযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত। তারা স্বেচ্ছায় সৎ বন্ধুগণকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তারা নিঃসঙ্গ। এর পিছনে আমাদের কোনো প্ররোচনা ছিল না। তাদের উচ্ছৃঙ্খল কাজের প্রেরণা ছিল ঘৃণা, ন্যায় নয়। তারা আইনানুগ শাস্তিভোগ করবে, দয়াপ্রার্থীর যোগ্য অবস্থা তাদের নয়, বিচারপ্রার্থী হবার শর্তে আত্ম-সমর্পণকারী বন্দী তারা। স্পার্টীয়গণ, তারা যেসব হেলেনীয় আইনভঙ্গ করেছে সেগুলির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করুন। এই আইনভঙ্গের ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমরা যে উদ্যম প্রদর্শন করেছি তার বিনিময়ে আমাদের পুরস্কৃত করুন। আপনাদের কাছে আমাদের যে বিশেষ সমাদরের আসন রয়েছে তা যেন তাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার আঘাতে বিচ্যুত না হয়। বরং সমগ্র হেলাসের সামনে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যে বক্তৃতার প্রতি-যোগিতাকে আপনারা আমল দেন না। লক্ষ্য আপনাদের কাজের প্রতি। মহৎ কাজ করলে আর দীর্ঘ বিবৃতি দানের দরকার হয় না, অন্যায় কাজের কুশ্রীতা ঢাকবার জন্যই চটকদার বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন। আপনারা যা করেছেন। নেতৃস্থানীয় শক্তিগুলি যদি তাই করত, সবাইকে একটি ছোট প্রশ্ন করে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তা হলে অসৎ কাজ চাপা দেবার জন্য সুন্দর বাক্যবিন্যাসের প্রলোভন লোকের একটু কম হত।"

থিবীয়গণ বক্তৃতা শেষ করল। স্পার্টার বিচারকগণ স্থির করলেন যে প্লেটী-

য়দের কাছ থেকে যুদ্ধে তাঁরা কোনো সাহায্য পেয়েছেন কিনা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করাই সংগত। স্পার্টীয়দের বক্তব্য ছিল এই যে পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ের পরে পসেনিয়াসের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তারা সর্বদা প্লেটীয়দের নিরপেক্ষ থাকতে আহ্বান জানিয়েছে, অবরোধের আগেও এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে এখন তারা স্বেচ্ছাকৃত চুক্তি থেকে মুক্ত। স্পার্টীয়দের বিবেচনা অনুযায়ী তারা প্লেটীয়দের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং তারা প্লেটীয়দের পালাক্রমে ডেকে এনে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করল যুদ্ধে তারা স্পার্টা কিংবা মিত্রদের কোনো সাহায্য করেছে কিনা এবং করেনি উত্তর পাওয়ামাত্র তাদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। অন্তত দুশো প্লেটীয় এইভাবে নিহত হয়েছিল, অবরোধের সময় যে পঁচিশ জন এথেনীয় তাদের সঙ্গে ছিল তাদেরও একই দশা হল। স্ত্রীলোকদের ক্রীতদাসী করা হল। মেগারার রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের এবং থিব্স সমর্থক যেসব প্লেটীয় তখনো বেঁচে ছিল থিবীয়গণ তাদের এক বছরের জন্য প্লেটীয়াতে বাস করতে দিল। তার পর তারা নগরটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে হেরার মন্দিরের পাশে ২০০ ফুট বর্গপরিমিত এক সরাইখানা নির্মাণ করল। তার উপরে ও নিচে সর্বত্র ঘর ছিল এবং তাতে প্লেটীয়দের গৃহের দরজা ও ছাদ ব্যবহৃত হল, প্রাচীর নির্মাণের বাকি উপাদানগুলির লোহা ও পিতল দিয়ে তারা কৌচ তৈরী করে হেরাকে উৎসর্গ করল। হেরার জন্য তারা ১০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি পাথরের মন্দির নির্মাণ করল। জমি বাজেয়াপ্ত করে থিবীয় দখলদারদের দশ বছরের জন্য ইজারা দিল। সমগ্র প্লেটীয়াসংক্রান্ত ঘটনাটিতে স্পার্টীয়দের প্লেটীয়াবিরোধী মনোভাবের প্রধান কারণ ছিল এই যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল থিব্স্কে সন্তুষ্ট করা। যুদ্ধের সময়ে তারা থিব্স্-এর সাহায্য প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। এথেন্সের বন্ধুত্ব স্বীকারের তিরানব্বই বছর পরে এইভাবে প্লেটীয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যে চল্লিশটি পেলোপনেসীয় জাহাজ লেসবসের সাহায্যে গিয়েছিল এবং যেগুলি এথেনীয়দের তাড়া খেয়ে উন্মুক্ত সমুদ্র পার হয়ে পালাচ্ছিল বলে শেষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে সেগুলি ক্রীটের অদূরে বাত্যাতাড়িত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পেলোপন্নিসে গিয়ে পৌঁছাল। সিলেনীতে পৌঁছে তারা লিউকাস ও অ্যাম্ব্রেসিয়ার ১৩টি জাহাজসহ টেলিসের পুত্র ব্রাসিডাসকে দেখতে পেল। আলকিডাসের পরামর্শদাতারূপে সম্প্রতি তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। লেসবীয় অভিযানের ব্যর্থতার পর স্পার্টীয়গণ তাদের নৌবহরকে শক্তিশালী করে করসাইরা অভিমুখে যাত্রার সংকল্প করল। করসাইরাতে তখন বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং নপাক্টাসের বারোটি জাহাজের সঙ্গে আরো এথেনীয় জাহাজ যুক্ত হবার আগে স্পার্টীয়গণ সেখানে পৌঁছতে চায়। সুতরাং ব্রাসিডাস ও আলকিডাস তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগলেন।

এপিডেমনাসের কাছে নৌযুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে করসাইরার বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ৮০০ ট্যালেণ্টের জামিনে করিন্থীয়গণ বন্দীদের মুক্তি দেয় এবং করিন্থে নিযুক্ত করসাইরার সরকারী প্রতিনিধিগণ এই জামিন দেন, প্রকৃতপক্ষে করিন্থ চেয়েছিল করসাইরাকে তাদের পক্ষভুক্ত করতে। সেই ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি লোকের কাছে প্রচার করতে লাগল এবং করসাইরাকে এথেন্স থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ষড়যন্ত্র করল। করিন্থীয় ও এথেনীয় প্রতিনিধিসহ দুই দেশীয় জাহাজ উপস্থিত হলে একটি সভা আহূত হল এবং করসাইরা চুক্তি অনুযায়ী এথেন্সের পক্ষে থাকবার অনুকূলে ভোট দিল, কিন্তু সেই সংগে আগের মতই পেলো-পনেসীয়দের সংগে মিত্রতা বজায় রাখা হবে। ইতিমধ্যে প্রত্যাবৃত বন্দিগণ স্বেচ্ছাব্রতী এথেনীয় প্রক্সেনাস ও জনগণের নেতা পাইথিয়াসকে বিচারার্থে আনয়ন করল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তিনি করসাইরাকে এথেন্সের দাসত্বে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেন এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে পাঁচজন ধনিশ্রেষ্ঠকে অভিযুক্ত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে জিউস ও আল্কিনাসের পবিত্র জমির বেড়া কাটবার অভিযোগ আনীত হল. এর আইনগত শাস্তি হল খুঁটি পিছু এক 'স্টেটার' জরিমানা দিতে হবে। অভিযোগ সাব্যস্ত হলে তাদের জরিমানার পরিমাণ খুব বেশি ধার্য হল। তাঁরা মন্দিরগুলিতে প্রার্থনাকারী হিসাবে অবস্থান করে এই অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সেনেটের অন্যতম সদস্য পাইথিয়াস আইন প্রয়োগ করতে অন্য সহযোগীদের প্ররোচিত করলেন। ফলে, আইনের চাপে অভি-যুক্তদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া তারা জানতে পেরেছিলেন যে সেনেটের সদস্য থাকা কালেই এথেন্সের সংগে একটি আক্রমণাত্মক ও আত্ম-রক্ষামূলক চুক্তির ব্যবস্থা করতে পাইথিয়াস উদ্‌গ্রীব। সুতরাং তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছোরা নিয়ে হঠাৎ সেনেটে প্রবেশ করে পাইথিয়াসকে ও সেনেটের সভ্য এবং বে-সরকারী আরো ষাটজন ব্যক্তিকে হত্যা করে। পাইথিয়াসের দলের কয়েকজন পালিয়ে এথেনীয় জাহাজে আশ্রয় নেয়, জাহাজটি তখনো সেখানে ছিল।

এরপর ষড়যন্ত্রকারিগণ করসাইরীয়দের একটি সভা আহ্বান করে বললেন যে তাঁরা যা করেছেন তাতেই করসাইরার সবচেয়ে বেশি উপকার হবে এবং করসাইরা এথেন্সের পদানত হবার দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পাবে। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন যে একটি জাহাজে করে শান্তিপূর্ণভাবে না আসলে কোনো পক্ষের প্রতিনিধিকেই করসাইরা গ্রহণ করবে না, এবং জাহাজের সংখ্যা বেশি

হলেই শত্রু বলে ধরা হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হল এবং যা ঘটেছে তার যৌক্তিকতা সমর্থন করবার জন্য ও পলাতক করসাইরীয়দের প্রতিবিপ্লবী কাজ থেকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এথেন্সে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হল।

প্রতিনিধিগণ এথেন্সে পৌঁছানোমাত্র এথেনীয়গণ তাদের বন্দী করল এবং যারা তাদের বক্তব্য শুনেছিল তাদেরও, তারা সকলে বিপ্লবী এই অভিযোগে তাদের ঈজিনাতে আটক রাখল। ইতিমধ্যে স্পার্টীয় প্রতিনিধিসহ করিন্থের ট্রায়ারিম এসে পৌঁছলে করসাইরার অধিকতর শক্তিশালী দলটি গণতান্ত্রিকদের আক্রমণ করে পরাজিত করল। রাত্রি হলে গণতান্ত্রিকগণ অ্যাক্রোপলিসে আশ্রয় নিল এবং নগরের উচ্চ অঞ্চলসমূহে পিছু হটে গেল। তারা সেই স্থানেই নিজেদের সংহত করল এবং 'হাইলাইক' বন্দরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল। তাদের প্রতিপক্ষগণ দখল করল বাজার (ইহার চতুষ্পার্শে তারা বাস করত) এবং সংলগ্ন বন্দরটি (মূল ভূ-খণ্ডের দিকবর্তী)।

পরদিন অল্প দাঙ্গা হল এবং দুই পক্ষই স্বাধীনতাদানের বিনিময়ে ক্রীতদাসদের সাহায্যলাভের জন্য শহরতলি অঞ্চলে লোক প্রেরণ করল। অধিকাংশ ক্রীতদাস গণতান্ত্রিকদের পক্ষ অবলম্বন করল, কিন্তু প্রতিপক্ষগণ মূল ভূ-খণ্ড থেকে ৮০০ ভাড়াটিয়া সৈন্যের সাহায্যলাভ করল। একদিন বিরতির পরে আবার দাঙ্গা শুরু হল এবং অবস্থানগত সুবিধার জন্য ও সংখ্যাধিক্যবশত গণতান্ত্রিকগণ জয়লাভ করল। স্ত্রীলোকেরাও সাহসিকতার সঙ্গে তাদের সাহায্য করেছিল এবং যেভাবে তারা ছাদের উপর থেকে টালি নিক্ষেপ করছিল ও যুদ্ধরত জনতাকে সহযোগিতা করছিল তা সত্যিই স্ত্রীজাতিসুলভ দুর্বলতার বিপরীত। সন্ধ্যার দিকে মুখ্যতান্ত্রিকেরা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং গণতান্ত্রিকগণ তাদের অস্ত্রাগারটি আক্রমন করে দখল করে নিতে পারে এবং তাদের হত্যা করতে পারে এই আশঙ্কায় তারা বাজারের চতুর্দিকের গৃহগুলিতে ও ঘরের সারিতে অগ্নিসংযোগ করল যাতে গণতান্ত্রিকগণ অগ্রসর হতে না পারে। তাদের নিজেদের কিংবা অন্য কারো গৃহই রক্ষা পেল না। ফলে ব্যবসায়ীদের প্রচুর পণ্যদ্রব্য ভস্মীভূত হল এবং যদি হাওয়া উঠে আগুন ছড়িয়ে দিত তবে সমগ্র নগরটির বিপদের আশংকা ছিল। এখন যুদ্ধ বন্ধ হল এবং দুই পক্ষই সান্ত্রী মোতায়েন রেখে নিষ্ক্রিয়ভাবে রাত্রি অতিবাহিত করল। গণতান্ত্রিকদের জয়ের পরে করিন্থীয় জাহাজটি বন্দর থেকে গোপনে সরে পড়ল এবং অধিকাংশ ভাড়াটিয়া সৈন্যই লুকিয়ে মূল ভূ-খণ্ডে চলে গেল।

পরদিন ১২টি জাহাজ ও ৫০০ মেসেনীয় হপ্‌লাইট নিয়ে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ নিকোস্ট্রেটাস নপাক্টাস থেকে এসে পৌঁছালেন। প্রথমে তিনি মীমাংসার

চেষ্টা করলেন এবং ঘটনার জন্য দায়ী দশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে দুইপক্ষকেই সম্মত করলেন, কিন্তু তারা তখন পালিয়ে গিয়েছিল। স্থির হল অন্যারা পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে এবং এথেন্সের সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি করবে। এই ব্যবস্থা করে নিকোস্ট্রেটাস যাত্রার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু বিরোধিগণ যদি কোনো-রকম আন্দোলন করে তবে তাতে বাধাদানের জন্য গণতান্ত্রিকগণ তাঁকে পাঁচটি জাহাজ রেখে যেতে অনুরোধ করল। পরিবর্তে তারা তাদের পাঁচটি জাহাজ নাবিকসহ তাঁর সঙ্গে পাঠাবে। নিকোস্ট্রেটাস সম্মত হওয়ামাত্র গণতান্ত্রিকগণ জাহাজের জন্য শত্রুপক্ষীয় নাবিকদের নাম দিল। শেষোক্তগণ ভয় পেয়ে ভাবল তাদের এথেন্সে পাঠানো হবে। সুতরাং তারা ডিওস্কুরির মন্দিরে ঢুকে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল। তাদের বারংবার আশ্বাস দিয়েও নিকোস্ট্রেটাস ওঠাতে সক্ষম হলেন না এবং এই অজুহাতে গণতান্ত্রিকগণ অস্ত্রসজ্জা করল। নিকোস্ট্রেটাসের সঙ্গে যাত্রা করতে তাদের অসম্মতিকে তারা কপট আচরণ বলে মনে করল এবং গণতান্ত্রিকগণ তাদের গৃহে ঢুকে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিল। নিকোস্ট্রেটাস বাধা না দিলে বিরোধীরা অনেকেই নিহত হত। তা দেখে মুখ্য-তান্ত্রিক দলের অন্য সকলে হেরার মন্দিরে প্রার্থনাকারীর আসন গ্রহণ করল। তারা সংখ্যায় অন্তত ৪০০ জন। তারা কোনো চরম পথ অবলম্বন করতে পারে এই ভয়ে গণতান্ত্রিকগণ তাদের উঠিয়ে মন্দিরের সম্মুখে দ্বীপে নিয়ে গেল এবং সেখানে খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিল।

বিপ্লবের এই অবস্থায়, তাদের দ্বীপে পাঠাবার চার-পাঁচদিন পরে, সিলেনী থেকে পেলোপনেসীয় জাহাজ এসে পৌঁছাল, আইওনিয়া থেকে ফিরে এই জাহাজগুলি সিলেনীতে ছিল। জাহাজের সংখ্যা ছিল ৫৩, অধিনায়ক ছিলেন আগের মতোই আলকিডাস, যদিও এখন তাঁর পরামর্শদাতা হিসাবে ব্রাসিডাস ছিলেন। এই নৌবহরটি মূল ভূ-খণ্ডের সাইবোটা বন্দরে নোঙর করল এবং ঊষাকালে করসাইরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

করসাইরীয়গণ এখন সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল—নগরের মধ্যে যা ঘটেছে তাতে ও শত্রুপক্ষীয় নৌবহরের আগমনে তারা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল। এথেন্সের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তারা অবিলম্বে ষাটটি জাহাজ প্রস্তুত করল এবং তৎক্ষণাৎ সোজা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করল। এথেনীয়গণ পরামর্শ দিয়েছিল যে আগে তারা রওনা হবে এবং করসাইরীয় জাহাজগুলি একযোগে তাদের অনুগমণ কববে। বিশৃঙ্খলভাবে শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে করসাইরীয়দের দুটি জাহাজ শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হল এবং অন্য জাহাজগুলির নাবিকরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করতে লাগল এবং কোথাও কোনো শৃঙ্খলা রইল না। তাদের এই অবস্থা দেখে পেলোপনেসীয়গণ করসাইরীয়দের সম্মুখীন

হবার জন্য কুড়িটি জাহাজ আলাদা করে রাখল, বাকি জাহাজগুলি রইল ১২টি এথেনীয় জাহাজের জন্য। এথেনীয় জাহাজগুলির মধ্যে স্যালামিনিয়া ও প্যারালাসও ছিল।

পরিকল্পনাহীনভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করে করসাইরীয়গণ নিজেদের ভুলের জন্য শীঘ্রই অসুবিধায় পড়ল। এথেনীয়গণ শত্রুদের সংখ্যাধিক্য দেখে এবং তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার ভয়ে শত্রুদের প্রধান বাহিনীকে আক্রমণ করতে সাহস পেল না। এমনকি তাদের বিপরীত দিকের কেন্দ্রস্থলের জাহাজগুলিও আক্রমণ করল না। তারা শত্রু-জাহাজের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করল এবং একটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল। তারপর পেলোপনেসীয় জাহাজগুলি একটি বৃত্ত রচনা করল এবং তাদের বিশৃংখল করবার জন্য এথেনীয় জাহাজগুলি এই বৃত্তের চারধারে ঘুরতে লাগল। এই দেখে এবং নপাক্টাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকায় করসাইরীয়দের সংগে যুদ্ধরত পেলোপনেসীয় জাহাজগুলি সাহায্যার্থে এগিয়ে এল এবং এখন সমগ্র এথেনীয় নৌবহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুতরাং এথেনীয় জাহাজগুলি পিছু হটতে লাগল এবং পশ্চাদপসরণ যথা সম্ভব ধীরগতিতে চলতে লাগল যাতে করসাইরীয়গণ পালাবার সময় পায় এবং শত্রুরাও এথেনীয়দের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এইভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নৌযুদ্ধ চলল।

করসাইরীয়গণ মনে করল যে এই জয়ের পরে শত্রুরা হয় নগরটির বিরুদ্ধে যাত্রা করবে অথবা দ্বীপ থেকে মুখ্যতান্ত্রিকদের উদ্ধার করবে কিংবা অন্য কোনো শক্ত আঘাত হানবে। সুতরাং তারা দ্বীপ থেকে মুখ্যতান্ত্রিকদের সরিয়ে এনে হেরার মন্দিরে রাখল এবং নগরের রক্ষাব্যবস্থা দৃঢ়তর করল। কিন্তু নৌযুদ্ধে জয়লাভ করেও পেলোপনেসীয়গণ নগর আক্রমণের ঝুঁকি গ্রহণ করল না। অধিকৃত ১৩টি করসাইরীয় জাহাজসহ তারা মূল ভূ-খণ্ডের ঘাঁটিতে ফিরে গেল। যদিও করসাইরীয়গণ আতংকে সম্পূর্ণ বিশৃংখল অবস্থায় ছিল এবং ব্রাসিডাস আলকিডাসকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেছিলেন তৎসত্ত্বেও পরদিনও তারা নগর আক্রমণের চেষ্টা করল না। ব্রাসিডাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল এবং পেলোপনেসীয়গণ শুধুমাত্র লিউকিমি অন্তরীপে অবতরণ করে স্থানটিতে লুণ্ঠনকার্য চালাল।

কিন্তু করসাইরীয় গণতান্ত্রিকগণ তখনো শত্রুপক্ষীয় নৌবহরের আক্রমণের ভয় করছিল। সুতরাং তারা নগর রক্ষার বিষয়ে মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণকারী ও তাদের বন্ধুদের সংগে আলোচনা করল এবং কিছু ব্যক্তিকে জাহাজে প্রস্তুত হতে সম্মত করল। এইভাবে সম্ভাব্য আক্রমণের সম্মুখীন হবার জন্য তারা ত্রিশটি জাহাজ সজ্জিত করল। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লুণ্ঠন চালিয়ে পেলোপনেসীয়-

গণ যাত্রা করল এবং প্রায় নিশাগমের সময়ে অগ্নিসংকেতের মাধ্যমে জানতে পারল যে লিউকাস থেকে ষাটটি এথেনীয় জাহাজ আসছে। করসাইরার বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে এবং আলকিডাস করসাইরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে উদ্যত হয়েছেন জানতে পেরে এথেনীয়গণ যুক্লিসের পুত্র ইউরিমিডনের নেতৃত্বে এই নৌবহরটি পাঠিয়েছিল।

সুতরাং পেলোপনেসীয়গণ উপকূলের ধার ঘেঁষে রাত্রিযোগে খুব দ্রুত স্বদেশের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে লাগল। লিউকাসের যোজকের দিকে তারা জাহাজের গতি ঘুরিয়ে দিল যাতে তাদের দেখা না যায় এবং এইভাবে তারা চলে গেল। যখন করসাইরীয়গণ বুঝতে পারল যে এথেনীয় নৌবহর আসছে এবং শত্রুরা চলে গেছে তখন তারা প্রাচীরের বাইরে থেকে মেসেনীয়দের নগরের ভেতরে নিয়ে গেল এবং যে নৌবহরটি পূর্বেই প্রস্তুত করেছিল তাকে হিলাইক বন্দরের দিকে যেতে আদেশ দিল। গমনপথে নৌবহরটি যে-সব শত্রুর দেখা পেল তাদের সকলকে হত্যা করল। যাদের জাহাজে উঠতে বাধ্য করেছিল তারা অবতরণ করামাত্র নিহত হল। হেরার মন্দিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে পঞ্চাশজনকে বিচারপ্রার্থী হতে বাধ্য করে প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড দিল। অন্য যে-সব আশ্রয়গ্রহণকারী বিচারার্থী হতে অস্বীকার করেছিল তারা তা দেখে মন্দিরের ভেতরেই পরস্পরকে হত্যা করল, কেউ কেউ গাছের ডালে উদ্বন্ধনে মৃত্যুবরণ করল, অন্যান্যরা আরো বিভিন্ন উপায়ে আত্মহনন করল। যে সাতদিন ইউরিমিডন সেখানে ছিলেন সেই কয়দিন করসাইরীয়গণ শত্রু হিসাবে বিবেচিত প্রত্যেককে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। বস্তুত বহু হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ব্যক্তিগত ঘৃণাবশত অথবা ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি উত্তমর্ণের আক্রোশবশত। সকল প্রকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল এবং হিংস্রতার মাত্রা সর্বপ্রকার চরমসীমা অতিক্রম করেছিল। অনেক পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে, মন্দির থেকে মানুষকে টেনে বের করা হয়েছে, কিংবা মন্দিরের মধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। অনেককে ডায়োনিসাসের মন্দিরে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং সেখানেই তাদের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল।

বিপ্লবের গতি ছিল এইপ্রকার রক্তস্নাত পথে। এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটেছিল বলে এর তীব্রতা আরো বেশি করে অনুভূত হয়েছিল। পরে অবশ্য সমগ্র হেলেনীয় জগৎই উত্তাল হয়ে উঠেছিল—গণতান্ত্রিকগণ এথেনীয় সাহায্যলাভে সচেষ্ট ছিল, মুখ্যতান্ত্রিকগণ স্পার্টার। শান্তির সময়ে এইপ্রকার আমন্ত্রণের ইচ্ছা বা অজুহাত কিছুই ছিল না। কিন্তু যখন যুদ্ধের সময়ে প্রতিটি দলই নিজশক্তিবৃদ্ধি ও শত্রুর ক্ষতিসাধনে বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল তখন এবম্বিধ উপায়ে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানর

চেষ্টা প্রত্যেকের পক্ষে স্বাভাবিক। বিভিন্ন নগরে এই ধরনের বিপ্লব হয়েছিল বহু বিপদ ও দুঃখকষ্টের হেতু। মানবচরিত্র পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই-সকল ঘটনা ঘটবেই, অবশ্য বর্বরতার পরিমাণে হেরফের হতে পারে এবং অবস্থাভেদে সাধারণ নিয়মের মধ্যে কিছু বিভিন্নতাও দেখা যেতে পারে। শান্তি ও সমৃদ্ধির সময়ে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়েরই চিত্তবৃত্তি উন্নততর থাকে। কারণ, তখন তারা হঠাৎ প্রয়োজনে নৃশংসতা বা নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হয় না। কিন্তু যুদ্ধে মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহে অপ্রতুলতা দেখা দেয়, ফলে যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় নির্দয় শিক্ষক, অধিকাংশ ব্যক্তির চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। এইভাবে একটির পর একটি নগরে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ল এবং যে-সকল স্থানের বিপ্লবিগণ অন্যত্র সংঘটিত পূর্ববর্তী বিপ্লবসমূহ সম্পর্কে অবহিত ছিল তাদের বিপ্লবী চেতনায় নিত্যনতুন অমিতাচার দেখা দিয়েছিল। ক্ষমতাদখলের জন্য তারা অধিকতর বিস্তৃত কর্মপন্থা গ্রহণ করল, প্রতিহিংসা গ্রহণে তারা ছিল অধিকতর ভয়ংকর। বিভিন্ন শব্দের সাধারণ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তাতে নতুন অর্থ আরোপিত হল। অবিমৃষ্যকারিতা ও ধৃষ্টতা এখন একনিষ্ঠ মিত্রের সাহস বলে পরিগণিত হল, বিচক্ষণ দ্বিধার অর্থ হল আপাতসত্য কাপুরুষতা, সংযম ছিল পৌরুষহীনতার ছদ্মবেশ, একটি বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার ক্ষমতাকে কার্যের পক্ষে অন্তরায় বিবেচনা করা হত। উন্মত্ত হিংস্রতাই ছিল পৌরুষের লক্ষণ, সতর্ক ষড়যন্ত্র ছিল আত্মরক্ষার সমর্থিত পদ্ধতি। চরম ব্যবস্থার সমর্থক ছিল সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য, বিরোধী ছিল সন্দেহভাজন। ষড়যন্ত্রে সফল হওয়ার অর্থ ছিল কূটবুদ্ধির পরিচায়ক, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুমান করতে পারা ততোধিক বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন ছিল। এই দুটির কোনোটিই করতে না চাইলে সে হত দলভঙ্গকারী এবং বিরোধীদের ভয়ে ভীত। অর্থাৎ একজন সম্ভাব্য অপরাধীর মতলব বানচাল করা এবং যেখানে অন্যায়ের অপ্রতুলতা সেখানে কুমতলবের পরিকল্পনা করা উভয়েই সমান প্রশংসনীয় ছিল। দলের তুলনায় পারিবারিক বন্ধন অনেক ক্ষীণ ছিল, দলীয় সদস্যরা যে-কোনো কারণে যে-কোনো চরম পথ অবলম্বন করত। প্রতিষ্ঠিত আইনসমূহের ও ব্যবস্থাদির সুবিধাসমূহ ভোগ করবার জন্য দলগুলি গঠিত হয়নি, বরং সেসবের পতন ঘটানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। দলগুলির সভ্যদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস কোনো ধর্মীয় অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল ছিল না,-বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল কুকর্মের সহকারিতার উপরে। বিরোধী কেউ ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব পেশ করলে প্রবলতর প্রতিপক্ষ তা সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ না করে বরং সতর্কতা অবলম্বন করত। আত্মরক্ষা অপেক্ষা প্রতিশোধগ্রহণ ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য দুটি দলের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হত তবে তার উদ্দেশ্য ছিল

সাময়িক অসুবিধা এড়ানো এবং যতক্ষণ অন্য কোনো অস্ত্র না পাওয়া যেত ততক্ষণ চুক্তিটি কার্যকর থাকত। সুযোগ উপস্থিত হলে যে প্রথম সাহসের সঙ্গে শত্রুকে নিরস্ত্র অবস্থায় ধরতে পারত তার কাছে প্রকাশ্য প্রতিহিংসার চেয়ে এই বিশ্বাসঘাতক পথ অনেক বেশি রমণীয় বোধ হত। নিরাপত্তার প্রশ্ন ব্যতীত ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সে উন্নততর বুদ্ধিমত্তার সুনাম অর্জন করত। সরল সৎ ব্যক্তির তুলনায় শয়তানকে মানুষ চতুর মনে করত, দ্বিতীয়টি হতে পারলে মানুষ যেমন গর্বিত বোধ করত, প্রথমটির জন্য ছিল তেমনি লজ্জা। লোভ এবং ব্যক্তিগত উচ্চাশাজনিত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাই ছিল এইসব পাপের মূল উৎস। সংগ্রামে লিপ্ত হবার পরে এইসব উন্মত্ততা থেকে মানুষের মনে হিংস্রতার সৃষ্টি হয়েছিল। নগরগুলির দলসমূহের নেতাদের কর্মসূচী-গুলি বাহ্যত ছিল অতি প্রশংসনীয়—একদিকে জনগণের রাজনৈতিক সাম্যের দাবী অপরদিকে অভিজাত নিয়ন্ত্রিত দৃঢ় ও নিরাপদ শাসনব্যবস্থার দাবী —কিন্তু জাতীয় স্বার্থের নামে তারা ব্যক্তিগত লাভের জন্যই চেষ্টা করত। ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে কোনো বাধাই অন্তরায় ছিল না, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নৃশংস বীভৎস পথ গ্রহণ করা হত। ন্যায়ের দাবী বা রাষ্ট্রের কল্যাণ কিছুই তাদের বাধা দিতে পারত না, কোনো বিশেষ মুহূর্তে দলীয় প্রয়োজন ছিল একমাত্র মানদণ্ড। সেই মুহূর্তের শত্রুতা চরিতার্থ করবার জন্য অন্যায় বিচারের মাধ্যমে দণ্ডবিধান বা বলপূর্বক ক্ষমতাদখল দুইয়েরই আশ্রয় নিতে মানুষ সমান তৎপর ছিল। ফলে কোনো পক্ষই ন্যায়ের পবিত্রতাকে সম্মান করত না। বরং অন্যায় মতলব চরিতার্থ করার জন্য চিত্তাকর্ষক বাগ্‌বিন্যাস দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জন করত। ফল হল এই, দুই দলের চাপে পড়ে মধ্যপন্থীরা উৎপাটিত হল, সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করার ফলে তারাই হয়ত রক্ষা পাবে এই ঈর্ষাবশত তারা নিহত হল।

বিপ্লবের ফলে সমগ্র গ্রীকজগতে এই ধরনের পাপাচার প্রবেশ করেছিল। যে সরলতা পূর্বে সকলের কাছে আদরণীয় ছিল এখন তা উপহাসের বিষয় হল এবং ক্রমে বিলুপ্ত হল। সমাজ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল এবং সেখানেও কেউ সহযোগীকে বিশ্বাস করত না। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে কোনো প্রতিশ্রুতি নির্ভরযোগ্য ছিল না, কোনো শপথ অবশ্যমান্য ছিল না। প্রত্যেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, কোনো স্থায়ী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সুতরাং তারা আত্মরক্ষার প্রতি সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বরং নিরেটবুদ্ধিগণ অধিকতর সফলতা লাভ করেছিল। বিরোধীদের উন্নততর বুদ্ধি ও নিজেদের সেই বিষয়ে ত্রুটি সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল। বিতর্কে পরাজিত হতে পারে কিংবা তাদের প্রত্যুৎপন্নমতি

শত্রুদের দ্বারা ষড়যন্ত্রে বিজিত হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা সাহসের সঙ্গে সোজা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। পক্ষান্তরে যাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারা আগেই তা বুঝতে পারবে এবং যারা মনে করত কূটনীতির দ্বারা যা লাভ করা যাবে তার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই, সতর্কতার অভাবে তারাই নিহত হয়েছিল বেশি।

উপরোক্ত অপরাধগুলির অধিকাংশ প্রথম দেখা দিয়েছিল করসাইরার ঘটনাতে। অতীতে যারা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নিপীড়িত হয়েছে, বিচক্ষণতার সঙ্গে শাসিত হয়নি, তারা জয়ের মুহূর্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। দুর্ভাগ্যের চাপে পরে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে এবং প্রতিবেশীর সম্পত্তিদখল করতে আকাঙ্ক্ষা করে অনেক অন্যায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। শ্রেণীচেতনায় নয়, দলীয় চেতনায় সংগ্রাম শুরু করে মানুষ দুর্দম ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চালিয়েছে নির্দয় ও বর্বর হত্যাকান্ড। মনুষ্যপ্রকৃতি চিরকালই আইনানুগ নয়, এখন মানুষ নিজেই আইনের প্রভু হয়ে বসল। এমতাবস্থায় বিভিন্ন নগরে জীবনযাত্রা এখন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল, উন্মত্ত আবেগ দমনে অসমর্থ মানুষের আর কোনো লজ্জা রইল না, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বিসর্জিত হল, নিজের তুলনায় গরীয়সী সব কিছুরই মানুষ শত্রু হয়ে দাঁড়াল। বিদ্বেষের বিষবৎ ক্ষমতা ব্যতীত প্রতিহিংসার স্থান। ধর্মের উর্ধ্বে স্থাপিত হতে পারত না, ন্যায় অপেক্ষা লাভই মুখ্য হতে পারত না। বস্তুত দুঃখের সময় যেসকল আইনের সাহায্যে সকলে পরিত্রাণ পেতে পারে সেইসকল আইনভঙ্গের প্রক্রিয়া অন্যের উপর প্রতিহিংসা-গ্রহণকে কেন্দ্র করেই মানুষ শুরু করেছিল। ভবিষ্যতে বিপদের সময়ে এই আইনের আশ্রয় তারও প্রয়োজন হতে পারে মনে করে এগুলিকে রক্ষা করবার কথা তারা চিন্তা করেনি।

এইভাবে করসাইরাতে গৃহযুদ্ধের সময় প্রথম বিপ্লবী উন্মত্ততা চলতে থাকলে এথেনীয় নৌবহর নিয়ে ইউরিমিডন ফিরে গেলেন। তার পরে নির্বাসিত করসাইরীয়গণ (প্রায় ৫০০ জন হবে) মূল ভূখণ্ডের কতকগুলি দুর্গ অধিকার করল এবং প্রণালীর অপরপার্শ্বের করসাইরীয় অঞ্চলগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল। এটি হল দ্বীপবাসী করসাইরীয়দের বিরুদ্ধে লুণ্ঠনাভিযান চালাবার ঘাঁটি। এইভাবে তারা নগরের এত ক্ষতিসাধন করে যে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এছাড়া করসাইরাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তারা স্পার্টা ও করিন্থে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তাদের এই উদ্যম ব্যর্থ হল। পরে কিছু নৌকা ও ভাড়াটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করে তারা মোট ৬০০ জন দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তারা নৌকাগুলি পুড়িয়ে দেয় যাতে দেশটি সম্পূর্ণ জয় করা ব্যতীত তাদের আর কোনো উপায় না থাকে। তারপর মাউন্ট

ইস্টোনে গিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করে নগরের ভিতরে উপদ্রব চালাতে লাগল এবং শহরতলি অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করল।

এই বৎসর গ্রীষ্মের শেষ ভাগে এথেনীয়গণ সিসিলিতে কুড়িটি জাহাজ পাঠাল—সেখানে সাইরাকিউস ও লিওণ্টিনির মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। লাচেস এবং ক্যারিয়াডেস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। ক্যামারিনা ব্যতীত সব কয়টি ডোরীয় নগর সাইরাকিউসের মিত্র ছিল এবং যদিও এরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তবুও শুরু থেকেই এরা স্পার্টার সংঘভুক্ত ছিল। ক্যামারিনা ও চালসিডিয়ার নগরগুলি ছিল লিওণ্টিনির মিত্র। ইটালীতে লোক্রিস ছিল সাইরাকিউসের মিত্র, রেজিয়াম আত্মীয়তাসূত্রে লিওণ্টিনির পক্ষে ছিল। তাদের প্রাচীন মিত্রতার নামে ও জন্মসূত্রে আইওনীয় সম্পর্কের নামে আবেদন জানিয়ে লিওণ্টিনি এথেন্সের কাছে একটি নৌবহর সাহায্য চেয়েছিল কারণ, সাইরাকিউস তাদের স্থলপথে ও জলপথে উভয় দিকেই অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। আপাত-দৃষ্টিতে লিওণ্টিনির সঙ্গে তাদের জ্ঞাতিত্বের সূত্রেই এথেন্স নৌবহর পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পেলোপন্নিসে সিসিলির শস্য আমদানিতে বাধাদান করা এবং এথেন্সের পক্ষে সিসিলি দখল করা সম্ভব কিনা তা যাচাই করে দেখা। সুতরাং এথেনীয় নৌবহর ইটালীর 'রেজিয়ামে' ঘাঁটি স্থাপন করে মিত্রদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ চালাল।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের ষষ্ঠ বর্ষ। পশ্চিম গ্রীসে ডেমোস্থেনসের অভিযানসমূহ। অ্যাম্ব্রেসিয়া ধ্বংস।

এইভাবে গ্রীষ্ম শেষ হল। শীতকালে এথেন্সে দ্বিতীয়বার মহামারীর আক্রমণ হল। প্রকৃতপক্ষে মহামারী ইতিপূর্বে নির্মূল হয়নি, যদিও এর প্রচণ্ড উগ্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় আক্রমণ অন্তত এক বৎসর স্থায়ী হয়েছিল এবং প্রথমটি দুই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এথেন্সের সর্বাধিক ক্ষতি করেছিল এই মহামারী এবং যুদ্ধে তাদের শক্তির ন্যূনতা ঘটেছিল এইজন্যই। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর ৪৪০০ হপ্‌লাইট ও ৩০০ অশ্বারোহী এতে নিহত হয়েছিল। জনগণের মধ্যে কতজন যে মারা গেল তার কোনো হিসাব করা সম্ভব হয়নি। এই সময়েই এথেন্স, ইউবিয়া ও বিয়োসিয়া, বিশেষত বিয়োসিয়ার ওর্কোমেনাসে ভূমিকম্প হয়েছিল।

এই শীতে সিসিলির এথেনীয়গণ এবং রেজিয়ামবাসীরা ৩০টি জাহাজ নিয়ে ঈয়োলাস দ্বীপপুঞ্জে এক যুদ্ধাভিযান করল। জলাভাব হেতু সেখানে গ্রীষ্মে আক্রমণ চালানো সহজ ছিল না। ক্লিডিয়ার উপনিবেশ এই দ্বীপগুলি লিপারীয়দের দ্বারা অধিকৃত; তারা নিজেরা লিপারা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করে। একে মূলকেন্দ্র করে তারা বাকি গুলিতে ডাইডিমি, স্ট্রংগিলি এবং হিয়েরাতে কৃষিকার্য করে। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা বিশ্বাস করে যে হিয়েরাতে হেফীস্টাসের কামারশালা আছে, রাত্রে বিশাল অগ্নিশিখা দেখা যায় এবং দিনে স্থানটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকে। এই দ্বীপগুলি সিসেল ও মেসিনিজদের উপকূলের অদূরে অবস্থিত এবং সাইরাকিউসের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধ ছিল। এথেনীয়গণ এখানে লুণ্ঠনকার্য চালাল কিন্তু অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ না করাতে রেজিয়ামে ফিরে গেল। এইভাবে শীতের সঙ্গে সঙ্গে থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ শেষ হল।

পরবর্তী গ্রীষ্মে স্পার্টার রাজা আর্কিডেমাসের পুত্র এজিসের নেতৃত্বে পেলোপনেসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ অ্যাটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যোজক পর্যন্ত পেঁাছাল। কিন্তু পরপর ভূমিকম্প হওয়ার ফলে তারা আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গেল। যখন এইরকম প্রায়ই ভূমিকম্প হচ্ছিল, তখন ইউবিয়ার ওরোবিয়ীতে সমুদ্র প্রথমে উপকূল থেকে সরে যায় পরে একটি বিরাট ঢেউ হয়ে এসে নগরের একটি বৃহৎ অংশ প্লাবিত করে দেয়। জল সরে যাওয়ার পরও কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে রইল। ফলে আগে যেখানে স্থল ছিল সেই স্থানটির অংশবিশেষ সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রইল। সেখানকার যেসকল অধিবাসী সময় মতো উঁচু জায়গায় পালাতে পারেনি

তাদের মৃত্যু হল। ওপানসীয় লোক্রীয় উপকূলের অদূরবর্তী অ্যাটালাণ্টা দ্বীপেও অনুরূপ জলপ্লাবন ঘটেছিল, এখানে এথেনীয় দুর্গের অংশবিশেষ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল এবং যে দুটি জাহাজ সমুদ্রতীরে টেনে আনা হয়েছিল তাদের একটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। পেপারেথাসেও সমুদ্র উপকূল থেকে সরে গিয়েছেল, কিন্তু পরে সেখানে জলপ্লাবন ঘটেনি। সেখানে ভূমিকম্পের ফলে প্রাচীরের একাংশ, টাউন হল ও কয়েকটি গৃহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমার মতে এই ধরনের ঘটনাগুলি ভূমিকম্পের ফলে ঘটেছিল। ভূমিকম্পের চরম ক্ষণে সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে সরে যায়, তারপরে আরো প্রবলবেগে হঠাৎ এগিয়ে আসে—ফলে জলপ্লাবন ঘটে। এই রকম আকস্মিক ঘটনা ভূমিকম্প ছাড়া আর কীভাবে ঘটতে পারে তা আমি জানি না।

সিসিলির বিভিন্ন বিবদমান পক্ষের মধ্যে এই গ্রীষ্মে কয়েকটি যুদ্ধ হয়। সিসিলীয়রা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছিল, এথেনীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ কয়েকটিতে অংশগ্রহণ করে। যেগুলিতে এথেন্স অংশগ্রহণ করেছিল আমি শুধু সেগুলিতেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব; এগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাইরাকিউসের সঙ্গে যুদ্ধে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ ক্যারিয়াডেস নিহত হলেন এবং এখন নৌবহরের একমাত্র অধিনায়ক রইলেন লাচেস। মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেসিনার অধিকারভুক্ত মাইলীতে তিনি যুদ্ধাভিযান করলেন। মাইলীতে দু'দল মেসেনীয় রক্ষিবাহিনী ছিল। এথেনীয়গণ যখন জাহাজ থেকে অবতরণ করল তখন তারা গুপ্তস্থানে ওত পেতে ছিল। কিন্তু এথেনীয়গণের আক্রমণে বহু মেসেনীয় নিহত হল, অন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারপর এথেনীয়গণ দুর্গের উপর আক্রমণ করে অ্যাক্রোপলিস সমর্পণ করতে এবং মেসিনা অভিযানের সংগী হতে তাদের বাধ্য করল। পরে তাদের আক্রমণে মেসিনা আত্মসমর্পণ করল এবং কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়াও এথেনীয়গণ অন্য যা কিছু জামিন চেয়েছিল তা দিল।

সেই গ্রীষ্মেই আলসিসথেনিসের পুত্র ডেমোস্থিনিস এবং থিওডোরাসের পুত্র প্রোক্লসের নেতৃত্বে ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণে যাত্রা করল। নিকিয়াসের নেতৃত্বে এথেনীয়গণ মেলসেও ষাটটি জাহাজ ও ২০০০ হপ্‌লাইটের এক বাহিনী প্রেরণ করল। মেলস একটি দ্বীপ হওয়া সত্ত্বেও এথেন্সের বশ্যতা স্বীকার করেনি। বলে তারা মেলসকে পদানত করতে চেয়েছিল। মেলস এমনকি এথেনীয় সঙ্ঘেও যোগদান করেনি। কিন্তু এথেনীয়রা সেখানে লুণ্ঠন চালিয়েও ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেনি। সুতরাং নৌবহরটি মেলস ত্যাগ করে গ্রীয়া অঞ্চলের ওরোপাসে পৌঁছাল। সেখানে রাত্রিযোগে অবতরণ

করেই 'হপ্‌লাইট'গণ তৎক্ষণাৎ বিয়োসিয়ার টানাগ্রা অভিমুখে স্থলপথে যাত্রা করল। পূর্বেকার ব্যবস্থামত সংকেত অনুসারে সেখানে তারা এথেন্স থেকে আগত সমগ্র এথেনীয় সৈনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। এথেনীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন হিপ্পোনিকাস এবং ইউরিমিডন। তারা সেখানে শিবির স্থাপন করে সমস্ত দিন ধরে টানাগ্রা অঞ্চলে লুণ্ঠন চালাল এবং সেখানেই রাত্রি অতিবাহিত করল। পরদিন কিছু টানাগ্রীয় ও তাদের সাহায্যে আগত কিছু থিবীয়কে পরাজিত করে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র দখল করল। তারপর তারা একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করে প্রস্থান করল। নিকিয়াস তাঁর ষাটটি জাহাজ নিয়ে উপকূল বরাবর চলতে লাগলেন এবং লোক্রিসের উপকূল অঞ্চল লুণ্ঠন চালিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

প্রায় এই সময়ে স্পার্টীয়গণ ট্রাচিসে 'হেরাক্লিয়া' উপনিবেশ স্থাপন করল। ম্যালীয়গণ তিনটি উপজাতি দ্বারা গঠিত—প্যারালীয়, হিয়েরীয় ও ট্রাচিনীয়। ট্রাচিনীয়রা তাদের প্রতিবেশী ওয়েটীয়দের সঙ্গে একটি যুদ্ধে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফলে প্রথমে তারা এথেন্সের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইল। কিন্তু তারপর, তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এথেন্সে পাওয়া যাবে না আশঙ্কা করে তারা টিসামেনাসকে মুখপাত্র নিযুক্ত করে স্পার্টাতে পাঠাল। স্পার্টার মাতৃভূমির ডোরীয়গণ একই শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একই অনুরোধ নিয়ে টিমাসেনাসের সঙ্গে যোগ দিল। সব শুনে স্পার্টীয়গণ ট্রাচিনীয় ও ডোরীয়দের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি উপনিবেশ স্থাপনের সংকল্প করল। এ ছাড়া তারা আরো মনে করেছিল যে এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন নগরটি খুবই সহায়ক হবে। সেখান থেকে নৌবহর সজ্জিত করে ইউবিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করা যাবে, কারণ, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব খুব কম। উপরন্তু থ্রেসের পথে অবস্থিত নগরটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। প্রথমে তারা ডেলফির দেবতার আদেশ প্রার্থনা করল এবং অনুকূল উত্তর লাভ করে স্পার্টীয় ও পেরিওকিদের ঔপনিবেশিক হিসাবে পাঠাল এবং আইওনীয়, অ্যাকীয় ও আরো কয়েকটি জাতি ব্যতীত অন্যান্য হেলেনীয়দেরও সঙ্গী হতে আহ্বান করল। ঔপনিবেশিকদের নেতা ছিলেন তিনজন স্পার্টীয়—লিওন, আলকিডাস ও ডেমাগন। উপনিবেশ স্থাপন করে নগরটিকে নতুন করে সুরক্ষিত করা হল। হেরাক্লিয়া থার্মোপাইলি থেকে প্রায় সাড়ে চার মাইল এবং সমুদ্র থেকে দু' মাইলের কিছু বেশি দূরে। পোতাশ্রয় তৈরিও শুরু হল এবং আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য থার্মোপাইলির দিকে গিরিপথটি বন্ধ হল।

নগরটি স্থাপিত হওয়ায় এথেন্সে বেশ আতঙ্ক দেখা গেল, যদিও অবশ্য ইউবিয়াই ছিল এর মূল লক্ষ্য। পরবর্তী ঘটনা অবশ্য এই আশঙ্কাকে

অমূলক প্রতিপন্ন করেছিল, নগরটি তাদের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। কারণ, সেই অঞ্চলের প্রধান শক্তি থেসালীয়দের নিরাপত্তা এই নতুন নগরটি দ্বারা বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দিলে থেসালীয়গণ ক্রমাগত নতুন ঔপনিবেশিকদের উত্ত্যক্ত করে তুলল ও আক্রমণ করতে লাগল। ফলে যদিও ঔপনিবেশিকগণ প্রথমে সংখ্যায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষীণ ও হীনবল হয়ে পড়ল। স্পার্টার ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সুদৃঢ় হবে এই আশায় বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর ঔপনিবেশিক এখানে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু সংখ্যাপ্রাচুর্য সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে এইরকম ঘটল। স্পার্টার এ ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। সেখানকার স্পার্টীয় শাসকদের কঠোর ও অন্যায় শাসনে অধিকাংশ ঔপনিবেশিক অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে ছিল। ফলে প্রতিবেশীরা সহজেই তাদের পরাস্ত করতে পেরেছিল।

এথেনীয়গণ যখন মেলসে ছিল তখন যে ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করছিল তারা প্রথমে অতর্কিত আক্রমণ করে লিউকেডিয়ার নগর এল্লোমেনাসে পাহারারত কিছু সৈন্যকে হত্যা করে এবং তারপর লিউকাস আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওয়েনিয়াডী ব্যতীত অ্যাকার্নানিয়ার সমগ্র বাহিনী ছাড়াও জাকিন্থীয় ও সেফালেনীয় এবং করসাইরার ১৫টি জাহাজ এই বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। যোজকের উপরে ও বাইরে যেখানে লিউকাস নগর ও অ্যাপোলোর মন্দির অবস্থিত সেখানে লিউকেডিয়ার জমির উপরে শত্রুদের লুণ্ঠন চালাতে দেখে তাদের সংখ্যাধিক্যবশত লিউকাসবাসিগণ নিষ্ক্রিয় রইল। একটি প্রাচীর নির্মাণ করে মহাদেশ থেকে নগরটি বিচ্ছিন্ন করার জন্য অ্যাকার্নানীয়গণ ডেমোস্থিনিসের কাছে অনুরোধ জানাল। তারা মনে করেছিল যে এই উপায়ে নগরটি দখল করা সম্ভব হবে এবং এথেনীয় সংঘ চিরকালের জন্য সবচেয়ে অসুবিধাজনক শত্রুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

ইতিমধ্যে মেসেনীয়গণ ডেমোস্থিনিসকে প্রলুব্ধ করছিল যে তাঁর সংগে যখন এত বিরাট একটি বাহিনী আছে তখন ঈটোলীয়গণকে আক্রমণ করার পক্ষে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। ঈটোলীয়গণ শুধু নপাক্টাসের শত্রু নয়, তাদের জয় করতে পারলে এতদঞ্চলের অন্যান্যদের উপরও সহজে প্রভুত্ব স্থাপন করা যাবে। ঈটোলীয়গণ যদিও যুদ্ধনিপুণ ও সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু তারা প্রাচীরবিহীন গ্রামে বাস করত এবং গ্রামগুলিও খুব দূরে দূরে অবস্থিত ছিল এবং হাল্কা অস্ত্র ছাড়া তাদের আর কিছু ছিল না। সুতরাং মেসেনীয়দের মতে, সাহায্য এসে পৌঁছানোর পূর্বেই এরা খুব সহজে পর্যুদস্ত হবে। তারা বলল যে প্রথমে আক্রমণ করতে হবে অ্যাপোডোটীয়দের, তারপরে ওফিওনীয়দের ও সবশেষে ইউরিটানীয়দের। শেষোক্তরা ছিল সেখানে সবচেয়ে বড় উপজাতি;

লোকে বলে যে তাদের ভাষাও দুর্বোধ্য এবং তারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। এদের জয় করতে পারলে অন্যদের নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

শুধু মেসেনীয়দের সন্তুষ্ট করবার জন্যই নয়, এই প্রস্তাবে ডেমোস্থিনিসের সম্মতির পিছনে আরো একটি কারণ ছিল এই যে তিনি মনে করেছিলেন অন্যান্য মহাদেশীয় মিত্রদের সঙ্গে ঈটোলীয়দের যোগ করতে পারলে তিনি স্বদেশের সাহায্য ব্যতীতই স্থলপথে বিয়োসিয়া অভিযান করতে পারবেন। বিয়োসিয়া অভিযানের পথ হবে পারনাসাসকে ডাইনে রেখে ওজোলীয় লোক্রিসের ভিতর দিয়ে ডোরিসের কাইটিনিয়ামে গিয়ে ফোকিসে পেঁছানো। এথেন্সের সঙ্গে ফোকিসের প্রাচীন মৈত্রীর সূত্র ধরে ফোকীয়গণ যদি তাঁর পক্ষ অবলম্বন না করে তবে তিনি তাদের তা করতে বাধ্য করবেন। ফোকিসে পেঁছানো মানেই বিয়োসিয়ার সীমান্তে পেঁছানো। সুতরাং অ্যাকার্নানীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র বাহিনী নিয়ে লিউকাস থেকে যাত্রা করলেন এবং উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে সোলিয়ামে পেঁছালেন। সেখানে তিনি তাদের কাছে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তিনি লিউকাস অবরোধ করেননি বলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তিনি ঈটোলিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর বাহিনীতে ছিল সেফালেনীয় মেসেনীয় ও জাকিন্থীয়গণ এবং তাঁর নিজের জাহাজের ৩০০ এথেনীয় নৌসৈনিক (করসাইরার ১৫টি জাহাজ চলে গিয়েছিল)। লোক্রিসের ওয়েনিওনে তিনি ঘাঁটি স্থাপন করলেন, কারণ, ওজোলীয় লোক্রিস এথেন্সের মিত্র ছিল এবং অভ্যন্তরস্থ সব সৈন্য নিয়ে তাদের তাঁর সঙ্গে যোগদানের কথা ছিল। শত্রুদেশ ও তারা অধিবাসীদের যুদ্ধরীতির সঙ্গেও লোক্রিসবাসীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে তাদের সাহায্য যথেষ্ট মূল্যবান বোধ হয়েছিল।

ডেমোস্থিনিস তাঁর সৈন্যদের নিয়ে নেমিয়ার জিউসের মন্দিরসংলগ্ন জমিতে রাত্রির মতো শিবিরস্থাপন করলেন। (কবি হেসিওডের মৃত্যু নেমিয়াতে হবে এই দৈববাণী অনুসারে, শোনা যায়, এখানে স্থানীয় লোকদের দ্বারা হেসিওড নিহত হয়েছিলেন)। পরদিন ভোরবেলায় ঈটোলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাত্রার প্রথম দিন পটিডানিয়া, দ্বিতীয় দিন ক্রোকাইলি এবং তৃতীয় দিন টিচিয়াম অধিকৃত হল। এখানে তিনি অবস্থান করে যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য লোক্রিসের ইউপেলিয়ামে পাঠিয়ে দিলেন। ওফিওনীয়দের অঞ্চল পর্যন্ত বিজয়যাত্রা অব্যাহত রাখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হয় তবে তিনি নপাক্টাসে ফিরে যাবেন এবং দ্বিতীয়বার তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন। ঈটোলীয়গণ কিন্তু প্রথম থেকেই সমস্ত পরিকল্পনার সংবাদ অবগত ছিল এবং শত্রুরা তাদের দেশ আক্রমণ করা মাত্র তারা সব উপজাতির সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হল; এদের মধ্যে

এমনকি ওফিওনীয়, বোমিয়েনসীয় এবং ক্যালিয়েনসীয়রাও ছিল—এদের বসতি ম্যালীয় উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মেসেনীয়গণ কিন্তু ডেমোস্থিনিসকে পূর্বতন পরামর্শই পুনরায় দিল। ঈটোলিয়া জয় করা অতি সহজ ব্যাপার এই আশ্বাস দিয়ে তারা বলল যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে পথে একটির পর একটি গ্রাম দখল করতে হবে। এতে ঈটোলীয়গণ সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে তাদের বাধা দিতে পারবে না। ডেমোস্থিনিস এই পরামর্শ দ্বারা প্রভাবিত হলেন। এই পর্যন্ত অশুভ কিছু না ঘটাতে ভাগ্যের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে ডেমোস্থিনিস লোক্রিসের সৈন্যদের জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। এই সৈন্যগণ তাঁর বাহিনীর প্রধান দুর্বলতা দূর করতে পারত, কারণ, এরা ছিল হাল্কা বর্মপরিহিত বর্শানিক্ষেপকারী সৈন্য। তিনি ঈজিটিয়াম আক্রমণ করলেন; অধিবাসীরা পালিয়ে নগরের উপরে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পাহাড়গুলি সমুদ্র থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ইতিমধ্যে ঈটোলীয়গণ ঈজিটিয়ামের উদ্ধারকল্পে সমবেত হয়েছিল এবং এখন এথেনীয়দের ও তাদের মিত্রদের আক্রমণ করল। তারা পাহাড়ের চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে বর্শা ছুঁড়তে লাগল, এথেনীয় সৈন্যদল এগিয়ে এসেই পিছু হটতে লাগল, আবার আক্রমণ হল। এইভাবে যুদ্ধ কিছুক্ষণ চলল এবং এথেনীয়গণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল। তবু যতক্ষণ পর্যন্ত তীরন্দাজদের কাছে তীর ছিল ততক্ষণ এথেনীয়গণ টিঁকে ছিল, কারণ তীরবৃষ্টির সামনে ঈটোলীয়গণ পিছিয়ে যেত। কিন্তু তীরন্দাজদের অধিনায়ক নিহত হওয়া মাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ক্রমাগত একঘেঁয়ে যুদ্ধপ্রণালীর ফলে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঈটোলীয়গণ তাদের উপর বর্শাবৃষ্টি করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষ পর্যন্ত তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। খানাখন্দে পড়ে কিংবা অন্যান্য অপরিচিত স্থানে গিয়ে অনেকে মারা পড়ল, তাদের পথপ্রদর্শক মেসেনিয়ার ক্রোমোনও দুর্ভাগ্যবশত নিহত হয়েছিলেন। হাল্কা অস্ত্রবাহী ও দ্রুতগমনক্ষম ঈটোলীয়দের তাড়া খেয়ে বহু সৈন্য ধরা পড়ল ও বর্শার আঘাতে নিহত হল। অনেক বেশী সৈন্য পথ ভুল করে অরণ্যে প্রবেশ করে আর বার হবার পথ খুঁজে পেল না। ঈটোলীয়গণ সেই বনে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারল। পলায়নের সময়ে যতপ্রকার দুর্ভাগ্য ঘটা সম্ভব এবং যতরকমে মৃত্যু সম্ভব এথেনীয়দের ভাগ্যে সেসকলই ঘটেছিল। যারা বেঁচে গেল তারা কোনোক্রমে সমুদ্রপথে লোক্রিসের ওয়েনিওনে পেঁছাল। মিত্রদের মধ্যে প্রচুর নিহত হয়েছিল এবং এথেন্সেরও অন্তত ১৫০ জন হপ্‌লাইটের মৃত্যু হয়েছিল এবং এরা ছিল এথেন্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হপ্‌লাইট। দুঃখের বিষয় এই যে জীবনের প্রভাতেই এদের মৃত্যু হল। নিহতদের মধ্যে ডেমোস্থিনিসের সহযোগীও ছিলেন। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ এক চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে নপাক্টাসে গেল এবং সেখান থেকে জাহাজে

করে এথেন্সে ফিরল। ডেমোস্থিনিস নপাক্টাসে ও সন্নিহিত অঞ্চলে থেকে গেলেন। এই বিপর্যয়ের পর এথেনীয়দের সামনে দাঁড়াতে তাঁর আর সাহস ছিল না।

ইতিমধ্যে সিসিলিস্থ এথেনীয়গণ লোক্রিসে অবতরণ করল এবং যেসব লোক্রীয় তাদের বাধা দিতে এসেছিল তাদের পরাজিত করে হ্যালেক্স নদীর উপর একটি দুর্গ দখল করল।

এথেনীয় অভিযানের আগেই ঈটোলীয়গণ স্পার্টা ও করিন্থের কাছে সৈন্য চেয়েছিল। এই সৈন্য নপাক্টাসের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, কারণ নপাক্টাস এথেন্সকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ওফিওনীয় টোল-ফাস, ইবিট্রীয় বোরিয়াডিস এবং অ্যাপোডোটীয় টিসান্ডার। সুতরাং স্পার্টীয়গণ শরৎকালের প্রারম্ভে মিত্রদের কাছ থেকে ৩০০০ হপ্‌লাইট সংগ্রহ করে ঈটোলীয়দের জন্য পাঠাল। স্পার্টার ইউরিলোকাস ছিলেন অধিনায়ক, তাঁর সহযোগী ছিলেন ম্যাকারিয়াস ও মেনেডেয়িয়াস।

বাহিনীটি ডেলফিতে সমবেত হল, সেখান থেকে ইউরিলোকাস ওজোলীয় লোক্রীয়দের কাছে দূত পাঠালেন। কারণ নপাক্টাসের পথ তাদের দেশের উপর দিয়ে গেছে। তাছাড়া তিনি তাদের এথেনীয় মিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। লোক্রিসে তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিল অ্যাম্ফিসীয়গণ, তারা আবার ফোকীয়দের শত্রুতা সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল। তারা নিজেরা প্রথমে প্রতিভূ দিয়েছিল এবং আক্রমণকারী বাহিনীর ভয়ে অন্যান্যদেরও, প্রতিভূ দিতে অনুরোধ করেছিল। প্রথমে তাদের প্রতিবেশী মিওনীয়গণ (এরা লোক্রিসের সবচেয়ে সঙ্কটজনক গিরিপথগুলি অধিকার করে ছিল) তারপর ইপনীয়, মেসাপীয়, ট্রিটীয়, চ্যালীয়, টোলোফোনীয় এবং ঈয়ন্থীয়গণ সকলেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। ওল্‌পীয়রা শুধু প্রতিভূ দিয়েছিল, অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি, হাইরীয়রা পোলিস গ্রামটি অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই দুটির কোনোটাই করেনি।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে ইউরিলোকাস প্রতিভূদের ডোরিসের কাইটিনিডোমে রেখে নপাক্টাস অভিমুখে অগ্রসর হলেন, ওয়েনিওন ও ইউপেলিয়াম পথে অধিকৃত হল। নপাক্টাস অঞ্চলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ঈটোলীয়গণ যোগদান করল। তারা সম্মিলিতভাবে এই অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালাল এবং নগরের অরক্ষিত বহির্ভাগটি দখল করে নিল। এরপর এথেন্সের অধীনস্থ করিন্থীয় উপনিবেশ মোলিক্রিয়াম অধিকৃত হল। এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ ডেমোস্থিনিস নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিলেন। তিনি নপাক্টাসের জন্য চিন্তিত হয়ে অ্যাকার্না-নীয়দের কাছে গিয়ে তাদের নপাক্টাস উদ্ধারে অগ্রসর হতে বললেন। অবশ্য

এই কাজে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ তিনি লিউকাস থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারা তাঁর সঙ্গে ১০০০ হপ্‌লাইট প্রেরণ করল এবং এরা নগরটিকে রক্ষা করল। নইলে বিরাট নগরপ্রাচীর রক্ষার জন্য মাত্র অল্পসংখ্যক রক্ষিবাহিনী নিযুক্ত থাকায় অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়েছিল। ইউরিলোকাস ও তাঁর সঙ্গিগণ অ্যাকার্ণানীয় সৈন্যদের নগরে প্রবেশ করতে দেখে বুঝলেন যে আক্রমণ করে নগরটি অধিকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা প্রস্থান করলেন, কিন্তু পেলোপলিসে নয়। আগে যাকে ঈয়োলিস বলা হত এবং এখন যা ক্যালিডন ও প্লিউরন নামে পরিচিত সেখানে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ও ঈটোলিয়ার প্রোস্কিয়ামে গেলেন। কারণ অ্যাম্ফিলোকীয় আর্গস, অ্যাম্ফিলোকিয়ার অবশিষ্টাংশ এবং অ্যাকার্নানিয়া আক্রমণের জন্য অ্যাম্ব্রেসীয়গণ তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত অভিযানের আবেদন জানিয়েছিল। অ্যাম্ব্রেসীয়গণ যুক্তি প্রদর্শন করল যে এইসব দেশ অধিকৃত হলে মহাদেশের অন্য সকলে স্পার্টীয় সঙ্ঘে যোগদান করবে। ইউরিলোকাস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং ঈটোলীয় বাহিনীকে বিদায় করে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সেই অঞ্চলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অ্যাম্ব্রেসীয়গণ সৈন্য সমাবেশ করবে এবং তিনি আর্গসের সম্মুখে তাদের সঙ্গে যোগদান করবেন, এই সময়টা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন।

গ্রীষ্ম শেষ হল। শীতের শুরুতে সিসিলির এথেনীয়গণ হেলেনীয়দের নিয়ে এবং সাইরাকিউসের যেসব সিসেল মিত্র তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল তাদের নিয়ে সিসেল নগর ইনেসার বিরুদ্ধে যাত্রা করল। সাইরাকিউসীয়রা সেখানকার অ্যাক্রোপলিস পাহারা দিচ্ছিল, এথেনীয়গণ এটি দখল করতে না পেরে স্থানত্যাগ করল। পশ্চাদপসরণের সময় এথেন্সের মিত্রগণ পশ্চাদ্ভাগে ছিল এবং সাইরাকিউসীয়রা দুর্গ থেকে বের হয়ে এসে তাদের আক্রমণ করল, তাদের একটি বিরাট অংশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বহু সৈন্যকে হত্যা করল। এর পর লাচেস ও এথেনীয়গণ লোক্রিসে জাহাজ থেকে নেমে কাইসিনীস নদীর পাশে ৩০০ লোক্রীয়ের এক বাহিনীকে পরাজিত করল। লোক্রীয়গণ ক্যাপাটনের পুত্র প্রক্সেনাসকে নিয়ে তাদের বাধা দিতে এসেছিল। এথেনীয়গণ কিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে ফিরে গেল।

সেই শীতেই, মনে হয় কোনো দৈববাণী অনুসারে, এথেনীয়গণ ডেলসের বিশুদ্ধিকরণে নিযুক্ত হল। অতীতে স্বৈরশাসক পিসিস্ট্রেটাসও দ্বীপটিকে পরিষ্কার করেছিলেন, যদিও সবটা নয়—মন্দির থেকে যতখানি দেখা যায় ততখানিই। বর্তমানে নিম্নলিখিত উপায়ে সমস্ত দ্বীপটি পরিষ্কার করা হল।

ডেলসে যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের সমাধি বের করা হল এবং ঘোষণা করা হল যে ভবিষ্যতে সেখানে কাউকে জন্মাতে বা মরতে দেওয়া হবে না এবং মুমূর্ষুদের ও প্রসূতিদের রেনিয়াতে নিয়ে যেতে হবে। রেনিয়া ডেলসের এত সন্নিকটে যে স্যামসের স্বৈরশাসক পলিক্রেটিস তাঁর সামুদ্রিক অভিযানের সময়ে অন্য দ্বীপ জয়ের সঙ্গে রেনিয়াকেও জয় করে স্থানটিকে ডেলসের সঙ্গে একটি শিকল দিয়ে যুক্ত করে স্থানটি ডিলীয় অ্যাপোলোকে উৎসর্গ করলেন।

বিশুদ্ধিকরণের পরে এথেনীয়গণ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অনুষ্ঠেয় ডিলীয় ক্রীড়া প্রথম উদ্‌যাপন করল। বস্তুত অতীতেও একবার আইয়োনীয়গণ ও নিকটবর্তী দ্বীপবাসিগণ ডেলসে এক বিরাট সমাবেশে যোগদান করেছিল। আইওনীয়গণ এখন যেমন এফেসুসে যায় তখন ঠিক তেমন করে উৎসবে যোগ দিতে আসত, ক্রীড়া ও কাব্যের প্রতিযোগিতা হত, প্রতিটি নগর নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য নিজস্ব দল আসত। অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে হোমারের স্তবের এই পঙ্‌ক্তিগুলি থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবেঃ—

"ফীবাস, দূরে বা নিকটে নানাদিক পানে কত যে ভ্রমেছ তুমি,
সবার উপরে ডেলসই তোমার প্রিয়।
তব উৎসবে মাতে জায়াসুতসহ যতেক আইওনিয়ান,
সঙ্গে তাদের আবরণ রমনীয়,
পৌরুষময় প্রতিটি ক্রীড়ায় করুণা তোমার যাচে,
নিবেদিত হয় ভক্তি তোমায় অপরূপ গানে নাচে।"

একই স্তবের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে সেখানে সঙ্গীত ও কাব্যের প্রতিযোগিতাও হত এবং তাতে অংশগ্রহণ করবার জন্য আইওনীয়গণ সেখানে সমবেত হত। নারীদের ডিলীয় নৃত্য সমাপ্ত হবার পরে তিনি এই পঙ্‌ক্তিগুলির মাধ্যমে তাদের প্রশস্তি করেছেন; এখানে তিনি নিজের বিষয়েও উল্লেখ করেছেনঃ—

"কুমারীগণ, আপোলো করুন করুণা! বিদায় জানাই আমি,
তবু ভুলো না আমায়, মনে রেখো মোরে, আমি যে প্রসাদকামী।
আগামী দিনেতে হেথা যদি নামে পথিক কোনো সে দূরের,
কুমারীগণে যবে শুধাবে নাম সেই গায়কের মধুরতম সুরের,
স্মরিয়া মোরে বলিও তারে নম্রমধুর হাসে—
'পাহাড়ময় চিওস দ্বীপের অন্ধ গায়ক সে যে'।"

সুতরাং প্রাচীনকালেও যে ডেলসে সমাবেশ ও উৎসব হত তার প্রমাণ আমরা হোমারের কাব্যে পাই। পরবর্তিকালেও দ্বীপবাসী ও এথেনীয়গণ নৃত্যগীতের দল উপাচার পাঠাত। কিন্তু প্রতিযোগিতাসমূহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পরিত্যক্ত হয় (সম্ভবত নানা অসুবিধার জন্য) এবং এই সময় পর্যন্ত সেগুলি আর প্রচলিত হয়নি। এখন এথেনীয়দের ক্রীড়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে আবার তা পুনরুজ্জীবিত হল, অনুষ্ঠানসূচীতে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হল—অশ্বের দৌড়।

ইউরিলোকাসকে সসৈন্য অবস্থান করবার জন্য প্ররোচিত করার সময় অ্যাম্ব্রেসীয়গণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই অনুসারে তারা ৩০০০ হপ্‌লাইটের এক বাহিনী সমেত অ্যাম্ফিলোকীয় আর্গসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। আর্গস আক্রমণ করে তারা ওল্‌পী অধিকার করল ; এটি সমুদ্রের কাছে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ এবং অ্যাকার্নানীয়গণ একে সুরক্ষিত করে জনগণের আদালত হিসাবে ব্যবহার করত। আর্গস নগর থেকে প্রায় পৌনে তিন মাইল দূরে সমুদ্রোপকূলে ওল্‌পী অবস্থিত। ইতিমধ্যে একদল সৈন্য নিয়ে অ্যাকার্নানীয়গণ আর্গসের সাহায্যার্থে গিয়েছিল, বাকি সৈন্যদের নিয়ে তারা অ্যাম্ফিলোকিয়ার ক্রেণী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিল সতর্কদৃষ্টিতে ইউরিলোকাস ও পেলোপনেসীয় বাহিনীর উপর নজর রাখা যাতে তারা গোপনে এখান দিয়ে গিয়ে অ্যাম্ব্রেসীয়দের সঙ্গে যোগদান করতে না পারে। এছাড়া অ্যারিস্টটল ও হিয়েরোফোনের নেতৃত্বে যে কুড়িটি এথেনীয় জাহাজ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করছিল, অ্যাকার্নানিয়া সেগুলিও চেয়ে পাঠাল। ঈটোলিয়া অভিযানের নায়ক ডোমোস্থিনিসকে অধিনায়কত্বে বরণ করে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠানো হল। ওল্‌পীর অ্যাম্ব্রেসীয়রাও তাদের নগরে এই আবেদন জানিয়ে দূত পাঠাল যে নগরবাসিগণ যেন সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের সাহায্যার্থে রওনা হয়। তাদের ভয় হয়েছিল যে ইউরিলোকাসের সৈন্যবাহিনী অ্যাকার্নানীয়দের মধ্যে দিয়ে পথ করে অগ্রসর হতে পারবে না। তখন তাদের হয় একাই যুদ্ধ করতে হবে নতুবা পশ্চাদপসরণ করতে চাইলেও তা সহজসাধ্য হবে না।

ওল্‌পীতে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ পৌঁছে গেছে এই খবর পাওয়া মাত্র ইউরিলোকাসের নেতৃত্বাধীন পেলোপনেসীয়গণ প্রেস্কিয়াম ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হল। আচেলোস অতিক্রম করে তারা অ্যাকার্নানিয়ার ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। অ্যাকার্নানিয়া তখন জনহীন ছিল, অধিবাসীরা সব আর্গসের সাহায্যে গিয়েছিল। অগ্রসরমান পেলোপনেসীয়দের দক্ষিণে রইল রক্ষি বাহিনীসহ স্ট্র্যাটীয়দের নগর, বামে অবশিষ্ট

অ্যাকার্নানিয়া। স্ট্র্যাটীয়দের অঞ্চলের উপর দিয়ে ফাইটিয়ার ভিতর দিয়ে, মিডিয়নের প্রান্ত দিয়ে, লিমনীয়ার মধ্যে দিয়ে তারা অগ্রসর হল। এইবার তারা অ্যাকার্নানিয়া পিছনে রেখে বন্ধুদেশ অ্যাগ্রীয়া অঞ্চলে প্রবেশ করল। অ্যাগ্রীয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থাইম্যাস পাহাড় অতিক্রম করে যখন আর্গসের এলাকায় অবতরণ করল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। অতঃপর তারা আর্গস নগর ও ক্রেণীতে পাহারারত অ্যাকার্নানীয়দের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে ওল্‌পীতে অ্যাম্ব্রেসীয়দের সঙ্গে মিলিত হল।

দুটি বাহিনী মেট্রোপলিস নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। কিছুক্ষণ পরেই আর্গসের সাহায্যার্থে কুড়িটি এথেনীয় জাহাজ অ্যাম্ব্রেসীয় উপসাগরে প্রবেশ করল। এই জাহাজগুলিতে ২০০ মেসেনীয় হপ্‌লাইট ও ৬০ জন এথেনীয় হপ্‌লাইটসহ ডেমোস্থিনিস ছিলেন। নৌবহরটি ওল্‌পীর অদূরে সমুদ্র থেকে পাহাড়টি অবরোধ করল। ইতিমধ্যে অ্যাকার্নানীয়গণ ও কিছু সংখ্যক অ্যাম্ফিলোকীয় (অধিকাংশ অ্যাম্ফিলোকীয়কে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ জোর করে আটকে রেখেছিল) আর্গসে প্রবেশ করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত হলেন ডেমোস্থিনিস, তিনি প্রতিটি দেশের সৈন্যদলের নিজস্ব সেনাধ্যক্ষগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবেন। তিনি তাদের ওল্‌পীর কাছে নিয়ে গিয়ে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানকার বিরাট গিরিখাতটি দুটি বাহিনীকে পৃথক করে রাখল। পাঁচদিন দুইপক্ষই নিষ্ক্রিয় থেকে ষষ্ঠ দিনে উভয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সংখ্যায় পেলোপনেসীয় বাহিনী বড় ছিল এবং এই বাহিনী ডেমোস্থিনিসের বাহিনীর পার্শ্বদেশ বেষ্টন করে ফেলল। চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হতে পারেন ভয়ে ডেমোস্থিনিস প্রায় ৪০০ হাল্কা অস্ত্রবাহী ও হপ্‌লাইটকে পথিপার্শ্বে গুপ্তস্থানে রেখে দিলেন—স্থানটি ঝোপঝাড়ে ঢাকা ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দলটি বাইরে এসে পিছন থেকে শত্রুপক্ষীয় অস্ত্রক্ষেপণী বাম সারিকে আক্রমণ করবে স্থির হল। অবশেষে যুদ্ধ শুরু হল। দক্ষিণদিকে ডেমোস্থিনিসের সঙ্গে ছিল মেসেনীয়গণ এবং সামান্যসংখ্যক এথেনীয়, মধ্যভাগে ও বামে ছিল অ্যাকার্নানীয়দের বিভিন্ন সৈন্যদল ও অ্যাম্ফিলোকীয় বর্শানিক্ষেপকারী। পেলোপনেসীয় ও অ্যাম্ব্রেসীয়গণ সুষ্ঠুভাবে সারিবদ্ধ হয়নি, শুধুমাত্র ম্যান্টিনীয়গণ ব্যতিক্রম, তারা সকলে বাম দিকে ছিল, কিন্তু সর্ববামে নয়। ডেমোস্থিনিস ও মেসেনীয়দের সম্মুখীন হবার জন্য ইউরিলোকাস তাঁর নিজস্ব সৈন্যদল নিয়ে হাজির ছিলেন। দু'পক্ষই অগ্রসর হলে বামসারির পেলোপনেসীয়গণ শত্রুপক্ষীয় দক্ষিণ পার্শ্বদেশ বেষ্টন করতে শুরু করল। ঠিক সেই সময়ে অ্যাকার্নানীয়গণ গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে পিছন থেকে তাদের

আক্রমণ করে এমন বিধ্বস্ত করে দিল যে প্রথম আক্রমণের পরেই তাদের বাধা দিতে সেখানে আর কেউ রইল না। ইউরিলোকাস ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের এমন ছিন্নভিন্ন হতে দেখে অন্য সৈন্যদের মনেও প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হল; তারা পালাতে শুরু করল। এই কৃতিত্বের অধিকাংশই ছিল ডেমোস্থিনিস ও মেসেনীয়দের, কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রের এই অংশটিতে তারা ছিল। ইতিমধ্যে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ ও দক্ষিণ সারির সৈন্যরা (সেই অঞ্চলে অ্যাম্ব্রেসীয়রা ছিল সব চেয়ে যুদ্ধনিপুণ) তাদের বিপরীত দিকের সৈন্যদের পরাজিত ও পশ্চাদ্ধাবন করে আর্গস পর্যন্ত নিয়ে গেল। ফিরে এসে তারা দেখল যে তাদের বাহিনীর প্রধান অংশটি পরাজিত হয়েছে। অ্যাকার্নানীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তারা অতিকষ্টে কোনোক্রমে ওল্‌পীতে পেঁছাল। এই সময়ে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না বলে অনেকে নিহত হল। একমাত্র ম্যাণ্টিনীয়গণ ছিল ব্যতিক্রম—তারা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল এবং পশ্চাদপসরণের সময়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পেরে ছিল।

যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ইউরিলোকাস ও ম্যাকারিয়াসের মৃত্যুর পরে অধিনায়কত্বের ভার পরেছিল মেনেডেয়িয়াসের উপর। এই শোচনীয় পরাজয়ের পর তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যদি তিনি সেখানেই থাকেন তবে অবরোধের হাত থেকে নিস্তার পাবেন না। কারণ, জলপথে এথেনীয় নৌবহরের দ্বারা ও স্থলপথে তিনি বিচ্ছিন্ন। আবার, পশ্চাদ-পসরণ করতে চাইলেও তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার আশা খুব কম। সুতরাং শুধু মৃতদেহ উদ্ধারের জন্যই না, পশ্চাদপসরণের ব্যবস্থা করবার জন্যও চুক্তির আবেদন জানিয়ে তিনি ডেমোস্থিনিস ও অ্যাকার্নানীয় সেনাধ্যক্ষ গণের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা তাঁকে মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দিলেন, একটি বিজয় স্মারক স্থাপন করলেন ও নিজেদের শ'তিনেক মৃতদেহ উদ্ধার করলেন। প্রকাশ্যে তাঁরা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণের দাবী অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু ডেমোস্থিনিস ও তাঁর অ্যাকার্নানীয় সহযোগিগণ ম্যাণ্টিনীয়দের, মেনেডেয়িয়াসকে এবং পেলোপনেসীয় বাহিনীর অন্যান্য সেনাধ্যক্ষ ও প্রধান ব্যক্তিদের অবিলম্বে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। অ্যাম্ব্রেসীয় ও তাদের বেতনভোগী বিদেশী সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া ঐ অঞ্চলের হেলেনীয়গণের দৃষ্টিতে স্পার্টীয় ও পেলোপনে-সীয়দের বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপর হিসাবে হেয় প্রতিপন্ন করাও তাঁদের লক্ষ্য ছিল।

শত্রুরা যখন মৃতদেহ উদ্ধার করে সাধ্য মত দ্রুত সেগুলিকে সমাধিস্থ করাছিল এবং পশ্চাদপসরণের অনুমতিপ্রাপ্তগণ গোপনে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাছিল, সেই সময় ডেমোস্থিনিস ও অ্যাকার্নানীয়দের কাছে খবর

পেঁছাল যে ওল্পী থেকে প্রাপ্ত প্রথম নির্দেশ অনুসারে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ সমস্ত শক্তি নিয়ে অ্যাম্ফিলোকিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, ওল্পীতে অ্যাম্ব্রেসীয়দের সঙ্গে যোগদান করাই তাদের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে তা তারা জানত না। ডেমোস্থিনিস তৎক্ষণাৎ সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ইতিমধ্যে পথ অবরোধ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করবার জন্য তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে ম্যাণ্টিনীয়গণ ও চুক্তিভুক্ত অন্যান্যরা শাকসব্জি ও জ্বালানী কাঠ আনবার ভান করে দুই-তিন জনের দল করে এই সব জিনিস বহন করতে করতে ওল্পী থেকে কিছুদূর গিয়ে গতি দ্রুততর করল। তাদের চলে যেতে দেখে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ ও অন্যান্য যাবা অধিকসংখ্যায় তাদের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল তারা তাদের ধরবার জন্য দৌড়তে লাগল। অ্যাকার্নানীয়গণ প্রথমে ভাবল যে অনুমতি ছাড়াই সবাই বুঝি চলে যাচ্ছে। সুতরাং তাবা পেলোপনেসীয়দেব পিছনে ধাওয়া করল এবং যে সব সেনাধ্যক্ষ তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে অনুমতি তাঁরা পেয়েছেন, বিশবাসঘাতকতা করা হয়েছে মনে করে তাঁদের উপর দু-একটা বর্শাও ছুঁড়ল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা ম্যাণ্টিনীয ও পেলোপনেসীয়দের চলে যেতে দিল এবং শুধু অ্যাম্ব্রেসীয়দের হত্যা করল। কিন্তু কে অ্যাম্ব্রেসীয় ও কে পেলোপনেসীয় এ সম্পর্কে প্রচুর বিতর্ক ও অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ২০০, অবশিষ্টরা সীমান্তবর্তী অ্যাগ্রীয় অঞ্চলে পালিয়ে গেল; সেখানে তাদের বন্ধু অ্যাগ্রীয়ার স্যালিন্থিয়াস তাদের আশ্রয় দিলেন।

ইতিমধ্যে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ নগর থেকে ইডোমিনিতে পেঁছেছিল; দুটি উঁচু পাহাড় দিয়ে ইডোমিনি গঠিত। ডেমোস্থিনিস যে অগ্রগামী দলটি পাঠিয়ে ছিলেন তারা এই পাহাড় দুটির বড়টিকে দখল করেছিল রাত্রির অন্ধকাবে, অ্যাম্ব্রেসীয়রা তাদের দেখতে পায় নি। অ্যাম্ব্রেসীয়গণ ইতিমধ্যে ছোট পাহাড়-টিতে উঠে সেখানেই শিবির স্থাপন করেছিল। সান্ধ্যভোজনের পর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ডেমোস্থিনিস অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। তিনি নিজে অর্ধেক সৈন্য নিয়ে গিরিপথের দিকে রওনা হলেন ; বাকি সৈন্যরা গেল অ্যাম্ফিলোকিয়ার পাহাড়ের দিকে। ঠিক উষাকালে তিনি ঘুমন্ত অ্যাম্ব্রে-সীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ তারা কিছু বুঝতেই পারল না, ডেমোস্থিনিসের সৈন্যদের বরং নিজেদের লোক মনে করল। কারণ, ডেমোস্থিনিস উদ্দেশ্যমূলকভাবে মেসেনীয়দের সামনে রেখেছিলেন ও তাদের ডোরিক ভাষা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং সান্ত্রীদের মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি এবং তখনো অন্ধকার ছিল বলে সান্ত্রীরা কিছু দেখতেও পায়নি। অতএব, আক্রান্ত অ্যাম্ব্রেসীয়গণ অধিকাংশই

যেখানে ছিল সেখানে নিহত হল, অন্যরা পাহাড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পথগুলি আগেই অধিকৃত ছিল এবং অ্যাম্ফিলোকীয়গণ নিজেদের দেশের ভূ-প্রকৃতি ভালই জানত; অথচ অ্যাম্ব্রেসীয়গণ এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল এবং কোন্‌দিকে মোড় ফিরতে হবে তা জানত না। এছাড়া শত্রুরা ছিল হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য এবং অ্যাম্ব্রেসীয়গণ ছিল ভারী অস্ত্রবাহী। হয় তারা সঙ্কীর্ণ গভীর গিরিখাতে পতিত হল নতুবা গুপ্তস্থানে ওঁৎপেতে থাকা সৈন্যদের দ্বারা নিহত হল। পলায়নের উন্মত্ত আগ্রহে অনেকে অদূরবর্তী সমুদ্রের দিকে ছুটল। সেখানে তারা দেখল যে এথেনীয় জাহাজগুলি উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন এমন আতঙ্কজনক মুহূর্ত যে যদি মরতেই হয় তবে বর্বর ও ঘৃণ্য অ্যাম্ফিলোকীয়দের হাতে মরার চেয়ে বরং এথেনীয়দের হাতেই মৃত্যুবরণ শ্রেয় মনে করে তারা সাঁতার দিয়ে তাদের দিকে গেল। এইভাবে অধিকাংশ অ্যাম্ব্রেসীয় নিহত হল, মাত্র কয়েকজন নগরে ফিরতে পেরেছিল। অ্যাকার্নানীয়গণ মৃতদেহগুলিকে অস্ত্রহীন করে একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল ও আর্গসে ফিরে গেল।

যেমন অ্যাম্ব্রেসীয় ওল্‌পী থেকে অ্যাগ্রীয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল পরদিন তাদের কাছ থেকে একজন দূত এল। ম্যাণ্টিনীয় ও তাদের সঙ্গীদের মতন অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়েও যেসব অ্যাম্ব্রেসীয় তাদের সঙ্গে শিবির ত্যাগ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল তাদের মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য এই দূত প্রেরিত হয়েছিল। নগর থেকে আগত অ্যাম্ব্রেসীয়দের কাছ থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্রের পরিমাণ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কি ঘটেছে তা সে কিছুই জানত না; সে ভাবল যে এগুলি বুঝি তারই দলের কাছ থেকে সংগৃহীত। একজন মনে করল যে দূতটি ইডোমিনির বাহিনীর লোক। সেজন্য সে তাকে জিজ্ঞাসা করল কী দেখে সে এত বিস্মিত হয়েছেএবং তাদের মধ্যে কতজন নিহত হয়েছে। দূতটি তাকে বলল, "প্রায় দু'শ।" লোকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু এখানে যে অস্ত্র দেখা যাচ্ছে তা অন্তত এক হাজার সৈন্যের।" দূতটি বলল, "তাহলে আমাদের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করেছে এগুলি কিছুতেই তাদের নয়।" অন্য লোকটি ঃ "যদি গতকাল আপনি ইডোমিনিতে যুদ্ধ করে থাকেন তবে এগুলি নিশ্চয়ই তাদের।" দূত ঃ "কিন্তু গতকাল তো কোনো যুদ্ধ হয়নি, যুদ্ধ হয়েছিল পরশু, পশ্চাদপসরণের দিন।" লোকটি ঃ সে যাই হোক, অ্যাম্ব্রেসীয়দের নগর থেকে আপনাদের সঙ্গে যারা যোগ দিতে এসেছিল তাদের সঙ্গে গতকাল আমরা যুদ্ধ করেছি।" এই কথা শুনে ও নগর থেকে আগত সৈন্যদলটি ধ্বংস হয়েছে জানতে পেরে সে আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ল। এই বিপর্যয়ে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে মৃতদেহ উদ্ধার সম্পর্কে আর কোনো কথা না বলেই তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

সমপরিমাণ সময়ের মধ্যে কোনো একটি হেলেনীয় রাষ্ট্র সমগ্র যুদ্ধে এর চেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। নিহতের সংখ্যার উল্লেখ আমি করিনি। কারণ, নিহতের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা নগরের আয়তনের তুলনায় অবিশ্বাস্য। যাহোক, আমি জানি যে যদি অ্যাকার্নানীয় ও অ্যাম্ফিলোকীয়গণ ডেমোস্থিনিস ও এথেনীয়দের পরামর্শ শুনে অ্যাম্ব্রেসিয়া দখল করতে যেত তবে খুব সহজে সফল হত। আসলে তারা ভয় পেয়েছিল যে যদি এথেনীয়গণ স্থানটি দখল করে নেয় তবে বর্তমান প্রতিবেশীদের তুলনায় তারা অনেক বেশি বিপজ্জনক হবে।

তারপর তারা যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির এক-তৃতীয়াংশ এথেনীয়দের দিল এবং বাকিটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে এথেনীয় অংশ অধিকৃত হল। অ্যাটিক মন্দিরগুলিতে যে ৩০০ সেট বর্ম উৎসর্গীকৃত দেখা যায় সেগুলি ডেমোস্থিনিসের জন্য বিশেষ করে আলাদা করে রাখা হয়েছিল ; সেগুলি তিনি নিজেই এথেন্সে এনেছিলেন। ঈটোলিয়ার বিপর্যয়ের পর এই সাফল্যের দ্বারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ভয় তাঁর আর রইল না, কুড়িটি জাহাজের এথেনীয়গণও নপাক্টাসে ফিরে গেল ডেমোস্থিনিস ও এথেনীয়গণ চলে গেলে অ্যাকার্নানীয় ও অ্যাম্ফিলোকীয়রা স্যালিন্থিয়াস ও অ্যাগ্রীয়দের আশ্রিত অ্যাম্ব্রেসীয় ও পেলোপনেসীয়দের নিরাপদে ঈনিয়াডী যাবার অনুমতি দিল। সুতরাং তারা ঈনিয়াডী গেল। অ্যাকার্নানিয়া ও অ্যাম্ফিলোকিয়া, অ্যাম্ব্রেসিয়ার সঙ্গে ১০০ বছরের জন্য একটি চুক্তি করল। শুধু আত্মরক্ষামূলক চুক্তি। পেলোপনেসীয়দের বিরুদ্ধে কোনো অভিযানে অ্যাম্ব্রেসীয়গণ অ্যাকার্নানীয়দের পক্ষে যোগদান করবে না, অ্যাকার্নানিয়াও এথেনীয়দের বিরুদ্ধে অ্যাম্ব্রেসীয়দের সাহায্য নেবে না। অ্যাম্ফিলোকীয়দের যেসব স্থান ও প্রতিভূ অ্যাম্ব্রেসীয়দের অধীনে আছে তা তারা ফেরত দেবে এবং অ্যাকার্নানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধরত অ্যানাক্টোরিয়ামকে সমর্থন করবে না। এই সব শর্তে যুদ্ধের অবসান হল। পরে করিন্থীয়-গণ নিজেদের নাগরিকদের মধ্যে থেকে ৩০০ হপ্‌লাইটের এক বাহিনী জেনোক্লাইডিসের নেতৃত্বে অ্যাম্ব্রেসিয়াতে প্রেরণ করল। এই বাহিনী অতি কষ্টকর উপায়ে গন্তব্য স্থলে পোঁছাল। অ্যাম্ব্রেসিয়া সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ এখানেই শেষ।

সেই বছরই শীতে সিসিলির এথেনীয়গণ জাহাজ থেকে হিমেরার এলাকায় অবতরণ করল। সিসেলগণ অভ্যন্তর থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ করে এই কাজে এথেনীয়দের সাহায্য করেছিল। তারা ঈয়োলাস দ্বীপেও গিয়েছিল। রেজিয়াম থেকে ফেরার পথে তারা সেনাধ্যক্ষ পিথোডোরাস-

কে দেখতে পেল। নৌবহরের অধ্যক্ষপদে তিনি লাচেসের ঊর্ধতন ক্ষমতা বিশিষ্ট হয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সিসিলির মিত্রগণ এথেন্সে গিয়ে তাদের সাহায্যোর্থে আরো অধিকসংখ্যক জাহাজ পাঠাতে অনুরোধ জানায়। তারা বলল যে স্থলভাগের উপর ইতিমধ্যেই সাইরাকিউসীয়দের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে এবং একটি ছোট নৌবহর দ্বারা যদিও তাদের সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, কিন্তু সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে তারা একটি নৌবহর গঠনের চেষ্টা করছে। অতএব, এথেনীয়গণ তাদের জন্য চল্লিশটি জাহাজ প্রস্তুত করতে লাগল, তারা ভাবল যে এই বার সিসিলির যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। সুতরাং কয়েকটি জাহাজ নিয়ে পিথোডোরাস রওনা হলেন এবং সোফোক্লিস ও ইউরিমিডনের নেতৃত্বে মূল বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। ইতিমধ্যে পিথোডোরাস লাচেসের নৌবহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং শীতের শেষে লাচেস কর্তৃক পূর্ব অধিকৃত লোক্রীয় দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু লোক্রীয়দের দ্বারা পরাজিত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

বসন্তের শুরুতে, আগেও যেমন হয়েছে, এট্না থেকে লাভাস্রোত নির্গত হয়ে ক্যাটানীয়দের দেশের অনেকটা ধ্বংস করে দিল। তারা সিসিলির সর্ববৃহৎ পাহাড় মাউন্ট এট্নার ঢালু অংশে বাস করত। কথিত আছে যে পঞ্চাশ বছর পরে এই প্রথম উদ্‌গিরণ হল এবং যতদিন ধরে হেলেনীয়গণ সিসিলিতে বসতি স্থাপন করেছে তার মধ্যে সবসুদ্ধ তিনটি উদ্‌গিরণ হয়েছে। এই শীতে এই সব ঘটনা ঘটেছিল এবং এর সঙ্গে থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের ষষ্ঠ বর্ষ সমাপ্ত হল।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সপ্তম বর্ষ। পাইলস অধিকার। স্ফ্যাকটেরিয়ার স্পার্টীয় বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

পরবর্তী গ্রীষ্মে যখন শস্যের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে, তখন দশটি সাইরাকিউসীয় ও দশটি লোক্রীয় জাহাজ সিসিলির মেসিনাতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসিগণের আমন্ত্রণক্রমে স্থানটি দখল করল। এইভাবে মেসিনা এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। প্রধানতঃ সাইরাকিউসীয়গণের উৎসাহেই তা ঘটেছিল, কারণ স্থানটি ঠিক সিসিলির প্রবেশ পথে অবস্থিত, কাজেই তাদের ভয় ছিল যে এথেনীয়গণ পরে বৃহত্তর সেনাবাহিনী নিয়ে এসে তাকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারে। লোক্রীয়গণ প্রধানতঃ রেজিয়ামবাসীগণের প্রতি শত্রুতাবশতঃ এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রণালীর দুই দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধ্বংস করাই ছিল লোক্রীয়গণের উদ্দেশ্য। রেজিয়ামবাসিগণ যাতে মেসিনার সাহায্যার্থে অগ্রসর হতে না পারে তজ্জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে লোক্রীয়গণ ইতিমধ্যেই রেজিয়াম অঞ্চল আক্রমণ করেছিল। রেজিয়াম থেকে নির্বাসিত কয়েকজন এই কাজে তাদের প্ররোচিত করেছিল এবং তারা নিজেরাও লোক্রীয়-গণের সঙ্গে ছিল। কিছুদিন যাবৎ রেজিয়ামে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ চলছিল। ফলে লোক্রীয়গণকে বাধা দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল এবং সেইজন্যই লোক্রীয়গণ তাদের আক্রমণ করতে অধিক প্রলুব্ধ হয়েছিল। দেশটিতে ধ্বংসকার্য চালিয়ে লোক্রীয় স্থলবাহিনী চলে গেল, কিন্তু তাদের জাহাজগুলি মেসিনা পাহারা দেবার উদ্দেশ্যে রয়ে গেল। অন্য জাহাজগুলিও মেসিনা থেকে যুদ্ধ চালাবার উদ্দেশ্যে সেখানে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

বসন্তকালের সেই সময়, যখন শস্য সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব হয়ে ওঠেনি, তখন আর্কিডেমাসের পুত্র স্পার্টার রাজা এজিসের নেতৃত্বে পেলোপনেসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণের এক বাহিনী অ্যাটিকা আক্রমণ করল। তারা দেশটিতে অবস্থান করে লুণ্ঠনকার্য চালাল। ইতিমধ্যে সিসিলির জন্য প্রস্তুত চল্লিশটি জাহাজকে এথেনীয়গণ ইউরিমিডন ও সোফোক্লিসের নেতৃত্বে সেখানে পাঠিয়ে ছিল (তৃতীয় সেনাধ্যক্ষ পিথোডোরাস ইতিমধ্যেই সিসিলি পৌঁছে গিয়েছিলেন)। সোফোক্লিস ও ইউরিমিডনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, উপকূল বরাবর অগ্রসর হবার সময় নগরের করসাইরীয়গণকে যেন সাধ্যমত

সাহায্য দেওয়া হয়, কারণ তারা পর্বতে নির্বাসিতগণের দ্বারা লুণ্ঠিত হচ্ছিল। নির্বাসিতগণের সাহায্যার্থে সম্প্রতি ৬০টি পেলোপনেসীয় জাহাজ প্রেরিত হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত নগরটি দেখে তাদের মনে আশা জাগে যে, খুব শীঘ্রই তার পতন ঘটানো যাবে। অ্যাকার্নানিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ডেমোস্থিনিস কোনো সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি নৌবহরটি নিয়ে গিয়ে পেলোপনেসিয়ার উপকূলে ব্যবহার করবার জন্য আবেদন জানান এবং এথেনীয়গণের সম্মতি লাভ করেন।

ল্যাকোনিয়া উপকূলের অদূরে অবস্থানকালেই তারা সংবাদ পেয়েছিল যে পেলেপনেসিয়ার জাহাজগুলি ইতিমধ্যে করসাইরা পৌঁছে গেছে: ইউরিমিডন ও সোফোক্লিস দ্রুত করসাইরা পৌঁছবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ডেমোস্থিনিস চাইলেন, আর অগ্রসর না হয়ে প্রথমে পাইলসে গিয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ইউরিমিডন ও সোফোক্লিস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এমন সময় অকস্মাৎ ঝড় উঠল এবং জাহাজগুলি বাত্যাতাড়িত হয়ে পাইলসে পৌঁছাল। ডেমোস্থিনিস তৎক্ষণাৎ স্থানটিকে সুরক্ষিত করবার প্রস্তাব করলেন; বস্তুত এই উদ্দেশ্যেই তিনি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, এখানে প্রচুর কাঠ ও পাথব পাওয়া যায়; তা ছাড়া স্থানটি প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসহ বসতিহীন। পাইলস স্পার্টা থেকে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত; মেসেনীয়গণের প্রাচীন দেশে এর অবস্থান; স্পার্টীয়-গণ পাইলসকে কোরিফ্যাসিয়াম নামে অভিহিত করে। অন্যেরা কিন্তু ডেমোস্থিনিসকে বললেন যে, তিনি যদি এথেনীয়গণের অর্থ নষ্ট করতে চান তবে সে উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্ত জনহীন অন্তরীপের অভাব পোলোপন্নিসের চতুর্দিকে নেই। পক্ষান্তরে, ডেমোস্থিনিসের মনে হল, অন্যান্য অন্তরীপ-গুলির তুলনায় পাইলসের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে। স্থানটির কাছে একটি বন্দর আছে এবং স্থানটির প্রাচীন অধিবাসী মেসেনীয়গণের ভাষাও পেলোপনেসীয়গণেরই মত। তারা এখান থেকে আক্রমণ চালিয়ে স্পার্টার প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বস্ত রক্ষিবাহিনীর কাজও করতে পারবে।

বিষয়টি নিয়ে সহ-সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের কিংবা সৈন্যগণকে স্বমতে আনতে ব্যর্থ হয়ে তিনি খারাপ আবহাওয়ার অজুহাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত নিষ্কর্মাবস্থায় ক্লান্ত হয়ে সৈন্যগণ আপনা থেকে উৎসাহের সঙ্গে প্রাচীর নির্মাণের কাজে হস্তক্ষেপ করল। তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ আরম্ভ করল; লোহার যন্ত্রের অভাবে পাথর-

গুলি তারা হাত দিয়ে তুলে পরস্পরের মাপমত স্থাপন করতে লাগল। পাত্রের অভাবে তারা নিজেরা পিঠে করেই এগুলি বহন করত এবং পিঠ থেকে যাতে স্খলিত না হয়, তজ্জন্য ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে এগুলিকে পিঠে চেপে ধরত। স্পার্টীয়গণ এসে পৌঁছবার আগেই অরক্ষিত অংশগুলিকে দ্রুত সুরক্ষিত করবার জন্য যা কিছু করণীয় তৎসমুদয় তারা করল। তবে অধিকাংশ স্থানেই প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না; সেগুলি প্রাকৃতিক-ভাবেই সুরক্ষিত ছিল।

সেই সময় স্পার্টীয়গণ একটি উৎসব উদ্‌যাপনে ব্যস্ত ছিল এবং পাইলস অধিকারের ঘটনাটিকে তারা বিশেষ গুরুত্বও দেয়নি। কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এবিষয়ে তারা অগ্রসর হওয়ামাত্র এথেনীয়গণ প্রস্থান করবে, নতুবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই স্থানটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। এতদ্ব্যতীত তাদের প্রধান সেনাবাহিনী তখন এথেন্সের সন্নিকটে নিযুক্ত ছিল, ইহাও বিলম্বের অন্যতম কারণ। স্থলভাগের দিকের অংশটিতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করতে এথেনীয়গণের সময় লাগল ছয় দিন। তারপর তারা ডেমোস্থিনিসের জন্য (স্থানটি পাহারা দেবার উদ্দেশ্যে) পাঁচটি জাহাজ রেখে অবশিষ্ট নৌবহর নিয়ে দ্রুত করসাইরা ও সিসিলি অভিমুখে অগ্রসর হল।

অ্যাটিকার পেলোপনেসীয়গণ পাইলস অধিকারের সংবাদ শোনামাত্র দ্রুত দেশে ফিরে আসল। স্পার্টার রাজা এজিসের মনে হল যে, বিষয়টি গুরুত্ব-পূর্ণ। উপরন্তু, অ্যাটিকা অভিযান উপযুক্ত সময়ের আগেই করা হয়েছিল; শস্য তখনও অপরিপক্ব ছিল এবং সৈন্যগণের অধিকাংশের মধ্যে রসদের অভাব দেখা দেয়। বছরের এই সময়ের স্বাভাবিক নিয়মের তুলনায় এ-বছর আব-হাওয়াও অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল এবং তার ফলে সৈন্যগণের খুবই কষ্ট হয়। বস্তুত অ্যাটিকাতে তারা ছিল মাত্র পনেরো দিন।

ইতিমধ্যে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ সাইমোনাইডিস রক্ষিবাহিনীর মধ্যে থেকে কিছু এথেনীয় সংগ্রহ করে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মিত্রগণের কিছু সৈন্য নিয়ে থ্রেসের আইওন দখল করেন। আইওন ছিল একটি মেনডীয় উপনিবেশ ও এথেন্সের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক স্থানটি দখল করা হলেও, চালসিডীয় ও বাট্টিঈয়গণ অবিলম্বে এসে উপস্থিত হল এবং সাই-মোনাইডিসকে বিতাড়িত করল; তাঁর অনেক সৈন্য নিহত হল।

পেলোপনেসীয়গণ অ্যাটিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর স্পার্টীয়গণ নিকটস্থ পেরিওকিগণকে নিয়ে অবিলম্বে পাইলসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। অপরাপর স্পার্টীয়গণ সদ্য একটি অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে বলে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে অগ্রসর হল। পেলোপন্নিসের চতুর্দিকে আদেশ

পাঠানো হল যেন সৈন্যসহ অতিদ্রুত প্রাইলসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। করসাইরা থেকে ৬০টি জাহাজকে ডেকে পাঠানো হল। নাবিকগণ এইগুলিকে লিউকাস যোজকের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বলে জাকিন্থাসের এথেনীয় নৌবহর তাদের দেখতে পায়নি। অতঃপর তারা পাইলসে পেঁছাল; ইতিমধ্যে স্থলবাহিনীও এসে পেঁছে ছিল। পেলোপনেসিয়ার নৌবহর পেঁছবার আগেই জাকিন্থাসের নৌবহরের এথেনীয়গণকে ও ইউরিমিডনকে পাইলসের বিপদের সংবাদ ও সাহায্যের অবেদন জানিয়ে ডেমোস্থিনিস সকলের অগোচরে দু'টি জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই জাহাজগুলি যখন ডেমোস্থিনিসের আদেশ পালনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, স্পার্টীয়গণ তখন জলপথে ও স্থলপথে পাইলস আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়; তাদের আশা ছিল যে অনায়াসেই এটি অধিকার করা যাবে, যেহেতু এর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দ্রুত-নির্মিত এবং সীমিত। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মনে হয়েছিল যে জাকিন্থাসের নৌবহর এর সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়ে আসবে এবং সেই নৌবহর আসবার আগেই যদি নিজেরা স্থানটি দখল না করতে পারে সেই আশংকায় স্পার্টীয়গণ বন্দরের প্রবেশপথগুলি অবরুদ্ধ করে রাখতে মনস্থ করল, যাতে এথেনীয়গণ বন্দরে প্রবেশ ক'রে নোঙর না করতে পারে। বন্দরের সন্নিকটে স্ফ্যাক্টেরিয়া দ্বীপটি একটি রেখা বরাবর বিস্তৃত বলে পাইলস বন্দরটি নিরাপদ এবং এর প্রবেশপথগুলিও সংকীর্ণ হতে পেরেছে। পাইলস দ্বীপ সম্পূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, বসতিহীন বলে তার ভিতরে কোনো পথও ছিল না; দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল ৫ ফার্লিং হবে। জাহাজের অগ্রভাগ সমুদ্রের দিকে সন্নিহিত করে জাহাজগুলিকে, ঘনসন্নিবদ্ধ ও সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে বন্দরের প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ করাই ছিল স্পার্টীয়গণের উদ্দেশ্য। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে শত্রুগণ দ্বীপটি কাজে লাগাতে পারে এই আশংকায়ও তারা কিছু সংখ্যক হপ্‌লাইট সেখানে পাঠিয়ে দিল এবং অন্য সব বাহিনীকে উপকূল বরাবর সন্নিবিষ্ট করল। পাইলসের নিজস্ব উপকূলে সমুদ্রের দিকে কোনো বন্দর নেই, ফলে পাইলসের এথেনীয়গণকে উদ্ধার করবার জন্য প্রয়োজনীয় ঘাঁটিও এথেনীয়গণ পাবে না। সুতরাং নৌযুদ্ধের কোনো প্রকার ঝুঁকি ব্যতিরেকেই স্পার্টীয়গণের পক্ষে স্থানটির অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে; বিশেষত স্থানটি এথেনীয়গণ দখল করেছিল আকস্মিক উত্তেজনার বশে এবং স্থানটি রসদবিহীন। এইরকম ধারনার বশবর্তী হয়ে স্পার্টীয়গণ সেনাবাহিনীর প্রত্যেক দল থেকে লটারির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তিকে বাছাই করে কিছু হপ্‌লাইটকে দ্বীপে প্রেরণ করল। সাহায্যকারী হিসাবে কিছুসংখ্যক হপ্‌লাইট আগেই গিয়েছিল এবং কার্য সমাধা করে চলেও আসে। শেষ পর্যায়ে যারা গেল ও দ্বীপে অবস্থান করতে লাগল তাদের সংখ্যা ছিল ৪২০; এরা

ছাড়াও সঙ্গে গিয়েছিল তাদের ক্রীতদাস অনুচরবৃন্দ। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন এপিটেডাস।

স্পার্টীয়গণকে যুগপৎ জলপথ ও স্থলপথে আক্রমণ করতে উদ্যত দেখে ডেমোস্থিনিসও অলসভাবে বসে ছিলেন না। তাঁর জন্য যে ট্রায়ারিমগুলি থেকে গিয়েছিল তিনি যেসব প্রাচীরের নিচে টেনে নিয়ে গেলেন এবং খুঁটির পরিবেষ্টনীর মধ্যে সেগুলিকে রাখলেন, সৈন্যগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অস্ত্রগুলির দ্বারা তিনি তাদের সজ্জিত করলেন, কারণ সেই জনবসতিহীন স্থানে অস্ত্রসংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর সৈন্যগণের ঢালগুলিও ছিল নিকৃষ্ট ধরণের, উইলো কাঠের দ্বারা প্রস্তুত। এই সব অস্ত্রও ত্রিশদাঁড়-বিশিষ্ট একটি মেসেনীয় বে-সরকারী জাহাজ ও একটি মেসেনীয় নৌকা থেকে সংগৃহীত। জাহাজটি ও নৌকাটি আকস্মিকভাবে সেখানে আগমন করেছিল। তাদের মধ্যে ৪০ জন হপ্‌লাইট ছিল; তাদেরও ডেমোস্থিনিস নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ঘাঁটিতেই তিনি অধিকাংশ সৈন্যকে (সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র) মোতায়েন করলেন এবং স্থলবাহিনীর সকল আক্রমণ প্রতিহত করবার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজে সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে ৬০ জন বাছাই-করা 'হপ্‌লাইট' ও কয়েকজন তীরন্দাজকে নিয়ে প্রাচীরের বাইরে সমুদ্রের ধারে যেখানে শত্রুগণের অবতরণের সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেখানে গেলেন। উন্মুক্ত সমুদ্রের সামনে এই স্থানটি কঠিন শিলাময় হলেও প্রাচীরটি এখানেই সর্বাপেক্ষা দুর্বল এবং সেজন্যই ডেমোস্থিনিস মনে করলেন যে, এর ফলে শত্রুগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। কারণ এথেনীয়গণ আপন নৌ-শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ এই দিকের রক্ষাব্যবস্থার প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়নি, এবং শত্রুগণ যদি বলপূর্বক এই স্থানে অবতরণ করতে পারে, তবে দ্বীপটি দখল সম্পর্কে তারা প্রায় নিশ্চিত হবে। সুতরাং ডেমোস্থিনিস এই স্থানে সমুদ্রের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে গেলেন এবং শত্রুর অবতরণে সাধ্যমত বাধাদান করবার জন্য হপ্‌লাইটগণকে মোতায়েন করলেন। তাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করবার জন্য তিনি বললেন:—

"এই অভিযানের সহযোগিগণ ও সৈন্যগণ, আমি চাই না যে এইরকম অসুবিধা-জনক পরিস্থিতিতে আমাদের চতুর্দিকের বিপদ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা করে আপনাদের কেউ তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য দেখবার চেষ্টা করুন। সুবিধাগুলির হিসাব না করে আপনারা বরং সোজা শত্রুর সম্মুখীন হবেন কারণ তাতেই আপনাদের নিরাপত্তার সম্ভাবনা সর্বাধিক। এইরকম জরুরী অবস্থায় কোন হিসাব-নিকাশের স্থান নেই। যত শীঘ্র বিপদের সম্মুখীন

হওয়া যায় ততই ভাল। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বস্থানে থাকব এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে যতক্ষণ অসুবিধা ডেকে না আনব, ততক্ষণ, আমার মনে হয়, অধিকাংশ সুবিধা আমাদেরই। প্রথমতঃ, তাদের অবতরণের অসুবিধায় আমাদের সুবিধা হবে। কিন্তু ইহা আমাদের পক্ষে ততক্ষণই সুবিধাজনক যতক্ষণ আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। কিন্তু যদি আমরা পথ ছেড়ে দিই তবে কষ্টকর হলেও শত্রুরা অবতরণ করতে পারবে, কারণ, তাদের বাধা দেবার কেউ থাকবে না। তখন শত্রু আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। আমরা যদি তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হই তাহলে পশ্চাদপসরণ তাদের পক্ষে আরো অধিক বিঘ্নসংকুল হয়ে পড়বে। যতক্ষণ তারা জাহাজের উপর আছে ততক্ষণই তাদের প্রতিহত করা সহজ; অবতরণ করা মাত্র আমাদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে। তাদের সংখ্যাধিক্যেও অতিরিক্ত ভীত হবার কারণ নেই। সমস্ত জাহাজ এক সঙ্গে উপকূলের কাছে আনতে পারবে না বলে সংখ্যায় তারা যত বেশীই হোক, এক সঙ্গে বেশী সৈন্য ব্যবহার করতে পারবে না। তাছাড়া অন্য সব দিক থেকে আমাদের সমকক্ষ, শুধু স্থলে সংখ্যা গরিষ্ঠ এমন একটি শত্রু-বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে না কারণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জাহাজে-- অবস্থিত সৈন্যদের ধরলে তবেই গণনীয়। ইহা এমন একটি অবস্থা যে অনেকগুলি বিষয় অনুকূল না হলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কার্যকর করা যায় না। সুতরাং শত্রুদের অসুবিধাগুলি আমাদের সংখ্যাগত দুর্বলতাকে ঢেকে দেবে। জাহাজ থেকে শত্রুদের অবতরণ করা যে কি ব্যাপার সে অভিজ্ঞতা আপনদের আছে। যে শত্রু দৃঢ়তর সঙ্গে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বদ্ধপরিকর তাকে হঠিয়ে দেওয়া যে কতখানি দুরূহ তাও আপনারা জানেন। ক্রম-অগ্রসরমান জাহাজের ভীতিতে ও সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে আপনাদের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাই, বর্তমান জরুরি অবস্থায় সাহস অবলম্বন করুন। সমুদ্রের ধারেই শত্রুদের পরাজিত করে ফিরিয়ে দিন, নিজেদের এবং স্থানটিকে রক্ষা করুন।"

ডেমোস্থিনিসের এই উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণে এথেনীয়গণ আরো আত্মপ্রত্যয়-শীল হয়ে শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য সমুদ্রের প্রান্তে স্থান গ্রহণ করল। অতঃপর স্পার্টীয়গণ যুদ্ধ আরম্ভ করল এবং স্থল ও নৌবহরের সাহায্যে একযোগে প্রাচীরের উপর আক্রমণ চালাল। জাহাজের সংখ্যা ছিল তিতাল্লিশ। নৌ-অধ্যক্ষ থ্র্যাসিমেলিডাস ঠিক সেখানেই আক্রমণ করলেন ডেমোস্থিনিস যেখানে আক্রমণ হতে পারে বলে অনুমান করেছিলেন। ফলে এথেনীয়গণকে এখন জল ও স্থল উভয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে হল। উপকূলের কাছে এক সঙ্গে অধিক জাহাজ নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলে ছোট ছোট দল

পর্যায়ক্রমে আসতে লাগল; বলপূর্বক পথ করে প্রাচীর দখলের উদ্যমে প্রচণ্ড উৎসাহসহকারে তারা পরস্পরকে উদ্দীপ্ত করতে লাগল। আক্রমণকারিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন ব্রাসিডাস। তিনি একটি 'ট্রায়ারিমের' অধিনায়ক ছিলেন। ভূ-প্রকৃতিগত অসুবিধার জন্য ক্যাপ্টেনগণ ও কর্ণধারগণ এত হতবুদ্ধি হয়েছিলেন যে, যেখানে অবতরণ করা সম্ভব সেখানেও তাঁরা জাহাজ ভেঙে যাবার ভয়ে পেছিয়ে আসছিলেন। তা দেখে ব্রাসিডাস চীৎকার করে তাঁদের বললেন যে, সামান্য কাষ্ঠকে রক্ষা করবার জন্য স্বদেশে শত্রুকে সুরক্ষিত হতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়; বরং প্রয়োজন হলে জাহাজ ভেঙেও অবতরণ করতে হবে। মিত্ররাষ্ট্রগুলি স্পার্টার কাছ থেকে যত উপকার প্রাপ্ত হয়েছে তার নামে স্পার্টার স্বার্থে তাঁদের জাহাজকে উৎসর্গ করতে, যে কোনো উপায়ে অবতরণ করে ও এথেনীয়গণকে পরাজিত করে স্থানটি দখল করতে তিনি তাঁদের কাছে আবেদন করলেন।

এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি নিজের জাহাজের কর্ণধারকে বলপূর্বক তাঁর জাহাজটিকে উপকূলে নিয়ে যেতে বাধ্য করলেন এবং তীর ও জাহাজের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে উপকূলে অবতরণ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেহের বহুস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জাহাজের গলুইয়ের উপর পড়বার সময় তাঁর ঢালটি সমুদ্রে পড়ে গেল। পরে তীরে ভেসে এলে এথেনীয়গণ তা তুলে নিয়ে যুদ্ধের বিজয়স্মারক নির্মাণে ব্যবহার করেছিল। স্পার্টীয় সেনাবাহিনীর অন্যান্য সকলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভূপ্রকৃতিগত অসুবিধা ও এথেনীয়গণের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য তারা স্থলভূমিতে অবতরণ করতে পারল না। ইহা ছিল স্বাভাবিক নিয়মের এক আশ্চর্য বিপরীত ঘটনা। কারণ সমুদ্রপথে আগত স্পার্টীয়গণের সঙ্গে এথেনীয়গণ স্থলভাগ থেকে যুদ্ধ করেছিল। অথচ স্পার্টা তখন স্থলশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং নৌশক্তি হিসাবে এথেন্স ছিল অতুলনীয়।

এইভাবে সেইদিন এবং তার পরদিন যুদ্ধ চলল। তারপর স্পার্টীয়গণ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হল। তৃতীয় দিন তারা যন্ত্র তৈরী করবার জন্য কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অ্যাসাইনিতে কয়েকটি জাহাজ পাঠিয়ে দিল। তাদের আশা ছিল যে বন্দরের নিকটবর্তী প্রাচীরটির উচ্চতা সত্ত্বেও এই যন্ত্রের সাহায্যে তা অধিকার করা সম্ভব হবে। অবতরণ করা সেই জায়গাতেই সর্বাপেক্ষা সহজ ছিল। ঠিক সেই সময় জাকিন্থাস থেকে এথেনীয় নৌবহর এসে পেঁছিল। এই বহরে পঞ্চাশটি জাহাজ ছিল, কারণ নপাক্টাসে পাহারারত কয়েকটি জাহাজ ও চিওসের চারটি জাহাজ এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তারা দেখল, উপকূল ও দ্বীপটি হপ্লাইটে পরিপূর্ণ, শত্রু জাহাজগুলি বন্দরে

ভিড়ে রয়েছে এবং তাদের চলবার কোন লক্ষণ নেই। নোঙর করবার উপযুক্ত কোনো স্থান না পেয়ে সাময়িকভাবে তারা প্রোটে নামক অদূরবর্তী নির্জন এক দ্বীপে এল। পরদিন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করল। যদি শত্রুগণ তাদের সম্মুখীন হবার জন্য বাইরে আসে তা হলে উন্মুক্ত সমুদ্রে যুদ্ধ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা তারা ভিতরে প্রবেশ করে বন্দরে তাদের আক্রমণ করবে। কিন্তু স্পার্টীয়গণ বাইরে এল না, এমন কি সংকল্পিত কাজটিও করল না, অর্থাৎ প্রবেশপথগুলি বন্ধ করল না। তারা শান্তভাবেই উপকূলে থেকে জাহাজে নাবিক সরবরাহের কাজে এবং এথেনীয়গণ যদি বন্দরে প্রবেশ করে আক্রমণ করে সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণে নিযুক্ত ছিল; বন্দরটিও মোটেই ক্ষুদ্র নয়।

তা দেখে এথেনীয়গণ দুটি প্রবেশপথ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। শত্রুগণের অধিকাংশ জাহাজই ইতিমধ্যে সমুদ্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এথেনীয়গণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তারা পলায়ন করতে শুরু করল। স্বল্প দূরত্বের মধ্যে যতদূর সম্ভব এথেনীয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করল, কতকগুলি জাহাজ অকেজো করে দিল এবং পাঁচটি জাহাজ দখল করল—তাদের মধ্যে একটি ছিল নাবিকপূর্ণ। যে জাহাজগুলি পলায়ন করে উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। যে জাহাজগুলিতে তখনও নাবিক-সরবরাহের কাজ চলছিল, তাদের উপর পুনঃপুনঃ আঘাত হেনে তাদের সমুদ্রে ভাসতে দিল না। অন্য খালি জাহাজগুলি, যেগুলি থেকে নাবিকগণ পালিয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে তারা নিজেদের জাহাজের সংগে গুণ টেনে নিয়ে গেল। এর ফলে দ্বীপের স্পার্টীয়গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাদের উদ্ধারের জন্য উন্মত্ত হয়ে ভারী বর্ম নিয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং জাহাজগুলি পুনর্দখলের জন্য সচেষ্ট হল। সকলেই এরূপ ব্যগ্র হয়ে এই কাজে নেমে পড়েছিল যে, প্রত্যেকেই বোধ করি মনে করেছিল যে, কেবল তার একক প্রচেষ্টার উপরই সমস্ত কিছু নির্ভরশীল। যুদ্ধ হচ্ছিল বিশৃংখলভাবে এবং যুদ্ধরত দুইপক্ষের স্বাভাবিক নৌ-কৌশলেরও বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হল। উত্তেজিত ও মরিয়া স্পার্টীয়গণ প্রকৃতপক্ষে স্থলেই নৌযুদ্ধ করছিল এবং এথেনীয়গণ তাদের সাফল্যকে আরো পূর্ণায়ত করবার আগ্রহে সমুদ্র থেকেই স্থলযুদ্ধ চালাচ্ছিল। উভয়পক্ষেই প্রচুর সৈন্য আহত হল; উভয়পক্ষই ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধে বিরত হল। স্পার্টীয়গণ প্রথম যে জাহাজগুলি হারিয়েছিল, সেগুলি ব্যতিরেকে অন্য সব খালি জাহাজই উদ্ধার করল। উভয়পক্ষই শিবিরে ফিরে গেল। এথেনীয়গণ একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল, মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দিল, ভাঙা জাহাজ-গুলি উদ্ধার করল এবং অবিলম্বে পূর্ণোদ্যমে শত্রুর অন্বেষণার্থে দ্বীপটিকে

জলপথে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল। এদিকে দ্বীপটির মধ্যে স্পার্টীয়গণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। অতঃপর পেলোপনেসীয়গণ পূর্ণশক্তি নিয়ে মূল ভূ-খণ্ডে পাইলসের সম্মুখে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাইলসের সংবাদ স্পার্টায় পৌঁছলে যুদ্ধে বিপর্যয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হল। স্পার্টীয়গণ মনে করল যে কর্তৃপক্ষের উচিত শিবিরে যাওয়া এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া। তদনুসারে সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে দ্বীপের স্পার্টীয়গণকে উদ্ধার করা অসম্ভব। অনাহারে মৃত্যুবরণ অথবা শক্তিশালী সেনাবাহিনীর চাপে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ না করে তাঁরা স্থির করলেন যে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ সম্মত হলে পাইলসে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করবেন।

তাই করা হল এবং এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নিম্নলিখিত শর্তসম্বলিত এক চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ—

ল্যাকোনিয়াস্থ সব যুদ্ধজাহাজসহ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্পার্টীয় জাহাজ পাইলসে এনে এথেনীয়গণের হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং স্পার্টীয়-গণ জলপথ অথবা স্থলপথে কোনো ক্রমেই পাইলসের প্রাচীরের উপর আক্রমণ চালাবে না।

দ্বীপের স্পার্টীয়গণের কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মিশ্রিত শস্যে প্রস্তুত খাদ্য প্রেরণ করবার অনুমতি মূল ভূখণ্ডের স্পার্টীয়গণ এথেনীয়গণের কাছে পাবে। মাথাপিছু দুই কোয়ার্ট যবের ময়দা, এক পাইন্ট মদ এবং এক খণ্ড মাংস বরাদ্দ হল ; ভৃত্যগণের জন্য তার অর্ধেক পরিমাণ বরাদ্দ করা হল।

এই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য এথেনীয়গণের তত্ত্বাবধানে প্রেরিত হবে এবং প্রকাশ্যভাবে ব্যতীত কোনো নৌকা দ্বীপে যেতে পারবে না।

এথেনীয়গণ আগের মতই দ্বীপটি পাহারা দেবে কিন্তু দ্বীপে অবতরণ করবে না এবং জলপথে বা স্থলপথে কোনোভাবেই পেলোপনেসীয় সেনা-বাহিনীকে আক্রমণ করবে না।

দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ এই সব শর্তের যে কোন একটি সামান্য লঙ্ঘন করলে তৎক্ষণাৎ এই চুক্তির অবসান ঘটেছে বলে বিবেচিত হবে।

স্পার্টার দূতগণ এথেন্স থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। এথেনীয়গণ একটি জাহাজে করে দূতগণকে এথেন্সে নিয়ে যাবে ও ফিরিয়ে আনবে। দূতগণ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিটির অবসান

ঘটবে এবং এথেনীয়গণ যে অবস্থায় জাহাজগুলি গ্রহণ করেছিল সেই অবস্থায়ই ফিরিয়ে দেবে।

এই সকল শর্তে চুক্তি হল। প্রায় ৬০ খানি জাহাজ সমর্পিত হল এবং স্পার্টীয় প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হলে এথেন্সে পৌঁছে তারা বলল:—

"হে এথেনীয়গণ, দ্বীপস্থ স্পার্টীয়দের সমস্যাটি মীমাংসা করবার জন্য স্পার্টা আমাদের প্রেরণ করেছে। মীমাংসাটি আমাদের স্বার্থ সংরক্ষক হওয়া চাই এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় যতদূর সম্ভব মর্যাদাকর হওয়া চাই। আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাসের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে আমরা কিছু দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই। যখন অল্প কথাই কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট তখন আমরা বেশী কথা বলি না, কিন্তু যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করতে হবে এবং সেই ব্যাখ্যার দ্বারা একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে তখন আমরা কিঞ্চিৎ বেশী বলতে সংকোচ বোধ করি না। আপনাদের কাছে অনুরোধ, বিরূপ মনোভাব নিয়ে আমাদের বক্তব্য শুনবেন না, কিংবা আপনাদের অজ্ঞ মনে করে করে আমরা বক্তৃতা করছি তাও মনে করবেন না। আমরা শুধু বুদ্ধিমান বিচারকদের কাছে সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে এসেছি। আপনারা এরূপ অবস্থায় উপনীত যে অধিকৃত দখলে রেখে অধিক সম্মান ও প্রশংসা লাভ করে অর্জিত সৌভাগ্যকে আরো ফলপ্রদ করতে পারেন। প্রথম সাফল্যের অভাবনীয়ত্বে দিশাহারা হয়ে ক্রমাগত আরও লাভের আশায় ব্যস্ত হয়ে যারা ভুল করে, তাদের ত্রুটি এড়িয়ে অপ্রত্যাশিত যে সাফল্য আপনারা ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকুন। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুইরকম অভিজ্ঞতাই যাদের আছে তাঁরা জানেন যে সৌভাগ্য স্থায়ী হয় না। আপনাদের এবং আমাদের উভয় রাষ্ট্রেরই এই শিক্ষা লাভের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

প্রমাণস্বরূপ আপনারা শুধু আমাদের বর্তমান দুর্ভাগ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। হেলাসের আর কোন শক্তি আমাদের অপেক্ষা বড় ছিল? তৎসত্ত্বেও আমরা আপনাদের কাছে এসেছি এবং এমন নিবেদন নিয়ে এসেছি যা আমরা নিজেরাই অন্যকে দান করতে সক্ষম বলে আগে ভাবতাম। অথচ আমাদের শক্তি হ্রাসের ফলে এই অবস্থা ঘটেনি, কিংবা ক্ষমতাবৃদ্ধিজনিত ঔদ্ধত্যের ফলেও আমরা এই অবস্থার শিকার হইনি। আমাদের শক্তি-সম্পদ আগের মতই আছে, ভুল আমাদের হয়েছিল শুধু হিসাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, এবং এইরূপ ভুল সকলেরই হতে পরে। পরন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে, আপনাদের বর্তমান সৌভাগ্য ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে তা হলে ভুল করবেন। অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এই চিন্তা করে

যারা সতর্কতার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং দুর্ভাগ্যের সময়েও যাদের বিবেচনা ঠিক থাকে তারাই বিচক্ষণ। যুদ্ধের ব্যাপারেও তারা জানে যে আকস্মিকতার দ্বারাই যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যোদ্ধৃপক্ষের ইচ্ছা-মত তার গতি একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সামরিক সাফল্যে তাদের আত্মবিশ্বাস অতি স্ফীত হয়ে ওঠে না ; তাদের ভুলের সম্ভাবনাও কম থাকে এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা থাকতে থাকতেই তারা শান্তি স্থাপনে সর্বাধিক আগ্রহী হয়। এথেনীয়গণ, আমাদের সম্পর্কেও একই পন্থা অবলম্বনের সুযোগ আপনাদের কাছে উপস্থিত, এখন আমাদের প্রত্যাখ্যান করলে হয়ত ভবিষ্যতে আপনাদের বিপর্যয় ঘটতে পারে। তখন মনে হবে শুধু ভাগ্যের জোরেই আপনাদের এই বর্তমান সাফল্য ঘটেছিল, অথচ আপনারা শক্তি ও বিচক্ষণতার এমন স্থায়ী খ্যাতি রেখে যেতে পারেন যা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

স্পার্টা আপনাদের কাছে সন্ধি ও যুদ্ধাবসানের প্রস্তাব এনেছে। সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববিধ উপায়ে আমাদের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক সম্বন্ধের প্রস্তাব সে উত্থাপন করেছে। পরিবর্তে সে দ্বীপের স্পার্টীয়দের প্রত্যর্পণ চাইছে; তাতে বিষয়টির তিক্ততাপূর্ণ পরিসমাপ্তি না হয়ে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হবে। অন্যথায় এই স্পার্টীয়গণ হয়ত ভাগ্যের কোন আকস্মিক প্রসাদে বলপূর্বক উদ্ধার লাভ করবে অথবা আপনাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের করতলগত হবে। বস্তুত যদি কোন প্রচণ্ড বৈরিতার সুষ্ঠু সমাধান করতে হয় তবে প্রতিহিংসা ও সামরিক সাফল্যের মাধ্যমে সম্ভব নয় অথবা শত্রুকে তার অসুবিধাজনক সন্ধিতে শপথবদ্ধ করবার মাধ্যমেও সম্ভব নয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান পক্ষও যখন এই সব সুবিধা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সহানুভূতিশীলতা ও ঔদার্য দ্বারা শত্রুকে জয় করে এবং শত্রুর পক্ষে অপ্রত্যাশিত নমনীয় শর্তে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে তখনই উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয়। পূর্বের বল প্রয়োগের প্রতিহিংসা নিতে সে ভুলে তো যাবেই বরং উপকৃত হয়ে প্রত্যুপকার করবার একটা নৈতিক দায়িত্ব সে অনুভব করবে এবং আত্মমর্যাদার বশবর্তী হয়েই সন্ধির শর্ত পালন করতে আরও আগ্রহী হবে। মানুষ সাধারণতঃ সর্ব-প্রধান শত্রুর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে, ছোটখাট বিরোধের ক্ষেত্রে নয়। তদুপরি, যারা প্রথম আত্মসমর্পণ করে তাদের কাছে ক্ষতি স্বীকার করতেও মানুষ যেমন আনন্দ পায়, তেমনই ঔদ্ধত্যবশত ঝুঁকি গ্রহণ করতেও প্ররোচিত হয়, যদিও নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনেক সময় তাতে সম্মতি দেয় না।

আমাদের উভয়ের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে গেলে দেখা

যাবে যে, যদি এই দুটি দেশের মধ্যে কখনও শান্তি কাম্য হয়ে থাকে তবে বর্তমান মুহূর্তে যেরকম হয়েছে তেমন আর ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। পরে হয়তো এমন অপ্রতিবিধেয় কিছু ঘটতে পারে যা আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের মনে প্রচণ্ড ও স্থায়ী ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ঘৃণার সৃষ্টি করবে; এখন আমরা যে সুযোগ দিচ্ছি তখন তা পাবেন না। চূড়ান্ত ফলাফল এখনও অনিশ্চিত, আপনাদের সামনে রয়েছে খ্যাতি ও আমাদের বন্ধুত্ব লাভের সম্ভাবনা এবং চূড়ান্ত কিছু ঘটে যাবার আগে দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। এরূপ অবস্থায় আমাদের সঙ্গে মীমাংসা করুন, যুদ্ধের বদলে আমাদের শান্তির পথ গ্রহণ করতে দিন এবং অন্যান্য হেলেনীয়দের এই দুঃখ-ভোগ থেকে নিষ্কৃতি দিন। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে মুখ্যতঃ আপনারাই ধন্যবাদ-ভাজন হবেন। যে যুদ্ধে হেলেনীয়রা লিপ্ত হয়েছে, তারা জানে না কে তা আরম্ভ করেছে, কিন্তু শান্তি এখন প্রধানতঃ আপনাদের উপরই নির্ভরশীল এবং শান্তি স্থাপিত হলে আপনারাই কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আপনারা স্পার্টার স্থায়ী বন্ধুত্ব লাভ করুন। ইহা বন্ধুত্ব ছিনিয়ে নেওয়া নয়, স্বতঃ প্রস্তাবিত এবং তা গ্রহণ করে আপনারা আমাদের বাধিত করবেন। এর ফলে যে সব সুবিধা দেখা দেবে তার কথাও চিন্তা করুন, কারণ এথেন্স ও স্পার্টা মিলিত হলে অবশিষ্ট হেলাস সম্ভ্রমপূর্ণ নম্রতায় তাদের পদতলে থাকবে।"

স্পার্টীয়গণের বক্তব্য শেষ হল। তাদের আশা ছিল যে, যেহেতু এথেন্স আগেই সন্ধি করতে চেয়েছিল, কিন্তু স্পার্টার বিরোধিতায় তা হতে পারেনি, সেই কারণে এথেন্স এখন আনন্দের সঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করবে এবং দ্বীপস্থ স্পার্টীয়গণকে প্রত্যর্পণ করবে। এথেনীয়গণ কিন্তু দ্বীপের স্পার্টীয়গণকে হাতে রেখে ভাবল যে, যখনই তাদের ইচ্ছা হবে তখনই সন্ধি করা চলবে; তারা তাদের সাফল্যকে আরও সম্প্রসারিত করতে ইচ্ছুক হল। ক্লিয়েনেটাসের পুত্র ক্লিওন এই নীতিতে জনগণকে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং জনগণের উপর তাঁর প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। তিনি স্পার্টীয়গণকে নিম্নলিখিত উত্তর দানের ব্যবস্থা করলেনঃ—

প্রথমতঃ দ্বীপের স্পার্টীয়গণকে অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং তাদের এথেন্সে নিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নিসিয়া, পেজী, ট্রিজেন ও একাইয়া এথেন্সকে সমর্পণ করতে হবে। এই স্থানগুলি স্পার্টা যুদ্ধ জয়ের দ্বারা লাভ করেনি। এইগুলি এথেন্স আগে এমন এক বিপর্যস্ত অবস্থায় চুক্তির মাধ্যমে স্পার্টার হাতে সমর্পণ করেছিল যখন এথেন্সের সন্ধির প্রয়োজন এখনকার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। যদি এই শর্ত পালিত হয়,

তবে স্পার্টা তার সৈন্যগণকে ফিরে পাবে এবং দুইপক্ষ যত দিনের জন্য সম্মত হবে ততদিনের জন্যই চুক্তি সম্পাদিত হবে।

স্পার্টীয়গণ এ কথায় কোন উত্তর দিল না; শুধু অনুরোধ করল যে, কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করা হোক। তাদের সামনে তারা প্রতিটি শর্ত উপস্থিত করবে ও বিষয়টি নিয়ে শান্তভাবে কথা বলে মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা করবে। এতে ক্লিওন ভয়ানকভাবে তাদের আক্রমণ করে বললেন যে, তিনি প্রথম থেকেই জানেন যে তাদের উদ্দেশ্য আদৌ সৎ নয় এবং সমগ্র জনসাধারণের সামনে বক্তব্য পেশ করবার পরিবর্তে একটি ছোট কমিটির সঙ্গে তারা গোপনে আলোচনা করতে ইচ্ছুক; এতেই তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যদি তাদের অভিপ্রায় অকপট হয় তবে তারা তা সকলের সামনে প্রকাশ করুক। স্পার্টীয়গণ দেখল যে, বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় যত ক্ষতিস্বীকার করতে তারা প্রস্তুত থাকুক না কেন জনগণের সম্মুখে প্রকাশ্যে তা বলে মিত্রগণের কাছে সম্মান হারান তাদের পক্ষে অসম্ভব; করলেও হয়তো তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সুতরাং তারা মনে করল যে, এথেনীয়গণ কখনই নমনীয় শর্তে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবে না, অতএব কার্যকর কিছু না করেই তারা এথেন্স ত্যাগ করল।

তাদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাইলসের যুদ্ধবিরতি চুক্তির অবসান হল এবং চুক্তি অনুসারে পেলোপনেসীয়গণ তাদের জাহাজগুলি ফেরত চাইল। কিন্তু এথেনীয়গণ বলল যে, চুক্তি লঙ্ঘন করে স্পার্টীয়গণ পাইলসে আক্রমণ চালিয়েছে। তারা আরও কতকগুলি অভিযোগ আনল যেগুলি বোধকরি অনুল্লেখ্য; চুক্তির যে শর্তে বলা হয়েছে যে, সামান্যতম লঙ্ঘন হলে চুক্তিটির অবসান হয়েছে বলে মনে করতে হবে, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এথেনীয়গণ জাহাজ ফেরত দিতে অস্বীকার করল। স্পার্টীয়গণ চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করল না; তারা জাহাজের ব্যাপারে এথেনীয়গণের বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিবাদ করল এবং যুদ্ধের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করল। সুতরাং উভয়পক্ষই তখন পাইলসে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এথেনীয়গণ দুটি জাহাজে দুই ভিন্ন পথে দিনের বেলা দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করত এবং রাত্রিতে, ঝোড়ো আবহাওয়ায় সমুদ্রমুখী দিকটি ব্যতীত, সমগ্র নৌবহরকে নিয়ে দ্বীপটিকে ঘিরে নোঙর করে থাকত। অবরোধে সাহায্য করবার জন্য এথেন্স থেকে আরও ২০টি জাহাজ আসে। সবসুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০টি। অপরপক্ষে, পেলোপনেসীয়গণ মূল ভূখণ্ডের শিবির থেকে প্রাচীর আক্রমণ অব্যাহত রাখল এবং দ্বীপের স্পার্টীয়গণকে উদ্ধারের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণেরা যে নৌবহরটি প্রস্তুত করেছিল তা নিয়ে সিসিলির মিত্রগণের সহযোগিতায় মেসিনায় পাহারারত জাহাজগুলির, সঙ্গে তারা যোগদান করল এবং সেখান থেকে যুদ্ধ চালাল। তাদের মূল প্ররোচক ছিল লোক্রীয়গণ, তারা রেজিয়ামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল এবং পূর্ণ শক্তি নিয়ে রেজিয়াম আক্রমণ করেছিল। সাইরাকিউসীয়গণও নৌযুদ্ধে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে আগ্রহী ছিল, কারণ রেজিয়ামে তখন অল্প কয়েকটি এথেনীয় জাহাজ ছিল এবং তারা শুনেছিল যে, সিসিলির এথেনীয়গণের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য প্রধান যে নৌবহরটির আসবার কথা তা স্ফ্যাক্টেরিয়া অবরোধে নিযুক্ত। নৌযুদ্ধে সফল হলে সাইরাকিউ-সীয়গণ স্থল ও জল উভয়পথে রেজিয়াম অবরোধ করে অনায়াসে স্থানটি দখল করতে পারবে। কারণ রেজিয়াম অন্তরীপ ও সিসিলির মেসিনা পরস্পরের এত নিকটবর্তী যে এথেনীয়গণ তাদের বিরুদ্ধে নৌচালনা করতে পারবে না এবং প্রণালীতে আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না। এই সাফল্য ঘটলে সাইরাকিউসীয়গণ অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। যে প্রণালীটির কথা বলা হচ্ছে তা রেজিয়াম ও মেসিনার মধ্যবর্তী প্রণালী। সিসিলির এই স্থানটি মহাদেশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী এবং এটিই হল সেই ক্যারিবডিস, পুরাণের ইউলিসিস যেখান দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রণালীটি অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে এবং সিসিলীয় ও টিররেনীয় সমুদ্রের প্রবল স্রোত দুইদিক দিয়ে এর মধ্যে প্রবাহিত হয় বলে বিপজ্জনক হিসাবে প্রণালীটি কুখ্যাত।

নিজেদের একটি নৌকার পথ করে নেবার জন্য সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ প্রায় সারাদিন ধরে এই প্রণালীর ভিতর এথেনীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হল। তারা ৩০টির বেশী জাহাজ নিয়ে ১৬টি এথেনীয় ও ৮টি রেজীয় জাহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ও একটি জাহাজ হারিয়ে তারা নিজ নিজ উদ্যোগে দ্রুত যাত্রা করে রেজিয়াম ও মেসিনার ঘাঁটিতে ফিরে গেল। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই রাত্রি নেমে এসেছিল। অতঃপর লোক্রীয়গণ রেজিয়াম অঞ্চল ত্যাগ করল এবং সাইরাকিউসীয়গণও তাদের মিত্রগণের জাহাজগুলি একত্রিত করে মেসিনা অঞ্চলে টেলোরাস অন্তরীপে নোঙর করতে উপস্থিত হল, পদাতিক বাহিনীও সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। এথেনীয় ও রেজিয়ামবাসিগণ এখানে অগ্রসর হয়ে এল এবং শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলিকে নাবিকহীন দেখে আক্রমণ চালাল; কিন্তু তারা নিজেরাই একটি জাহাজ হারাল। জাহাজটি একটি লৌহযন্ত্র দ্বারা ধৃত হল, অবশ্য এর নাবিকেরা সাঁতার কেটে পলায়ন করেছিল। এর পর সাইরাকিউসীয়-গণ তাদের জাহাজগুলিকে নাবিকপূর্ণ করল এবং উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে যখন তারা এগুলিকে গুণ টেনে মেসিনার পথে নিয়ে যাচ্ছিল তখন

এথেনীয়গণ আবার তাদের আক্রমণ করল। সাইরাকিউসীয়গণ সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে আকস্মিকভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাল এবং তাতে এথেনীয়গণ আরও একটি জাহাজ হারাল। এর পর সাইরাকিউসীয়গণ উপকূল ঘেঁসে মেসিনার বন্দরে উপস্থিত হল।

এথেনীয়গণ তখন ক্যামারিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, কারণ তারা সংবাদ পেয়েছিল যে, আরকিয়াস এবং তার অনুচরগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে নগরটি সাইরাকিউসীয়গণের হাতে সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছে। এথেনীয়গণের অনুপস্থিতির সুযোগে মেসেনীয়গণ চালসিডীয় প্রতিবেশী ন্যাক্সসকে স্থল ও জলপথে আক্রমণ করবার জন্য পূর্ণশক্তি নিয়ে যাত্রা করল। প্রথমদিন তারা ন্যাক্সীয়গণকে প্রাচীরের ভিতরেই থাকতে বাধ্য করল এবং দেশটিতে ধ্বংসকার্য চালাল। পরদিন তারা জাহাজ নিয়ে গিয়ে একেসিনেস নদীর ধারের ক্ষেতে ধ্বংসকার্য চালাল এবং তাদের স্থলবাহিনী নগরাভিমুখে যাত্রা করল। ইতিমধ্যে মেসেনীয়গণের বিরুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য সিসেলগণ উচ্চ অঞ্চল থেকে নেমে এল। তাদের দেখে ন্যাক্সীয়গণের মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। তাছাড়া লিওনটিনীয়গণ ও অন্যান্য হেলেনীয় মিত্রগণ তাদের সাহায্যার্থে আসছে এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে অকস্মাৎ নগরের বাইরে এসে তারা মেসিনীয়গণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল ; এক সহস্রের বেশী মেসেনীয় নিহত হল। অবশিষ্টাংশ ফিরবার পথে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হল, কারণ পথে তারা দেশীয়গণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বহু সংখ্যায় নিহত হল। নৌবহরটি মেসিনায় ফিরে এল এবং তারপর বিভিন্ন সৈন্যদল নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল। সঙ্গে সঙ্গে লিওনটিনীয়গণ এবং তাদের মিত্রগণ এথেনীয়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত মেসিনা আক্রমণ করল; এথেনীয়গণ জাহাজ নিয়ে বন্দরের দিকে গেল এবং স্থলবাহিনী নগরাভিমুখে অগ্রসর হল। বিপর্যয়ের পর নগর পাহারা দেবার জন্য যে সব লোক্রীয় অবস্থান করছিল তাদের এবং ডেমোটিলিসকে নিয়ে মেসেনীয়গণ হঠাৎ বাইরে এসে লিওনটিনির বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আক্রমণকারিগণ বহুসংখ্যায় নিহত হল। তা দেখে এথেনীয়গণ তাদের সাহায্যার্থে এসে বিশৃংখল মেসেনীয়গণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের তাড়া করে নগরের ভিতর নিয়ে গেল। অতঃপর তারা একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করে রেজিয়ামে ফিরে গেল। এরপরও সিসিলির হেলেনীয়গণ এথেনীয়গণের সাহায্য ব্যতিরেকে পরস্পরের মধ্যে স্থলযুদ্ধ চালিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে পাইলসের এথেনীয়গণ তখনও স্পার্টীয়গণকে অবরোধ করে রেখেছিল এবং মূল ভূ-খণ্ডে পেলোপনেসীয় বাহিনী পূর্বের অবস্থানেই

অপেক্ষা করছিল। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে অবরোধ চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে উঠল, পাইলসের দুর্গের ঝরণাটি ব্যতীত আর কোনে ঝরণা ছিল না; তাও বড় ছিল না এবং অধিকাংশ এথেনীয়ই জলের সন্ধানে সমুদ্র-উপকূলে নুড়ি খুঁড়ে যেটুকু জল পেত তাই পান করত। জাহাজ নোঙরের কোন স্থান না থাকায় তারা পালাক্রমে উপকূলে আহার্য গ্রহণ করত অন্যেরা তখন সমুদ্রেই নোঙর করে থাকত। জনমানবহীন দ্বীপে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণকে কাবু করতে এসে এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে বলে এথেনীয়গণ অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ছিল। যাদের পানীয় শুধুমাত্র লবণাক্ত জল, তাদের পতন মাত্র কয়েকদিনেই ঘটান যাবে বলে তাদের আশা ছিল। আসলে ব্যাপার হয়েছিল এই যে দ্বীপে শস্য, মদ্য, পনীর ও অবরোধের সময় প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্পার্টীয়গণ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেছিল, যে কোন 'হেলট' বা ক্রীতদাস একাজে সফল হলেই তাকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; উপরন্তু কাজের মূল্যস্বরূপ পারিশ্রমিকও যথেষ্ট দেওয়া হ'ত। সুতরাং 'হেলট'গণ এই বিপজ্জনক কাজে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিল। তারা পেলোপন্নিসের যে কোনো অংশ থেকে যাত্রা করে রাত্রিযোগে দ্বীপটির সমুদ্রাভিমুখী দিকটির উদ্দেশ্যে রওনা হত। অনুকূল বাতাস পেলে তারা খুবই আনন্দিত হত। সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস উঠলে পাহারারত জাহাজগুলির দৃষ্টি এড়ানো আরো সহজ হত, কারণ তখন সেগুলি দ্বীপের চতুর্দিকে নোঙর করে থাকতে পারত না। ক্রীতদাসগণের নৌকাগুলির মূল্য অর্থের দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল এবং নৌকাগুলি কিভাবে উপকূলে গিয়ে লাগছে সে দিকে দৃক্‌পাত না করে তারা যে কোনো উপায়ে উপকূলে অবতরণ করত। কিন্তু ভালো আবহাওয়াতে যারা এই ঝুঁকি নিয়েছিল তারা ধৃত হয়। চূর্ণ তিসি ও মধুমিশ্রিত পোস্তদানা চামড়ার থলেতে ভর্তি করে অনেক ডুবুরি দড়ি দিয়ে টানতে টানতে বন্দর থেকে জলের তলায় সাঁতার কেটে আসতে লাগল। প্রথম প্রথম তারা নজর এড়াতে সক্ষম হলেও পরে তাদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হল। সংক্ষেপে বলতে গেলে উভয়পক্ষই সম্ভাব্য সকল প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছিল। এক-পক্ষ চেয়েছিল রসদ জোগাতে, আর অপর পক্ষ চেয়েছিল তাতে বাধা দিতে।

এথেনীয় বাহিনী খুবই অসুবিধায় পড়ল এবং দ্বীপে অবরুদ্ধ শত্রুগণের কাছে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত আছে এই সংবাদ এথেন্সে পৌঁছে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। এথেনীয়গণের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিল যে শীত এসে পড়া সত্ত্বেও হয়ত অবরোধ চালিয়ে যেতে হবে। তারা ভাবল যে, তাহলে পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করে খাদ্য সরবরাহার্থ জাহাজ প্রেরণ করা

অসম্ভব হয়ে পড়বে। পাইলসে কিছুই নেই; উপরন্তু গ্রীষ্মকালেই তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে উঠতে পারেনি। বন্দরহীন স্থানে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। স্পার্টীয়গণ হয় অবরোধ তুলে নেবার ফলে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, নতুবা খারাপ আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে, এবং যে সব নৌকায় করে খাদ্য সরবরাহ আসে তাতে চড়ে পলায়ন করবে। সর্বোপরি, স্পার্টার মনোভাব দেখে এথেনীয়গণ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাদের মনে হল যে, স্পার্টীয়গণ নিশ্চয়ই এখন যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন হয়ে উঠেছে; অতএব তারা নিশ্চয়ই আর দূত প্রেরণ করবে না। পূর্বের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার জন্য এখন এথেনীয়গণের অনুতাপ হতে লাগল। ক্লিওনই চুক্তির পথে প্রধান বাধা ছিলেন বলে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছিল। তা দেখে ক্লিওন বললেন যে, সংবাদবাহকগণ সত্য বলেনি। এতে সংবাদবাহকগণ বলল যে, তাদের কথা বিশ্বাস না হলে এথেনীয়গণ যেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য কয়েকজন পর্যবেক্ষক প্রেরণ করে। স্বয়ং ক্লিওন ও থিয়েজেনিস পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হলেন। ক্লিওন দেখলেন যে উপস্থিত তাঁর উভয় সঙ্কট। হয়, তিনি যাদের মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছেন নিজেকেও তাদের অনুরূপ বিবৃতি দিতে হয়, নতুবা বিপরীত মত প্রকাশ করে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে হয়। তিনি দেখলেন, অধিকাংশ এথেনীয়ই আরো একদল সৈন্য প্রেরণ করতে অনাগ্রহী নয়। সুতরাং তিনি তাদের বললেন যে, এখন পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে সময় নষ্ট করে উপস্থিত সুযোগকে হারানো উচিত নয়। বরং তারা যদি এই বিবরণ সত্য বলে মনে করে তাহলে স্পার্টীয়গণের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান পরিচালনা করা উচিত। এই কথা বলে তিনি নিকিয়াসের প্রতি ইঙ্গিত করলেন; তাঁকে তিনি ঘৃণা করতেন। ক্লিওন বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন যে, সেনাধ্যক্ষগণ যদি সাহসী হন তবে দ্বীপের স্পার্টীয়গণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের পরাস্ত করা খুবই সহজসাধ্য। তাঁর নিজের হাতে নেতৃত্বভার থাকলে তিনি অবশ্যই তা করতেন।

এতে এথেনীয়গণের মধ্যে ক্লিওনের বিরুদ্ধে এই প্রকার গুঞ্জন শোনা গেল যে, বিষয়টি যদি তাঁর কাছে এতই সহজ হবে তবে তিনি এখনই যাত্রা করছেন না কেন। তা লক্ষ্য করে ও ক্লিওনের কটাক্ষে আহত বোধ করে নিকিয়াস তাঁকে বললেন যে, সেনাধ্যক্ষগণের পক্ষ থেকে বলতে গেলে, ক্লিওন তাঁর প্রয়োজনানুরূপ সৈন্য নিয়ে গিয়ে কার্যটি সমাধা করে আসতে পারেন। প্রথমে ক্লিওন মনে করেছিলেন যে, এটি একটি কথার কথা। সুতরাং তিনি আগ্রহের সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন যে এই প্রস্তাবটি সত্যই দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন যে, তিনি নন, নিকিয়াসই

সেনাধ্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে ক্লিওন ভীত হয়ে পড়েছিলেন; তিনি কখনও কল্পনাই করতে পারেন নি যে তাঁর অনুকূলে নিকিয়াস স্বীয় পদটি ছেড়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু নিকিয়াস পুনরায় সেই প্রস্তাব দিলেন এবং তিনি যে পাইলসে সেনাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেছেন তার সাক্ষী হবার জন্য এথেনীয় জনগণকে আহ্বান জানালেন। জনতা সাধারণতঃ যে রূপ করে থাকে ঠিক তদ্রূপ আচরণই করতে লাগল। যতই ক্লিওন অভিযানের সিদ্ধান্ত থেকে পেছিয়ে আসতে চাইলেন, তিনি ইতিপূর্বে যা বলেছেন তা প্রত্যাহার করে নিতে চাইলেন, ততই তারা নিকিয়াসকে দায়িত্বভার ছেড়ে দিতে উৎসাহিত করতে লাগল এবং ক্লিওনকে রওনা হবার জন্য চীৎকার করে প্ররোচিত করতে লাগল। অবশেষে নিজের কথার জাল থেকে নিজেই বের হতে না পেরে ক্লিওন যাত্রা করতে সম্মত হলেন এবং অগ্রসর হয়ে বললেন যে, স্পার্টীয়গণকে তিনি ভয় পান না, বরং নগর থেকে কাউকেই সঙ্গে না নিয়েই তিনি যাবেন: শুধু অন্যস্থান থেকে সংগৃহীত ৪০০ জন তীরন্দাজ, এথেন্সে যে সকল লেমোনীয় ও ইম্ব্রীয় আছে তাদের ও ঈলাস থেকে আগত অস্ত্রক্ষেপণকারিগণকেই তিনি সঙ্গে নেবেন। এদের ও পাইলসের সৈন্যগণের মিলিত শক্তি নিয়ে তিনি কুড়ি দিনের মধ্যে হয় স্পার্টীয়গণকে এথেন্সে জীবিত অবস্থায় এনে উপস্থিত করবেন, নতুবা ঘটনাস্থলেই তাদের হত্যা করবেন। ক্লিওনের নির্বুদ্ধিতায় এথেনীয়গণ না হেসে থাকতে পারল না, কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দেখল যে, কোনো না কোনোরূপে লাভের আশা তাদেরই। হয় ক্লিওনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে (তাই অধিক প্রত্যাশিত), নতুবা স্পার্টীয়গণকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে।

অতঃপর গণসভায় সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল এবং এথেনীয়গণের ভোটের দ্বারা অভিযানের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হয়ে ক্লিওন পাইলসের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ ডেমোস্থিনিসকে সহযোগী মনোনীত করলেন এবং অভিযানের নিমিত্ত প্রস্তুতি জোরদার করলেন। ডেমোস্থিনিসকে সহযোগী মনোনীত করবার কারণ এই যে, ক্লিওন শুনেছিলেন, ডেমোস্থিনিস ইতিমধ্যেই দ্বীপে অবতরণের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেখানে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে সৈন্যগণের যথেষ্ট দুর্ভোগ তো হচ্ছিলই উপরন্তু অবরোধকারিগণের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তারা নিজেরাই যেন অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়তে চলেছিল। তাই যুদ্ধের মাধ্যমে তার একটা কিছু বিহিত করে নিতে তারা আগ্রহী হয়ে উঠল। দ্বীপে আগুন দেখতে পেয়ে ডেমোস্থিনিস নিজেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি শঙ্কিত ছিলেন, কারণ দ্বীপটিতে কখনও বসতি স্থাপিত হয়নি বলে ইহা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং এখানে পথ বলে কিছু ছিল না; তাঁর মনে হয়েছিল যে, এতে শত্রুর সুবিধা হবে, কারণ অদৃশ্য

স্থান থেকে শত্রু আক্রমণ করলে তাঁর বাহিনীই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে-বাহিনী যতই বড় হোক। শত্রুসৈন্যের শক্তি বা দুর্বলতা কতদূর তাও তিনি পরিমাপ করতে পারবেন না, কারণ তারা জঙ্গলের অন্তরালে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে তাঁর সেনাদলের প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতিই দৃষ্টিগোচর হবে এবং শত্রু যে কোনো দিক থেকে তাঁর বাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে: আক্রমণ করবার সুবিধা সব সময় তাদেরই থাকবে। যদি তিনি তাদের জঙ্গলের মধ্যেই যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন তবে দেশটির সঙ্গে অপরিচিত বৃহৎ বাহিনী অপেক্ষা পরিচিত ক্ষুদ্র বাহিনীরই সুবিধা বেশী হবে। তাঁর নিজের বাহিনী যত বৃহৎই হোক কিছু উপলব্ধি করবার আগেই তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কারণ দেখতে পাবার অসুবিধার জন্য একদল অপর দলকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারবে না। প্রধানতঃ ঈটোলিয়ার বিপর্যয়ের ভিত্তিতে এই সব হিসাব তিনি করেছিলেন। ঈটোলিয়ার বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল অরণ্য। ইতিমধ্যে, কিছু সৈন্য স্থানাভাববশতঃ দ্বীপের একটি প্রান্তে অবতরণ করে খাদ্যগ্রহণে বাধ্য হয়েছিল (পাহারাদার দল অবশ্য পর্যবেক্ষণ করছিল যাতে হঠাৎ আক্রমণ না ঘটে)। এমন সময় জনৈক সৈনিক হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে বনে আগুন লাগিয়ে ফেলে। শীঘ্রই খুব জোরে হাওয়া বইতে লাগল এবং দেখতে দেখতে আগুন প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। এইবার ডেমোস্থিনিস সর্বপ্রথম স্পার্টীয়গণের সংখ্যা দেখতে গেলেন: এতদিন তাঁর ধারণা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাহিনীর জন্য রসদ আসে। তিনি ইহাও দেখলেন যে দ্বীপে অবতরণ এখন সহজতর এবং তাই তিনি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে লাগলেন। এথেনীয়গণ তাদের এই অভিযানের সাফল্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিল এবং তজ্জন্য অতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং তিনি নিকটবর্তী অন্যান্য মিত্রগণের থেকে সৈন্য সংগ্রহার্থে লোক পাঠালেন এবং অন্যান্য প্রস্তুতির কাজও পূর্ণোদ্যমে চালাতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে প্রার্থিত সৈন্যদল নিয়ে ক্লিওন এসে পৌঁছালেন; তাঁর আগমন সম্পর্কে আগেই তিনি সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। উভয়দলকে মিলিত করে দুই সেনাধ্যক্ষ প্রথমে মূল ভূ-খণ্ডস্থ স্পার্টীয় শিবিরে এক দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন যে যদি তারা চূড়ান্ত কিছু এড়াতে চায় তবে যেন তারা দ্বীপের স্পার্টীয়গণকে অস্ত্রসহ এথেনীয়গণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেয়। তাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে যে, যতদিন পর্যন্ত একটি সাধারণ চুক্তি সম্পাদিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত স্পার্টীয়গণ দণ্ডাদেশ ভোগ করবে না। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল।

সেনাধ্যক্ষগণ তারপর আরও একদিন অপেক্ষা করলেন। পরদিন সব হপ্‌লাইটকে কয়েকটি জাহাজে তুলে রাত্রিযোগে যাত্রা করলেন এবং ভোর হবার আগেই সর্বসমেত প্রায় ৮০০ জন দ্বীপের দুইধারে অবতরণ করল-- কেউ সমুদ্রের দিকে, কেউ বন্দরের দিকে। তারপর তারা দ্রুত দ্বীপের প্রথম ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হল। শত্রুসৈন্য এইভাবে বিন্যস্ত ছিল—প্রথম ঘাঁটিতে ছিল ৩০ জন হপ্‌লাইট; মধ্যভাগেও সর্বাপেক্ষা সমতল অঞ্চলে, যেখানে জল ছিল, সেখানে এপিটেডাসের নেতৃত্বে সৈন্যদলের প্রধান অংশটি ছিল এবং ছোট একদল সৈন্য পাইলসের দিকে দ্বীপের শেষ প্রান্তে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত ছিল। এই শেষোক্ত দিকটি সমুদ্রের ধারে খুব খাড়া ছিল এবং স্থলের দিক থেকে স্থানটির উপর আক্রমণ চালান শক্ত ছিল। সেখানে একটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, দুর্গটি পাথরের এবং পাথরগুলি খুব মসৃণভাবে বিন্যস্ত নয়। তারা ভাবে, যদি তারা পশ্চাদপসারণে বাধ্য হয়, তবে দুর্গটি তাদের কাজে লাগতে পারে।

এথেনীয়গণ স্পার্টীয়গণের প্রথম ঘাঁটিটি আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ সৈন্য-গণকে হত্যা করল; সৈন্যগণ তখন সদ্য শয্যাত্যাগ করে অস্ত্রধারণ করেছিল। এথেনীয়গণের অবতরণ তাদের কাছে সম্পূর্ণ আকস্মিক বোধ হয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে, রাত্রির জন্য তারা যথারীতি ঘাঁটি অভিমুখে যাচ্ছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশিষ্ট এথেনীয় সৈন্যদলও অবতরণ করল। তাদের মধ্যে ছিল ৭০টিরও বেশী জাহাজের সশস্ত্র নাবিক (নিম্নতম শ্রেণীর দাঁড়ীরা ব্যতীত), ৮০০ তীরন্দাজ, সমসংখ্যক ঢালধারী সৈন্য, অতিরিক্ত মেসেনীয় সৈন্যগণ এবং পাইলসে কর্তব্যরত সৈন্যদল (দুর্গে পাহারারত সৈন্যগণ ছাড়া)। ডেমোস্থিনিসের নির্দেশে এই সব সৈন্যগণ ন্যূনাধিক ২০০ জনের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। শত্রুসৈন্যকে অচল করে ফেলবার জন্য এই দলগুলি দ্বীপটির সর্বোচ্চ অংশগুলি অধিকার করে রইল। তার ফলে শত্রুগণ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল এবং তাদের আর প্রতিআক্রমণের সুযোগ রইল না, বরং তারাই চতুর্দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হল। যদি তারা সামনে আক্রমণ করে, তবে পিছন থেকে আক্রমণ হবে; যদি তারা একপাশে আক্রমণ চালায় তবে অন্যপাশ থেকে তাদের উপর আক্রমণ হবে। অর্থাৎ যেখানেই তারা যাবে, তাদের পিছনে শত্রু থাকবে। হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈনিকগণ হল সর্বাপেক্ষা দুর্দমনীয়। কারণ দূর থেকে তীর, বর্শা, পাথর প্রভৃতি নিক্ষেপ করতে তারা ছিল দুর্ধর্ষ, তাদের নিকটবর্তী হওয়াই ছিল প্রায় অসম্ভব; কারণ তারা অত্যন্ত দ্রুতগামী, পশ্চাদ্ধাবণকারী পিছন ফিরলেই এরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই সকল ধারণা করেই ডেমোস্থিনিস অবতরণ করেছিলেন এবং যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা হল।

ইতিমধ্যে এপিটেডাসের নেতৃত্বে মূলবাহিনীটি যখন দেখল যে তাদের প্রথম ঘাঁটিটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং একটি বাহিনী তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে তখন তারা নিজেদের ঘনসন্নিবিষ্ট করে সম্মুখের এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। তাদের সম্মুখে রইল হপ্‌লাইট, পাশে ও পিছনে রইল হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈন্য। কিন্তু তারা উন্নততর নৈপুণ্য দ্বারাও কোনক্রমেই লাভবান হতে পারল না, যুদ্ধও করতে পারল না। হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈন্যগণ ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা দুই দিক থেকে তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যদিও যেখানেই দৌড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বা নিকটবর্তী হওয়া গিয়েছে, সেখানেই তারা হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, কিন্তু শত্রুগণ হাল্‌কা অস্ত্রবাহী ছিল বলে পশ্চাদপসারণ কালেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এতাবৎ জনহীন দ্বীপের কঠিন ও বন্ধুর জমির উপর দিয়ে তারা সহজেই দৌড়িয়ে পালাতে সক্ষম হচ্ছিল, কিন্তু ভারী অস্ত্র নিয়ে স্পার্টীয়গণ বেশী দূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেনি।

এইরূপ ছোটখাটো সংঘর্ষ বেশ কিছুক্ষণ চলল, কিন্তু স্পার্টীয়গণ যে সকল স্থানে আক্রান্ত হচ্ছিল সেখানে আর আগের মত তীব্রতার সঙ্গে শত্রুকে প্রতিহত করতে পারছিল না। শত্রুগণের প্রতি তাদের আক্রমণের এই মন্থরতা দেখে হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈন্যগণের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। তারা দেখল যে, স্পার্টীয়গণের তুলনায় তাদের সৈন্য সংখ্যা বহুগুণ বেশী এবং ক্রমশঃ তারা একথা বুঝল যে, স্পার্টীয়গণকে যত ভীতিকর মনে হয়েছিল আসলে তারা ততটা ভীতিকর নয়। স্পার্টীয়গণকে আক্রমণ করতে হবে ভেবে তারা দাসসুলভ আশঙ্কা নিয়ে দ্বীপে অবতরণ করেছিল। তখন স্পার্টীয়গণকে যত বিপজ্জনক মনে হয়েছিল, তাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা তত সাংঘাতিক নয়। তাদের ভয় এখন অবজ্ঞায় পরিণত হল এবং সকলে মিলে প্রচণ্ড চীৎকার করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও পাথর, বর্শা, তীর যা হাতের কাছে পেল, তাই ছুঁড়তে লাগল। স্পার্টীয়গণ এই ধরণের যুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত ছিল না এবং আক্রমণের সঙ্গে চীৎকার শুনে তারা ভীত হয়ে পড়ল। সদ্যোদগ্ধ জঙ্গল থেকে প্রচণ্ড ধূলো উড়ছিল এবং এই ধূলোর আবরণের মধ্য থেকে এতজন আক্রমণকারীর নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্শাসমূহকে কেউই দেখতে পাচ্ছিল না। স্পার্টীয়গণের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। তাদের শিরস্ত্রাণ তীর প্রতিরোধ করতে পারছিল না। আহত ব্যক্তির বর্মে বর্শা ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছিল। অথচ সামনে কিছুই দেখতে না পাওয়ায় তারা প্রতিআক্রমণ করতে পারছিল না। শত্রুগণের চীৎকারে সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশও তারা শুনতে পাচ্ছিল না। বিপদ চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলেছিল, অথচ আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার কোন পথের আশাই রইল না।

যে সংকীর্ণ স্থানটিতে তারা যুদ্ধ করছিল সেখানে তাদের স্ব-পক্ষীয় বহু সৈন্য আহত হল। অতঃপর তারা ঘনসন্নিবদ্ধভাবে দ্বীপের প্রান্তস্থিত দুর্গটির দিকে যাত্রা করল ; যেখানে তাদের সহযোগিগণ দুর্গটি রক্ষা করছিল এবং দুর্গটিও অদূরেই ছিল। তাদের পশ্চাদপসারণ করতে দেখে হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈন্যগণ আরও উৎসাহিত হয়ে এবং আর প্রচণ্ড চীৎকার করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেসব স্পার্টীয়গণকে তারা মধ্যপথে ধরতে পারল তারা নিহত হল। কিন্তু অধিকাংশ স্পার্টীয়গণই দুর্গের আশ্রয়ে ফিরে গেল এবং সেখানকার সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্গের সমগ্র পরিধি জুড়ে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে রইল, যাতে যেখানেই সম্ভব সেখানেই শত্রুকে প্রতিহত করা যায়। পশ্চাদ্ধাবন করে এথেনীয়গণ তাদের ঘিরে ফেলতে অসমর্থ হল এবং সোজাসুজি আক্রমণ করে দুর্গটি অধিকার করতে চেষ্টা করল। দীর্ঘক্ষণ ধরে, বস্তুত প্রায় সমস্ত দিন ধরে উভয়পক্ষই সম্পূর্ণ ক্লেশ সহ্য করেও দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান রইল, তৃষ্ণায় ও সূর্যকিরণে ক্লান্ত হয়েও যুদ্ধ করতে লাগল। এথেনীয়গণ স্পার্টীয়গণকে উচ্চস্থান থেকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করতে লাগল, স্পার্টীয়গণ অধিকৃত স্থান দখলে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আত্মরক্ষা করা এখন স্পার্টীয়গণের পক্ষে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধানজক ছিল, কারণ তাদের পার্শ্বভাগ পরিবেষ্টিত হবার আর কোন আশঙ্কা ছিল না।

বোধ হচ্ছিল যেন যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে। এমন সময় মেসেনীয় অধিনায়ক ক্লিওন ও ডেমোস্থিনিসের কাছে গিয়ে বললেন যে, বর্তমান যুদ্ধে কেবলই পণ্ডশ্রম হচ্ছে, কিন্তু যদি তাকে কিছু তীরন্দাজ ও লঘুঅস্ত্রবাহী সৈন্য দেওয়া হয় তবে তিনি একটি রাস্তা খুঁজে শত্রুর পিছনে যাতে পারবেন এবং বিশ্বাস, সেই আক্রমণ ফলপ্রসূ হবে। তাঁর প্রার্থনা পূরণ করা হল এবং স্পার্টীয়গণ যাতে দেখতে না পায় এমন স্থান থেকে তাঁরা যাত্রা করলেন। স্থানটি প্রকৃতিগতভাবে এরূপ সুরক্ষিত যে স্পার্টীয়গণ এখানে কোন পাহারা রাখেনি। চরম কষ্ট স্বীকার করে তিনি স্পার্টীয়গণের দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের পিছনে উচ্চস্থানে গিয়ে উঠলেন। এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে স্পার্টীয়গণ যত আতঙ্কিত হল, এথেনীয়গণ খুশী হল তদপেক্ষা বেশী। স্পার্টীয়গণ এখন উভয়দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হল। বৃহৎ জিনিসের সঙ্গে ক্ষুদ্র জিনিসের তুলনার মত শুনলেও বলা যায় যে স্পার্টীয়গণের অবস্থা থার্মোপাইলির ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে পারসিকগণ স্পার্টীয়গণকে পিছন থেকে আক্রমণ করে ধ্বংস করেছিল। এখন সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয়দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে স্পার্টীয়গণের প্রতিরোধ ভেঙ্গে

পড়ল। খাদ্যের অভাবে ও শত্রুর আক্রমণে জর্জরিত হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করতে লাগল।

ইতিমধ্যেই প্রবেশপথগুলি এথেনীয়গণের করায়ত্ত হয়েছিল। ক্লিওন ও ডেমোস্থিনিস দেখলেন যে স্পার্টীয়গণ যদি আর একটু পশ্চাদপসারণ করে তা হলে তারা তাঁদের বাহিনী দ্বারা ধ্বংস হবে। সেইজন্য তাঁরা যুদ্ধ স্থগিত রেখে সৈন্যগণের রাশ টেনে ধরলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, স্পার্টীয়গণকে জীবিত অবস্থায় এথেন্সে নিয়েযাবেন এবং সন্ধির প্রস্তাব শুনে তাদের অনমনীয়তা শিথিল হবে : বর্তমান চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে অস্ত্রসহ তাদের আত্মসমর্পণই প্রত্যাশিত। সুতরাং স্পার্টীয়গণ যদি আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের সম্পর্কে বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই মর্মে এক ঘোষণা জারী করা হল।

এই প্রস্তাব শুনে অধিকাংশ স্পার্টীয় ঢাল নামিয়ে হাত নেড়ে জানাল যে তারা তা গ্রহণ করেছে। অতএব যুদ্ধের অবসান হল এবং স্পার্টীয় সেনাধ্যক্ষ স্টাইন এবং ক্লিওন ও ডেমোস্থিনিসের মধ্যে আলোচনা চলল। পূর্ববর্তী সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে এপিটেডাস নিহত হয়েছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে হিপ্পাগ্রেটাসের দেহে যদিও তখনও প্রাণ ছিল তবু তিনি মৃতদের মধ্যেই মৃতবৎ শায়িত ছিলেন এবং ঊর্ধ্বতন সেনাধ্যক্ষগণের অবর্তমানে স্পার্টীয় নীতি অনুসারে দায়িত্বভার পড়েছিল স্টাইফনের উপর। স্টাইফন ও তাঁর সহযোগিগণ বললেন যে, তাঁদের কি করা উচিত এ বিষয়ে নির্দেশ পাবার জন্য তাঁরা মূল ভূখণ্ডে স্পার্টীয়গণের কাছে দূত প্রেরণ করতে চান। এথেনীয়গণ কাউকেই সেখানে যেতে দিতে সম্মত হল না বরং সেখান থেকেই দূত আহ্বান করল। ২-৩ বার প্রশ্নটির এপার ওপার আদান-প্রদান হবার পর মূল ভূখণ্ডের স্পার্টীয়গণের মধ্যে থেকে যে স্পার্টীয় দূত দ্বীপে এল তার সঙ্গে এই বার্তা ছিল, "যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা অমর্যাদাকর কিছু না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন।" নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার পর স্পার্টীয়গণ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করল। সেইদিন ও সেই রাত্রি এথেনীয়গণ তাদের পাহারায় রেখে পর দিন দ্বীপে একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল এবং বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনগণের পাহারায় বন্দীদের ভাগ করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। মূল ভূখণ্ডের স্পার্টীয়গণ দ্বীপে দূত পাঠিয়ে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল। স্পার্টীয়পক্ষে নিহত ও ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল এইরূপ—মোট ৪৪০ জন হপ্লাইট দ্বীপে এসেছিল, এদের মধ্যে ২৯২ জন জীবিত অবস্থায় এথেন্সে নীত হয়, অবশিষ্টগণ নিহত হয়।

বন্দিগণের মধ্যে প্রায় ১২০ জন ছিল স্পার্টাবাসী। এথেনীয় পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ ছিল সামান্য, কারণ উভয় পক্ষে সম্মুখযুদ্ধ বলে কিছু হয়নি।

নৌ-যুদ্ধ থেকে দ্বীপে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ পর্যন্ত অবরোধে মোট সময় লেগেছিল ৭২ দিন। সন্ধির প্রস্তাব সহ প্রেরিত প্রতিনিধিগণের অনুপস্থিতিকালে, প্রায় ২০ দিন স্পার্টীয়গণের বরাদ্দ খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, আর অবশিষ্ট সময়ে তাদের খাদ্য এসেছিল চোরাই পথে। শস্য ও অন্যান্য রসদও দ্বীপে পাওয়া গিয়েছিল, কারণ সেনাধ্যক্ষ এপিটেডাস্ সৈন্যগণকে বরাদ্দের অর্ধেক রসদ দিতেন। এথেনীয়গণ ও পেলোপনেসীয়গণ উভয়েই পাইলস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিল। ক্লিওনের প্রতিশ্রুতি যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে মনে হোক তা কাজে পরিণত হল; তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ২০ দিনের মধ্যে স্পার্টীয়গণকে জীবিত অবস্থায় এথেন্সে নিয়ে এলেন।

যুদ্ধের অন্য সকল ঘটনার চাইতে এই ঘটনাই হেলেনীয়গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। এইরকম ধারণা প্রচলিত ছিল যে স্পার্টীয়গণ বরং শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করবে, তবু ক্ষুধা অথবা অন্য কোন কারণে আত্মসমর্পণ করবে না। যারা নিহত হয়েছে তাদের দলের লোকই যে আত্মসমর্পণ করেছে তা যেন অবিশ্বাস্য বলে বোধ হচ্ছিল। এমন কি দ্বীপ থেকে আনীত বন্দিগণের একজনকে জনৈক এথেনীয় মিত্র অপমানজনকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, যারা নিহত হয়েছে তারা কি মর্যাদাসম্পন্ন লোক? উত্তরে লোকটি বলেছিল তীরগুলি যদি অন্যান্যদের মধ্য থেকে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে আলাদা করে বেছে নিতে পারত তবে খুবই ভাল হত। এই মন্তব্যের দ্বারা এই বলতে চাওয়া হয়েছিল যে যার গায়ে পাথর ও তীর আঘাত করেছে সেই নিহত হয়েছে।

বন্দিগণকে এথেন্সে আনা হলে এথেনীয়গণ স্থির করল, সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারারুদ্ধ করে রাখা হবে। তার আগে যদি পেলোপনেসীয়গণ এটিকা আক্রমণ করে তবে বন্দিগণকে বাইরে এনে হত্যা করা হবে। ইতিমধ্যে পাইলসের প্রতিরক্ষাও উপেক্ষিত হয়নি; নপাকটাস থেকে মেসেনীয়গণ তাদের পূর্বতন আবাসভূমির অন্তর্গত পাইলসে সেরা একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এই সৈন্যদল ল্যাকোনিয়াতে আক্রমণ চালাতে লাগল এবং উভয়ের ভাষা একই হওয়াতে এই আক্রমণ যথেষ্ট ধ্বংসাত্মক হয়েছিল। এই ধরণের গেরিলা যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা স্পার্টীয়গণের ছিল না এবং হেলটগণকে পালাতে দেখে স্বদেশেও এই বিদ্রোহ ছড়াতে পারে আশঙ্কায় স্পার্টীয়গণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এথেনীয়গণের কাছে এই মনোভাব গোপন করতে চাইলেও পাইলস

ও বন্দীদের ফিরে পাবার জন্য এথেন্সে দূত পাঠাতে লাগল। কিন্তু এথেনীয়গণ আরও লাভের আশায় ছিল, সুতরাং যদিও স্পার্টীয়গণ বারবার দূত পাঠাচ্ছিল, প্রতিবারই তারা শূন্য হাতে ফিরে এল। এটিই পাইলসের ঘটনাবলীর বিবরণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ:—যুদ্ধের সপ্তম ও অষ্টম বর্ষ—করসাইরীয় বিপ্লবের সমাপ্তি —জেলার সন্ধি—নিসিয়া অধিকার।

সেই গ্রীষ্মেই, উপরি-উক্ত ঘটনাবলীর অব্যবহিত পরে, এথেনীয়গণ করিন্থীয় অঞ্চলে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই বাহিনীতে ছিল ৮০টি জাহাজ, ২০০০ এথেনীয় হপ্‌লাইট এবং অশ্ববাহী জাহাজে ২০০ জন অশ্বারোহী। তা ছাড়া মিত্রগণের মধ্যে থেকে মাইলেসীয়, এনড্রীয় ও ক্যারিস্টীয়গণও ছিল। নিসেরেটাসের পুত্র নিকিয়াস ছিলেন অধিনায়ক। সঙ্গে রইলেন দুজন সহযোগী। এই বাহিনী যাত্রা শুরু করল এবং প্রত্যূষে চেরসোনীয়া ও রেইটাসের মধ্যবর্তী স্থানে সোলিজীয় পাহাড়ের নীচে দেশটির উপকূলে অবতরণ করল। অতীতের ডোরীয়গণ এই পাহাড়ের উপর বসতিস্থাপন করে করিন্থের ঈয়োলীয় অধিবাসিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল। এখন সেখানে সোলিজিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। নৌ-বহরটি উপকূলের যেখানে এসে উপস্থিত হল, সেখান থেকে গ্রামটির দূরত্ব ১½ মাইল, করিন্থের দূরত্ব ৭ মাইল এবং যোজকের সোয়া দু'মাইল। এথেনীয় বাহিনীর আগমনের সংবাদ করিন্থীয়গণ আগেই আরগস্ থেকে পেয়েছিল এবং অনেক আগে থেকেই সমগ্র বাহিনী নিয়ে যোজকে উপস্থিত হয়। শুধুমাত্র যারা যোজক ছাড়িয়েছিল তারা এবং যে ৫০০ জন অ্যামব্রেসীয়া ও লিউকেডীয়ার রক্ষা কাজে নিযুক্ত ছিল তারা এই সেনাবাহিনীতে ছিল না। করিন্থীয়গণ এই সমগ্র বাহিনী নিয়ে এথেনীয়গণের অবতরণের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। কিন্তু এথেনীয়গণ অন্ধকারের মধ্যে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এসে উপস্থিত হল। আলো দেখে করন্থীয়গণ বিষয়টি বুঝতে পেরে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হয়ে এল এবং যদি এথেনীয়গণ ক্রেমিয়নের বিরুদ্ধে যাত্রা করে সেই আশঙ্কায় সেনক্রিয়িতে অর্ধেক সৈন্য রেখে গেল।

যুদ্ধে উপস্থিত দুজন সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে একজন ব্যাট্রাস একদল সৈন্য নিয়ে অরক্ষিত সোলিজিয়া গ্রামটি রক্ষার উদ্দেশ্যে গেলেন। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্য রয়ে গেলেন লাইকোফ্রন্। করিন্থীয়গণ প্রথমে এথেনীয়গণের দক্ষিণসারি আক্রমণ করল। তখন এথেনীয়গণ সদ্য অবতরণ করেছে। অতঃপর অবশিষ্ট সৈন্যগণও আক্রান্ত হল, সমস্তক্ষণ ধরে প্রচন্ড হাতাহাতি যুদ্ধ হল। এথেনীয়গণের দক্ষিণ সারিতে ক্যারিস্টীয়গণও ছিল, তারা সারির সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থান করছিল। এই দক্ষিণ সারিটি করিন্থীয়গণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং সবিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা আক্রমণকারিগণকে হটিয়ে দিল। করিন্থীয়গণ তখন তাদের পিছনের উচ্চ জমির প্রাচীরে পশ্চাদ-

পসরণ করে এথেনীয়গণের উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগল এবং বিজয়গীতি গাইতে গাইতে পুনরায় অগ্রসর হয়ে এল। এথেনীয়গণ আক্রমণের সম্মুখীন হলে পুনরায় সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হল। এমন সময় আরও কয়েকটি করিন্থীয় সেনাদল এসে করিন্থীয় বামসারির সঙ্গে মিলিত হল এবং এই মিলিত সেনাদল এথেনীয় দক্ষিণ সারিকে ছত্রভঙ্গ করে সমুদ্র পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গেল। আবার এথেনীয়গণ ও ক্যারিষ্টীয়গণ জাহাজ থেকে যুদ্ধ করে তাদের পিছু হটিয়ে দিল। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষের অবশিষ্ট সেনাদলগুলি প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করছিল। বিশেষ করে করিন্থীয় দক্ষিণ সারি, যেখানে লাইকোফ্রন এথেনীয় বামসারির আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল। কারণ করিন্থীয়গণের মনে হয়েছিল যে এথেনীয়গণ হয়তো সোলিজিয়া গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করবে।

সুতরাং দীর্ঘক্ষণ ধরে উভয় পক্ষই স্ব-স্থানে দণ্ডায়মান থেকে যুদ্ধ করে চলল, কেউই পিছু হটল না। এথেনীয়গণকে সাহায্য করছিল তাদের অশ্বারোহিদল, অথচ করিন্থীয়গণের এই সুবিধা ছিল না। অবশেষে এথেনীয়-গণ করিন্থীয়গণকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। শেষোক্তগণ পাহাড়ে পশ্চাদপসরণ করল এবং সেখানেই অবস্থান করতে লাগল, নীচে নেমে এল না। ছত্রভঙ্গ হবার সময় তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং সেনাধ্যক্ষ লাইকোফ্রন ছিলেন নিহতদের একজন। অবশিষ্ট সৈন্যদলও ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাতে শুরু করেছিল। তাদের বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পশ্চাদ্ধাবন করা হয়নি, সুতরাং তারা উচ্চস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হল। এথেনীয়গণ যখন দেখল যে, শত্রুগণ আর আক্রমণ করছে না, তখন তারা স্ব-পক্ষীয় মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে এবং শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহগুলি অস্ত্রহীন করে তখনই একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল। এদিকে এথেনীয়গণ যাতে ক্রোমিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য করিন্থীয় বাহিনীর যে অংশটি সেনক্রিয়িতে নিযুক্ত ছিল তারা ওয়েনিয়ন পাহাড়ের অন্তরালের ফলে যুদ্ধটি দেখতে না পেলেও ধুলো উড়তে দেখে ঘটনাটি অনুমান করল এবং তৎক্ষণাৎ সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়ে এল। করিন্থ নগরের প্রবীণ ব্যক্তিগণও পরিস্থিতি উপলব্ধি করে অগ্রসর হলেন। এইসব বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে আসতে দেখে এথেনীয়গণ মনে করল যে নিকটবর্তী পেলোপনেসীয় রাষ্ট্র-গুলি থেকে সৈন্য সাহায্য আসছে। সুতরাং তারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য ও স্ব-পক্ষীয় মৃতদেহগুলিকে নিয়ে জাহাজে ফিরে গেল, শুধু দুটি মৃতদেহ রইল, যে দুটি তারা খুঁজে পায়নি। জাহাজে উঠে তারা বিপরীত-দিকের দ্বীপগুলিতে গেল এবং সেখান থেকে দূত পাঠিয়ে একটি চুক্তির মাধ্যমে ফেলে আসা মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে নিল। যুদ্ধে ২১২ জন

করিন্থীয় নিহত হয়েছিল। নিহত এথেনীয়গণের সংখ্যা ছিল ৫০ জনেরও কম। অতঃপর এথেনীয়গণ সেই দ্বীপ থেকে যাত্রা করে সেই দিনই করিন্থ নগরের ১৩ মাইল দূরবর্তী করিন্থীয় অঞ্চলভুক্ত ক্রোমিয়নে গিয়ে নোঙর করে সেখানে ধ্বংসকার্য চালাল এবং রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করল। পরদিন তারা উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে এপিডরাস অঞ্চলে গিয়ে অবতরণ করল। অতঃপর এপিডরাস ও ট্রিজেনের মধ্যবর্তী মেথানাতে গেল এবং যোজকটির উপর দিয়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে উপদ্বীপের যোজকটিকে সুরক্ষিত করে ফেলল। তারা এখানে একদল সৈন্য রেখে গেল ; পরে এখান থেকে ট্রিজেন, হেলিয়ী এবং এপিডরাসে প্রায়ই আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালান হয়েছিল। এখানে প্রাচীর নির্মাণ শেষ করে এথেনীয় নৌবহর স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করল।

যখন উপরিউক্ত ঘটনাগুলি ঘটছিল তখন ইউরিমিডন ও সোফোক্লিস সিসিলির উদ্দেশ্যে এথেনীয় নৌবহর নয়ে পাইলস থেকে রওনা হয়ে করসাইরা পৌছালেন এবং নগরবাসিগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইস্টেন পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত দলটির বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। শেষোক্ত দলটির কথা আমি আগেই বলেছি। বিপ্লবের পর তারা নগর ছেড়ে গিয়েছিল এবং পল্লী-অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করে নগরের অধিবাসিগণের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। এথেনীয়গণ তাদের দুর্গটি আক্রমণ করে দখল করে নিল। দুর্গরক্ষিগণ একটি উচ্চস্থানে পালিয়ে গেল এবং সেখান থেকে তারা আত্মসমর্পণ করল। আত্মসমর্পণের শর্তগুলি ছিল এই যে, ভাড়াটে সাহায্যকারী সৈন্যগণকে তারা সমর্পণ করবে, নিজেরা আত্মসমর্পণ করবে এবং এথেন্সের জনগণের প্রদত্ত রায় মান্য করবে। সেনাধ্যক্ষগণ চুক্তি অনুসারে তাদের প্টাইকিয়া দ্বীপে নিয়ে এলেন। যতদিন তারা এথেন্সে প্রেরিত না হচ্ছে ততদিন তারা এখানে বন্দী হিসাবে থাকবে এবং কেউ যদি পলায়ন করবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে তবে এই সন্ধি সকলের ক্ষেত্রেই নাকচ বলে পরিগণিত হবে। বন্দিগণ এথেন্সে নীত হলে সেখানে মৃত্যুদণ্ড নাও পেতে পারে এরূপ চিন্তা করে করসাইরীয় গণতান্ত্রিক দলের নেতাগণ নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করলেন। কিছু বন্দীর সঙ্গে বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্পর্ক আছে এরূপ কয়েকজনকে গোপনে দ্বীপে প্রেরণ করা হল। তারা বন্দিগণকে একটি নৌকা প্রদান করে বলবে যে, যদি তারা প্রাণ বাঁচাতে চায় তবে যথাশীঘ্র পালিয়ে যাওয়াই তাদের পক্ষে নিরাপদ, কারণ এথেনীয়গণ তাদের করসাইরীয়গণের হাতে সমর্পণ করতে যাচ্ছে।

এই প্ররোচনা সফল হল এবং ব্যবস্থামত প্রদত্ত নৌকাটিতে যাত্রা শুরু করবার সময় তারা ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি বাতিল হয়ে গেল এবং সমস্ত বন্দিগণকে করসাইরীয়গণের হাতে তুলে দেওয়া হল। ব্যাপারটির

অনুরূপ পরিণতির মূলে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণের যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। তাঁদের সিসিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে এবং অন্য কেউ বন্দিগণকে এথেন্সে নিয়ে গিয়ে কৃতিত্ব দেখাক ইহা স্পষ্টতঃই তাঁরা চাননি। তাঁদের এই মনোভাবের ফলেই চক্রান্তকারিগণ আরো সাহসী হয়ে উঠেছিল এবং যুক্তির দ্বারা বন্দিগণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। বন্দিগণকে হাতে পেয়ে প্রথমে করসাই-রীয়গণ তাদের একটি বড় বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখল। তারপর তাদের কুড়িজনের এক একটি দলকে দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হপ্‌লাইটগণের মধ্যের সরু পথ দিয়ে পরস্পর বদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হল। হপলাইটগণের মধ্যে কারো ব্যক্তিগত শত্রু এই দলে থাকলেই সে প্রহৃত ও ছুরিকাহত হচ্ছিল। আবার বন্দিগণের মধ্যে যারা খুব ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল, তাদের তাড়া দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেত হাতে কিছু লোক যাচ্ছিল।

এইরূপ ৬০ জনকে নিয়ে যাওয়া হল এবং হত্যা করা হল। কিন্তু গৃহরুদ্ধ অন্য বন্দিগণ তার কিছুই বুঝতে পারল না ; তারা ভাবল যে, ঐ বন্দিগণকে এক কারাগৃহ থেকে অন্য কারাগৃহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে কোনো এক ব্যক্তির কাছে প্রকৃত ঘটনা শুনে তারা চীৎকার করে এথেনীয়গণের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল যে, হত্যা করবার ইচ্ছা থাকলে তারা নিজেরাই যেন তা করে। তারা কারাগার থেকে বের হতে অস্বীকৃত হল, এবং বলল যে, কেউ যাতে এর মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে তজ্জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। দ্বারপথে বলপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করবার ইচ্ছা করসাইরীগণেরও ছিল না। তারা বাড়িটির উপর উঠে ছাদ ভেঙে ফেলল এবং উপর থেকে টালি ও তীর ছুঁড়তে লাগল। বন্দিগণ সাধ্যমত নিজেদের রক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগল। তার পর হয় শত্রুনিক্ষিপ্ত তীর গলায় বিঁধিয়ে বা বিছানার দড়ি অথবা জামাকাপড় ছিঁড়ে তাই গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করল ; ছাদ থেকে শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রের আঘাতেও অনেকে নিহত হন। এইভাবে অধিকাংশ বন্দিই সম্ভাব্য সর্ব উপায়ে মৃত্যুবরণ করতে লাগল। রাত্রি এসে উপস্থিত হল, তবু এই ভয়ংকর কাণ্ড চলতে লাগল। প্রভাতে করসাইরীয়গণ মৃতদেহ-গুলি রাশীকৃত করে গাড়ি ভর্তি করে নগরের বাইরে নিয়ে গেল। দুর্গে যেসব স্ত্রীলোক ধৃত হয়েছিল তারা সকলেই ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রীত হল। এইরূপে পর্বতের দলটি জনগণের হাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিল। অতএব, ভয়ংকর আতিশয্যের পর এই অন্তর্দলীয় সংগ্রামের অবসান হল—অন্ততঃ যুদ্ধকালীন সময়ের বিচারে ; কারণ দুদলের মধ্যে একটি দলের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ তাদের মূল গন্তব্যস্থান সিসিলি অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে তারা তাদের মিত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ চালাল।

গ্রীষ্মের শেষে নপাক্‌টাসের এথেনীয়গণ একার্নানীয়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এনাকটোরিয়ামের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। অ্যাম্ব্রেসীয় উপসাগরের প্রবেশ-পথে অবস্থিত অ্যানকটোরীয়াম হল একটি করিন্থীয় নগর। বিশ্বাসঘাকতা-পূর্বক নগরটি তারা দখল করে নিল এবং একার্নানীয়গণ একার্নানিয়ার সকল স্থান থেকে ঔপনিবেশিক সংগ্রহ করে স্থানটি অধিকার করে ফেলল।

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়েছে। মিত্রগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে জাহাজগুলি প্রেরিত হয়েছিল তাদের অন্যতম অধিনায়ক অ্যারিস্‌টাইডিস শীতের প্রারম্ভে স্ট্রাইমন নদীর ধারে আইওনে আরটাফারনেস নামক জনৈক পারসিককে বন্দী করলেন; তিনি পারসিক রাজার কাছ থেকে স্পার্টা যাচ্ছিলেন তাঁকে এথেন্সে নিয়ে যাওয়া হল এবং তাঁর সঙ্গে যে লিখিত বার্তা ছিল তা আসিরীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করে পাঠ করা হল। তাতে অন্যান্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ ছিল। কিন্তু স্পার্টীয়গণের পক্ষে মূল বিষয়টি হল এই যে স্পার্টীয়গণ কি চায় রাজা তা বুঝতে পারছেন না; কারণ তাঁর কাছে যে সব দূত এসেছে তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছে। সুতরাং তারা কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করতে চাইলে এই পারসিকের সঙ্গে যেন কয়েকজন দূত পাঠায়। তার পর এথেনীয়গণ আরটাফারনেসকে একটি জাহাজ করে এফেসুসে পাঠাল এবং কয়েকজন দূতও সঙ্গে পাঠাল। সেখানে তারা শুনল যে জারকসেসের পুত্র আরটাজারকসেসের মৃত্যু হয়েছে (প্রায় এই মেয়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন)। তারা স্বদেশে ফিরে এল।

সেই বছর শীতে এথেন্সের চাপে পড়ে চিওস তাঁর নবনির্মিত প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলল। এথেনীয়গণের সন্দেহ হয়েছিল যে তারা বিদ্রোহ করবার মতলবে আছে। চিওস অবশ্য তার আগে এথেনীয়গণের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করল যে তারা তাঁর প্রতি এখন যেরকম আচরণ করছে তার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এইরূপে শীতকালের সঙ্গে সঙ্গে থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধেরও সপ্তম বর্ষ শেষ হল।

পর বৎসর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কৃষ্ণপক্ষে সূর্যগ্রহণ দেখা দিল এবং সেই মাসের প্রথমদিকেই ভূমিকম্প হল। ইতিমধ্যে মিটিলেনীয়গণ ও অবশিষ্ট লেস্‌বসের নির্বাসিত দলটির অধিকাংশই মূল ভূখণ্ড থেকে যাত্রা করে রিটিয়াম দখল করল। তারা পেলোপন্নিস থেকে ভাড়াটে সৈন্যগণকেও সঙ্গে এনেছিল; তাদের অন্য সৈন্যগণ ছিল স্থানীয়। রিটিয়াম দখল করলেও তারা স্থানটির কোন ক্ষতি না করে ২০০০ ফোকীয় মুদ্রার বিনিময়ে স্থানটি পুনরায় ফিরিয়ে দিল। তারপর তারা এণ্টানড্রাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্বক স্থানটি দখল করে নিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পূর্বের

মিটিলিনির অধিকারভুক্ত ও বর্তমানে এথেন্সের অধীনস্থ এণ্টানড্রাস ও অন্যান্য এক্টীয় নগরকে মুক্ত করা। একবার সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে ইহার নৈকট্যহেতু কাঠের প্রাচুর্যের জন্য জাহাজ নির্মাণের সর্বপ্রকার সুবিধা পাওয়া যাবে, কারণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সেখানে সহজলভ্য। এতদ্ব্যতীত এখানে ঘাঁটি নির্মাণ করে অদূরবর্তী লেসবসে ধ্বংসকার্যও চালান যাবে এবং মূল ভূখণ্ডস্থিত ঈওলিও নগরগুলিকে দখলে আনা যাবে। এইসবই ছিল তাদের পরিকল্পনা।

এই গ্রীষ্মে এথেনীয়গণ ৬০টি জাহাজ, ২000 হপ্‌লাইট, কিছু অশ্বারোহী এবং মিত্ররাষ্ট্র মিলেটাস ও অন্যান্য স্থানের কিছু সৈন্য নিয়ে সাইথেরার বিরুদ্ধে যাত্রা করল। নিকিয়াস, নিকোস্ট্রেটাস এবং অটোক্লিস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক সাইথেরা হচ্ছে ম্যালিয়ার বিপরীতদিকে অবস্থিত ল্যাকোনিয়ার অদূরবর্তী একটি দ্বীপ। দ্বীপটির জনগণ পেরিওকি শ্রেণীর স্পার্টীয়। সাইথেরার ন্যায়াধীন বলে কথিত একজন কর্মচারী প্রতিবছর স্পার্টা থেকে সেখানে প্রেরিত হতেন ; নিয়মিতভাবে একদল হপ্‌লাইট রক্ষি-বাহিনীও সেখানে পাঠান হত। বস্তুতঃ স্পার্টীয়গণ দ্বীপটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিল, কারণ ইহা ইজিপ্ট ও লিবিয়ার বাণিজ্যতরীর একটি অবতরণস্থল ছিল এবং সমুদ্রপথে ল্যাকোনিয়া আক্রমণের পক্ষে জলদস্যুদের ক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি বিরাট বাধা; সমগ্র উপকূলটি সিসিলীয় ও ক্রীটীয় সমুদ্র থেকে সহসা উদ্গত হয়েছে বলে ল্যাকোনিয়া আক্রমণ সর্বাপেক্ষা সহজ ছিল।

সৈন্যবাহিনী সমতে এথেনীয়গণ এখানে অবতরণ করতে এসে ১০টি জাহাজ ও ২000 মাইলেসীয় হপ্‌লাইট নিয়ে সমুদ্রোপরি স্ক্যাণ্ডিয়া নগরটি দখল করল। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তারা ম্যালিয়ার সম্মুখবর্তী অঞ্চলে অবতরণ করে নিম্ন সাইথেরা নগর অভিমুখে অগ্রসর হল। সেখানকার অধিবাসিগণও প্রস্তুত হয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সাইথেরাবাসিগণ বেশ দৃঢ়তা অবলম্বন করল, কিন্তু তার পরেই তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে উত্তর সাইথেরাতে পলায়ন করল, এবং অবশেষে নিকিয়াস ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। চুক্তি হল, শুধু জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেলে তারা নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে এথেনীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। এর আগে থেকেই কয়েকজন সাইথেরাবাসী ও নিকিয়াসের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল এবং সেই জন্যই আত্মসমর্পণ এত দ্রুত সম্পন্ন হল এবং সেইজন্যই তখনকার মত ও ভবিষ্যতের দিক থেকেও এই সন্ধির শর্ত সাইথেরাবাসিগণের পক্ষে এরূপ

সুবিধাজনক হয়েছিল। নতুবা সাইথেরার সমগ্র জনগণই দ্বীপ থেকে বহিষ্কৃত হত, যেহেতু জাতিতে তারা স্পার্টীয় এবং দ্বীপটি ল্যাকোনায়ার এত কাছে অবস্থিত। এর পর এথেনীয়গণ বন্দরের কাছে স্ক্যাণ্ডিয়া নগরটি অধিকার করে সাইথেরাতে একদল সৈন্য মোতায়েন করল। অতঃপর তারা এসাইন, হেলুস এবং উপকূলবর্তী অধিকাংশ স্থানে গেল, এবং সুবিধামত উপকূলে অবতরণ করে রাত্রিবাস করল এইরূপে ঐ অঞ্চলে তারা প্রায় ৭ দিন ধরে ধ্বংসকার্য চালাল।

এথেনীয়গণকে সাইথেরাতে আধিপত্য স্থাপন করতে দেখে এবং নিজেদের উপকূলেও এইরূপ অবতরণ-আশঙ্কা করে স্পার্টীয়গণ কোথাও তাদের সৈন্যদ্বারা বাধা দিল না, বরং তারা দেশের বিভিন্নস্থানে রক্ষিবাহিনী মোতায়েন করল। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুমান করে হপ্‌লাইটের সংখ্যা নির্ধারিত হল; তাদের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ছিল আত্মরক্ষামূলক। অপ্রত্যাশিত ভাবে স্ফ্যাকটেরিয়ার বিপর্যয়ে এবং পাইলস ও সাইথেরা শত্রুহস্তে চলে যাওয়াতে এবং চতুর্দিকে যে যুদ্ধের ছায়া দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসছিল তার প্রতিরোধের অভাবে স্পার্টীয়গণ সর্বদা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ভয়ে শঙ্কিত ছিল। সুতরাং তারা একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। তারা ৪০০ অশ্বারোহী ও তীরন্দাজের বাহিনী গঠন করল। কিন্তু সামরিক বিষয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল, কারণ যে সামুদ্রিক যুদ্ধে তারা লিপ্ত হয়েছিল, তার কথা পূর্বে কখনও কল্পনাও করেনি, বিশেষতঃ এথেনীয়গণের সঙ্গে—যাদের সাথে বিরোধের অর্থই সাফল্যের আশা বিসর্জন দেওয়া। এতদ্ব্যতীত একটির পর একটি অভাবনীয় দুর্ভাগ্যের চাপে এবং অল্প দিনের মধ্যে এতগুলি আঘাতের ফলে তারা অত্যন্ত নৈরাশ্য-পীড়িত হয়ে পড়েছিল; তাদের সকল সময়ে ভয় হচ্ছিল যে স্ফ্যাকটেরিয়ার বিপর্যয়ের পরে ও এরূপ ঘটনা আরও ঘটতে পারে। তার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সাহস তাদের আর ছিল না। ভাগ্যদেবীর নিষ্করুণতার অভিজ্ঞতা তাদের নতুন সুতরাং মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল। ভয় হচ্ছিল যে তারা যা কিছু করবে তাতেই চরম প্রমাদ ঘটবে।

সুতরাং এথেনীয়গণ এখন বিনা বাধায় স্পার্টীয় উপকূলে ধ্বংসকার্য চালাবার সুবিধা পেল। কোন রক্ষিবাহিনীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই যদি এথেনীয়গণ অবতরণ করত, তাদের মনে হত বাধা দেবার মত উপযুক্ত সৈন্যসংখ্যা তাদের নাই। তাছাড়া স্পার্টীয়গণের মনোবল ভেঙে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সর্বত্র তা সংক্রমিত হল। কোটির্টা ও এফ্রোডিসিয়ার সন্নিকটে একদল সৈন্য অবশ্য রুখে দাঁড়িয়েছিল (এইরূপ দৃষ্টান্ত এই একটিই) এবং আক্রমণের আঘাতে লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যদলের বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি

করতে পেরেছিল। কিন্তু হপ্‌লাইটগণ আসামাত্র তারা পশ্চাদপসরণ করল; তাদের কিছু সৈন্যও নিহত হল এবং অস্ত্রশস্ত্রও তারা হারাল। এথেনীয়গণ একটা বিজয়স্মারক স্থাপন করে সাইথেরা ফিরে গেল। সাইথেরা থেকে তারা ঘুরে এপিডরাস লিমেরাতে গিয়ে কয়েকটি স্থানে ধ্বংসকার্য চালাল, তারপর সাইনুরীয় অঞ্চলের থাইরীয়াতে গেল; এই স্থানটি আর্গস এবং ল্যাকোনীয় সীমান্তবর্তী। ইহা মূলত স্পার্টীয় অঞ্চল হলেও স্থানটি তারা নির্বাসিত ঈজিনাবাসিগণকে বাস করবার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। ক্রীতদাসগণের বিদ্রোহ ও স্পার্টার ভূমিকম্পের সময় এরা স্পার্টীয়গণকে যে সাহায্য করেছিল এটা তারই প্রতিদান। তাছাড়া এরা এথেন্সের প্রজা হলেও সকল সময়ই স্পার্টার পক্ষে ছিল।

এথেনীয়গণ পৌঁছবার পূর্বেই ঈজিনাবাসিগণ উপকূলে নির্মীয়মান দুর্গটি পরিত্যাগ করে সমুদ্র থেকে প্রায় মাইলখানেকের বেশি দূরে নগরের উত্তরাংশে চলে গেল ; সেখানেই তারা বাস করত। যে স্পার্টীয় আঞ্চলিক বাহিনীটি দুর্গ নির্মাণে তাদের সাহায্য করেছিল তারা নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার জন্য ঈজিনাবাসিগণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল যে ভিতরে রুদ্ধ হয়ে থাকা বিপজ্জনক। তারা উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিল এবং নিজেদের শত্রুর সমকক্ষ বলে মনে না হওয়ায় নিষ্ক্রিয় হল। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ অবতরণ করেই সমগ্র বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হল এবং থাইরীয়া দখল করল। তারা নগরটিতে আগুন ধরিয়ে দিল ও ভিতরে যা কিছু ছিল লুণ্ঠন করল। যে সকল ঈজিনাবাসী যুদ্ধে নিহত হয়নি তাদের এবং প্যাট্রোক্লিসের পুত্র আহত ও বন্দী স্পার্টীয় সেনাধ্যক্ষ ট্যান্টালাসকে তারা সঙ্গে নিয়ে গেল। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কয়েক-জন সাইথেরীয়কেও সরান দরকার মনে করে তাদেরকেও সঙ্গে নেওয়া হল। এদের তারা দ্বীপে রাখবে বলে স্থির করল; অবশিষ্ট সাইথেনীয়গণ স্ব-স্থানেই থাকতে পারবে এবং চার ট্যালেণ্ট কর দেবে। এথেনীয় এবং ঈজিনা-বাসিগণের মধ্যে চিরকালের জাতি-বৈরিতার জন্য ধৃত ঈজিনাবাসিগণ সকলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে বলে স্থির হল এবং ট্যান্টালাসকে অপর স্পার্টীয় বন্দিগণের সাথে রাখা হল।

সেই বছরই গ্রীষ্মে সিসিলিতে ক্যামারিনা জেলার মধ্যে প্রথম এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরে একটি সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য সমস্ত সিসিলীয় নগরের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন জেলাতে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন প্রতিনিধি নানা অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং যে সব ক্ষেত্রে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন সে সব

ক্ষেত্রে বিভিন্ন দাবী উত্থাপিত হল। অবশেষে সভার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি—হার্মোক্রেটিস নামে জনৈক সাইরাকিউজবাসী বললেনঃ

"সিসিলীয়গণ, আমি যে এখানে বলতে উঠেছি তার কারণ এই নয় যে আমার নগর সিসিলির মধ্যে নগণ্যতম অথবা যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু সমগ্র সিসিলির মধ্যে যে নীতি সর্বোৎকৃষ্ট বলে আমার মনে হয় সে বিষয়ে প্রকাশ্যতঃ আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। যুদ্ধ যে চরম বিভীষিকা সে বিষয়ে সবাই এত অবহিত যে তা নিয়ে অধিক কিছু বলা ক্লান্তিকর মাত্র। অজ্ঞতাবশতঃ কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয় না কিংবা যুদ্ধে লাভবান হওয়া যাবে এই আশায় যে লিপ্ত হয় তাকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করা যায় না। প্রথমোক্ত দলের নিকট বিপদের তুলনায় লাভের পরিমাণ বেশী মনে হয়, শেষোক্ত দল সমূহ ক্ষতি স্বীকারের বদলে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এই পথে কাজে অবতীর্ণ হতে যদি দুই পক্ষই ভুল সময় নির্বাচন করে, তবে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব অকার্যকর হয় না এবং আমাদের যদি দেখবার চোখ থাকে তবে দেখব বর্তমান মুহূর্তে ঠিক এই জিনিসটি আমাদের প্রয়োজন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা নিজস্ব বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য প্রথামে যুদ্ধে গিয়েছিলাম এবং সেই একই স্বার্থের নিমিত্ত এখনও আমরা সন্ধি করতে গিয়ে বিতর্ক করছি। যা আমাদের প্রাপ্য বলে প্রত্যেকেই মনে করছি তা না পাওয়ায় আলোচনা ভেঙেগ গেলে আবার আমরা যুদ্ধে যাবো। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমাদের বুঝতে হবে যে বর্তমান সভায় শুধুমাত্র আমাদের পৃথক স্বার্থই বিপন্ন নয়, এখানে আমরা সিসিলি রক্ষা করবার সময় পাব কিনা এই প্রশ্নটিই সর্বাপেক্ষা জরুরী—কারণ এথেনীয়-গণের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামনে সিসিলির সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন এবং সেই এথেনীয়-গণের কথা স্মরণ করে শান্তির জন্য আমি যে যুক্তি দেখাচ্ছি তার চাইতেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য যুক্তি আমাদের খুঁজে দেখা উচিত। হেলাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র আমাদের সমুদ্রাঞ্চলে তাদের কয়েকটি জাহাজ নিয়ে অবস্থান করছে; লক্ষ্য করছে আমরা কি ভুল করি এবং বৈধ মিত্রতার আড়ালে আমাদের মধ্যেকার বিবাদের মীমাংসা এমনভাবে করবার ফিকিরে আছে যাতে তাদেরই সুবিধা হয়। এখন যদি আমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে সেই এথেনীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করি, যারা আমন্ত্রিত না হয়েও এই যুদ্ধে যোগদান করতে ব্যগ্র, আমরা যদি নিজেদের শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে দুর্বল করে তাদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের পথ সুগম করি তবে সম্ভাব্য পরিণতি হবে এই যে আমাদের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত দেখে তারা একদিন বৃহৎ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চেষ্টা করবে।

"যদি আমরা বুদ্ধিমান হই তবে আমরা এমনভাবে মিত্রদের আহ্বান করব ও বিপদের ঝুঁকি নেব যেন তাতে আমাদেরই বিভিন্ন দেশ নব নব অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারা লাভবান হতে পারে এবং যা ইতিমধ্যেই আছে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ কলহের ফলেই নগরগুলির পতন হয়। যদি আমরা, সিসিলির অধিবাসীরা, সাধারণ শত্রুকে উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ নিয়েই মত্ত থাকি তবে সিসিলির ভাগ্যেও তাই ঘটবে। এই সত্য উপলব্ধি করে আমাদের নগরের সাথে নগরের, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বিবাদের মিটমাটের মাধ্যমে সমগ্র সিসিলিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। এটা যেন কেউ মনে না করেন যে ডোরীয়গণই এথেন্সের শত্রু এবং আইওনীয়গণের রক্তের সাযুজ্য নিমিত্ত চালসিডীয়গণ নিরাপদ।

"দু'টি জাতির একটির প্রতি ঘৃণাবশতই যে এথেনীয় আক্রমণটি হচ্ছে তা নয়, এথেনীয়গণ যা চাইছে তা সিসিলির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু—এবং আমাদের সকলের সম্পত্তি। তাদের চালসিডীয়গণের আমন্ত্রণ গ্রহণের দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয়েছে—যে মিত্র কোনদিনই কোন সাহায্য দেয়নি, তাদের কাছ থেকে সে এমন সাহায্য পেল যা প্রায় সন্ধির শর্তানুসারেও প্রাপ্য ছিল না। এখন খুব ভালই বুঝতে পারা যাচ্ছে এটাই এথেন্সের আকাঙ্ক্ষা এবং এই নীতি সে কার্য্যকরও করবে। যারা শাসন করতে ইচ্ছুক তাদের আমি তত দোষ দিই না যত দোষ তাদের যারা আত্মসমর্পণ করতে সদাপ্রস্তুত। উৎপীড়কের বিরোধিতা করা যেমন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি, তেমনি বাধা না পেলে শাসন করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এইসব দেখেও যদি সতর্কতা অবলম্বন না করি এবং আমাদের সকলের সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই যে প্রাথমিক কর্তব্য সে বিষয়ে মনস্থির না করে যদি এই সভায় এসে থাকি তবে ভুল হবে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের দ্রুততম পথ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা, কারণ এথেনীয়গণ তাদের দেশের ঘাঁটি থেকে আমাদের আক্রমণ করছে না, আক্রমণ করছে এখানকার সেই সব দেশ হতে যারা তাদের ডেকে এনেছে। অজস্র যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের অনৈক্যের অবসান হবে এবং অসৎ অভিপ্রায়ের জন্য আপাতমধুর অজুহাত নিয়ে যে অতিথি এসেছে সে কোন সাফল্য অর্জন না করেই মানে মানে সরে পড়বে।"

"এথেনীয়গণের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে দেখতে গেলে একটা বিচক্ষণ নীতির মধ্যে এই সব গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু তাছাড়া একটা কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, শান্তির চাইতে

বৃহৎ আশীর্বাদ আর নেই। তবে কেন আমরা নিজেদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করব না? আপনারা কি মনে করেন না, যে সকল সুবিধা আপনারা ভোগ করছেন বা যে সকল অভিযোগ আপনাদের রয়েছে যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মাধ্যমে সেগুলো বজায় থাকবে বা প্রতিবিহিত হবে? শান্তির সময় যে সম্মান ও গৌরব অর্জিত হয় তা অনেক কম বিপজ্জনক, তাছাড়া শান্তির আরো অনেক সুবিধা আছে যা বর্ণনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। ঠিক তেমন-ই যুদ্ধের দুঃখ কষ্ট বর্ণনাও অল্প কথার কাজ নয়। এই সকল কথা চিন্তা করলে আপনারা আমার পরামর্শকে উপেক্ষা করতে পারবেন না বরং এর মধ্যে আপনারা নিজ নিজ নিরাপত্তা খুঁজে পাবেন। যদি কেউ অধিকার বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিজ অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকেন তবে এই আকস্মিক প্রস্তাবে তিনি যেন খুব বেশী হতাশ না হন। তাকে বুঝতে হবে যে তার পূর্বেও অনেকে অন্যায়-কারীকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করেছেন এবং শত্রুকে শাস্তিদানে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের এমনকি বাঁচাতেও পারেননি। আবার অনেকে কিছু লাভের আশায় শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নতুন কিছু তো লাভ করতে পারেন-ইনি বরং যা ছিল তাও হারিয়েছেন। অনিষ্ট হলে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা যে সফল হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই আবার আত্মবিশ্বাস থাকলেই শক্তি প্রয়োগ সাফল্য আনে না। ভবিষ্যৎ-এর অনিশ্চিত প্রভাবই সর্বাধিক এবং ভবিষ্যৎ ছলনাময়ও বটে, কিন্তু প্রতারণা আছে বলেই এদিকে বেশী নজর দিতে হবে কারণ এই প্রতারণা সবাইকে সমানভাবে আক্রমণ করে। সুতরাং আমরা পরস্পরকে আক্রমণ করতে যেন একটু চিন্তা করি।

"এখন আমাদের ভীত হবার দু'টি কারণ আছে—অজ্ঞাত ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ভয় এবং এথেনীয়গণের উপস্থিতিজনিত সমূহ ভীতি। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কোন কর্মসূচী থাকলে এবং তা কার্যকর করতে কোন ব্যর্থতা দেখা গেলে আমরা যেন এই দুই বাধাকেই সেই ব্যর্থতার যথেষ্ট কারণ বলে মনে করি। আসুন, আমরা অনধিকার প্রবেশকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করি। যদি চিরস্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠা একান্তই অসম্ভব হয়, তবে যেন অন্ততঃ দীর্ঘকালের জন্য কার্যকর একটি চুক্তি করি এবং ঘরোয়া কলহকে কিছু দিনের জন্য ভুলে থাকি। এক কথায় আমাদের বুঝতে হবে যে আমার পরামর্শ অনুসরণ করলে আমরা নিজেদের নগরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব, নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারব এবং ভাল ও মন্দ উভয়ের উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারব। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আমরা অপরের অধীন হয়ে পড়ব, ফলে

অপমানের প্রতিরোধ তো করতে পারবই না, পরন্তু সম্ভবতঃ ভীষণতম শত্রুর মিত্র হব এবং স্বাভাবিক বন্ধুগণের শত্রু হয়ে উঠব।"

"যদিও আমি নিজে একটি শক্তিশালী নগরের প্রতিনিধি হিসাবে আত্মরক্ষামূলক নীতির তুলনায় আক্রমণাত্মক নীতির কথা ভাবতে বেশী সক্ষম তবুও এইসব বিপদের প্রশ্ন আগে থেকে অনুমান করে আমি কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য নিজেকে ধ্বংস করতে আমি রাজি নই; অন্ধ শত্রুতাবশতঃ আমি একথা ভাবি না যে নিজের পরিকল্পনার উপর আমার যেরূপ কর্তৃত্ব আছে ভাগ্যের উপরও ঠিক সেইরূপ আছে। যুক্তির কাছে আমি সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি। আপনাদের নিকটও আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা স্বেচ্ছায় আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন, শত্রুর দ্বারা বাধ্য হয়ে পরে যেন একই কাজ করতে না হয়। একে অপরের কাছে ত্যাগস্বীকারে, একজন ডোরীয়র কাছে ডোরীয়র, ভ্রাতৃবর্গের কাছে চালসিডীয়গণের ত্যাগস্বীকারে লজ্জার কিছুই নেই; সর্বোপরি আমরা প্রতিবেশী, আমরা সকলে একই দেশে বাস করি, একই সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একই সিসিলীয় নামে আমরা পরিচিত। সম্ভবতঃ সময় এলে আমরা ভবিষ্যতে যুদ্ধ করব এবং পুনরায় আলোচনা-সভার দ্বারা শান্তি স্থাপন করব। কিন্তু আমরা যদি বিচক্ষণ হই তবে বিদেশী আক্রমণকারী যেন আমাদের সর্বদা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দেখে, কারণ একজনের ক্ষতিতে সকলেরই বিপদ; এবং ভবিষ্যতে আমরা কখনই বাইরে থেকে মিত্র কিংবা সালিশ ডেকে আনব না। এই পথ অনুসরণ করলে এখনই সিসিলি দুই ভাবে উপকৃত হবে, এথেনীয়গণের হাত থেকে অব্যহতি ও গৃহযুদ্ধের অবসান এবং ভবিষ্যতে যেমন স্বাধীনভাবে স্বদেশে বাস করতে পারব বৈদেশিক বিপদের সম্ভাবনাও তেমনই কম থাকবে।"

হার্মোক্রেটিসের ভাষণ সমাপ্ত হল। সিসিলীয়গণ তাঁর পরামর্শ শুনে যুদ্ধ শেষ করবার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি মিটমাট করল—প্রত্যেকেরই যা ছিল তা বজায় রইল—সাইরাকিউজকে দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থমূল্যের বিনিময়ে ক্যামারিনাবাসিগণ মর্গানটিনা লাভ করল এবং এথেন্সের মিত্ররা সেনাধ্যক্ষকে ডেকে বলল যে তারা সন্ধি করতে যাচ্ছে এবং এথেনীয়গণও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হবেন। সেনাধ্যক্ষরা সম্মত হলে সন্ধি হল এবং এথেনীয় নৌবহর পরে সিসিলি ত্যাগ করল। তারা এথেন্সে পৌঁছলে এথেনীয়গণ পিথোডোরাস ও সফোক্লিসকে নির্বাসিত করল এবং ইউরিমিডনকে জরিমানা করল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—যখন তাঁরা সিসিলিকে পদানত করতে পারতেন তখন তাঁরা উৎকোচ গ্রহণ করে চলে

এসেছেন। তৎকালীন সৌভাগ্যে এথেনীয়গণের মাথা এমনভাবে ঘুরে গিয়েছিল যে, কখনও প্রতিহত হবে এটা তারা ভাবতেই পারেনি বরং ভাবত যে সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য সকল কিছু তারা পর্যাপ্ত অথবা অপর্যাপ্ত সর্ববিধ উপায়েই লাভ করতে সক্ষম। সর্বক্ষেত্রে তাদের অসাধারণ সাফল্যের ফলেই ইহা ঘটেছিল যে জন্য তারা শক্তি ও আশার মধ্যে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছিল।

এথেনীয়গণ পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রতি বছর দু'-দু'বার মেগারা আক্রমণ করত। এতদ্ব্যতীত একটি অন্তর্বিদ্রোহের পর পেজীতে নির্বাসিত কিছু সংখ্যক মেগারীয়ও অনবরত আক্রমণ করে মেগারীয়গণকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। সেই গ্রীষ্মেই এই দুই আক্রমণের চাপে মেগারীয়গণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল নির্বাসিতদের ফিরিয়ে এনে অন্ততঃ একটি বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কিনা। এই আলোচনা দেখে নির্বাসিতদের বন্ধুরা আরো প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য দাবী জানাতে লাগল; গণতান্ত্রিকদের নেতারা দেখলেন যে দুঃখ-কষ্টের চাপে পড়ে তাঁদের সমর্থকদের একনিষ্ঠতা তো শিথিল হয়েছে, সুতরাং তাঁরা এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ হিপ্পোক্রেটিস (এ্যারিফ্রনের পুত্র) ও ডেমোস্থিনিসের (আলসিসথোনিসের পুত্র) সাহসে শঙ্কিত হয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন এবং নগরটিকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করতে কৃতসংকল্প হলেন, কারণ, নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা এই পথ বরং তাঁদের পক্ষে কম বিপজ্জনক হবে। অতএব স্থির হল যে পেলোপনেসীয়গণ যাতে নিসিয়া থেকে এসে বাধাপ্রদান করতে না পারে সেজন্য এথেনীয়গণ প্রথমে নগর থেকে নিসিয়া বন্দর পর্যন্ত প্রায় এক মাইল বিস্তৃত দীর্ঘ প্রাচীর অধিকার করবে। মেগারার আনুগত্য বজায় রাখবার জন্য নিসিয়া বন্দরটি পেলোপনেসীয় রক্ষিবাহিনীর হাতে ছিল। তারপর এথেনীয়গণ উত্তর মেগারার উপর হাত দেবে এবং উহা সম্ভবতঃ অধিক বিব্রত না করেই আত্মসমর্পণ করবে।

কি বলতে হবে, এবং কি করতে হবে এ বিষয়ে উভয়পক্ষই স্থির করে ফেলবার পর এথেনীয়গণ রাত্রিযোগে হিপ্পোক্রেটিসের নেতৃত্বে ছয়শত হপ্লাইট নিয়ে মেগারার অদূরবর্তী দ্বীপ মিনোয়াতে গিয়ে উপস্থিত হল এবং নিকটবর্তী প্রস্তরখনিতে ঘাঁটি স্থাপন করল, প্রাচীর নির্মাণ করবার জন্য এই খনির প্রস্তর ব্যবহৃত হত। অপর সেনাধ্যক্ষ ডেমোস্থিনিস প্লেটিয়ার হাল্কা অস্ত্রবাহী একদল সৈন্য এবং পেরিপোলির একদল সৈন্য নিয়ে আরো নিকটবর্তী ব্রনিয়ালিয়াস মন্দিরের নিকট ওত পেতে লুকিয়ে রইলেন। যাদের জানবার প্রয়োজন তারা ছাড়া সেই রাত্রে আর কেউ একথা জানতে

পারল না, ভোরের একটু আগে মেগারার বিশ্বাসঘাতকরা কাজ শুরু করে দিল। নগর-দরজা খোলা রাখবার জন্য কিছুদিন আগে থেকেই তারা লুণ্ঠনে বের হবার ভান করে প্রতিরাত্রে একটি ছোট দাঁড়ী-নৌকাকে গাড়ীতে চাপিয়ে পাহারারত সেনাধ্যক্ষের সম্মতিক্রমে খালধার দিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং তারপর নৌকোযাত্রা করে ভোর হবার আগেই নৌকাটি গাড়ীতে চাপিয়ে ফিরে এসে প্রাচীরের অভ্যন্তরে রাখত—তারা বলত যে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মিনোয়ার এথেনীয় অবরোধকে ব্যর্থ করে দেওয়া। কারণ, বন্দরে একটিও নৌকা নেই। নির্দিষ্ট দিনে গাড়ীটি দরজার সামনে উপস্থিত হলে যথারীতি দরজা খুলে দেওয়া হল, এমন সময় ষড়যন্ত্রকারী এথেনীয়-গণ তা দেখতে পেয়ে গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হতে লাগল যাতে পুনরায় দরজা বন্ধ হবার আগেই দরজা খোলা রাখবার জন্য গাড়ীটি সেখানে থাকতে থাকতেই তারা সেখানে পৌঁছতে পারে। ঠিক সেই সময় তাদের মেগারীয় সহযোগীরা দরজার প্রহরীদের হত্যা করতে লাগল। প্রথমে ডেমোস্থিনিস তাঁর পেরিপোলি ও প্লেটীয় সৈন্যদের নিয়ে প্রবেশ করলেন (ঠিক যেখানে এখন একটি বিজয়-স্মারক প্রতিষ্ঠিত আছে)। তিনি প্রবেশ করামাত্র প্লেটীয়গণ নিকটবর্তী পেলোপনেসীয়গণকে আক্রমণ করে পরাজিত করল, এই পেলোপনেসীয়গণ বিপদ বুঝে সাহায্য করতে অগ্রসর হচ্ছিল, প্লেটীয়গণ তারপর নগর-দরজা দখল করে এথেনীয় হপ্-লাইটগণের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখল।

অতঃপর এথেনীয়গণ দ্রুত প্রাচীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। প্রথমে সামান্য কিছু পেলোপনেসীয় রক্ষিসৈন্য দৃঢ়তার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করল এবং তাদের কিছু নিহত হল ; কিন্তু অধিকাংশ সৈন্য ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। নৈশ আক্রমণে এবং মেগারীয় বিশ্বাসঘাতকদের তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দেখে পেলোপনেসীয়গণ ভাবল যে সমগ্র মেগারা বুঝি শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছে, এমনকি এথেনীয় ঘোষক নিজের থেকেই চীৎকার করে যে-কোন ইচ্ছুক মেগারীয়কে এথেনীয়গণের সাথে যোগদান করতে আহ্বান করল। এই কথা শুনে পেলোপনেসীয় রক্ষিদল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল এবং নিজেদের এথেনীয় ও মেগারীয় সম্মিলিত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু মনে করে নিসিয়াতে গিয়ে আশ্রয় নিল। প্রভাতের মধ্যেই প্রাচীর অধিকৃত হয়ে গেল এবং নগরের মেগারীয়গণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। এথেনীয়গণের সাথে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তারা বলল যে এখন তাদের উচিত নগর-দরজা খুলে যুদ্ধ করতে বের হয়ে যাওয়া, গণতান্ত্রিক দলের অন্যরাও তাদের সমর্থন করল, কারণ, ষড়যন্ত্রের পিছনে গোপনে তারাও ছিল। এথেনীয়গণের সাথে স্থির করা ছিল যে দরজা খুলে দিলেই

এথেনীয়গণ যখন ভিতরে প্রবেশ করবে তখন এথেনীয় পক্ষীয় মেগারীয়গণ যাতে আহত না হয় সেজন্য তাদের উপর অলিভ তেল ঢেলে তাদের চিহ্নিত করে রাখা হবে। এখন দরজা খুলে দেওয়াই বেশী নিরাপদ—কারণ, পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে এলিউসিস থেকে ৪০০০ এথেনীয় হপ্‌লাইট ও ৬০০ অশ্বারোহী রাত্রিতে যাত্রা করেছে এবং এখন এসে উপস্থিত হয়েছে। ষড়যন্ত্র-কারীরা ইতিমধ্যে তেল লাগিয়ে দরজার ধারে উপযুক্ত স্থানে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় তাদের একজন বিরোধিদলের কাছে সমস্ত প্রকাশ করে ফেলল। তখন বিরোধীরা একসঙ্গে চীৎকার করে বলতে লাগল, দরজার বাইরে যাওয়া চলবে না—বস্তুতঃ আগেও তারা যখন এর চেয়ে শক্তিশালী ছিল তখনও তারা একাজ করতে সাহস করেনি। তা' হত ইচ্ছাপূর্বক নগরকে বিপন্ন করা এবং যদি তাদের কথা না শোনা হয় তবে মেগারার ভিতরেই যুদ্ধ করতে হবে। তারা যে ষড়যন্ত্রটি জানতে পেরেছে তার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে শুধু দৃঢ়তার সাথে বলতে লাগল তাদের পরামর্শই সর্বোৎকৃষ্ট। ইতিমধ্যে নগর-দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তারা কড়া নজর রাখল, ফলে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ বুঝতে পারলেন যে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এবং আক্রমণ করে নগর দখল করা এখন আর সম্ভব নয়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি নিসিয়া অবরোধের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন—উদ্দেশ্য, মেগারীয়গণের জন্য সাহায্য আসবার পূর্বেই যদি নিসিয়া দখল করা যায় তবে মেগারাও শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করবে। লোহা, পাথরের মিস্ত্রী এবং অন্য যা কিছু প্রয়োজন দ্রুত এথেন্স থেকে আনীত হল, যে প্রাচীরটা তারা অধিকার করেছিল সেখান থেকে শুরু হল এবং নিসিয়ার দুধারে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীর নির্মাণ করে স্থানটিকে মেগারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সৈন্যদলের আর একটি অংশের উপর প্রাচীর এবং পরিখার এক একটি অংশ নির্মাণের দায়িত্ব ছিল ; পাথর ও ইঁট আনা হল শহরতলী অঞ্চল থেকে এবং প্রয়োজনমত খুঁটির বেড়া দেবার জন্য ফলের গাছ ও অন্যান্য গাছ কাটা হল, শহরতলির বাড়ী-গুলোও ফোকরবিশিষ্ট প্রাচীর সংযুক্ত হয়ে দুর্গে পরিণত হল। এইভাবে সমস্ত দিন ধরে কাজ হল এবং পরদিন অপরাহ্নের সময় প্রাচীর প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এলে নিসিয়ার রক্ষিবাহিনী রসদের চরম অভাবে (নগর থেকে প্রতিদিনের রসদ আসত) প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দ্রুত পেলোপনেসীয়ান সাহায্য আসবার সম্ভাবনা না দেখে এবং মেগারাকে শত্রু মনে করে এথেনীয়গণের কাছে আত্ম-সমর্পণ করল। শর্ত হল এই—তারা অস্ত্রসমর্পণ করবে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে তাদের প্রত্যেককে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের স্পার্টীয় সেনাধ্যক্ষ ও তাঁর স্বদেশীয়দেরকেও এথেনীয়গণের হাতে ছেড়ে দেওয়া

হবে এবং এথেনীয়গণ তাঁদের সম্পর্কে বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। এই সব শর্তে তারা আত্মসমর্পণ করে বাইরে এল, দীর্ঘ প্রাচীরের যে অংশ নগরের সাথে যুক্ত ছিল তা এথেনীয়গণ ভেঙ্গে ফেলল এবং নিসিয়া দখল করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত হল।

ঠিক সেই সময় টেলিসের পুত্র স্পার্টীয় ব্রাসিডাস সাইকিওন ও করিন্থের নিকবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে থ্রেসের জন্য একদল সৈন্য প্রস্তুত করছিলেন। প্রাচীর অধিকৃত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র নিসিয়ার পেলোপনেসীয়গণের জন্য শঙ্কিত হয়ে ও মেগারার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি বিয়োসীয়দের কাছে নির্দেশ পাঠালেন তারা যেন সত্বর ট্রিপোডিসকাসে এসে তার সাথে মিলিত হয়। ট্রিপোডিসকাস হচ্ছে জেরানিয়া পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত মেগারা অঞ্চলের একটি গ্রাম। তিনি নিজে ২৭০০ করিন্থীয় হপলাইট, ৪০০ ফ্লিয়াসীয়, ৩০০ সাইকিওনীয় এবং তিনি স্বয়ং যে সব সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন তাদের নিয়ে যাত্রা করলেন, আশা ছিল যে নিসিয়া হয়তো এখনও অধিকৃত হয়নি। নিসিয়ার পতনের কথা শুনে (তিনি রাত্রিযোগে ট্রিপোডিয়াস অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন) উৎকৃষ্ট ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করবার আগেই এথেনীয়গণের দৃষ্টি এড়িয়ে মেগাবার দিকে চললেন। এথেনীয়গণ ছিল সমুদ্রের ধারে। তাঁর আপাত লক্ষ্য ছিল নিসিয়া পুনরধিকার করা, অবশ্য সম্ভব হলে তিনি নিশ্চয় তা করবেন, কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেগারার ভেতরে প্রবেশ করে নগরটি নিরাপদ করা ও দখল করা। সুতরাং তাঁর দলকে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবার জন্য তিনি নগরবাসীদের আহ্বান জানালেন এবং বললেন যে নিসিয়া উদ্ধারের আশা আছে।

কিন্তু মেগারার একটা দল ভাবল যে তিনি তাদের বহিষ্কৃত করে নির্বাসিতদের ফিরিয়ে আনতে চান; অপর দল ভাবল ঠিক এই বিপদই আশঙ্কা করে গণতান্ত্রিকরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, ফলে একদিকে নগরভ্যন্তরের দাঙ্গা, অন্যদিকে ওত পেতে থাকা এথেনীয়গণের জন্য নগরটি ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং ব্রাসিডাসকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে তারা অস্বীকৃত হল এবং উভয়পক্ষই চুপচাপ থেকে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করল। তাদের সকলেরই আশা ছিল উদ্ধারকারী সৈন্যদল ও এথেনীয়গণের মধ্যে একটা যুদ্ধ হবে এবং উভয় পক্ষই মনে করল যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বন্ধুস্থানীয় দলটি যুদ্ধে জয়লাভ না করছে ততক্ষণ তার সাথে যোগদান না করাই নিরাপদ।

পরিকল্পনা কার্যকর করতে না পেরে ব্রাসিডাস তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদলের কাছে ফিরে গেলেন। প্রভাতে বিয়োসীয়রা এসে তাঁর সাথে যোগ দিল।

ব্রাসিডাসের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার আগেই তারা মেগারার বিপদকে নিজেদেরই বিপদ মনে করে মেগারার সাহায্যে অগ্রসর হতে কৃতসঙ্কল্প ছিল এবং ইতিমধ্যে তারা পূর্ণশক্তি নিয়ে প্লেটিয়াতে সমবেত হয়েছিল। ব্রাসিডাসের কাছ থেকে দূত এসে পৌঁছালে তাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ ২২০০ হপ্‌লাইট ও ৬০০ অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিল এবং সৈন্য-দলের বৃহত্তর অংশ নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেল। সুতরাং সমবেত সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল ৬০০০ হপ্‌লাইট। এথেনীয় হপ্‌লাইট বাহিনী ছিল নিসিয়া ও সমুদ্রের ধারে। কিন্তু তাদের হালকা অস্ত্রবাহী সৈন্যদের সমতলভূমির উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়োসীয় অশ্বারোহীবাহিনী এই সৈন্যদের আক্রমণ করে সমুদ্র পর্যন্ত হটিয়ে দিল। কোন স্থান থেকে আগে কখনও মেগারাতে সাহায্য আসেনি বলে এই বিয়োসীয় আক্রমণ সম্পূর্ণ অতর্কিত ছিল, এখন এথেনীয় অশ্বারোহী বাহিনী বিয়োসীয় অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হল, যুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল এবং উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করল। বিয়োসীয় অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা ও অন্য কয়েকজন যাঁরা নিসিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই এথেনীয়গণের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন এবং নিহত ব্যক্তিদের অস্ত্রগুলোও তারা গ্রহণ করেছিল। একটা চুক্তির মাধ্যমে এই মৃতদেহগুলো এথেনীয়গণ প্রত্যর্পণ করল এবং একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল। কিন্তু সমগ্র যুদ্ধটিকে এক সঙ্গে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে কোন পক্ষই নিশ্চিত জয়লাভ করতে পারেনি। বিয়োসীয়রা তাদের সৈন্যবাহিনীর কাছে ফিরে গেল এবং এথেনীয়গণ গেল নিসিয়াতে।

অতঃপর ব্রাসিডাস তাঁর বাহিনী নিয়ে মেগারা ও সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলেন এবং একটি সুবিধাজনক স্থানে গিয়ে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর আশা ছিল যে এথেনীয়গণ আক্রমণ করবে এবং তিনি জানতেন কোন পক্ষ জয়লাভ করবে দেখবার জন্য মেগারীয়গণ অপেক্ষা করছে। এই মনোভাব দুইদিক থেকে সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ না করে এবং স্বেচ্ছায় যুদ্ধের ঝুঁকির প্ররোচনা না দিয়ে তারা স্পষ্টতঃ যুদ্ধের জন্য তৎপরতা প্রদর্শন করল, ফলে ঝুঁকি গ্রহণ না করেও সহজেই যুদ্ধের সম্মান ও সফলতা লাভ করতে পারবে; আবার সেই সঙ্গে কার্যকরভাবে মেগারার স্বার্থ ও রক্ষিত হবে। যদি ব্রাসিডাসের বাহিনী আদৌ না আসত তবে মেগারার আর কোন আশাই ছিল না বরং সুনিশ্চিতভাবে তারা পরাজিত বলে গণ্য হত এবং পদানত হত। তাছাড়া এথেনীয়গণ হয়তো তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না, ফলে যুদ্ধ না করেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল তাই। এথেনীয়গণ দীর্ঘ

প্রাচীরের বাইরে সন্নিবিষ্ট ছিল এবং তাদের উপর কোন আক্রমণ না হওয়াতে তারাও নড়াচড়া করল না। তাদের সেনাধ্যক্ষ মনে করেছিলেন সম্ভাব্য লাভের তুলনায় ঝুঁকিটা একটু বেশী হবে। বস্তুত তাদের অধিকাংশ উদ্দেশ্য ইতি-মধ্যেই সিদ্ধ হয়েছে; এখন যুদ্ধ করতে হলে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহিনীর বিরুদ্ধে নামতে হয়। এবং তাতে জয়ী হলেও শুধু মেগারা লাভ করা যাবে অথচ পরাজিত হলে তাদের সেরা হপ্‌লাইট বাহিনীটি ধ্বংস হবে। শত্রুর পক্ষে অবস্থাটি ছিল ভিন্ন, তাদের বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যের সৈন্যদল নিয়ে গঠিত। এবং প্রতিটি দলই সেই রাজ্যের মোট বাহিনীর একটি অংশমাত্র সুতরাং তারা অনেক বেশী বেপরোয়া হতে পারবে। অতএব, উভয় পক্ষই আক্রমণ না করে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল তারপর এথেনীয়গণ চলে গেল নিসিয়াতে এবং পেলোপনেসীয়গণও যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেইখানে ফিরে গেল। এতে মেগারার নির্বাসিতদলের বন্ধুরা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ব্রাসিডাস ও অন্যান্য দেশের সেনাধ্যক্ষদের জন্য নগরদরজা খুলে দিল—ব্রাসিডাসকে তারা বিজয়ী বলে গণ্য করল এবং এথেনীয়গণ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ধরে নিল—এবং তাঁদের নগরাভ্যন্তরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। ঘটনার আকস্মিক গতি পরিবর্তনে এথেনীয়পক্ষীয় মেগারীয়গণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

অতঃপর ব্রসিডাস বিভিন্ন মিত্রদেশীয় সৈন্যদলকে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি নিজে করিন্থে ফিরে গেলেন ও তাঁর মূল লক্ষ্য থ্রেস অভিযানের প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন। এথেনীয়গণও স্বদেশে ফিরে গেল এবং যে সমস্ত মেগারীয় সর্বাপেক্ষা অধিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ গোপনে নগর থেকে সরে পড়ল। অন্যরা নির্বাসিতদের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে পেজীর দলটিকে ফিরিয়ে আনল, শুধু তারা এই শপথ গ্রহণ করল যে অতীত সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা জাগাবে না শুধু নগরের মঙ্গল বিষয়ে পরামর্শ দেবে। যাইহোক তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই হপ্‌লাইট বাহিনীর একটি সমীক্ষা করল এবং বিভিন্ন দলকে পৃথক করে ১০০ জনকে বাছাই করল, তারা হয় ব্যক্তিগত শত্রু না হয় এথেন্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সংযুক্ত। প্রকাশ্যে এদের সম্পর্কে ভোট দিতে বাধ্য করা হল এবং এরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। এর পর নগরে একটি কঠোর 'মুখ্যতন্ত্র' স্থাপিত হল। এবং শাসনতন্ত্রের এই পরিবর্তন যদিও মাত্র অল্প কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ঃ—যুদ্ধের অষ্টম ও নবম বর্ষ। বিয়োসিয়া অভিযান। অ্যাম্ফিপোলিসের পতন। ব্রাসিডাসের চমকপ্রদ সাফল্য।

সেই গ্রীষ্মে মিটিলেনীয়গণ তাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী অ্যান্টাণ্ড্রাসকে সুরক্ষিত করতে অগ্রসর হল। কিন্তু কর আদায়ে বহির্গত এথেনীয় নৌবহরের নায়ক ডেমোডোকাস এবং অ্যারিস্টাইডিস হেলেসপণ্টে যখন এই সংবাদ শুনলেন (তৃতীয় সহযোগী ল্যামাকাস দশটি জাহাজ নিয়ে পণ্টাসে গিয়েছিলেন) তখন তাদের আশঙ্কা হল যে অ্যানাইয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। স্যামীয় নির্বাসিতরা অ্যানাইয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্যামসে উৎপাত করত ও স্যামসের সমস্ত বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের সেখানে আমন্ত্রণ জানাত এবং পেলোপনেসীয় নৌবহরে চালক পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করত। সুতরাং এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ মিত্রদের কাছ থেকে সৈন্যসংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন এবং তাদের বাধা দিতে যারা অ্যান্টাণ্ড্রাস থেকে এসেছিল তাদের পরাজিত করে স্থানটি পুনর্দখল করলেন, তার অল্প পরেই ল্যামাকাস, যিনি পণ্টাসে গিয়েছিলেন, তাঁর জাহাজগুলি হারালেন। তাঁর জাহাজগুলি তখন হেরাক্লিয়া অঞ্চলে ক্যালেক্স নদীতে নোঙর করেছিল, অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়াতে বন্যার ফলে হঠাৎ জলের স্রোতে সেগুলি ভেসে গেল। তিনি নিজে সৈন্য নিয়ে স্থলপথে বথীনীয় থ্রেসীয় অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এসিয়ার দিকে চালসেডনে পৌঁছোলেন। এটি পণ্টাসের মুখে অবস্থিত একটি মেগারীয় উপনিবেশ।

সেই গ্রীষ্মে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ ডেমোস্থিনিস মেগারা থেকে ফেরবার অব্যবহিত পরেই ৪০টি জাহাজ নিয়ে নপাকটাসে উপস্থিত হলেন। বিয়োসিয়ার নগরগুলির কয়েকজন সেখানকার শাসনতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে এথেন্সের মত গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য ডেমোস্থিনিস ও হিপ্পোক্রেটিসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল। থিবসের নির্বাসিত টিওডোরাস ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্যোক্তা, থেসপীয় অঞ্চলের ক্রিসীয় উপসাগরের তীরের বন্দরে সাইফীকে একটি দল বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁদের হাতে তুলে দেবে; চিরোনিয়ার (আগে যাকে মিনীয় ওর্কোমেনাস বলা হত এবং এখন যাকে বিওসীয় ওর্কোমেনাস বলা হয়, চীরোনিয়া এরই অধীনস্থ রাজ্য) একটি দল নগরটিকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করবে। এখানকার নির্বাসিতরা একাজে খুবই উৎসাহী ছিল এবং পেলোপন্নিসে সৈন্য ভাড়া করেছিল। এই ষড়যন্ত্রে কিছু ফোকীয়ও অংশগ্রহণ করেছিল, চীরোনিয়া হল বিয়োসিয়ার সীমান্তবর্তী নগর এবং ফোকিসের ফ্যানোটিসের কাছেই। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ

টানাগ্রা অঞ্চলের ইউরিয়ার সম্মুখবর্তী অ্যাপোলোর পুণ্যস্থান ডিলিয়াম দখল করবে। এই সমস্তই একটি নির্দিষ্ট দিনে একযোগে ঘটবে যাতে বিয়োসীয়গণ স্বদেশেই বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলায় ব্যস্ত থাকবে এবং ডিলিয়ামে এথেনীয়গণকে বাধা দেবার জন্য পূর্ণশক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না। এই উদ্যম সফল হলে এবং ডিলিয়ামকে সুরক্ষিত করা সম্ভব হলে ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তরা স্থির নিশ্চিত হলেন যে বিয়োসীয়াতে যদি তৎক্ষণাৎ কোন বিপ্লব সংঘটিত নাও হয় তবু এই স্থানগুলিকে দখলে রেখে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালিয়ে দেশটিকে বিব্রত করা যাবে এবং তাদের সমর্থকদের এই স্থানগুলিতে আশ্রয় দেওয়া যাবে, তাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। বিদ্রোহীরা এথেন্সের কাছে সমর্থন পেলে ও মুখ্যতান্ত্রিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে কিছুদিন পরে সমগ্র পরিস্থিতিকে তাঁরা ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবেন। পরিকল্পনা ছিল এই রকম। স্বদেশে সংগৃহীত সৈন্য নিয়ে হিপ্পোক্রেটিস উপযুক্ত সময়ে বিয়োসীয়দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিনি ডেমোস্থিনিসকে ৪০টি জাহাজ দিয়ে নপক্টাসে পাঠালেন যেন তিনি সেই অঞ্চলে অ্যাকার্নানীয় ও অন্যান্য মিত্রদের কাছে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে যাত্রা করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে সাইফী লাভ করেন। দুজনে একই সময়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করা হল। ডেমোস্থিনিস পেঁাছে দেখলেন যে, অ্যাকার্নানীয়-গণের সম্মিলিত বাহিনীর চাপে পড়ে ঈনিয়াডিও এথেনীয়গণের সঙ্গে যোগদান করেছে। তিনি নিজে সেই অঞ্চলের সকল মিত্রদের মধ্যে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে স্যালিন্থিয়াস ও অ্যাগ্রীয়দের পদানত করলেন। তারপর তিনি নির্দিষ্ট দিনে সাইফীতে পেঁাছবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে মনোযোগী হলেন।

প্রায় ঠিক একই সময়ে ব্রসিডাস ১৭০০ হপ্‌লাইট নিয়ে থ্রেসীয় অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং ট্রাচিসের হেরাক্লিয়াতে পেঁাছে সৈন্যবাহিনীসহ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ফার্সালাসের বন্ধুদের কাছে বার্তাবাহক পাঠালেন। ফলে অ্যাকিয়ার মেলিটিয়াতে তাঁর কাছে এলেন প্যানীরাস, ডোরাস, হিপ্পোলোকিডাস, টোরিলাউস এবং চালসিডীয় প্রক্সেনাস স্ট্রোফাকাস এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে তিনি যাত্রা শুরু করলেন, সঙ্গে আরও কয়েকজন থেসালীয় যোগ দিলেন, এদের মধ্যে পার্ডিক্কাসের বন্ধু ল্যারিসার নিকোনিডাস ছিলেন। পথপ্রদর্শক ছাড়া থেসালীর মধ্যে দিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না; অনুমতি ব্যতীত হেলাসের সর্বত্রই সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রতিবেশী দেশের মধ্য দিয়ে গেলে সন্দেহের উদ্রেক হত। তা ছাড়া থেসালীয়রা চিরকালই এথেন্সের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। বস্তুত সেখানে চিরপ্রচলিত মুখ্যতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে যদি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকত তবে ব্রাসিডাস কখনই যেতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও এনিপিউস নদীর ধারে তাকে বিরুদ্ধ দলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তারা তাঁর অগ্রগমনে বাধা দিয়ে অভিযোগ করল যে তিনি জাতির অনুমতি না নিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন। তাতে তাঁর পথ-প্রদর্শক উত্তর দিলেন যে থেসালীয়গণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই তাঁরা অগ্রসর হবেন না; ব্রাসিডাস অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ায় বন্ধু হিসাবে তাঁরা সঙ্গে যাচ্ছেন। ব্রাসিডাস নিজে উত্তর দিলেন যে তিনি থেসালী ও তার অধিবাসীদের মিত্র হিসাবে এসেছেন এবং তাঁর সৈন্যদল তাদের এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে এবং এথেনীয়গণের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ চলছে; থেসালী ও স্পার্টার অধিবাসীরা পরস্পরের দেশের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে না এমন কোন বিবাদের কথা তিনি শোনেন নি এবং এখনও তিনি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন না; তিনি শুধু এইটুকু প্রার্থনা করতে পারেন যে তারা যেন তাঁকে যেতে দেয়। এই কথা শুনে তারা চলে গেল এবং তিনি পথ প্রদর্শকদের সঙ্গে পরামর্শ করে না থেমে দ্রুত চলতে লাগলেন যাতে একটি বৃহৎ বাহিনী বাধা দেবার আগেই চলে যেতে পারেন। এইভাবে যেদিন তিনি মেলিটিয়া ত্যাগ করলেন সেইদিনই ফার্সালাস পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং আপিডেনাস নদীর পাশে শিবির স্থাপন করলেন। তারপর ফাসিয়াম গেলেন এবং সেখান থেকে পারঢ়ীবিয়া। এখানে থেসালীয় পথ প্রদর্শকরা চলে গেলেন এবং পারঢ়ীবীয়গণ (এরা থেসালীর প্রজা ছিল) তাঁকে পার্ডিক্কাসের রাজ্যের অন্তর্গত ডিয়ামে নিয়ে গেল। ওলিম্পাস পর্বতের নীচে থেসালীর সম্মুখবর্তী ইহা একটি ম্যাসিডোনীয় নগর।

এইভাবে ব্রাসিডাসকে বাধা দানের জন্য কোন বাহিনী সমবেত হওয়ার আগেই তিনি থেসালী অতিক্রম করে পার্ডিক্কাস ও চালসিডিসের কাছে পৌঁছলেন। এথেনীয়গণের সাফল্যে শঙ্কিত পার্ডিক্কাস ও এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী থ্রেসীয় নগরগুলির আহ্বানেই পেলোপন্নিস থেকে বাহিনী এসেছিল। চালসিডীয়গণ ভেবেছিল যে এথেনীয় অভিযানের প্রথম লক্ষ্য হবে তারাই। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী যে নগরগুলি তখনও বিদ্রোহী হয়নি তারাও গোপনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পার্ডিক্কাসের সঙ্গে এথেনীয়গণের প্রকাশ্য সংগ্রাম না থাকলেও এথেনীয়গণের সঙ্গে তাঁর পুরাতন বিবাদের কথা স্মরণ করে তিনিও শঙ্কিত ছিলেন এবং তিনি বিশেষভাবে লিন্সেসটীয়দের রাজা আঢ়াবিউসকে দমন করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া তখনও স্পার্টীয়গণ সর্বত্র এমন ব্যর্থ হচ্ছিল বলেই পেলোপন্নিস থেকে একটি বাহিনীর সাহায্যলাভ কিছু সহজতর হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে পেলোপন্নিসের

উপর বিশেষত ল্যাকোনিয়ার উপর এথেনীয়গণ যে আক্রমণ চালাচ্ছিল তা ছাড়া মুখ ফেরাবার একমাত্র উপায় পাল্টা আক্রমণ করা এবং তাদের মিত্রদের সৈন্য সাহায্য পাঠান, বিশেষতঃ এই মিত্ররাই যখন বিদ্রোহ করবার জন্য সাহায্য চাচ্ছে এবং তারাই এর ব্যয়ভার বহন করবে। স্পার্টীয়গণও বেশ কিছু ক্রীতদাসকে এই সুযোগে দেশের বাইরে পাঠাবার সম্ভাবনায় খুব খুশী হল, কারণ, তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল যে বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ পাইলস অধিকারের পর হেলটরা বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত হতে পারে। বস্তুতঃ ক্রীতদাসদের এক গুঁয়েমি ও সংখ্যাধিক্যকে স্পার্টীয়রা এত ভয় পেত যে তারা নিম্ন লিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে ছিল—চিরকালই নিরাপত্তার উপর ভিত্তি করে হেলট সংক্রান্ত স্পার্টীয় নীতি গঠিত হয়ে আসছে। যে সমস্ত হেলট শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তারা যাতে স্বাধীনতা পেতে পারে সেইজন্য স্পার্টীয়গণ একটি ঘোষণা জারি করে হেলটদের নিজেদের মধ্যে থেকে তাদের বাছাই করে দিতে আহ্বান জানাল। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল হেলটগণকে পরীক্ষা করা, কারণ মনে হয়েছিল যে, যে সব হেলট্ সর্বাপেক্ষা সাহসী তাদেরই বিদ্রোহ করবার সম্ভাবনা সর্বাধিক এবং তারাই প্রথম স্বাধীনতা দাবী করবে। এইভাবে ২০০০ হেলট্ বাছাই করা হল এবং তারা নবলব্ধ স্বাধীনতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করতে মাথায় মুকুট পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কিন্তু স্পার্টীয়গণ শীঘ্রই তাদের হত্যা করল, কি ভাবে তাদের হত্যা করা হল তা কেউই কখনও জানতে পারেনি। সুতরাং স্পার্টীয়গণ তখন আনন্দের সঙ্গে ৭০০ জন হেলট্‌কে হপ্‌লাইট হিসাবে ব্রাসিডাসের সঙ্গে পাঠাল; তাঁর সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশ ছিল ভাড়াটে এবং পেলোপন্নিস থেকে সংগৃহীত।

কিন্তু স্পার্টীয়গণ যে ব্রাসিডাসকে পাঠিয়েছিল তার প্রধান কারণ তিনি নিজেই যেতে আগ্রহী ছিলেন, যদিও চালসিডীয়গণও তাঁকে পেতে চেয়েছিল, যেহেতু ব্রাসিডাস এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বদেশেই সর্বক্ষেত্রে প্রচণ্ড কর্ম-তৎপরতা প্রদর্শন করে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী কর্মধারার দ্বারা বিদেশেও তিনি স্বদেশ সেবার অমূল্য অবদান রেখে গিয়েছেন। তদুপরি বর্তমান ক্ষেত্রে নগরগুলির প্রতি তাঁর ন্যায্য ও নমনীয় আচরণের ফলেই প্রধানত তারা অধিকাংশ এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এবং অন্যগুলিকেও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক স্ব-পক্ষে আনা সম্ভব হয়েছিল। ফলে স্পার্টীয়গণ যখন সন্ধি করতে ইচ্ছুক হয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করল, তখন এথেন্স কর্তৃক অধিকৃত স্থান উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিময়যোগ্য অঞ্চল তাদের নিজেদের দখলেও ছিল, ইতিমধ্যে পেলোপন্নিস থেকে যুদ্ধের চাপও অনেকখানি স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই সময়ে ব্রাসিডাস

যে বীরত্ব ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেছিলন প্রধানত তারই জন্য যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে সিসিলি অভিযানের পরেও এথেনীয় মিত্রগুণের মধ্যে স্পার্টা সম্পর্কে অনুকূল অনোভাব জেগেছিল—অনেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, আবার অনেকে শুনে শুনে ব্রাসিডাস সম্পর্কে এইসব তথ্য জেনেছিল। তিনিই প্রথম স্পার্টীয় যিনি বাইরে গিয়ে সর্বক্ষেত্রে নিজ অতুলনীয় চরিত্রকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন যাতে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে অন্য স্পার্টীয়গণও বুঝি তারই অনুরূপ।

থ্রেসে ব্রাসিডাসের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়ামাত্র এথেনীয়গণ পার্ডিক্কাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই অভিযানের জন্য তারা পার্ডিক্কাসকেই দায়ী করল। তাছাড়া এথেনীয়গণ সেই অঞ্চলের মিত্রগণের উপরও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখল।

ব্রাসিডাস পৌঁছোলে পার্ডিক্কাস অবিলম্বে তাঁহার বাহিনী ও নিজের বাহিনী নিয়ে তাঁর প্রতিবেশী লিনসেসটিয়ার ম্যাসিডনীয় রাজা অ্যাঢ়াবিউসের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে পার্ডিক্কাসের বিবাদ ছিল এবং তাঁকে তিনি পরাজিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লিংকাসগামী গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছলে ব্রাসিডাস তাকে বললেন যে যুদ্ধ শুরু করবার আগে প্রথমে তিনি অ্যাঢ়াবিউসকে স্পার্টীয় সঙ্ঘে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করবেন। বস্তুত শেষোক্ত ব্যক্তি আগেই ব্রাসিডাসকে তাঁদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাছাড়া ব্রাসিডাসের সঙ্গী চালসিডীয় প্রতিনিধিগণও তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, পার্ডিক্কাসের সক্রিয় ও অধিকতর সমর্থন পেতে হলে পার্ডিক্কাসের শঙ্কা দূর করা উচিত নয়। উপরন্তু স্পার্টায় প্রেরিত পার্ডিক্কাসের দূতগণও বলেছিল যে তিনি পাশ্বর্তী অঞ্চলগুলিকে স্পার্টীয় সঙ্ঘে আনতে পারবেন। এই সব ঘটনার ভিত্তিতেই অ্যাঢ়াবিউসের সঙ্গে ব্রাসিডাস বৃহত্তর সম্ভাবনাময় সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলেন। পার্ডিক্কাস বললেন যে, দুইজনের মধ্যেকার বিবাদে মধ্যস্থতা করবার জন্য তিনি ব্রাসিডাসকে আনেননি; তাঁর কাজ হচ্ছে তিনি যে সব শত্রুকে নির্দেশ করবেন তাদের ধ্বংস করা এবং যেহেতু তিনি ব্রাসিডাসের বাহিনীর অর্ধাংশের ব্যয়ভার বহন করেছেন, সেজন্য অ্যাঢ়াবিউসের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া হবে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ। কিন্তু ব্রাসিডাস তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে পার্ডিক্কাসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অ্যাঢ়াবিউসের সঙ্গে মিটমাট করলেন এবং তাঁর দেশ আক্রমণ না করেই চলে গেলেন। এতে পার্ডিক্কাস, তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে, সৈন্যবাহিনীর অর্ধাংশের পরিবর্তে মাত্র এক তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করলেন।

এর অব্যবহিত পরে সেই গ্রীষ্মে ব্রাসিডাস চালসিডীয়গণকে নিয়ে দ্রাক্ষাফল তুলবার পূর্বেই অ্যান্ড্রিয়ার উপনিবেশ অ্যাকান্থাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। তাঁকে গ্রহণ করার ব্যাপারে যেখানকার অধিবাসিগণ দুটি দলে বিভক্ত ছিল। চালসিডীয়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে একদল তাঁকে আহ্বান করেছিল, অপরটি ছিল গণতান্ত্রিক দল, যারা ছিল এর বিরোধী। প্রাচীরের বাইরে দ্রাক্ষাফলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে একান্থাসের জনগণ ব্রাসিডাসকে একা ভিতরে প্রবেশ করবার অনুমতি দিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তার বক্তব্য শুনতে সম্মত হল। এইভাবে ব্রাসিডাস ভিতরে প্রবেশ করে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন; তিনি একজন ভাল বক্তাও ছিলেন। তিনি বললেনঃ—

"অ্যাকান্থীয়গণ যুদ্ধ শুরু করবার আগে আমরা যে উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেছিলাম—অর্থাৎ হেলাসকে মুক্ত করবার জন্য এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, সেই উদ্দেশ্যেই স্পার্টীয়গণ আমাকে এস্থানে পাঠিয়েছে। যদি আমরা বিলম্বে এসে থাকি তার একমাত্র কারণ, যুদ্ধ আমাদের নিজেদের দেশেই এক অপ্রত্যাশিত বাঁক নিয়েছে। কারও কোন সাহায্য ছাড়াই এবং আপনাদের কোন বিপদে না ফেলে অতি সত্বর এথেন্সকে আমরা ধূলিসাৎ করব তাই ছিল আমাদের আশা। বিলম্বের জন্য জন্য আমাদের উপর দোষারোপ করা আপনাদের উচিত নয়, কারণ সুযোগ পাওয়ামাত্র আমরা এসেছি এবং আপনাদের সাহায্য নিয়ে এথেন্সকে পরাজিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যে আমাকে সানন্দে স্বাগত জানাবার পরিবর্তে আপনারা আমার সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা স্পার্টীয়রা ভেবেছিলাম আপনারা আমাদের মৈত্রীলাভে আগ্রহী, শারীরিক উপস্থিতির আগেও যাদের সঙ্গে আমাদের আত্মিক বন্ধন রয়েছে আপনারা তেমনি এক জাতি। এই আশাতেই আমরা একটি বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ যাত্রার ঝুঁকি নিয়ে সাধ্যমত উৎসাহ প্রদর্শন করেছি। এতৎসত্ত্বেও যদি আপনারা ভিন্ন ইচ্ছা পোষণ করেন এবং নিজেদের ও হেলেনীয়গণের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন তবে তা খুবই দুঃখজনক হবে। তার ফলে শুধু আপনারাই আমার বিরুদ্ধে যাবেন তা নয়, অন্য যাদের নিয়ে আমি যাব তারাও আমার সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী হবে না। তারা দেখবে যাদের কাছে আমি প্রথমে এসেছি, অ্যাকান্থাসের মত একটি উল্লেখযোগ্য নগর এবং অ্যাকান্থীয়দের মত বিচক্ষণ জনগণ, তারাই আমাকে গ্রহণ করেনি। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণের মনে বিশ্বাস জাগান কঠিন হবে ; হয় তাদের মনে হবে যে স্বাধীনতার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি তাতে কিছু ফাঁক আছে, অথবা আমি এখানে যে সৈন্য নিয়ে এসেছি তা যথেষ্ট নয় এবং এথেনীয় আক্রমণ রুখবার পক্ষে অনুপযুক্ত। অথচ এই বাহিনী নিয়েই

আমি যখন নিসিয়ার সাহায্যে গিয়েছিলাম, এথেনীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমাদের আমাদের আক্রমণ করতে সাহস করেনি। সেখানে তাদের যত বড় সৈন্যদল ছিল তত বড় দল যে সমুদ্রপথে আপনাদের বিরুদ্ধে পাঠাবে তাও সম্ভব নয়। আমি এখানে হেলেনীয়দের ক্ষতি করতে আসিনি, তাদের আমি স্বাধীন করতে এসেছি এবং যাদের আমি স্বপক্ষে আনব তাদের স্বাধীনতা দান করবার জন্য আমি আমার সরকারকে যে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেছি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাছাড়া বলপূর্বক কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি আপনাদের মৈত্রী চাই না, আমরা শুধু আপনাদের এথেনীয় প্রভুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করতে চাই। মনে হয় আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যথেষ্ট প্রমাণও দিয়েছি। সুতরাং আমার অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হলে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি অথবা আপনাদের রক্ষা করবার ব্যাপারেও যদি আমার ক্ষমতাকে সন্দেহ করা হয় তবে তারও আমি প্রতিবাদ করছি এবং দ্বিধাহীনভাবে আপনাদের আমার সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছি।

"আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এই কারণে নিরাসক্ত হতে পারেন যে, তাদের ব্যক্তিগত শত্রু আছে কিংবা এই আশঙ্কা করতে পারেন যে আমি হয়ত নগরটিকে শত্রুহস্তে তুলে দিতে পারি। কিন্তু এসব চিন্তার কোন ভিত্তি নেই। আমি এখানে কোন দলবিশেষকে সমর্থন করতে আসিনি, যদি আমি আপনাদের শাসনতন্ত্রকে অবমাননা করি, মুষ্টিমেয়র কাছে বহুকে কিংবা বহুর কাছে মুষ্টিমেয়কে শৃঙ্খলিত করি, তবে আমি মনে করি না যে আপনাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারব। বিদেশী শৃঙ্খলের তুলনায় তা হবে আরও দুর্বহ এবং আমরা স্পার্টীয়রা পরিশ্রমের বদলে কৃতজ্ঞতা লাভ তো করবই না বরং সম্মান ও গৌরবের পরিবর্তে লাভ করব তিরস্কার। এথেনীয়দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করে নিজেদের হাত হয়ত শক্তিশালী করেছি এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি, তখন নিজেরাই সেই সমস্ত অভিযোগে দোষী হয়ে পড়ব এবং যারা কখনও সততার ভান করেনি তাদের তুলনায় আমরা অনেক বেশী ঘৃণ্য হব। চরিত্রবান লোকেরা যদি আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য লাভে প্রকাশ্যে বলপ্রয়োগের বদলে আপাতমধুর ছলনা অবলম্বন করে তবে তা অনেক বেশী অমর্যাদাকর। সোজাসুজি আক্রমণের একটা যৌক্তিকতা আছে—সৌভাগ্য-প্রদত্ত শক্তি থেকেই তা আসে, অপরটি চতুর শঠতার নির্লজ্জ নিদর্শন। যা এমনভাবে ক্ষতি করতে পারে স্বভাবতই সেই বিষয়ে আমরা খুব সতর্কতা অবলম্বন করে চলি। যে শপথের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি সেসব ছাড়া আরও প্রতিশ্রুতি আপনারা পাবেন যদি আপনারা আমাদের কথা ও কাজের তুলনা করে দেখেন ; তখন আপনারা বুঝবেন যে কথা অনুযায়ী কাজ করবার মধ্যেই আমাদের স্বার্থ।

"এখানে আমার এই সব কথার পর আপনারা যদি অক্ষমতার অজুহাত তোলেন এবং যদি মনে করেন বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা প্রত্যাখ্যানজনিত আঘাত এড়াবেন ; যদি আপনারা বলেন যে আপনাদের মতে স্বাধীনতার সঙ্গে বিপদও আছে এবং স্বাধীনতা তাকেই দেওয়া উচিত যে তা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর স্বাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়—তবে আমি বীর ও দেবতাদের আহ্বান করে তাঁদের সাক্ষী রেখে বলব যে, আমি আপনাদের কল্যাণ করতে এসেছিলাম, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। অতঃপর আপনাদের দেশে ধ্বংসকার্য চালিয়ে আপনাদের মত পরিবর্তনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এই কাজে আমি কোনরূপ দ্বিধা রাখব না। প্রয়োজনের চাপে বাধ্য হয়ে এই পথ অবলম্বনের জন্য দু'টি কারণে আমি সমর্থনযোগ্য—প্রথমতঃ আপনারা এথেন্সকে যে কর দান করেন তা দ্বারা স্পার্টীয়গণ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা দেখতে হবে, দ্বিতীয়তঃ দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনে আপনাদের বাধা থেকে হেলেনীয়দের মুক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য। অন্যথায় আমাদের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করবার কোন অধিকারই আমাদের নেই ; জনগণের স্বার্থের নাম ছাড়া আর কোন আদর্শ দ্বারা আমরা স্পার্টীয় বা অনিচ্ছুককে মুক্তি দিতে পারব? সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা আমাদের নেই, বরং সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাবার জন্যই আমাদের এত পরিশ্রম। স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি সকলকে আমরা প্রদান করেছি তার পথে আপনাদের বাধাকে যদি আমরা স্বীকার করে নিই তবে অধিকাংশের প্রতি অন্যায় করা হবে। সুতরাং বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং হেলেনীয়দের মুক্তির কাজে সক্রিয় হয়ে চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করুন। ব্যক্তিগত ক্ষতি এড়িয়ে সমগ্র জনগণকে গৌরবান্বিত করুন।"

ব্রাসিডাসের বক্তব্য শেষ হল। বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের বিভিন্ন মত প্রকাশিত হবার পর এ্যাকান্থীয়গণ গোপনে ভোট দিল এবং ব্রাসিডাসের বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে ও দ্রাক্ষা ফলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় মত দিল। সৈন্যবাহিনীকে তারা ভিতরে প্রবেশ করতে দিল। অবশ্য যেসব দেশকে ব্রাসিডাস স্বপক্ষে আনতে পারবেন তাদের স্বাধীনতা দান প্রসঙ্গে স্পার্টীয় সরকার ব্রাসিডাসের যাত্রাকালে যে শপথ করে-ছিল সে বিষয়ে ব্রাসিডাসের ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি তারা আদায় করল। তার অল্প পরেই এণ্ড্রিয়ার উপনিবেশ ষ্ট্যাজিরাস তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদ্রোহ করল।

এই সব ছিল গ্রীষ্মকালের ঘটনা। পরবর্তী শীতের প্রথম দিকেই বিয়োসিয়ার বিভিন্ন স্থান এথেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষ হিপ্পোক্রেটিস ও ডেমো-স্থিনিসের হাতে সমর্পণ করবার কথা ছিল। শেষোক্ত জন যাবেন সাইফী এবং প্রথমোক্তজন যাবেন ডিলিয়াম। কিন্তু যেদিন তারা দুজনে যাত্রা করবেন বলে স্থির হয়েছিল তাতে একটি ভুল হয়ে গেল। ডেমোস্থিনিস অ্যাকার্ণানীয়গণের

ও সেই অঞ্চলের অন্যান্য মিত্রগণের সৈন্য জাহাজে তুলে প্রথমে সাইফী গেলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। ফ্যানোটিসের একজন ফোকীয় নিকোমেকাস স্পার্টীয়গণের কাছে ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ করে দেয়। স্পার্টীয়গণ তা আবার বিয়োসীয়গণকে জানাল। সমগ্র বিয়োসিয়া থেকে সৈন্যদল এসে পেঁছাল, হিপ্পোক্রেটিস তখনও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পারেননি ; সাইফী চীরোনিয়া রক্ষা পেয়ে গেল। ষড়যন্ত্রকারিগণ ভুলের কথা জানতে পেরে আর নগরের মধ্যে কিছু করতে সাহসী হল না।

ইতিমধ্যে হিপ্পোক্রেটিস নাগরিক, আবাসিক, বৈদেশিক এবং এথেন্সের বিদেশীদের মধ্যে থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ডিলিয়ামে পেঁছালেন। বিয়োসীয়গণ ততক্ষণে সাইফী থেকে ফিরে এসেছে। হিপ্পোক্রেটিস শিবির স্থাপন করে ডিলিয়ামকে সুরক্ষিত করবার কাজে ব্যাপৃত হলেন। এপোলোর মন্দির সংলগ্ন পবিত্র স্থানের চতুর্দিকে একটি পরিখা খনন করা হল এবং তার উপর খুঁটি পোঁতা হল মন্দির-প্রাঙ্গণের আঙুরলতা কেটে ফেলে তারা প্রাচীরে ছাড়িয়ে দিল এবং নিকটবর্তী বাড়ীগুলি থেকে পাথর ও ইঁট নিয়ে এসে তাও প্রাচীরে ব্যবহার করল। অর্থাৎ প্রাচীরের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। মন্দির-গৃহের যে অংশটি প্রতিরক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল এবং ভেঙে পড়ে ছিল সেখানে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে কাঠের দুর্গ নির্মাণ করা হল (মন্দিরের একদিকের দরদালান ভেঙে পড়েছিল)। এথেন্স ত্যাগের তৃতীয় দিনে এই সব কার্য শুরু হয় এবং পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় পর্যন্ত তা চলে। তারপর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে সৈন্যদল স্বদেশের দিকে সোয়া একমাইল অগ্রসর হল। এখান থেকে অধিকাংশ লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যই ফিরে গেল, শুধু হপ্‌লাইটগণ রইল। ঘাঁটি প্রস্তুতের জন্য এবং প্রাচীর ইত্যাদির যেসকল কাজ তখনও অসমাপ্ত ছিল তা সম্পন্ন করবার জন্য—হিপ্পোক্রেটিস ডিলিয়ামে থেকে গেলেন।

এই পাঁচদিন ধরে বিয়োসীয়গণ টানাগ্রাতে সৈন্য সমাবেশ করল। সমস্ত নগর থেকে সৈন্য এসে মিলিত হতে হতে এথেনীয়গণ স্বদেশাভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। ১১-জন শাসকের মধ্যে—১০-জনই যুদ্ধ করতে গররাজী ছিলেন, কারণ এথেনীয়গণ চলে গিয়েছিল (এথেনীয়গণ প্রায় ওরোপীয় সীমান্তে এসে যাত্রা বিরতি ঘটাল)। কিন্তু থিব্‌সের অন্যতম শাসক প্যাগাণ্ডাস ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ এবং তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার পক্ষে ছিলেন। সুতরাং তিনি—যাতে তারা একসঙ্গে সকলে অস্ত্রত্যাগ না করে, বরং যুদ্ধ করতে উৎসাহী হয় সেইজন্য—তার সৈন্যগণের প্রতটি দলকে পর্যায়ক্রমে ডাকলেন এবং বললেন ঃ—

"বিয়োসীয়গণ," বিয়োসীয়তে এথেনীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না এমন একটা চিন্তা আপনাদের সৈন্যধ্যক্ষগণের করা কখনই উচিত হয়নি। বিয়োসিয়াকে আক্রমণ করবার জন্যই তারা সীমান্ত অতিক্রম করে আমাদের দেশে দুর্গ নির্মাণ করেছে। সুতরাং যেখান থেকেই তারা শত্রুতা করতে এসে থাকুক এবং যেখানেই তাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হোক তাদের আমি শত্রু বলে গণ্য করি। যদি কেউ নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের চলে যেতে দেওয়া উচিত মনে করেন তবে সেই চিন্তা তাকে ত্যাগ করতে হবে। যে নিজে আক্রান্ত, যার দেশ বিপন্ন তার উচিত—অনুচিত্যের হিসাব করবার সময় নেই, ধীর চিত্তে ভাবতে হবে তারা যারা নিজ সম্পত্তি নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করছে এবং আরও পাবার আশায় প্রতিবেশীকে আক্রমণ করতে উদ্যত। আপনাদের ঐতিহ্য বিদেশী আক্রমণকারীকে দেশেই হোক বা বাইরেই হোক সমান তেজের সঙ্গে প্রতিহত করা। আর আক্রমণকারী যদি এথেনীয় হয় এবং আপনাদের সীমান্তের ওপারের অধিবাসী হয় তবে এই নীতি দ্বিগুণভাবে অবশ্য পালনীয়। দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় দুই পক্ষই নিজ সম্পত্তি রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর হবে। এথেনীয়গণের মত প্রতিবেশী থাকলে—যারা কাছে এবং দূরের সকলকে সমানভাবে পদানত করতে আগ্রহী—শেষপর্যন্ত যুদ্ধ জয় করা ছাড়া তাদের পথ নেই। ইউবিয়া এবং হেলাসের অন্যান্য অধিকাংশ জায়গার অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং দেখুন যে অন্যদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের যে যুদ্ধ তা যে কোন একটি সীমান্তের জন্য। কিন্তু আমরা বিজিত হলে সমগ্র দেশটির জন্য একটিই মাত্র সীমান্ত থাকবে। কারণ তারা শুধু আসবে আর আমাদের যা কিছু আছে, বল প্রয়োগের দ্বারা নিয়ে যাবে। সেই কারণেই অন্য প্রতিবেশীর তুলনায় এদের আমরা এত বেশী ভয় করি। তাছাড়া শক্তি-মদমত্ত হয়ে যারা প্রতিবেশীকে আক্রমণ করে, যেমন এথেনীয়গণ এখন করছে, তারা সাধারণতঃ তাদের উপরই অধিকতর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় যারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে এবং শুধু নিজের দেশেই আত্মরক্ষা করে। কিন্তু যারা সীমান্তের বাইরে গিয়ে আক্রমণ করে এবং প্রথমেই আঘাত হানে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে গেলে অন্ততঃ দুবার চিন্তা করে। এথেনীয়দিগের দ্বারাই তা প্রমানিত। যখন আমাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগে তারা এই দেশে আধিপত্য বিস্তার করছিল তখন কোরনিয়াতে তাদের পরাজিত করে আমরা সমগ্র বিয়োসিয়ার যে নিরাপত্তা বিধান করেছিলাম তা বর্তমানকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কথা স্মরণ করে প্রবীণেরা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাচীন কীর্তিকে খর্ব করবেন না এবং নবীনেরা সেই বীরদের বংশধর হিসাবে নিশ্চয়ই জাতীয় বীরত্বের অবমাননা করবেন না। যে দেবতার মন্দিরকে তারা কলুষিত

করে দুর্গ নির্মাণ করেছে তাঁর উপর এবং বলিদানকালে আমাদের যেসব পশু শুভলক্ষণযুক্ত ছিল তাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে আমাদের উচিত শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া। তাদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে, যা সে চায় তা যেন এমন কাউকে আক্রমণ করে দখল করে যে তাদের বাধা দেবে না। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুতিতে যারা গর্ববোধ করে এবং কখনই অন্যায়ভাবে অন্যকে পদানত করে না তারা যুদ্ধ না করে এথেনীয়দের ছেড়ে দেবে না।"

এই কথা বলে প্যাগোণ্ডাস এথেনীয়গণকে আক্রমণ করবার জন্য বিয়োসীয়দের উত্তেজিত করে তুললেন এবং শিবির ভেঙে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন, কারণ দিন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এথেনীয়গণের কাছে এসে তিনি এমন জায়গায় থামলেন সেখানে একটি পর্বত উভয়পক্ষের মধ্যস্থলে থাকায় কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। প্যাগোণ্ডাস সেখানে সৈন্যসজ্জা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে ডিলিয়ামে হিপ্পোক্রেটিস বিয়োসীয়দের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সৈন্যদের সজ্জিত হতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং শীঘ্রই তাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। ডিলিয়ামের জন্য তিনি ৩০০ অশ্বারোহী রেখে গেলেন যাতে ডিলিয়াম আক্রান্ত হলে এই বাহিনী তা প্রতিহত করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে যুদ্ধরত বিয়োসীয়দের আক্রমণ করতে পারে। এদের মোকাবিলার জন্য বিয়োসীয়গণ একটি সৈন্যদলকে আলাদা করে রাখল এবং পছন্দমত সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে পর্বতের উপর উঠল এবং নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত প্রথায় সন্নিবিষ্ট হয়ে রইল—তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭ হাজার হপ্‌লাইট, ১০ হাজারেরও বেশী হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য, ১ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫ শত ঢাল ধারী। তাদের দক্ষিণ-পার্শ্বে ছিল থিবীয় ও সেই প্রদেশের অ্যান্যরা, মধ্যস্থলে ছিল হেলিয়ার্শীয়, করোনীয়, এবং হ্রদের ধারের বাসিন্দারা এবং বামে ছিল থেসপীয়, টানাগ্রীয় এবং আর্কমেনীয়রা। অশ্বারোহী বাহিনী ও হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্যদল প্রতি সারির পিছনে সন্নিবেশিত ছিল, বাকিরা ছিল ইচ্ছামত। এটিই ছিল বিয়োসীয় বাহিনীর শক্তি ও সৈন্যসজ্জা।

এথেনীয় দলে হপ্‌লাইটগণ সম্পূর্ণ বাহিনী জুড়ে ৮টি ঢালের গভীরতায় সন্নিবিষ্ট ছিল, তাদের সংখ্যা শত্রুর সৈন্যসংখ্যার সমান ছিল, অশ্বারোহী বাহিনী ছিল দুই পাশে। উপযুক্তভাবে সজ্জিত হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য সেখানে ছিল না। যারা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল তারা শত্রুর হালকা অস্ত্রবাহী সৈন্যের তুলনায় সংখ্যায় অনেকগুণ বেশী ছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশই নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছিল। নাগরিক ও আবাসিক

বৈদেশিকদের মধ্যে পাইকারী হারে সংগৃহীত ব্যক্তিরা সৈন্য হিসাবে এই দলে ছিল। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে এথেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষ হিপ্পোক্রেটিস এথেনীয় সারিগুলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের উৎসাহিত করবার জন্য বললেন:—

"এথেনীয়গণ, আপনাদের আমি সামান্য কয়েকটি কথা বলব। সাহসী ব্যক্তিদের জন্য বেশী কথা বলবার প্রয়োজন নেই এবং আপনাদের সাহসের কাছে নয়, ধীশক্তির কাছে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আপনারা যেন কেউ একথা মনে না করেন যে অন্যের দেশে এই ঝুঁকি নিতে গিয়ে আমরা ভুল করছি। তাদের দেশে যুদ্ধ করলেও যুদ্ধ হবে আমাদের নিজেদের জন্যই। যদি আমরা জয়লাভ করি তাহলে বিয়োসীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য ব্যতীত পেলোপনেসীয়গণ আর আমাদের দেশ আক্রমণ করতে পারবে না এবং একটি মাত্র যুদ্ধে আপনারা বিয়োসীয়দের জয় করতে পারবেন সেই সঙ্গে অ্যাটিকাকে মুক্ত করতে পারবেন। সুতরাং হেলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে যার জন্য আপনারা গর্ব বোধ করেন সেই দেশের নাগরিকের যোগ্য আচরণের পরিচয় দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন এবং যে পূর্বপুরুষরা মিরোনাই-ডিসের নেতৃত্বে ঈনোফিটার যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছিলেন তাঁদের উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় বিয়োসিয়ার আধিপত্য লাভ করুন।"

এইরূপ উৎসাহবাণী ঘোষণা করতে করতে হিপ্পোক্রেটিস সৈন্য বাহিনীর অর্দ্ধেক অতিক্রম করেছেন—ইতিমধ্যে বিয়োসীয়রা প্যাগোণ্ডাসের কাছ থেকে আরো কয়েকটি উৎসাহ বাক্য শুনে বিজয়গীতি গাইতে গাইতে পর্বতের উপর থেকে তাদের বিরুদ্ধে নেমে আসল। এথেনীয়গণও তাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হল। কোন পক্ষেরই শেষ প্রান্তের সৈন্যগণ যুদ্ধ লিপ্ত হল না, উভয়েই পথে জলপ্রবাহের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু অন্যদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হল, ঢালের সঙ্গে ঢালের ঘর্ষণ হচ্ছিল। মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিয়োসীয়দের বাম পাশটি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানে ছিল থেসপীয়রা। তাদের পাশের সৈন্যরা পিছু হটে গেলে তারা অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে পড়ল এবং হাতাহাতি যুদ্ধে নিহত হল। শত্রুকে পরিবেষ্টনের সময় কিছু সংখ্যক এথেনীয়ও ভুল করে বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বপক্ষীয় সৈন্যদলকে নিহত করল। যুদ্ধক্ষেত্রের এই অংশে বিয়োসীয়গণ পরাজিত হয়েছিল এবং যুদ্ধ করতে করতে পর্বতে পশ্চাদপসরণ করল। কিন্তু দক্ষিণপাশে থিবীয়রা এথেনীয়গণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং প্রথমে ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশ বহুদূরে পর্যন্ত তাদের ঠেলে নিয়ে গেল। বাম পাশের সৈন্যদলের দুর্দশা দেখে প্যাগোণ্ডাস এথেনীয়গণের দৃষ্টি এড়িয়ে পর্বতের পিছন দিয়ে দুদল

অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন। তাদের অতর্কিত আক্রমণে বিজয়ী এথেনীয় পাশটিতে প্রচণ্ড আতঙ্ক দেখা ছিল, তারা ভাবল যে অন্য আর একটি সৈন্যদল তাদের আক্রমণ করতে আসছে। একদিকে থিবীয়গণ ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে তাদের একটি অংশে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে এই নতুন আতঙ্কে দুইদিকের এথেনীয়গণই পালাতে শুরু করল। একদল গেল ডিলিয়াম ও সমুদ্রের দিকে, কেউ গেল ওরোপাসের দিকে, অন্যরা পার্নেস পর্বতের দিকে, কিংবা অন্য যেখানেই নিরাপত্তার আশা আছে সেইদিকে ছুটল এবং পশ্চাদ্ধাবনরত বিয়োসীয়গণের দ্বারা, বিশেষতঃ অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা নিহত হল—এই অশ্বারোহীবাহিনী বিয়োসীয় ও লোকীয়দের দ্বারা গঠিত ছিল। পলায়নের ঠিক শুরুতেই লোক্রীয়গণ এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু রাত্রি হয়ে যাওয়ায় অনুসরণে বাধা পড়ল এবং পলায়নপর অধিকাংশ সৈন্যই এত সহজে রক্ষা পেয়ে গেল যা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হত না। পরদিন ওরোপাস ও ডিলিয়ামের সৈন্যদল সমুদ্রপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল, শুধু ডিলিয়ামে একদল রক্ষিবাহিনী রেখে গেল, পরাজয় সত্ত্বেও ডিলিয়াম তখনও তাদের দখলেই ছিল।

বিয়োসীয়গণ একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল, স্ব-পক্ষীয় মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল, শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহগুলির অস্ত্র নিয়ে গেলে এবং সেখানে একটি প্রহরী নিযুক্ত করে টানাগ্রাসে ফিরে গেল এবং ডিলিয়াম আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগল। ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য এথেনীয়দের কাছ থেকে দূত এল। কিন্তু পথে তার সঙ্গে একজন বিয়োসীয় দূতের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিল যে সে নিজে এথেনীয়গণের কাছ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই তাকে দেওয়া হবে না। অতঃপর বিয়োসীয় দূতটি এথেনীয়গণের কাছে বিয়োসীয়দের বক্তব্য উপস্থিত করে বলল, হেলেনীয় আইন ভঙ্গ করে এথেনীয়গণ অন্যায় করেছে। আক্রমণকারী সৈন্যদল ভিন্ন দেশে এলে সেই দেশের মন্দিরে হস্তক্ষেপ করবে না—এই হচ্ছে চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু এথেনীয়গণ যদি ডিলিয়ামকে দুর্গে পরিণত করে সেখানে বাস করে এবং এরূপ আচরণ করে যেন তা কোন পবিত্রভূমি নয়, পবিত্র কাজে ব্যতীত অন্যভাবে যে জল বিয়োসীয়গণ কখনও ব্যবহার করে না সেই জল যদি এথেনীয়গণ অন্য কাজে ব্যবহার করে তবে হেলেনীয় আইনের সার্থকতা কোথায়? সুতরাং দেবতা ও নিজেদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেবতাদের নামে এবং এপোলোর নামে বিয়োসীয়রা প্রথমে তাদের মন্দির খালি করে দিয়ে তবে স্ব-পক্ষীয় মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা করতে আহ্বান জানাল।

এই কথা শুনে এথেনীয়গণ একজন দূত মারফত বলে পাঠাল যে মন্দিরের ব্যাপারে তারা কোন অন্যায় করেনি এবং ভবিষ্যতেও যতদূর সম্ভব করবে না, কারণ অন্যায় করবার ইচ্ছা নিয়ে তারা মন্দির দখল করেনি, বরং যারা তাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই তারা এই কাজ করেছে। কেউ যদি কোন দেশের অংশবিশেষ অধিকার করে, সেই অংশ যত বৃহৎ বা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, হেলেনীয় আইন অনুসারে তিনি সেখানকার মন্দিরসমূহের অধিকারও প্রাপ্ত হন। তবে চিরাচরিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ যথাসম্ভব বজায় রাখাও তাঁর কর্তব্য। বিয়োসীয়রা ও অন্যান্য যারা কোন দেশের আদি বাসিন্দাদের বিতাড়িত করে বলপূর্বক সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা এখন সেখানকার মন্দিরগুলিও দখল করে রয়েছে, যদিও প্রথমে ছিল অনধিকার-প্রবেশকারী। যদি এথেনীয়গণ বিয়োসিয়ার অনেকখানি অঞ্চল দখল করতে পারত তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটত। সুতরাং যে অংশটি তারা অধিকার করেছে তা তারা নিজেদের বলেই মনে করেছে এবং বাধ্য না হলে তা ছাড়বে না। প্রয়োজনের চাপে পড়েই তারা জল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, যথেচ্ছাচার করে নয়, যে বিয়োসীয়রা প্রথম অ্যাটিকা আক্রমণ করেছিল তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই জল ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া যুদ্ধ অথবা বিপদের চাপে কৃতকার্যের জন্য বোধ হয় দেবতাদের কাছেও প্রশ্রয় পাওয়া যায়, নতুবা দেবমন্দিরগুলি কেন অনিচ্ছাকৃত অপরাধের আশ্রয়স্থল হবে? আইনভঙ্গ কথাটি উচ্ছৃঙ্খল অপরাধীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, প্রতিকূল অবস্থার শিকারদের সম্পর্কে নয়। সংক্ষেপে বিচার করুন কে বেশী অধার্মিক—মৃতদেহের বিনিময়ে পবিত্রস্থান লাভেচ্ছু—বিয়োসীয়রা না, ন্যায্য প্রাপ্যের বিনিময়ে পবিত্রস্থান ত্যাগ করত অনিচ্ছুক এথেনীয়গণ। সুতরাং বিয়োসীয়া ত্যাগের সর্তটি প্রত্যাহার করতে হবে। তারা এখন আর বিয়োসীয় অঞ্চলে নেই। যেখানে তারা রয়েছে তা তাদের অস্ত্র দ্বারা বিজিত অঞ্চল। সুতরাং জাতীয় প্রথা অনুসরণ করে একটি চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলাই বিয়োসীয়দের কর্তব্য।

এর উত্তরে বিয়োসীয়গণ বলল যে, যদি এথেনীয়গণ বিয়োসীয়াতে থাকে তবে মৃতদেহ উদ্ধারের আগে তাদের বিয়োসীয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু যদি তারা নিজেদের দেশে থাকে তবে ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। কারণ বিয়োসীয়রা জানত যে, যদিও রোপিড্ অঞ্চল যেখানে মৃতদেহগুলি পড়ে ছিল (যুদ্ধ হয়েছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে), তা এথেনীয়গণেরই কর্তৃত্বাধীনে ছিল, কিন্তু তাদের অনুমতি ব্যতীত তারা মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারবে না। তাছাড়া কেন তারা এথেনীয় অঞ্চলের জন্য চুক্তি অনু-

মোদন করতে যাবে? এবং ঈপ্সিত বস্তু লাভের ইচ্ছা হলে তাদের বিয়োসীয়া ত্যাগ করতে বলা অপেক্ষা ন্যায্য আর কি হতে পারে? সুতরাং এথেনীয় দূত কার্যসিদ্ধি না করেই এই উত্তর নিয়ে ফিরে গেল।

বিয়োসীয়গণ তৎক্ষণাৎ ম্যালিয়ার উপসাগর থেকে বর্শানিক্ষেপকারী ও প্রস্তর-নিক্ষেপকারী আনবার জন্য লোক পাঠালো। যুদ্ধের আগে আগত ২000 করিন্থীয় হপ্‌লাইট, নিসিয়া ছেড়ে আসা পোলেপনেসীয় সৈন্যদল ও সঙ্গে কিছু মেগারীয়কে নিয়ে তারা ডিলিয়ামের বিরুদ্ধে যাত্রা করল এবং দুর্গটি আক্রমণ করল। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের পর শেষ পর্যন্ত তারা যে যন্ত্রের সাহায্যে স্থানটি দখল করেছিল তার গঠনপ্রণালী নিম্নরূপ ঃ একটি বিরাট কড়িকাঠ এনে তাকে করাত দিয়ে দু'টুকরো করে দু'টিরই শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছিদ্র করে ফেলল এবং তারপর দুটিকে এমন চমৎকারভাবে জুড়ে দিল যেন ঠিক বাঁশের মতো। তারপর একপ্রান্তে শিকল দিয়ে একটি পাত্র ঝুলিয়ে দিল এবং কড়িকাঠ থেকে ঝুলোন একটি লোহার নল পাত্রটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কড়িকাঠের উপরের অনেকখানি অংশ লোহা দিয়ে মোড়া ছিল। এই যন্ত্রটিকে কিছুদূর থেকে গাড়ীতে করে প্রাচীরের সেই অংশের কাছে নিয়ে গেল যা প্রধানত আঙুরলতা ও কাঠ দিয়ে তৈরী ছিল এবং কাছাকাছি এলে কড়িকাঠের যে অংশটি তাদের নিজেদের দিকে ছিল সেখানে ভিতর দিয়ে খুব বাতাস ঢুকিয়ে দিল। বাতাসের প্রবল ঝাপটা নলের মধ্য দিয়ে গিয়ে সোজা পাত্রটিতে লাগল। পাত্রটি জ্বলন্ত কয়লা, গন্ধক ও আলকাতরা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং প্রচন্ড আগুন ধরে প্রাচীরের গায়ে লাগল এবং রক্ষীদের সেস্থানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল এবং তারা পালিয়ে গেল। এইরূপে দুর্গটি অধিকৃত হল। রক্ষিবাহিনীর মধ্যে কিছু নিহত হল, ২00 জন বন্দী হল আর অধিকাংশই জাহাজে উঠে দেশে ফিরে গেল।

যুদ্ধের ১৭ দিন পরে ডিলিয়ামের পতন ঘটল। এবং কি ঘটছে না জেনেই কিছুক্ষণ পরে একজন এথেনীয় দূত আবার মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টায় এসে উপস্থিত হল। এইবার বিয়োসীয়গণ আগের মত কোন উত্তর না দিয়ে তার হাতে মৃতদেহগুলি তুলে দিল। প্রায় ৫00 বিয়োসীয় যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং এথেনীয় নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১000, এরমধ্যে সেনাধ্যক্ষ হিপ্পোক্রেটিসও ছিলেন। তাছাড়া প্রচুর অস্ত্রবাহী সৈন্য ও মালবাহক নিহত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ডেমোস্থিনিসের সাইফী যাত্রা এবং নগর-সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রটি ব্যর্থ হওয়াতে তিনি যুদ্ধের অল্প পরেই তাঁর জাহাজের ৪00 এথেনীয় হপ্‌লাইট ছাড়াও অ্যাকার্ণানীয় ও অ্যাগ্রীয় সৈন্য সংগ্রহ করে সিকিওনীয়

উপকূলে অবতরণের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু তাঁর সব জাহাজ উপকূলের কাছে আসবার আগেই সিকিওনীয়গণ এগিয়ে এল এবং যে সৈন্যগণ অবতরণ করেছিল তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে জাহাজ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল অনেককে হত্যা করল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ হল বন্দী, তারপর তারা একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দিল।

ডিলিয়াম যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে ওড্রিসীয়দের রাজা সিটালসেসের মৃত্যু ঘটে। তিনি ট্রিবলির বিরুদ্ধে অভিযানকালে একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। স্প্যারাডোকাসের পুত্র সিউথেস (সিটালসেসের ভ্রাতুষ্পুত্র) তার উত্তরাধিকারিরূপে ওড্রিসীয়গণের রাজ্য ও সিটালসেসের অধীন অবশিষ্ট থ্রেসের রাজা হলেন।

সেই বছরই শীতে ব্রাসিডাস থ্রেসের মিত্রদের নিয়ে স্ট্রাইমন নদীর এথেনীয় উপনিবেশ এ্যাম্ফিপোলিসের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। যেখানে এখন নগরটি অবস্থিত, সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা আগেও হয়েছে। চেষ্টা করেছিলেন মিলেটাসের শাসক অ্যারিষ্টোগোরাস (যখন তিনি রাজা দারিয়সের কাছ থেকে পালিয়ে আসেন)। কিন্তু তিনি এডোনীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হন। এর ৩২ বছর পরে এথেনীয়গণ এথেনীয় ও ইচ্ছুক অন্যান্যদের মধ্যে থেকে ১০০০০ ঔপনিবেশিককে সেখানে পাঠাল। তারা ড্রাবেসকাসে থ্রেসীয়গণের দ্বারা নিহত হয়। ঊনত্রিশ বছর পরে এথেনীয়গণ আবার এসে উপস্থিত হল (নিকিয়াসের পুত্র হ্যাগননকে উপনিবেশের নায়ক করে পাঠান হয়েছিল) এবং এডোনীয়গণকে বিতাড়িত করে স্থানটিতে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে, এর নাম আগে ছিল 'এন্নিয়া হোডোই'। তারা আইওন নগর থেকে যাত্রা করেছিল। আইওন হল নদীর মোহনায় যেখানে এথেনীয়গণের একটি বন্দর-নগর আছে। বর্তমান নগর থেকে তা তিন মাইলের বেশী দূর নয়। অ্যাম্ফিপেলিস নামটি দিয়েছিলেন হ্যাগনন, কারণ স্ট্রাইমন নদী নগরটির দু'দিক দিয়ে প্রবাহিত। নগরটিকে তিনি এমনভাবে নির্মাণ করেন যেন তা সমুদ্র ও স্থল উভয় স্থান থেকেই দর্শনীয় হয়। নগর পরিবেষ্টনী সম্পূর্ণ করবার জন্য নদী থেকে নদী পর্যন্ত একটি আড়াআড়ি প্রাচীর নির্মাণ করেন।

ব্রাসিডাস এখন চালসিডিসের আর্নী থেকে যাত্রা করে এই নগরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন, সন্ধ্যাবেলায় আউলন ও ব্রোমিস্কাসে পৌঁছালেন (বোল্‌বি হ্রদ এখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে) এবং নৈশ আহার গ্রহণ করলেন, তারপর রাত্রিতেই যাত্রা শুরু করলেন। আবহাওয়া ঝোড়ো ছিল এবং অল্প অল্প বরফও পড়ছিল সুতরাং তিনি আরও দ্রুতগতিতে চলতে লাগলেন—উদ্দেশ্য, যে দলটি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক স্থানটি তাঁদের হাতে

সমর্পণ করবে তারা ছাড়া আর কেউ জানবার আগেই অতর্কিতে নগরটি দখল করে নেবেন। যারা তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল তারা অ্যান্ড্রিয়াস উপনিবেশ আর্গিলাস থেকে আগত অ্যাম্ফিপোলিসে বসবাসকারী কয়েকজন ব্যক্তি, পার্ডিক্কাস ও চালসিডীয়গণের দ্বারা প্ররোচিত কিছু ব্যক্তিও এই দলে ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিল আর্গিলাসের অধিবাসীরা (আর্গিলাস অ্যাম্ফিপোলিসের কাছেই)। এথেনীয়গণ সর্বদাই তাদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল, অ্যাম্ফিপোলিস সম্পর্কে এই সব ব্যক্তিদের অভিসন্ধিও ছিল। ব্রাসিডাসের উপস্থিতিতে তারা একটি সুযোগ পেল এবং কিছুদিন ধরে তারা অ্যাম্ফিপোলিসবাসী স্বদেশীদের সঙ্গে নগরটির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করছিল। তারা এখন ব্রাসিডাসকে আর্গিলাস নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এথেন্সের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং সেই রাত্রেই তাঁকে নদীর উপরের সেতুতে নিয়ে গেল, সেখানে তাঁকে বাধাদানের মত মাত্র অল্প কয়েকজন প্রহরী ছিল। নগরটি এখান থেকে কিছু দূরে ছিল, এখন যেমন প্রাচীর এই পর্যন্ত বিস্তৃত তখন তা ছিল না এবং প্রহরীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর পক্ষে ছিল। আবহাওয়া ছিল ঝোড়ো এবং সেই আক্রমণও ছিল আতর্কিত সুতরাং ব্রাসিডাস তাদের সহজেই পরাজিত করলেন এবং প্রাচীরের বাইরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হলেন। সর্বত্রই অ্যাম্ফিপোলীয়দের ঘরবাড়ী ছিল।

ব্রাসিডাসের আগমন নগরবাসীদের কাছে সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল। বাইরের কিছু নাগরিক বন্দী হল, অবশিষ্টগণ নগরের প্রাচীরের মধ্যে পালিয়ে গেল। সমস্ত মিলিয়ে নাগরিকদের মধ্যে প্রচন্ড বিশৃংখলা দেখা দিল। বিশেষতঃ তারা কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, এমনকি একথাও বলা হয় যে ব্রাসিডাস যদি লুটপাটের জন্য না গিয়ে সোজা নগরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতেন তবে সম্ভবত তা দখল করে নিতে পারতেন। কিন্তু ব্রসিডাস যেখানে ছিলেন সেখানে থেকেই প্রাচীরের বাইরে ধ্বংসকার্যও লুটতরাজ চালিয়ে সামিয়কভাবে নিষ্ক্রিয় রইলেন এবং নগরাভ্যন্তরে বন্ধুদের কাছ থেকে বৃথাই শক্তি প্রদর্শনের আশা করতে লাগলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধপক্ষীয়রা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিতে তারাই বাধা দিল। ইউক্লিসের সঙ্গে মিলিত হয়ে (নগর রক্ষা করতে তিনি এথেন্স থেকে এসেছিলেন) তারা থ্রেসের সেনাধ্যক্ষ থুকিডাইডিসের কাছে সাহায্যার্থে আসবার আবেদন জানিয়ে লোক পাঠাল। থুকিডাইডিস হলেন ওরোলাসের পুত্র এবং এই বর্তমান ইতিহাসটির রচয়িতা। তিনি তখন প্যারীয় উপনিবেশ থ্যাসসে ছিলেন, অ্যাম্ফিপোলিস থেকে সেখানে যেতে কয়েক ঘণ্টা লাগে। এই বার্তা শুনেই তিনি তাঁর সঙ্গে

সাতটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন, যাতে সম্ভব হলে সময়মত উপস্থিত হয়ে অ্যাম্ফিপোলিসের আত্মসমর্পণ রোধ করা যায়, অন্তত আইওন রক্ষা করা যায়।

ব্রাসিডাস থ্যাসস থেকে সাহায্য আসবার সম্ভাবনা সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন। তাছাড়া, তিনি একথাও শুনেছিলেন যে থ্রেসের সেই অঞ্চলের স্বর্ণখনিগুলিতে থুকিডাইডিসের কাজ করবার অধিকার থাকাতে মূল ভূ-খণ্ডের জনগণের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব আছে। সুতরাং দ্রুত নগরটি লাভ করবার জন্য ব্রাসিডাস আগ্রহী হয়ে উঠলেন, কারণ, থুকিডাইডিস এসে পড়লে নগরবাসীদের মনে এই আশা জাগবে যে তিনি সমুদ্রপথেও থ্রেস থেকে যুগপৎ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী এনে নগরটি রক্ষা করতে পারবেন, অতএব তখন তারা আত্মসমর্পণ করতে অসম্মত হবে। সুতরাং তিনি অনতিকঠোর কয়েকটি শর্তের প্রস্তাব দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, যে কোন অ্যাম্ফিপোলীয় বা এথেনীয় ইচ্ছা করলে এখানে পূর্ণ নাগরিক অধিকার সমেত সম্পত্তি ভোগ করে বসবাস করতে পারবে এবং যারা থাকতে অনিচ্ছুক তাদের পাঁচদিনের মধ্যে সম্পত্তিসহ চলে যেতে হবে।

এই কথা শুনে অধিকাংশ নগরবাসীর মধ্যে মনোভাবের পরিবর্তন দেখা গেল, বিশেষত নাগরিকদের মধ্যে এথেনীয়গণের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য, অধিকাংশই এসেছিল বিভিন্ন স্থান থেকে এবং বাইরে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন ছিল নগরাভ্যন্তরে। তারা যেমন আশঙ্কা করেছিল সেই তুলনায় এই প্রস্তাব অনেকবেশী গ্রহণযোগ্য মনে হল। এথেনীয়গণও বাইরে যাবার সুযোগ পেয়ে খুশী হল, কারণ, অন্যদের চাইতে নিজেদেরই বিপদ বেশী বলে তারা মনে করেছিল, তাছাড়া সাহায্যকারী দলের শীঘ্র উপস্থিতির আশা তাদের ছিল না। সাধারণ লোক নাগরিক অধিকার বজায় রাখতে পেরেই খুশী হল এবং আকস্মিক বিপন্মুক্তির সুযোগে আনন্দিত হল। জনগণের মনোভাবের পরিবর্তন দেখে তারা আর এথেনীয় সেনাধ্যক্ষের কথায় কর্ণপাত করছে না দেখে ব্রাসিডাসের দলের লোকেরা এইবার প্রকাশ্যে এসে তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলতে লাগল, এবং এইভাবে নগরটি আত্মসমর্পণ করল এবং ব্রাসিডাসও তাঁর ঘোষণার শর্তসাপেক্ষে নগরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এইরূপে নগরটি অধিকৃত হল এবং সেই-দিনই দিনের শেষে থুকিডাইডিস তাঁর জাহাজগুলি নিয়ে আইওন প্রবেশ করলেন, ব্রাসিডাস সবেমাত্র অ্যাম্ফিপোলিস দখল করেছেন এবং এক রাত্রির মধ্যে আইওনও দখল করে নিতে পারতেন, জাহাজগুলি যদি স্থানটি রক্ষায় তৎপরতার পরিচয় না দিত তবে প্রভাতের মধ্যে তিনি আইওনের প্রভু হতে পারতেন।

তারপর আইওনকে তখনকারমত ও ভবিষ্যতের জন্যও ব্রাসিডাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে থুকিডাইডিস প্রয়োজ্যীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে লাগলেন। যারা সন্ধির শর্তানুসারে অ্যাম্ফিপোলিস ছেড়ে চলে এসেছিল তাদের তিনি এই নগরে প্রবেশাধিকার দিলেন। আইওনের প্রাচীর ছেড়ে বহির্গত অন্তরীপটি দখল করে প্রবেশপথে আধিপত্য স্থাপন করা যায় কিনা দেখবার জন্য ব্রাসিডাস ইতিমধ্যে কতকগুলি নৌকা নিয়ে নদীপথে হঠাৎ আইওনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেই সঙ্গে তনি স্থলপথেও চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুদিকেই প্রতিহত হলেন এবং তাঁকে অ্যাম্ফিপোলিসও তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এডোনীয় নগর মিরাসিনাসও তাঁর পক্ষে চলে এল—এডোনীয় রাজা পিট্টাকাস ও স্বীয় পত্নী ব্রাউরো ও গোয়াক্সিসের পুত্রদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। থ্যাসীয় উপনিবেশ গ্যালেপ্সাস ও ঈসিমী মিরসিনাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। অ্যাম্ফিপোলিস অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই পার্ডিক্কাসও এসে ব্রাসিডাসের দলে যোগ দিলেন।

অ্যাম্ফিপোলিসের পতনে এথেন্সে প্রচন্ড আতঙ্ক সৃষ্টি হল। শুধু জাহাজ নির্মাণোপযোগী কাঠের প্রাচুর্য এবং আদায়যোগ্য রাজস্বের জন্যই যে স্থানটি মূল্যবান ছিল তা নয়, থেসালীয় সহচরদের সহায়তায় স্পার্টীয়রা যদিও স্ট্রাইমন নদী পর্যন্ত এথেনীয় মিত্রদের কাছে পৌঁছাতে পারত কিন্তু সেতুটির প্রভুত্বলাভ না করা পর্যন্ত তারা আইওনের দিকে এথেনীয় জাহাজের সতর্ক দৃষ্টির দ্বারা প্রতিহত হত এবং স্থলের দিকে নদীর জমা জলের একটি বিরাট হ্রদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হত, ফলে আর অগ্রসর হতে পারত না। এখন মনে হচ্ছে যেন রাস্তা খুলে গিয়েছে। ব্রাসিডাস সর্বত্র যে সংযত আচরণের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং হেলাসকে মুক্ত করতেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন এই মর্মে সর্বত্র যে ঘোষণা করেছিলেন তাতে ভয় হল যে এথেন্সের মিত্ররা হয়তো এবার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, এথেন্সের অধীনস্থ নগরগুলি অ্যাম্ফিপোলিসের পতন ও তার শর্ত শুনে এবং ব্রাসিডাসের সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং তাদের কাছে আসবার আবেদন জানিয়ে ব্রাসিডাসের কাছে গোপনে বার্তা পাঠাল, কে প্রথম বিদ্রোহ করতে পারে পরস্পর যেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হল। তাদের মনে হয়েছিল বিদ্রোহ করলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু এথেন্সের শক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা যে পরিমাণে ভ্রান্ত ছিল এথেন্স পরবর্তীকালে ঠিক সেই পরিমাণে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল, তাদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অন্ধ আকাঙ্ক্ষার উপর, সতর্ক ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উপর নয়। কারণ

মানুষের স্বভাব এই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের জন্য সে নির্বিচারে আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যা ভাবতে চায় না তা ঝেড়ে ফেলবার জন্য ইচ্ছামত যুক্তি প্রয়োগ করে। তাছাড়া বিয়োসিয়াতে এথেনীয়গণের সাম্প্রতিকতম পরাজয় এবং নিসিয়াতে তাঁর একক বাহিনীর বিরুদ্ধে এথেনীয়গণ যুদ্ধ করতে সাহসী হয়নি এই মর্মে ব্রাসিডাসের অসত্য অথচ প্রলুব্ধকর বিবৃতির দ্বারা এথেন্সের অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে তাদের বিরুদ্ধে কোন এথেনীয় বাহিনীই প্রেরিত হবে না। সর্বোপরি বর্তমান মুহূর্তে যা মনোরম বোধ হচ্ছিল তা কার্যকর করবার ইচ্ছা এবং সূচনাতে স্পার্টীয়দের উৎসাহে ভরপুর দেখা যাবে এই সম্ভাবনায় তারা বিদ্রোহ করতে আগ্রহী হয়েছিল। তা দেখে এথেনীয়গণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে ও শীতের ভিতর যতদূর সম্ভব বিভিন্ন নগরে সৈন্যদল পাঠিয়ে দিল, ব্রাসিডাস আরও সৈন্য পাঠাবার আবেদন জানিয়ে স্পার্টাতে দূত পাঠালেন এবং নিজে ইতিমধ্যে স্ট্রাইমনে জাহাজ তৈরী করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু স্পার্টীয়রা তাঁকে কোন সৈন্য পাঠাল না। এর জন্য খানিকটা দায়ী ছিল স্পার্টার প্রধান ব্যক্তিদের ব্রাসিডাসের প্রতি ঈর্ষা। তাছাড়া তারা দ্বীপের বন্দীদের উদ্ধার এবং যুদ্ধ শেষ করবার প্রতিই বেশী আগ্রহী ছিল। এথেনীয়গণ মেগারার যে দীর্ঘ প্রাচীর দখল করেছিল এই শীতেই মেগারীয়গণ তা পুনর্দখল করে ধূলিসাৎ করে দেয়। ব্রাসিডাস অ্যাম্ফিপোলিস অধিকারের পর তাঁর বাহিনী নিয়ে অ্যাক্টির বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন—রাজার খাল থেকে ও বহির্গত আভ্যন্তরীণ বাঁক সংযুক্ত এই অন্তরীপটি উচ্চ পর্বত অ্যাথসে গিয়ে শেষ হয়েছে, পর্বতটি ঈজিয়ান সাগরের দিকে। এখানে কয়েকটি নগর আছে, একটি হল অ্যান্ড্রিয়ার উপনিবেশ সেনি, নগরটি খালের কাছেই এবং ইউবিয়ার দিকে সমুদ্রের সম্মুখবর্তী। অন্য নগরগুলি থিসাস, ক্লিওনি, অ্যাক্রোথোই, ওলোফিক্সাস এবং ডিয়াম—অধিবাসীরা মিশ্র বিদেশী জাতি, তারা দুটি ভাষাই ব্যবহার করে। এদের মধ্যে সামান্য কিছু চালসিডীয় আছে বটে কিন্তু অধিকাংশই টিরহেনো-পেলাসজীয়, বিসালটীয়, ক্রোস্টোনীয় ও এডোনীয়। সব নগরই ছোট। অধিকাংশ নগরই ব্রাসিডাসের পক্ষে চলে এল, কিন্তু সেনি ও ডিয়াম অবিচল রইল এবং ব্রাসিডাস সৈন্যসহ তাদের দেশে ধ্বংসকার্য চালাতে লাগলেন।

তারা আত্মসমর্পণ না করাতে ব্রাসিডাস তৎক্ষণাৎ এথেনীয় রক্ষিবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত চালসিডীয় নগর টোরোনের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। নগরের কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং তারা নগরটিকে তাঁর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত ছিল। প্রভাতের একটু আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে

পেশছে তিনি নগর থেকে সিকি মাইলের কিছু বেশী দূরে ডিওস্কুরি মন্দিরের কাছে সৈন্যসহ অবস্থান করলেন। টোরোনের অধিকাংশ অধিবাসী ও এথেনীয় তাঁর আগমনের কথা জানতে পারেনি। কিন্তু তিনি আসছেন জানতে পেরে ষড়যন্ত্রকারীরা (তাদের কেউ কেউ গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল) তাঁর আগমনের উপর নজর রাখছিল এবং তিনি এসেছেন জানতে পারা মাত্র ছোরাসহ সাতজন হালকা অস্ত্রবাহী ব্যক্তিকে নগরে নিয়ে গেল। এই কাজের জন্য ২০ জনকে বাছাই করা হয়েছিল। কিন্তু ওলিন্থীয় লাইসিস্ট্রেটাসের নেতৃত্বে এই সাতজনই শুধু সাহস পেল। সমুদ্রের সম্মুখবর্তী প্রাচীর অতিক্রম করে সকলের অলক্ষ্যে তারা পর্বতে উঠল এবং সেখানে নগরের সর্বোচ্চ ঘাঁটির রক্ষিসৈন্যদের হত্যা করল। তার পর ক্যানাস্ট্রিয়ামের দিকের দরজা খুলে দিল।

ইতিমধ্যে ব্রাসিডাস আর একটু অগ্রসর হয়ে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে থামলেন, শুধু ১০০ জন ঢালধারীকে পাঠিয়ে দিলেন। নগরদ্বার খুলে নির্দিষ্ট সঙ্কেত জ্বালিয়ে দেওয়ামাত্র এরা ভিতরে প্রবেশ করবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং বিলম্বের জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে তারা ধীরে ধীরে নগরের দিকে অগ্রসর হল। যারা আগেই নগরে প্রবেশ করেছিল তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রী টোরোনীয়রা তখন কাজে ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে তারা পিছনের দরজা খুলে দিয়ে বাজারের দরজাগুলির হুড়কা কেটে ফেলল তারপর কিছু সৈন্য ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল, যাতে পিছন থেকে ও দুপাশ থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে অজ্ঞ নগরবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। তারপর তারা নির্দিষ্ট অগ্নি-সংকেত জ্বালাল এবং বাকি ঢালধারীদের বাজারের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাল।

সংকেত দেখে ব্রাসিডাস তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিয়ে অতি দ্রুত অগ্রসর হলেন। সৈন্যরা এমন সোচ্চারে উল্লাসধ্বনি করছিল যে বিস্মিত নগর-বাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল। কেউ কেউ সোজা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল, কেউ কেউ পাথর আটকাবার জন্য প্রাচীরের গায়ে নল লাগানো (প্রাচীরের সেই অংশটি ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং পুনর্নির্মিত হচ্ছিল) চৌকো কাঠের টুকরোর উপর দিয়ে প্রবেশ করল, ব্রাসিডাস তাঁর বাহিনীর অধিকাংশকে নিয়ে পর্বতের উপর সোজা নগরের উচ্চতর অংশে উঠলেন, বাকি সৈন্যরা সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাসিডাসের উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই নগরটির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দখল করে নেওয়া।

অধিকাংশ টোরেনীয়দের বিশৃঙ্খলা ও বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই নগরটি অধিকৃত হয়ে গেল, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এবং তাদের দলের

নাগরিকরা প্রথমেই আক্রমণকারীর সঙ্গে যোগদান করেছিল। প্রায় ৫০ জন এথেনীয় হপ্‌লাইট বাজারে ঘুমন্ত অবস্থায় আতঙ্ক-ধ্বনি শুনে জেগে উঠল। তাদের কেউ কেউ যুদ্ধ করতে করতে নিহত হল, বাকিরা কেউ স্থলপথে কেউ মোতায়েন জাহাজ দুটিতে করে লেসিথাসে আশ্রয় নিল। এটি ছিল নগরের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি দুর্গ, এথেনীয় বাহিনীর দ্বারাই সুরক্ষিত, সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত এবং একটি সংকীর্ণ যোজক দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সেখানে তাদের দলের টোরেনীয়গণও তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হল।

নগরে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর রাত্রি শেষ হলে এথেনীয়-গণের সঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী টোরেনীয়গণের কাছে ব্রাসিডাস এই মর্মে এক ঘোষণা জারি করলেন যে, ইচ্ছা করলে তারা নগরে ফিরে আসতে পারে। তারা ব্যক্তিগতভাবে ও সম্পত্তির ব্যাপারে নিরাপদ থাকবে। একটি দূত পাঠিয়ে এথেনীয়গণের সঙ্গে একটি চুক্তি করবার আহ্বান জানালেন এবং ইহা চালসিডীয় অঞ্চল বলে তাদের সম্পত্তিসহ লেসিথাস ছেড়ে যেতে বললেন। এথেনীয়গণ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, কিন্তু মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য একদিনের চুক্তি প্রার্থনা করল। ব্রাসিডাস দুদিনের জন্য চুক্তি করলেন এবং এই সময়টিতে নিকটবর্তী গৃহগুলিকে সুরক্ষিত করে তুললেন, এথেনীয়গণও তাদের জায়গায় একই কাজে ব্যাপৃত রইল। ইতিমধ্যে তিনি টোরোনীয়গণের এক সভা আহ্বান করে সেখানে যা বললেন তা তাঁর অ্যাকান্থাসে প্রদত্ত বিবৃতিরই অনুরূপ, অর্থাৎ যে সমস্ত টোরোনীয় নগর দখলের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাদের যেন দুর্জন বা বিশ্বাসঘাতক বলে মনে না করা হয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য অসৎ নয়, তারা নগরকে পরপদানত করতে এই কাজ করেনি, তারা টোরোনের স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্য এই কাজে ব্রতী হয়েছে। আবার যারা এইকাজে অংশগ্রহণ করেনি তারা যেন একথা মনে না করে যে এর সুবিধাভোগে তারা সমানাধিকার পাবে না। কারণ তারা নগর বা ব্যক্তিবিশেষের ধ্বংস সাধন করতে আসেনি। যারা পালিয়ে এথেনীয়দের কাছে আশ্রয় নিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘোষণা জারি করার পিছনে এই যুক্তিই ছিল। এথেনীয়গণের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের জন্য তিনি তাদের কিছুই মন্দ ভাবছেন না, যখন তারা স্পার্টীয়দের জানবে তখন স্পার্টীয়দের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হবে, বরং বেশীই হবে কারণ স্পার্টীয়গণ এথেনীয়গণ অপেক্ষা অনেক বেশী ন্যায়পরায়ণ। কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার অভাবেই তারা স্পার্টীয়গণের ভয়ে ভীত। কিন্তু তাদের তিনি সাবধান করে দিলেন তারা যেন বিশ্বস্ত মিত্র হবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং ভবিষ্যতের সব ভুলের জন্য তারাই দায়ী হবে। অতীতে তারা স্পার্টার

ক্ষতি করেনি, বরং তাদের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী দেশের দ্বারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যদি তারা কোনক্রমে তাঁকে বাধা দিয়ে থাকে তবে তা ক্ষমার যোগ্য।

এইভাবে তাদের উৎসাহিত করে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ামাত্র তিনি লেসিথাস আক্রমণ করলেন। একটি দুর্বল প্রাচীর এবং উন্নত প্রাচীর সমেত কয়েকটি গৃহ—ইহাই ছিল এথেনীয়গণের প্রতিরক্ষার আয়োজন। একদিন ধরে তারা আক্রমণের প্রতিরোধ করল। পরদিন শত্রুরা এমন একটি যন্ত্র আনল যা দিয়ে দুর্গের কাষ্ঠনির্মিত অংশের উপর আগুন নিক্ষেপ করা যায়। তাদের সৈন্যবাহিনীও এমন স্থানে এসে উপস্থিত হল যেখান থেকে যন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকর হবে এবং প্রাচীরটিও যেখনে সর্বাপেক্ষা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ ঠিক বিপরীত দিকের গৃহের উপরে একটি কাঠের দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে জলের বড় বড় পাত্র ও পিপা এবং বিরাট বিরাট প্রস্তর এনে রাখল, বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য সেখানে মোতায়েন হল। কিন্তু বাড়ীটির পক্ষে এই ওজন অত্যন্ত বেশী হয়ে যাওয়াতে এটি হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল এবং যারা কাছে ছিল এবং যারা ব্যাপারটি দেখল তারা যত না ভীত হল তদপেক্ষা বিরক্ত হল। কিন্তু যারা এত কাছে ছিল না কিংবা ছিল আরও দূরে তারা ভাবল সেই জায়গাটি অধিকৃত হয়ে গিয়েছে। তাই তারা দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে পালিয়ে জাহাজে উঠল।

ব্রাসিডাস তাদের চলে যেতে দেখে এবং সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে সবেগে অগ্রসর হয়ে তৎক্ষণাৎ দুর্গটি অধিকার করে নিলেন এবং ভিতরে যারা ছিল সকলেই নিহত হল। এইভাবে এথেনীয়গণ স্থানটি ছেড়ে নৌকা ও জাহাজে চড়ে প্যালোনিতে চলে গেল। লেসিথাসে একটি এথেনীয় মন্দির ছিল। আক্রমণ শুরু করবার মুহূর্তে ব্রাসিডাস ঘোষণা করেছিলেন, যে প্রথমে প্রাচীর ভেদ করতে পারবে তাকে ৩০ রৌপ্য সাইনি দেবেন। এখন ব্রাসিডাস মনে করলেন মানুষের সাহায্যে নয়, দৈবানুগ্রহেই স্থানটি দখল করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং দেবীর কাছে মন্দিরের জন্য ত্রিশ সাইনি উৎসর্গীকৃত হল, লেসিথাসের দুর্গ ভেঙে পরিষ্কার করে ফেলা হল এবং সমগ্র স্থানটি মন্দিরের পবিত্রভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট হল। শীতকালের বাকি সময়টুকু তিনি সদ্যোবিজিত দেশগুলির সংগঠনা এবং অন্যগুলি জয়ের পরিকল্পনায় নিয়োজিত করলেন। এইভাবে শীতের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অষ্টম বর্ষও শেষ হল।

পরবর্তী গ্রীষ্মের আগের বসন্তে স্পার্টীয়রা ও এথেনীয়রা এক বৎসরের

জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি করল। এথেনীয়গণ ভাবল ব্রাসিডাস আর কোন নগরের বিদ্রোহ সংগঠিত করবার আগেই তারা এখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ সুযোগ পাবে এবং সুবিধা পেলে একটি স্থায়ী চুক্তিও সম্পাদন করতে পারবে। এথেন্সের এই মনোভাব অনুমান করে স্পার্টীয়রা ভাবল যে যুদ্ধের পরিশ্রম ও কষ্ট থেকে একবার বিশ্রাম পেলে এথেন্স আরও আগ্রহের সঙ্গে একটি মীমাংসায় উপনীত হ'য়ে বন্দীদের ফিরিয়ে দেবে এবং দীর্ঘতর সময়ের জন্য চুক্তি করবে। ব্রাসিডাসের সৌভাগ্য বজায় থাকতে থাকতেই বন্দীদের উদ্ধার করা ছিল স্পার্টীয়দের মূল উদ্দেশ্য। আরো সাফল্য চালসিডিসে যুদ্ধকে আরও কম অসম করতে পারে কিন্তু তথাপি তারা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারবে না এবং চালসিডিসেও তারা এথেনীয়গণের সমকক্ষ অপেক্ষা বেশী শক্তিমান হতে পারবে না। তাই জয়ের সম্ভাবনা কখনই সুনিশ্চিত হবে না। সুতরাং নিম্নলিখিত শর্তাধীনে স্পার্টা ও তার মিত্ররা একটি যুদ্ধবিরতি যুক্তি করল ঃ

১। পাইথীয় অ্যাপোলোর মন্দির ও দৈববাণী সম্পর্কে আমরা এই শর্তে সম্মত হচ্ছি যে বিনা প্রতারণায় উভয়ে যে কেউ আগে পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী সেখানে যেতে পারবে। স্পার্টা ও তার উপস্থিত মিত্রগণ এই শর্ত স্বীকার করছে এবং বিয়োসীয় ও ফোকীয়গণ যাতে এই বিষয়ে সম্মত হয় সেইজন্য তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

২। মন্দিরে সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে আমরা পিতৃপুরুষের রীতি সততার সঙ্গে যথাযথভাবে অনুসরণ করে অর্থ অপব্যয়কারীকে খুঁজে বের করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমরা এবং আপনারা ইচ্ছুক সকলেই পূর্ব-পুরুষের রীতি মান্য করে এই চেষ্টা করব। উপরিউক্ত শর্তে স্পার্টা ও তার মিত্রগণ সম্মত হচ্ছে।

৩। যদি এথেনীয়গণ চুক্তি করতে চায় তবে নিম্মলিখিত শর্তে স্পার্টা ও তার মিত্রগণ সম্মত হচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চল দখলে রেখে নিজ নিজ দেশে থাকব ঃ করিফেসিয়ামের রক্ষিবাহিনী বুফ্রাস ও টোমিউসেই সীমাবদ্ধ থাকবে ঃ সাইথেরার রক্ষিবাহিনী পেলোপোনেসীয় সঙ্ঘের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবে না, আমরাও তাদের সঙ্গে নয়, তারাও আমাদের সঙ্গে নয় ঃ নিসিয়া ও মিনোয়ার রক্ষিবাহিনী নিসাস মন্দিরের দরজা থেকে পোসিডনের মন্দির ও তারপর সোজা মিনোয়ার সেতু পর্যন্ত রাস্তা অতিক্রম করবে না ঃ এথেনীয়গণ যে দ্বীপটি দখল করেছে তা অধিকারে রাখতে পারবে, কিন্তু দুই দিকে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে

পারবে না ঃ এথেনীয়গণের সঙ্গে পূর্বকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী ট্রিজেনের অঞ্চলে দুই পক্ষই অধিকৃত স্থান দখলে রাখতে পারবে।

৪। সমুদ্রপথে যাতায়াত বিষয়ে বলা হয়েছে যে, নিজেদের ও সঙ্ঘের অন্যান্য রাষ্ট্রের উপকূলে স্পার্টা ও তার মিত্রগণ পাঁচশো ট্যালেণ্ট পর্যন্ত মালবোঝাই ও দাঁড়বাহী যে কোন জাহাজে চলাচল করতে পারবে কিন্তু যুদ্ধ জাহাজে নয়।

৫। যুদ্ধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে এবং দাবী মিটমাটের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুচর সহ সকল দূত ও প্রতিনিধির জলপথ এবং স্থলপথে এথেন্স ও স্পার্টাতে নিরাপদে গমনাগমনের সুযোগ থাকবে।

৬। চুক্তির মেয়াদকালে স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস কোন পলাতক সৈন্যকেই আমরা আশ্রয় দেব না, আপনারাও দেবেন না।

৭। আমাদের বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইন অনুযায়ী আমরা আপনাদের এবং আপনারাও আমাদের সন্তুষ্টিবিধান করবার অঙ্গীকার করব, অস্ত্রধারণের মাধ্যমে নয়, আইনের সাহায্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হবে।

"স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ এই সব শর্তে সম্মত হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের যদি আরো ভাল ও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব থাকে তা হলে স্পার্টাতে যাবেন এবং আমাদের জানাবেন। ন্যায্য কোন প্রস্তাবে স্পার্টা কিংবা তার মিত্রগণ আপত্তি করবে না। শুধু, তারা যেন পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে যায়, যেমন আপনারা আমাদের সম্পর্কে চান। চুক্তিটি হল এক বছরের জন্য, জনগণের দ্বারা অনুমোদিত।"

প্রিটানি ছিল অ্যাকামাণ্টিস উপজাতির দায়িত্বে, ফিনিপ্পাস ছিলেন সম্পাদক, নিকিয়াডিস সভাপতি। এথেনীয়গণের ভাগ্যের নাম করে প্রস্তাবের উত্থাপক লাচেস বললেন, স্পার্টা ও তার মিত্রদের দ্বারা গৃহীত শর্তানুসারে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়া উচিত। সুতরাং জনগণের সভায় স্থির হল সেইদিন থেকেই শুরু করে অর্থাৎ এলাফেবিলিওন মাসের চতুর্দশ দিন থেকে এক বছরের জন্য স্থায়ী হবে। একটি স্থায়ী শান্তির ভিত্তি আলোচনার জন্য এই সময়টিতে দুই দেশের পরস্পরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও দূত প্রেরিত হবে। সেনাধ্যক্ষগণ ও প্রিটেনগণ যেন জনগণের একটি সভা আহ্বান করেন, এখানে এথেনীয়গণ শান্তির জন্য প্রথমে আলোচনা করবে এবং যে সমস্ত শর্তে প্রতিনিধিরা সন্ধি স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমতি পাবে তার উপর আলোচনা করবে। এখন যে প্রতিনিধিদল উপস্থিত আছেন তাঁদের এখনই

শপথ নিতে হবে যে এক বছরের মেয়াদী এই চুক্তি তাঁরা আন্তরিকভাবে পালন করবেন।

এইসব শর্তে স্পার্টীয়গণ এথেনীয় ও তার মিত্রদের সঙ্গে স্পার্টীয় মাস জেরাস্টিয়াসের দ্বাদশ দিনে একটি চুক্তি করল, স্পার্টার মিত্ররাও শপথ গ্রহণ করল। চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী ও তর্পণকারীদের নাম হল টোরাস (ইকোটিমিডিসের পুত্র), এথেনিউস (পেরিক্লাইডাসের পুত্র) এবং ফিলো-ক্যারিডাস (এরিক্সিডাইডাসের পুত্র)—এঁরা স্পার্টীয়; করিন্থীয় ছিলেন এইনিয়াস (ওকিটাসের পুত্র) এবং ইউফোমিডাস (অ্যারিস্টোমিনাসের পুত্র); সাইকিওনিয়ান ছিলেন ড্যামোটিমাস (নেইক্রেটিসের পুত্র) এবং ওনাসিমাস (মেগাক্লিসের পুত্র); মেগারীয় ছিলেন নিকোসাস (মেকালাসের পুত্র) এবং মেনিক্রেটিস (অ্যাম্ফিডোরাসের পুত্র); এপিডোরীয় ছিলেন ইউপাইডাসের পুত্র অ্যাম্ফিয়াস এবং এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ নিকোস্ট্রেটাস (ডাইট্রেফিসের পুত্র); নিকেয়াস (নিসোরেটাসের পুত্র) এবং অটোক্লিস (টোলমিউসের পুত্র)। এইরূপ ছিল যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং এই এক বৎসর ধরে শান্তি স্থাপনের জন্য ক্রমাগত নানা আলোচনা-সভা বসেছিল।

যখন এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে উত্থান-পতন হচ্ছে, সেই সময় প্যালেনির একটি নগর স্কিওন এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্রাসিডাসের পক্ষে চলে আসে। স্কিওনীয়গণ বলে যে তারা পেলোপন্নিসের প্যালোনীয় এবং তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা ট্রয় থেকে ফিরবার পথে বাত্যা-তাড়িত হ'য়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, অ্যাকীয়গণও এই ঝড়ের কবলে পড়েছিল। ব্রাসিডাস রাত্রিযোগে স্কিওনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিদ্রোহ করল, একটি বন্ধুস্থানীয় ট্রায়ারিম গিয়েছিল আগে, ব্রাসিডাস পিছনে পিছনে একটি ছোট নৌকা নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল এই যে, যদি তিনি তাঁর নৌকাটি অপেক্ষা বৃহত্তর কোন জাহাজের দ্বারা আক্রান্ত হন তাহলে অগ্রবর্তী জাহাজটি তাঁকে রক্ষা করবে, আবার আক্রমণকারিগণ যদি ট্রায়ারিমটির মত বড় হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই ছোট নৌকাটিকে উপেক্ষা করে বড় জাহাজটিকেই আক্রমণ করবে এবং তিনি নিরাপদেই চলে যেতে পারবেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তিনি স্কিওনীয়গণের এক সভা আহ্বান করে অ্যাকান্থাস ও টোরোনে প্রদত্ত ভাষণের অনুরূপ একটি ভাষণ দিলেন, অতিরিক্ত কেবল এইটুকু বললেন যে, তারা অত্যন্ত প্রশংসা লাভের যোগ্য, কারণ যদিও এথেন্স কর্তৃক পটিডিয়া অধিকৃত থাকায় প্যালেনী যোজকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের অবস্থা হয়েছে দ্বীপবাসীর ন্যায়, তবুও তারা স্বাধীনতা দাবী করে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে এসেছে,

স্পষ্টতই তাদের পক্ষে যা কল্যাণকর তার জন্য বাইরের কোন চাপের উপর নির্ভর করে ভীরুভাবে বসে থাকেনি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চরমতম ক্লেশও তারা সাহসিকতার সঙ্গে সহ্য করবে এবং তিনি যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তিনি তাদের স্পার্টার বিশ্বস্ততম ও সর্বোত্তম বন্ধু হিসাবে গণ্য করবেন এবং অন্য সব রকম উপায়ে তাদের সম্মানিত করবেন।

এই কথায় স্কিওনীয়গণ খুব উল্লসিত হল, সর্বত্র একটি বিশ্বাসের ভাব দেখা গেল, এমন কি প্রথমে যারা এর বিরোধিতা করেছিল তারা ও স্কিওনীয়গণ অমিততেজে যুদ্ধ চালাতে কৃতসংকল্প হল এবং ব্রাসিডাসকে সবরকম সম্মান প্রদর্শন করে আহবান জানাল। হেলাসের মুক্তিদাতা হিসাবে একটি স্বর্ণমুকুট দ্বারা তাঁকে সরকারীভাবে অভিনন্দন জানান হল এবং ব্যক্তিগতভাবে লোকেরা এসে তাঁকে মাল্যভূষিত করল যেন তিনি একজন খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ। সাময়িকভাবে একটি ক্ষুদ্র রক্ষিবাহিনী রেখে তিনি নিজে ফিরে গেলেন এবং শীঘ্রই একটি বিরাট বাহিনী পাঠালেন কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্কিওনীয়গণের সাহায্য নিয়ে এথেনীয়গণ পৌঁছবার আগেই মেণ্ডি ও পটিডিয়া আক্রমণ করবেন। তিনি ভেবেছিলেন যেহেতু স্কিওন প্রায় দ্বীপেরই মত সুতরাং এথেনীয়গণ এটি নিশ্চয় উদ্ধার করতে আসবে। তাছাড়া এই নগরদুটিকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সমর্পণ বিষয়ে তিনি গোপনে সংবাদ পেয়েছিলেন।

এই নগরগুলি সম্পর্কে যখন এইরূপ পরিকল্পনা চলছিল তখন একটি জাহাজে করে দুজন দূত যুদ্ধবিরতি চুক্তির সংবাদ নিয়ে এলেন—এঁরা হলেন এথেনীগণের অ্যারিস্টোমিনাস ও স্পার্টীয়দের এথেনীউস। সুতরাং সৈন্যবাহিনী টোরোনে ফিরে গেল এবং কমিশনারগণ ব্রাসিডাসকে চুক্তির সংবাদ দিলেন। থ্রেসের সমস্ত স্পার্টীয় মিত্ররা এই চুক্তি স্বীকার করে নিল এবং অন্য সকলকে নিয়ে অ্যারিস্টোমিনাসের কোন অসুবিধা হল না, কিন্তু দিন গুনে তিনি দেখলেন যে চুক্তির পর স্কিওনীয়গণ বিদ্রোহ করেছে, সুতরাং তাদের তিনি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করলেন না। ব্রাসিডাস এর তীব্র বিরোধিতা করে বললেন, বিদ্রোহ আগেই হয়েছে এবং তিনি নগরটি ফিরিয়ে দেবেন না। অ্যারিস্টোনিমাস এই সংবাদ এথেন্সে জানালে তারা তৎক্ষণাৎ স্কিওনেতে একটি অভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হল। এতে স্পার্টার প্রতিনিধিরা গিয়ে জানাল যে এর ফলে চুক্তিভঙ্গ হবে এবং ব্রাসিডাসের উক্তির উপর নির্ভর করে ঐ নগরের উপর দাবীও জানাল—অবশ্য বিষয়টিকে একটি সালিশে পাঠাবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু এথেনীয়গণ সালিশের ঝুঁকি

নিতে রাজী হল না ; বরং দ্বীপবাসীরাও বিদ্রোহ করতে সাহসী হচ্ছে দেখে এবং স্পার্টার স্থলশক্তির উপর নিষ্ফল বিশ্বাস স্থাপন করছে দেখে তারা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে সৈন্য পাঠাতে কৃতসংকল্প হল। তাছাড়া বিদ্রোহের তথ্যাদি এথেনীয়গণকেই সমর্থন করছিল। স্কিওনীয়গণ চুক্তির দুদিন পর বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং স্কিওনীয়গণকে পরাজিত করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার প্রস্তাব ক্লিওন সহজেই অনুমোদন করিয়ে নিলেন। অতএব এথেনীয়-গণ তাদের বর্তমান অবকাশটিকে অভিযানের জন্য প্রস্তুতির কাজে লাগাল।

ইতিমধ্যে প্যালেনীর একটি নগর এবং ইরিট্রিয়দের একটি উপনিবেশ মেণ্ডি বিদ্রোহ করল এবং ব্রাসিডাস কর্তৃক নির্দ্বিধায় গৃহীত হল, যদিও স্পষ্টতই এই বিদ্রোহ চুক্তির পর সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু এথেনীয়গণ কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিলঙ্ঘন করেছে এই অভিযোগে ব্রাসিডাস এই কাজ করলেন। ব্রাসিডাসকে এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে দেখে এবং স্কিওন প্রত্যর্পণে তাঁর অসম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে মেণ্ডির সাহস আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া মেণ্ডির ষড়যন্ত্রীদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প এবং যে কথা আমি আগেই বলেছি তাদের ষড়যন্ত্র বহু দূর পর্যন্ত গিয়েছিল বলে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে অধিকাংশ নাগরিককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত বাধ্য করেছিল। এই খবরে এথেনীয়গণ আরও ক্রুদ্ধ হল এবং তৎক্ষণাৎ দুটি নগরের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তাদের আগমন আশঙ্কা করে ব্রাসিডাস আগে স্কিওন ও মেণ্ডি থেকে নারী ও শিশুদের চালসিডিসের ওলিন্থাসে পাঠিয়ে দিলেন এবং পলিডেমিডাসের নেতৃত্বে ৫০০ পেলোপনেসীয় হপ্‌লাইট ও ৩৫০ চালসিডীয় ঢালধারীকে সেখানে পাঠালেন।

আসন্ন এথেনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে এই দুটি নগরকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়ে ব্রাসিডাস ও পার্ডিক্কাস অ্যারাবিউসের বিরুদ্ধে লিংকাসে আবার একটি যুগ্ম অভিযান শুরু করলেন। পার্ডিক্কাসের সৈন্যবাহিনী তাঁর ম্যাসিডনীয় প্রজাদের নিয়ে গঠিত ছিল, তাছাড়া তাঁর দেশে বসবাসকারী হেলেনীয়দের এক 'হপ্‌লাইট' বাহিনীও তাঁর সঙ্গে ছিল। যে সব পেলো-পনেসীয় তখনও ব্রাসিডাসের সঙ্গে ছিল তারা ব্যতীতও ব্রাসিডাসের বাহিনীতে ছিল ম্যাসিডনীয় ও চালসিডীয় অশ্বারোহীর প্রায় ১০০০ সৈন্য, তাছাড়া স্থানীয় উপজাতিদের এক বিরাট বাহিনী। অ্যারাবিউসের দেশে গিয়ে তারা দেখল লিনসেসিটীয়গণ বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, অতএব নিজেরা ঠিক বিপরীত দিকের স্থান গ্রহণ করল। দুপক্ষের পদাতিক বাহিনী ছিল পর্বতের উপর, তাদের মাঝখানে ছিল সমভূমি, সেখানে দুই পক্ষের অশ্বারোহী নেমে এসে যুদ্ধ শুরু করে দিল। এরপর লিনসেসটীয় হপ্‌লাইটরা

পর্বত থেকে নেমে অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এতে ব্রাসিডাস ও পার্ডিক্কাস তাদের প্রতিহত করবার জন্য নেমে এলেন এবং যুদ্ধ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, বহু লিনসেসটীয় নিহত হল, অবশিষ্টরা পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। বিজয়ীরা তারপর বিজয়-স্মারক স্থাপন করল এবং পার্ডিক্কাসের সঙ্গে যে ইলিরীয় ভাড়াটিয়া সৈন্যদের যোগদানের কথা ছিল তাদের জন্য দু-তিন দিন অপেক্ষা করল। তারপর পার্ডিক্কাস আর অপেক্ষা না করে অ্যাঢ়রাবিউসের গ্রামগুলি আক্রমণ করতে চাইলেন। কিন্তু ব্রাসিডাস ভয় পেলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিকালে হয়তো এথেনীয়গণ এসে উপস্থিত হবে এবং মেণ্ডির কিছু একটা ঘটে যাবে, তাছাড়া ইলিরীয়দের না আসতে দেখে পার্ডিক্কাসের প্রস্তাব সমর্থন না করে বরং ফেরবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

যখন এইরূপে বিতর্ক চলছে তখন সংবাদ এল যে ইলিরীয়গণ আসলে পার্ডিক্কাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অ্যারঢ়াবিউসের সঙ্গে যোগদান করেছে। ইলিরীয়গণ যোদ্ধার জাত এবং তাদের ভয়ে উভয়েই পশ্চাদপসরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। কিন্তু বিবাদবশত কখন যে যাত্রা শুরু হবে সে বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল না। রাত্রি হলে ম্যাসিডোনীয় ও উপজাতিদের বাহিনীতে হঠাৎ এমন একটি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যা বিরাট বাহিনীতে মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে যত সৈন্য উপস্থিত হয়েছে তার অনেক গুণ বেশী সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে, এমনকি তারা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গৃহাভিমুখে পালাতে শুরু করল। পার্ডিক্কাস প্রথমে ব্যাপারটি কিছু বুঝতে পারেননি, কিন্তু পরে ব্রাসিডাসের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যেতে বাধ্য হলেন, কারণ দুদলের শিবিরের মধ্যে বেশ দূরত্ব ছিল। প্রভাতে ব্রাসিডাস দেখলেন ম্যাসি-ডোনীয়গণ চলে গিয়েছে এবং ইলিরীয়গণের সহায়তায় অ্যারঢ়াবিউস আক্রমণ করতে উদ্যত। তিনি হপ্‌লাইটদের চতুষ্কোণের আকারে স্থাপন করে হাল্‌কা অস্ত্রবাহী সৈন্যদের রেখে পশ্চাদপসরণের জন্য প্রস্তুত হলেন। সৈন্যদলের তরুণতমদের নির্দেশ দেওয়া হল শত্রুরা যেখানেই আক্রমণ করবে সেখানেই তারা বাধা দেবে এবং ব্রাসিডাস নিজে বাছাই করা তিনশো সৈন্য নিয়ে পিছনে গেলেন। পশ্চদপসারণের সময় এই সৈন্যদল শত্রুদের সম্মুখীন হবে এবং যে শত্রুরা অগ্রসর হবে তাদের প্রতিহত করবে। ইতিমধ্যে শত্রুরা এগিয়ে আসবার আগেই তিনি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ভাষণটির দ্বারা তাদের উৎসাহিত করে তুললেন :—

"পেলোপনেসীয়গণ, একাকী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদেশী শত্রুপক্ষের বৃহৎ

বাহিনীর সম্মুখে আপনারা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছেন এমন সন্দেহ মনে না জাগলে আমি আপনাদের শুধু রীতিমাফিক কয়েকটি কথা বলে ক্ষান্ত হতাম, বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে যেতাম না। বন্ধুদের পলায়ন এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্য বিষয়ে আমার কিছু উপদেশ দেবার আছে। সেগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও আমি আশা করি, অধিকতর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আপনাদের সন্তুষ্টি-বিধান করা সম্ভব হবে। যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ তা মিত্রদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়, এই বীরত্ব আপনাদের জন্মগত সাহসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাধিক্য দেখে আপনাদের ভীত হওয়া উচিত নয় ; কারণ আপনারা যে দেশের নাগরিক সেখানে সংখ্যাগুরু দল স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব চালায় না, বরং স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে শাসন করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণিত শ্রেষ্ঠত্বই তাদের পদমর্যাদার উৎস। অনভিজ্ঞতাবশত আপনারা বিদেশী সৈন্যকে ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু তাদের মধ্যেকার ম্যাসিডোনীয়দের সংগে আপনাদের যে শক্তিপরীক্ষা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তা থেকে অথবা আমার নিজস্ব ধারণা এবং অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে আমি নিশ্চিত যে তারা খুব একটা দুর্ধর্ষ নয়। যখন শত্রুপক্ষ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও শক্তির ভান করে তখন তাদের প্রকৃত শক্তি বিষয়ে অবহিত হলে বিরুদ্ধ পক্ষের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। ঠিক তেমনি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ব্যক্তির বাধাদান সর্বাপেক্ষা জোরদার হয়। অনভিজ্ঞ চোখে আমাদের এই শত্রুকে ভীষণ বিপজ্জনক মনে হতে পারে। তাদের সংখ্যাধিক্য ভয়াবহ, ভয়ানক চিৎকার অসহ্য, বাতাসে তাদের অস্ত্র সঞ্চালন দেখলে আতঙ্ক জাগে। কিন্তু যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ করে তার সংগে যখন সম্মুখ সমর শুরু হয় তখন এই সব আর ভয়াবহ থাকে না। তাদের এমন কোন শৃঙ্খলা নেই যে চাপে পড়ে পশ্চাদপসরণ করতে লজ্জা-বোধ করবে। পলায়ন ও আক্রমণ দুই-ই তাদের কাছে সমান সম্মানজনক, সুতরাং তাদের সাহসের প্রকৃত পরীক্ষা কখনই করা যায় না। কারণ, যখন প্রত্যেকেই নিজের জন্য যুদ্ধ করে তখন নিজের গা বাঁচাবার জন্য প্রত্যেকেই বেশ ভাল অজুহাত খুঁজে পায়। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের সংগে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে কোন ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ভীতি প্রদর্শন করাই তারা যুক্তিযুক্ত মনে করে। তা না হলে শুধু চিৎকার না করে তারা এতক্ষণে যুদ্ধ শুরু করে দিত। সুতরাং আপনারা স্পষ্টতঃই বুঝতে পারছেন তাদের সম্পর্কে যা ভেবেছেন চক্ষু ও কর্ণের কাছে যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন প্রকৃত সত্য তাতে সামান্যই আছে। অতএব তারা আক্রমণ করলে দৃঢ়তার সংগে বাধা দেবেন এবং সুযোগ পেলে পুনরায় সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে পশ্চাদপসরণ করবেন এবং এইভাবে শীঘ্রই নিরাপদ স্থানে

পৌঁছতে পারবেন। তখন ভবিষ্যতে দেখবেন এই ধরনের নিকৃষ্ট জনতার প্রথম আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করলে তারা শুধু এদের মত নিরাপদ দূরত্ব থেকে ভীতি প্রদর্শন করে নিজেদের সাহসের পরিচয় দেয়, কিন্তু যারা প্রথমেই পরাজয় স্বীকার করে নেয় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে এরা খুব মজবুত, অথচ আসলে তখন তারা বিপদমুক্ত।"

একথা বলে ব্রাসিডাস তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। শত্রুরা মনে করল তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা তাদের ধরে ফেলে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। কিন্তু যেখানেই তারা আক্রমণ করতে যায় সেখানেই দেখে তরুণরা তাদের হটিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত। এদিকে ব্রাসিডাস তাঁর বাছাই করা সৈন্যদের নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। এইভাবে পেলোপোন্নেসীয়গণ অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুদের প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করল। পরেও ঠিক সমান তৎপরতার সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত হতে লাগল এবং শত্রুরা নিষ্ক্রিয় হলেই তাদের পশ্চাদপসরণ চলতে লাগল। ফলে অধিকাংশ শত্রুই উন্মুক্ত অঞ্চলে ব্রাসিডাসের হেলেনীয় বাহিনীকে আক্রমণ করা ছেড়ে দিল এবং ব্রাসিডাসের যাত্রাপথে উত্যক্ত করবার জন্য সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে রেখে অন্য সকলে পলায়নপর ম্যাসিডোনীয়দের সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে রেখে অন্য সকলে পলায়নপর ম্যাসিডোনীয় উদ্দেশ্যে ধাবিত হল এবং যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। তার পর তারা সময়মত দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী এবং অ্যাঢ়রাবিউসের দেশাভিমুখী গিরিপথটি দখল করল। তারা জানত ব্রাসিডাসের পশ্চাদপসরণের এটিই একমাত্র পথ। এই পথের দুর্গম অংশে যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন তারা চতুর্দিক থেকে ব্রাসিডাসকে ঘিরে ধরবার উপক্রম করে ধ্বংস করবার চেষ্টা করল।

তা দেখে ব্রাসিডাস তাঁর বাছাই করা তিনশো জনকে দুটি পর্বতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দুরারোহ পর্বতটিতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে সমবেত শত্রুদের বিতাড়িত করতে আদেশ দিলেন, যাতে আরো অধিক-সংখ্যক শত্রু এসে ঘিরে ফেলতে না পারে। তারা গিয়ে পর্বতের উপর শত্রুদের পরাজিত করল এবং হেলেনীয় বাহিনীর প্রধানঅংশটি অপেক্ষাকৃত সহজভাবে অগ্রসর হতে লাগল। পর্বত থেকে তাদের দলকে বিতাড়িত হতে দেখে শত্রুরাও ভয় পেয়ে গেল এবং গ্রীকরা নির্বিঘ্নে সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে মনে করে আর পশ্চাদ্ধাবন করল না। পর্বতগুলি অধিকৃত হওয়াতে ব্রাসিডাস এখন অধিকতর নিরাপদ ভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সেইদিনই আর্ণিমাতে পৌঁছলেন, এটি পার্ডিক্কাসের রাজ্যের অন্তর্গত প্রথম নগর। ম্যাসিডোনীয়গণ তাঁদের ফেলে চলে

আসায় ক্ষিপ্ত সৈন্যরা পথের ধারে যত জোয়াল-যুক্ত গরু দেখল তাদের উপর প্রতিশোধ নিল, গরুগুলিকে জোয়ালমুক্ত করে হত্যা করল এবং রাত্রিতে অতর্কিত অবস্থায় পলায়নের সময় ম্যাসিডোনীয়গণ যাকিছু ফেলে এসেছিল সমস্তই হস্তগত করল। এই সময় থেকেই পার্ডিক্কাস ব্রাসিডাসকে শত্রু হিসাবে মনে করতে শুরু করেন এবং পেলোপনেসীয়গণের প্রতি এমন ঘৃণা পোষণ করতে থাকেন যা তাঁর এথেন্স-বিরোধী নীতির সঙ্গে মোটেই খাপ যায় না। এখন তিনি তাঁর স্বাভাবিক স্বার্থ পরিত্যাগ করে শেষোক্তদের সঙ্গে মীমাংসা এবং প্রথমোক্তদের পক্ষ ত্যাগ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

ম্যাসিডোনিয়া থেকে টোরোনে ফিরে গিয়ে ব্রাসিডাস দেখলেন এথেনীয়গণ ইতিমধ্যেই মেন্ডি অধিকার করে ফেলেছেন। প্যালেনীতে গিয়ে মেন্ডীয়দের সাহায্য দান অসম্ভব বিবেচনা করে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই অবস্থান করে টোরোনের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। লিঙ্কাস অভিযানের প্রায় সমকালে এথেনীয়গণ পূর্বর্বর্ণিত প্রস্তুতি শেষ করে মেন্ডি ও স্কিওনের বিরুদ্ধে পঞ্চাশটি জাহাজ (এর মধ্যে দশটি চিওসের), এক হাজার এথেনীয় হপ্‌লাইট এবং ছয়শো তীরন্দাজ, একশো থ্রেসীও ভাড়াটিয়া সৈন্য এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের মিত্রদের কাছ থেকে সংগৃহীত কিছু ঢালধারী সৈন্য দ্বারা গঠিত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। নিকিয়াস এবং নিকোস্ট্রেটাস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনাক। পটিডিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে পেসিডনের মন্দিরের বিপরীত দিকে অবতরণ করে এই বাহিনী মেন্ডি অভিমুখে অগ্রসর হয়। মেন্ডীয়গণকে সাহায্য করেছিল ৩০০ স্কিওনীয় ও পেলোপনেসীয় সাহায্যকারী সৈন্যগণ, তারা সংখ্যায় মোট ৭০০ হপ্‌লাইট। তারা পলিডেমিডাসের নেতৃত্বে নগরের বাইরে একটি দুরারোহ পর্বতে শিবির স্থাপন করেছিল। নিকিয়াস ১২০ জন লঘু অস্ত্রবাহী মেথোনীয়, বাছাই করা ৬০০ এথেনীয় হপ্‌লাইট এবং সমস্ত তীরন্দাজগণকে নিয়ে একটি রাস্তা ধরে পাহাড়ের উপর পেৌঁছবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আহত হয়ে বুঝলেন এইভাবে স্থানটি দখল করা যাবে না। এদিকে নিকোস্ট্রেটাস অন্য সৈন্যগণকে নিয়ে দূরের একটি স্বতন্ত্র রাস্তা ধরে দুর্গম পাহাড়টিতে উঠবার চেষ্টা করে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সমগ্র এথেনীয় বাহিনী কোনোক্রমে পরাজয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। মেন্ডীয় ও তাদের মিত্রগণের আত্মসমর্পণের কোনো লক্ষণ না দেখে এথেনীয়গণ সেই দিনের মতো পশ্চাদ-পসরণ করে শিবির স্থাপন করল। রাত্রি হলে মেন্ডীয়গণও নগরে ফিরে গেল।

পরদিন এথেনীয়গণ জলপথে ঘুরে স্কিওনের কাছে গিয়ে নগরের উপকণ্ঠ দখল করে নিল এবং সমস্ত দিন ধরে দেশটিতে লুণ্ঠনকার্য চালাল। কেউ

তাদের বাধা দিতে এল না, তার কারণ এই যে নগরের অভ্যন্তরে তখন বিবাদ চলছিল। পরদিন রাত্রে ৩০০ স্কিওনীয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। পরবর্তী প্রভাতে নিকিয়াস সৈন্যবাহিনীর অর্ধাংশ নিয়ে স্কিওনের সীমান্তে পৌঁছে দেশটিতে লুণ্ঠনকার্য চালালেন। এদিকে অন্য সৈন্যগণকে নিয়ে নিকোস্ট্রেটাস পটিডিয়াগামী পথের উত্তর দ্বারের কাছে নগরের সম্মুখে গিয়ে স্থান গ্রহণ করলেন। প্রাচীরের ভিতরে এই দিকেই মেণ্ডীয় ও তাদের সাহায্যকারী পেলোপনেসীয় বাহিনী সমবেত হয়েছিল। সেখানে পলিডেমিডাস তাদের যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি মেণ্ডীয়গণকে অকস্মাৎ বের হয়ে আক্রমণ করবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু মেণ্ডীয়গণ ইতিমধ্যে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক দলের একজন বলল তারা বের হবে না এবং যুদ্ধ চায় না। তা শুনে পলিডেমিডাস সেই ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। এতে উত্তেজিত জনতা অস্ত্রধারণ করে পেলোপনেসীয় ও মেণ্ডীয়গণের উপর তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিরোধের আকস্মিকতায় এবং এথেনীয়গণের জন্য নগরদ্বার খুলে দেবার ফলে ভীতি-বিহ্বল হয়ে (তারা ভেবেছিল এথেনীয়গণের সঙ্গে পূর্ববন্দোবস্ত অনুসারে এই আক্রমণ হচ্ছে) আক্রান্ত সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যারা ঘটনাস্থলে নিহত হল না তারা অ্যাক্রোপলিসে গিয়ে আশ্রয় নিল, প্রথম থেকে এটি তাদের দখলে ছিল। এখন সমগ্র এথেনীয়বাহিনী (ইতিমধ্যে নিকিয়াস ফিরে এসেছেন) মেণ্ডীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনোপ্রকার চুক্তি ছাড়াই নগরদ্বারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং এথেনীয়গণ এমনভাবে নগরটি লুণ্ঠন করল যেন তারা বলপূর্বক তা দখল করেছে। এমনকি নির্বিচারে গণহত্যা থেকে সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করতে সেনাধ্যক্ষগণকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এর পর এথেনীয়গণ মেণ্ডীয়গণকে বলল যে তাদের নাগরিক অধিকার বজায় থাকলেও বিদ্রোহের সন্দেহভাজন সংগঠকগণের বিচারের ব্যবস্থা তাদেরকেই করতে হবে। অ্যাক্রোপলিসের দুই পাশে সমুদ্র পর্যন্ত প্রাচীর নির্মাণ করে ভিতরের ব্যক্তিগণকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল এবং অবরোধ চালাবার জন্য সৈন্য মোতায়েন করা হল। এইরূপে মেণ্ডী অধিকার করে তারা স্কিওন অভিমুখে অগ্রসর হল।

স্কিওনীয়গণ ও পেলোপনেসীয়গণ তাদের বিরুদ্ধে বহির্গত হয়ে নগরের সামনে একটি দুর্গম পাহাড়ে ঘাঁটি স্থাপন করল। নগরটি অবরোধ করতে হলে শত্রুকে এই পাহাড়টি অধিকার করতে হবে। এথেনীয়গণ পাহাড়ের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল এবং পাহাড়ের অধিকারী সৈন্যগণকে পরাজিত করে বিতাড়িত করল। তারপর শিবির স্থাপন করে এবং বিজয়-স্মারক প্রতিষ্ঠা করে তারা অবরোধকারী প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রস্তুত হতে

লাগল। কিছুক্ষণ পরেই মেণ্ডির অ্যাক্রোপলিসের অবরুদ্ধ সৈন্যদল প্রহরীগণকে বলপূর্বক পরাস্ত করে সমুদ্রতীরে এসে রাত্রিযোগে স্কিওনে পৌঁছাল। তাদের অধিকাংশই অবরোধকারিগণকে এড়িয়ে নগরের ভিতরে প্রবেশ করল।

সেই সময় পার্ডিক্কাস এথেনীয় সেনাধ্যক্ষদের কাছে দূত প্রেরণ করে এথেনীয়গণের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করলেন। লিঙ্কাস থেকে পশ্চাদপসরণ বিষয়ে ব্রাসিডাসের বিরুদ্ধে বিরূপতার জন্য তিনি এই কাজ করেন। তখন থেকে তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। শান্তিস্থাপনের পরে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য নিকিয়াসের পীড়াপীড়ি শুনে এবং নিজেও পেলোপনেসীয় সৈন্যদলকে স্বীয় দেশে রাখতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে পার্ডিক্কাস থেসালীর মিত্রগণের সঙ্গে ব্যবস্থা করে (থেসালীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে ইনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন) অগ্রসরমান স্পার্টীয় বাহিনীকে এমন বাধা দিলেন যে তারা থেসালীয়গণের সামনেই উপস্থিত হতে পারল না। যাই হোক ইস্টাগোরাস নিজে অ্যামাইনিয়াস ও অ্যারিস্টিউসকে নিয়ে ব্রাসিডাসের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করবার ক্ষমতা দিয়ে স্পার্টীয়গণ তাঁদের পাঠিয়েছিল, তাঁদের সঙ্গী কয়েকজন তরুণ স্পার্টীয়কে নগরগুলির শাসক নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছিল (স্পার্টীয়গণের চিরাচরিত রীতির তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত), কারণ, সেইসব স্থানে যাদের পাওয়া যাবে তাদের এই দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। ক্লিয়ারিডাসকে ব্রাসিডাস অ্যাম্ফিপোলিসের দায়িত্বভার দিলেন এবং পাসিটেলিডাস পেলেন টোরেনের শাসনভার।

সেই গ্রীষ্মে থিবীয়গণ থেসপীয়গণের বিরুদ্ধে এথেনীয়প্রীতির অভিযোগ এনে তাদের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। তারা এই কাজ করতে সর্বদাই ইচ্ছুক ছিল এবং এখন তা করবার একটি সহজ সুযোগ পেল। কারণ, শ্রেষ্ঠ থেসপীয় যুবকগণ এথেনীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সেই বছর গ্রীষ্মেই পূজারিনী ক্রিসিসের অনবধানতায় আর্গসের হেরার মন্দিরটি ভস্মীভূত হয়। তিনি মালাগুলির পাশে একটি জ্বলন্ত মশাল রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি সজাগ হবার আগেই সেগুলিতে আগুন ধরে গিয়েছিল। তিনি আর্গসবাসীগণের ভয়ে সেই রাত্রেই ফ্লিয়াসে পালিয়ে গেলেন; তারা চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে ফাইনিস নামে অন্য একজনকে পূজারিনী নিযুক্ত করল। পলায়নের সময় ক্রিসিস বর্তমান যুদ্ধের অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করে নবম বর্ষেরও অর্ধেক সময় পর্যন্ত পূজারিনী ছিলেন। গ্রীষ্মের শেষ ভাগে স্কিওন অবরোধের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় এবং অবরোধের জন্য কিছু সৈন্য রেখে অবশিষ্টগণকে নিয়ে এথেনীয়গণ ফিরে যায়।

। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসরণ করে এথেনীয়গণ ও স্পার্টীয়গণ শীতকালে নিষ্ক্রিয় রইল। ম্যান্টিনীয় ও টেজীয়গণ কিন্তু স্ব স্ব মিত্রগণের সহযোগিতায় ওরেস্থিউসের লাওডিসিয়ামে পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়নি। উভয়পক্ষই বিরোধীপক্ষের একটি করে পাশ ছত্র-ভঙ্গ করে দিয়েছিল এবং উভয়েই বিজয় স্মারক স্থাপন করেছিল ও ডেলফিতে যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পূজা দিয়েছিল। উভয়পক্ষে প্রচুর হতাহত হবার পর যুদ্ধ অমীমাংসিত রইল এবং রাত্রি এসে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাল। তবু টেজীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রিযাপন করল এবং তৎক্ষণাৎ একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল। কিন্তু ম্যান্টিনীয়গণ বুকোলিওনে চলে গিয়েছিল এবং বিজয়স্মারক স্থাপন করেছিল পরে।

শীতের শেষে, প্রায় বসন্তের প্রারম্ভে ব্রাসিডাস পটিডিয়ার উপর আক্রমণ চালালেন। তিনি রাত্রিতে পৌঁছে সকলের অগোচরে প্রাচীরের গায়ে একটি মই লাগালেন। প্রাচীরের ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহরী ঘুরে ফিরে আসবার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাসিডাসের সৈন্যগণ অগ্রসর হয়ে আসবার আগেই প্রাচীররক্ষী সৈন্যদল সজাগ হয়ে উঠল, ফলে তিনি আর অপেক্ষা না করে সৈন্যসহ দ্রুত প্রস্থান করলেন। এইভাবে শীত শেষ হল এবং থুকিডাইডিস-বর্ণিত যুদ্ধের নবম বর্ষও সমাপ্ত হল।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের দশম বর্ষ। ক্লিওন ও ব্রাসিডাসের মৃত্যু। মিনিয়াসের সন্ধি।

পর বৎসর গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির এক বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হল, পাইথিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠান পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়েছিল। এই চুক্তিটি বলবৎ থাকাকালে এথেনীয়গণ ডেলস থেকে ডিলীয়দের বিতাড়িত করেছিল। যদিও তারা আগে মনে করেছিল যে মৃতদের সমাধিগুলি অপসারণের মাধ্যমেই বিশুদ্ধিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এখন স্থির করল আগে এই কাজটি বাকি ছিল এবং ডিলীয়গণ সেই সময়ে নিশ্চয়ই কোনো পূর্বতন অপরাধের দরুণ অপবিত্র ছিল। বিতাড়িতদের ফার্নাসেস এমিয়ার আট্রামিটিয়াম নগরটি দিলেন এবং তারা ডেলস ত্যাগ করে এখানে বসতি-স্থাপন করে।

চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর ক্লিওন এথেনীয়গণকে স্বমতে এনে থ্রেসীয় অঞ্চলের নগরগুলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে রইল এথেন্সের ১২০০ হপ্‌লাইট ও ৩০০ অশ্বারোহী, মিত্রদের এক বিরাট বাহিনী ও ত্রিশটি জাহাজ। প্রথমে তিনি গেলেন স্কিওনে, স্থানটি তখনো অবরুদ্ধ ছিল। সেখানকার সৈন্যদের মধ্যে থেকে কিছু হপ্‌লাইট নিয়ে তিনি এরপর গেলেন টোরোন নগরের অদূরবর্তী কোফোসা বন্দরে। ব্রাসিডাস এখন টোরোনে নেই, পলাতক সৈন্যদের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে এবং টোরোনের রক্ষিবাহিনী তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতো শক্তিশালী নয় অনুমান করে ক্লিওন সৈন্যসহ নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং দশটি জাহাজকে বন্দরাভিমুখে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তিনি ব্রাসিডাস কর্তৃক সম্প্রতি নির্মিত নগরের সম্মুখবর্তী প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হলেন। শহরতলি অঞ্চলটিকে পরিবেষ্টনীর ভিতরে আনবার জন্য ব্রাসিডাস এটি তৈরী করেছিলেন এবং পূর্বতন প্রাচীরটির অংশবিশেষ ভেঙে ফেলে সমস্ত অঞ্চলটিকে একটি নগরে পরিণত করেছিলেন। স্পার্টীয় সেনাধ্যক্ষ পাসিটেলিডাস এথেনীয় আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সৈন্যসহ দ্রুত অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠল, ঠিক সেই সময়ে দশটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করল। পাসিটেলিডাস আশঙ্কা করলেন যে, জাহাজগুলি হয়তো নগর পর্যন্ত যেতে পারে এবং নগরটি অরক্ষিত দেখে প্রাচরটি হয়ত দখল করে নেবে এবং তখন তিনি বন্দী হয়ে পড়বেন। সেইজন্য তিনি বহিঃপ্রাচীর

পরিত্যাগ করে দ্রুত নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু জাহাজ থেকে এথেনীয়-গণ ইতিমধ্যেই নগরটি দখল করে ফেলেছিল এবং তাদের স্থলবাহিনী তাঁকে অনুসরণ করে সবেগে সোজা সেইদিকে গেল যেখানে পূর্বতন প্রাচীরটির অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কিছু টোরোনীয় ও পেলোপনেসীয় নিহত হল, অন্যরা বন্দী হল, বন্দীদের মধ্যে পসিটেলিডাস স্বয়ং ছিলেন। ইতি-মধ্যে ব্রাসিডাস টোরোনের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু চার মাইল দূরে থাকতেই এর পতনের সংবাদ শুনে ফিরে গেলেন। এথেনীয়গণ দুটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল একটি বন্দরের কাছে, অপরটি প্রাচীরের কাছে। টোরোনীয় স্ত্রীলোকগণ সন্তানসহ ক্রীতদাসীতে পরিণত হল; পুরুষগণ, পেলোপনেসীয়গণ ও সেখানে যেসব চালসিডীয় ছিল তারা এথেন্সে প্রেরিত হল। প্রত্যেকেই পরে দেশে ফিরতে পেরেছিল—পেলোপনেসীয়গণ ফিরল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, অবশিষ্টগণ ওলিন্থীয়গণসহ অন্য বন্দীদের বিনিময়ে। ইতিমধ্যে এথেনীয় সীমান্তবর্তী প্যানাক্টাম দুর্গটি বিয়োসীয়গণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব দখল করে। ক্লিওন টোরোনে একদল সৈন্য মোতায়েন রেখে অ্যাথস ঘুরে অ্যাম্ফিপোলিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

প্রায় এই সময়ে ফীয়াক্স দু'জন সহকারীসহ ইটালী ও সিসিলিতে এথেন্সের রাষ্ট্রদূত হিসাবে যাত্রা করেন। শান্তিস্থাপনের পরে এথেনীয়গণ সিসিলি ত্যাগ করলে লিওণ্টিনিবাসিগণ কিছু নতুন নাগরিককে তালিকাভুক্ত করে এবং গণতান্ত্রিকদল জমির পুনর্বণ্টনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু অভিজাতশ্রেণী তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে সাইরাকিউসীয়গণকে আমন্ত্রণ করে গণতান্ত্রিকদের বিতাড়িত করে। বহিষ্কৃতগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পড়ে, কিন্তু অভিজাত শ্রেণী সাইরাকিউসীয়দের সঙ্গে একটি চুক্তি করে নিজেদের নগর পরিত্যাগ করে ও ধ্বংসকার্য চালিয়ে সাইরাকিউসে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে এবং সেখানে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে এদের অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে সাইরাকিউস পরিত্যাগ করে লিওণ্টিনি নগরের একটি অঞ্চল, ফোকীয়ী এবং লিওণ্টাইন দেশের একটি সুদৃঢ় অঞ্চল ব্রিসিন্নিয়ীতে বসবাস করতে থাকে। বহিষ্কৃত গণতান্ত্রিকদের অধিকাংশই তাদের সঙ্গে যোগদান করে এবং সুরক্ষিত অঞ্চল থেকে তারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ চালাতে থাকে। তা শুনে এথেনীয়গণ ফীয়াক্সকে পাঠাল যাতে তিনি সাইরাকিউসের ক্ষমতালোলুপতা সম্পর্কে সিসিলীয়দের সচেতন করে তুলে সাইরাকিউসের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ শক্তিজোট গঠন করতে পারেন এবং লিওণ্টিনির গণতান্ত্রিকদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্যামেরিনা এবং অ্যাগ্রিজেন্টামে সফল হলেন, কিন্তু জেলাতে প্রতিহত হয়ে অন্যদের কাছেও সুবিধা হবে না মনে করে আর কোথাও গেলেন না। তিনি সিসেলদের দেশের ভিতর দিয়ে

ক্যাটানাতে ফিরলেন এবং পথে ব্রিসিন্নিয়ী ঘুরে সেখানকার অধিবাসীদের উৎসাহিত করে এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করলেন। উপকূল বরাবর সিসিলিতে গমনাগমনের সময় তিনি ইটালীর কয়েকটি নগরের সঙ্গে এথেন্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন এবং মেসিনা থেকে নির্বাসিত কিছু লোক্রীয় ঔপনিবেশিকের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হল। সিসিলির শান্তি-চুক্তির পরে যে অন্তর্দ্বন্দ্বে মেসিনা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তাদের একটি দল লোক্রীয়দের ডেকে আনলে। এই লোক্রীয়গণ সেখানে প্রেরিত হয়েছিল এবং মেসিনা কিছু সময়ের জন্য লোক্রীয়দের পদানত হয়েছিল। ফীয়াক্সের সঙ্গে যখন তাদের সাক্ষাৎ হয় তখন তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছিল এবং তিনি তাদের কোনো ক্ষতি করলেন না, কারণ, এথেন্সের সঙ্গে চুক্তির প্রস্তাবে লোক্রীয়গণ সম্মত হয়েছিল। সিসিলীয়দের মধ্যে যখন মীমাংসা হয় তখন এথেনীয় মিত্রদের মধ্যে একমাত্র তারাই এথেন্সের সঙ্গে কোনো সন্ধি করেনি এবং এখনো তারা করত না যদি না তাদের ঔপনিবেশিক ও সীমান্তবর্তী হিপ্পোনীয় ও মেতমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে না উঠত। অতঃপর ফীয়াক্স যাত্রা শুরু করে এথেন্সে পৌঁছোলেন।

আশা করি মনে আছে যে ক্লিওন টোরোন থেকে অ্যাম্ফিপোলিস অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তিনি আইওনে ঘাঁটি স্থাপন করে আণ্ড্রিয়ার উপনিবেশ স্টাগিরামে একটি ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়ে থ্যাসীয় উপনিবেশ গ্যালেপসাস দখল করলেন। চুক্তির শর্তানুসারে পার্ডিক্কাস যাতে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সৈন্যসহ রওনা হন এজন্য তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করলেন। ওডোমেন্টীয়দের রাজা পোলেস যেন যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক ভাড়াটে থ্যাসীয় সৈন্য নিয়ে আসেন এই মর্মে তাকেও খবর পাঠানো হল। ইতিমধ্যে তিনি নিজে আইওনে তাঁদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে ব্রাসিডাস আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য সেরাডিলিয়াসের উপর স্থান গ্রহণ করলেন। আর্জিলীয় অঞ্চলে নদীর উপরে উচ্চস্থানে অবস্থিত এই স্থানটি অ্যাম্ফিপোলিসের অদূরবর্তী। এখান থেকে চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখা চলে বলে তাঁর নজর এড়িয়ে ক্লিওনের সৈন্যবাহিনীর নড়বার সাধ্য ছিল না। ব্রাসিডাসের স্থির বিশ্বাস ছিল যে ক্লিওন তাঁর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাল্পতা দেখে অবজ্ঞাভরে স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে অ্যাম্ফিপোলিসের বিরুদ্ধে যাত্রা করবেন। ব্রাসিডাস ১৫০০ থ্রেসীয় ভাড়াটিয়া সৈন্য নিযুক্ত করে অশ্বারোহী ও ঢালধারী দ্বারা গঠিত সমগ্র এডোনীয় বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চালালেন। অ্যাম্ফি-পোলিসের ঢালধারীরা ছাড়াও তাঁর ১০০০ মিসিনীয় ও চালসিডীয় ঢালধারী ছিল, তাঁর হপ্‌লাইটের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জন, এতদ্ভিন্ন তাঁর

৩০০ হেলেনীয় অশ্বারোহীও ছিল। এদের মধ্যে ১৫০০ সৈন্য নিয়ে তিনি সেরাডিলিয়ামে রইলেন, অন্যরা ক্লিয়ারিডাসের নেতৃত্বে অ্যাম্ফিপোলিসে রইল।

কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থেকে ক্লিওন অবশেষে ব্রাসিডাসের প্রত্যাশানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হলেন। নিষ্ক্রিয়তা তাঁর সৈন্যদের অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল ; এমনকি তারা ব্রাসিডাসের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে নিজেদের সেনাধ্যক্ষ-দের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার তুলনা করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং মনে করল যে অভিযানের সূত্রপাতের সময়েই তারা তাঁর সাথে আসতে অনিচ্ছুক ছিল। এইসব অসন্তোষের গুঞ্জন ক্লিওনের কানে এসেছিল এবং একই জায়গায় সৈন্যদের রেখে তাদের বিরক্ত করে তুলতে রাজি না হয়ে তিনি শিবির ভেঙে অগ্রসর হলেন। তাঁর মনোভাব ছিল ঠিক পাইলস অভিযানের সময়ের মতো এবং সেখানে অর্জিত সাফল্যে তিনি নিজের দক্ষতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন। কেউ যে তাঁর সাথে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে আসবে এটা তিনি কল্পনাও করেন নি এবং বললেন যে তিনি শুধু স্থানটি পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছেন। তিনি যে আরও সৈন্যদলের অপেক্ষায় ছিলেন তার কারণ এই নয় যে যদি তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন তবে তখন যেন জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়. তিনি চেয়েছিলেন নগরটিকে ঘিরে ফেলে তারপর আক্রমণ করে দখল করে নেবেন। সুতরাং তিনি অ্যাম্ফিপোলিসের সামনে একটি দুর্গম পাহাড়ের উপর সৈন্য সংস্থাপন করলেন এবং স্ট্রাইমন নদীর জল জমে যে হ্রদটি তৈরি হয়েছে তা দেখতে গেলেন এবং থ্রেসের দিকে নগরটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি ভাবলেন যে যুদ্ধ না করেই তিনি ইচ্ছামতো প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন, কারণ, প্রাচীরের উপরও কাউকে দেখা গেল না, নগরদ্বার খুলে কেউ বাইরে আসেনি, সব বন্ধ। এমনকি তাঁর মনে হল কেন তিনি অবরোধ করার যন্ত্রপাতি সঙ্গে আনেন নি, যদি আনতেন তবে এই অরক্ষিত নগরটি তিনি দখল করতে পারতেন।

এথেনীয় বাহিনীকে অগ্রসরমান দেখেই ব্রাসিডাস সেরাডিলিয়াম থেকে নেমে নগরে প্রবেশ করলেন। এথেনীয়দের সম্মুখীন হবার জন্য তিনি নগর থেকে বের হলেন না। নিজের শক্তির উপর তাঁর আস্থা ছিল না, তাঁর মনে হল আক্রমণের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, গুণগত উৎকর্ষের বিচারে। পক্ষান্তরে এথেনীয় বাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশটি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ, লেমনীয় ও ইম্ব্রীয় বাহিনীরও শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল উপস্থিত। সুতরাং তিনি চাতুরীর দ্বারা তাদের আক্রমণ করতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন, যদি শত্রুদের নিকট তাঁর সৈন্যসংখ্যা ও নিকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়ে তবে যুদ্ধ-

জয়ের আশা কম। কিন্তু যদি সেসব শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখা যায় এবং শত্রু সেবিষয়ে অবজ্ঞা করবার সুযোগ না পায় তবে অবস্থা অন্যরকম হবে। সুতরাং তিনি ১৫০ জন হপ্‌লাইট বাছাই করে বাকি সৈন্যদের ক্লিয়ারিডাসের নেতৃত্বে রেখে এথেনীয়গণ ফিরবার আগেই তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো স্থির করলেন। তিনি বুঝলেন যে তাদের অতিরিক্ত সৈন্যসাহায্য এসে পড়লে তাদের এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ আর পাবেন না। সুতরাং তিনি সমগ্র বাহিনীকে সমবেত করে তাদের উৎসাহিত করবার জন্য তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ

"পেলোপনেসীয়গণ, যে দেশ থেকে আমরা এসেছি সে দেশের স্বাধীনতা চিরকালই বীরত্বের কাছে ঋণী। আপনারা ডোরীয় ও যাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ তারা আইওনীয়। সম্পর্কে আর বিস্তারিত মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ করতে আমি উদ্যত সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। সমগ্র বাহিনীর পরিবর্তে একটি ভগ্নাংশ নিয়ে আক্রমণ চালানোর আপাতপ্রতীয়মান অসুবিধা দেখে যাতে আপনাদের উৎসাহ ও সাহস স্তিমিত হয়ে না পড়ে সেইজন্যই এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মনে হয় আমাদের প্রতি অবজ্ঞাবশত এবং কেহ তাদের বাধাদানে অগ্রসর হবে না এই বিশ্বাসবশত শত্রু এই নগর পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে এবং নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শত্রুর এই ভুলকে সৌভাগ্যবশত যে সর্বাগ্রে স্পষ্টত বুঝতে পারে সফল যোদ্ধা সেই হতে পারে। সযত্নে নিজের সঙ্গতি বিচার করে প্রকাশ্য ও সাধারণ পদ্ধতিতে আক্রমণ না করে যে অবস্থানুযায়ী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সাফল্য আসে তারই। এই চাতুরীপূর্ণ রণ-কৌশলের মাধ্যমে শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত করে বন্ধুর সর্বাধিক কল্যাণসাধন করা যায়, প্রতিটি যুদ্ধেই এর স্থান গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায়। সুতরাং শত্রুদের নিরুদ্বিগ্ন আত্মবিশ্বাস বজায় থাকতে থাকতেই এবং যতক্ষণ তারা স্বস্থানে অবিচল থাকবার পরিবর্তে পশ্চাদপসরণের কথা চিন্তা করছে (আমার মনে হয় তারা এই চিন্তাই করছে) তার মধ্যেই যখন তাদের উৎসাহ শিথিল ও প্রত্যাশা অনুজ্জ্বল তখনই আমি সম্ভব হলে আমার সৈন্যদের নিয়ে অতর্কিতে তাদের কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ক্লিয়ারিডাস, আপনি যখন দেখবেন আমি তাদের আক্রমণ করেছি, তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছি, তখন অ্যাম্ফিপোলিসের ও অন্যান্য মিত্রদের নিয়ে হঠাৎ নগরদ্বার খুলে তাদের প্রতি অগ্রসর হবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ শুরু করবেন। তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করবার এটাই সর্বোত্তম সুযোগ। যে সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধ চলছে তারপর যদি আর একটি দল অতর্কিতে আক্রমণ করে তবে শত্রুদের

মধ্যে প্রচন্ড আতঙ্কের সঞ্চার হবে। যথার্থ স্পার্টীয়ের ন্যায় নিজেকে সাহসী প্রতিপন্ন করুন। অন্য মিত্রগণও তাদের সদর্পে অনুসরণ করুন। মনে রাখবেন উৎসাহ, সম্মান ও নিয়মানুবর্তিতার দ্বারাই উত্তম যোদ্ধার সৃষ্টি হয়। এই দিনটি আপনাদের যদি স্বাধীন ও স্পার্টীয় মিত্র করতে না পারে তবে এথেন্সের ক্রীতদাসে পরিণত করবে। যদি আপনাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবন অক্ষতও থাকে তবে আপনাদের বন্ধনের শর্ত হবে কঠোরতর এবং আপনারা অন্য হেলেনীয়গণের স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবেন। যুদ্ধের ফলাফলের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে কাপুরুষতাকে বর্জন করবেন এবং আমিও আপনাদের কাছে প্রমাণ করব যে আমার নিজেরও কথায় ও কাজে কোনো অসামঞ্জস্য নেই।

এই কথা বলে ব্রাসিডাস নিজে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট সৈন্যদের ক্লিয়ারিডাসের নেতৃত্বে থ্রেসীয় দ্বারগুলির নিকট মোতায়েন রাখলেন। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ ব্রাসিডাসকে সেরাডিলিয়াম থেকে অবতরণ করতে দেখেছিল। বের হতে তারা দেখল তিনি নগরের ভিতরে এথেনীর মন্দিরে পূজা করছেন, অর্থাৎ তাঁর গতিবিধি সবই দেখা যাচ্ছিল। ক্লিওন ইতিমধ্যে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন। তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল যে শত্রুদের সমগ্র বাহিনীটিকে নগরের ভিতরে দেখা যাচ্ছে, দরজার তলা দিয়ে অসংখ্য মানুষ ও অশ্বের পা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় যে তারা হঠাৎ বাইরে এসে আক্রমণ করবে। এই ভেবে ক্লিওন অবস্থা দেখতে এলেন অতিরিক্ত সৈন্যদল না আসা পর্যন্ত তিনি যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং মনে করলেন এখনো পশ্চাদপসরণের সময় আছে। সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন, পশ্চাদপসরণ হবে বাম পার্শ্ব দিয়ে আইওন অভিমুখে, বস্তুত এটাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ ছিল। এটাও তাঁর কাছে যথেষ্ট দ্রুত মনে হল না, অতএব তিনি দক্ষিণ পার্শ্বটিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন, ফলে নিরস্ত্র দিকটি পড়ল শত্রুর সম্মুখে। এথেনীয় বাহিনীকে চলতে দেখে ব্রাসিডাস বুঝলেন সুযোগ উপস্থিত। সুতরাং তাঁর নিজের বাহিনী ও অন্যদের বললেন, "যেভাবে তাদের বর্শা ও মাথা দেখা যাচ্ছে তাতে বোমা ফেললে তারা কখনই আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। যে সৈন্যদল এভাবে যায় তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম। আমি যে দরজাগুলোর কথা বলেছি সেগুলো তাড়াতাড়ি কেউ খুলে দিন, তারপর চলুন বের হই। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।" অতঃপর খুঁটির দরজা এবং অবশিষ্ট দীর্ঘ প্রাচীরের প্রথম দ্বার দিয়ে সবেগে বের হয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে তিনি দ্রুততম গতিতে ধাবিত হলেন (পাহাড়ের সবচেয়ে খাড়া অংশের পাশ দিয়ে গেলে এখন যেখানে একটি বিজয়স্মারক দেখা যায় সেখানে)

এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এথেনীয় বাহিনীর কেন্দ্রকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। তাঁর দুঃসাহসিকতাপূর্ণ আক্রমণে তারা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের বিশৃঙ্খলায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী ক্লিয়ারিডাস তাঁর সাহায্যে থ্রেসীর দরজা দিয়ে বের হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করলেন। দুইদিক থেকে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আক্রমণে এথেনীয়দের মধ্যে প্রচন্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হল। বাম পার্শ্বটি আইওনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল—তারা তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। এই পার্শ্বটি যখন সম্পূর্ণ হটে যাচ্ছে এবং ব্রাসিডাস দক্ষিণ পার্শ্বটিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় তিনি আহত হলেন। কিন্তু এথেনীয়গণ তাঁর পতন দেখতে গেল না, কারণ, তাঁর পার্শ্ববর্তী সৈন্যগণ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরিয়ে এনেছিল। এথেনীয়গণ দক্ষিণ পার্শ্বে তবু কিছু বাধা দিয়েছিল। ক্লিওন প্রথম থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ পালাতে শুরু করলেন এবং জনৈক ঢালধারীর হাতে নিহত হলেন। কিন্তু তাঁর হপলাইটগণ পাহাড়ের উপর ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে দু'তিনবার ক্লিয়ারিডাসের আক্রমণ প্রতিহত করল এবং মির্সিনীয় ও চালসিডীয় ঢালধারী ও চালসিডীয় অশ্বারোহিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও ছত্রভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। এখন সমগ্র এথেনীয় বাহিনীই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল এবং যারা যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা চালসিডীয় ঢালধারী বা অশ্বারোহীর হাতে নিহত হয়নি তারা বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল ও যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করে আইওনে পৌঁছল। ব্রাসিডাসকে যখন নগরে আনা হল তখনো তাঁর দেহে প্রাণ ছিল। তিনি যেন তাঁর সৈন্যদের জয়ের সংবাদ শুনতেই জীবিত ছিলেন। এর পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। পশ্চাদ্ধাবনরত অন্য সৈন্যগণ ক্লিয়ারিডাসের নেতৃত্বে ফিরে এসে মৃতদেহগুলোকে নিরস্ত্র করল এবং একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল।

তার পর সমস্ত মিত্র-সৈন্যগণ সশস্ত্র অবস্থায় ব্রাসিডাসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিল। এখন যেখানে বাজার তার সম্মুখে সরকারী ব্যয়ে ব্রাসিডাসকে সমাধিস্থ করা হল। অ্যাম্ফিপোলিসবাসিগণ তাঁর সমাধিটাকে ঘিরে দিল। পরে তাঁকে তাঁরা বীরের উপযুক্ত পুজো দেয় এবং বার্ষিক উৎসর্গ ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তাঁকেই তারা তাদের নগরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃতি দিল এবং হ্যাগননের নির্মিত গৃহগুলো ও অন্য যা কিছু হ্যাগননের স্মৃতি বহন করছিল এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল সে সব বিনষ্ট করল এবং ব্রাসিডাসকেই তারা তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে গণ্য করল। উপরন্তু এথেন্সের ভয়ে তারা এখন

স্পার্টার মিত্রতালাভে আগ্রহী ছিল। অতএব এথেন্সের সঙ্গে তাদের বর্তমান বৈরিতার সময়ে পূর্বের ন্যায় আন্তরিকতা ও উপচারসহ হ্যাগননের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্ভব নয়। এথেনীয় মৃতদেহগুলিও তারা প্রত্যর্পণ করল। এথেনীয়গণের প্রায় ৬০০ জন নিহত হয়েছিল, অপরপক্ষে মাত্র সাত জন। কারণ, সেখানে কোনো নিয়মিত যুদ্ধ হয়নি। সমগ্র ঘটনাটি ছিল আকস্মিকতা ও আতঙ্কের একটি নিদর্শন। মৃতদেহগুলো নিয়ে এথেনীয়গণ স্বদেশের পথে রওনা হল। ক্লিয়ারিডাস তাঁর বাহিনী নিয়ে অ্যাম্ফিপোলিসে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থেকে গেলেন। প্রায় এই সময়ে স্পার্টীয় রামফিয়াস, অটোকারিডাস এবং এপিসাইডিডাস ৯০০ হপ্লাইট নিয়ে থ্রেসের নগরগুলি অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং ট্রাচিসের হেরাক্লিয়াতে পৌঁছে তথায় কিছু সংস্কারসাধন করলেন। তাঁরা যখন সেখানে কালক্ষেপ করছিলেন, তখন উপরি-উক্ত যুদ্ধটি হয়ে গেল, গ্রীষ্মও শেষ হল।

শীতের শুরুতে রামফিয়াস ও তাঁর সঙ্গিগণ থেসালীর পিয়েরিয়াম পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। কিন্তু থেসালীয়গণ তাঁদের অধিকদূর অগ্রসর হতে দিতে রাজি ছিল না। ইহা ভিন্ন যে ব্রাসিডাসের জন্য তাঁরা অতিরিক্ত সৈন্যদল এনে-ছিলেন তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং তাঁরা মনে করলেন যে, সময় চলে গিয়েছে, এথেনীয়গণ পরাজিত হয়ে স্থানত্যাগ করেছে এবং তাঁরা নিজেরা ব্রাসিডাসের পরিকল্পনা কার্যকর করবার মতো শক্তিশালী নন। অতএব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইহা ভিন্ন যাত্রার প্রারম্ভেই তাঁরা জানতেন যে স্পার্টা সন্ধিস্থাপনে প্রকৃতই আগ্রহী।

বস্তুত অ্যাম্ফিপোলিসের যুদ্ধ ও থেসালী থেকে রামফিয়াসের প্রত্যাবর্তনের পরে দুইপক্ষই শান্তি স্থাপনে মনোনিবেশ করেছেন। প্রথমে ডিলিয়ামে ও তারপরে অ্যাম্ফিপোলিসে এথেন্স শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। পূর্বতন শান্তিপ্রস্তাবগুলির সময়কার ধারাবাহিক সাফল্যে এথেন্সের ধারণা হয়েছিল যে চূড়ান্ত জয় তারই হবে এবং এই বিশ্বাসে সে শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এখন আর তার সেই মনোবল নাই। তার আরো আশঙ্কা হচ্ছিল যে তার বর্তমান প্রতিকূল অবস্থা দেখে মিত্রগণ হয়তো আরো ব্যাপকাকারে বিদ্রোহ করতে প্রলুব্ধ হবে। বস্তুত পাইলসের ঘটনার পর সন্ধি-স্থাপনের চমৎকার সুযোগটা তারা গ্রহণ করেনি বলে এথেনীয়গণ অনুতাপ করতে শুরু করেছিল। পক্ষান্তরে স্পার্টীয়গণ দেখল যুদ্ধ-শুরুর সময় তারা যেমন ভেবেছিল যে এথেনীয় অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে তার পতন ঘটাতে পারবে, ঘটনাস্রোতের দ্বারা তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। দ্বীপে স্পার্টীয়দের যে বিপর্যয় ঘটছে পূর্বে তেমন আর কখনো হয়নি,

পাইলস ও সাইথেরা থেকে তাদের দেশে লুণ্ঠনাদি এখনো চলছে, আর্গসীয়গণ পালাচ্ছে এবং যারা তখনো পেলোপন্নিসে রয়েছে তারাও পলাতকদের উপর নির্ভর করে স্পার্টার অবস্থার সুযোগ নিয়ে আবার হয়তো বিদ্রোহ করতে উদ্‌গ্রীব হবে। আর্গসের সাথে তাদের ত্রিশ বৎসরের চুক্তির মেয়াদও অতিক্রান্ত-প্রায়। সাইনুরিয়া প্রত্যর্পিত না হলে আর্গসীয়গণ চুক্তিটি পুনরায় গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছে। কিন্তু যুগপৎ এথেন্স ও আর্গসের সঙ্গে যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। স্পার্টার এমন সন্দেহও হচ্ছিল যে পেলোপন্নিসের কয়েকটি নগর তাকে পরিত্যাগ করে শত্রুপক্ষে চলে যেতে আগ্রহী। বস্তুত, এই সন্দেহ অমূলক ছিল না।

অতএব উভয়পক্ষই শান্তিস্থাপনে আগ্রহী ছিল। কিন্তু স্পার্টার আগ্রহের মাত্রা সম্ভবত বেশী ছিল। দ্বীপে অধিকৃত স্পার্টীয়দের ফিরিয়ে আনতে সে উদ্‌গ্রীব ছিল, এই স্পার্টীয়গণ ছিল স্পার্টার অভিজাত পরিবারভুক্ত এবং সেই সূত্রে শাসকবর্গের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্কযুক্ত। তারা অধিকৃত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তৎকালীন বিজয়দৃপ্ত মুহূর্তে এথেনীয়গণ কোনো যুক্তিসঙ্গত শর্তে মীমাংসা করতে অসম্মত ছিল। ডিলিয়ামের পরাজয়ের পরে এথেন্স সন্ধি করতে ইচ্ছুক হবে বুঝতে পেরে স্পার্টা অবিলম্বে এক বছরের চুক্তি করল। এতে বলা হয়েছিল চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে।

এখন এথেনীয়গণ অ্যাম্ফিপোলিসে পুনরায় পরাজিত হয়েছে এবং দুই-পক্ষের শান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক ক্লিওন ও ব্রাসিডাস নিহত হয়েছেন। যুদ্ধের মাধ্যমেই সাফল্য ও সম্মান অর্জন করেছেন বলে ব্রাসিডাস শান্তির বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে ক্লিওন ভেবেছিলেন শান্তি স্থাপিত হলে তাঁর অপকর্ম-গুলোর প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং এত দিন তিনি অন্যদের বিরুদ্ধে যে-সকল অপবাদ প্রচার করে এসেছেন সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পাবে। সুতরাং দুই দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়—স্পার্টার রাজা প্লেয়িস্টোয়ানাক্স এবং সমসাময়িক কালের সর্বাপেক্ষা সফল এথেনীয় সেনা-ধ্যক্ষ নিকিয়াস—আগ্রহের সাথে শান্তিস্থাপনে উদ্‌যোগী হলেন। নিকিয়াস চেয়েছিলেন তাঁর গৌরব ও সম্মান বজায় থাকতে থাকতেই সৌভাগ্যকে স্থায়ী করবেন, বর্তমান ক্লেশ থেকে নিজেকে ও স্বদেশবাসীদের মুক্ত করবেন এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে চিরসফল রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে নাম রেখে যাবেন। ইহা সার্থক করতে হলে বিপদ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, ভাগ্যের উপর নূন্যতম বিশ্বাস রাখতে হবে এবং বিপদ থেকে দূরে সরে থাকা শান্তি ছাড়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্লেয়িস্টোয়ানাক্স শত্রুদের

আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন। যখনই যা কিছু বিপর্যয় ঘটেছে শত্রুগণ অবধারিতভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করে স্পার্টীয়দের বোঝাতে চেয়েছে যে এসবই তাঁর অবৈধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তিনি ও তাঁর ভ্রাতা অটোক্লিস ডেলফির পূজারিণীকে উৎকোচ দিয়েছেন যাতে মন্দিরে আগত বিভিন্ন স্পার্টীয় প্রতিনিধিদলের কাছে তিনি এই দৈববাণী প্রচার করেন যে, তারা যেন বিদেশ থেকে দিউসের উপদেবতাপুত্রের বীজ দেশে নিয়ে আসে, নচেৎ রুপোর ফলা দিয়ে তাদের লাঙল চষতে হবে। অবশেষে তিনি লাইসিয়ামে নির্বাসনের ঊনবিংশতিতম বর্ষে (অ্যাটিকা থেকে পশ্চাদ-পসরণের সময়ে তিনি উৎকোচগ্রহণ করেছেন এই সন্দেহে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং স্পার্টীয়দের ভয়ে তিনি জিউসের মন্দিরাঙ্গনের পবিত্র ভূমির ভিতরের খানিকটা পর্যন্ত তাঁর গৃহের অর্ধাংশ নির্মাণ করেছিলেন) এমন সব নৃত্য, বলিদান ও পূজাসমেত তাঁকে ফিরিয়ে আনতে স্পার্টীয়দের সম্মত করেন যা স্পার্টীয়দের প্রথম বসতিস্থাপনের যুগে রাজাদের অভিষেক-কালে হত। এইসব অভিযোগে তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন এবং ভাবতেন শান্তির সময়ে কোনো বিপদ ঘটবে না এবং স্পার্টীয়রা বন্দীদের ফিরে পেলে শত্রুরা আর তাঁকে আক্রমণের কোনো বিষয় খুঁজে পাবে না। অথচ যুদ্ধের সময়ে যে-কোনো দুর্ভাগ্যই ঘটুক না কেন উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সেইজন্য দোষী সব্যস্ত হবেনই। সুতরাং শান্তিস্থাপনে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। শীতকাল অতিক্রান্ত হল। বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে স্পার্টীয়গণ বিভিন্ন নগরে আদেশ পাঠাল যে অ্যাটিকাতে সুরক্ষিত স্থান দখলের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং মনে করল যে এইরকম ভয়প্রদর্শন করলেই তাদের প্রস্তাবে সম্মত হতে এথেন্সের কর্তাব্যক্তিদের বাধ্য করা যাবে। অবশেষে আলোচনা-সভাতে দুপক্ষই নানা দাবী উত্থাপন করবার পর নিম্নলিখিত শর্তে শান্তি স্থাপিত হল—

উভয় পক্ষ বিজিত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করবে, কিন্তু নিসিয়া এথেন্সের দখলে থাকবে। এথেনীয়গণ প্লেটিয়ার উপর দাবী জানালে থিবীয়গণ বলেছিল স্থানটি তারা বলপূর্বক বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা দখল করেনি, নাগরিকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির মাধ্যমেই তা অধিকৃত হয়েছে ; এথেনীয়-গণের মতে নিসিয়ার ঘটনার ইতিহাসও অনুরূপ। এইরকম স্থির হলে স্পার্টা তার সব মিত্রকে আহ্বান করল, বিয়োসিয়া, করিন্থ, এলিস ও মেগারা ব্যতীত অন্য সব মিত্র শান্তির পক্ষে ভোট দিল এবং সন্ধির মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হল। নিম্নলিখিত শর্তে দুইপক্ষ শপথ গ্রহণ করল:—

"এথেনীয়গণ, স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ একটি সন্ধি করেছে এবং প্রতিটি নগর এতে শপথ গ্রহণ করেছে। সন্ধিটির শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

১। জাতীয় মন্দিরসমূহে ইচ্ছুক যে-কোনো ব্যক্তির গমনাগমনের স্বাধীনতা থাকবে ; স্বদেশের প্রথা অনুসারে পূজাদি, ভ্রমণ ও দৈববাণীর সাহায্য নেবার অধিকার থাকবে এবং ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের সুবিধা থাকবে।

২। ডেলফির মন্দির, মন্দির-সংলগ্ন জমি ও ডেলফীয়গণ স্বীয় আইন অনুসারে শাসিত হবে, নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের উপর কর স্থাপন করবে এবং নিজস্ব বিচারক সেই অঞ্চল ও জনগণের বিচার করবে।

৩। সন্ধিটি এথেন্স ও তার মিত্রগণের মধ্যে এবং স্পার্টা ও তার মিত্রগণের মধ্যে পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হবে, তবে জলে বা স্থলে কোনো প্রতারণা বা ক্ষতি-সাধন করা চলবে না।

৪। স্পার্টা ও তার মিত্রগণ এথেন্স ও তার মিত্রগণের বিরুদ্ধে অথবা এথেন্স ও তার মিত্রগণ স্পার্টা ও তার মিত্রগণের বিরুদ্ধে যদি ক্ষতিসাধন করবার উদ্দেশ্যে যে-কোনো উপায়ে অস্ত্রধারণ করে তবে তা বে-আইনী হবে। যদি তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয় তবে দুই পক্ষের সম্মতি অনুসারে আইন কিংবা শপথের মাধ্যমে তার মীমাংসা হবে।

৫। স্পার্টা ও তার মিত্রগণ অ্যাম্ফিপোলিস এথেনীয়দের প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু স্পার্টা যেসব নগর এথেন্সকে প্রত্যর্পণ করবে সেখানকার অধিবাসিগণ সম্পত্তিসহ যে-কোনো স্থানে ইচ্ছামতো যেতে পারবে। এই নগরগুলো স্বাধীন হবে, শুধু অ্যারিস্টাইডিস নির্দিষ্ট হারে কর দেবে। সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়ে গেলে যতদিন এই নগরগুলো কর প্রদান করবে ততদিন এথেন্স কিংবা তার মিত্রগণ যদি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তবে তা বে-আইনী হবে। যে নগরগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো হল, আর্গিলাস, স্ট্যাগিরাস, অ্যাকান্থাস, স্কোলাস, ওলিন্থাস এবং স্পার্টোলাস। নগরগুলি হবে নিরপেক্ষ, এথেন্স কিংবা স্পার্টা কোনো পক্ষভুক্তই হবে না। কিন্তু নগরগুলো সম্মত হলে এথেন্স তাদের নিজ মিত্রতালিকাভুক্ত করতে পারে, অবশ্য নগরগুলোর সর্বদা সমর্থন থাকা চাই। মেসিবার্নীয়, স্যানীয় এবং সিনজীয়রা তাদের নিজেদের নগরেই বাস করবে, ওলিন্থীয় ও অ্যাকান্থীয়রাও তাই। কিন্তু স্পার্টা ও তার মিত্ররা প্যানাক্টাস এথেনীয়দের প্রত্যর্পণ করবে।

৬। এথেনীয়গণ স্পার্টনকে কোরিফেসিয়াম, সাইথেরা, মেথানা, টেলিয়াম এবং অ্যাটালান্টা ফেরত দেবে। তাছাড়া এথেন্স কিংবা এথেন্সের অন্তর্ভুক্ত কোনো অঞ্চলে যেসব স্পার্টীয় বন্দী আছে তাদেরও প্রত্যর্পণ করা হবে। স্কিওনে অবরুদ্ধ পেলোপনেসীয়গণ এবং সেখানে স্পার্টার অন্য মিত্রগণ অথবা

ব্রাসিডাস যাদের সেখানে পাঠিয়েছেন এবং এথেন্স অথবা এথেন্সের অধিকার-ভুক্ত অন্য যেসব স্পার্টীয় মিত্রগণ বন্দী আছে তারাও মুক্তি পাবে।

৭। স্পার্টা ও তার মিত্রদের কাছে যেসব এথেনীয় বা এথেনীয় পক্ষ-ভুক্ত মিত্র বন্দী আছে তাদেরও অনুরূপভাবে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

৮। স্কিওন, টোরোন ও অন্য যে নগরগুলো এথেন্সের হাতে আছে সে-গুলো সম্পর্কে এথেন্স ইচ্ছামতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯। এথেনীয়গণ স্পার্টা ও তার মিত্রদের কাছে, প্রতিটি নগরের কাছে পর্যায়ক্রমে একটি শপথ নেবে। প্রতিটি নগর থেকে সতেরোজন করে প্রত্যেকেই তার দেশের সবচেয়ে অবশ্য পালনীয় শপথের নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। শপথটি হবেঃ "সন্ধির শর্তগুলি আমি সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করব।" স্পার্টা ও তার মিত্রগণ ঠিক অনুরূপভাবে এথেনীয়দের কাছে শপথ নেবে। দুই পক্ষই প্রতি বছর নতুন করে শপথটি গ্রহণ করবে। ওলিম্পিয়া, পাইথিয়া, যোজক, এথেন্সের অ্যাক্রোপলিস এবং স্পার্টার অ্যামিক্লির মন্দিরে স্তম্ভ নির্মিত হবে।

১০। ভ্রমবশত যদি কোনো বিষয় অনুক্ত থাকে, তবে শপথভঙ্গ না করেই এথেন্স ও স্পার্টা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আলোচনা করে সন্ধি পরিবর্তন করতে পারবে।

যখন প্লেয়িস্টোলাস স্পার্টার এফোর তখন স্পার্টীয় মাস আর্টেমিসিয়ামের সপ্তবিংশতিতম দিনে এবং এথেন্সে আল্কীউসের আর্কন পদে অধিষ্ঠানকালে এথেনীয় মাস এলাফেবোলিওনের পঞ্চবিংশতিতম দিনে সন্ধিটি বলবৎ হয়েছে। যাঁরা শপথ নিলেন ও দেবোদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন তাঁরা হলেনঃ স্পার্টীয় পক্ষে প্লেয়িস্টোয়ানাক্স, এজিস, প্লেয়িস্টোলাস, ডেমাজেটিস, চিওনিস, মেটাজেনেস, অ্যাকান্থাস, ডাইথাস, ইস্টাগোরাস, ফিলোক্যারিডাস, জিউক্সিডাস, অ্যান্টিপ্পাস, টেলিস, আল্কিনাডাস, এম্পোডিয়াস, মেনাস এবং ল্যাফিলাস; এথেনীয় পক্ষে ল্যাম্পোন, ইস্থামিওনিকাস, নিকিয়াস, লাচেস, ইউথিডেমাস, প্রোক্লিস, পিথো-ডোরাস, হ্যাগনন, মিটিলাস, থ্র্যাসিক্লিস, থিয়েজেনেস, অ্যারিস্টোক্রেটিস, আয়ো-লিসিয়াম, টিমোক্রেটিস, লিওন, ল্যামাকাস এবং ডেমোস্থিনিস।

শীতের শেষে এবং বসন্তের শুরুতে, ডায়োনিসাসের নগর উৎসবের পরেই এবং প্রথম অ্যাটিকা আক্রমণ ও যুদ্ধের সূত্রপাতের ঠিক দশ বছর পরে (কয়েক-দিন কম) এই সন্ধিটি হল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অন্য কোনো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নামের উপর ভিত্তি করে অতীতের ঘটনা গণনা

করবার পরিবর্তে আমি যেমন ঋতুর ভিত্তিতে হিসাব করেছি, তাই বেশী সুবিধাজনক। প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি নির্ভুল নয়। কোনো বিশেষ একটা ঘটনা তাদের কার্যকালের শুরুতে, মাঝখানে অথবা যে-কোনো সময়ে ঘটতে পারে। কিন্তু যদি গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল এইভাবে হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি ঋতু প্রায় ছয়মাস করে স্থায়ী। সুতরাং এই প্রথম যুদ্ধে দশটি শীত ও দশটি গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হয়েছে।

অধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণের দায়িত্ব লটারীর মাধ্যমে প্রথম পড়ল স্পার্টার উপর এবং সে অবিলম্বে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করল। ক্লিয়ারিডাসকে এথেনীয়-দের কাছে অ্যাম্ফিপোলিস প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিতে এবং যেহেতু সন্ধিটি সব মিত্রদের উপর প্রযোজ্য সেইজন্য তাদেরও এটা গ্রহণ করবার আদেশ দিতে স্পার্টা থ্রেসীয় অঞ্চলে ইস্টাগোরাস, মেনাস ও ফিলোক্যারিডাসকে প্রতিনিধি পাঠাল। কিন্তু সন্ধির শর্তগুলি তাদের মনোমত না হওয়াতে তারা এটা গ্রহণ করতে রাজি হল না। ক্লিয়ারিডাস চালসিডীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবার পক্ষে ছিলেন। সুতরাং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অ্যাম্ফিপোলিস প্রত্যর্পণ অসম্ভব, এই কথা বলে তিনি নির্দেশ পালনে অস্বীকৃত হলেন। ইস্টাগোরাস ও তার সহযোগিগণ যদি তাঁর বিরুদ্ধে আজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেন তবে আত্মপক্ষ সমর্থন ও সন্ধির শর্তপরিবর্তন সম্ভব কিনা দেখবার জন্য তিনি অ্যাম্ফিপোলিসের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে দ্রুত স্পার্টার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। স্পার্টা এই শর্তে শপথাবদ্ধ দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করলেন। সম্ভব হলে অ্যাম্ফি-পোলিস সমর্পণ করতে এবং তা সম্ভব হোক বা না হোক সেখান থেকে সমস্ত স্পার্টীয়কে সরিয়ে নিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল।

স্পার্টার মিত্রদের প্রতিনিধিগণ এই সময়ে স্পার্টাতে ছিল এবং যারা সন্ধিটি স্বীকার করেনি স্পার্টা তাদের রাজি করাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তারা আবার প্রত্যাখ্যান করে বলল অধিকতর অনুকূল সন্ধি না হলে তারা গ্রহণ করবে না। এই সঙ্কল্পে তারা অটল দেখে স্পার্টা তাদের বিদায় দিয়ে এথেন্সের সাথে মৈত্রীবন্ধনে অগ্রসর হল। আর্গসের সঙ্গে চুক্তিটির পুনর্নবীকরণে স্পার্টার আম্পেলিডাস ও লিচাসের দৌত্য ব্যর্থ হলে স্পার্টা মনে করল আর্গসকে যদি এথেন্স সাহায্য না দেয় তবে আর সে স্পার্টার কাছে বিপজ্জনক থাকবে না এবং পেলোপন্নিসের অন্য যারা এখন সম্ভব হলে এথেন্সের পক্ষে যোগদান করত তারাও তখন নিষ্ক্রিয় থাকবে। সুতরাং এথেনীয় প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তের উপর ভিত্তি করে মৈত্রী হল এবং শপথ বিনিময় হল—শর্তগুলো হল ঃ

১। স্পার্টীয়গণ ও এথেনীয়গণ পঞ্চাশ বছরের জন্য মিত্রতাবন্ধ হচ্ছে।

২। স্পার্টীয় দেশে কোনো শত্রু আক্রমণ করলে অথবা স্পার্টীয়গণের উপর কোনো আক্রমণাত্মক আচরণ হলে এথেন্স তার সামর্থ্য অনুসারে স্পার্টাকে যথাসাধ্য কার্যকর সাহায্য দেবে। কিন্তু শত্রু যদি ইতিমধ্যেই ধ্বংসকার্য চালিয়ে যায় তবে সেই নগর স্পার্টা ও এথেন্সের উভয়েরই শত্রু হবে এবং উভয়েই তাকে শাস্তি দেবে এবং একজন অপরজনকে না জানিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করবে না। এই শর্ত সততার সাথে, আনুগত্যের সাথে ও আন্তরিকতার সাথে পালিত হবে।

৩। এথেনীয় অঞ্চলে কোনো শত্রু আক্রমণ করলে কিংবা এথেনীয়গণের ক্ষতি করলে স্পার্টা এথেন্সকে তার সামর্থ্য অনুসারে যথাসাধ্য কার্যকর সাহায্য দেবে। কিন্তু শত্রু যদি ইতিমধ্যেই ধ্বংসকার্য চালিয়ে যায় তবে সেই নগর এথেন্স ও স্পার্টা উভয়েরই শত্রু হবে, উভয়েই তাকে শাস্তি দেবে এবং একজন অপরজনকে না জানিয়ে তার সাথে সন্ধি করবে না। এই শর্ত সততার সাথে, আনুগত্যের সাথে এবং আন্তরিকতার সাথে পালিত হবে।

৪। স্পার্টাতে কোনো দাস-বিদ্রোহ হলে এথেন্স তার সামর্থ্য অনুসারে সকল শক্তি দিয়ে স্পার্টাকে সাহায্য করবে।

৫। পূর্বতন সন্ধিতে দুইপক্ষে যারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন এই সন্ধিতেও তারাই শপথ গ্রহণ করবেন। প্রতি বছর স্পার্টীয়গণ ডায়োনিসিয়ার জন্য এথেন্সে এবং এথেনীয়গণ হিয়াসিন্থিয়ার জন্য স্পার্টাতে গিয়ে শপথটি পুনরায় গ্রহণ করবে। দুইপক্ষই একটি করে স্তম্ভ স্থাপন করবে—একটা হবে অ্যামিক্লিতে অ্যাপোলোর মূর্তির কাছে, অন্যটি হবে অ্যাক্রোপলিসে এথেনীয় মূর্তির কাছে।

৬। স্পার্টা অথবা এথেন্স যদি কোনো শর্ত যোগ করতে অথবা কোনো শর্ত বাদ দিতে ইচ্ছা করে তবে শপথভঙ্গ না করে উভয়পক্ষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তা করা যাবে।

শান্তিচুক্তির অল্প পরেই এই মৈত্রীচুক্তি হল। দ্বীপে অধিকৃত স্পার্টীয়দের এথেনীয়গণ প্রত্যর্পণ করল এবং একাদশ বর্ষের গ্রীষ্মকাল শুরু হল। প্রথম যুদ্ধের বর্ণনাও এই সঙ্গে শেষ হল, এই যুদ্ধ পূর্ববর্তী দশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ—পেলোপন্নিসে স্পার্টাবিরোধী মনোভাব। ম্যাণ্টিনীয়, এলীয়, আর্গসীয় ও এথেনীয়দের সঙ্ঘ। ম্যাণ্টিনিয়ার যুদ্ধ ও সঙ্ঘের অবসান।

যুদ্ধের দশ বছর পরে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি এবং স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে গৃহীত মৈত্রীচুক্তির পরে সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল। তখন প্লেয়িস্টোলাস ছিলেন স্পার্টার 'এফোর' এবং আল্কীউস ছিলেন এথেন্সের 'আর্কন'। কিন্তু কীরিন্থ ও পেলোপন্নিসের কয়েকটি নগর চুক্তিটি বানচাল করে দেবার চেষ্টা করেছিল এবং স্পার্টার বিরুদ্ধে মিত্রদের মধ্যে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি যত দিন যেতে লাগল এথেনীয়গণ স্পার্টীয়দের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, কারণ, তারা সন্ধির কতকগুলো শর্ত পালন করেনি। যদিও এটা ঠিক যে পরবর্তী ছয় বছর দশ মাস পর্যন্ত তারা পরস্পরের দেশ আক্রমণ করা থেকে বিরত ছিল কিন্তু এই নড়বড়ে চুক্তিটি বাইরে কখনই দু'পক্ষকে পরস্পরের ক্ষতি করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সন্ধির দশ বছর পরে দু'পক্ষই তা ভাঙতে বাধ্য হল এবং পুনরায় প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল।

গ্রীষ্ম ও শীতের হিসাবে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে স্পার্টা ও তার মিত্রগণ কর্তৃক দীর্ঘ প্রাচীর ও পাইরিউস অধিকার এবং এথেনীয় সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাসের বর্ণনাও এথেনীয় থুকিডাইডিস দিয়েছেন। সেই পর্যন্ত সব মিলে যুদ্ধটি সাতাশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। চুক্তিকালীন বিরতিকে যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া অন্য কিছু মনে করলে ভুল হবে। যখন আমরা দেখি যে যাকিছু পাবার ও দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল তা কোনো পক্ষই পালন করেনি, তখন আর 'শান্তি' শব্দটি উচ্চারণ করা চলে না। তা' ছাড়া ম্যাণ্টিনীয় ও এপিডরীয় যুদ্ধের ব্যাপারে এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে দু'পক্ষই সন্ধিভঙ্গ করেছে, থ্রেসের দিকের মিত্রগণ আগের মতই প্রকাশ্যে শত্রুতা করছে এবং বিয়েসীয়দের সঙ্গে যে চুক্তিটি ছিল তা প্রতি দশদিনে নতুন নতুন করে গ্রহণ করতে হচ্ছে। প্রথম দশ বছরের যুদ্ধ, তারপরে ছলনাপূর্ণ চুক্তি এবং পরবর্তী যুদ্ধকে ঋতু হিসাবে গণনা করলে দেখা যাবে বছরের মোট হিসাব আমার নির্ভুল (মাত্র কয়েকদিন কম) এবং দৈববাণীর উপর বিশ্বাস অন্ততঃ একবার ঘটনার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইহা আমার নিজেরও স্পষ্ট মনে আছে যে যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যুদ্ধ সাতাশ বছর স্থায়ী হবে।

সমগ্র যুদ্ধটি আমার জীবিতকালে ঘটেছে এবং ঘটনাবলীর তাৎপর্য উপলব্ধি করবার বয়সও আমার ছিল এবং সে বিষয়ে প্রকৃত সত্য জানবার উদ্দেশ্যে আমি যথেষ্ট মনঃসংযোগ করেছিলাম। তাছাড়া অ্যাম্ফিপোলিসের অধিনায়কত্বের পরে স্বদেশ থেকে কুড়ি বছরের জন্য নির্বাসিত হবার দুর্ভাগ্যও আমার ঘটেছিল। দু'পক্ষেরই সন্নিকটে থাকবার ফলে, বিশেষত নির্বাসনের পারে পেলোপনেসীয়দের বেশী সন্নিকটে অবস্থিতির ফলে, আমি অবকাশটিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলাম।,

সুতরাং এখন আমি দশ বছরের যুদ্ধের পরে মতবিরোধের কারণ, সন্ধি-ভঙ্গ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছি।

সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হবার পর এই উদ্দেশ্যে আহূত পেলো-পন্নিসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ স্পার্টা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। অন্য সকলে সোজা দেশে ফিরল ও করিন্থীয়গণ আর্গসে গিয়ে শাসকগোষ্ঠীর কয়েকজনকে বলল, পেলোপন্নিসের মঙ্গল করা দূরে থাক, স্পার্টা বরং পেলোপন্নিসকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাইছে। নইলে সে কখনোই একদা ঘৃণিত এথেন্সের সাথে সন্ধি ও মৈত্রী করত না। অতএব, পেলোসন্নিসেব নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তা করবার দায়িত্ব এখন পড়েছে আর্গসের ওপর। সুতরাং এই মর্মে একটা ঘোষণা জারি করা হোক যে, যে-সব হেলেনীয় রাষ্ট্র নিজেরা স্বাধীন এবং অন্য সহযোগী দেশের সাথে বৈধতা ও সাম্যের ভিত্তিতে আইন ও ন্যায়ের অনুশাসন মেনে চলে তারা ইচ্ছা করলে আর্গসের সাথে আত্মরক্ষামূলক চুক্তি করতে পারে। গণসভার মাধ্যমে আলোচনা না করে এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে নিযুক্ত করা হোক যাতে কোনো আবেদনকারী প্রত্যাখ্যাত হলেও তার প্রস্তাবের গোপনতা রক্ষিত হয়। স্পার্টার প্রতি ঘৃণাবশত অনেকেই এতে যোগদান করবে। এই অভিমত ব্যক্ত করে করিন্থীয়গণ দেশে ফিরে গেল।

যাদের সাথে এইসব আলোচনা হল তারা প্রস্তাবটি সরকার ও জনগণের কাছে পেশ করল। আর্গসীয়গণ ঘোষণাটি জারি করে স্পার্টা ও এথেন্স ব্যতীত মৈত্রীর জন্য আগ্রহী অন্য যে-কোনো হেলেনীয় রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করবার জন্য বারো জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল। আর্গসের জনগণকে না জানিয়ে স্পার্টা অথবা এথেন্সকে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। আর্গস অধিকতর আগ্রহের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এইজন্য যে সে বুঝেছিল স্পার্টার সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, কারণ, তার সাথে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়। তা'ছাড়া পেলোপন্নিসের নেতৃপদ লাভের আশাও তার ছিল। এই সময়ে স্পার্টা তার বিপর্যয়ের জন্য লোকসমাজে যথেষ্ট হেয় হয়ে পড়ে-

ছিল। পক্ষান্তরে যুদ্ধের অংশীদার না হওয়াতে আর্গসের বরং দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল এবং নিরপেক্ষতার দরুণ সে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। সুতরাং মিত্রতা করতে আগ্রহী যে-কোনো হেলেনীয় রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে আর্গস প্রস্তুত ছিল।

প্রথমে ম্যান্টিনীয় ও তাদের মিত্রগণ এল, তারা এল স্পার্টার ভয়ে। এথেন্সের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে সুযোগ গ্রহণ করে তারা আর্কেডিয়ার একটি বৃহৎ অংশকে পদানত করে। কিন্তু এখন তারা দেখল স্পার্টার অবকাশ আছে এবং সে নিশ্চয়ই বিজিত অঞ্চল নির্বিবাদে তাদের ভোগ করতে দেবে না। সুতরাং তারা আর্গসের মত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের দলে খুব উৎসাহের সাথে যোগদান করল। আর্গস স্পার্টার চিরকালের শত্রু এবং সেখানে এখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ম্যান্টিনিয়া দলত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণের ব্যাপারে পেলোপন্নিসের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এর যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। তারা মনে করল, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ম্যান্টিনিয়া নিশ্চয়ই দলত্যাগ করেনি। স্পার্টার উপরেও সকলে নানা কারণে ক্রুদ্ধ হল, বিশেষত সন্ধির সেই শর্তটির জন্য যেখানে বলা আছে স্পার্টা ও এথেন্স ইচ্ছা করলে যুগ্মভাবে যদি কোনো শর্ত নতুন করে গ্রহণ করে বা বর্জন করে তবে তাতে শপথভঙ্গ হবে না। সমগ্র পেলোপন্নিসে আতঙ্ক সৃষ্টির পিছনে এই শর্তটিই ছিল মূল কারণ, এমন সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল যে স্পার্টা ও এথেন্স মিলিতভাবে তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত। তাদের মতে সন্ধিতে যে-কোনো পরিবর্তন করতে হলে তার জন্য সমস্ত মিত্রের সম্মতি প্রয়োজন। এই আশঙ্কার জন্য আর্গসের মৈত্রী লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা দেখা দিল।

পেলোপন্নিসের এই উত্তেজনা দেখে এবং করিন্থই যে এর মূল উদ্যোক্তা এবং সে নিজেও যে আর্গসীয় মৈত্রীর অন্তর্ভুক্ত হতে উদ্যত এটা জেনে স্পার্টা পরিকল্পিত মৈত্রী বন্ধ করবার আশায় সেখানে দূত পাঠাল। এই সব ষড়যন্ত্রের জন্য তারা করিন্থের উপর দোষারোপ করে বলল সে যদি স্পার্টার পক্ষ পরিত্যাগ করে আর্গসের সাথে যোগদান করে তবে তাতে শপথভঙ্গের অপরাধ হবে। যখন একথা স্পষ্ট বলা আছে যে দেবতা ও বীরেরা বাধা না দিলে অধিকাংশ মিত্রের গৃহীত সিদ্ধান্ত সকলের উপর প্রযোজ্য, তখন এথেন্সের সাথে সন্ধি প্রত্যাখ্যান করে তারা অন্যায় করেছে। করিন্থের মত অন্য যেসব মিত্র সন্ধি গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছে তারাও সেখানে উপস্থিত ছিল, বস্তুত আগেই করিন্থ তাদের আহ্বান করেছিল। এখন এই মিত্রগণের সামনে করিন্থ স্পার্টাকে উত্তর দিল। যেসব বিষয়ে

তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ ছিল, যেমন—এথেন্সের কাছ থেকে সোলিয়াম ও অ্যানাক্টোরিয়াম তাদের প্রত্যর্পণ করা হয়নি, কিংবা অন্য যেসব ক্ষেত্রে তার দাবী উপেক্ষিত হয়েছে বলে করিন্থ মনে করে, সে সবের কোনো উল্লেখ না করে সে শুধু এই কথা বলল যে থ্রেসীয় মিত্রদের তারা পরিত্যাগ করতে পারে না। যখন তারা পটিডিয়ার সাথে প্রথম বিদ্রোহ করে তখন এবং পরেও বিভিন্ন সময়ে তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এথেন্সের সাথে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত না হয়ে সে মিত্রদের কাছে শপথ-ভঙ্গ করেনি। থ্রেসীয় বন্ধুদের কছে সে দেবতার নামে শপথ নিয়েছে, এখন তাদের পরিত্যাগ করলে অধর্ম হবে। তাছাড়া বলা হয়েছে, "দেবতা ও বীরেরা যদি বাধাদান না করেন," এক্ষেত্রে দেবতাই তাদের বাধা দিচ্ছেন। পূর্বতন শপথসমূহ সম্পর্কে এই বিবৃতি দিয়ে আর্গসীয় মৈত্রী সম্পর্কে তারা বলল বিষয়টি তারা বন্ধুদের কাছে পেশ করবে এবং যা ন্যায্য তাই করবে। স্পার্টার দূতগণ ফিরে গেল। করিন্থে তখন যে সব আর্গসীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল তারা আর কালবিলম্ব না করে চুক্তি সম্পাদনের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু করিন্থীয়গণ তাদের করিন্থে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সভায় যোগদান করতে বলল।

এর পরে এলিসের প্রতিনিধিদল এল। প্রথমে তারা করিন্থের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তাদের নির্দেশানুসারে, সেখান থেকে আর্গসে গিয়ে আর্গসীয়দের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করল। কারণ, ঠিক সেই সময়ে তাদের সঙ্গে স্পার্টা ও লেপ্রীয়ামের শত্রুতা চলছিল। কিছুদিন আগে কিছু আর্কেডীয়ের সঙ্গে লেপ্রীয়দের একটি যুদ্ধ হয় এবং স্বদেশের জমির অধিকাংশ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষোক্তরা এলীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই অনুযায়ী সাহায্য দিয়ে এলীয়গণ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং জমিটি লেপ্রীয অধিকারীদেরই ফিরিয়ে দেয়, শুধু ওলিম্পিয়ার জিউসের প্রদেয় এক ট্যালেন্ট খাজনার ভার তাদের উপর ন্যস্ত করে। যুদ্ধ পর্যন্ত লেপ্রীয়গণ এই খাজনা দিয়ে এসেছে, কিন্তু তারপরেই যুদ্ধের অজুহাতে তা বন্ধ করে দিয়েছে। এতে এলিস বলপ্রয়োগ করলে তারা স্পার্টার কাছে আবেদন জানাল। এইভাবে বিষয়টি স্পার্টীয় সালিশের কাছে পেশ করা হলেও এলীয়গণ বিচারের ন্যায্যতাতে সন্দিগ্ধ হয়ে সালিশী মানতে অস্বীকৃত হয় ও লেপ্রেসীয় অঞ্চলে লুটপাট চালায়। স্পার্টা লেপ্রীয়দের স্বাধীন ও এলীয়গণকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে এবং যেহেতু শেষোক্তগণ সালিশ মান্য করে নি সেইজন্য লেপ্রীয়ামে একদল হপ্‌লাইট প্রেরণ করে। এলিসের বিদ্রোহী প্রজাদের স্পার্টা আশ্রয় দিয়েছে এই মত পোষণ করে এলীয়গণ সেই চুক্তিটিকে স্মরণ করল যেখানে বলা হয়েছে যুদ্ধের শুরুতে সঙ্ঘভুক্ত রাষ্ট্রগুলির অধিকারে

যা থাকবে যুদ্ধের শেষেও সে সব বজায় থাকবে। তাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে মনে করে এলীয়গণ আর্গসের পক্ষে চলে গেল এবং এখন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই মৈত্রীচুক্তিটি করল। তার পরে করিন্থ ও থ্রেসীয় চালসিডিস আর্গসের সঙ্গে মিত্রতা করল। বিয়োসিয়া ও মেগারা কিন্তু স্পার্টাকে পরিত্যাগ করল না। স্পার্টা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি এবং তাদের অভিজাততান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে স্পার্টার শাসনতন্ত্র যেমন খাপ খায়, গণতান্ত্রিক আর্গসের সঙ্গে তেমন নয়।

প্রায় এই সময়ে গ্রীষ্মকালে এথেন্স স্কিওন দখল করতে সক্ষম হয়। সেখানকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মৃতুদন্ড দেওয়া হল, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হল এবং স্থানটিতে প্লেটীয়দের বাস করতে দেওয়া হল। ডিলীয়গণকেও তারা ডেলসে নিয়ে গেল। যুদ্ধে নিজেদের ব্যর্থতায় বিচলিত হয়ে এবং ডেলফির দেবতার কাছে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তারা তা করল। ইতিমধ্যে ফোকীয় ও লোক্রীয়দের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ করিন্থ ও আর্গস এখন টেজিয়াকে স্পার্টার পক্ষ ত্যাগের প্ররোচনা দিল। কারণ, টেজিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্র যদি তাদের দলে যোগদান করে তবে সমগ্র পেলোপন্নিস সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। টেজীয়গণ এতে সম্মত না হওয়াতে করিন্থের অত্যুগ্র আগ্রহে ভাঁটা পড়ল এবং শঙ্কিত হয়ে উঠল যে আর কেউ হয়তো তাদের দলে আসবে না। তবু তারা বিয়োসিয়ার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করল। পঞ্চাশ বছরের সন্ধির পরে এথেন্সের সঙ্গে বিয়োসিয়ার যেমন দশ দিনের চুক্তি হয়েছে তাদের জন্যও সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দিতে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাদের এথেন্সে নিয়ে যেতেও তারা বিয়োসীয়দের অনুরোধ জানাল। তারা আরো অনুরোধ করল যে এথেন্স যদি রাজি না হয় তা'হলে বিয়োসিয়া যেন নিজের চুক্তিটিও বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং করিন্থকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে যেন আর কখনো চুক্তি না করে। আর্গসের সঙ্গে মিত্রতার বিষয়ে বিয়োসিয়া রাজি হল না, কিন্তু তাদের এথেন্সে নিয়ে গেল। এথেন্স কিন্তু করিন্থের সঙ্গে দশ দিনের মৈত্রী করতে সম্মত হল না। এথেনীয়দের উত্তর হল স্পার্টার মিত্র হিসাবে তাদের সঙ্গে তো ইতিপূর্বেই চুক্তি হয়ে গিয়েছে। করিন্থ অনেক আবেদন পেশ করা সত্ত্বেও এবং বিয়োসিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এই অভিযোগ তোলা সত্ত্বেও বিয়োসিয়া তার দশ দিনের চুক্তি বাতিল করল না।

সেই গ্রীষ্মেই স্পার্টার রাজা প্লেয়িস্টোয়ানাক্সের নেতৃত্বে সমগ্র স্পার্টীয় বাহিনী আর্কেডিয়াস্থ প্যাড়াসীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করে। প্যাড়াসীয়রা ছিল ম্যান্টিনিয়ার প্রজা এবং তাদের একটি দল তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল।

তা ছাড়া সিপসেলা দুর্গটি ভেঙে ফেলাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ল্যাকোনিয়ার স্কিরিটিস জেলাতে উপদ্রব চালাবার অভিপ্রায়ে ম্যান্টিনীয়রা প্যাড়াসীয় অঞ্চলে এই দুর্গটি নির্মাণ করে রক্ষিবাহিনী মোতায়েন রেখেছিল। স্পার্টীয়গণ প্যাড়াসীয় অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালাল এবং ম্যান্টিনীয়গণ তাদের নগরটি আর্গসীয় রক্ষিবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মিত্রদের সাহায্যার্থে ব্যাপৃত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিপসেলা দুর্গ কিংবা প্যাড়াসীয় নগরগুলি রক্ষা করা গেল না। স্পার্টীয়গণ প্যাড়াসীয়দের স্বাধীনতা দান করে এবং দুর্গটি ধূলিসাৎ করে স্বদেশে ফিরে গেল।

ব্রাসিডাসের সঙ্গে যেসব সৈন্য থ্রেসে গিয়েছিল তারা স্পার্টাতে প্রত্যাবর্তন করল। সন্ধির পরে ক্লিয়ারিডাস তাদের আনলেন। স্পার্টা ঘোষণা করেছিল যে সব ক্রীতদাস ব্রাসিডাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তারা ইচ্ছামতো স্থানে বাস করতে পারবে। শীঘ্রই তাদের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের সঙ্গে লেপ্রীয়ামে পুনর্বাসিত করা হল। লেপ্রীয়াম স্থানটি ল্যাকোনিয়া ও এলিসের সীমান্তে অবস্থিত। স্পার্টার এই সময়ে এলিসের সঙ্গে শত্রুতা চলছিল। যারা দ্বীপে বন্দী হয়েছিল এবং অস্ত্র সমর্পণ করেছিল সেই সব স্পার্টীয় সম্পর্কে আশঙ্কা হল যে তারা হয়তো বিদ্রোহের চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হল (যদিও তাদের অনেকে তখনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল) এবং এইভাবে সরকারী পদগ্রহণের ক্ষমতাও তাদের বিলুপ্ত হল এবং তারা কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হল। কিছুদিন পরে অবশ্য তাবা ভোটাধিকার ফিরে পেল।

সেই গ্রীষ্মে ডিয়ামবাসিগণ অ্যাথসের পার্শ্বস্থ অ্যাকটির একটি নগর থিমাস (এথেন্সের মিত্র) দখল করল। সমস্ত গ্রীষ্মকাল ধরে এথেনীয় ও পেলোপনেসীয়দের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল, যদিও সন্ধির অব্যবহিত পর থেকেই উভয়ের মধ্যে সন্দেহ জমে উঠেছিল, কারণ, সন্ধিতে উল্লিখিত স্থানগুলি প্রত্যর্পিত হয়নি। লটারী অনুসারে অ্যাম্ফিপোলিস ও অন্যান্য স্থান প্রত্যর্পণ করে কাজটি শুরু করবার কথা ছিল স্পার্টার সঙ্গে, কিন্ত সে তা করেনি। এমন কি সে থ্রেসীয় মিত্র বিয়োসীয় ও করিন্থীয়দের সন্ধিস্বাক্ষরে রাজি করতে পারেনি। যদি সন্ধিটি দীর্ঘকাল প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তা গ্রহণে বাধ্য করবার জন্য এথেন্সের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টা চালাবার বিষয়ে স্পার্টা কিন্তু অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে একটি তারিখও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল এবং বলেছিল এই সময়ের মধ্যে যারা সন্ধিটি গ্রহণ করবে না দু'পক্ষই তাদের শত্রু বলে ঘোষণা করবে, কিন্তু এ বিষয়ে লিখিত কোনো চুক্তিতে সে আবদ্ধ

হতে সম্মত হয়নি। স্পার্টা কোনো প্রতিশ্রুতিই কাজে পরিণত করছে না দেখে এথেন্স তার উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল। পাইলস প্রত্যর্পণের অনুরোধ তো সে প্রত্যাখ্যান করলই, এমনকি দ্বীপে অধিকৃত স্পার্টীয়দের ফিরিয়ে দিয়েছে বলে অনুতাপ করতে লাগল এবং স্পার্টা যতক্ষণ চুক্তির শর্ত পালন না করছে ততক্ষণ অন্যস্থানগুলিও দৃঢ়ভাবে দখল রাখল। পক্ষান্তরে স্পার্টা বলল, তার যা করবার তা সে করেছে, অধিকৃত এথেনীয় যুদ্ধবন্দীদের সে মুক্তি দিয়েছে, থ্রেস থেকে সৈন্য অপসারণ করেছে এবং তাদের সাধ্যানুযায়ী অন্য যা কিছু সম্ভব তাও করা হয়েছে। অ্যাম্ফিপোলিস প্রত্যর্পণ করা তার সাধ্যের বাইরে, কিন্তু সে বিয়োসীয়দের ও করিন্থীয়দের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করবে, প্যানাক্টাস ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে এবং বিয়োসিয়াতে এথেনীয় যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। ইতিমধ্যে তার দাবী পাইলস প্রত্যর্পণ করতে হবে; মেসেনীয় ও হেলটদের সরিয়ে নিতে হবে, যেমন থ্রেস থেকে স্পার্টীয় সৈন্যবাহিনী অপসারিত হয়েছে এবং যদি রক্ষিবাহিনী মোতায়েন করাই দরকার হয় তবে যেন এথেন্স নিজস্ব বাহিনী প্রেরণ করে। গ্রীষ্মকালে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবার পর স্পার্টীয়গণ শেষ পর্যন্ত পাইলস থেকে মেসেনীয়দের, অবশিষ্ট হেলটদের এবং ল্যাকোনিয়ার পলাতক সৈন্যদের সরিয়ে নিতে এথেনীয়দের সম্মত করাল। এথেনীয়গণ তাদের সিফালোনিয়ার ক্র্যানিয়াইতে স্থানান্তরিত করল। এইভাবে গ্রীষ্মকালে শান্তি বজায় রইল এবং স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যোগাযোগ রইল।

কিন্তু সন্ধির সময়ে স্পার্টাতে যারা এফোর ছিলেন পরবর্তী শীতে তাদের পরিবর্তে অন্যরা কার্যভার প্রাপ্ত হলেন এবং তাদের কেউ কেউ সন্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। স্পার্টীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ এল, বিয়োসিয়া ও করিন্থও স্পার্টাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করল। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পরও তাদের মধ্যে কোনো মীমাংসা হল না। প্রতিনিধিগণ স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে এমন সময়ে সন্ধির সর্বাপেক্ষা বিরোধী দুই 'এফোর' ক্লিওবুলাস এবং জেনারেস এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে গোপনে করিন্থীয় ও বিয়োসীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের যতদূর সম্ভব একত্রে কাজ করবার পরামর্শ দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন শেষোক্তরা যেন আর্গসের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধ হয় এবং তার পরে আর্গসকেও স্পার্টার দলে নিয়ে আসে। তা হলে অ্যাটিকার সঙ্গে সন্ধিতে যোগ দিতে বাধ্য হবার সম্ভাবনা বিয়োসিয়ার বিশেষ থাকবে না এবং স্পার্টা এথেন্সের সঙ্গে শত্রুতা ও সন্ধিভঙ্গের মূল্যেও আর্গসের বন্ধুত্ব ও মিত্রতা কামনা করবে। বিয়োসিয়া জানত যে আর্গসের সঙ্গে একটি সম্মানজনক বন্ধুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা স্পার্টার দীর্ঘদিনের। কারণ, স্পার্টার ধারণা এর

ফলে পেলোপন্নিসের বাইরে যুদ্ধ পরিচালনা করা অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে। ইতিমধ্যে স্পার্টা অনুরোধ করল, বিয়োসিয়া যেন স্পার্টার হাতে প্যানাক্টাস প্রত্যর্পণ করে যাতে সম্ভব হলে তার বিনিময়ে পাইলস ফিরে পাওয়া যায়। তখন এথেন্সের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ হবে।

নিজেদের দেশের শাসকদের জন্য উপরি-উক্ত নির্দেশ নিয়ে বিয়োসীয় ও করিন্থীয়গণ স্পার্টা ত্যাগ করল। পথে তাদের সঙ্গে আর্গস সরকারের দু'জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল, তাঁরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা আভাস দিলেন যে করিন্থ, এলিস ও ম্যাণ্টিনিয়ার মতো বিয়োসিয়াও যদি আর্গসের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হয় তবে এই সম্মিলিত সঙ্ঘটি ইচ্ছানুযায়ী স্পার্টা অথবা অন্য যে-কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধি করতে পারবে। স্পার্টাতে বন্ধুগণ যা বলেছিল এখন তাই শুনতে পেয়ে বিয়োসীয় প্রতিনিধিগণ খুব খুশি হল। প্রস্তাবটি সমাদৃত হতে দেখে বিয়োসিয়াতে প্রতিনিধি পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্গসীয় দু'জন চলে গেলেন। বিয়োসিয়াতে পৌঁছে বিয়োসীয়গণ স্পার্টা থেকে যে নির্দেশ পেয়েছে এবং আর্গসীয়গণ যা বলেছে সে বিষয়ে শাসকদের অবহিত করল। শাসকগণ এই কথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং আর্গস যা চাইছে স্পার্টা ঠিক সেই পরামর্শ দিয়েছে দেখে আগ্রহসহকারে তা কার্যকর করতে অগ্রসর হলেন। আর্গসের প্রতিনিধিগণ শীঘ্রই এসে উপস্থিত হল এবং মৈত্রী সম্পর্কে আলোচনার জন্য আর্গসে দূত প্রেরিত হবে জানিয়ে আর্গসের প্রতিনিধিদের বিদায় দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে করিন্থ, মেগারা ও থ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শাসকগণ মিলিত হয়ে প্রথমে স্থির করলেন যে প্রয়োজন হলে পরস্পরকে সাহায্যদান বিষয়ে তাঁরা একত্রে শপথ গ্রহণ করবেন এবং কেউ আলাদাভাবে যুদ্ধ কিংবা সন্ধি করবেন না। তারপরে বিয়োসিয়া ও মেগারা আর্গসের সঙ্গে চুক্তি করবে। কিন্তু এই শপথ গ্রহণের আগে শাসকগণ বিয়োসিয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী চারটি বিয়োসীর পরিষদের কাছে প্রস্তাবগুলি পেশ করলেন এবং সুপারিশ করলেন যে বিয়োসয়ার সঙ্গে যেসব নগর আত্মরক্ষামূলক চুক্তি করতে ইচ্ছুক তাদের সকলের সঙ্গে শপথ বিনিময় হোক। কিন্তু দলত্যাগী করিন্থের সঙ্গে যোগদান করলে যদি স্পার্টা অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে বিয়োসীয় পরিষদগুলি প্রস্তাবে সম্মতি দিল না। কারণ, স্পার্টাতে কি ঘটেছে এবং ক্লিওবুলাস, জেনারেস ও স্পার্টার বন্ধুরা কি পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থাৎ স্পার্টার সঙ্গে যোগদানের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবেই করিন্থ ও আর্গসের সঙ্গে বিয়োসিয়ার সাথে মিত্রতাস্থাপন করা উচিত, সে বিষয়ে শাসকগণ পরিষদগুলিকে অবহিত করেন নি। শাসকগণ অনুমান করেছিলেন এ

বিষয়ে কিছু না জানালেও তাদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা পরিষদগুলি করবে না। এই অসুবিধার সৃষ্টি হওয়াতে করিন্থ ও থ্রেসের প্রতিনিধিগণ চলে গেল। শাসকগণ ভেবেছিলেন প্রথম প্রস্তাব কার্যকর করে তারপর আর্গসের সঙ্গে মিত্রতার চেষ্টা করবেন। এখন তারা আর্গসের প্রশ্নটি পরিষদে আর উত্থাপন করলেন না এবং আর্গসেও প্রতিশ্রুত দূত পাঠালেন না। এরূপ দীর্ঘসূত্রতার ফলে সমস্ত ব্যাপারটি পণ্ড হয়ে গেল।

এই শীতেই ওলিন্থীয়গণ এথেনীয় সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত নগর মেসিবার্ণা দখল করে নিল।

ইতিমধ্যে দখলীকৃত স্থান পরস্পরকে প্রত্যর্পণের বিষয় নিয়ে স্পার্টা ও এথেন্সের ভিতর অনবরত আলোচনা চলছিল। এথেন্স বিয়োসিয়ার কাছ থেকে প্যানাক্টাস পেলে স্পার্টাকে পাইলস ফিরিয়ে দিতে পারে এই আশায় স্পার্টা বিয়োসিয়াতে দূত প্রেরণ করল। বিয়োসিয়া বলল স্পার্টা এথেন্সের মতন তাদের সঙ্গেও যদি একটি স্বতন্ত্র চুক্তি করে তবেই তারা এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে। স্পার্টা জানত এতে এথেন্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে। সন্ধিতে স্পষ্ট বলা আছে অপরকে না জানিয়ে কোনো পক্ষই যুদ্ধ অথবা সন্ধি করতে পারবে না। অথচ পাইলস ফেরত পাবার জন্য প্যানাক্টাস প্রত্যর্পণও দরকার। স্পার্টার যে দলটি সন্ধির বিরোধী ছিল তারা বিয়োসিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উপর খুব জোর দিচ্ছিল। সুতরাং শীতের শেষে স্পার্টা চুক্তি করল এবং অবিলম্বে প্যানাক্টাস ধূলিসাৎ হল। এইভাবে যুদ্ধের একাদশ বর্ষ শেষ হল।

এদিকে বিয়োসিয়া থেকে আর্গসে প্রতিশ্রুত দূতরা এলনা, প্যানাক্টাস ধূলিসাৎ হয়েছে এবং বিয়োসিয়ার সঙ্গে স্পার্টার একটি স্বতন্ত্র চুক্তি হয়েছে। এইসব দেখে আর্গসের ভয় হল যে সে হয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সমগ্র সঙ্ঘটি স্পার্টার পক্ষে চলে যাবে। আর্গস মনে করল প্যানাক্টাস ভেঙে ফেলতে এবং এথেন্সের সঙ্গে চুক্তি করতে স্পার্টাই বিয়োসিয়াকে প্ররোচনা দিয়েছে এবং এইসব ব্যবস্থার পিছনে গোপনে এথেন্স আছে। সুতরাং এথেন্সের সঙ্গে মৈত্রীর দ্বারও তাদের কাছে রুদ্ধ। অথচ এই মৈত্রীর ওপর তারা সর্বদা ভরসা করে এসেছে; স্পার্টার সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল বলে স্পার্টার সঙ্গে আর্গসের চুক্তিটি শেষ হয়ে গেলে তারা অনায়াসে এথেন্সের পক্ষভুক্ত হবার আশা রাখত। এখন তাদের আশঙ্কা হল যে স্পার্টার সঙ্গে চুক্তিটির পুনর্নবী-করণে অসম্মত হবার ফলে এবং পেলোপন্নিসের নেতৃত্বলাভের চেষ্টার জন্য তাদের হয়তো স্পার্টা, টেজিয়া, বিয়োসিয়া এবং এথেন্সের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং দ্রুত তারা স্পার্টাতে দূত পাঠিয়ে সম্ভাব্য

যে কোনো শর্তে স্পার্টার সঙ্গে যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্য একটি সন্ধি করে শান্তিতে থাকবার চেষ্টা করল এবং ইউস্ট্রোফাস ও ঈসন স্পার্টার কাছে সর্বাধিক গ্রহণীয় হবে বিবেচনা করে তাঁদের দূত নিযুক্ত করে পাঠাল।

স্পার্টাতে পৌঁছে আর্গসের প্রতিনিধিগণ সন্ধির সম্ভাব্য শর্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আর্গসের প্রথম দাবী ছিল সাইনুরীয় অঞ্চলের প্রশ্নটি যেন কোনো নগর বা ব্যক্তিবিশেষের সালিশীর কাছে পেশ করবার অনুমতি দেওয়া হয়। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলটি ছিল বিরোধের মূল উৎস। এখানে থাইরিয়া ও অ্যানথেনী নামে দুটি নগর আছে এবং অঞ্চলটি ছিল স্পার্টীয়দের দখলে। স্পার্টীয়গণ প্রথমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়নি এবং পূর্বতন শর্তেই সন্ধি করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্গসীয় দূতগণ এই সুবিধাটি আদায় করতে সক্ষম হলেন। বর্তমানে উভয়ের মধ্যে একটি পঞ্চাশ বছরের শান্তিচুক্তি হচ্ছে, কিন্তু আর্গসে অথবা স্পার্টাতে মহামারী কিংবা যুদ্ধ না থাকলে উভয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই অঞ্চল সংক্রান্ত প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করতে পারবে, যেমন আগেও একবার হয়েছিল এবং দুপক্ষই জয় দাবী করেছিল। কিন্তু আর্গস কিংবা স্পার্টার সীমানার বাইরে পশ্চাদ্ধাবন করা চলবে না। প্রথমে স্পার্টীয়গণ একে মূর্খতা মনে করেছিল, কিন্তু যে কোনো মূল্যে আর্গসের মৈত্রী লাভে আগ্রহী স্পার্টা এতে সম্মত হল এবং তা লিপিবদ্ধ করল। স্থির হল শর্তগুলি বাধ্যতামূলক হবার আগে দূতগণকে আর্গসে গিয়ে জনগণের কাছে এটি পেশ করতে হবে এবং তারা অনুমোদন করলে তাঁরা যেন হিয়াসিন্থিয়া উৎসবের সময় এসে শপথ গ্রহণ করেন।

সুতরাং দূতগণ প্রত্যাবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে বিয়োসীয়দের কাছ থেকে এথেনীয় বন্দীদের নিয়ে তাদের ও প্যানাক্টাসকে এথেন্সের হাতে সমর্পণ করবার জন্য স্পার্টা থেকে অ্যান্ড্রোমিডিস, ফীডিমাস এবং অ্যান্টিমেনিডাস বিয়োসিয়াতে প্রেরিত হলেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন বিয়োসীয়গণ নিজেরাই প্যানাক্টাসকে ধূলিসাৎ করেছে। তাদের অজুহাত হল বিষয়টি নিয়ে বিরোধের পর প্রাচীনকালে যে শপথ বিনিময় হয় তাতে বলা হয়েছিল যে এখানে কেউ বসবাস করতে পারবে না তবে উভয়ে পশুচারণ করতে পারবে। তবে যুদ্ধবন্দীদের তারা স্পার্টীয় দূতগণের হাতে সমর্পণ করল এবং তাঁরা তাদের এথেন্সের কাছে প্রত্যর্পণ করলেন। প্যানাক্টাস ধ্বংসের সংবাদ শুনে এথেনীয়গণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা মনে করল স্পার্টীয়গণ তাদের সঙ্গে ছলনা করছে। অক্ষত অবস্থাতেই প্যানাক্টাস প্রত্যর্পণ করা উচিত ছিল। বিয়োসিয়ার সঙ্গে পৃথক চুক্তি করেও স্পার্টা অন্যায় করেছে। পূর্বতন

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার উচিত ছিল এথেন্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্ধি প্রত্যাখ্যানকারী দেশগুলিকে সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করা। চুক্তির যে সব শর্ত স্পার্টা পালন করেনি সেগুলিও এথেন্স স্মরণ করল এবং স্পার্টা তাদের সঙ্গে কপট আচরণ করেছে মনে করে এথেনীয়গণ স্পার্টীয় দূতগণের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার সম্পর্কের এই অবনতি দেখে এথেন্সের যে দলটি সন্ধির বিরোধী ছিল তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ক্লিনিয়াসের পুত্র আল্কিবিয়াডিস। অন্য যে কোনো হেলেনীয় নগরে তিনি অতি তরুণ বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য এথেন্সে তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। আর্গসীয় মৈত্রীকে তিনি প্রকৃতই এথেন্সের পক্ষে লাভজনক মনে করেছিলেন —যদিও একথা সত্যি যে তাঁর সন্ধিবিরোধী মনোভাবের পিছনে ব্যক্তিগত মর্যাদাবাধের প্রশ্নও জড়িত ছিল। তাঁর তারুণ্যের জন্য তাঁকে উপেক্ষা করে স্পার্টা যে সন্ধির জন্য নিকিয়াস ও লাচেসের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিল এতে তিনি অপমানিত জ্ঞান করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর পরিবার অতীতে স্পার্টার 'প্রক্সেনাস' হিসাবে যে কাজ করেছে সেই হিসাবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান স্পার্টা তাঁকে দেয়নি। এই পদটি তাঁর পিতামহ ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা পুনরায় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং দ্বীপে অধিকৃত বন্দীদের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন। সুতরাং তাঁর বিবেচনায় তিনি অপমানিত হয়েছেন এবং প্রথম সুযোগেই তিনি সন্ধির বিরোধিতা করলেন। তিনি তখন বলেছিলেন স্পার্টীয়গণকে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং সন্ধি করবার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য প্রথমে আর্গসকে ধ্বংস করা তারপরে নিঃস্ব এথেন্সকে পরাভূত করা। এখন উপরিউক্ত ঘটনার পর অবিলম্বে তিনি আর্গসে দূত প্রেরণ করলেন এবং এলিস ও ম্যান্টিনিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এথেন্সে এসে মৈত্রীচুক্তির প্রস্তাব পেশ করতে তাদের কাছে অনুরোধ করলেন। কারণ, উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

এই বার্তা পেয়ে আর্গসীয়গণ বুঝতে পারল বিয়োসীয় চুক্তির ব্যাপারে এথেন্সের গোপন হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা, স্পার্টার সঙ্গে তার অত্যন্ত গুরুতর বিবাদ চলছে। সুতরাং সন্ধির জন্য স্পার্টাতে যে প্রতিনিধিদল সবে প্রেরিত হয়েছে তাদের প্রতি আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে তারা বরং এথেন্সের প্রতি ঝুঁকল। আর্গস মনে করল যুদ্ধ বাধলে তারা এমন একটি রাষ্ট্রকে বন্ধু হিসাবে পাশে পাবে যে শুধু আর্গসের সুপ্রাচীনকালের মিত্রই

নয়, তাদের মতোই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং অতিক্ষমতাপন্ন সামুদ্রিক শক্তি। অতএব তারা তৎক্ষণাৎ এথেন্সে প্রতিনিধি পাঠাল, এলিস ও ম্যাণ্টিনিয়ার প্রতিনিধিও সঙ্গে রইল।

সেই সময়ে স্পার্টা থেকেও একদল প্রতিনিধি এথেন্সে দ্রুত প্রেরিত হল। এই দলে ছিলেন ফিলোকারিডাস, লিওন ও এণ্ডিয়াস। পাছে ক্রুদ্ধ এথেনীয়গণ আর্গসের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় সেই ভয়ে এই দলটি প্রেরিত হয়েছিল। তা ছাড়া প্যানাক্টাসের বিনিময়ে পাইলসের দাবীও উত্থাপিত হবে এবং বিয়োসীয় চুক্তির ব্যাপারে এই বলে তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করবে যে তা এথেনীয়দের ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়নি। সেনেটের সামনে প্রতিনিধিগণ এই সব বক্তব্য পেশ করলেন এবং অন্য সব বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে নিষ্পত্তি করবাব পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে তারা এসেছেন একথাও বললেন। তা শুনে আল্কিবিয়াডিসের আশঙ্কা হল প্রতিনিধিগণ যদি গণসভাতেও এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন তবে জনগণকে হয়তো স্বপক্ষে আনতে পারবেন এবং তাতে আর্গসীয় মৈত্রীর প্রস্তাব বানচাল হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি শপথ করে স্পার্টীয়দের বললেন যদি তাঁরা গণসভাতে তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতার কথা না বলেন তবে তিনি তাঁদের পাইলস ফিরিয়ে দেবেন এবং এখন যেমন তিনি এই প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে তখন তিনিই তাতে এথেনীয়দের সম্মত করবেন। তা ছাড়া তিনি অন্য বিষয়গুলিরও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিকিয়াস ও স্পার্টার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানো এবং তাঁদের ইচ্ছায় আন্তরিকতা নেই, ভাষাও পরস্পর সঙ্গতিবিহীন এই কথা বলে জনগণের সামনে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা। তা হ'লে তিনি আর্গস, এলিস ও ম্যাণ্টিনিয়ার সঙ্গে চুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন। এই কৌশল সফল হল। প্রতিনিধিগণ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁরা যে উত্তর দিলেন সেনেটে প্রদত্ত বক্তব্যের অনুরূপ হল না, অর্থাৎ তাঁরা যে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন সে কথা বললেন না। ফলে, এথেনীয়গণ সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, স্পার্টার প্রতি আল্কি-বিয়াডিসের আক্রমণ তীব্রতর হল এবং জনগণ তাঁর কথায় উত্তেজিত হয়ে তৎক্ষণাৎ আর্গস ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিত্রতা করতে উদ্যত হল। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু চূড়ান্তভাবে স্থির হবার ঠিক আগে একটি ভূমিকম্প হয়ে গণসভা স্থগিত রইল।

যদিও স্পার্টার সঙ্গে চাতুরী করা হয়েছে এবং তাঁরা পূর্ণ ক্ষমতাসহ এসেছেন একথা স্বীকার না করাতে নিকিয়াস নিজেও সমান প্রতারিত

হয়েছেন তবু পরদিন আবার সভার অধিবেশন বসলে নিকিয়াস বারংবার বললেন স্পার্টার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই শ্রেয় এবং আর্গসের প্রস্তাব স্থগিত রেখে স্পার্টার অভিপ্রায় জানবার জন্য সেখানে দূত পাঠানো উচিত। যুদ্ধ স্থগিত রাখলে এথেন্সের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও স্পার্টার মর্যাদা হানি হবে। এথেন্সের ভাগ্যলক্ষ্মী যখন অনুকূল আছেন তখন এই অবস্থা যতদূর সম্ভব দীর্ঘায়ত করলেই বিবেচনার কাজ হবে। পক্ষান্তরে স্পার্টার যে দুর্দিন চলছে তাতে সে যত দ্রুত ভাগ্যপরীক্ষা করতে পারে ততই মঙ্গল। এইভাবে তিনি স্পার্টাতে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে এথেনীয়দের সম্মত করলেন। স্থির হল এতে তিনিও থাকবেন এবং এই দলটি স্পার্টাতে গিয়ে বলবে তারা যদি প্রকৃতই সৎ হয় তবে যেন অক্ষত প্যানাক্টাসসহ অ্যাম্ফিপোলিস প্রত্যর্পণ করে এবং বিয়োসিয়া সন্ধি গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার সঙ্গে স্পার্টার চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করে। এথেন্সের যদি ছলনা করবার ইচ্ছা থাকত তবে তারা ইতিমধ্যেই আর্গসের সঙ্গে চুক্তি করতে পারত, এবং আর্গসীয়গণ সেই উদ্দেশ্যেই এথেন্সে এসেছে। এথেন্সের আরো যা কিছু অভিযোগ ছিল সে বিষয়েও যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে প্রতিনিধিগণ স্পার্টাতে প্রেরিত হলেন।

স্পার্টাতে পেঁছে প্রতিনিধিগণ এই সব বললেন এবং সব শেষে জানালেন যে বিয়োসিয়া সন্ধি গ্রহণ না করলেও যদি স্পার্টীয়গণ বিয়োসীয় মৈত্রী বাতিল না করে তবে এথেনীয়গণও আর্গস ও তার বন্ধুদের সঙ্গে চুক্তি করবে। স্পার্টা বিয়োসীয় মৈত্রী ত্যাগ করল না। এফোর জেনারেসের দল ও অনুরূপ মতাবলম্বীদের জন্যই স্পার্টা এই মনোভাব অবলম্বন করল। নিকিয়াসের অনুরোধে তারা অবশ্য পুনরায় শপথ গ্রহণ করল। একেবারেই কিছু কার্যসিদ্ধি না করে দেশে ফিরতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, তাতে তাঁর মর্যাদাহানির অশঙ্কা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাগ্যে তাই ঘটেছিল, যেহেতু স্পার্টার সঙ্গে সন্ধির জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়েছিল। তিনি স্বদেশে ফিরলে এথেনীয়গণ শুনল স্পার্টাতে কার্যসিদ্ধি হয় নি। তখন তারা সিদ্ধান্ত করল স্পার্টা বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। অতএব, আর্গসীয় ও তাদের বন্ধুদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে (আল্কিবিয়াডিস তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন) নিম্নলিখিত শর্তে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করল। শর্তগুলি হল ঃ

"এথেনীয়গণ, আর্গসীয়গণ, ম্যান্টিনীয়গণ ও এলীয়গণ নিজেদের জন্য এবং স্ব স্ব সাম্রাজ্যের মিত্রদের জন্য একশো বছর মেয়াদী একটি চুক্তি করছে। জলে বা স্থলে তার কোনোরূপ প্রতারণা বা ক্ষতি করা চলবে না।

১। এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে কিংবা এথেনীয় সাম্রাজ্যভুক্ত কোনো মিত্রের বিরুদ্ধে আর্গসীয়, এলীয়, ম্যাণ্টিনীয় এবং তাদের মিত্রগণ যদি যুদ্ধ চালায় কিংবা আর্গসীয়, এলীয়, ম্যাণ্টিনীয় এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে এথেনীয়গণ কিংবা তাদের মিত্রগণ যদি কোনোরকম অস্ত্রধারণ করে তবে তা বে-আইনী হবে।

২। এথেনীয় অঞ্চলে যদি কোনো শত্রু আক্রমণ করে তবে বার্তার মাধ্যমে এথেনীয়গণ যেমন চাইবে সেই অনুসারে আর্গসীয়, এলীয় ও ম্যাণ্টিনীয়গণ তাদের সর্বাধিক কার্যকরভাবে নিজেরা যথাসাধ্য সাহায্য দান করবে। কিন্তু শত্রু যদি লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে চলে যায়, তবে তার সংগে আর্গসীয়, ম্যাণ্টিনীয়, এলীয় এবং এথেনীয়দের সকলেরই শত্রুতা শুরু হয়েছে বলে ধরতে হবে। সকলেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। সেই দেশটির সংগে কেউ পৃথকভাবে সন্ধি করতে পারবে না, সন্ধির জন্য উপরি-উক্ত রাষ্ট্রগুলির সকলের সম্মতি থাকা আবশ্যক।

৩। ঠিক তেমনি আর্গস, ম্যাণ্টিনিয়া ও এলিস অঞ্চলে শত্রুর আক্রমণ ঘটলে বার্তার মাধ্যমে তারা যখন চাইবে সেই অনুসারে এথেনীয়গণ সর্বাধিক কার্যকরভাবে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। কিন্তু আক্রমণ-কারী যদি লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে চলে যায় তবে সে এথেনীয়, আর্গসীয়, ম্যাণ্টিনীয় ও এলীয়গণের শত্রু বলে গণ্য হবে এবং সকলেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। সেই দেশটির সংগে কেউ পৃথকভাবে সন্ধি করতে পারবে না, সন্ধির জন্য উপরি-উক্ত রাষ্ট্রগুলির সকলের সমর্থন থাকা প্রয়োজন।

৪। এথেন্স, আর্গস, ম্যাণ্টিনিয়া ও এলিস সম্মতি না দিলে মিত্রতাবদ্ধ দেশগুলি ও তাদের অধীনস্থ বন্ধু রাষ্ট্রগুলির ভিতর দিয়ে কিংবা সমুদ্র-পথেও শত্রুতাচরণের উদ্দেশ্যে বহিরাগত কোনো সৈন্যকে যেতে দেওয়া হবে না।

৫। সাহায্যপ্রার্থী দেশটিতে প্রেরিত সৈন্যদলটির সেখানে পৌঁছানোর পর ত্রিশদিন পর্যন্ত এবং সেইভাবে দেশে প্রত্যবর্তনের সময়ের জন্য ভরণ-পোষণ করবে প্রেরক দেশটি। কিন্তু সৈন্যদলকে যদি আরো দীর্ঘসময়ের জন্য সেখানে থাকতে হয় তবে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশটি পরে ভরণপোষণ চালাবে। বরাদ্দ হবে প্রতিটি হপ্‌লাইট, তীরন্দাজ এবং হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্যের জন্য প্রতিদিন তিন ঈজিনেটান ওবোল এবং অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য মাথাপিছু এক ঈজিনেটান ড্রাকমা।

৬। যুদ্ধ যতক্ষণ সাহায্যপ্রার্থী দেশে হচ্ছে ততক্ষণ সেই দেশই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু নগরগুলি যদি কোনো যৌথ অভিযান করে তবে নেতৃত্বভার সকল দেশের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

৭। সন্ধিটি সম্পর্কে এথেনীয়গণ (নিজেদের জন্য ও মিত্রদের জন্য), আর্গসীয়গণ, ম্যাণ্টিনীয়গণ ও এলীয়গণ এবং তাদের মিত্রগণ সকলে স্বতন্ত্রভাবে শপথগ্রহণ করবে। এই শপথটি প্রতিটি দেশে অবশ্যপালনীয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে। শপথটি হল ঃ

"আমি এই সন্ধি ও সন্ধির শর্তগুলিকে যথাযথভাবে, পবিত্রভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে মান্য করব এবং কোনো উপায়েই এটি লঙ্ঘন করব না।"

এথেন্সে সেনেট ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ শপথটি গ্রহণ করবেন, প্রিটেনগণ এটি কাজে প্রয়োগ করবেন; আর্গসে গ্রহণ করবেন সেনেট, পরিষদ এবং আর্টিনগণ, কাজে প্রয়োগ করবেন পরিষদ; ম্যাণ্টিনিয়াতে গ্রহণ করবেন ডেমিউর্গি, সেনেট ও অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ, কাজে প্রয়োগ করবেন থিওরি ও পলিমার্কগণ ; এলিসে শপথ গ্রহণ করবেন ডেমিউর্গি ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং পরিষদ ও কাজে প্রয়োগ করবেন ডেমিউর্গি ও থেসমোফাইলেসেস। ওলিম্পিক-ক্রীড়ার ত্রিশদিন আগে এথেনীয়গণ, এলিস, ম্যাণ্টিনিয়া, আর্গসে গিয়ে পুনরায় শপথটি গ্রহণ করবে এবং নিখিল এথেনীয় মহোৎসবের দশদিন আগে আর্গসীয়, ম্যাণ্টিনীয় ও এলীয়গণ এথেন্সে গিয়ে শপথটি পুনর্গ্রহণ করবে। সন্ধির শর্তগুলি শপথটি এবং মৈত্রীর বিষয়ে এথেনীয়গণ দুর্গে একটি প্রস্তরস্তম্ভে, আর্গসীয়গণ বাজারে অ্যাপোলোর মন্দিরে এবং ম্যাণ্টিনীয়গণ বাজারে জিউসের মন্দিরে উৎকীর্ণ করবে। সকলের যৌথ উদ্যোগে শীঘ্রই অনুষ্ঠিতব্য ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানকালে একটি পিতলের স্তম্ভ নির্মিত হবে। উপরি-উক্ত শর্তগুলির সঙ্গে কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হলে সম্মিলিতভাবে সকলের সম্মতিক্রমে যা স্থির হবে, সকলেই তা মেনে চলবে।"

যদিও এইভাবে সন্ধি ও মৈত্রী সম্পাদিত হল, কিন্তু এথেন্স—স্পার্টার সন্ধিটি কোনো পক্ষই বাতিল করে দিল না। করিন্থ আর্গসের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও এই সন্ধিতে যোগদান করল না। পূর্বে এলিস, ম্যাণ্টিনিয়া ও আর্গসের মধ্যে যে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি হয়েছিল তাতেও করিন্থ যোগ দেয়নি, তখন সে বলেছিল প্রথম চুক্তিটিতেই সে সন্তুষ্ট। এটি ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক—এতে যোগদানকারী দেশসমূহ একে অপরের সাহায্যে অগ্রসর হবে কিন্তু কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় যোগদান

করবে না। সুতরাং করিন্থ তার মিত্রদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে রইল এবং পুনরায় স্পার্টার দিকে ঝুঁকল।

এই গ্রীষ্মে যে ওলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল, যে ক্রীড়ায় এই প্রথম আর্কেডীয় অ্যান্ড্রোস্থিনিস কুস্তি ও মল্লযুদ্ধে বিজয়ী হলেন, সেই ওলিম্পিক ক্রীড়ার সময়ে এলীয়গণ স্পার্টীয়দের মন্দিরে প্রবেশ করতে দিল না। এইভাবে তাদের বলিদান ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা হল না। আইনানুসারে এলীয়গণ স্পার্টীয়গণের উপর যে জরিমানা ধার্য করেছিল স্পার্টীয়গণ তা দেয়নি বলেই এই ব্যবস্থা। এলীয়দের অভিযোগ হল স্পার্টীয়গণ ওলিম্পিক যুদ্ধবিরতির সময়ে ফিরকাস দুর্গ আক্রমণ করেছিল এবং লেপ্রীয়াসে হপ্‌লাইট প্রেরণ করেছিল। আইনানুসারে প্রতি হপ্‌লাইট-পিছু দুই মাইনী হিসাবে মোট ২০০০ মাইনী ধার্য হয়েছিল। স্পার্টীয়গণ দূত পাঠিয়ে জানিয়েছিল যে এই জরিমানা অন্যায়। কারণ, হপ্‌লাইটগণ যখন প্রেরিত হয়েছিল তখন পর্যন্ত স্পার্টাতে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়নি। কিন্তু এলীয়গণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল স্পার্টাতেও যুদ্ধবিরতি শুরু হয়ে গিয়েছিল (ইহা প্রথম ঘোষিত হয় এলিসেই) এবং শান্তির সময়ে তারা যেমন নির্ভাবনায় থাকে তখনো তেমনি ছিল। তারা যখন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না ঠিক সেই সময়ে অতর্কিতে স্পার্টীয় অভিযান হয়েছে। তদুত্তরে স্পার্টীয়গণ বলল এলীয়গণ যদি সত্যিই বিশ্বাস করে যে স্পার্টা আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছে তবে তারপরে স্পার্টাতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা নিরর্থক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যখন ঘোষণা করেছে তখন নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস করেনি এবং তারপরে স্পার্টা আর তাদের দেশে অভিযান করেনি। কিন্তু এলিস তার বক্তব্যে অটল রইল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, স্পার্টার কাজ ছিল আক্রমণাত্মক। অবশ্য স্পার্টা যদি তাদের লেপ্রীয়াম প্রত্যর্পণ করে তবে তারা জরিমানার নিজ অংশের উপর দাবী প্রত্যাহার করতে রাজি আছে এবং তার সাহায্যে দেবতাকে প্রদেয় অর্থ দেওয়া যাবে।

এই প্রস্তাবটি গৃহীত না হওয়ায় এলিস অন্য একটি প্রস্তাবের চেষ্টা করল। লেপ্রীয়াম প্রত্যর্পণের ইচ্ছা না থাকলে তা প্রত্যর্পণ না করলেও চলবে, কিন্তু স্পার্টীয়গণ যেহেতু মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভে এত আগ্রহী অতএব তারা যেন ওলিম্পিয়ার জিউসের মন্দিরের বেদীতে উঠে হেলেনীয়দের কাছে শপথ করে যে পরে কোনো সময়ে তারা নিশ্চয়ই জরিমানা পরিশোধ করবে। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হলে স্পার্টীয়গণ মন্দিরে প্রবেশাধিকার, বলিদান ও ক্রীড়ার অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হল। সুতরাং স্বদেশে তারা বলিদান করল। অন্য হেলেনীয়দের মধ্যে একমাত্র লেপ্রীয়গণ যোগদান করল না। কিন্তু পাছে

স্পার্টীয়গণ বলপ্রয়োগ করে বলিদানে অংশগ্রহণ করে সেই ভয়ে এলীয়গণ তরুণ এলীয়দের একদল হপ্‌লাইট পাহারায় মোতায়েন রাখল। তাদের সঙ্গে ১000 আর্গসীয়, ১000 ম্যান্টিনীয় এবং উৎসবের সময়ে হার্পিনাতে যে সব এথেনীয় অশ্বারোহী ছিল তাদের একটি অংশও যোগদান করেছিল। সৈন্যসহ স্পার্টীয়গণের আগমনের আশঙ্কা গণসভাতে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করেছিল। বিশেষ করে স্পার্টীয় লিচাসকে দুজন ক্রীড়া-পরিচালক প্রহার করবার পরে এই ভয় আরো বৃদ্ধি পেল। লিচাসের অশ্বগুলি জয়লাভ করলেও তাঁর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই বলে ঘোষণা করা হল যে জয় হয়েছে বিয়োসীয়দের। এতে লিচাস এগিয়ে এসে রথটি তাঁরই প্রমাণ করবার জন্য সারথির মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। এতে সকলেই ভয় পেয়ে গোলমালের আশঙ্কা করতে লাগল। কিন্তু স্পার্টীয়গণ নির্বিঘ্নে উৎসব সমাপ্ত হতে দিল। ওলিম্পিক ক্রীড়ার পরে আর্গসীয়গণ ও মিত্রগণ করিন্থকে দলে টানবার অনুরোধ জানাতে করিন্থে গেল। সেখানে তারা কয়েকজন স্পার্টীয় প্রতিনিধিকে দেখল। দীর্ঘ আলোচনা হলেও একটি ভূমিকম্পের জন্য সব ব্যর্থ হল। প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল। শীতকালে ট্রাচিনিয়ার হেরাক্লীয়দের সঙ্গে ঈনিয়ানীয়, ডোলোপীয়, ম্যালীয় ও কিছু থেমালীয়দের এক যুদ্ধ হয়। এই উপজাতিগুলি হেরাক্লিয়া নগরের সীমান্তবর্তী এবং হেরাক্লিয়ার সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন। এই নগরটি প্রত্যক্ষভাবে তাদের দেশের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং নগরটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা সর্বপ্রকারে এর বিরোধিতা করতে চেষ্টা করেছে। এই যুদ্ধে তারা হেরাক্লীয়দের পরাজিত করল এবং স্পার্টীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেস সহ বহু হেরাক্লীয় নিহত হল। এইভাবে শীতকাল শেষ হল এবং যুদ্ধের দ্বাদশ বর্ষও। এই যুদ্ধের পরে হেরাক্লিয়ার অবস্থা এত শোচনীয় হল যে পরবর্তী গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বিয়োসীয়রা নগরটি দখল করে নিল এবং শাসনকার্যে ব্যর্থতার জন্য স্পার্টীয় আজেসিপ্পিডাসকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। বিয়োসীয়দের ভয় হয়েছিল যে স্পার্টীয়গণ যখন পেলোপন্নিসের সমস্যা নিয়ে বিব্রত, তখন হয় তো এথেন্স সুযোগ বুঝে হেরাক্লিয়া দখল করে নেবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্পার্টা বিয়োসিয়ার উপর অসন্তুষ্ট হল।

এদিকে আল্কিবিয়াডিস এখন এথেনীয় সেনাধ্যক্ষদের অন্যতম। এই গ্রীষ্মেই তিনি আর্গস ও মিত্রদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পেলোপন্নিসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু এথেনীয় হপ্‌লাইট, তীরন্দাজ ও মিত্রদের কিছু সৈন্যও

ছিল। সেখানে তিনি মৈত্রীচুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা করলেন এবং প্যাট্রীয়দের প্রাচীরটি সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারণ করবার জন্য তাদের সম্মত করলেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল অ্যাকীয় রিয়ামের কাছে একটি দুর্গ নির্মাণ করবেন। কিন্তু সিকিওনীয়গণ, করন্থীয়গণ ও অন্য যারা এই দুর্গ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা তাঁকে এই কাজে বাধা দিল।

এই গ্রীষ্মে এপিডরীয় ও আর্গসীয়দের মধ্যে একটি যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের অজুহাত হল এপিডরীয়গণ তাদের পশুচারণভূমির জন্য 'অ্যাপোলো পাইথিউসের' কাছে পূজা উপচার পাঠায়নি। অথচ তারা তা করতে বাধ্য, কারণ মন্দিরের পরিচালনার ভার ছিল প্রধানত আর্গসীয়দের উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্কিবিয়াডিস ও আর্গসের সঙ্কল্প ছিল এপিডরাস দখল করা —এতে করিন্থ অকর্মণ্য হয়ে পড়বে এবং ঈজিনা থেকে এথেনীয়দের জন্য অতিরিক্ত সৈন্যদল আনতে হলে স্কাইলীয়াম ঘুরে আসবার তুলনায় পথের দৈর্ঘ্য স্বল্পতর হবে। সুতরাং আর্গস পূজা উপচার আদায়ের জন্য এপিডরাস আক্রমণের উদ্যোগ করতে লাগল।

প্রায় একই সময়ে স্পার্টার রাজা এজিস সমগ্র স্পার্টীয় বাহিনীর নেতৃত্ব-ভার নিয়ে মাউণ্ট লাইসীয়ামের বিপরীত দিকে স্পার্টার সীমান্তবর্তী লিউক্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কারো কোনো পরিচয় ছিল না। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম-সংক্রান্ত পূজাবলি অনুকূল না হওয়াতে স্পার্টীয়গণ দেশে ফিরে এল এবং পরবর্তী মাসের পরে যাত্রা শুরু করবার জন্য প্রস্তুত হতে মিত্রদের নির্দেশ পাঠাল। কারণ, সেই মাসটির নাম ছিল কার্নিউস, ইহা স্পার্টীয়দের পক্ষে পবিত্র সময়। স্পার্টীয়গণ ফিরবার পরে আর্গসীয়গণ কার্নিউসের আগের মাসটি শেষ হবার চারদিন আগে বাইরে এল (যতদিন তারা বাইরে ছিল ততদিন তারা সব দিনকেই এই দিন বলে উল্লেখ করত) এবং এপিডরাস আক্রমণ করে লুণ্ঠন করল। আক্রান্তরা মিত্রদের কাছে সাহায্যের আবেদন করল, কেউ মাসটির নামে অজুহাত দেখাল, কেউবা এপিড-রাসের সীমান্ত পর্যন্ত এসে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রইল।

ইতিমধ্যে এথেনীয়গণের আমন্ত্রণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ম্যাণ্টি-নিয়াতে সমবেত হলেন। সভা শুরু হলে করিন্থীয় ইউফেমিডাস বললেন তাঁদের কথায় ও কাজে মিল নেই, যখন তাঁরা বসে শান্তির আলোচনা করছেন তখন এপিডরাস ও আর্গস পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। সুতরাং প্রথমে দুই পক্ষের প্রতিনিধিগণ বিবদমান সৈন্যদল দু'টিকে পৃথক করে দিন, তারপরে শান্তির বিষয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু হতে পারে। এই প্রস্তাব অনুসারে তারা এপিডরাস থেকে আর্গসীয়দের ফিরিয়ে আনল। তারপরে পুনরায়

সমবেত হল, কিন্তু আলোচনা নিষ্ফল হল। আর্গস দ্বিতীয়বার এপিডরাস আক্রমণ করে লুণ্ঠন চালাল। স্পার্টীয়গণও ক্যারিয়ির উদ্দেশ্যে বহির্গত হল, কিন্তু সীমান্তপূজা অনুকূল না হওয়াতে ফিরে এল। ইতিমধ্যে আল্কিবিয়াডিসের নেতৃত্বে এক হাজার এথেনীয় হপ্‌লাইট তাদের সাহায্যার্থে এসেছিল, কিন্তু স্পার্টা ফিরে গিয়েছে দেখে তারাও প্রত্যাবর্তন করল।

পরবর্তী শীতে স্পার্টা কোনোক্রমে এথেনীয়দের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে আজেসিপ্পিডাসের নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্যের এক রক্ষিবাহিনী এপিডরাসে প্রেরণ করল। এতে আর্গস এথেন্সের কাছে অভিযোগ করল তারা শত্রুকে সমুদ্রপথে যেতে দিয়েছে অথচ সন্ধির শর্তানুসারে মিত্রগণ তাদের দেশের মধ্য দিয়ে শত্রুকে যাবার অনুমতি দেবে না এই রকম প্রতিশ্রুতি আছে। সুতরাং স্পার্টীয়দের উত্যক্ত করবার জন্য তারা যদি পাইলসে মেসেনীয় ও ক্রীতদাসদের মোতায়েন না করে তবে আর্গসীয়গণ মনে করবে তাদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। আল্কিবিয়াডিসের প্ররোচনায় এথেনীয়গণ ল্যাকোনিয়ার স্তম্ভের একেবারে নিচে ক্ষোদিত করে দিল যে, স্পার্টীয়গণ শপথ রক্ষা করেনি এবং স্পার্টাতে লুণ্ঠনকার্য চালাবার উদ্দেশ্যে ক্র্যানইয়ের ক্রীতদাসদের পাইলসে প্রেরণ করল। সমস্ত শীতকাল জুড়ে আর্গস ও এপিডরাসের মধ্যে যুদ্ধ চলল। এতে কোনো সম্মুখযুদ্ধ হয়নি, কিন্তু গুপ্তস্থান থেকে হঠাৎ আক্রমণ ও হানা চলল। তাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি ছিল না এবং দুই পক্ষেই হতাহত হল। শীতের শেষে এবং বসন্তের শুরুতে আর্গসীয়গণ সিঁড়ি নিয়ে এপিডরাসে গেল। তাদের আশা ছিল যুদ্ধের জন্য স্থানটি অরক্ষিত থাকবে এবং সহজেই তারা স্থানটি দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। শীত শেষ হয়ে এল এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের ত্রয়োদশ বর্ষও।

পরবর্তী গ্রীষ্মের মধ্যভাগে স্পার্টীয়গণ এপিডরাসের দুর্দশা দেখে এবং পেলোপন্নিসের অন্য রাষ্ট্রগুলিকে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বা বিরাগভাজন হতে দেখে স্থির করল অবস্থার ক্রমাবনতি রোধ করতে হলে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। অতএব তারা রাজা এজিসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসগণ সহ পূর্ণ বাহিনী নিয়ে আর্গসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। টেজীয়গণ ও স্পার্টার অন্যান্য আর্কেডীয় মিত্রগণও এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করল। পেলোপন্নিসের অন্যান্য স্থান থেকে ও বাইরে থেকে মিত্রগণ এসে ফ্লিয়াসে সমবেত হল—বিয়োসিয়া থেকে এল ৫০০০ হপ্‌লাইট ও সমসংখ্যক হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য, ৫০০ অশ্বারোহী ও সমসংখ্যক অশ্ববিহীন একই শ্রেণীর সৈন্য, করিন্থ থেকে এল ২০০০ হপ্‌লাইট ; অন্যান্য মিত্রগণ সাধ্যানুযায়ী সৈন্য প্রেরণ করেছিল। ফ্লিয়াসের সমগ্র বাহিনী এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করল।

এইসব প্রস্তুতির সংবাদ আর্গস শুরু থেকেই জানত এবং ফ্লিয়াসে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য স্পার্টীয়গণ যাত্রা শুরু না করা পর্যন্ত তারা চুপচাপ রইল। মিত্রসহ ম্যাণ্টিনীয় বাহিনী এবং তিন হাজার এলীয় হপ্‌লাইট এসে আর্গসের শক্তিবৃদ্ধি করল। অতঃপর অগ্রসর হল এবং আর্কেডিয়ার মেথিড্রিয়ামে স্পার্টীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দুপক্ষই একটি পাহাড়ের উপর স্থান গ্রহণ করল এবং স্পার্টীয়গণ যখন সঙ্গীবিহীন অবস্থায় আছে তখনই আর্গসীয়গণ তাদের আক্রমণ করবার সংকল্প করল। কিন্তু এজিস তাদের অলক্ষ্যে রাত্রিতে শিবির ভেঙে ফ্লিয়াসে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রওনা হলেন। আর্গসীয়গণ ভোরবেলায় তা আবিষ্কার করে প্রথমে আর্গসে গিয়ে সেখান থেকে নেমিয়ার পথে গেল। তাদের অনুমান ছিল স্পার্টীয়গণ এই পথেই নেমে আসবে। কিন্তু এজিস এই পথ ধরলেন না এবং স্পার্টীয়, আর্কেডীয় ও এপিডরীয়দের অগ্রসর হবার আদেশ দিয়ে একটি দুর্গম পথ ধরে আর্গসের সমতলে অবতরণ করলেন। করিন্থীয়, পেলেনীয় ও ফ্লিয়াসীয়গণ অন্য একটি খাড়া পথ ধরে অগ্রসর হল। এদিকে বিয়োসীয়, মেগারীয় ও সিকিওনীয়দের উপর নির্দেশ ছিল তারা নেমিয়ার রাস্তা ধরে নেমে আসবে, যেখানে আর্গসীয় সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। ফলে এজিসের সৈন্যদলকে বাধা দিতে শত্রুরা যখন অগ্রসর হবে তখন তারা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করবে। এই ব্যবস্থা করে এজিস সমতলভূমি আক্রমণ করলেন এবং স্যামিন্থাস ও অন্যান্য স্থানে লুণ্ঠনকার্য চালালেন।

তা দেখে আর্গসীয়গণ ভোরবেলায় নেমিয়া থেকে অবতরণ করল। পথে তাদের সঙ্গে করিন্থীয় ও ফ্লিয়াসীয়দের সাক্ষাৎ হল, কিছু ফ্লিয়াসীয় তাদের হাতে নিহত হল, কিন্তু তাদের বহু সৈন্য করিন্থীয়দের দ্বারা নিহত হল। ইতিমধ্যে বিয়োসীয়, মেগারীয় ও সিকিওনীয়গণ নির্দেশানুযায়ী নেমিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়ে দেখল শত্রুরা সেখানে নেই। সুতরাং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, স্পার্টীয়গণও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। আর্গসীয়গণ এখন সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল—সমতলভূমি থেকে স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ নগর থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল তাদের উপরে ছিল করিন্থীয়. ফ্লিয়াসীয় ও পেল্লেনীয়গণ এবং নেমিয়ার দিকে ছিল বিয়োসীয়, সিকিওনীয় ও মেগারীয় বাহিনী। অথচ আর্গসের কোনো অশ্বারোহী ছিল না। তাদের সঙ্ঘের একমাত্র এথেন্সেরই অশ্বারোহী ছিল, কিন্তু তারা তখনো এসে পৌঁছোয় নি। কিন্তু আর্গস ও তার মিত্রদের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই কিন্তু বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। বরং তারা ভাবল এইরকম সুবিধা আর কখনো হয়নি—স্পার্টীয়দের তারা নিজেদের দেশের মধ্যে এবং নগরের সন্নিকটে আক্রমণ করতে পারছে। কিন্তু দুজন ব্যক্তি, থ্রাসিল্লাস

(পাঁচজন সেনাধ্যক্ষের অন্যতম) এবং স্পার্টীয় প্রক্সেনাস, ঠিক যুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্তে এজিসের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তাঁকে যুদ্ধ না করবার অনুরোধ করলেন। তাঁরা বললেন আর্গসের বিরুদ্ধে স্পার্টার যে সব অভিযোগ আছে কোনো ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত সালিশের কাছে পেশ করতে এবং সন্ধি করে ভবিষ্যতে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে আর্গস প্রস্তুত।

যে দু'জন আর্গসীয় এই প্রস্তাব দিলেন তাঁরা নিজ দায়িত্বেই তা দিলেন এবং এজিস অধিকাংশের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তা গ্রহণ করলেন এবং অভিযানের উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে মাত্র একজনকে জানিয়ে আর্গসের সঙ্গে চার মাসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করলেন। এই সময়ের মধ্যে আর্গস তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে। এর পরে এজিস অন্য মিত্রদের কিছু না বলে তাঁর বাহিনী নিয়ে অবিলম্বে রওনা হলেন। স্পার্টীয়গণ ও মিত্রগণ আইন মান্য করে সেনাধ্যক্ষকে অনুসরণ করল। কিন্তু এমন সুবর্ণসুযোগ পেয়েও কিছু না করে চলে যেতে হচ্ছে দেখে তীব্রভাবে এজিসের সমালোচনা করতে লাগল। বস্তুত এত শক্তিশালী হেলেনীয় বাহিনীর সমাবেশ ইতি-পূর্বে আর হয়নি—সমগ্র স্পার্টীয় বাহিনী, আর্কেডীয়, বিয়োসীয়, করিন্থীয়, সিকিওনীয়, পেলেনীয়, ফ্লিয়াসীয় ও মেগারীয় বাহিনী—প্রত্যেকটি ছিল নিজ নিজ দেশের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল। তারা ভেবেছিল শুধু আর্গসের সঙ্ঘই নয় অনুরূপ আরো একটি সঙ্ঘ থাকলেও তারা বিজয়ী হবে। সুতরাং এজিসের তীব্র সমালোচনা করতে করতে তারা দেশে ফিরল। এদিকে যাঁরা জনগণের সঙ্গে পরামর্শ না করেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছিলেন আর্গসের জনগণ তাঁদের উপর প্রচণ্ড বিরূপ হল। তারা মনে করল, যে অবস্থায় স্পার্টীয়গণকে চলে যেতে দেওয়া হয়েছে তেমন সুযোগ আর আসবে না। কারণ, যুদ্ধ হত তাদেরই নগর-প্রাচীরের ভিতরে, পাশে থাকত বহুসংখ্যক সাহসী মিত্র। সুতরাং প্রত্যাবর্তনের পথে তারা ক্যারাড্রাসে থ্র্যামিলাসের উপর পাথর ছুঁড়তে লাগল, নগরে প্রবেশের আগে এখানেই সব সামরিক বিষয়ের বিচার হয়ে থাকে। মন্দিরে পালিয়ে গিয়ে থ্র্যাসিলাস প্রাণরক্ষা করলেন, কিন্তু তাঁর সম্পত্তি তারা বাজেয়াপ্ত করল।

এর পরে লাচেস ও নিকোস্ট্রেটাসের নেতৃত্বে ১০০০ এথেনীয় হপ্‌লাইট ও ৩০০ অশ্বারোহী এসে পৌঁছাল। আর্গসীয়গণ কিন্তু স্পার্টার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করতে রাজি ছিল না। সুতরাং তারা তাদের ফিরে যেতে অনুরোধ করল এবং তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু ম্যাণ্টিনীয় ও এলীয়গণ তখনো আর্গসে ছিল এবং তাদের সানুনয় প্রার্থনায় আর্গসীয়গণ অবশেষে এথেনীয়দের বক্তব্য পেশ করতে সম্মতি দিল। আল্কিবিয়াডিস

সেখানে তাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং এথেন্সের মুখপাত্র হিসাবে তিনি বললেন, সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যদের সম্মতি ব্যতীত চুক্তি করবার কোনো অধিকার আর্গস কিংবা তার মিত্রদের নেই। অতএব যেহেতু এথেনীয়গণ এখন উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হয়েছে সুতরাং পুনরায় যুদ্ধ শুরু হোক। এই কথায় মিত্রগণ সম্মত হল এবং অবিলম্বে তারা ওর্কোমেনাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। আর্গসীয়গণ সম্মতি দিলেও প্রথমে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু পরে তারাও যোগদান করেছিল। সমগ্র বাহিনী এখন ওর্কোমেনাস অবরোধ করল। স্পার্টীয়গণ এখানে আর্কেডিয়ার প্রতিভূদের রেখে ছিল এবং তাই ছিল স্থানটি আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ। নগর-প্রাচীরের দুর্বলতায় ও শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশত ওর্কোমেনীয়গণ প্রচণ্ড আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে পড়ল। কোনো সাহায্যকারী বাহিনী আসবার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কায় তারা আত্মসমর্পণ করল। শর্ত স্থির হল—ওর্কোমেনাস আর্গসের সঙ্ঘে যোগদান করবে, ম্যান্টিনীয়গণের হাতে নিজেদের প্রতিভূ সমর্পণ করবে এবং স্পার্টীয়গণ যে প্রতিভূদের রেখেছিল তারা প্রত্যর্পিত হবে। এইভাবে ওর্কোমেনাস দখল হবার পরে তাদের চিন্তা হল এইবার কোন্ রাজ্য আক্রমণ করা যায়। এলীয়গণ লেপ্রীয়াম দখলের পক্ষপাতী ছিল, ম্যান্টিনিয়া ছিল টেজিয়া দখলের পক্ষে। আর্গসীয় ও এথেনীয়গণ ম্যান্টিনিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে ছিল বলে ক্ষুব্ধ হয়ে এলীয়গণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। অন্যরা টেজিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্য ম্যান্টিনিয়াতে প্রস্তুত হতে লাগল। এদিকে টেজিয়ার একটি দল নগরটি তাদের হাতে সমর্পনের ব্যবস্থা করেছিল।

এদিকে আর্গসের সঙ্গে চার মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে প্রত্যাবর্তনের জন্য স্পার্টীয়গণ এজিসের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের মতে আর্গস জয়ের এমন সুযোগ তারা আর পায়নি। এত অধিকসংখ্যক উচ্চ-মানের সৈন্য একত্রিত করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ওর্কোমেনাস দখলের সংবাদ শুনে তাদের ক্রোধের আর সীমা রইল না এবং পূর্বতন সব নজীর থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা তাঁর গৃহকে ধূলিসাৎ করতে এবং তাঁর উপর দশ হাজার ড্রাকমা জরিমানা করতে উদ্যত হল। কিন্তু এজিস তাদের অনুনয় করে বললেন যুদ্ধজয় করে তিনি তাঁর এই ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করবেন এবং তখন ব্যর্থ হলে তারা যেন যা ইচ্ছা করে। সুতরাং স্পার্টীয়গণ নিরস্ত হল, কিন্তু এমন একটি আইন করল যা পূর্বে কখনো স্পার্টাতে ছিল না। স্থির হল তাঁর সঙ্গে পরামর্শদাতা হিসাবে দশজন স্পার্টীয় নিযুক্ত হবেন এবং তাঁদের সম্মতি ব্যতীত তিনি নগরের বাইরে কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন না।

ঠিক এই সময়ে টেজিয়ার কাছ থেকে সংবাদ এল যে দ্রুত স্পার্টীয় সাহায্য না পৌঁছালে আর্গস ও তার মিত্রদের কবল থেকে টেজিয়ার রক্ষার কোনো আশা নেই। সুতরাং স্পার্টীয় নাগরিক ও ক্রীতদাসদের এক বিরাট বাহিনী দ্রুত যাত্রা করল। এত অধিক সংখ্যক সৈন্য আর দেখা যায়নি। মীনালিয়ার ওরিস্থিউসে যাবার সময় তারা আর্কেডীয় মিত্রদের নির্দেশ দিল তারা যেন তাদের অনুসরণ করে টেজিয়াতে যায়। নিজেরা ওরিস্থিউসে পৌঁছে স্পার্টীয়দের এক ষষ্ঠাংশকে তাদের গৃহ পাহারা দেবার জন্য ফেরত পাঠিয়ে দিল, যাদের পাঠানো হল তারা ছিল প্রবীণতম ও তরুণতম। তার পর বাকি সৈন্যদের নিয়ে টেজিয়াতে পৌঁছাল, আর্কেডীয় মিত্রগণও শীঘ্রই তাদের সঙ্গে মিলিত হল। ইতিমধ্যে তারা করিন্থ, বিয়োসিয়া, ফোকিস ও লোক্রিসে খবর পাঠাল তারা যেন যথাশীঘ্র ম্যাণ্টিনিয়াতে চলে আসে। তাদের সময় দেওয়া হয়েছিল খুব কম। কিন্তু পরস্পরের জন্য অপেক্ষা না করে সকলে একত্রিত না হয়ে শত্রুদেশের ভিতর দিয়ে গমন সহজ ছিল না। শত্রু-দেশটি ঠিক পাশেই এবং তা যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এতৎ সত্ত্বেও তারা যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হল। ইতিমধ্যে স্পার্টীয় ও আর্কেডীয়গণ ম্যাণ্টিনিয়াতে প্রবেশ করে হেরাক্লিয়ার মন্দিরের কাছে শিবির স্থাপন করল এবং লুণ্ঠনকার্য চালাল।

তা দেখে আর্গসীয় ও তাদের মিত্রগণ একটি দুর্গম স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। স্পার্টীয়গণ তৎক্ষণাৎ তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল এবং শত্রুসৈন্যের খুব কাছে এসে পড়ল। শত্রুদের অবস্থানগত দুর্ভেদ্যতা লক্ষ্য করে একজন অপেক্ষাকৃত প্রধান সৈন্য চীৎকার করে এজিসকে বলল তিনি একটি অন্যায়ের দ্বারা অন্য একটি অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চাইছেন অর্থাৎ আর্গস থেকে পশ্চাদপসরণের জন্য তিনি যে এত ধিকৃত হয়েছেন তা সংশোধন করতে চাইছেন অসময়ে অত্যধিক ত্বরা অবলম্বন করে। এই অভিযোগ শুনেই হোক বা নিজেরই হঠাৎ কোনো উদ্ভাবিত পরিকল্পনার জন্যই হোক এজিস দ্রুত তাঁর সৈন্যদের পেছিয়ে এনে টেজিয়ার অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি একটি জলধারার গতি ম্যাণ্টিনিয়া অভিমুখে প্রবাহিত করে দিতে লাগলেন। এই জলধারা টেজিয়া ও ম্যাণ্টিনিয়ার মধ্যে একটি স্থায়ী বিরোধের হেতু, কারণ দুদেশের যেখান দিয়ে যখন এটি প্রবাহিত হয় সেখানেই তখন ইহা মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এজিসের ধারণা ছিল তা দেখে আর্গসীয়গণ নিশ্চয়ই পাহাড় থেকে অবতরণ করবে এবং তখন সমতল ভূমিতেই যুদ্ধ হতে পারবে। সুতরাং সমস্ত দিন ধরে তিনি জলধারার গতি পরিবর্তন করতে লাগলেন। শত্রুগণ এত কাছে এসে আবার হঠাৎ চলে যাওয়াতে আর্গসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ প্রথমে খুব

আশ্চর্য হয়ে গেল এবং অতঃপর কি করতে হবে তা বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবার পর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন না করবার জন্য এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবার জন্য সৈনাধ্যক্ষদের উপর দোষারোপ করতে লাগল। আগে যখন স্পার্টীয়গণ আর্গসের ফাঁদে পা দিয়েছিল তখনও এই সেনাধ্যক্ষগণ তাদের চলে যেতে দিয়েছেন, এবারও স্পার্টীয়গণ তাঁদের আলস্যবশত পলায়ন করতে পারছে, কেউ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে না। ফলে স্পার্টীয়গণ সুবিধাজনক স্থানে চলে যাচ্ছে এবং আর্গসীয়দের প্রতি সেনাধ্যক্ষগণ বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। সেনাধ্যক্ষগণ সাময়িকভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু পরে তারা সৈন্যসহ পাহাড় থেকে সমতলভূমির দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করে শত্রুকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন।

যদি শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এই আশায় পরদিন আর্গসীয় ও মিত্রগণ যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হল। স্পার্টীয়গণ জলধারার কাছ থেকে হেরাক্লিয়ার মন্দিরের নিকটবর্তী শিবিরে ফিরে এসে হঠাৎ দেখল শত্রুরা পাহাড় থেকে নেমে তাদের খুব কাছে চলে এসেছে এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছে। সেই মুহূর্তের মতো এমন অভিজ্ঞতা তাদের আর হয়নি। প্রস্তুতির জন্য সময় অতি অল্পই ছিল। সুতরাং তারা তৎক্ষণাৎ ত্বরিতগতিতে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করল, রাজা এজিস তাদের সব নির্দেশ দিলেন। কারণ, রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে সর্বপ্রকার নির্দেশ তাঁরই দেবার কথা। তিনি আদেশ দেন পলিমার্কদের, তাঁরা লোচাজেসদের, তাঁরা পেণ্টাকোস্টিদের, তাঁরা এনোমোটার্কদের এবং তাঁরা সবশেষে এনোমোটিদের। তর্থাৎ সব আদেশ একইভাবে দেওয়া হয় এবং দ্রুত তা সৈন্যদের কাছে পেঁৗছে যায়। কারণ, অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য ছাড়া সমগ্র স্পার্টীয় বাহিনী সেনানায়কের অধীনস্থ সেনানায়কের দ্বারা গঠিত, ফলে আদেশ কার্যকর করবার দায়িত্ব পড়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তির উপর।

এই যুদ্ধে বাম পাশে ছিল স্কিরিটিয়গণ, স্পার্টীয় বাহিনীতে সর্বদাই তারা একা এই স্থানটি দখল করে। তারপরে ছিল ব্রাসিডাসের নেতৃত্বে থ্রেস অভিযানের সৈন্যগণ ও নিও ডেমডরা, তারপরে ছিল স্পার্টীয়গণ, তাদের পাশে ছিল হেরীয়ার আর্কেডীয়গণ। তারপরে ছিল মীনালীয়গণ এবং দক্ষিণ পাশে ছিল টেজীয়গণ এবং সবশেষে ছিল কিছু স্পার্টীয়। অশ্বারোহী সৈন্যগণ দুই পাশে মোতায়েন হল। বিপরীত দিকে দক্ষিণ সারিতে ছিল ম্যান্টিনীয়গণ, যেহেতু যুদ্ধ হচ্ছে তাদের দেশে ; তারপরে ছিল আর্কেডীয় মিত্রগণ, তারপরে আর্গসের এক হাজার বাছাই করা সৈন্য, সরকারী ব্যয়ে

রাষ্ট্র দীর্ঘকাল তাদের সামরিক শিক্ষণ দিয়েছে, তারপরে ছিল অন্য আর্গসীয়গণ, তারপরে তাদের মিত্রগণ ক্লিওনীয়গণ ও ওর্ণীয়গণ এবং সবশেষে সকলের বামে ছিল এথেনীয়গণ এবং তাদের সঙ্গে তাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল।

দুদলের সৈন্যসজ্জা ও শ্রেণীবিন্যাস বর্ণিত হল। স্পার্টীয় বাহিনীকে সর্ববৃহৎ বোধ হচ্ছিল। কিন্তু মোট সৈন্যের সংখ্যা ও সৈন্যদলের সংখ্যা বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। স্পার্টীয় সরকারের গোপনতার জন্য স্পার্টীয় সংখ্যা জানা যায়নি এবং স্বদেশের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে মানুষ সাধারণত এমন গর্ব করে বাড়িয়ে বলে যে তাদের বিরোধীদের হিসাবও বিশ্বাস হয় না। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হিসাব করলে এই যুদ্ধে নিযুক্ত স্পার্টীয় সৈন্যের সংখ্যা মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে। স্কিরিটিয়দের বাদ দিলেও, তারা সংখ্যায় ছয়শো ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল সাতটি কোম্পানী। প্রতিটি কোম্পানীতে ছিল চারটি পেণ্টেকোস্টি এবং একটি পেণ্টেকোস্টিতে চারটি এনোমিটি। প্রতি এনোমিটির সামনের সারিতে ছিল চারজন সৈন্য, কিন্তু গভীরতা সর্বত্র এক না থাকলেও (ইহা ক্যাপ্টেনদের ইচ্ছানুসারে হত) সাধারণত ছিল আটজনের গভীরতা, সমগ্র সারিটি ধরে, স্কিরিটিয়দের বাদ দিলে, প্রথম সারিতে ছিল ৪৪৮ জন সৈন্য।

যুদ্ধ শুরু হবার আগে প্রতিটি সৈন্যদল তাদের নিজ নিজ সেনাধ্যক্ষদের কাছ থেকে উৎসাহবর্ধক বাণী শুনল। ম্যাণ্টিনীয়দের স্মরণ করে দেওয়া হল যে তারা স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছে এবং একবার সাম্রাজ্যের সুবিধা ভোগের পর পুনরায় দাসত্বের অভিজ্ঞতায় প্রত্যাবর্তন তাদের এড়াতে হবে। আর্গসীয়দের বলা হল যে তারা পূর্বতন অধিনায়কত্বের জন্য যুদ্ধ করবে। পেলোপন্নিসে আগে তাদের যে সমান অংশ ছিল, যা থেকে দীর্ঘদিন তারা বঞ্চিত হয়ে আছে, তা পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং সহস্রবিধ অন্যায়ের জন্য শত্রু ও প্রতিবেশীকে শাস্তি দিতে হবে। এথেনীয়গণকে বলা হল এত বহুসংখ্যক সাহসী মিত্রের পাশে যুদ্ধ করে যেন তারা অতুলনীয় গৌরব অর্জন করে এবং এই যুদ্ধে অদ্বিতীয় বীরের সম্মান লাভ করে। স্পার্টীয়গণকে পেলোপন্নিসে পরাজিত করতে পারলে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় হবে ও পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু ভবিষ্যতে অ্যাটিকা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। ইতিমধ্যে স্পার্টীয়গণ পরস্পরকে অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে উৎসাহিত করতে লাগল, রণ-সঙ্গীত গাইতে লাগল। কারণ, তারা জানত একটা সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক ভাষণ যতই সুপ্রদত্ত হোক না কেন সুশিক্ষিত দীর্ঘস্থায়ী কর্মপ্রবাহের কার্যকারিতা অনেক বেশি।

যুদ্ধ শুরু হল। আর্গসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হল ; কিন্তু স্পার্টীয়গণ বংশীবাদকদের বাঁশির সুরের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল—এটা তাদের সৈন্যবাহিনীর একটা স্থায়ী প্রথা, এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বৃহৎ বাহিনী যুদ্ধ শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে সাধারণত যেরকম বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তা রোধ করে সৈন্যগণ যাতে সমান পদক্ষেপে সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হয় সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

অতঃপর রাজা এজিস নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রতিটি সৈন্যবাহিনীতে দেখা যায় যে দক্ষিণ পাশ অযৌক্তিভাবে বড় হয়ে যায় এবং প্রতিটি পক্ষই তার দক্ষিণ পাশ দিয়ে শত্রু সৈন্যের বাম পাশের ওপর চাপ দেয়। কারণ হচ্ছে প্রত্যেকেই তার দেহের নিরস্ত্র দিকটা রক্ষা করতে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিটির ঢালের সাহায্য নেয়, তাদের মনে হয় ঢালগুলো যত ঘেঁষাঘেঁষি হবে তত বেশি নিরাপদ হওয়া যাবে। দক্ষিণ পাশের প্রথম ব্যক্তিটি থেকেই ব্যাপারটি শুরু হয়, সে সর্বদা তার দেহের নিরস্ত্র দিকটা শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে তৎপর থাকে, এই ভয় অন্যান্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয় ও তারাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। বর্তমানে ম্যান্টিনীয়গণ স্কিরিটিয়দের অনেক দূর ছাড়িয়ে গেল, স্পার্টীয়গণ, টেজীয়গণ ও এথেনীয়গণ আরো ছাড়িয়ে গেল, কারণ, তাদের বাহিনী ছিল বৃহত্তম। এজিস ভয় পেলেন যে তাঁর বাম পাশটি হয়তো পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে এবং দেখলেন ম্যান্টিনীয়গণ এর পার্শ্বদেশ বড় বেশি ঘিরে ফেলছে। সুতরাং তিনি স্কিরিটীয়দের ও ব্রাসিডীয়দের তাদের পাশ থেকে এমনভাবে সরে যেতে বললেন যেন তারা ম্যান্টিনীয়দের পাশে সমান সমান হয়। এতে যে মধ্যবর্তী ফাঁকের সৃষ্টি হল সেখানে যাবার জন্য পলিমার্ক হিপ্পোনোয়ডাস এবং অ্যারিস্টোক্লিসকে দক্ষিণ পাশ থেকে দুদল সৈন্য নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। তিনি ভাবলেন তা সত্ত্বেও তার দক্ষিণপাশটি যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে অথচ ম্যান্টিনীয়দের সম্মুখবর্তী পাশটিতে ঘনত্ব আসবে।

কিন্তু এই আদেশ যখন তিনি দিলেন তখন ঠিক যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, সময়ও খুব অল্প ছিল। ফলে হিপ্পোনোয়ডাস ও অ্যারিস্টোক্লিস এদিকে আসতে পারলেন না। এইজন্য পরে তাঁরা কাপুরুষতার অভিযোগে নির্বাসিত হন। ইতিমধ্যে শত্রুসৈন্য স্কিরিটীয়দের খুব কাছে এসে গিয়েছিল (ইতিমধ্যে দুদল সৈন্য এদিকে না আসতে দেখে এজিস স্কিরিটীয়দের আগের জায়গায় ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন) এবং স্কিরিটীয়দের শূন্যস্থানটি পূর্ণ করবার আগেই শত্রুরা এসে পড়ল। নৈপুণ্যের দিক দিয়ে স্পার্টীয়গণ চরম ব্যর্থতা দেখালেও সাহসের দিক দিয়ে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপন্ন করল। ম্যাণ্টিনীয়গণ শত্রুর সম্মুখীন হয়েই স্কিরিটীয় ও ব্রাসিডীয়দের পাশ ভেঙে ফেলে অন্যান্য মিত্র ও এক হাজার বাছাই করা আর্গসীয় মিত্রদের নিয়ে শূন্য স্থানটিতে ঢুকে পড়ল এবং স্পার্টীয়গণকে বিচ্ছিন্ন করে ঘিরে ফেলল। তারপর তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল এবং সেখানে মাল পাহারারত কিছু স্পার্টীয়কে হত্যা করল। যুদ্ধের এই অংশে স্পার্টীয়গণ পরাজিত হল। কিন্তু সৈন্য-বাহিনীর বাকি অংশ, বিশেষত মধ্যাংশ যেখানে তিনশ সৈন্য নিয়ে রাজা এজিস ছিলেন, সেখানে তারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ আর্গসীয়দের ওপর এবং পঞ্চদল নামে কথিত সৈন্যদের ওপর, ক্লিওনীয়, ওর্নীয় ও তাদের পার্শ্ববর্তী এথেনীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। অধিকাংশ সৈন্যই স্পার্টীয় আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। স্পার্টীয়গণ এগিয়ে আসামাত্রই তারা পালাতে শুরু করল এবং শত্রু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ভয়ে দ্রুত পলায়ন করতে গিয়ে অনেকে পদদলিত হল।

এই অংশে আর্গসীয় ও তাদের মিত্রদের বাহিনীটির পলায়নে তাদের সৈন্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল এবং ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণদিকে স্পার্টীয় ও টেজীয়গণ এথেনীয়দের পার্শ্বদেশ ঘিরে ফেলল। এথেনীয়গণ এখন দুদিকেই ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হল। একদিকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল, অপরদিকে তারা ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে। বস্তুত তাদের সঙ্গী অশ্বারোহী বাহিনীটি না থাকলে তারা সৈন্যবাহিনীর অন্য যে কোনো অংশের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত। এদিকে বাম পাশটিকে বিপন্ন দেখে (যে পাশটা ম্যাণ্টিনীয় ও এক হাজার আর্গসীয়ের সাথে যুদ্ধ করছিল) 'এজিস' সৈন্যবাহিনীর বাকি অংশকে এদের সাহায্যে অগ্রসর হতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশ পালন করতে গিয়ে শত্রু যখন তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তখন এথেনীয়গণ তাদের অনবধানতার সুযোগে পালিয়ে গেল এবং পরাজিত আর্গসীয় সৈন্যদলও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ইতিমধ্যে ম্যাণ্টিনীয়গণ, তাদের মিত্রগণ এবং বাছাইকরা আর্গসীয়গণ আর অধিকক্ষণ আক্রমণ চালাতে পারছিল না। বন্ধুদের পরাজিত হতে দেখে এবং সমগ্র স্পার্টীয় বাহিনীকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে তারাও পালাতে শুরু করল। বহু ম্যাণ্টিনীয় নিহত হল, কিন্তু আর্গসীয়দের নির্বাচিত বাহিনীর সকলে নিরাপদে পালিয়ে গেল। পলায়ন ও পশ্চাদপসরণের কাজে খুব ত্বরাও ছিল না কিংবা তা দীর্ঘক্ষণ চলেনি। শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া পর্যন্ত স্পার্টীয়গণ প্রচণ্ড তেজে যুদ্ধ করছিল।

কিন্তু ছত্রভঙ্গ শুরু হতেই বেশিক্ষণ বা বেশিদূর পর্যন্ত আর শত্রুকে ধাওয়া করেনি।

এইভাবে যুদ্ধ হল এবং আমি যথাসম্ভব এর বর্ণনা দিলাম। বহুকালের মধ্যে হেলেনীয়দের ভেতরে এত বড় যুদ্ধ আর হয়নি এবং এতে উল্লেখযোগ্য সব দেশই অংশগ্রহণ করেছিল। স্পার্টীয়গণ মৃত শত্রুসৈন্যদের সামনে গিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল ও মৃতদেহগুলো নিরস্ত্র করল। স্বপক্ষীয় মৃতদেহগুলোকে উদ্ধার করে টেজিয়াতে নিয়ে গিয়ে তাদের সমাধিস্থ করল এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহগুলি প্রত্যর্পণ করল। আর্গসীয়, ওর্নীয় এবং ক্লিওনীয়দের ৭০০ জন নিহত হয়েছিল, ম্যান্টিনীয়দের ২০০, এথেনীয় ও ঈজিনেটানদেরও ২০০ (দুইজন সেনাধ্যক্ষ সহ) জন। স্পার্টীয়গণের দিকে মিত্রদের উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষতি হয়নি, কিন্তু স্পার্টীয়গণের নিজেদের বিষয়ে প্রকৃত সত্য জানা মুশকিল। তবে শোনা যায় তাদের প্রায় তিনশ জন নিহত হয়েছিল।

যুদ্ধ যখন আসন্ন তখন স্পার্টার অন্যতম রাজা প্লেয়িস্টোয়ানাক্স প্রবীণতম ও তরুণতম সৈন্যদের একটি বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন এবং টেজিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে জয়ের সংবাদ শুনে ফিরে গেলেন। স্পার্টীয়গণও করিন্থ ও যোজকের অপর দিক থেকে অগ্রসরমান মিত্রদের দূতের মাধ্যমে ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং নিজেরা দেশে ফিরে গিয়ে মিত্রসৈন্যদের বিদায় দিল। তারপর এটা কার্ণিয়ার ছুটির সময় বলে এই ছুটি পালন করল। এই সময়ে হেলেনীয়দের দ্বারা স্পার্টীয়দের উপর যে সব নিন্দা বর্ষিত হচ্ছিল, যেমন দ্বীপে বিপর্যয়ের পরে কাপুরুষতার অভিযোগ, অথবা সাধারণভাবে পরিচালনা বা শ্লথতার অভিযোগ ইত্যাদি, এখন সে সবের নিরসন হল এই যুদ্ধে। এখন লোকে ভাবতে লাগল ভাগ্য তাদের প্রতারিত করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেরা ঠিক আগের মত আছে।

এই যুদ্ধের আগের দিন এপিডরীয়গণ তাদের সমগ্র বাহিনী নিয়ে অরক্ষিত আর্গস অঞ্চলে অভিযান চালাল এবং আর্গসীয় সৈন্যদের অনুপস্থিতিতে সেখানে যে রক্ষিদল ছিল তাদের অনেককে হত্যা করল। ম্যান্টিনীয়দের সাহায্যে বহির্গত ৩০০০ এলীয় হপ্‌লাইট যুদ্ধের পরে এসে উপস্থিত হল, ১৪০০ এথেনীয়ের এক বাহিনীও এল। এরা তৎক্ষণাৎ এপিডরাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল (স্পার্টা তখন কার্ণিয়া পালন করছে) এবং নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করল। অন্যরা কাজ ফেলে রাখল কিন্তু কেপ্‌ হেরীয়াম বেষ্টন করে যেদিককার দায়িত্ব এথেনীয়দের উপর ছিল তারা তা অবিলম্বে সম্পন্ন করল।

তারপর সকলে এখানে একদল সৈন্য রেখে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল। শীতের শুরুতে, কর্নিয়ার ছুটি শেষ হলে স্পার্টীয়গণ আবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল এবং টেজিয়াতে পৌঁছে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে আর্গসে দূত পাঠাল। আগেই নগরাভ্যন্তরের একটি দলের সঙ্গে স্পার্টার যোগাযোগ ছিল, তারা গণতন্ত্রের পতন ঘটাতে আগ্রহী ছিল। বর্তমান যুদ্ধের পর এই দল আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং চুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে জনগণকে সম্মত করাল। প্রথমে স্পার্টার সাথে সন্ধি করে তারপরে মৈত্রী স্থাপন করা এবং অতঃপর গণতান্ত্রিকদের আক্রমণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর্সেসিলাসের পুত্র আর্গসীয় প্রক্সেনাস লিচাস স্পার্টীয়দের কাছ থেকে দু'টি প্রস্তাব নিয়ে আর্গসে এলেন—শান্তি অথবা যুদ্ধ যা তারা কামনা করবে তা নিয়ন্ত্রণ করবার শর্তসমূহ ঠিক করতে। আল্কিবিয়াডিস তখন সেখানে ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনা হল। স্পার্টার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন দলটি এখন প্রকাশ্যে কাজে অবতীর্ণ হবার জন্য আর্গসের জনগণকে সম্মত করাল। সন্ধির শর্ত হল ঃ

"নিম্নলিখিত শর্তাধীনে স্পার্টার গণসভা আর্গসীয়দের সাথে সন্ধি করতে সম্মত হচ্ছে ঃ—

১। আর্গসীয়গণ ওর্কোমেনীয়গণের কাছে তাদের সন্তানদের এবং মীনালীয়গণের কাছে তাদের পুরুষদের ফিরিয়ে দেবে এবং ম্যান্টিনিয়াতে যাদের তারা আটক রেখেছে তাদেরও স্পার্টীয়দের কাছে প্রত্যর্পণ করবে।

২। তারা এপিডরাস ছেড়ে চলে আসবে এবং সেখানকার প্রাচীর ভেঙে ফেলবে। এথেনীয়গণ যদি এপিডরাস ত্যাগ করতে সম্মত না হয় তবে তারা আর্গস, স্পার্টা, আর্গসের মিত্র ও স্পার্টার মিত্রদের শত্রু বলে ঘোষিত হবে।

৩। স্পার্টার হেফাজতে যদি কিছু শিশুবন্দী থাকে তবে তারা নিজ নিজ নগরে প্রেরিত হবে।

৪। দেবতার পূজার ব্যাপারে আর্গসীয়গণ ইচ্ছা করলে এপিডরীয়দের উপর কোনো শপথ আরোপ করতে পারে, তা না হলে তারা নিজেরাই তা গ্রহণ করবে।

৫। পেলোপন্নিসের সব রাষ্ট্রই, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে স্বাধীন হবে।

৬। যদি পেলোপন্নিসের বাইরের কোনো দেশ পেলোপনেসীয়দের অঞ্চল আক্রমণ করে তবে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো নিজেদের মধ্যে শর্তের ভিত্তিতে পেলো-

পনেসীয়দের পক্ষে সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মিলিতভাবে তাকে প্রতিহত করবে।

৭। পেলোপন্নিসের বাইরের স্পার্টীয় মিত্রগণ ও আর্গসীয় মিত্রগণ স্পার্টীয় ও আর্গসীয়গণের মতন একই ভিত্তিতে থাকবে এবং তাদের দখলে যা আছে তা নিরাপদে ভোগ করতে পারবে।

৮। এই সন্ধিটি সম্পর্কে মিত্রগণকে অবহিত করা হবে এবং তারা অনুমোদন করলে এটা সম্পাদিত হবে, মিত্রগণ প্রয়োজন মনে করলে এটা বিবেচনার জন্য দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে।"

প্রস্তাবগুলো আর্গসীয়গণ প্রথমে গ্রহণ করে এবং স্পার্টীয় বাহিনী টেজিয়া ত্যাগ করে দেশে ফিরে যায়। তারপরে দুটি দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ চলল এবং শীঘ্রই পূর্বোক্ত দলটি স্থির করল যে আর্গসীয়গণকে ম্যান্টিনিয়া, এলিস ও এথেন্সের জোট ছাড়তে হবে এবং স্পার্টীয়দের সাথে সন্ধি ও মৈত্রী করতে হবে। সুতরাং নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি হল।

"স্পার্টা ও আর্গস নিম্নলিখিত শর্তাধীনে পঞ্চাশ বছরের জন্য সন্ধি করতে সম্মত হচ্ছে ঃ

১। দুই দেশের প্রথার উপযোগী ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সালিশের মাধ্যমে—সকল বিরোধের নিষ্পত্তি হবে।

২। পেলোপন্নিসের অন্য দেশগুলোও স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে এবং তাদের দখলে যা আছে তা ভোগের পূর্ণ অধিকারসমেত এই সন্ধি ও মৈত্রীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে এবং তাদের মধ্যেকার সব বিরোধেরও মীমাংসা হবে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রথার উপযোগী ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সালিশের মাধ্যমে।

৩। পোলোপন্নিসের বাইরে স্পার্টার মিত্রগণ এবং আর্গসের মিত্রগণ, স্পার্টীয়গণ ও আর্গসীয়গণের মতন একই ভিত্তিতে থাকবে এবং তাদের দখলে যা আছে তা নিরাপদে ভোগ করতে পারবে।

৪। যদি কোনো যৌথ অভিযানের প্রয়োজন হয় তবে স্পার্টা ও আর্গস এবিষয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেদের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৫। পেলোপন্নিসের ভিতরে বা বাইরের কোনো দেশের যদি সীমান্ত-সংক্রান্ত বা অন্যবিধ প্রশ্ন দেখা দেয় তবে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু যদি কোনো মিত্রদেশ দুটোর মধ্যে বিরোধ বাধে তবে দুপক্ষই তৃতীয়

যে দেশটিকে নিরপেক্ষ মনে করবে তার কাছে যাবে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধের মীমাংসা সংশ্লিষ্ট দেশের আইনানুসারে হবে।

এইভাবে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হল এবং দু'পক্ষই যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপায়ে যা অধিকার করেছিল অবিলম্বে তা পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করল। একটি যুক্ত নীতি অবলম্বন করে দু'পক্ষ স্থির করল যে এথেনীয়গণ যদি তাদের দুর্গগুলো ত্যাগ না করে এবং পেলোপন্নিস ছেড়ে চলে না যায় তবে এথেন্স থেকে কোনো দূত বা প্রতিনিধিদল গ্রহণ করা হবে না এবং যুগ্ম-ভাবে না হলে কেউ অন্য কোনো দেশের সাথে সন্ধি বা যুদ্ধ করবে না। থ্রেসীয় অঞ্চলে ও পার্ডিক্কাসের কাছে দু'পক্ষই দূত প্রেরণ করল এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে যোগদান করতে যথেষ্ট প্ররোচিত করল। পার্ডিক্কাস তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান আর্গসকে যে পথ গ্রহণ করতে দেখলেন তাতে নিজেও বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু তখনই এথেন্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলেন না। চালসিডীয়দের সাথে নতুন শপথ ছাড়াও পুরাতন শপথগুলো তারা আবার নতুন করে গ্রহণ করল। তাছাড়া, এপিড-রাসের দুর্গ ছেড়ে যাবার দাবী জানিয়ে আর্গস এথেন্সেও দূত প্রেরণ করল। এথেনীয়গণ দেখল রক্ষিবাহিনীর অন্য সৈন্যদলের অপেক্ষা তাদের সৈন্য-দলই সংখ্যায় কম, সুতরাং তাদের নিয়ে আসবার জন্য ডেমোস্থিনিসকে পাঠাল। সেখানে পৌঁছে প্রাচীরের বাইরে তিনি একটা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং অন্য সৈন্যগণ বাইরে যাওয়ামাত্র তিনি নগর-দ্বার বন্ধ করে দিলেন। তারপরে এথেনীয়গণ এপিডরীয়দের সাথে পূর্বের সন্ধিটি পুনরায় স্বীকার করে নিজেরাই দুর্গটি তাদের ফিরিয়ে দিল।

আর্গস দলত্যাগ করলেও ম্যান্টিনীয়গণ প্রথমে তাতে রাজি হয়নি, কিন্তু পরে দেখল আর্গসের সাহায্য ব্যতীত তারা শক্তিহীন। অবশেষে তারাও স্পার্টার সাথে চুক্তি করল এবং বিভিন্ন নগরের ওপর আধিপত্য ত্যাগ করল। এর পরে স্পার্টা ও আর্গস প্রত্যেকে ১০০০ সৈন্য নিয়ে একটা যুক্ত অভিযান চালাল। প্রথমে স্পার্টীয়গণ একা সিকিওনে গিয়ে সেখানকার শাসন-ব্যবস্থাকে মুখ্যতন্ত্রী ধাঁচে পুনর্গঠিত করেন। তারপরে দুটো বাহিনী যুক্তভাবে আর্গসে গিয়ে তথায় গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে স্পার্টাপন্থী এক অভিজাততন্ত্র স্থাপন করল। বসন্তকালের ঠিক আগে শীতের শেষে, এই ঘটনা ঘটে। এইভাবে যুদ্ধের চতুর্দশ বর্ষও শেষ হল।

পরবর্তী গ্রীষ্মে অ্যাথসের ডিয়ামবাসীরা এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চালসিডীয়দের দলে গেল এবং স্পার্টা অ্যাকিয়ার শাসন-ব্যবস্থা এমন-ভাবে পুনর্গঠিত করল যেন তা দেশের স্বার্থের প্রতি অধিকতর অনুকূল হয়। ইতিমধ্যে আর্গসের গণতান্ত্রিকগণ ধীরে ধীরে শক্তি ও সাহস সঞ্চয়

করেছিল। তারা স্পার্টার জিমনোপীডীয় উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল এবং তারপরে মুখ্যতন্ত্রীদের আক্রমণ করল। নগরাভ্যন্তরে একটি যুদ্ধের পরে গণতান্ত্রিকগণ জয়লাভ করল, কিছু মুখ্যতান্ত্রিকগণ নিহত হল, অন্যরা নির্বাসিত। আর্গসের মিত্রগণের সাহায্যের আবেদনে স্পার্টীয়গণ সাড়া দেয়নি। অবশেষে উৎসব বন্ধ করে তাদের সাহায্যে অগ্রসর হল। কিন্তু টেজিয়াতে মুখ্যতন্ত্রীদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে যেসব আর্গসীয় পালিয়েছিল তাদের অনুনয়েও আর অগ্রসর হতে চাইল না। দেশে ফিরে তারা আবার উৎসবে মগ্ন হল। পরে নগরস্থিত এবং বহিষ্কৃত, উভয়-দলের আর্গসের প্রতিনিধিগণ বার্তা নিয়ে স্পার্টাতে উপস্থিত হল। মিত্রগণও তখন স্পার্টাতে উপস্থিত ছিল। উভয়পক্ষেই যথেষ্ট বক্তব্য উত্থাপিত হবার পর স্পার্টা স্থির করল নগরের দলটা অন্যায় করেছে। সুতরাং সে আর্গসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে সংকল্প করল। কিন্তু সময় চলে গেল, বিষয়টির নিষ্পত্তি হল না। ইতিমধ্যে আর্গসের গণতান্ত্রিকগণ স্পার্টার ভয়ে আবার এথেন্সের দিকে ঝুঁকল, তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এই মৈত্রীই তাদের পক্ষে সবচেয়ে ফলপ্রদ হবে। সুতরাং তারা সমুদ্র পর্যন্ত দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণে ব্রতী হল। কারণ, যদি তারা স্থলপথে অবরুদ্ধও হয়ে পড়ে তবু এর ফলে এথেনীয়দের সাহায্যে সমুদ্রপথে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারবে। পেলোপন্নিসের অন্য কয়েকটি নগরও এই প্রাচীর নির্মাণের কথা জানত। সমগ্র আর্গসীয় জনগণ, স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসসহ, এই কাজে আত্মনিয়োগ করল, ছুতোরমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রী এল এথেন্স থেকে।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল। প্রাচীর নির্মাণের সংবাদ পেয়ে স্পার্টীয়গণ করিন্থ ব্যতীত অন্য সব মিত্ররাষ্ট্রসহ আর্গসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল। আর্গসের একটি দলও তাদের সাহায্য করেছিল। রাজা এজিস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। নগরের যে দলটির কাছ থেকে সাহায্যের আশা ছিল সেখানে কোনো লাভ হল না। কিন্তু স্পার্টীয়গণ নির্মীয়মান প্রাচীরটি ভেঙে ফেলল এবং আর্গসীয় নগর হাইসী অধিকার করল, যে-সব নাগরিককে কাছে পেল সকলকে হত্যা করল। তারপরে প্রত্যাবর্তন করল। এর পর আর্গসীয়গণ ফ্লিয়াসের বিরুদ্ধে যাত্রা করে সেখানে লুটপাট করল। এর কারণ, ফ্লিয়াস নির্বাসিত আর্গসীয়দের আশ্রয় দিয়েছিল। সেই শীতে এথেনীয়গণ ম্যাসিডোনিয়া অবরোধ করল। পার্ডিক্কাসের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ হচ্ছে তিনি আর্গস ও স্পার্টার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং এথেনীয়গণ যখন নিকিয়াসের নেতৃত্বে থ্রেসের চালসিডিস ও অ্যাম্ফিপোলিসের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল তখন তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। প্রধানত তাঁর দলত্যাগের জন্যই এই অভিযান ব্যর্থ হয়। অতএব, তিনি এথেন্সের শত্রু। এইভাবে শীত শেষ হল এবং যুদ্ধের পঞ্চদশ বর্ষ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের ষোড়শ বর্ষ। মেলীয় বিতর্ক। মেলাসের ভাগ্য।

পরবর্তী গ্রীষ্মে আল্কিবিয়াডিস কুড়িটি জাহাজ নিয়ে আর্গস অভিমুখে রওনা হলেন এবং যে তিনশ আর্গসীয়কে তখনো স্পার্টাপন্থী বলে সন্দেহ করা হচ্ছিলো তাদের গ্রেপ্তার করলেন, এথেনীয়গণ এদের তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপে রেখে দিল। তাছাড়া এথেনীয়গণ নিজেদের ত্রিশটি, চিওসের ছয়টি ও লেসবসের দু'টি জাহাজ এবং ১৬০০ হপ্‌লাইট, ৩০০ তীরন্দাজ ও ২০ জন অশ্বারোহী তীরন্দাজ এবং বিভিন্ন মিত্র ও দ্বীপ-বাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রায় ১৫০০ হপ্‌লাইট নিয়ে মেলস দ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযান করল। মেলস হচ্ছে স্পার্টার উপনিবেশ এবং অন্য দ্বীপ-বাসীদের মতন তারা এথেন্সের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। প্রথমে তারা নিরপেক্ষ ছিল এবং যুদ্ধে কোনো অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরে যখন এথেনীয়গণ বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিল এবং তাদের দেশে লুটপাট আরম্ভ করল তখন তারা প্রকাশ্যে শত্রুতার মনোভাব গ্রহণ করল। লাইকোমেডিসের পুত্র সেনাধ্যক্ষ ক্লিওমেডিস এবং টিসিমেকাসের পুত্র সেনাধ্যক্ষ টিসিয়াস উপরি-উক্ত বাহিনীটি নিয়ে তাদের দেশে শিবির স্থাপন করে কোনো ক্ষতিসাধনের আগে প্রথমে আলোচনার জন্য দূত পাঠালেন। কিন্তু মেলীয়গণ তাদের জনগণের সামনে উপস্থিত করল না—বলল, ম্যাজিস্ট্রেট ও অল্প কয়েকজন ব্যক্তির সামনে তাদের বক্তব্য পেশ করতে হবে। তাতে এথেনীয় প্রতিনিধিগণ বলল—এথেনীয় প্রতিনিধি,—"আলোচনাটি জনগণের সামনে হচ্ছে না। তা হলে আমরা সোজা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম এবং প্রলুব্ধকর অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাদের প্রভাবিত করতে পারতাম (আমরা জানি যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সামনে আমাদের উপস্থিত করার এটাই কারণ)। আপনারা যাঁরা ওখানে বসে আছেন তাঁদের হয়তো আরো সতর্ক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত। আপনারা কোনো নির্দিষ্ট বক্তৃতা দেবেন না, বরং যেখানেই আমাদের কথা আপনাদের মনোমত হবে না সেখানেই বাধা দেবেন এবং তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হতে দেবেন না। প্রথমেই বলুন, আমাদের এই প্রস্তাব আপনাদের পছন্দ হয় কিনা।" মেলীয় প্রতিনিধিগণ—"আপনারা যেমন প্রস্তাব করেছেন তেমন শান্ত পরিবেশে পরস্পরকে নির্দেশদানের প্রস্তাবটির যৌক্তিকতায় বাধা দেবার কিছু নাই। কিন্তু আপনাদের সামরিক প্রস্তুতি এত বেশি যে, তা আপনাদের কথার সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যহীন। আমরা দেখছি আপনারা নিজেদের বিচারের জন্য নিজেরাই বিচারক হয়ে এসেছেন এবং আমাদের অধিকার যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি এবং আত্মসমর্পণ করতে

অস্বীকার করি তবে এই আলোচনা থেকে যুক্তিসঙ্গত যা আমরা আশা করতে পারি তা হচ্ছে যুদ্ধ। বিপরীতটি ঘটলে দাসত্ব।"

এথেনীয়গণ,—"চোখের সামনে যেসব তথ্য দেখছেন তার ওপর ভিত্তি করে নগরের নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনার পরিবর্তে যদি ভবিষ্যৎ আশঙ্কা-সমূহ ও অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে তর্ক করবার জন্যই আপনারা মিলিত হয়ে থাকেন তবে আলোচনা চালিয়ে লাভ নেই। অন্যথায় আমরা বক্তব্য পেশ করতে পারি।"

মেলীয়গণ—"আমাদের মতো অবস্থায় পড়ে মানুষ যদি চিন্তায় ও কথায় একাধিক পথ গ্রহণ করে তবে তা স্বাভাবিক ও ক্ষমার্হ। যা হোক, আপনারা ঠিকই বলেছেন, এই সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের নিরাপত্তা এবং আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের প্রস্তাবানুযায়ী পথে অগ্রসর হতে পারেন।"

এথেনীয়গণ—"আমরা আর আপনাদের চাতুরীপূর্ণ কথার ছলাকলায় বিরক্ত করব না—যেমন পারসিকদের পরাজিত করেছি বলে সাম্রাজ্যে আমাদের অধিকার আছে, অথবা আপনারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছেন বলে আমরা আপনাদের আক্রমণ করছি। দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা আমাদের নেই, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। বিনিময়ে আমরাও আশা করি যে স্পার্টার উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও আপনারা স্পার্টার সাথে যোগদান করেননি কিংবা আপনারা আমাদের কোনো ক্ষতি করেননি এবম্প্রকার কথা বলে আমাদের প্রভাবিত করবার চেষ্টা আপনারাও করবেন না। বরং দু'-পক্ষের প্রকৃত মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে যা সাধ্য বা সম্ভব সেই কথা বলুন। এটা আপনারাও জানেন এবং আমরাও জানি যে, জগতের নিয়ম হচ্ছে যখন দু'-পক্ষই সমশক্তিবিশিষ্ট তখনই অধিকারের প্রশ্ন ওঠে, নাহ'লে শক্তিমান্ যা খুশি তাই করে এবং দুর্বলকে যে ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে তা নিঃশব্দে স্বীকার করে।"

মেলীয়—"যেহেতু আপনারা অধিকারের প্রশ্নটি বাতিল করে আমাদের শুধু স্বার্থের কথাই বলতে বাধ্য করছেন, অতএব আমরা মনে করি আমাদের সাধারণ আশ্রয়টিকে ধ্বংস করা আপনাদের উচিত নয়। বিপন্ন ব্যক্তিকে ন্যায় ও অধিকারের সাহায্য প্রার্থনায় সুযোগ দিতে হবে, এবং যুক্তিসমূহ আইনানুগ না হলেও যদি বর্তমানোপযোগী হয় তবে তাদের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগও দিতে হবে। এই নীতি অন্য যে-কোনো লোকের মত আপনাদের প্রতিও প্রযোজ্য। কারণ, আপনাদের নিজেদের পতনের ফলে এমন প্রতিহিংসা নেমে আসবে যে তা সমস্ত পৃথিবীর কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"

এথেনীয়—"আমাদের সাম্রাজ্যের যদি পতনও হয় তবু তা আমাদের ভীত করতে পারবে না। স্পার্টার মতন একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য, যদি সত্যিই স্পার্টা আমাদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, বিজিতের কাছে তত ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু প্রজারাই যদি আক্রমণ করে শাসকদের পতন ঘটায় তবে তা সত্যিই মারাত্মক। এই ঝুঁকি নিতে আমরা রাজি। আমরা এখন প্রমাণ করব যে আমাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থেই আমরা এখানে এসেছি এবং এখন যা বলব তা আপনাদের নগরের রক্ষাকল্পে। কোনো বিঘ্ন ব্যতিরেকে আমরা আপনাদের শাসন করতে আগ্রহী এবং আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য আপনাদের রক্ষা করতে আমরা ইচ্ছুক।"

মেলীয়—"কিন্তু আমাদের পক্ষে দাস হওয়া ও আপনাদের পক্ষে প্রভু হওয়া কি করে সমান মঙ্গলজনক হয়!"

এথেনীয়—"কারণ, চরম বিপর্যয়ের বদলে আপনারা আত্মসমর্পণের সুযোগ পাবেন এবং আমরাও আপনাদের ধ্বংস না করে লাভবান হব।"

মেলীয়—"তাহ'লে আপনারা আমাদের নিরপেক্ষতা চান না, শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বও চান না। আপনারা চাচ্ছেন যেন আমরা কারো মিত্র না থাকি।"

এথেনীয়—"না। আপনাদের শত্রুতা আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বকে প্রজাগণ আমাদের দুর্বলতা মনে করবে। অথচ আপনাদের শত্রুতা হবে আমাদের শক্তির প্রমাণ।"

মেলীয়—"ন্যায়পরায়ণতার ধারণা আপনাদের প্রজাদের কি এই রকম যে, যাদের সঙ্গে আপনাদের কোনো যোগাযোগ নেই এবং যারা প্রধানত আপনাদের ঔপনিবেশিক এবং কেউ কেউ বিজিত, বিদ্রোহী তাদের উভয়কে সমপর্যায়ভুক্ত করতে হবে?"

এথেনীয়—"ন্যায্যতার বিষয়ে তারা মনে করে যে, এতে কোনো পার্থক্য নেই এবং কেউ কেউ যদি স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে তবে তা সম্ভব শুধু সে শক্তিমান্ বলে এবং আমরা যদি কাউকেও ধ্বংস না করি তবে তার কারণ এই যে, আমরা ভীত। সুতরাং সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি ছাড়াও, আপনাদের পদানত করতে পারলে আমাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। আপনারা দ্বীপবাসী ও অন্যান্যদের তুলনায় দুর্বল। সেইজন্য সমুদ্রের অধিপতিকে অমান্য করে আপনাদের টিঁকে থাকতে না দেওয়া আমাদের পক্ষে অধিকতর জরুরী।"

মেলীয়—"কিন্তু আপনারা কি মনে করেন আমরা যে নীতির ইঙ্গিত দিয়েছি তাতে কোনো নিরাপত্তা নেই? আপনারা যদি ন্যায়ের প্রশ্ন তুলতে আমাদের

বাধা দিয়ে আপনাদের স্বার্থ বিষয়েই বলতে আরম্ভ করেন তবে আমরাও নিজেদের স্বার্থ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হব এবং উভয়ের স্বার্থ যদি মিলে যায় তবে আপনাদের সম্মত করব। বর্তমানে যে সব রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রয়েছে তাদের শত্রুতা আপনারা কিভাবে এড়াবেন? আমাদের দেখেই তারা বুঝবে যে, কোনোদিন আপনারা তাদেরও আক্রমণ করতে পারেন। এতে আপনাদের শত্রুদের শত্রুতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং যারা কখনো আগে শত্রুতার কথা চিন্তা করেনি তাদের শত্রু হতে বাধ্য করবেন।"

এথেনীয়—"সত্যি বলতে কি মহাদেশীয়দের ভয়ে আমরা তত ভীত নই। তারা যে স্বাধীনতা ভোগ করছে তার জন্যই আমাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে তাদের এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আপনাদের মতন স্বাধীন দ্বীপবাসীদের নিয়ে আমাদের চিন্তা। আর দুর্ভাবনা সেই প্রজাদের নিয়ে যারা সাম্রাজ্যের চাপে তিক্ত হয়ে উঠেছে, হঠকারী পথ গ্রহণের সম্ভাবনা তাদের খুবই বেশি এবং তাতে তারা এবং আমরা উভয়েই বিপদে পড়ব।"

মেলীয়—"সাম্রাজ্য বজায় রাখতে আপনাদেরও তা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রজাদের যদি এতই ঝুঁকি বহন করতে হয় তাহলে আমরা যারা স্বাধীন আছি তারা যদি আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবার আগে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার পথ গ্রহণ না করি তবে তা হবে ঘৃণ্য কাপুরুষতা।"

এথেনীয়—"আপনারা যদি বিচক্ষণ হন তবে দেখবেন যে বিষয়টা এমন নয় যে, সাফল্যের পুরস্কার সম্মান এবং পরাজয়ের শাস্তি লজ্জা। প্রশ্নটি হচ্ছে আত্মরক্ষার এবং আপনাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালীকে বাধা না দেবার।"

মেলীয়—"কিন্তু আমরা জানি যে যুদ্ধে দু' পক্ষের সংখ্যাগত বৈষম্য দেখে যেমন অনুমান করা যায় ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় অনেক সময়ে তার বিপরীত ফল হয়। আত্মসমর্পণ করলে হতাশাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। অথচ আমরা যতক্ষণ যুদ্ধ করব ততক্ষণ মনে এই আশা থাকবে যে আমরাও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি।"

এথেনীয়—"বিপদের সান্ত্বনাস্থল আশার বিলাসিতা তারাই করতে পারে যাদের শক্তিসম্পদ প্রচুর, যদি কিছু ক্ষতিও হয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার আশংকা নেই। কিন্তু আশা এমনই জিনিস যা স্বভাবতই ব্যয়সাধ্য এবং যারা একেবারে সমস্ত কিছুর ঝুঁকি গ্রহণ করে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পরে বোঝে আশা কি বিষম মরীচিকা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান মানুষকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নিযুক্ত করে ততক্ষণ আশাও মানুষকে ছাড়ে না। আপনারা এটা হতে দেবেন না। আপনারা দুর্বল। পাল্লার সামান্যতম আন্দোলনের উপর আপনাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। সেইসব সাধারণ লোকদের

মতন আপনারা করবেন না যারা সম্ভাব্য মানবিক উপায়ে নিরাপত্তা হারিয়ে বিপদের মুখে দৃশ্যমান সব আশাই বিলুপ্ত হতে দেখে অদৃশ্য সব শক্তির দিকে ঝুঁকতে থাকে—যেমন, দৈববাণী, ভবিষ্যদ্বাণী এবং আরো নানা জিনিস যেগুলোর কাজই হচ্ছে আশায় প্রলুব্ধ করে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া।"

মেলীয়—"আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমরাও আপনাদেরই মতন জানি সমান শর্ত না হলে আপনাদের ভাগ্য ও শক্তিকে বাধাদান করা আমাদের পক্ষে কত শক্ত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি দেবতাগণ আমাদের আপনাদের মতন ভাগ্য হতে বঞ্চিত করবেন না। কারণ, আমরা ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, শক্তির দিক দিয়ে আমাদের যে ন্যূনতা আছে তা পূরণ হবে স্পার্টার মৈত্রী দ্বারা। অন্য কোনো কারণে না হলেও অন্তত সম্মান রক্ষার্থেও স্পার্টা তাদের জ্ঞাতির সাহায্যে অগ্রসর হতে বাধ্য। সুতরাং আমাদের আত্মবিশ্বাস যতখানি অযৌক্তিক মনে করছেন প্রকৃতই তা নয়।"

এথেনীয়—"দেবতার অনুগ্রহের কথা বলছেন। সে বিষয়ে কিন্তু আমরাও আপনাদের মতন ন্যায্য আশা করতে পারি। দেবতাদের মানুষ যেমন মনে করে কিংবা তাদের আচরণ সম্পর্কে মানুষের যা ধারণা তার সাথে আপনাদের উদ্দেশ্য ও কর্মধারার কোনো অসঙ্গতি নেই। তাঁদের প্রকৃতির অপরিহার্য নিয়ম অনুসারে যেখানে সম্ভব হয় সেখানেই তাঁরা শাসন করেন। এই আইন আমরা প্রথম তৈরী করিনি, কিংবা তৈরী হবার পর আমরা এটা প্রথম কার্যে প্রয়োগ করছি না। আমাদের আগে থেকেই এই নিয়ম প্রচলিত এবং আমাদের পরেও ইহা চিরকাল থাকবে। আমরা শুধু নিয়মটিকে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহার করছি এবং আমরা বেশ জানি আপনারা কিংবা অন্য যে-কেউ আমাদের মতন ক্ষমতাবান হলেই অনুরূপ আচরণই করবেন। সুতরাং দেবতাগণের দিক থেকে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু স্পার্টীয়গণ সম্পর্কে আপনাদের ধারণার ব্যাপারে যে ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনারা ভাবছেন লজ্জার খাতিরেও তারা আপনাদের সাহায্য করতে আসবে, আমরা আপনাদের এই সরলতাকে অভিনন্দন করছি, কিন্তু নির্বুদ্ধিতাকে ঈর্ষা করছি না। নিজেদের স্বার্থ এবং নিজেদের দেশের আইনের ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যদের প্রতি তাদের আচরণের বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যায়, তবে শুধু একটা কথা বললে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টতম ধারণা করা যাবে। অর্থাৎ, আমাদের পরিচিত সব জাতির মধ্যে স্পার্টীয়গণই এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ যে তাদের পক্ষে যা সুবিধাজনক তাই সম্মানজনক এবং তাদের স্বার্থের সাথে যা খাপ খায় তাই ন্যায্য। এইরকম চিন্তাধারা নিরাপত্তার পক্ষে খুব বেশি প্রতিশ্রুতি বহন করে না, অথচ আপনারা তারই উপর অযৌক্তিকভাবে সমস্ত আস্থা স্থাপন করে বসে আছেন।"

মেলীয়—"ঠিক এই কারণেই আমরা তাদের বিশ্বাস করছি। স্বার্থের

খাতিরেই তারা হেলেনীয়দের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমরা তাদের উপনিবেশবাসী। আমাদের ত্যাগ করলে তারা হেলাসের বন্ধুদের বিশ্বাস হারাবে এবং তাতে শত্রুরই লাভ।"

এথেনীয়—"আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে, সুবিধাবাদ সর্বদা নিরাপত্তার অভিলাষী এবং ন্যায় ও মর্যাদার পথে বিপদ অপরিহার্য। বিপদ জিনিসটি স্পার্টীয়গণ যথাসম্ভব পরিহার করে চলে।"

মেলীয়—"কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের জন্য তারা বিপদবরণ করবে এবং অন্যদের তুলনায় আমাদের জন্য অগ্রসর হতে আত্মবিশ্বাসও তাদের বেশি থাকবে। কারণ পেলোপন্নিসের সাথে আমাদের অবস্থানগত নৈকট্যহেতু কার্যে অগ্রসর হতে তাদের অনেক সুবিধা হবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কহেতু আমাদের বিশ্বস্ততাও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বোধ হবে।"

এথেনীয়—"এটা ঠিক। কিন্তু ইচ্ছুক মিত্র সাহায্যপ্রার্থী দেশের শুভেচ্ছার ওপর নয়, কর্মক্ষমতার সুনিশ্চিত উৎকর্ষের ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এ বিষয়ে স্পার্টীয়গণ অন্য সকলের চেয়ে অধিকতর মনোযোগী। অন্তত নিজের সম্পদের ওপর অনাস্থা তাদের এত বেশি যে বহুসংখ্যক মিত্রের সাহায্য নিয়ে তবে তারা প্রতিবেশীকে আক্রমণ করে। এটা কি সম্ভব যে আমরা সমুদ্রের অধিপতি সত্ত্বেও তারা সমুদ্রপথে একটা দ্বীপে আসবে।"

মেলীয়গণ—"কিন্তু তারা অন্যদের পাঠাতে পারে। ক্রীটের সমুদ্রটি যথেষ্ট বিস্তৃত। যারা এখান দিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যেতে চায়, তাদের কাজ বরং সহজ। কিন্তু যারা এই সমুদ্রে আধিপত্য করছে তাদের পক্ষে অন্যের গতি-রোধ করা বেশি শক্ত। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে আপনাদের দেশের উপর আক্রমণ করবে এবং ব্রাসিডাস আপনাদের যে সব মিত্রের নিকট পৌঁছাতে পারেন নি তাদেরও তারা রেহাই দেবে না। তখন যে দেশ আপনাদের নয় তার জন্য যুদ্ধ করতে হবে।"

এথেনীয়—"আপনারা যা বলছেন তা হয়তো ঘটতে পারে, কিন্তু অন্যদের ন্যায় আপনাদেরও একটি অভিজ্ঞতা হবে যে কোনো কিছুর ভয়েই এথেনীয়গণ অবরোধ প্রত্যাহার করে না। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে নগরের নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক হয়েও এখনো পর্যন্ত আপনারা এমন কিছু বলেন নি যাতে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে তার দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভব। আপনাদের বলিষ্ঠতম যুক্তিগুলি আশা ও ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল এবং আপনাদের বিরুদ্ধে যারা সমবেত হয়েছে তাদের তুলনায় আপনাদের শক্তি এত স্বল্প যে জয় আপনাদের অসম্ভব। আমাদের

সভা ত্যাগের পর অধিকতর বিচক্ষণ কোনো সিদ্ধান্তে যদি না উপনীত হন তবে বিচারবুদ্ধির চরম অভাবের প্রমাণ দেবেন। অসম্মানের চিন্তায় কখনই বিচলিত হবেন না। যে বিপদের সঙ্গে অসম্মানের প্রশ্ন সম্পৃক্ত সেখানে মিথ্যা সম্মান-জ্ঞান মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিসে ঝাঁপ দিচ্ছে সে বিষয়ে যে ব্যক্তির দৃষ্টি সম্পূর্ণ খোলা সে-ই আবার এই 'অসম্মান' শব্দটির ছলনায় চালিত হয়ে এমন জায়গায় পেঁাছোয় যেখানে সে একটা ভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করে, যেন স্বেচ্ছায় চরম বিপর্যয় বরণ করছে। ফলে যে অসম্মান দুর্ভাগ্যজাত তার তুলনায় তারা অনেক বেশি অমর্যাদাকর অসম্মান বরণ করে, কারণ এই অসম্মান নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত। আপনারা বিবেচক হলে এটা পরিহার করবেন। হেলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ যখন আপনাদের কাছে মিত্র হবার উদার প্রস্তাব দিচ্ছে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আপনাদের ওপর হস্তক্ষেপ করছে না, তখন তার নিকট আত্মসমর্পণ করতে অসম্মানের কিছু নেই। এখন আপনাদের যুদ্ধ ও নিরাপত্তার মধ্যে যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে, আপনারা কি বিপজ্জনক পথটি বেছে নিয়ে ভুল করবেন? যে সমকক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে না, শ্রেষ্ঠের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে এবং দুর্বলের প্রতি নরমভাব পোষণ করে, শেষ পর্যন্ত সেই সর্বাধিক সফল হয়। সুতরাং আমরা চলে যাবার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন, একথা বিবেচনা করবেন যে, নিজেদের দেশ সম্পর্কে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের উপরই আপনাদের উন্নতি বা ধ্বংস নির্ভর করছে।"

এরপর এথেনীয়গণ আলোচনা-সভা ত্যাগ করল। মেলীয়গণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তা পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রতিফলিত মতেরই অনুরূপ। তারা উত্তর দিল, "এথেনীয়গণ আমাদের সিদ্ধান্ত পূর্বে যা ছিল তাই আছে। বিগত সাতশো বছর ধরে আমাদের নগর যে স্বাধীনতা ভোগ করছে তা থেকে নগরকে এক মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত করতে আমরা রাজি নই। বরং অদ্যাবধি যে দেবপ্রেরিত ভাগ্য আমাদের রক্ষা করে এসেছে তার উপরই আমরা নির্ভর করব এবং নির্ভর করব মানুষের সাহায্যের ওপর, অর্থাৎ স্পার্টীয়গণের ওপর। এইভাবেই আমরা চেষ্টা করে নিজেদের রক্ষা করব। ইতিমধ্যে আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমাদের শত্রুতে পরিণত করবেন না এবং উভয় পক্ষের উপযোগী কোনো সন্ধি করে আমাদের দেশ ত্যাগ করে যান।" মেলীয়দের এই উত্তর পেয়ে এথেনীয়গণ আলোচনা-সভা ত্যাগ করবার পূর্বে বলল, "বেশ, আপনাদের সিদ্ধান্ত শুনে আমাদের মনে হচ্ছে একমাত্র আপনারাই প্রত্যক্ষের চেয়েও ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত মনে করেন এবং যা দৃষ্টির আড়ালে, আগ্রহের আতিশয্যে আপনারা যেন তা

হস্তগত হয়েছে মনে করেন। যেহেতু আপনারা স্পার্টীয়গণের ওপর সর্বাধিক বিশ্বাস করে সর্বাধিক ঝুঁকি গ্রহণ করছেন, আপনাদের ভাগ্য ও আশা তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন, পরিণামে দেখবেন আপনারাই চূড়ান্তভাবে প্রতারিত হচ্ছেন।"

এথেনীয় প্রতিনিধিগণ সৈন্যবাহিনীর নিকট ফিরে গেল এবং মেলীয়দের আত্মসমর্পণের কোনো লক্ষণ নেই দেখে সেনাধ্যক্ষগণ তৎক্ষণাৎ আক্রমণের উদ্‌যোগ করলেন এবং বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দিয়ে নগর-পরিবেষ্টনকারী এক প্রাচীর নির্মাণ করলেন। এর পর এথেনীয়গণ এক দল সৈন্যকে জলপথে ও স্থলপথে পাহারায় রেখে অধিকাংশ বাহিনীকে নিয়ে ফিরে গেল। পাহারারত সৈন্যদলটি অবরোধ শুরু করে দিল।

এই সময়ে আর্গসীয়গণ ফ্লিয়াস অঞ্চলে আক্রমণ চালাল এবং ফ্লিয়াসীয় ও নির্বাসিত আর্গসীয়দের গুপ্ত আক্রমণে তাদের আশি জন নিহত হল। ইতিমধ্যে পাইলসের এথেনীয়গণ স্পার্টাতে এমন লুটপাট করল যে স্পার্টা যদিও সন্ধিভঙ্গ করল না কিংবা এথেন্সের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল না কিন্তু ঘোষণা জারি করল, যে-কোনো স্পার্টীয় ইচ্ছা করলে এথেনীয়দের ওপর লুণ্ঠন চালাতে পারে। করিন্থও ব্যক্তিগত কলহের সূত্র ধরে এথেনীয়গণের সাথে শত্রুতাচরণ আরম্ভ করল, কিন্তু পেলোপন্নিসের অন্যান্যরা চুপচাপ রইল। ইতিমধ্যে মেলীয়গণ একদিন রাত্রিযোগে আক্রমণ করে বাজারের বিপরীত দিকস্থ এথেনীয়গণকে পরাজিত করে এবং কিছু এথেনীয়কে হত্যা করে। শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভেতরে নিয়ে গিয়ে আবার তারা চুপচাপ রইল এবং এথেনীয়গণ অবরোধ আরো সুদৃঢ় করল।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল। শীতকালে স্পার্টীয়গণ আর্গসীয় অঞ্চলে আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু সীমান্তে পৌঁছে সীমান্ত-সংক্রান্ত পূজা অনুকূল না হওয়াতে ফিরে গেল। কিন্তু স্পার্টীয়দের এই অভিযানের নগরমধ্যস্থ কিছু ব্যক্তিকে আর্গসীয়গণ সন্দেহ করতে লাগল, এদের কয়েকজন বন্দী হল, অন্যরা পলায়ন করল। এই সময়ে মেলীয়গণ আবার এথেনীয় সৈন্যদের একটি অংশকে পরাজিত করল, এখানে খুব কম সৈন্যই পাহারায় ছিল। ফলে ফিলোক্রেটিসের নেতৃত্বে এথেন্স থেকে আর একদল সৈন্য প্রেরিত হল। এইবার অবরোধ শক্তিশালী হল। নগরের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এথেনীয়গণ প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মৃত্যুদণ্ড দিল এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করল। তারপরে পাঁচশ জনকে উপনিবেশিক হিসাবে এখানে পাঠিয়ে বসতি স্থাপন করল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের সপ্তদশ বর্ষ। সিসিলীয় অভিযান। হার্মির ঘটনা। অভিযানে যাত্রা।

সেই বৎসর শীতকালে এথেনীয়গণ লাচেস ও ইউরিমিডনের অধীনস্থ বাহিনীর চেয়ে বৃহত্তর একটি বাহিনী নিয়ে সিসিলির বিরুদ্ধে যাত্রা করতে এবং সম্ভব হলে সিসিলি জয় করতে মনস্থ করল। দ্বীপটির আয়তন এবং হেলেনীয় ও স্থানীয় অধিবাসী মিলে সেখানকার মোট জনসংখ্যা সম্পর্কে অধিকাংশ এথেনীয়ের কোনো ধারণা ছিল না। তারা বুঝতে পারেনি যে নতুন যে রণাঙ্গনে তারা অবতীর্ণ হচ্ছে তা পেলোপনেসীয়গণের সাথে যুদ্ধের মতোই ব্যাপক হবে। দ্বীপটি মূল ভূ-খন্ড থেকে দু'মাইল বিস্তৃত সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করতে একটা বাণিজ্যপোতের অন্তত আট দিন সময় লাগে।

এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে এখন কিছু বলা প্রয়োজন। এখানকার আদি বাসিন্দা হচ্ছে, সাইক্লোন এবং লীস্ট্রিগোন। এরা কোথায় গেল তা আমি বলতে পারব না। সম্ভবত পরবর্তী বসতিস্থাপনকারীরা ছিল সাইকানীয়রা। এরা এসেছিল আইবেরিয়া থেকে। পূর্বে যদিও দ্বীপটিকে ট্রিনাক্রিয়া বলা হত, কিন্তু তাদের নাম অনুসারে তখন এর নাম হয় সাই-কানিয়া। ট্রয়ের পতনের পরে অ্যাকীয়দের হাত এড়িয়ে কিছু ট্রয়বাসী জাহাজে করে সিসিলি চলে আসে এবং এখানে বসতিস্থাপন করে। তাদের নগরগুলোর নাম ছিল এরিক্স ও এজেস্টা। কিছু ফোকীয়ও এখানে বসবাস করতে থাকে। এরা ট্রয় থেকে ফেরবার পথে ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে প্রথমে লিবিয়া এবং পরে সিসিলিতে আসে। কিংবদন্তী অনুসারে, এবং কিংবদন্তীটি সম্ভবত বিশ্বাসযোগ্য। সিসেলরা তাদের আদি বাসভূমি ইটালী থেকে ওপিকানদের দৃষ্টি এড়িয়ে সিসিলিতে এসেছিল। তারা মূল ভূখণ্ডের দিক থেকে বায়ুপ্রবাহের জন্য অপেক্ষা করবার পরে ভেলায় করে সিসিলিতে এসেছিল, অবশ্য অন্য উপায়েও তারা এসে থাকতে পারে। এখনো ইটালীতে কিছু সিসেল আছে এবং সিসেলদের জনৈক রাজা ইটালীর নাম অনুসারে ইটালীর নাম হয়েছে। তারা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সাইকানীয়দের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের দ্বীপটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে যেতে বাধ্য করল। দ্বীপটির নাম এখন থেকে হল সিসিলি। তখন থেকে হেলেনীয়দের সিসিলি আগমন পর্যন্ত ৩০০ বৎসর ধরে তারা সিসিলির সমৃদ্ধতম অংশে বাস করে আসছিল, বস্তুত এখনো তারা সিসিলির উত্তর ও মধ্যাঞ্চল দখল করে

রেখেছে। সিসিলির চতুর্দিকে ফিনিসীয়রাও বাস করত, তারা সমুদ্রোপকূলবর্তী অন্তরীপগুলি ও সন্নিহিত ছোট ছোট দ্বীপগুলো অধিকার করে রেখেছিল। এটা করেছিল সিসেলদের সাথে বাণিজ্য চালাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু হেলেনীয়রা যখন অধিক সংখ্যায় সমুদ্রপথে আসতে শুরু করে তখন ফিনিসীয়রা অধিকাংশ ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে মোটী, সোলিয়িস ও প্যানোরসাসে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এখানে তারা এলিসীয়দের পাশেই বাস করত, তাদের মৈত্রীতে তারা আস্থাবান ছিল এবং সিসিলি থেকে কার্থেজ যাবার সংক্ষিপ্ততম পথ ছিল এখান দিয়ে।

হেলেনীয় জাতিদের মধ্যে প্রথমে ইউবিয়া থেকে চালসিডীয়গণ এসেছিল, সঙ্গে ছিলেন তাদের প্রতিষ্ঠাতা থুক্লিস। তারা ন্যাক্সস নগর পত্তন করল এবং অ্যাপোলো আর্চেজেটেসের মন্দির প্রতিষ্ঠা করল। মন্দিরটি এখন নগরের বাইরে এবং সিসিলি থেকে যাত্রা করবার আগে, ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রতিযোগীরা এখানে পূজাবলি প্রদান করে। পরবর্তী বৎসরে আর্কিয়াস সাইরাকিউসের পত্তন করেন। ইনি করিন্থ থেকে আগত হেরাক্লীয়দের অন্যতম। যে দ্বীপটির ওপর আভ্যন্তরিক নগরটি অবস্থিত, (যদিও এখন আর এর চারধারে জল নাই) সেখান থেকে তিনি সিসেলদের বহিষ্কৃত করেন। কালক্রমে নগরের বহির্ভাগটিও প্রাচীরের অন্তভুক্ত হয় এবং এটা জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সাইরাকিউস প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বর্ষে থুক্লিসের নেতৃত্বে চালসিডীয়গণ ন্যাক্সস থেকে বের হয়ে সিসেলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে লিওণ্টিনি ও পরে ক্যাটানার পত্তন করে। ক্যাটানীয়রা ইভারকাসকেই তাদের প্রতিষ্ঠাতা মনোনীত করে।

ইতিমধ্যে লামিস মেগারা থেকে ঔপনিবেশিক এনে সিসিলিতে উপস্থিত হলেন। তিনি প্যাণ্টাকিয়াস নদীর অপর পাড়ে ট্রোটিলাস নামক স্থানের পত্তন করেন এবং পরে তা ত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য লিওণ্টিনির চালসিডীয়দের সাথে যোগদান করেন। পরে তাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে থ্যাপসাসের পত্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গিগণ থ্যাপসাস থেকে বিতাড়িত হয়ে হিব্লীয় মেগারার পত্তন করে। সিসেলদের রাজা হিব্লন এই স্থান দিয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এখানে তারা ২৪৫ বৎসর বাস করল, তারপর সাইরাকিউসের স্বৈরশাসক জেলোর দ্বারা নগরটি এবং অঞ্চলটি থেকে বিতাড়িত হল। এর বহু আগে তারা পামিলাসকে পাঠিয়ে সেলিনাসের পত্তন করেছিল। এর জন্য তিনি মাতৃভূমি মেগারা থেকে এসেছিলেন। সাইরাকিউস প্রতিষ্ঠার ৪৫তম বর্ষে রোড্সের অ্যাণ্টফেমাস এবং ক্রীটের এ্যাণ্টিমাস যুক্তভাবে জেলা নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। জেলোস নদীর নাম অনুসারে

নগরটির নাম হয়। যেখানে এখন দুর্গ অবস্থিত এবং যে স্থানটি প্রথমে সুরক্ষিত হয়েছিল তাকে বলা হয় লিম্ডিআই। সেখানকার বিধিব্যবস্থা ডোরীয় ধাঁচে গৃহীত হয়। জেলা প্রতিষ্ঠার প্রায় ১৮০ বছর পরে জেলা-বাসীরা অ্যাক্রাগাসের পত্তন করে, ওই নামের নদীর অনুসরণে স্থানটির নাম হয়। শাসনতন্ত্র হল জেলারই অনুরূপ। চালসিডীয় নগর কুমা থেকে আগত জলদস্যুরাই ছিল জাঙ্কলির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। পরে চালসিস ও ইউবিয়ার অন্যত্র থেকে বহু লোক এসে স্থানটিকে জনাকীর্ণ করে তোলে। স্থানটিকে প্রথমে জাঙ্কলি বলা হত এবং এই নামটি দিয়েছিল সিসেলরা, কারণ—স্থানটির আকার অনেকটা কাস্তের অনুরূপ। তাদের ভাষায় কাস্তেকে বলা হয় জ্যাঙ্কলন। পারসিকদের কাছ থেকে পলাতক কিছু স্যামীয় ও অন্যান্য আইওনীয়গণ পরে এখানকার আদি বাসিন্দাদের বিতাড়িত করে, স্যামীয়গণ আবার অল্প পরে রেজিয়ামের স্বৈরশাসক অ্যানাক্সিলাসের দ্বারা বিতাড়িত হয়। মিশ্রজাতির লোকদের দ্বারা তিনি স্থানটিতে বসতি করান এবং নিজের পূর্বতন দেশের নাম অনুসারে স্থানটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন মেসিনা।

জাঙ্কলির কয়েকজন হিমেরার পত্তন করেন। এখানে বসতি স্থাপন-কারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল চালসিডীয়। মিলেটিডী নামে বহিষ্কৃত সাইরাকিউসীয়গণও এতে যোগদান করেছিল। নগরে ব্যবহৃত ভাষা ছিল চালসিডীয় ও ডোরীয়ের মিশ্রণ, কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা ছিল চালসিডীয়। অ্যাক্রী এবং ক্যাসমেনী প্রতিষ্ঠিত হল সাইরাকিউসীয়দের দ্বারা। এর পর তারা ক্যামারিনা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ক্যাম্যারিনাবাসীরা বিদ্রোহী হলে সাইরাকিউ-সীয়গণ বলপূর্বক তাদের বিতাড়িত করে। পরে জেলার স্বৈরশাসক হিপ্পোক্রেটিস কিছু সাইরাকিউসীয় বন্দীর বিনিময়ে স্থানটি দখল করে নিলেন এবং ক্যামরিনার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করলেন। জেলো এখানকার অধিবাসীদের আবার বিতাড়িত করেন এবং নগরটিতে এইবার উপনিবেশ স্থাপন করল জেলাবাসিগণ।

এইরকম বৃহদায়তন একটি দ্বীপকে আক্রমণ করবার জন্য এথেনীয়গণ এখন উদ্‌যোগী হল। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দ্বীপটি জয় করা, যদিও বাহ্যত তারা এমন ভাব দেখাল যেন সেখানে জ্ঞাতি ও মিত্রদের সাহায্য পাঠাচ্ছে। এজেস্টার প্রতিনিধিদল তাদের বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তুলছিল, তারা এথেন্সে এসে সাহায্যের জন্য জরুরী আবেদন জানাল। বিবাহ ও জমিসংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে এজেস্টীয়দের সাথে প্রতিবেশী সেলিনাসবাসীদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সাইরাকিউসের সাহায্যপুষ্ট হয়ে সেলিনাসবাসিগণ এজেস্টার উপর জলে ও স্থলে দারুণ চাপ দিতে লাগল। পূর্বতন লিওন্টিনির যুদ্ধের সময়ে লাচেসের কার্যকালে সম্পাদিত এথেনীয় মৈত্রীর

কথা এজেস্টীয়গণ এখন স্মরণ করিয়ে দিল এবং তাদের জন্য একটি নৌবহর পাঠাবার আবেদন জানাল। এজেস্টার প্রধান যুক্তি হল লিওণ্টিনির জনগণকে বহিষ্কৃত করেও সাইরাকিউস যদি নিরাপদ থাকে, সিসিলিতে এখনো এথেন্সের যেসব মিত্র আছে সাইরাকিউস যদি তাদের ধ্বংস করবার সুযোগ পায়, এবং সে যদি সমগ্র দ্বীপটিতে আধিপত্য বিস্তার করে, তবে একদিন এমন বিপদ ঘটবে যে ডোরীয় হিসাবে সাইরাকিউসীয়গণ তাদের মাতৃভূমি পেলোপন্নিসের ডোরীয় জ্ঞাতিদের সাহায্যে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করবে এবং সম্মিলিতভাবে এথেনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। সুতরাং এখনো সেখানে যেসব মিত্র আছে তাদের সাথে মিলিত হয়ে এথেনীয়গণ যদি সাইরাকিউসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তবে তা হবে বিচক্ষণতার কাজ। বিশেষত এজেস্টীয়গণ যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করতে পারবে। এথেনীয়গণ তাদের গণসভাতে এজেস্টীয় ও তাদের সমর্থকদের মুখে পুনঃপুনঃ এইসব যুক্তি শুনে প্রথমে এজেস্টায় একদল প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল। এজেস্টীয়গণ যে অর্থের কথা বলছে তা তাদের কোষাগার ও মন্দিরগুলিতে আছে কিনা পরীক্ষা করতে এবং সেলিনাসের সাথে যুদ্ধের সাম্প্রতিক অবস্থা কি তা পর্যবেক্ষণ করতে এই প্রতিনিধিদল যাবে।

সুতরাং এথেনীয় প্রতিনিধিদল সিসিলিতে প্রেরিত হল। সেই বছর শীতে স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ (করিন্থ ব্যতীত) আর্গসীয় অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে কিছু গরুর জোয়াল দখল করল ও শস্য আহরণ করল। তারা নির্বাসিত আর্গসীয়দের ওর্নেয়ীতে প্রতিষ্ঠিত করল এবং মূল বাহিনী থেকে কিছু সৈন্য সেখানে পাহারায় রেখে দিল। তারপরে দু'-পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তির ব্যবস্থা করে, যে চুক্তি অনুসারে ওর্নেয়ী ও আর্গসবাসীরা কেউই একে অপরের দেশের ক্ষতিসাধন করবে না, তারা সৈন্য সহ দেশে ফিরে গেল। এর অল্প পরে এথেনীয়গণ ত্রিশটি জাহাজ ও ছয় শ' হপ্‌লাইটসহ এসে সমগ্র আর্গসীয় বাহিনীর সাথে মিলিত হল এবং একদিন ধরে ওর্নেয়ীবাসীদের অবরোধ করল। কিন্তু রাত্রিতে অবরোধকারীরা কিছু দূরে শিবির স্থাপন করলে রক্ষিসৈন্যদল সেই সুযোগে নগর ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। আর্গসীয়গণ পরদিন আবিষ্কার করে ওর্নেয়ীকে ধূলিসাৎ করে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ নিজেদের অশ্বারোহী এবং এথেন্সস্থিত ম্যাসিডোনিয়ার নির্বাসিতদের নিয়ে সমুদ্রপথে ম্যাসিডোনিয়ার সীমান্তবর্তী মেথোনে গিয়ে উপস্থিত হল এবং পার্ডিক্কাসের দেশে লুটপাট চালাল। থ্রেসের চালসিডীয়গণ যাতে যুদ্ধে পার্ডিক্কাসের সঙ্গে যোগদান করে এই মর্মে আবেদন জানিয়ে স্পার্টীয়গণ তাদের কাছে (এথেন্সের সাথে তাদের চুক্তিটি প্রতি দশদিন অন্তর গ্রহণ করতে হত) দূত পাঠাল। কিন্তু তারা রাজি

হল না। শীত শেষ হল এবং থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের ষোড়শ বর্ষও সমাপ্ত হল।

পরের বছর বসন্তের শুরুতে এথেনীয় প্রতিনিধিদলটি সিসিলি থেকে ফিরল। তাদের সাথে এজেস্টীয়গণও এল এবং তারা ষাটখানি জাহাজের জন্য এক মাসের ব্যয় হিসাবে ষাট ট্যালেণ্টের রৌপ্য আনল (মুদ্রায় নয়)। এথেন্সের গণসভাতে এথেন্স এবং এজেস্টা উভয়ের প্রতিনিধিই বক্তব্য পেশ করলেন। কিন্তু এই সভাতে যে বিবরণটি পেশ করা হল তা উৎসাহজনক হলেও সত্যতা তাতে সামান্যই ছিল ; বিশেষত অর্থসংক্রান্ত প্রসঙ্গে যেখানে বলা হয়েছে মন্দির ও কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে। যাহোক, এই লোভনীয় বিবরণ শুনে এথেনীয়গণ সিসিলিতে ষাটখানি জাহাজ পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং আল্‌কিবিয়াডিস, নিকিয়াস ও ল্যামাকাসকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করল। সেলিনাসবাসীদের বিরুদ্ধে এজেস্টীয়দের সাহায্য করা, যুদ্ধের অবস্থা অনুকূল হলে লিওণ্টিনিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সাধারণভাবে সমগ্র সিসিলি সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে তা এথেনীয় স্বার্থের পক্ষে সর্বাধিক সহায়ক হয়—ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হল। নির্দিষ্ট জাহাজগুলোকে কিভাবে সবচেয়ে দ্রুত সজ্জিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে এবং অভিযানের জন্য সেনাধ্যক্ষদের আর যা কিছু প্রয়োজন হবে তার ব্যবস্থা করতে পাঁচদিন পরে আবার সভার অধিবেশন বসল। নিকিয়াসকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর মতে একটি তুচ্ছ কিন্তু আপাতযুক্তিগ্রাহ্য অজুহাতে সিসিলি জয়ের বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এথেন্স ভুল করছে সুতরাং তাঁর দেশবাসীর মত পরিবর্তন করবার আশায় তিনি তাঁদের নিম্নোক্ত পরামর্শ দিলেনঃ

"যদিও সিসিলি অভিযানের ব্যবস্থা-সংক্রান্ত আলোচনা করতে এই সভা আহূত হয়েছে, তবু আমি মনে করি এই সম্বন্ধে আরো চিন্তা করা আবশ্যক—আদৌ অভিযানটি প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হয়নি। যার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এমন একটি যুদ্ধে বিদেশীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জড়িয়ে পড়া সমীচীন হচ্ছে না বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য এই অভিযানে সম্মানলাভ করেছি এবং স্বীয় নিরাপত্তার জন্য অন্য সকলের মতন আমি তেমন উদ্বিগ্ন নই—যদিও ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কেউ যত্নবান হলে আমি তাকে নিকৃষ্ট নাগরিক মনে করি না। বস্তুত এই প্রকার ব্যক্তিগণ নিজের জন্যই নগরের সমৃদ্ধি ও উন্নতির প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়। যা হোক, আগে যেমন

আমি সম্মানলাভের উদ্দেশ্যে নিজের বিশ্বাসের বিপরীত কখনো কিছু বলিনি, এখনো বলব না। শুধু আমার কাছে যা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় তা বলব। আপনাদের আয়ত্তগত সম্পদ রক্ষা করবার এবং অনিশ্চিত সাফল্যনির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা হারাবার ঝুঁকি গ্রহণ না করবার পরামর্শ যদি আমি দিতাম তবে আমি জানি আমার কোনো কথাই এমন ফলপ্রসূ হত না যা আপনাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হত। সুতরাং আমি শুধু এই কথাই বলব যে আপনাদের উদ্যম সময়োচিত হচ্ছে না এবং আপনাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতই গগনস্পর্শী যে তা সফল হবার আশা দুরাশা মাত্র।"

"একথা আমি সুনিশ্চিতভাবে বলব যে সিসিলি অভিযানে অগ্রসর হলে পিছনে বহু শত্রু রেখে যেতে হবে। এর দ্বারা বহু নতুন শত্রুও সৃষ্টি হবে। আপনারা হয়তো সম্পাদিত চুক্তিটির উপর নির্ভর করতে চাইছেন। কিন্তু যতক্ষণ আপনারা নিষ্ক্রিয় আছেন ততক্ষণ চুক্তিটি নামে বলবৎ আছে, এথেন্স ও স্পার্টার কিছু ব্যক্তির কার্যাবলীর জন্য চুক্তিটি শুধু নামেমাত্র টিকে আছে। কিন্তু কোথাও আমাদের বৃহৎ কোনো বিপর্যয় ঘটলেই শত্রু তৎক্ষণাৎ আমাদের আক্রমণ করবে। প্রথমত, অসুবিধায় পড়ে শত্রুগণ চুক্তিটি করেছে, দ্বিতীয়ত, আমাদের তুলনায় চুক্তিটি তাদের পক্ষে অসম্মানজনক হয়েছে। এতে এমন কতগুলো অংশ আছে যা এখনো বিতর্কিত। তদুপরি কয়েকটি অতি শক্তিশালী রাষ্ট্র চুক্তিটিকে বর্জন করেছে। এদের কারো কারো সাথে আমাদের প্রকাশ্য যুদ্ধ চলছে, অন্যরা প্রতি দশদিন অন্তর পুনর্নবীকৃত চুক্তির দ্বারা সংযত আছে (কারণ, স্পার্টা এখনো রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়নি)। কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত দেখলে তারা উৎসাহিত হয়ে সিসিলীয়গণের সহযোগিতায় আমাদের আক্রমণ করবে। অন্য অধিকাংশ রাষ্ট্র অপেক্ষা সিসিলীয়গণের মৈত্রী তাদের কাছে অধিক মূল্যবান বোধ হবে। এইসব বিষয়ে চিন্তা করতে হবে, যে দেশের অবস্থা সংকটজনক তার পক্ষে নতুন কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করা অনুচিত। যে সাম্রাজ্য আপনাদের আছে তার সুনিশ্চিত নিরাপত্তাবিধান না করে নতুন সাম্রাজ্য লাভের উদ্যম কি সমীচীন? বস্তুত থ্রেসের চালসিডীয়গণ বহুদিন যাবৎ বিদ্রোহী হয়ে আছে, এখনো তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি, মহাদেশের অন্যান্যদের অবস্থাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে আমাদের মিত্র এজেস্টীয়গণ বিপন্ন এবং আমরা তাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হচ্ছি, অথচ যেসব বিদ্রোহী এতাবৎকাল আমাদের বিপন্ন করে রেখেছে এখনো তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয়নি।

"তথাপি শেষোক্তদের একবার পদানত করা সম্ভব হলে আয়ত্তাধীনে রাখা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু সিসিলীয়গণ বিজিত হলেও সংখ্যাধিক্যবশত ও দূরত্বহেতু তাদের দখলে রাখা দুরূহ হয়ে উঠবে। জয় করলেও যাদের উপর আধিপত্য

বজায় রাখা যায় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা নির্বুদ্ধিতা। এতে ব্যর্থ হলে আমাদের অবস্থা অভিযানের আগের চেয়ে অনেক বেশি শোচনীয় হবে। সিসিলিতে এখন যে অবস্থা চলছে তার পরিবর্তে সাইরাকিউসীয়দের দ্বারা সিসিলি বিজিত হলে (এজেস্টার প্রিয় কাল্পনিক ভয়ের বস্তু) আমাদের পক্ষে বরং তা অনেক কম বিপজ্জনক হবে। এখন হয়তো বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্পার্টার প্রতি প্রীতিবশত এখানে আসতে পারে, তখন কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হবে। একটি সাম্রাজ্য আর একটি সাম্রাজ্যকে সহজে আক্রমণ করবে না। কারণ, আমাদের পতন সংঘটিত করবার জন্য পেলোপনেসীয়গণের সাথে যোগদান করে পরে তারা দেখবে সেই একই শক্তির দ্বারা একই উপায়ে তাদের সাম্রাজ্যও ধ্বংস হচ্ছে। আমরা যদি আদৌ সিসিলিতে না যাই তবে সেখানকার হেলেনীয়গণ আমাদের সম্পর্কে শঙ্কিত থাকবে। কিংবা আমরা যদি গিয়ে শক্তিপ্রদর্শন করে যথাশীঘ্র প্রত্যাবর্তন করি তাহলেও আমাদের প্রতি তাদের ভীতিপূর্ণ মনোভাব থাকবে। যা সর্বাধিক দূরবর্তী এবং যার খ্যাতি পরীক্ষিত হবার সম্ভাবনা ন্যূনতম, তা-ই সর্বাধিক সম্ভ্রম উদ্রেক করে থাকে। কিন্তু আমাদের সামান্যতম বিপর্যয়ে আমাদের প্রতি অবজ্ঞার সৃষ্টি হবে এবং তখন তারা এখানে এসে আমাদের শত্রুদের সাথে মিলিত হবে। স্পার্টা ও তাদের মিত্রগণ সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা আপনাদের হয়েছে। আগে আপনাদের যেমন অনুমান ছিল সেই তুলনায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে আপনারা হঠাৎ তাদের অবজ্ঞা করতে শুরু করেছেন, আবার সিসিলি বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হয়েছেন। শত্রুদের দুর্ভাগ্যে গর্বস্ফীত না হয়ে স্বীয় আত্মবিশ্বাস পূর্ণভাবে জাগ্রত করতে হলে আপনাদের উচিত তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। আপনাদের বুঝতে হবে যে অপমানিত স্পার্টার মনে এখন একটিমাত্র চিন্তা—কি করে আমাদের পতন ঘটিয়ে তারা হৃত আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারে। বিশেষত সামরিক খ্যাতিই তাদের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধ্যানজ্ঞান। সুতরাং আমরা বিচক্ষণতা অবলম্বন করে দেখব যে সিসিলির অ-গ্রীকভাষী এজেস্টীয়দের জন্য আমাদের যুদ্ধ নয়, স্পার্টার মুখ্যতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদভাবে আত্মরক্ষা করাই আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা"

"মহামারী ও যুদ্ধ থেকে যে সামান্য বিরাম আমরা লাভ করেছি তাতে আমাদের সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত জীবন কম লাভবান হচ্ছে না। এই নতুন সুবিধাকে স্বদেশে আমাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা উচিত। কিন্তু একে যদি আমরা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করি, সুন্দর করে সাজানো মিথ্যা বললেই যাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, যারা নিজেরা শুধু বাক্য-বাগীশ কিন্তু বিপদ অপরের কাঁধে চাপাতে বিশেষ পটু, সফল হলে যাদের কাছ থেকে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতালাভের সম্ভাবনা নেই এবং ব্যর্থ হলে যারা

নিজেদের সঙ্গে বন্ধুদেরও সর্বনাশ ডেকে আনে, তবে আমরা মারাত্মক ভুল করব। যদি এখানে এমন কেউ থাকেন যিনি সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে পরম উৎফুল্ল হয়েছেন, যিনি শুধু স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই অভিযানে আপনাদের উত্তেজিত করেছেন—বিশেষত তিনি যদি এই পদের পক্ষে অতি-তরুণ হন—যিনি তাঁর অশ্বদলের জন্য প্রশংসিত হতে ইচ্ছুক, কিন্তু এর ব্যয়-বাহুল্যের জন্য নতুন নিয়োগ থেকে কিছু লাভ করতে প্রয়াসী, তবে স্বদেশের বিপদের বিনিময়ে তাঁকে ব্যক্তিগত আড়ম্বর চরিতার্থ করতে দেবেন না। মনে রাখবেন এই সব ব্যক্তির ব্যক্তিগত অপব্যয়ের দরুণ রাষ্ট্রের ভাগ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মনে রাখবেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন তরুণের দ্বারা দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার মতো সামান্য ব্যাপার বলে একে গণ্য করবেন না।"

"যখন দেখি এইরকম বক্তিগণ তাঁর দ্বারা আহূত হয়ে তাঁরই পাশে উপবিষ্ট আছে তখন আমি আতঙ্কিত বোধ করি। যদি তাঁর পাশে এমন প্রবীণ ব্যক্তি কেউ আসন গ্রহণ করে থাকেন তবে আমি তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছি, যুদ্ধের স্বপক্ষে মত প্রকাশ না করলে পাছে কাপুরুষ বিবেচিত হন এই ভয়ে সংকুচিত হবেন না। মনে রাখবেন দূরদর্শিতার দ্বারা প্রায় সাফল্য অর্জিত হয়, কিন্তু শুধু আকাঙ্ক্ষার সাহায্যে তা লাভ করা দুঃসাধ্য। সাম্রাজ্য জয়ের উন্মাদ স্বপ্ন তারাই দেখুক। দেশের ইতিহাসে এমন বিপদ আগে আর আসেনি। সুতরাং যথার্থ দেশপ্রেমিকের মতন যুদ্ধের বিপক্ষে ভোটদান করুন। সিসিলীয়দের আমাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখার ওপারে থাকতে দিন, এই সীমারেখার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কেউ তুলবে না (উপকূল বরাবর যাত্রার পক্ষে আইওনীয় সমুদ্র, উন্মুক্ত পথে যাবার পক্ষে সিসিলীয় সমুদ্র)। নিজেদের অধিকার তারা নিজেরা ভোগ করুক, নিজেদের বিবাদের মীমাংসা নিজেরা করুক। এজেস্টীয়গণকে বলতে হবে এথেন্সের সঙ্গে পরামর্শ না করে সেলি-নাসের সাথে তারা যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তার অবসান তাদের নিজেদের করতে হবে এবং ভবিষ্যতে আমরা এমন কারো সাথে মিত্রতা করব না যাদের প্রয়োজনে আমাদের সাহায্য করতেই হবে, অথচ আমাদের প্রয়োজনে যারা ন্যূনতম সাহায্য করতেও অক্ষম।"

"প্রিটেন! আপনি যদি মনে করেন এই গণতন্ত্রের স্বার্থসংরক্ষণ আপনার কর্তব্য এবং আপনি যদি নিজেকে সৎ নাগরিক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে ইচ্ছুক হন, তবে বিষয়টি ভোটে দিন এবং দ্বিতীয়বার এথেনীয়গণের মত গ্রহণ করুন। যদি পুনরায় ভোট গ্রহণ করতে আশঙ্কা হয় তবে মনে করবেন এতজন সাক্ষী থাকতে আইনভঙ্গের অপরাধ হবে না, নিজেকে বিপথগামী নগরের পথপ্রদর্শক

বিবেচনা করুন। পদস্থ ব্যক্তির কাজ হচ্ছে যথাসাধ্য দেশের কল্যাণসাধন করা এবং যে বিপদ এড়ানো সম্ভব তার ঝুঁকি গ্রহণ না করা।"

নিকিয়াস তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। পরবর্তী বক্তাগণ অধিকাংশই অভি-যানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেন, যদিও বিপক্ষেও কেউ কেউ বললেন। অভিযানের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী সমর্থক ছিলেন ক্লিনিয়াসের পুত্র আল্কি-বিয়াডিস। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি নিকিয়াসকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া বর্তমান বক্তৃতায় নিকিয়াস তাঁকে যে আক্রমণ করেছেন তার প্রত্যুত্তরদানও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সর্বোপরি, তিনি সেনানায়কের পদ-লাভে অত্যুৎসাহী ছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল এইভাবে তিনি সিসিলি ও কার্থেজকে পদানত করবেন এবং এই সাফল্যের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে সম্মান ও সম্পদ আহরণ করবেন। নাগরিকগণের মধ্যে তাঁর যে বিশেষ মর্যাদার আসন ছিল তদনুরূপ চাল বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে সামর্থ্যের অতিরিক্ত বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতে হত, অশ্বপালন ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ব্যয় ছিল অমিতপরিমাণে, বস্তুত পরে এথেন্সের পতনের এই সবের অবদানও নেহাৎ কম ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও অভ্যাসের মধ্যে এমন অসংযম ছিল এবং যাতেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন তাতেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন প্রকট হয়ে উঠেছিল যে অধিকাংশ লোক ভাবতে শুরু করল যে, তিনি স্বৈরশাসক হতে অভিলাষী। সুতরাং তারা তাঁর শত্রুতে পরিণত হল। যদিও সরকারীভাবে তাঁর যুদ্ধ-পরিচালনার নৈপুণ্য যথাসম্ভব উচ্চপর্যায়ের ছিল, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা সকলের কাছে অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা অন্য ব্যক্তিদের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করে শীঘ্রই নগরের পতনের পথ প্রশস্ত করল। যা হোক, এখন তিনি বললেন, ঃ—

"এথেনীয়গণ, সেনাধ্যক্ষের পদলাভ করবার অধিকার অন্য সকলের অপেক্ষা আমার বেশি—তা নিয়ে আমি বক্তব্য শুরু করব। কারণ, নিকিয়াস আমাকে আক্রমণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি আমি এই পদলাভের যোগ্যও বটে। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আমার পূর্বপুরুষগণের এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য খ্যাতি অর্জন করে এনেছে, তদুপরি আমার দেশও তার দ্বারা লাভবান হয়েছে। যুদ্ধে আমাদের দেশ হীনবল হয়ে পড়েছে প্রথমে এমন একটা অনুমানের বশবর্তী হয়েও হেলেনীয়গণ পরে এথেন্সকে বাস্তব অবস্থার চেয়েও অধিক শক্তিশালী মনে করতে শুরু করেছে। কারণ, ওলিম্পিক ক্রীড়ায় প্রতিনিধিত্ব করে আমি চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছি। আমি তালিকায় সাতটি রথ প্রেরণ করে-ছিলাম, কোনো ব্যক্তিবিশেষ আর কখনো এত অধিকসংখ্যক রথ পাঠায়নি। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলাম আমি এবং অন্যান্য সব

কিছুই যাতে আমার জয়ের অনুরূপ যোগ্যরীতিতে সম্পন্ন হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেছিলাম। প্রচলিত প্রথা অনুসারে এগুলি সম্মানজনক এবং এগুলি সর্বদাই ক্ষমতার ইঙ্গিত বহন করে। স্বদেশেও আমি চমকপ্রদ যা কিছু প্রদর্শন করেছি, যেমন ঐকতান সঙ্গীত বা অন্য কিছু, তাতেও অন্য নাগরিকগণের ভিতর ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু বিদেশীগণের দৃষ্টিতে এগুলিও ক্ষমতার দ্যোতক। কারো ব্যক্তিগত অর্থব্যয়ে যদি রাষ্ট্র উপকৃত হয় তবে এই নির্বুদ্ধিতা বেশ লাভজনক বটে। যদি কেউ নিজ মর্যাদার জন্য গর্ববোধ করে নিজেকে অন্যান্যদের সমপর্যায়ে নামিয়ে না আনে তবে তা অন্যায় নয়। দুঃসময়ে পড়লে কেউ কারো দুর্ভাগ্যের ভাগীদার হতে আসে না, ব্যর্থ হলে যেমন আমরা কেউ তাকে লক্ষ্যও করি না, ঠিক সেই একই নিয়ম অনুযায়ী সাফল্যের ঔদ্ধত্যকেও আমাদের সহ্য করা উচিত। আগে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে পরে নিজেও সমান ব্যবহার দাবী করা সম্ভব। আমি জানি এই ধরনের ব্যক্তিগণ কিংবা অন্য যে-কেউ কোনোভাবে বিশিষ্ট হয়েছে, যদিও তারা জীবনকালে সহনাগরিকগণের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে সমকক্ষগণের কাছে অপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু উত্তরপুরুষগণ তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী করে, এমনকি যেখানে ভিত্তি নেই সেখানেও, এবং রাষ্ট্রও তাদের নিয়ে গর্ববোধ করে—বিদেশী কিংবা অপকর্মের অনুষ্ঠাতা হিসাবে নয়, স্বদেশবাসী ও বীর হিসাবে। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এইরূপ এবং যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিন্দিত হচ্ছি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমার চেয়ে যোগ্যতরভাবে কেউ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে কিনা। আপনাদের তেমন কোনো বিপদ কিংবা অর্থব্যয় না ঘটিয়েই পেলোপন্নিসের অধিকাংশ শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ম্যান্টি-নিয়াতে একদিনের যুদ্ধের উপর সমস্ত কিছুর ঝুঁকি গ্রহণ করতে স্পার্টীয়দের বাধ্য করেছিলাম এবং যদিও তারা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়নি।"

"একজন তরুণবয়স্ক আমি এইসব করেছি এবং আমার তথাকথিত প্রকাণ্ড নির্বুদ্ধিতার দ্বারা পেলোপনেসীয় শক্তিগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছি এবং কর্মক্ষমতা দ্বারা আমি তাদের বিশ্বাস অর্জন করেছি, এখনো তা বজায় আছে। সুতরাং আমার তারুণ্যকে অবহেলা করবেন না, বরং আমার তারুণ্যোচিত কর্ম-শক্তি এবং নিকিয়াসের সৌভাগ্যরবি অম্লান থাকতে থাকতেই এই দুটির দ্বারা যথাসাধ্য উপকৃত হবার চেষ্টা করুন। একটি বৃহৎ শক্তিকে আক্রমণ করতে হবে, এই যুক্তিতে সিসিলি অভিযানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না। সিসিলির নগরগুলি বিচিত্রতামিশ্র উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পূর্ণ, সহজেই তারা এক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে অধিবাসিগণ দেশপ্রেমের অনুভূতিবর্জিত, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র তাদের নাই, জমির উপর

স্বত্ব কারো দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রত্যেকে মনে করে, মনোহর বক্তৃতা বা দলীয় বিবাদের মাধ্যমে সে রাষ্ট্রের ক্ষতির মূল্যে ব্যক্তিগতভাবে কিছু লাভ করতে পারে। তারপর বিপর্যয় ঘটলে অন্য দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সেই অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই প্রকার জনতার কাছে আপনারা যুক্তির ঐক্য কিংবা কর্মধারার সঙ্ঘবদ্ধতা আশা করতে পারেন না। লোভনীয় প্রস্তাব পেলে তারা একে একে হয়তো আমাদের পক্ষে চলে আসবে, বিশেষত সাম্প্রদায়িক বিবাদের কথা যেমন শোনা যাচ্ছে তাতে যদি সত্যিই তারা তেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যত হপ্লাইট আছে বলে সিসিলীয়গণ গর্ব করে তা তাদের নাই, ঠিক যেমন হেলেনীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সম্বন্ধে যে হিসাব করেছিল তাদের সংখ্যা ঠিক ততটাই প্রমাণিত হয়নি। নিজেদের সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে হেলাসের হিসাব বাস্তব তথ্য অপেক্ষা অনেক বেশি অতিরঞ্জিত, এই যুদ্ধে কোনো সময়েই তারা উপযুক্ত সংখ্যক হপ্লাইট সমাবেশ করতে সক্ষম হয়নি। আমি যা শুনেছি সিসিলির রাষ্ট্রগুলির অবস্থাও এমনি। এখনো আমি আমাদের অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ করিনি। আমরা অ-হেলেনীয়গণের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্যলাভের আশা রাখি। সাইরাকিউসের প্রতি ঘৃণাবশত তারা আমাদের সঙ্গে যোগদান করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। উপরন্তু, সঠিকভাবে বিচার করলে স্বদেশের অবস্থাও প্রতিবন্ধক নয়। পিছনে বহু শত্রু রেখে আমাদের যাত্রা করতে হবে বলা হচ্ছে, কিন্তু তাদের শত্রুতা, তদুপরি পারসিক শত্রুতা সহ আমাদের পূর্বপুরুষগণ শুধু সামুদ্রিক আধিপত্যের উপর নির্ভর করে এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভের আশা এত ক্ষীণ পেলোপনেসীয়গণের আর কখনো হয়নি এবং তাদের এ বিষয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিত হতে দিন যে আমরা স্বদেশে থাকলেও আমাদের দেশ আক্রমণ করবার উপযুক্ত শক্তিশালী তারা হতে পারে, কিন্তু নৌবহর নিয়ে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, দেশে যে নৌবহরটি রেখে যাব তা তাদের নৌবহরের সমকক্ষ।"

"এইরকম অবস্থায় আমরা কেন পশ্চাদপসরণ করব কিংবা সিসিলির মিত্রগণকে সাহায্য না করবার জন্য কোন্ অজুহাত প্রদর্শন করব? তারা আমাদের মিত্র এবং আমরা তাদের সাহায্য করতে বাধ্য, তারা আমাদের সাহায্য করেনি এই অভিযোগ উত্থাপন করা সঙ্গত নয়। তারা আমাদের হেলাসে সাহায্য করবে এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে আমরা মিত্রতা করিনি। আমরা চেয়েছিলাম তারা আমাদের সিসিলিস্থ শত্রুগণকে উত্ত্যক্ত করে তাদের আমাদের আক্রমণ করতে আসবার পথ বন্ধ করে দিক। এই ভাবেই সাম্রাজ্য জয় করা হয়েছে, আমরা অথবা অন্য যে কেউ সাম্রাজ্য গড়তে গিয়েছে তাকেই এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। হেলেনীয় হোক বা না হোক সাহায্যের আবেদন

জানালেই তৎপরতার সংগে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। সাহায্যদানের প্রশ্নে সকলেই যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিংবা বাছাই করে মনোমতো প্রার্থীকে সাহায্যদান করে তবে নতুন জয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত হ্রাস পায় এবং যারা আগে বিজিত তাদের নিয়ে বিপদ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু প্রবলতর শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না বরং আহত হবার আগে প্রথম আঘাত হানতে ইচ্ছা করে। আমাদের সাম্রাজ্য কোথায় এসে থামবে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা আমরা বেঁধে দিতে পারি না। আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যেখানে শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রেখে খুশি হওয়া চলে না। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতেই হবে। আমরা যদি অন্যদের শাসন না করি তবে নিজেরা অন্যদের দ্বারা শাসিত হবার বিপদ ডেকে আনব। নিজেদের অভ্যাসাদি অন্যদের ধাঁচে পরিবর্তিত না করে নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে তাদের মনোভাব আপনারা গ্রহণ করতে পারেন না।"

"সুতরাং এ বিষয়ে নিশ্চিত হোন যে বিদেশে এই অভিযানের দ্বারা স্বদেশেই আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হবে। সিসিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পেলো-পনেসীয়গণের গর্ব খর্ব করে দিন, তাদের কাছে প্রমাণ করুন যে, যে-শান্তি আমরা এখন ভোগ করছি তার জন্য আমরা এতটুকু লালায়িত নই। সিসিলির হেলেনীয়গণকে লাভ করে আমরা সমগ্র হেলাসের অধিপতি হতে পারব (ইহা খুব অনায়াসে সম্ভব), নয়ত অন্তত সাইরাকিউসকে তো ধ্বংস করতে পারবই, তাতেও কম লাভ হবে না। সফল হলে সেখানে অবস্থান করবার নতুবা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুনিশ্চিত সুবিধা থাকবে আমাদের নৌবহরের জন্য। সমগ্র সিসিলির নৌবহর একত্রিত করলেও তা আমাদের নৌবহরের সমকক্ষ হতে পারবে না। নিকিয়াসের শান্তিবাদী নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না কিংবা গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত করবার জন্য প্রবীণগণ তরুণদের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছেন তার কাছে নতিস্বীকার করবেন না। আপনাদের উচিত আমাদের পিতৃপুরুষের সনাতন প্রথাকে অনুসরণ করা। তাঁরা নবীন ও প্রবীণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বলে আমাদের রাষ্ট্রকে বর্তমান স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। এইভাবেই আমরা সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করতে পারব। প্রবীণতা ও তারুণ্য উভয়ে উভয়ের পরিপোষক। পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হলেই কর্মচাঞ্চল্য, গাম্ভীর্য ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত শক্তিলাভ করে। নিষ্ক্রিয়তাকে অবলম্বন করলে অন্যান্য সব কিছুর মতন রাষ্ট্রও জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং সর্বত্র তার উৎকর্ষ হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে প্রতিটি নতুন সংগ্রাম রাষ্ট্রকে এনে দেয় নতুন অভিজ্ঞতা এবং রাষ্ট্রও আত্মরক্ষা করতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমার বিশ্বাস এই যে, স্বভাবত যে রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় নয়, নিজেকে ধ্বংস করবার পক্ষে তার দ্রুততম পথ হচ্ছে হঠাৎ নিষ্ক্রিয়তার নীতি গ্রহণ করা। নিজেদের

চরিত্র ভালোই হোক বা মন্দই হোক তাতেই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকলে, নিজেদের বিধিব্যবস্থাসমূহ যথাসম্ভব অবলম্বন করে ধরে রাখলে সর্বাধিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সুনিশ্চিত হয়।"

আল্কিবিয়াডিস তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে এবং এজেস্টার প্রতিনিধিগণ ও লিওণ্টিনির কিছু নির্বাসিতের অনুরোধ শুনে (এরা শপথের নামে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল) অভিযান প্রেরণের আকাঙ্ক্ষা এথেনীয়গণের অধিকতর উদগ্র হয়ে উঠল। তা দেখে নিকিয়াস বুঝলেন যে যুক্তি প্রয়োগ করে তাদের আর নিবৃত্ত করা যাবে না। যদি তিনি সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব অতিরিক্ত বাড়িয়ে তাদের কাছে পেশ করেন তবে হয়তো তারা মত পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার উঠে বললেন ঃ

"এথেনীয়গণ, আমি দেখছি আপনারা অভিযানের পক্ষে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়েছেন, সুতরাং আশা করি যে সবই আমাদের ইচ্ছানুযায়ী হবে। আমার মত আমি জ্ঞাপন করছি। আমাদের অভিযানের লক্ষ্য রাষ্ট্রগুলি আয়তনে বিরাট, কেউ কারো পদানত নয়, অথবা তাদের এমন কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই যাতে দাসত্ববন্ধন থেকে উদার শর্তে মুক্তিলাভ করে তারা উৎফুল্ল হতে পারে। স্বাধীনতার পরিবর্তে তারা স্বেচ্ছায় আমাদের অধীনতা গ্রহণ করবে এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। হেলেনীয় নগরগুলির সংখ্যাও একটি দ্বীপের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। লিওণ্টিনির সঙ্গে সংযোগহেতু ন্যাক্সস এবং ক্যাটানা হয়তো আমাদের পক্ষে যোগদান করবে। কিন্তু সেখানে আরো সাতটি রাষ্ট্র আমাদের মতই শক্তিমান, বিশেষত সেলিনাস ও সাইরাকিউস। হপ্‌লাইট তীরন্দাজ, বর্শানিক্ষেপকারীর সংখ্যা তাদের প্রচুর, জাহাজ আছে যথেষ্ট এবং তাতে নাবিক ও নৌসেনা হিসাবে কাজ করবার উপযুক্ত জনবলও তাদের কম নয়। অর্থবলে তারা বলীয়ান। ব্যক্তিগত সঞ্চয় আছে এবং সেলিনাসের মন্দিরগুলির সঞ্চয়ও আছে, তাছাড়া আছে অ-হেলেনীয়গণ দ্বারা উৎসর্গীকৃত সাইরাকিউসের প্রাপ্য বছরের প্রথম ফল। সংখ্যা তাদের আমাদের তুলনায় বেশি, খাদ্যশস্য তাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না, স্বদেশের উৎপন্ন শস্য দ্বারাই চাহিদা পূরণ হয়।"

"সুতরাং এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে শুধু একটি দুর্বল নৌবহর হলেই চলবে না। যদি আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কিছু করতে চাই এবং অগণিত অশ্বারোহীর দ্বারা সে দেশে প্রবেশের বাধা এড়াতে চাই তবে সঙ্গে একটি বৃহৎ স্থলবাহিনীরও প্রয়োজন। বিপদের মুখে সেখানকার রাষ্ট্রগুলি যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্য দিতে এজেস্টা ব্যতীত কোনো বন্ধুই থাকবে না। বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন

করা কিংবা প্রাথমিক দূরদর্শিতার অভাবে পরে অতিরিক্ত সৈন্যদল প্রেরণ করা—দুই-ই লজ্জাকর। সুতরাং স্বদেশ থেকে যাত্রা করবার সময় সঙ্গে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনী নিতে হবে। কারণ, আমাদের যেতে হবে বহুদূরে এবং হেলাসের বিভিন্ন প্রজারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এতাবৎ আপনারা যে অভিযান করেছেন তা থেকে সিসিলি অভিযানের প্রকৃতি পৃথক। প্রথমোক্তটির ক্ষেত্রে আপনারা প্রয়োজন হলে সহজেই মিত্র অঞ্চল থেকে সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কিন্তু এখানে আমরা স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ বিদেশী অঞ্চলে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে এই শীতের কয় মাস এথেন্সে একজন দূত প্রেরণও সহজ নয়।"

"সুতরাং আমাদের সঙ্গে একটি বিরাট হপ্‌লাইট বাহিনী নিতে হবে। এই বাহিনী সংগৃহীত হবে এথেন্স থেকে এবং মিত্রগণের কাছ থেকে এবং শুধু প্রজাগণের কাছ থেকেই নয়, পেলোপন্নিসের যে কেউ প্রীতিবশত বা অর্থের বিনিময়ে হপ্‌লাইট সরবরাহ করবে তাদের কাছ থেকেও। সিসিলির অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করতে হলে চাই তীরন্দাজ ও ক্ষেপণাস্ত্রগণেরও এক বিরাট বাহিনী। তা ছাড়া সহজভাবে সরবরাহের যোগান পেতে হলে সামুদ্রিক আধিপত্যও আমাদের সর্বাত্মক হওয়া দরকার। বাণিজ্য-জাহাজে করে খাদ্যশস্য এথেন্স থেকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে (অর্থাৎ গম ও শুষ্ক যব) এবং মিলগুলি থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যথোপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিছু রুটি সেঁকবার লোক সঙ্গে নিতে হবে যাতে খারাপ আবহাওয়ার জন্য আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হলেও আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্য পেতে পারি। কারণ, আমাদের এই বিরাট বাহিনীকে পোষণ করবার ক্ষমতা সব রাষ্ট্রের থাকবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাতে অপরের উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য আগেই সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে যথাসম্ভব অর্থ আমাদের সঙ্গে রাখতে হবে। কারণ, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এজেস্টায় মজুত অর্থের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা শুধু বাগাড়ম্বর মাত্র।"

"বস্তুত সম্মুখযুদ্ধের জন্য হপ্‌লাইটের সংখ্যা ব্যতীত অন্য সব দিক দিয়ে শুধু শত্রুর সমকক্ষ বাহিনী নিয়েই নয়, তার চাইতে অনেক বেশী শক্তিমান বাহিনী নিয়েও যদি আমরা এথেন্স ত্যাগ করি তবু সিসিলি জয় করা কিংবা আত্মরক্ষা করা সহজসাধ্য হবে না। নিজেদের কাছে একথা আমাদের গোপন রাখলে চলবে না যে, চতুর্দিকে বিদেশী ও শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি নগর আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি এবং এইপ্রকার কাজে অগ্রসর হতে হলে অবতরণের প্রথম দিনটিতেই দেশটির উপর প্রভুত্ব-

স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তাতে ব্যর্থ হলে নানাবিধ দুরূহ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং এই সব আশঙ্কাজনক সম্ভাবনার কথা স্মরণে রাখতে হবে। আমাদের প্রয়োজন সৎ পরামর্শ ও অধিকতর প্রসন্ন ভাগ্য (নশ্বর মানবের পক্ষে)। এ জিনিস আশা করা দুরাশা মাত্র। সেজন্য যাত্রার আগে আমি যথাসম্ভব ভাগ্য-নিরপেক্ষভাবে প্রস্তুত হতে চাই এবং যাত্রার সময়ে একটি শক্তিশালী বাহিনীর পক্ষে যতখানি নিরাপদ হওয়া সম্ভব সেইভাবে রওনা হতে চাই। সাধারণভাবে দেশের পক্ষে এবং বিশেষভাবে অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে এটিই নিশ্চিততম ও নিরাপদতম পথ। যদি কেউ অন্যরকম মত প্রকাশ করেন তবে আমি তাঁর পক্ষে পদত্যাগ করছি।"

নিকিয়াস তাঁর বক্তব্য শেষ করে ভাবলেন যে অভিযানের এই বিশালতার কথা শুনে এথেনীয়গণ বিরক্ত হয়ে উঠবে। নতুবা তাঁর ইচ্ছা ছিল অভিযানে যদি অংশগ্রহণ করতেই হয় তবে যেন যথাসম্ভব নিরাপদ ব্যবস্থাসহ রওনা হতে পারেন। অভিযানের ব্যয়বাহুল্যের জন্য এর প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া দূরের কথা এথেনীয়গণ বরং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উৎসাহী হয়ে উঠল এবং নিকিয়াস যা ভাবলেন ঠিক তার বিপরীত ঘটল। তাঁর পরামর্শ তাদের কাছে চমৎকার বোধ হল এবং অভিযানটি যেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ অভিযান বলে প্রতীত হল। এর প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। অপেক্ষাকৃত প্রবীণগণ ভাবলেন যে, হয় অভিযানের লক্ষ্যবস্তুটি বিজিত হবে নতুবা অন্তত এত বৃহৎ বাহিনীর কোনো বিপর্যয় ঘটবে না। তরুণদের মনে দূরদেশের নতুন দৃশ্য দেখবার ও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার এক তীব্র আগ্রহ জেগে উঠল এবং তারা যে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই পোষণ করল না। সাধারণ লোক ও সৈন্যদল ভাবল কিছুদিনের জন্য অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে বেতনের জন্য স্থায়ী অর্থকরী ভান্ডার গড়ে উঠবে। অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ সঞ্চারিত হবার ফলে অল্প যে কয়েকজন ব্যক্তি এই অভিযানের বিরোধী ছিল তারাও পাছে তাদের সকলে দেশপ্রেমিক না মনে করে এই ভয়ে বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করল না এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল।

অবশেষে একজন এথেনীয় ব্যক্তিগতভাবে নিকিয়াসকে ডেকে এনে বলল, আর কথা বাড়িয়ে কিংবা অভিযানের বিলম্ব ঘটিয়ে কাজ নেই, বরং তিনি যেন সকলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় সৈন্যের কথা জানান। নিকিয়াস অনিচ্ছাসত্ত্বে বললেন, এই ব্যাপারে সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি শান্ত পরিবেশে বিস্তৃত আলোচনা করবেন, তবে বর্তমানে তাঁর মনে হচ্ছে অন্তত ১০০টি ট্রায়ারিম নিয়ে যাত্রা করা উচিত। স্থিরীকৃত সংখ্যা অনুসারে এথেনীয়গণ

পরিবহণ জাহাজ সরবরাহ করবে এবং মিত্রদের কাছ থেকে আরো জাহাজ চেয়ে পাঠাবে। মিত্র ও এথেনীয়দের হপ্‌লাইটের সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজার হওয়া চাই এবং সম্ভব হলে আরো হপ্‌লাইট থাকলে ভাল হয়। সৈন্যবাহিনীর বাকি অংশ সেই অনুপাতে হবে—এথেন্স ও ক্রীট থেকে তীরন্দাজ ও প্রস্তর-নিক্ষেপকারী এবং অন্য যাকিছু প্রয়োজনীয় মনে হবে সেনাধ্যক্ষগণ তা সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

যখন এইসব প্রস্তুতি চলছিল তখন একদিন দেখা গেল এথেন্সের স্বার্থের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল বলে যেমন বিবেচিত হবে সেই অনুসারে সৈনাবাহিনীর সংখ্যা ও সাধারণভাবে অভিযান সম্পর্কে ইচ্ছামতো ব্যবস্থা গ্রহণে পূর্ণ অধিকার সেনাধ্যক্ষগণের থাকবে। তারপর প্রস্তুতি শুরু হল, মিত্রদের কাছে বার্তা প্রেরিত হল এবং স্বদেশে তালিকা প্রস্তুত হতে লাগল। এইসব ব্যবস্থা করা বেশ সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল, কারণ, এথেন্স মহামারী ও দীর্ঘ যুদ্ধ থেকে সবে নিষ্কৃতি পেয়েছে, অনেক তরুণই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছে এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির ফলে মূলধনও সঞ্চিত হয়েছে।

যখন এই সকল প্রস্তুতি চলছিল তখন একদিন দেখা গেল এথেন্সের পাথরের হার্মী মূর্তিগুলির প্রায় সব কয়টির মুখমণ্ডলের এক রাত্রিতে বিকৃতিসাধন করা হয়েছে। বিখ্যাত চতুষ্কোণ আকারের এই মূর্তিগুলি প্রায় সব গৃহস্থবাড়ি ও মন্দিরের দেউড়িতে থাকে। কেউ জানত না কে একাজ করেছে, কিন্তু অপরাধীকে ধরবার জন্য প্রচুর জাতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হল। তা ছাড়াও ঘোষণা করা হল যে, নাগরিক, বিদেশী অথবা ক্রীতদাস, যে কেউই অন্য কোনো অধার্মিক ক্রিয়া-সংঘটনের সংবাদ জানে সে-ই যেন নির্ভয়ে এসে জানিয়ে যায়। সমগ্র বিষয়টির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা হল। অভিযানের পক্ষে একে একটি অশুভ লক্ষণ বলে ধরা তো হলই, পরন্তু মনে হল গণতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের ইহা একটি নিদর্শন।

কিছু বিদেশী ও ব্যক্তিগত ভৃত্যের কাছ থেকে সামান্য সংবাদ পাওয়া গেল। হার্মী সম্পর্কে নয়, কিন্তু আগে অন্যান্য মূর্তি বিকৃতির যেসব ঘটনা ঘটেছিল সে বিষয়ে জানা গেল মদ্যপান করে কৌতুকচ্ছলে তরুণরা এমন করে-ছিল। তাছাড়া অনেক গৃহে রহস্যময় ঘটনার ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে আল্কিবিয়াডিস ছিলেন এবং যারা তাঁর সর্বাধিক বিরোধী ছিল তারা ব্যাপারটিকে ছাড়ল না। কারণ, তাদের পক্ষে জনগণের নেতৃত্বলাভের পথে তিনি ছিলেন বাধাস্বরূপ এবং তারা ভাবল একবার তাঁকে অপসারণ করতে পারলে পরবর্তী সুযোগ তাদেরই। সুতরাং তারা ঘটনাটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল রহস্যময় ঘটনা ও হার্মীর মূর্তি

বিকৃতি গণতন্ত্র উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবং এইসবের মধ্যে আল্কিবিয়াডিসের হাত আছে। প্রমাণ হিসাবে তারা তাঁর সাধারণ জীবন ও অভ্যাসের অগণতান্ত্রিক যথেচ্ছাচারের উল্লেখ করল। আল্কিবিয়াডিস সেখানে অভিযোগগুলি অস্বীকার করলেন এবং অভিযান শুরু করবার আগেই (এর প্রস্তুতি তখন সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল) বিচারের দাবি জানিয়ে বললেন তাঁর উপর যে-সব অভিযোগ চাপানো হয়েছে সে-সব পরীক্ষা করে দেখা হোক। যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন তবে যেন তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়, নির্দোষ প্রমাণিত হলে তবে তিনি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি তাদের কাছে আবেদন জানালেন তাঁর অনুপস্থিতিতে যেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া না হয় বরং অপরাধী প্রমাণিত হলে এখনই যেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এইরকম গুরুতর একটি অভিযোগ অমীমাংসিত রেখে এত বৃহৎ একটি বাহিনীর নেতৃত্বভারসহ তাঁকে বিদেশে প্রেরণ করা খুবই অসমীচীন হচ্ছে। কিন্তু তাঁর শত্রুদের ভয় হল যে অবিলম্বে বিচার হলে তিনি সৈন্যবাহিনীর সমর্থন পাবেন, জনগণও তাঁর প্রতি কঠোর হতে পারবে না, কারণ আর্গসীয়গণকে ও কিছুসংখ্যক ম্যাণ্টিনীয়কে অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি তাদের প্রীতি অর্জন করেছিলেন। সুতরাং তারা তাঁর প্রস্তাবটি বাতিলের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে লাগল এবং কয়েকজন বক্তার মাধ্যমে জানাল যে সৈন্যবাহিনীর যাত্রার বিলম্ব না ঘটিয়ে তাঁর এখনই রওনা হওয়া উচিত এবং তিনি ফিরে আসবার নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের মধ্যেই তাঁর বিচার হবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তখনকার মত তাঁকে অভিযানে প্রেরণ করা এবং পরে আরো গুরুতর কয়েকটি অভিযোগের জন্য তাঁকে বিচারার্থে স্বদেশে আহ্বান করা, তাঁর অনুপস্থিতিতে এই অভিযোগগুলো সাজানো তাদের পক্ষে সহজ হবে। অতএব, স্থির হল আল্কিবিয়াডিস যাত্রা করবেন।

এরপর গ্রীষ্মের মধ্যভাগে সিসিলি অভিযান প্রেরিত হল। অধিকাংশ মিত্রদের আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা শস্যবোঝাই জাহাজ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৌকা ও অভিযানের অন্যান্য উপকরণ নিয়ে করসাইরাতে সমবেত হয়। তারপর তারা সেখান থেকে আইওনীয় সমুদ্র অতিক্রম করে ইয়াপিজিয়া অন্তরীপে পৌঁছবে। কিন্তু এথেনীয়গণ নিজেরা ও যে-সব মিত্র তাদের সঙ্গে ছিল তারা একটা নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলায় পাইরিউসে গিয়ে সমুদ্রযাত্রার জন্য জাহাজগুলি সুসজ্জিত করতে লাগল। বাকি জনগণ, বস্তুত বিদেশী ও নাগরিক মিলে সমগ্র নগরটিই, তাদের সাথে পাইরিউসে গেল; নগরবাসীরা প্রত্যেকেই তাদের সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে—বন্ধু, আত্মীয় কিংবা পুত্র—এল। মনে তাদের আশা এবং বিষাদ। আশা জাগছিল সম্ভাব্য জয় সম্বন্ধে, কিন্তু স্বদেশ থেকে দূরে এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পরে হয়তো প্রিয়জনকে আর কখনো দেখা যাবে না এই আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত

হয়ে উঠছিল। বস্তুত সেই মুহূর্তে, যখন তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখনই ঠিক বিপদের গুরুত্ব যেন অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল, অভিযানের সিদ্ধান্ত যখন তারা গ্রহণ করেছিল তখন বিপদের রূপ ছিল অবগুণ্ঠনমণ্ডিত। অবশ্য সৈন্যবাহিনীর শক্তি দর্শনে এবং অন্যান্য প্রতিটি বিভাগে উপকরণের প্রাচুর্যের বহরে তারা আশ্বস্ত হল। বিদেশীগণ ও জনতার অন্যান্যগণ এসেছিল শুধু কল্পনাতীত আশ্চর্য একটি দৃশ্যের আকর্ষণে।

একটি একক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত আর কোনো অভিযান এ পর্যন্ত এমন ব্যয়বহুল হয়নি, সেরা সৈন্যের সমাবেশে এমন উজ্জ্বল হয়নি। শুধু জাহাজ ও হপ্‌লাইটের সংখ্যার দিক থেকে এপিডরাসের বিরুদ্ধে পেরিক্লিসের বাহিনী কিংবা হ্যাগননের নেতৃত্বে পটিডিয়ার বিরুদ্ধে সেই একই বাহিনীর তুলনায় এটা বৃহত্তর ছিল না। এই বাহিনীতে ছিল চার হাজার এথেনীয় হপ্‌লাইট তিনশ' অশ্বারোহী ও একশ'টি ট্রায়ারিম, উপরন্তু ছিল পঞ্চাশটি লেসবীয় ও চিওসীয় জাহাজ এবং বহু মিত্রসৈন্য। কিন্তু সেই অভিযানের দূরত্ব ছিল অল্প, সরঞ্জামও ছিল সামান্য। কিন্তু বর্তমান বাহিনীটিকে দীর্ঘস্থায়ী স্থল ও নৌযুদ্ধের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং জাহাজ ও সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সরঞ্জাম এতে ছিল। নৌবহরটি অতিশয় সুসজ্জিত ছিল এবং সেজন্য বিভিন্ন অধ্যক্ষ ও রাষ্ট্রের বহু অর্থব্যয় হয়েছিল। প্রতিটি নাবিকের জন্য রাষ্ট্রের দেয় ছিল দৈনিক এক ড্রাকমা, প্রতিটি শূন্য জাহাজের ব্যয়ও রাষ্ট্রই বহন করত (ষাটটি যুদ্ধ জাহাজ চল্লিশটি পরিবহণ জাহাজ) এবং এই জাহাজগুলোতে যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ নাবিক গ্রহণ করা হল। কোষাগার থেকে প্রদত্ত বেতন ছাড়াও পোতাধ্যক্ষগণ প্রধান দাঁড়ীদের ও অন্যান্য নাবিকদের অর্থ দিলেন এবং জাহাজের অগ্রভাগস্থ প্রতিমূর্তি ও অন্যান্য সরঞ্জামের জন্যও উদার হাতে ব্যয় করা হল। প্রত্যেকেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল যেন সৌন্দর্য ও গতিবেগে তার জাহাজটাই যেন শ্রেষ্ঠ হয়। তালিকা থেকে বাছাই-করা উৎকৃষ্ট সৈন্যদের নিয়ে স্থলবাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং তারাও অস্ত্র ও ব্যক্তিগত রণসজ্জার দিকে প্রখর মনোযোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে অন্যান্য হেলেনীয়গণের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি হল যে এটা যেন শত্রুর বিরুদ্ধে সজ্জিত অভিযানের প্রস্তুতি নয়, বরং শক্তি ও সম্পদের একটি চমকপ্রদ প্রদর্শনী। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যয়িত সরকারী অর্থ এবং সৈন্যদের নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাব ধরলে দেখা যাবে নিয়োজিত অর্থের অঙ্ক বিরাট। অভিযানের জন্য ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র যা ব্যয় করেছেন এবং পোতধ্যক্ষগণ জাহাজের জন্য নিজেরা যা ব্যয় করেছেন, সেনাধ্যক্ষদের সাথে রাষ্ট্র যে অর্থ প্রেরণ করছে এবং ব্যক্তিগত সরঞ্জামের জন্য সৈন্যগণ নিজেরা যা ব্যয়

করেছে—সেই সব তো এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবেই ; উপরন্তু রাষ্ট্রপ্রদত্ত বেতন ব্যতীত প্রত্যেকেই এত দূরযাত্রার জন্য যে নিজস্ব পথ-খরচ সঙ্গে নিয়েছিল এবং সৈন্য ও ব্যবসায়িগণ বিনিময়ের উদ্দেশ্যে যে অর্থ নিয়ে গিয়েছিল—তাও হিসাবে ধরতে হবে। বস্তুত অভিযানটি শুধু যে এর আশ্চর্যজনক দুঃসাহস ও চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্যের জন্যই প্রসিদ্ধ হয়েছিল তা নয়। যে শত্রুর বিরুদ্ধে এটা প্রেরিত হচ্ছে তার তুলনায় এর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব এবং এথেন্স কর্তৃক প্রেরিত পূর্ববর্তী সব অভিযানের তুলনায় এর অতিক্রম্য পথের দূরত্বও একে স্মরণীয় করে তুলেছিল। তাছাড়া উদ্যোক্তাদের সম্পদের তুলনায় এর উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষাও কম রোমাঞ্চকর ছিল না।

জাহাজগুলো সৈন্য দ্বারা সজ্জিত হলে এবং আবশ্যক সব দ্রব্যাদি জাহাজে প্রস্তুত হলে রণভেরী বাজিয়ে মৌনাবলম্বনের আদেশ দেওয়া হল। তখন সব জাহাজগুলো একসঙ্গে একজন ঘোষকের নির্দেশ অনুসারে প্রথানুযায়ী প্রার্থনা নিবেদন করল, সমগ্র বাহিনীর মধ্যে পানপাত্র বিতরণ করা হল এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পানপাত্র থেকে সৈন্যগণ ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ তর্পণ করল। দণ্ডায়মান জনতাও এই প্রার্থনায় যোগ দিল, নাগরিক ও শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে। স্তোত্রপাঠ ও তর্পণের পরে যাত্রা শুরু হল। প্রথমে সারিবদ্ধভাবে এবং পরে ঈজিনা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করে। এইভাবে অভিযানটি দ্রুতগতিতে করসাইরা অভিমুখে চলল, সেখানে অন্যান্য মিত্রগণ সমবেত হয়েছিল।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের সপ্তদশ বর্ষ—সাইরাকিউসে দলসমূহ—হার্মোডিয়াস ও অ্যারিষ্টোজিটনের ইতিবৃত্ত—আল্কিবিয়াডিসের অপমান।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাইরাকিউসে অভিযান সংক্রান্ত সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত কেউ এই সংবাদ বিশ্বাস করেনি। বস্তুত একটি সভা আহূত হয়েছিল, সেখানে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দিয়েছিলেন—কেউ এথেনীয় অভিযানকে বিশ্বাস করে, কেউ তা খণ্ডন করে। বক্তাদের মধ্যে হার্মোনের পুত্র হার্মোক্রেটিসও ছিলেন। তিনি প্রকৃত তথ্য জানবার ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ দিলেনঃ

"অভিযানের সত্যতা সম্পর্কে বললে হয়তো আপনারা অন্যদের মতো আমাকেও বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমি জানি যে, কেউ আপাত-অবিশ্বাস্য কথা বলে বা পুনরুক্তি করে কাউকেই স্বমতে আনতে তো পারেই না বরং তার দুশ্চিন্তার জন্য সকলেই তাকে নির্বোধ মনে করে। তথাপি রাষ্ট্র যখন বিপন্ন এবং আমি যখন বিষয়টি সম্পর্কে অন্য সকলের অপেক্ষা বেশি ভালোভাবে জানি, তখন ভয় পেয়ে চুপ করে থাকতে পারি না। আপনারা যতই আশ্চর্য হোন না কেন এথেনীয়গণ নৌশক্তি ও স্থলশক্তি সম্বলিত বিরাট বাহিনী নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেছে, প্রকাশ্যত এজেস্টীয়গণকে সাহায্য করতে এবং লিয়ন্টিনিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিসিলি জয় করতে, বিশেষত আমাদের রাষ্ট্রকে জয় করতে। কারণ একবার আমরা পরাস্ত হলে, তাদের ধারণা, অন্যদের সহজেই জয় করা যাবে। সুতরাং শীঘ্রই তাদের এখানে দেখবার জন্য প্রস্তুত হোন এবং নিজেদের যা কিছু উপকরণ আছে তা দিয়ে সাধ্যমতো তাদের প্রতিহত করবার কথা চিন্তা করুন। সংবাদটিকে অবজ্ঞা করে অসতর্ক হবেন না, কিংবা অবিশ্বাস করে জনগণের কল্যাণকে অবহেলা করবেন না। যাঁরা আমাকে বিশ্বাস করছেন, শত্রুশক্তির বিশালত্ব এবং দুঃসাহসের কথা ভেবে তাঁরা বিহ্বল হবেন না। আমরা তাদের যত ক্ষতি করতে পারব তারা আমাদের ততটা পারবে না। তাদের সেনাবাহিনীর বিরাটত্বে আমাদের যে কিছুটা সুবিধা হবে না তা নয়। বস্তুতঃ সিসিলীয়দের দিক থেকে বিচার করলে, তাদের বাহিনী যত বড় হবে ততই আমাদের মঙ্গল, কারণ ভীতিবিহ্বল হয়ে আপরাপর সিসিলীয়গণও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী হবে। যদি এথেনীয়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাধসেধে তাদের আমরা পরাজিত করতে পারি কিংবা এখান থেকে বিতাড়িত করতে পারি (কারণ এক মুহূর্তেও আমার এই আশংকা হয় না যে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে), তবে তা হবে আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক কৃতিত্ব

এবং আমার বিবেচনায় তা মোটেও অসম্ভব নয়। হেলেনীয় হোক বা না হোক, স্বদেশ থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে যারা গিয়েছে তারা খুব কমই সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। আক্রান্ত দেশটির জনগণ ও তাদের প্রতিবেশীরা ভীতি-বশতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আক্রমণকারী বাহিনী কখনই তাদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না। যদি তারা বিদেশে সরবরাহের অভাবে অকৃতকার্য হয়, তারা নিজ দোষে ব্যর্থ হলেও আক্রান্ত দেশটি গৌরবের অধিকারী হয়। ঠিক একই কারণে পারসিক পরাজয়ের পর এই এথেনীয়গণেরও শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল। প্রধানত বিভিন্ন আকস্মিক কারণেই পারসিকদের পরাজয় হয়েছিল তবু যেহেতু তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এথেন্স, সুতরাং কৃতিত্বটা হল তারই। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস অনায়াসে ঘটতে পারে।

"সুতরাং আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রস্তুতি শুরু করে দিতে পারি। কিছু সিসেলের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের সাথে সম্বন্ধ দৃঢ়তর করতে পারি, অপরাপরদের বন্ধুত্ব ও মৈত্রী আদায় করতে পারি এবং সিসিলির অন্যত্র দূত পাঠিয়ে জানাতে পারি বিপদ সকলেরই, ইতালিতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের আমরা মৈত্রীভুক্ত করতে পারি, অন্তত তারা যেন হীন এথেনীয়-গণকে গ্রহণ না করে সে ব্যবস্থা করতে পারি। কার্থেজে দূত প্রেরণ করা খুবই উচিত বলে আমি মনে করি, তারাও নিশ্চয় কখনও নিঃশঙ্ক নয়, বরং তাদের সর্বদাই ভয় যে এথেনীয়গণ হয়তো একদিন তাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে এবং হয়তো ভাবে যে, সিসিলিকে ধ্বংস হতে দিলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং প্রকাশ্যে না হোক গোপনে যে-কোনরকমে হয়তো তারা সিসিলিকে সাহায্য দিতে ইচ্ছুক। ইচ্ছা করলে বর্তমানে অপর কেউ অপেক্ষা তারাই সাহায্য করতে বেশী সক্ষম, কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সঞ্চয় তাদের সর্বাধিক এবং অন্য সব বিষয়ের মতন যুদ্ধের পক্ষেও এসব খুবই সহায়ক। স্পার্টা ও করিন্থে দূত প্রেরণ করে যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসবার এবং হেলাসের যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চালাবার আবেদন জানাতে পারি। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে যা আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ বলে আমি মনে করি তা হয়তো আপনারা চিরন্তন শান্তি-প্রীতির নিমিত্ত সহজে বুঝতে পারবেন না, তথাপি আমাকে বলতেই হবে। যদি আমরা সিসিলীয়গণ সকলে, অন্তত আমরা ছাড়া আরো যতজন সম্ভব, সমগ্র নৌবহর ও দুমাসের রসদ নিয়ে ট্যারেন্টাম ও ইয়াপিজীয় অন্তরীপে এথেনীয়গণের সম্মুখীন হই এবং তাদের বুঝিয়ে দিই যে সিসিলির জন্য যুদ্ধের পূর্বে আইওনীয় সমুদ্রে পথ করে নেবার জন্য তাদের যুদ্ধ করতে হবে, তবে তাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভীতিবিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারব এবং তারা ভাবতে বাধ্য হবে যে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের একটা ঘাঁটি আছে—কারণ ট্যারেন্টাম

আমাদের গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত—অথচ এথেনীয়গণকে সমগ্র বাহিনী নিয়ে বিরাট সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, পথের দৈর্ঘ্যবশতঃ বাহিনীর শৃঙ্খলা বজায় রাখা শক্ত হবে এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা ও ধীরগতির ফলে আমাদের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা বোঝা কমিয়ে দ্রুতগামী জাহাজগুলোকে একত্রিত করে আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে দাঁড় টেনে তারা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। অথবা তা করতে অনিচ্ছুক হলে ট্যারেণ্টামে ফিরে যাবে। অথচ সামান্য রসদসহ শুধু যুদ্ধ করবার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জনশূন্য স্থানে এসে তাদের খুব অসুবিধা হবে। হয় সেখানে অবস্থান করে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে অন্যথায় বাকি সৈন্যদের ফেলে উপকূল বরাবর অগ্রসর হবার চেষ্টা করবে, কিন্তু নগরগুলো তাদের গ্রহণ করবে কিনা এই অনিশ্চয়তায় তারা আরো অসহায় বোধ করবে। আমার মনে হয় শুধু এই চিন্তা করে তারা করসাইরা থেকে রওনা হতে সাহস করবে না। আমাদের সৈন্যসংখ্যা ও অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিবেচনাতেই সময় ক্ষয় হয়ে শীত এসে পড়বে, হয়তো এরূপ অপ্রত্যাশিত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তারা অভিযানই বাতিল করে দেবে। বিশেষতঃ আমি যা শুনেছি, তাদের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের এই বীরত্বব্যঞ্জক শক্তি প্রদর্শন যে অজুহাতের সুযোগ এনে দেবে তা তিনি কখনই হাতছাড়া করবেন না। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের সংখ্যা বিষয়ে তারা অতিরঞ্জিত খবর পাবে, যা শোনা যায় মানুষের মন তাতেই বিচলিত হয়। তাছাড়া যে প্রথম আক্রমণ করে অথবা জানায় যে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে সে কৃতসংকল্প সে অধিকতর ভীতিপ্রদ, কারণ মানুষ দেখে যে, সে জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত। এবার এথেনীয়গণের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস ঘটবে। তারা এখন আমাদের এই বিশ্বাসে আক্রমণ করছে যে, আমরা বাধা দেব না। আমাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করবার তাদের যথেষ্ট কারণ আছে। তাদের ধ্বংস করবার জন্য আমরা স্পার্টীয়দের সাহায্য করিনি। আমাদের কাছ থেকে যে সাহস দেখবার জন্য তারা প্রস্তুত নয়, তা দেখতে পেলে আকস্মিকতা তাদের এমন ভীত করবে যে, আমাদের প্রকৃত শক্তির পরিচয় পেয়েও তারা এতটা ভয় পেত না। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনারা এই সাহসের পরিচয় দিন। কিন্তু যদি তা না হয় তবে অন্ততঃ সাধারণ যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। আপনারা সকলে মনে রাখবেন কার্যক্ষেত্রের সাহসের দ্বারাই শত্রুর প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যায়। বর্তমান মুহূর্তে আমাদের এমন পথ গ্রহণ করতে হবে যা ভয়প্রণোদিত এবং নিরাপত্তার পক্ষে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতিবাহী। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন সত্যিই বিপদ ঘটেছে। এথেনীয়-

গণ যে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু করেছে এবং শীঘ্রই এসে পড়বে—এতে কোন সন্দেহ নেই।"

হার্মোক্রেটিসের বক্তব্য শেষ হল। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসবাসিগণের মধ্যে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল—কারো কারো মতে এথেনীয়গণ আসবার কথা চিন্তাই করছে না এবং হার্মোক্রেটিসের কথায় কোন সত্যতা নেই। অন্যেরা বলল যদি তারা আসেও, এমন কি ক্ষতি করতে পারবে যার দশগুণ বেশী প্রতিফল পাবে না? আবার অনেকে ব্যাপারটি লঘু করে পরিহাসে পরিবর্তিত করল। মাত্র অল্প কয়েকজন হার্মোক্রেটিসের কথায় বিশ্বাস করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হল। ইতিমধ্যে জনগণের নেতা ও অপরিসীম প্রভাবশালী এথেনাগোরাস অগ্রসর হয়ে বললেনঃ

"এথেনীয়দের যেরূপ বিপথচালিত বলে মনে করা হচ্ছে, কিংবা তারা আমাদের প্রজা হবার জন্য এখানে আসতে পারে বলে যা বলা হচ্ছে, তা যদি সত্যও হয় তবে যে এই সব চায় না, সে হয় কাপুরুষ না হয় দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু যারা এরূপ খবর ছড়াচ্ছে এবং আপনাদের এমন ভয় দেখাচ্ছে তাদের ধৃষ্টতায় এত অবাক হচ্ছি না যত হচ্ছি তাদের নির্বুদ্ধিতায়—যদি তারা মনে করে থাকে যে তাদের উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারছি না। আসল কথা, ভীত হবার পক্ষে আছে তাদের ব্যক্তিগত কারণ এবং নিজেদের ভীতি যাতে সর্বব্যাপী আতঙ্কের ছায়ায় আবৃত করা যায় সেজন্য রাষ্ট্রের মধ্যে ভীতিবিহ্বলতা সৃষ্টিতে তারা প্রয়াসী। বস্তুত এই সংবাদগুলোর মূল্য হচ্ছে এটাই। এদের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই, যারা সব সময় সিসিলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চায় তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সব সংবাদ তৈরী করে। এরা যা বলছে তার সম্ভাব্যতা বিচার করে আপনারা বিচক্ষণতা অবলম্বন করুন। বিচার করে দেখুন বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী ব্যক্তিদের (এথেনীয়গণের সম্পর্কে আমার এইরূপই ধারণা) পক্ষে কি করা সম্ভব। এটা সম্ভব নয় যে তারা পেলোপনেসীয়গণকে পশ্চাতে ফেলে আসবে এবং হেলাসের যুদ্ধ শেষ করবার আগেই ঠিক একই আয়তনের নতুন একটি যুদ্ধ সিসিলিতে শুরু করতে আসবে। বস্তুত আমার বিবেচনায়, আমাদের নগরসমূহের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও যে আমরা তাদের আক্রমণ করিনি, এতেই তারা খুব খুশী আছে।

"কিন্তু যেরূপ শুনেছি যদি সত্যিই তারা আসে, তবে আমার মতে যুদ্ধ চালাবার পক্ষে পেলোপন্নিসের তুলনায় সিসিলি অনেক বেশী সক্ষম। কারণ সব দিক থেকে সিসিলি অধিকতর প্রস্তুত এবং অনুমিত আক্রমণকারী বাহিনীটির তুলনায় আমাদের নগরটি অনেক বেশী শক্তিশালী—এমনকি তারা

দ্বিগুণ হলেও। আমি জানি তাদের সাথে অশ্বারোহী নেই এবং এজেস্টীয়দের কাছে সামান্য কিছু ব্যতীত এখানেও তারা অশ্বারোহী সংগ্রহ করতে পারবে না। আমাদের সমানসংখ্যক হপ্‌লাইটও তারা আনতে পারবে না, কারণ জাহাজ যতই হাল্কা হোক এতদূরে আসা কষ্টকর। তা ছাড়া এত বড় একটা নগরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হলে যে পরিমাণ অন্যান্য রসদ আনতে হয় তা বিবেচনা করে পরিবহণ জাহাজের কথা আর উল্লেখই করলাম না। বস্তুতঃ, এ বিষয়ে আমার মত এত দৃঢ় যে আমি বুঝতে পারছি না সাইরাকিউসের মতোই বৃহৎ একটি নগরকে সঙ্গে এনে যদি তারা এখানে অবস্থান করে এবং আমাদেরই সীমান্ত থেকে যুদ্ধ চালায় তবে কি ভাবে তারা নিজেদের ধ্বংস এড়াবে? বিরুদ্ধভাবাপন্ন ঐক্যবদ্ধ সিসিলির বিরুদ্ধে জাহাজ থেকে স্থাপিত শিবির, তাঁবু ও কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সাহায্যে, আমাদের অশ্বারোহীদের ভয়ে অধিকদূর তৎপরতা চালাতে অসমর্থ অবস্থায় তাদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আরো কত ক্ষীণ।

"কিন্তু আমি বলছি, এথেনীয়গণ এটা জানে, এবং আমি নিশ্চিত জানি যে হেলাসের অধিকার-সমূহ বজায় রাখতেই তারা ব্যস্ত, অথচ লোকেরা এখানে এমন সমস্ত গল্প তৈরি করছে যা সত্য নয়, কখনও সত্য হবেও না। এই সব ব্যক্তিদের আমি এই প্রথম দেখছি তা নয়। যখন তারা কাজে পারে না, তখন এরূপ নানা জঘন্য মিথ্যা গল্পের মাধ্যমে জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ব করতে চায়। এদের আমি সর্বদাই লক্ষ্য করেছি। আমি যথার্থই ভয় পাচ্ছি এদের দীর্ঘপ্রচেষ্টা কোনো একদিন না সফল হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তীব্র ভাবে এটা অনুভব করতে না পারব ততক্ষণ বাধাদানের শক্তিও আমাদের হবে না কিংবা ষড়যন্ত্রকারীদের চিনতে পারলেও তাদের আমরা প্রতিরোধ করতে পারব না। আমাদের নগরে কোনো দিনই শান্তি থাকে না, বরং এখানে সর্বদাই গোলমাল, শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এখানে অবিরাম; তাছাড়া পৌনঃপুনিক লজ্জাকর ষড়যন্ত্র এবং একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা তো আছেই। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে সমর্থন করেন তা হলে আমাদের আমলে যাতে এরূপ না ঘটে সেজন্য আমি চেষ্টা করে যাব। আমার রীতি হচ্ছে আপনাদের, জনগণকে স্বমতে আনয়ন করা এবং এই সব ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দেওয়া—যখন তারা কার্যক্ষেত্রে ধরা পড়বে শুধু তখনই নয়, অবশ্য এই সব কাজ সফল করা দুঃসাধ্য, কাজ করবার ক্ষমতা না থাকলেও তাদের দুরভিসন্ধিমূলক ইচ্ছার জন্য শাস্তি তাদের প্রাপ্য। শত্রু যা করে শুধু সেই জন্যই তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার তা নয় সে কি করতে চায় তা দেখে

পূর্বেই তাকে দমন করা দরকার। প্রথমে সতর্ক না হলে পরে ফল ভোগ করতে হয়। যারা মুখ্যতন্ত্র চায় আমি তাদের ভর্ৎসনা করছি, লক্ষ্য করছি এবং সতর্ক করছি—আমার মতে কুপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনবার এটাই সর্বাপেক্ষা কার্যকর পথ। সর্বোপরি, যে প্রশ্ন আমি সর্বদাই করে থাকি, তরুণগণ, আপনারা কি চান? আপনারা কি এখনই ক্ষমতায় আসতে চান? তাতে আইনের বাধা আছে, যোগ্যতা সত্ত্বেও আপনাদের অপমান করা এই আইনের উদ্দেশ্য নয়—আপনারা এখনো যোগ্যতা অর্জন করেননি—এটাই এই আইনের বক্তব্য। ততদিন পর্যন্ত আপনারা অধিকাংশের সাথে আইনগত সাম্য পাবেন না। কিন্তু একই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলে একই রকম সুবিধার অধিকারী হবে না—এই বা কিরূপ বিধান?"

"হয়ত বলা হবে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুব বিচক্ষণও নয়, পক্ষপাত-শূন্যও নয়, বরং ধনী ব্যক্তিরাই শাসন করবার পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত। পক্ষান্তরে আমি বলতে চাই, ডেমস বা জনগণ শব্দটি সমগ্র রাষ্ট্রকে বোঝায়, কিন্তু মুখ্যতন্ত্র বলতে বোঝায় দেশের একটি অংশকে। দ্বিতীয়তঃ ধনীরা যদি সম্পত্তির সেরা অভিভাবক হন এবং বিজ্ঞরা হন সেরা পরামর্শদাতা তবে জনগণও হল শ্রেষ্ঠ শ্রোতা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী। গণতন্ত্রে এই সব প্রতিভার স্বতন্ত্র ভাবে ও যৌথ ভাবে স্থান আছে। মুখ্যতন্ত্র জণগণকে বিপদের অংশ দেয় বটে, কিন্তু নিজেরা লাভের শুধু বৃহত্তম অংশ নিয়েই খুশী নয়, সমস্তটাই আত্মসাৎ করে। আপনাদের মধ্যে যারা শক্তিমান ও তরুণ তাদের লক্ষ্য এই দিকেই, কিন্তু একটি মহান দেশে তারা তা অর্জনে সক্ষম হবেন না।"

"কিন্তু এখনো, নির্বোধ আপনারা, যদি আপনাদের খলতা বুঝতে না পেরে থাকেন, তবে বলব, আমার পরিচিত হেলেনীয়দের মধ্যে আপনারাই সর্বাপেক্ষা নির্বোধ। কিন্তু যদি এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সেই উদ্দেশ্য সাধনে সমান তৎপর হন, তবে আপনারা হলেন চরম অপরাধী। এটা যদি অনুতাপের বিষয় নাও হয় তথাপি বিজ্ঞতার পথ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ রক্ষা করে সমগ্র দেশবাসীর হিতসাধনে যত্নবান হবার সময় এখনও আছে। মনে রাখবেন, দেশের সৌভাগ্যের সময়ে আপনাদের দলের প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও অংশ পাবেন, অধিকাংশ সহ-নাগরিক অপেক্ষা বেশীই পাবেন। কিন্তু যদি আপনাদের অন্য উদ্দেশ্য থাকে তবে সর্বতোভাবে বঞ্চিত হবার ঝুঁকি নিতে হবে। এরূপ গুজব ছড়ান বন্ধ করুন, জনগণ আপনাদের উদ্দেশ্য জানে, তারা কিছুতেই এসব সহ্য করবে না। এথেনীয়গণ যদি আসে তবে আমাদের দেশ নিজ মর্যাদার অনুরূপভাবে তাদের প্রতিহত

করবে। তা ছাড়া আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ রয়েছেন, তাঁরা এদিকে দৃষ্টি রাখবেন। যদি এই সমস্ত ব্যাপার সত্য না হয় (যেমন আমার বিশ্বাস) তবে আপনাদের চাতুরীতে নগর বিন্দুমাত্র আতঙ্কগ্রস্ত হবে না, কিংবা আপনাদের শাসক নিযুক্ত করে স্বেচ্ছায় দাসত্বের পথ বেছে নেবে না। নগর নিজেই বিষয়টি দেখবে এবং আপনাদের কথাকে কাজ হিসাবে পরীক্ষা করবে। শুধু তা নয়, আপনাদের কথায় কর্ণপাত করে স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে বরং নগরের মর্যাদারক্ষাকারী যে সব উপায় আছে তাদের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা রক্ষায় কৃতসংকল্প হবে।"

এথেনাগোরাসের বক্তব্য শেষ হল। সেনাধ্যক্ষগণের অন্যতম একজন অগ্রসর হয়ে এসে অন্য কাউকে সুযোগ না দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন ঃ

"বক্তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও শ্রোতৃগণকর্তৃক তা সমর্থন—কোনটাই বিজ্ঞজনোচিত নয়, বরং যে সব সংবাদ এসে পেঁৗছাচ্ছে তার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া দরকার, দেখতে হবে কিভাবে আমরা সকলে—স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমগ্র দেশ—আক্রমণকারীদের প্রতিহত করবার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিতে পারি। যদি প্রয়োজন নাও থাকে তথাপি অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে রাখলে ক্ষতি নেই। আমরা এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করব এবং অন্যান্য নগরগুলির মনোভাব জানবার জন্য লোক পাঠিয়ে কিংবা অন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে হয়, তা করব। কিছু কিছু ইতিমধ্যে আমরা করেছি, অন্য যা কিছু পরে জানা যাবে তা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব।" সেনাধ্যক্ষের এই কথা শুনবার পর সাইরাকিউসীয়গণ সভা ত্যাগ করল।

ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ সমস্ত মিত্রগণকে নিয়ে করসাইরাতে সমবেত হয়েছিল। এখানে সেনাধ্যক্ষগণ পুনরায় সৈন্যবাহিনীকে পরীক্ষা করলেন এবং যেভাবে তারা নোঙর করবে ও শিবির স্থাপন করবে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাছাড়া সমস্ত নৌবহরকে তিনভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশ এক একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে স্থাপন করলেন। অন্যথায় সকলে একসঙ্গে চলতে থাকলে যে কোনো অঞ্চলে অবতরণ করবার ব্যাপারে জল, নোঙর করা ও রসদ সম্পর্কে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব সেনাধ্যক্ষ থাকবার ফলে শৃঙ্খলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। তারপর ইতালি ও সিসিলির কোন্ কোন্ নগর তাঁদের পক্ষে যোগদান করবে তা জানবার জন্য সে সব স্থানে তিনটি জাহাজ পাঠালেন। প্রত্যাবর্তন করবার পথে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য জাহাজগুলিকে

নির্দেশ দেওয়া হল যাতে তাঁরা অবতরণ করবার আগেই সংবাদ পেতে পারেন।

এরপর এথেনীয়গণ নোঙর তুলে করসাইরা থেকে সিসিলি অভিমুখে যাত্রা করল। এই বাহিনীতে মোট ১৩৪টি ট্রায়ারিম ছিল (তাছাড়া দুটি পঞ্চাশ দাঁড়বিশিষ্ট রোডীয় জাহাজ ছিল), তার মধ্যে ১০০টি ট্রায়ারিম ছিল এথেন্সের—৬০টি যুদ্ধ জাহাজ ও ৪০টি ছিল পরিবহণ জাহাজ; অন্য ট্রায়ারিমগুলি এসেছিল চিওস ও অন্যান্য মিত্রগণের কাছ থেকে। হপলাইট ছিল মোট ৫১০০, তার মধ্যে এথেনীয় ছিল ১৫০০ (তালিকাভুক্ত নাগরিকগণের মধ্যে থেকে), দরিদ্রতম এথেনীয়গণের মধ্যে থেকে ৭০০ জন, এবং অবশিষ্টাংশ ছিল মিত্রদেশীয় সৈন্যগণ—এদের মধ্যে কিছু ছিল এথেনীয় প্রজা, তাছাড়া ছিল ৫০০ আর্গসবাসী এবং ২৫০ জন ভাড়াটে ম্যান্টিনীয় সৈন্য। তীরন্দাজের সংখ্যা ছিল মোট ৪৮০, এদের মধ্যে ক্রীটীয় ছিল ৮০ জন। এরা ছাড়া ছিল রোড্‌স্‌-এর ৭০০ জন অস্ত্রনিক্ষেপকারী, মেগারার ১২০ জন লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্য এবং ৩০টি অশ্বসমেত ছিল একটি অশ্ব পরিবহন জাহাজ।

যুদ্ধের জন্য সমুদ্রপথে বহির্গত প্রথম বাহিনীটির শক্তি ছিল এইরূপ। রসদ পরিবহনের জাহাজের সংখ্যা ছিল ৩০। জাহাজগুলি শস্য বোঝাই ছিল। তাছাড়া ছিল রুটি সেঁকবার লোক, ছুতারমিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রি; দুর্গ-নির্মাণের যন্ত্রপাতিও ছিল সঙ্গে। এছাড়া ১০০ নৌকাও বাণিজ্য জাহাজের মত রাষ্ট্রকর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল; সেগুলিও এই অভিযানের অংশভুক্ত ছিল। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহু পণ্যবোঝাই জাহাজ ও নৌকা স্বেচ্ছায় এই বাহিনীকে অনুসরণ করেছিল। তারা সকলে এখন করসাইরা ত্যাগ করল এবং আইওনীয় সমুদ্র অতিক্রম করে সমগ্র বাহিনীটি ইয়াপিজীয় অন্তরীপ ও ট্যারেন্টামে অবতরণ করল। যাত্রাটি মোটামুটি অনুকূল হল। কিন্তু উপকূল ধরে অগ্রসর হবার সময় ইটালির কোনো নগরের ভিতরে বা বাজারে তারা প্রবেশাধিকার পেল না, তাদের শুধু জল সংগ্রহ করবার ও নোঙর করবার স্বাধীনতা দেওয়া হল; ট্যারেন্টার ও লোক্রি তাও দিল না। অবশেষে তারা ইটালির শেষ প্রান্ত রেজিয়ামে এসে পেঁছাল। এখানে তারা সকলে একত্রিত হল। নগরপ্রাচীরের ভিতরে প্রবেশাধিকার না পেয়ে তারা নগরের বাইরে আর্টেমিসের পবিত্রভূমিতে শিবির স্থাপন করল, এখানে তাদের জন্য একটি বাজারও বসান হল। তারা জাহাজগুলিকে উপকূলে টেনে এনে নিষ্ক্রিয় রইল। ইতিমধ্যে রেজীয়গণের সঙ্গে তারা আলোচনা চালাতে লাগল এবং চালসিডীয় হিসাবে তাদের লিওন্টিনীয় জ্ঞাতিদের সাহায্যার্থে এগিয়ে

আসবার আবেদন জানাল। রেজিওগণ উত্তর দিল, তারা কোনপক্ষেই যোগদান করবে না, ইটালির অন্যান্য নগরবাসিগণ কি সিদ্ধান্ত নেয় তা দেখে তাদের পথে চলবে। এথেনীয়গণ চিন্তা করতে লাগল, সিসিলিসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন পন্থা সর্বাপেক্ষা কার্যকর হবে। এজেসটীয় প্রতিনিধিগণ এথেন্সে গিয়ে তাদের সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছিল তা সত্য কিনা জানবার জন্য এজেস্টাতে প্রেরিত জাহাজগুলির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় এথেনীয়গণ বসে রইল।

এথেনীয় নৌবহর যে সত্যিই রেজিয়ামে এসে পৌঁছেছে সে বিষয়ে নানাদিক থেকে সাইরাকিউসীয়গণের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছাল, প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহে প্রেরিত সাইরাকিউসীয় অফিসারগণ সেই সংবাদ জানাল। এবার তারা অবিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করল। কতকগুলি সিসেল নগরে রক্ষিবাহিনী মোতায়েন করা হল, অন্যান্যদের কাছে দূত পাঠান হল। দেশের নানা সুরক্ষিত ঘাঁটিতে সৈন্যদল নিযুক্ত করা হল, কোন কিছু প্রয়োজন আছে কিনা দেখা হল এবং অশ্ব ও অস্ত্র পরীক্ষা করা হল। যে যুদ্ধ যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে তার জন্য অন্যান্য সব ব্যবস্থাও নেওয়া হল।

ইতিমধ্যে প্রেরিত তিনটি জাহাজ এজেস্টা থেকে রেজিয়ামে এথেনীয়গণের কাছে এসে পৌঁছল এবং খবর দিল যে প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়া ত দূরের কথা, মাত্র ত্রিশ ট্যালেন্টের বেশী তারা দিতে পারবে না। প্রারম্ভেই এইরূপ ব্যর্থতায় সেনাধ্যক্ষগণ অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন; বিশেষত রেজীয়গণও অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছে। অথচ রেজীয়গণের কাছে তাঁদের খুব আশা ছিল, কারণ এথেন্সের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চিরকালই সৌহার্দ্যপূর্ণ, লিয়নটিনীয়দের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক রয়েছে। নিকিয়াস যদিও বা এজেস্টার সংবাদে বিশেষ আশ্চর্য হননি কিন্তু তাঁর অপর দুই সহকর্মী অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে সমীক্ষা করতে প্রথমে এথেন্স থেকে এজেস্টাতে যে দূত প্রেরিত হয়েছিল তাদের প্রতারিত করবার জন্য এজেস্টীয়গণ নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করেছিল। প্রতিনিধগণকে তারা এরিক্সের আফ্রোদিতের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তারা সেখানে সঞ্চিত সম্পত্তি দেখাল—বাটি, পানপাত্র, ধূপাধার ও অজস্র রেকাব সবই ছিল রৌপ্যের, ফলে এগুলি এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যে আসল মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান বলে মনে হচ্ছিল, জাহাজের নাবিকগণকে তারা ব্যক্তিগতভাবেও আপ্যায়ন করেছিল। এজেস্টা এবং পার্শ্ববর্তী ফিনিসীয় ও হেলেনীয় নগরগুলি থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র সংগ্রহ করে প্রত্যেক ভোজসভায় সেগুলি

এরূপভাবে উপস্থিত করল যেন এসব তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রত্যেকেই প্রায় একই জিনিস ব্যবহার করেছিল এবং সর্বত্র ছিল প্রাচুর্য। ফলে এথেনীয় নাবিকগণের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এবং দেশে ফিরে তারা উচ্ছ্বসিতভাবে সেই ঐশ্বর্যের কথা জানিয়েছিল। এইভাবে প্রতারিতদের দ্বারা অপরেরাও প্রতারিত হল। কিন্তু এবার যখন খবর এল যে এজেস্টীয়গণের সম্পদ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ভ্রান্ত তখন সকলে তাদের প্রচণ্ড নিন্দা করতে লাগল।

অতএব কি করা যেতে পারে সেনাধ্যক্ষগণ তা নিয়ে আলোচনা করলেন। নিকিয়াস বললেন সমগ্র বাহিনীটি নিয়ে অভিযানের মূল লক্ষ্য সেলিনাসে যাওয়া হোক এবং এজেস্টীয়গণ যদি সমগ্র বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করে তবে সেই অনুযায়ী কর্মপন্থা স্থির করা হোক। যদি এজেস্টীয়গণ তা না করতে পারে, তবে তাদের প্রার্থিত ৬০টি জাহাজের রসদ সরবরাহ করতে বলা হবে এবং এথেনীয়গণ সেখান থেকে যুদ্ধ করে হোক বা আপসের মাধ্যমেই হোক এজেস্টা বা সেলিনাসের মধ্যে একটি মীমাংসা করবার চেষ্টা করবে। তারপর সমারোহ সহকারে এথেন্সের শক্তি প্রদর্শন করে এবং মিত্রগণের সাহায্যে এগিয়ে আসবার জন্য এথেন্স কতখানি উৎসুক তার প্রমাণ দিয়ে উপকূল বরাবর আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা হোক (অবশ্য লিয়নটিনীয়-গণকে সাহায্য করবার মতো সহসা কোন অপ্রত্যাশিত সুযোগ এলে কিংবা অন্য কয়েকটি নগরকে দলে টানবার সম্ভাবনা দেখা গেলে স্বতন্ত্র কথা)। নিকিয়াসের মতে স্বদেশের সম্পত্তির অপচয় করে রাষ্ট্রকে বিপন্ন করা উচিত নয়।

আলকিবিয়াডিস বললেন, কিছুই না করে ফিরে যাবার মতো মর্যাদা-হানিকর কাজ এতবড় বাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; সেলিনাস ও সাইরাকিউস ব্যতীত সব রাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠাতে হবে; সিসেলদের কেউ কেউ যাতে সাইরাকিউসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় সে চেষ্টা করতে হবে এবং শস্য ও সৈন্য পাওয়ার জন্য অন্যান্য সিসেলগণের বন্ধুত্বলাভে প্রয়াসী হতে হবে; কিন্তু সর্বপ্রথমে যেতে হবে মেসিনীয়দের কাছে। তারা ঠিক পথের উপর সিসিলির মুখে অবস্থিত, সুতরাং মেসিনা এথেনীয় নৌবহরের পক্ষে একটি চমৎকার নোঙরস্থান ও ঘাঁটি হবে। এইভাবে বিভিন্ন নগরকে স্বপক্ষে টেনে এবং কে কে যুদ্ধে তাদের মিত্র হবে তার একটা হিসাব নিয়ে অবশেষে তাঁরা সাইরাকিউস ও সেলিনাস আক্রমণ করতে পারবেন; অবশ্য যদি ইতিমধ্যে সেলিনাস এজেস্টার সঙ্গে মিটমাট না করে এবং লিওনটিনির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাইরাকিউস তার বাধা প্রত্যাহার না করে নেয়।

পক্ষান্তরে ল্যামাকাস বললেন, তাঁদের উচিত সোজা সাইরাকিউসে যাওয়া

এবং সাইরাকিউসীয়গণ অপ্রস্তুত থাকতে এবং তাদের চরম আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থাতে নগরপ্রাচীরের নীচে অবিলম্বে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। প্রতিটি সৈন্য-বাহিনী প্রথম অবস্থায় সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ, যদি বাহিনীটি শক্তি প্রদর্শন না করে প্রথমে সময় বয়ে যেতে দেয় তবে মানুষের সাহস ফিরে আসে, তারপর প্রায় নির্বিকারভাবে সে তার আগমন প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং সাইরাকিউসীয়-গণ যখন তাঁদের আগমনের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত তখনই অকস্মাৎ আক্রমণ করে তাঁরা সাইরাকিউসকে পরাজিত করবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁদের সৈন্য সংখ্যা দেখে (বর্তমানে একে যেরূপ বৃহৎ বলে বোধ হচ্ছে এরূপ ভবিষ্যতে আর কখনও হবে না), আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় এবং আশু যুদ্ধের বিপদের চিন্তায় শত্রু সম্পূর্ণ ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে। তাঁদের আগমনের অবিশ্বাস্যতাবশতঃ কিছু সাইরাকিউসিওকে নগরের বাইরে পল্লী-অঞ্চলেও পাওয়া যাবে এবং শত্রুরা যখন নগরের ভিতরে সম্পত্তি নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে তখন তাঁরা যদি বলপূর্বক নগরের সামনে অবস্থান করেন তবে রসদেরও অভাব হবে না। তাহলে অপর সিসিলীয়গণও আর সাইরাকিউসের পক্ষাবলম্বনে উৎসাহী হবে না এবং এথেন্স ও সাইরাকিউসের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী তা দেখবার আগেই এথেনীয়গণের পক্ষে চলে আসবে। মেগারাকে তাঁদের নৌঘাঁটি করতে হবে, এখানে তাঁরা পশ্চাদপসরণ করতে পারবেন, আবার এখান থেকে আক্রমণও করতে পারবেন। এটি একটি জনবসতিহীন স্থান এবং জলপথে কিংবা স্থলপথে সাইরাকিউস থেকে এর দূরত্ব বেশী নয়।

এরূপ মত প্রকাশ করেও ল্যামাকাস শেষ পর্যন্ত আলকিবিয়াডিসকে সমর্থন করলেন। এরপর আলকিবিয়াডিস মৈত্রীর প্রস্তাব নিয়ে তার নিজের জাহাজে চড়ে মেসিনা গেলেন। কিন্তু তিনি সফল হলেন না, নগরের অধিবাসী-গণ উত্তর দিল, এথেনীয়গণকে তারা নগরের ভিতরে প্রবেশাধিকার দেবে না, যদিও বাইরে একটি হাট বসাতে দিতে তাদের সম্মতি আছে। সুতরাং তিনি রেজিয়ামে ফিরে গেলেন। তার পরেই সেনাধ্যক্ষগণ সমগ্র বাহিনীর মধ্যে থেকে ৬০টি জাহাজে রসদ ও সৈন্য নিয়ে ন্যাকসস্ অভিমুখে চললেন। অবশিষ্ট সৈন্যদল একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে রেজিয়ামে থেকে গেল। ন্যাকসীয়গণের দ্বারা আপ্যায়িত হবার পর তাঁরা ক্যাটানাতে গেলেন। নগরের অভ্যন্তরের একটি সাইরাকিউসীয়দলের প্রভাবে পড়ে অধিবাসিগণ এথেনীয়গণকে নগরে প্রবেশাধিকার দিল না। সুতরাং তারা টেরিয়াস নদীর দিকে গিয়ে সেখানে রাত্রিকালীন শিবির স্থাপন করল। পরের দিন ১০টি জাহাজ ব্যতীত সমস্ত জাহাজ একসার হয়ে সাইরাকিউসে গেল। ১০টি জাহাজকে আগে পাঠান

হয়েছিল তারা বৃহৎ বন্দরে গিয়ে দেখবে সেখানে কোন নৌবহর আছে কিনা। জাহাজ থেকে তারা ঘোষণা করবে যে এথেনীয়গণ লিওনটিনীয়গণকে তাদের রাষ্ট্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে, কারণ তারা তাদের মিত্র ও আত্মীয় এবং সাইরাকিউসে যে সব লিওনটিনীয় আছে তারা যেন নির্ভয়ে এসে উপকারী এথেনীয়গণের সঙ্গে যোগদান করে। এইরূপ ঘোষণা জারি করে এবং বন্দর ও নগরটি পর্যবেক্ষণ করে, তারপর যুদ্ধ চালাবার জন্য ঘাঁটি স্থাপনের অনুকূল অঞ্চল অনুসন্ধান করে তারা ক্যাটানাতে ফিরে গেল।

এখানে একটি সভা আহূত হল; নগরের অধিবাসিগণ বিদেশী সৈন্য-বাহিনীকে প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত হল, কিন্তু সেনাধ্যক্ষগণকে ভিতরে প্রবেশ করে বক্তব্য রাখবার অনুমতি দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল। আলকিবিয়াডিস বলছেন এবং নাগরিকগণ অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছেন। ইতিমধ্যে সকলের অগোচরে সৈন্যগণ নগর-প্রাচীরের পিছনে এক ভঙ্গুর দ্বার ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে বাজারে জমায়েত হল। সাইরাকিউসীয় দলটি তাদের দেখতে পাওয়া মাত্র নিজেদের সংখ্যাল্পতার জন্য ভীত হয়ে পলায়ন করল। নগরের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ, এথেনীয়গণের সঙ্গে মৈত্রীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করল এবং রেজিয়াম থেকে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে নিয়ে আসবার আহ্বান জানাল। এর পর এথেনীয়গণ রেজিয়ামে ফিরে গেল এবং তার পর সমস্ত বাহিনী নিয়ে ক্যাটানা অভিমুখে অগ্রসর হল। ক্যাটানা পৌঁছেই তারা শিবির নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হল।

ইতিমধ্যে ক্যামারিনা থেকে তাদের কাছে সংবাদ এল, তারা যদি সেখানে যায় তবে নগরটি তাদের দলে চলে আসবে। তাছাড়া সাইরাকিউসীয়গণ নৌবহর প্রস্তুত করছে এ সংবাদও পাওয়া গেল। সুতরাং এথেনীয়গণ সমগ্র বাহিনী নিয়ে উপকূল ধরে প্রথমে সাইরাকিউসে গেল, সেখানে নৌবহর প্রস্তুত করবার কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে তারা সোজা উপকূল বরাবর ক্যামারিনা পৌঁছল। সেখানে তারা উপকূলে উঠেই নগরে দূত পাঠাল, কিন্তু নগরবাসিগণ তাদের গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে বলল, তারা আরো জাহাজ চেয়ে না পাঠান পর্যন্ত শপথ অনুসারে একটি মাত্র এথেনীয় জাহাজ গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। হতাশ হয়ে এথেনীয়গণ ফিরে গেল এবং সাইরাকিউসীয় অঞ্চলে অবতরণ করে, লুণ্ঠন করে, ইতস্ততঃ বিচরণকারী কয়েকজন লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যকে সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে সমর্পণ করে আবার ক্যাটানাতে ফিরে গেল।

ক্যাটানায় ফিরে তারা দেখল, রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত অভিযোগসমূহের উত্তর দেবার জন্য আলকিবিয়াডিসকে নিয়ে যেতে স্যালামিনিয়া নামক জাহাজ

এসেছে ; তা ছাড়া হার্মীও রহস্যময় ঘটনাসংক্রান্ত কাজ করেছে বলে অভিযুক্ত কিছু সৈন্যকেও জাহাজটি দেশে নিয়ে যাবে। অভিযান রওনা হয়ে যাবার পরেও এথেনীয়গণ রহস্যময় ঘটনা ও হারমী সম্বন্ধে সমান উদ্যমে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। সংবাদ সংগ্রাহক চরগণকে পরীক্ষা না করেই তারা নিজেদের সন্দিগ্ধ মনোভাবের জন্য সকলকে সমভাবে আহ্বান জানাল, কতকগুলি অসৎ ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করল এবং অসৎ সংবাদ গ্রাহকদের ধূর্ততার জন্য তারা অভিযুক্ত কোন সৎ চরিত্রের ব্যক্তিকে বিনা বাধায় ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে বিষয়টির মূল পর্যন্ত নাড়া দিতে মনস্থ করল। জনগণ শুনেছে শেষের দিকে পিসিস্ট্রেটাস ও তাঁর পুত্রগণের স্বৈরাচারী শাসন কিরকম অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। একথাও তারা শুনেছে যে নিজেদের বা হারমোডিয়াসের দ্বারা নয়, শেষ পর্যন্ত স্পার্টীয়দের দ্বারা তার অবসান ঘটেছিল। সুতরাং তারা সর্বদা ভীত হয়ে থাকত এবং সমস্ত কিছু সন্দেহের চোখে দেখত।

বস্তুতঃ অ্যারিস্টোজিটন ও হারমোডিয়াস যে দুঃসাহসিক কাজটি করে-ছিলেন তার পিছনে ছিল একটি প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। বিষয়টির কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে আমি দেখাব, নিজেদের অতীত ইতিহাসের তথ্য ও স্বৈর শাসকগণের বিবরণ সম্পর্কে সঠিক সংবাদের ব্যাপারে এথেনীয়গণ পৃথিবীর অন্যান্য অধিবাসিগণের তুলনায় কিছুমাত্র উন্নত নয়। স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে বৃদ্ধ বয়সে পিসিস্ট্রেটাসের মৃত্যু হয় এবং তারপর তাঁর উত্তরাধিকারী হল জ্যেষ্ঠ পুত্র হিপ্পিয়াস, হিপ্পারকাস নন, যদিও লোকের বিশ্বাস তাই। হারমোডিয়াস তখন পরিপূর্ণ যৌবনসুষমায় মুকুলিত হয়ে উঠেছেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক নাগরিক অ্যারিস্টোজিটন ছিলেন তাঁর প্রেমিক ও তাঁর প্রতি আসক্ত। পিসিস্ট্রেটাসের পুত্র হিপ্পারকাস হারমো-ডিয়াসের কাছে প্রস্তাব করে সফল হননি। হারমোডিয়াস একথা অ্যারিস্টোজিটনকে বললে ক্রুদ্ধ প্রেমিক অ্যারিস্টোজিটন ভয় পেলেন যে ক্ষমতাবান হিপ্পারকাস হয়তো বলপূর্বক হারমোডিয়াসকে অধিকার করবেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। ইতিমধ্যে হিপ্পারকাস হারমোডিয়াসের কাছে আর একবার আবেদন করে ব্যর্থ হলেন এবং বল-প্রয়োগে অনিচ্ছুক হয়ে কোন গুপ্ত উপায়ে তাঁকে অপমানের চেষ্টা করলেন। বস্তুতঃ তাঁদের শাসন জনগণের নিকট কষ্টকর ছিল না বা কার্যতঃ কোন ভাবেই ঘৃণিত ছিল না। তাঁদের বিচক্ষণতা ও মানসিক উৎকর্ষ অন্য কারো

চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। এবং এথেনীয়গণের আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগের বেশী করধার্য না করেই তাঁরা নগরটিকে সুচারুভাবে সাজিয়েছিলেন, যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং মন্দিরসমূহে পুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের পরিবারের কোন ব্যক্তি যেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া তাঁরা নগরে প্রচলিত আইনসমূহের সব সুবিধাই নাগরিকগণকে ভোগ করতে দিতেন। যাঁরা এথেন্সের বার্ষিক 'আরকন'-পদে ছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বৈরাচারী হিপ্পিয়াসের পুত্র পিসিস্ট্রেটাসও ছিলেন। পিতামহের নামানুসারে তাঁর নামকরণ হয়। তাঁর কার্যকালে তনি পাইথিয়ার এ্যাপোলোর মন্দির ও বাজারের দ্বাদশ দেবতার মন্দির উৎসর্গ করেন। পরে এথেনীয়গণ বাজারের মন্দিরটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে এবং উৎকীর্ণ লিপিটি মুছে ফেলে। কিন্তু পাইথীয় মন্দিরের লিপিটি অস্পষ্ট হয়ে গেলেও তা এখনও পাঠ করা যায়। সেখানে লেখা আছে ঃ

"হিপ্পিয়াসের পুত্র পিসিস্ট্রেটাস পাইথিয়াসের অ্যাপোলোর মন্দিরে তাঁর 'আরকন' পদের এই প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে রাখছেন।"

হিপ্পিয়াস যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তা আমি নিশ্চিত করেই বলতে চাই। এই ব্যাপারে অপরাপর ব্যক্তির তুলনায় আমার তথ্যাদি নির্ভুল, তাছাড়া নিম্নলিখিত অবস্থার বিচারেও তা প্রমাণিত হবে। আইনসঙ্গত ভ্রাতাদের ভেতর একমাত্র তাঁর সন্তানাদি ছিল দেখা যায় ; মন্দির থেকে এটা জানা যাচ্ছে এবং স্বৈরশাসকগণের অপরাধের স্মরণে স্থাপিত এথেনীয় অ্যাক্রোপোলিসের স্তম্ভ থেকে জানা গিয়েছে। সেখানে থেসালাস কিংবা হিপ্পারকাসের কোন সন্তানের উল্লেখ নেই, শুধু হিপ্পিয়াসের পাঁচটি সন্তানের উল্লেখ আছে। তাদের মাতা ছিলেন মীরঢ়াইন এবং এটাই স্বাভাবিক যে জ্যেষ্ঠের বিবাহ আগে হবে। আবার স্তম্ভে তাঁর পিতার পরে প্রথমে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে এটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তৎকালীন স্বৈরশাসক। হিপ্পারকাস যদি ক্ষমতাসীন অবস্থায় নিহত হতেন, তবে আমি বিশ্বাস করি না যে হিপ্পিয়াস এত সহজে ক্ষমতা দখল করতে পারতেন এবং সেই দিনই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। বরং বহু দিন থেকে তিনি নাগরিকগণকে ভয় দেখিয়ে বশীভূত করে আসছেন এবং ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারা মান্য হয়ে আসছেন। সুতরাং তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং একপ্রকার অনায়াসেই পেরেছিলেন, ক্ষমতা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বর্জিত কনিষ্ঠতম ভ্রাতাদের এ বিষয়ে যেমন বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত তাকে সে সব কিছুই ভোগ করতে হয়নি। দুর্ভাগ্যই হিপ্পারকাসকে

বিখ্যাত করেছে এবং উত্তর পুরুষগণের কাছে স্বৈরশাসকের খ্যাতি এনে দিয়েছে।

হারমোডিয়াসের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। প্রত্যাখ্যাত হিপ্পারকাস সঙ্কল্প অনুযায়ী তাঁকে অপমান করতে মনস্থির করলেন। প্রথমে হারমোডিয়াসের এক ভগ্নীকে ডেকে কোন শোভাযাত্রায় একটি ঝুড়ি বহন করতে আমন্ত্রণ জানালেন, তারপর তাকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, সে এত অযোগ্য যে তাকে আদৌ আমন্ত্রণ জানান হয়নি। হারমোডিয়াস এতে অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাঁরই জন্য অ্যারিস্টোজিটন ততোধিক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অন্য যারা তাঁদের দলে যোগদান করতে পারে তাদের লিখে সব ব্যবস্থা তাঁরা করে ফেললেন এবং নিখিল এথেনীয়, মহোৎসবের দিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। একমাত্র এই দিনটিই নাগরিকেরা শোভাযাত্রার অঙ্গ হিসাবে সকলে একত্রিত হতে পারত এবং বিনা সন্দেহে অস্ত্র বহন করতে পারত। অ্যারিস্টোজিটন ও হারমোডিয়াস আরম্ভ করবেন, অপর সকলে তৎক্ষণাৎ তাঁদের সাহায্যার্থ দেহরক্ষিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। নিরাপত্তার জন্য ষড়যন্ত্রকারীর সংখ্যা অধিক ছিল না, তাছাড়া তাদের মনে এই আশাও ছিল যে কয়েকজনের দুঃসাহসিকতা দেখে অপরেরাও উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ধৃত অস্ত্রকে কাজে লাগবে।

অবশেষে উৎসবের দিনটি এল। হিপ্পিয়াস তাঁর দেহরক্ষিগণকে নিয়ে নগরের বাইরে সেরামিকাস থেকে শোভাযাত্রার বিভিন্ন অংশ কিভাবে অগ্রসর হবে তার ব্যবস্থা করছিলেন। হারমোডিয়াস ও অ্যারিস্টোজিটন ইতিমধ্যে ছুরি নিয়ে কাজে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন ষড়যন্ত্রকারিগণের একজন খুব পরিচিতের মতো হিপ্পিয়াসের সঙ্গে কথা বলছে (সকলেই হিপ্পিয়াসের কাছে যেতে পারত), এতে তাঁরা খুব ভয় পেয়ে গেলেন এবং মনে করলেন ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, তাঁরা এখনই ধরা পড়বেন। তখন তাঁরা মনে করলেন, তাঁদের প্রতি যে অন্যায় করছে এবং যার জন্য তাঁরা এতসব ঝুঁকি নিয়েছেন, সম্ভব হলে প্রথমে তারই উপর প্রতিশোধ নেবেন। সুতরাং তাঁরা সেই অবস্থাতেই সবেগে দ্বারপথে প্রবেশ করে লিওকোড়িডামের পাশে হিপ্পারকাসকে দেখে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—প্রেমের জন্য অ্যারিস্টোজিটনের এবং অপমানবশতঃ হারমোডিয়াসের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং তাঁকে আঘাতে জর্জরিত করে হত্যা করলেন। সাময়িকভাবে অ্যারিস্টোজিটন ধাবমান জনতার ভিতর দিয়ে দেহরক্ষিগণকে অতিক্রম করে পলায়ন করলেন, পরে ধরা পড়ে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। হারমোডিয়াস ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন।

সেরামিকাসের হিপ্পিয়াসের কাছে খবর পৌঁছল তিনি অকুস্থলে না গিয়ে তৎক্ষণাৎ শোভাযাত্রায় সশস্ত্র ব্যক্তিগণের কাছে গেলেন। তারা কিছু দূরে ছিল বলে তখনও ব্যাপারটি জানতে পারেনি। পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন হবার ভান করলেন এবং একটা স্থান নির্দেশ করে নিরস্ত্র অবস্থায় সেখানে জনতাকে যেতে নির্দেশ দিলেন। তিনি কিছু বলবেন মনে করে তারা তাঁর নির্দেশ পালন করল। তারপর দেহরক্ষিগণকে তিনি অস্ত্রগুলি অপসারণ করতে আদেশ দিলেন এবং তাদের সকলের কাছেই ছোরা পাওয়া গেল, যদিও শোভাযাত্রায় বহনযোগ্য অস্ত্র সাধারণত ছিল বর্শা ও ঢাল।

এইরূপে আহত প্রেম প্রথমে হারমোডিয়াস ও অ্যারিস্টোজেটনকে ষড়যন্ত্র করতে প্ররোচিত করেছিল, পরে মুহূর্তের আতঙ্কে তাদেরকে উপরিউক্ত হঠকারী কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। এরপর এথেনীয়গণের উপর স্বৈরতন্ত্র কঠোরতর হয়ে ওঠে এবং হিপ্পিয়াস আরো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বহু নাগরিককে হত্যা করেন এবং বিপ্লব হলে যাতে বিদেশে আশ্রয় লাভ করা যায় তার জন্য স্থান অন্বেষণ করতে থাকেন। এই কারণে নিজে এথেনীয় হয়েও তিনি ল্যাম্পসকাসের ঈয়ানটাইডিসের সঙ্গে স্বীয় কন্যা আর্চেডিসের বিবাহ দেন। ঈয়ানটাইডিস ছিলেন ল্যাম্পসকাসের স্বৈরশাসক। হিপ্পিয়াস দেখেছিলেন যে দরায়ুসের ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। ল্যাম্পসকাসে আর্চেডিসের সমাধির উপর এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে ঃ

“শায়িতা এখানে আর্চেডিসে,
পিতা তার হিপ্পিয়াস, জন্ম এথেন্সে।
কন্যা, জায়া, ভগ্নী তিনি স্বয়ং রাজার,
তবু গর্ব জাগেনি হৃদয়ে তাঁর।”

আরও তিন বৎসরকাল হিপ্পিয়াস এথেনীয়গণকে শাসন করেছিলেন, কিন্তু চতুর্থ বর্ষে তিনি স্পার্টীয় ও নির্বাসিত এথেনীয়গণের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। তাঁকে নিরাপদে সিজেয়ামে যেতে দেওয়া হয়। তিনি ল্যাম্পসকাসের এইয়ানটাইডিসের কাছে, এবং সেখান থেকে রাজা দরায়ুসের কাছে যান। ২০ বৎসর পর বৃদ্ধ বয়সে সেখান থেকে তিনি পারসিকদের সাথে ম্যারাথন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

এইসব ঘটনা এথেনীয়গণের স্মরণে ছিল। এছাড়া বিষয়টি সম্পর্কে জনশ্রুতির মাধ্যমে তারা যা কিছু জানত সে সমস্তও তারা স্মরণ করল।

ফলে তাদের মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল এবং রহস্যসংক্রান্ত ব্যাপারে অভিযুক্তগণের প্রতি তারা আরো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল এবং ধরে নিল যে, যা কিছু ঘটেছে তা সমস্তই মুখ্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্র স্থাপনের ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। এরূপ উত্তেজক আবহাওয়ায় অনেক সুযোগ্য নাগরিকও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। উত্তেজনা প্রশমনের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না; বরং জনমত ক্রমশঃ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল, বন্দীর সংখ্যাও বেড়ে চলল। অবশেষে বন্দীদের মধ্যে যাকে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, সে জনৈক সহবন্দীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে স্বীকারোক্তি করল। কিন্তু ওই স্বীকারোক্তিটি সত্য কি না এ বিষয়ে দুটি মত আছে। কে এই কাজ করেছে সে সম্পর্কে তখন কিংবা এখনও কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। সে যাই হোক, বন্দীটিকে অন্যজন এই বলে প্ররোচিত করল যে, সে যদি এই কাজ নাও করে থাকে তথাপি মুক্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করে তার উচিত আত্মরক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে নগরটিকে বর্তমান সন্দেহজটিল আবহাওয়া থেকে মুক্ত করা। কারণ, অভিযোগ অস্বীকার করে বিচারাধীন হওয়া অপেক্ষা মুক্তির প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে স্বীকারোক্তি করলে বরং সে নিরাপদ হতে পারবে। সুতরাং বন্দীটি এগিয়ে এসে হার্মীসংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের ও অন্যদের দোষ স্বীকার করল। এথেনীয়গণ এখন এই ভেবে আনন্দিত হল যে, তারা প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্রকারিগণকে ধরতে না পারা পর্যন্ত তারা ক্রোধোন্মত্ত হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তারা সংবাদদাতাকে এবং অন্যান্য যাদের যে অভিযুক্ত করেনি, তাদের মুক্তি দিল, এবং অভিযুক্তদের বিচারে হাজির করে সন্দেহ-ভাজন প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড দিল। যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল এবং তাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ধার্য করা হল। অভিযুক্তদের শাস্তি ন্যায্য হয়েছিল কি না তা পরিষ্কার না হলেও, এইরূপে শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ নগরের অন্যান্য অধিবাসী সকলেই নিষ্কৃতি পেল।

আলকিবিয়াডিসের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। তিনি অভিযানে বের হবার আগে তাঁর যে সব শত্রু তাঁকে আক্রমণ করেছিল তাদের চক্রান্তের ফলে জনমত ক্রমশঃ তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে উঠল। হার্মীসংক্রান্ত ব্যাপারে তারা প্রকৃত সত্য জানতে পেরেছে মনে করে এখন রহস্যের ব্যাপারে আরো নিশ্চিত করে ভাবতে লাগল যে (যার সঙ্গে তাঁকে জড়ানো হয়েছিল) একই উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্রটিও তিনিই করেছেন এবং এটাও গণতন্ত্রবিরোধী চক্রান্ত। আবার ঠিক সমসময়ে যখন এই সব উত্তেজনা চলছিল, স্পার্টীয়গণের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী বিয়োসীয়গণের সাথে যুক্তভাবে কোনো মতলব হাঁসিল করতে যোজক পর্যন্ত চলে এসেছিল। এথেনীয়গণ মনে করল, বিয়োসীয়গণের জন্য নয়,

আলকিবিয়াডিসের প্ররোচনাতে পূর্ব ব্যবস্থামতো এই বাহিনী এসেছে এবং নাগরিকগণ যদি প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে কাজ না করত এবং বন্দীদের কারারুদ্ধ করে ষড়যন্ত্রটি পূর্বে বানচাল করে না দিত তাহলে নগরটি হয়তো রক্ষা করা যেত না। এক রাত্রে তারা নগরপ্রাচীরের দ্বারে থিসিউসের মন্দিরে সশস্ত্র অবস্থায় নিদ্রা গিয়েছিল। সেই সময় আলকিবিয়াডিসের আর্গসের বন্ধুদের সম্পর্কেও গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করা হয়েছিল। সেজন্য দ্বীপে রক্ষিত আর্গসীয় জামিনগণকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য এথেনীয়গণ তাদের আর্গসবাসীদের হাতে সমর্পণ করল। অর্থাৎ সর্বত্রই এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছিল যা আলকিবিয়াডিস সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। সুতরাং স্থির হল, তাঁকে ডেকে নিয়ে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অতএব তাঁকে এবং অন্য যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাদের আনবার জন্য সিসিলিতে স্যালামিনিয়া নামক জাহাজ প্রেরিত হল। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে যেন আসবার আদেশ দেওয়া হয়, তিনি এসে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর দেবেন, কিন্তু তাঁকে যেন বন্দী করা না হয়। কারণ সৈন্যবাহিনীতে কিংবা সিসিলির শত্রুগণের মধ্যে কোনো উত্তেজনা না হয় এটাই তাদের ইচ্ছা ছিল, সর্বোপরি ম্যাণ্টিনীয় ও আর্গসীয়গণের সাহায্য যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল—আলকিবিয়াডিসের প্রভাবেই তারা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল, লোকের এরূপই ধারণা ছিল। সুতরাং আলকিবিয়াডিস নিজের জাহাজ ও অন্যান্য অভিযুক্তগণকে নিয়ে স্যালামিনিয়ার সাথে এমনভাবে সিসিলি ত্যাগ করলেন, যেন এথেন্সে যাচ্ছেন। থুরী পর্যন্ত স্যালামিনিয়ার সাথে গিয়ে তাঁরা জাহাজ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। স্বদেশে তাঁদের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড প্রতিকূল মনোভাব ছিল সেই অবস্থায় সেখানে বিচারপ্রার্থী হতে তাঁরা ভীত হলেন। আলকিবিয়াডিস সঙ্গিগণের জন্য স্যালামিনিয়ার নাবিকগণ কিছু সময় অতিবাহিত করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কোথাও দেখতে না পেয়ে তারা ফিরে গেল। এর পর আলকিবিয়াডিস —তিনি এখন আইনের আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তি,—একটি নৌকায় করে থুরী থেকে পেলোপন্নিসে গেলেন এবং আহূত হয়েও আদালতে উপস্থিত না হবার জন্য এথেনীয়গণ তাঁর ও তাঁর সঙ্গিগণের মৃত্যুদণ্ড জারি করল।

বিংশতি পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের সপ্তদশ ও অষ্টদশ বর্ষ।
এথেনীয় সৈন্যবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা—
স্পার্টায় আলকিবিয়াডিস—,
সাইরাকিউস অবরোধ।

এরপর সিসিলিতে যে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ রইলেন তাঁরা সমগ্র বাহিনীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে লটারির মাধ্যমে প্রত্যেকে একটি ভাগের দায়িত্ব নিয়ে একত্রে সেলিনাস ও এজেস্টার বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন—এজেস্টা অর্থ দেবে কিনা তা তাঁরা দেখবেন, সেলিনাসের প্রশ্নটি পরীক্ষা করবেন এবং সেলিনাস ও এজেস্টার মধ্যেকার যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। টিঢ়েনী উপসাগরের দিকে যাবার সময়ে তারা তদঞ্চলের একমাত্র হেলেনীয় নগর হিমেরাতে অবতরণ করলেন। কিন্তু এখানে সুবিধা না হওয়াতে আবার যাত্রা শুরু হল। পথে তাঁরা হিক্কারা দখল করলেন। এটা এজেস্টার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে নগরটি এজেস্টীয়দের সমর্পণ করা হল। অতঃপর বাহিনীটি ক্যাটানাতে পৌঁছাল, নৌবহরটি ক্রীতদাসদের নিয়ে উপকূল বরাবর চলতে লাগল। ইতিমধ্যে নিকিয়াস হিক্কারা থেকে সোজা এজেস্টাতে গেলেন এবং ত্রিশটি ট্যালেণ্ট সংগ্রহ করে ও আরো কিছু কাজ করে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ১২০ ট্যালেণ্টের বিনিময়ে ক্রীতদাসদের বিক্রয় করে তাঁরা এখন সিসেল মিত্রদের কাছে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে গেলেন। ইতিমধ্যে এথেনীয় বাহিনীর অর্ধাংশ জেলা অঞ্চলের শত্রুনগর হিবলার বিরুদ্ধে অগ্রসর হল, কিন্তু তা দখল করতে পারল না।

শীতের শুরুতেই এথেনীয়গণ সাইরাকিউস আক্রমণের উদ্‌যোগ করতে লাগল। সাইরাকিউসও নিশ্চেষ্ট রইল না। এথেনীয়গণ প্রথমেই এসে সাইরাকিউস আক্রমণ না করাতে ধীরে ধীরে সাইরাকিউসবাসীর মনে সাহসের সঞ্চার হচ্ছিল। এথেনীয় বাহিনী হিবলা দখলে ব্যর্থ হয়েছে দেখে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেল। জনগণ সেনাধ্যক্ষদের কাছে আবেদন জানাল তারা যেন তাদের ক্যাটানাতে নিয়ে যান, কারণ, এথেনীয়গণ এখানে আসবে না। পর্যবেক্ষণরত অশ্বারোহী বাহিনীর বিভিন্ন দলও প্রায়ই এথেনীয় বাহিনীর কাছে যেত এবং অন্যান্য অপমানসূচক কথা ছাড়াও জিজ্ঞাসা করত লিওণ্টিনি-বাসীদের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করবার পরিবর্তে তারা কি নিজেরাই বিদেশে বসবাস করতে এসেছে?

এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ স্থির করলেন নগর থেকে সাইরাকিউসের সমগ্র

বাহিনীকে বাইরে আনতে হবে এবং এথেন্সীয়গণ রাত্রিযোগে উপকূল বরাবর চলে উপযুক্ত জায়গায় শিবির স্থাপন করবে। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের জন্য প্রস্তুত কোনো বাহিনীর সামনে যদি তাঁদের অবতরণ করতে হয় কিংবা স্থলভাগের উপর দিয়ে যাত্রা করতে হয় তবে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা শক্ত। কারণ, তাহলে অগণিত সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহী সৈন্য (এথেনীয়দের অশ্বারোহী নেই) তাঁদের লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করতে পারে। কিন্তু উপরি-উক্ত সঙ্কল্প ফলপ্রসূ হলে তাঁরা এমন একটা স্থান দখল করতে পারবেন যেখানে উপরি-উক্ত অশ্বারোহী সৈন্য তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিছু নির্বাসিত সাইরাকিউসীয় তাঁদের কাছে ওলিম্পিয়াসের নিকটবর্তী একটি স্থানের কথা বলেছিল, তা তাঁরা পরে দখল করেছিলেন। সেনাধ্যক্ষগণ নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করলেন। এমন এক ব্যক্তিকে তাঁরা সাইরাকিউসে প্রেরণ করলেন যে সেখানকার সেনাধ্যক্ষগণেরও বিশ্বাসভাজন ছিল। সে ছিল ক্যাটানার অধিবাসী এবং ক্যাটানাতে এখনো যে সাইরাকিউস সমর্থক দলটি রয়েছে এই লোকটি তারই অন্তর্ভুক্ত বলে সাইরাকিউসের সেনাধ্যক্ষগণ মনে করতেন। সে তাঁদের বলল এথেনীয়গণ রাত্রে অস্ত্রশস্ত্র একটু দূরে রেখে নগরাভ্যন্তরে নিদ্রা দেয়। সুতরাং তাঁরা যদি একটা নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলায় সমগ্র বাহিনী নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন তবে তাঁদের সমর্থকগণ নগরাভ্যন্তরের সৈন্যদের সামনে নগরদ্বার বন্ধ করে দেবে এবং জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেবে। ফলে সাইরাকিউসীয়গণ খুঁটির বেড়া আক্রমণ করে সহজেই এথেনীয় শিবির দখল করতে পারবে। এই কাজে বহু ক্যাটানীয় তাঁদের সাহায্য করবে এবং তারা প্রস্তুত।

সাইরাকিউসের সেনাধ্যক্ষগণের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না এবং এই প্রস্তাব না এলেও তাঁরা ক্যাটানা অভিযানে অগ্রসর হতেন। তাঁরা যথেষ্ট সংবাদ না নিয়ে লোকটিকে বিশ্বাস করলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটা দিন স্থির করে তাকে বিদায় দিলেন। সেলিনাস ও অন্যান্য স্থান থেকে মিত্রগণ সমবেত হয়েছিল, অতএব সমগ্র সাইরাকিউসীয় বাহিনীকে বাইরে আসবার নির্দেশ দেওয়া হল। নির্দিষ্ট দিনে রওনা হয়ে লিওণ্টিনি অঞ্চলে সাইমীথাস নদীর ধারে রাত্রিযাপন করলেন। ইতিমধ্যে তাদের আগমনের সংবাদ পাওয়ামাত্র এথেনীয়গণ সিসেল ও অন্যান্য মিত্রদের নিয়ে রাত্রিতেই সাইরাকিউসে গিয়ে উপস্থিত হল এবং শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে ওলিম্পিয়াসের বিপরীত দিকে অবতরণ করল। সাইরাকিউসের অশ্বারোহী বাহিনী প্রথমে ক্যাটানাতে পৌঁছিয়ে সমগ্র বাহিনীকে সমুদ্রপথে যাত্রা করতে দেখে ফিরে এসে পদাতিকদের খবর দিল এবং নগররক্ষার্থে সকলে প্রত্যাবর্তন করল।

ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ এমন একটি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করল যেখান থেকে তারা যে-কোনো সুবিধামতো সময়ে যুদ্ধ করতে পারবে এবং অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ক্ষতি করবার ন্যূনতম সুযোগ পাবে। তাদের একদিকে ছিল প্রাচীর, গৃহ, গাছ এবং জলাভূমি, অন্যদিকে খাড়া উঁচু পাহাড়। নিকটবর্তী গাছগুলো কেটে জাহাজগুলো বরাবর খুঁটির বেড়া তৈরি করল। ড্যাস্কন ছিল শত্রু আক্রমণের কাছে সর্বাপেক্ষা সহজভেদ্য অঞ্চল। সেখানে তারা পাথর ও কাঠ দিয়ে দ্রুত একটা দুর্গ নির্মাণ করল এবং অ্যানাপাসের উপরে সেতুটি ভেঙে দিল। নগরের কেউ তাদের একাজে বাধা দিল না। এর পর অশ্বারোহী ও পদাতিকসহ সমগ্র সাইরাকিউসীয় বাহিনী এসে উপস্থিত হল। কিন্তু এথেনীয়গণ যুদ্ধ করতে অগ্রসর হল না।

পরদিন এথেনীয়গণ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করল। দক্ষিণ পাশে আর্গসীয় ও ম্যান্টিনীয়গণ, মধ্যস্থলে এথেনীয়গণ এবং বাম পাশে ছিল অন্য মিত্রগণ। অর্ধেক বাহিনীকে আট ব্যক্তির গভীরতা-সম্পন্ন করে এগিয়ে নেওয়া হল। অপর অর্ধেক বাহিনীকে শিবিরের কাছে চতুষ্কোণ করে সাজানো হল। এটাও আট ব্যক্তির গভীরতাসম্পন্ন। পূর্ব-বর্তী বাহিনীটির যে অংশ বিপন্ন হবে এই বাহিনীটি সেখানে সাহায্যার্থে যাবে। এই সংরক্ষিত বাহিনীর মধ্যভাগে রইল তল্পিদারগণ। সাইরা-কিউসের হপ্‌লাইটগণ ষোলজনের গভীরতায় সজ্জিত হল, এই বাহিনীতে ছিল সাইরাকিউসের মিত্রগণ (এদের মধ্যে সেলিনাসের সৈন্যই সর্বাধিক) এবং বিশাল সাইরাকিউসীয় বাহিনী। এর পরে ছিল জেলার অশ্বারোহিগণ (২০০), ক্যামারিনার ২০ জন অশ্বারোহী ও ৫০ জন তীরন্দাজ। এদের দক্ষিণে ছিল ১২০০ অশ্বারোহী এবং তার পরে বর্শানিক্ষেপকারিগণ। অতঃপর নিকিয়াস সমগ্র স্বপক্ষীয় বাহিনীকে উৎসাহিত করবার জন্য বললেনঃ

"সৈন্যগণ, আমাদের মতন ব্যক্তিদের পক্ষে দীর্ঘ উৎসাহবাক্যের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলে এখানে একই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব এবং আমার মনে হয় এই বাহিনীটি আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্ষম, বাহিনী দুর্বল হলে একটি চমৎকার বক্তৃতাও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে না। যখন আর্গস, ম্যান্টিনিয়া, এথেন্স এবং শ্রেষ্ঠ দ্বীপবাসীদের দ্বারা আমাদের বাহিনী গঠিত তখন এত অধিকসংখ্যক বীর সহযোদ্ধার সহযোগিতায় জয় সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত বোধ করব। আমাদের বাছাই করা সৈন্যের বিরুদ্ধে আছে শত্রুদের নির্বিচারে সংগৃহীত সৈন্য। সিসিলির সৈন্যগণ আমাদের অবজ্ঞা করতে পারে কিন্তু তাদের হঠকারিতা ও নৈপুণ্যে সমানুপাতিক নয়। অতএব

তারা আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বদেশ থেকে আমরা বহুদূরে আছি, কাছাকাছি কোনো মিত্রদেশও নেই। একমাত্র আপনাদের অস্ত্রই আপনাদের জন্য নতুন মিত্রদেশ জয় করে দিতে পারে। বস্তুত শত্রুগণ যে-কথা বলে আবেদন জানাচ্ছে আমি তার বিপরীতটি বলছি। তারা আবেদন জানাচ্ছে যে, তারা স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। আমি বলছি যে আমরা যে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে উদ্যত তা আমাদের নয়, এখানে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে। নতুবা আমরা এখান থেকে ফিরতে পারব না। তাদের অগণিত অশ্বারোহী সৈন্য আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সুতরাং নিজেদের খ্যাতির কথা স্মরণে রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন, তাদের তুলনায় আমাদের অসুবিধা ও প্রয়োজনের তীব্রতার কথা ভুলবেন না।”

এই কথা বলে নিকিয়াস তৎক্ষণাৎ সৈন্য চালনা করলেন। সাইরাকিউসীয়-গণ কিন্তু অবিলম্বে যুদ্ধ শুরুর আশঙ্কা করেনি, এমনকি অনেকে নিকটবর্তী নগরে চলে গিয়েছিল। এরা এখন দ্রুত দৌড়ে এসে মূল বাহিনীর বিভিন্ন অংশে স্থান গ্রহণ করল। বস্তুত এই যুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো যুদ্ধে তাদের উৎসাহ কিংবা দুঃসাহসের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। নিজস্ব অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে যদিও তারা সাহসে ন্যূন ছিল না, কিন্তু যখনই তাদের সামরিক বিদ্যা কাজে লাগে না তখনই তারা সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বর্তমান ঘটনাটির সময়েও তারা যখন আক্রমণ আশঙ্কা করেনি তখন যুদ্ধ শুরু হবার ফলে তাদের দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল, তবুও তৎক্ষণাৎ তারা অস্ত্রধারণ করল। প্রথমে দু'পক্ষের প্রস্তরনিক্ষেপকারী ও তীরন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল এবং দু'পক্ষই সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে লাগল। তারপর ভবিষ্যদ্বক্তাগণ চিরাচরিত বলি উপচার নিয়ে এল এবং রণভেরীর মাধ্যমে হপলাইটদের অগ্রসর হবার নির্দেশ দেওয়া হল। প্রতিটি সাইরাকিউসীয় সেই দিনটির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও পরবর্তিকালের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল। অপরপক্ষে এথেনীয়গণ যুদ্ধ করল অন্য দেশকে নিজেদের দেশে পরিণত করবার জন্য এবং পরাজয়জনিত ক্লেশভোগ করে আত্মরক্ষা করবার জন্য। আর্গসীয়গণ ও অন্যান্য স্বাধীন মিত্রগণ যার আশায় এতদূর এসেছে তার জন্য এথেনীয়দের সাহায্য করছিল। তাদের জয়ের পুরস্কার ছিল স্বদেশে সুনিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ। অধীনস্থ মিত্রদের যুদ্ধোন্মাদনার প্রধান কারণ ছিল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ এবং তা শুধু জয়ী হলেই সম্ভব।

বহুক্ষণ ধরে দু'টি বাহিনী যুদ্ধ করা সত্ত্বেও কারো পশ্চাদপসরণের

লক্ষণ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। ফলে যে পক্ষ এই প্রথম যুদ্ধ করছিল তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হল, কারণ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের খুব কম ছিল। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞ শত্রুরা জানত যে, বছরের এই সময়টিতে এই ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। সাইরাকিউসীয়গণের দীর্ঘ প্রতিরোধেই বরং তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে সাইরা-কিউসীয়দের বাম পাশটিকে আর্গসীয়গণ হটিয়ে দিল এবং এথেনীয়গণ তাদের বিপরীত দিকের বাহিনীটিকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। ফলে সাইরা-কিউসীয়দের বাহিনী এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল এবং তারা পালাতে শুরু করল। এথেনীয়গণ বেশিদূর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল না। কারণ অগণিত অপরাজিত সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাদের বাধা দিচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এথেনীয়গণ যথাসাধ্য পশ্চাদ্ধাবন করল এবং তারপরে ফিরে একটা বিজয়-স্মারক স্থাপন করল। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ হেলোরিন রাস্তায় সমবেত হল এবং যথাসাধ্য সুসংবদ্ধ হল। এমনকি একটি রক্ষিবাহিনী ওলিম্পিয়াসে পাঠাল, তাদের ভয় হয়েছিল যে, এথেনীয়গণ হয়তো সেখানে সঞ্চিত অর্থে হাত দিতে পারে।

এথেনীয়গণ কিন্তু মন্দিরে গেল না। মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করে সৎকার করল এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রিযাপন করল। পরদিন একটি চুক্তির মাধ্যমে সাইরাকিউসীয়গণ স্বপক্ষীয় মৃতদেহগুলো উদ্ধার করল। তাদের প্রায় ২৬০ জন নিহত হয়েছিল। এর পরে এথেনীয়গণ স্বপক্ষীয় ৫০টি মৃতদেহের অস্থি সংগ্রহ করে এবং যুদ্ধে লব্ধ দ্রব্যাদি নিয়ে ক্যাটানাতে ফিরে গেল। এথেন্স থেকে অশ্বারোহী এসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত কিংবা সিসিলির মিত্রদের কাছে থেকে তা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ শক্তিহীন এথেনীয়গণ যুদ্ধ চালানো সমীচীন বোধ করল না। তাছাড়া সিসিলি থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং এথেন্স থেকেও আনতে হবে। এই যুদ্ধ জয়ের পর তাদের পক্ষে যেসব নগর যোগদান করবে বলে আশা হয় তাদের দলে টানতে হবে এবং বসন্তকালে সাইরাকিউসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রাখতে হবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে এথেনীয়গণ শীতকালের জন্য ন্যাক্সস ও ক্যাটানাতে গেল। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ মৃতদেহগুলো দাহ করে একটা সভা আহ্বান করল। এই সভাতে হার্মোক্রেটিস তাদের উৎসাহিত করে তুললেন। সাধারণ বিষয়ে নৈপুণ্যের দিক দিয়ে প্রথম সারির মানুষ তিনি। যুদ্ধেও তিনি সামরিক দক্ষতা ও সাহসের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি তাদের বললেন তারা যেন অবসন্ন না হয়ে পড়ে। তাদের প্রাণশক্তি বিজিত হয়নি, তাদের

বিপদের মূল কারণ হচ্ছে শৃঙ্খলাহীনতা। তাদের ব্যর্থতা মারাত্মক নয়। মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের কলাকৌশলের ব্যাপারে তারা অনভিজ্ঞ এবং হেলাসের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। কয়েকটি জিনিস তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে—যেমন, সেনাধ্যক্ষদের সংখ্যাধিক্য (সংখ্যায় ১৫ জন) ও আদেশের প্রাচুর্য,অপরপক্ষে শৃঙ্খলাহীন ও অবাধ্য সৈন্যদল। কিন্তু যদি তারা স্বল্পসংখ্যক নিপুণ সেনাধ্যক্ষ নিয়ে এই শীতকালে হপ্‌লাইটদের প্রস্তুত করে, যাদের অস্ত্র নেই তাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করে হপ্‌লাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং তাদের সামরিক শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করে তবে অনায়াসেই শত্রুকে পরাজিত করা যেতে পারে। সাহস তাদের আছে, এর সাথে যুক্ত হবে শৃঙ্খলা। এই দু'টি গুণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। বিপদের মাধ্যমে শৃঙ্খলার উন্নতি হবে চরম নৈপুণ্যপ্রসূত আত্মবিশ্বাসের দ্বারা সাহস উন্নীত হবে চরম পর্যায়ে। সেনাধ্যক্ষের সংখ্যা অল্প হবে এবং তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে নিযুক্ত করতে হবে, আদেশদান বিষয়ে তাঁদের চূড়ান্ত ক্ষমতাদান সম্পর্কে শপথ নিতে হবে। এতে তাঁরা আরো বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবেন এবং প্রস্তুতি হবে যথোপযুক্ত, কৈফিয়তের কোনো অবকাশ থাকবে না।

সাইরাকিউসীয়গণ তাঁর পরামর্শ শুনে তাঁর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল এবং তিনজন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করল—হার্মোক্রেটিস স্বয়ং, হেরাক্লাইডিস এবং সাইকানাস। এতদ্ভিন্ন করিন্থ ও স্পার্টাতে তারা দূত প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যলাভ এবং স্পার্টীয়রা যেন যথার্থ উদ্যমের সাথে এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে বিষয়ে তাদের উত্তেজিত করা। এই পরিকল্পনা গৃহীত হলে এথেনীয়গণ হয় সিসিলি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে নতুবা সিসিলিতে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণে অসমর্থ হবে।

ক্যাটানা থেকে এথেনীয় বাহিনী অবিলম্বে মেসিনা অভিমুখে যাত্রা করল। তাদের আশা ছিল বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে স্থানটিকে হয়তো দখল করা যাবে। কিন্তু ষড়যন্ত্রটি সফল হল না। আলকিবিয়াডিস যখন স্বদেশে থেকে সমন পেয়ে সেনাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি যে আইনবহির্ভূত ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই সময়, তিনি নিজেই যে ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন সেই ষড়যন্ত্রের কথা মেসিনাতে সাইরাকিউসের সমর্থকদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদের প্রাণদন্ড বিধান করল এবং এখন তাদের সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল।

এইভাবে তারা এথেনীয়গণের ভিতরে প্রবেশ প্রতিহত করল। এথেনীয়গণ তেরদিন অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া, রসদের অভাব এবং ব্যর্থতা হেতু ন্যাক্সসে ফিরে গেল। সেখানে তারা জাহাজ রাখবার জন্য স্থান নির্বাচন করল, শিবিরের চতুর্দিকে খুঁটির বেড়া দিল এবং শীতে আবাসে কালযাপন করল।

শীতকালে সাইরাকিউসীয়গণ অ্যাপোলো টেমেনাইটিসের মূর্তি থেকে শুরু করে এপিপোলীর সম্মুখবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত নগরের বাইরে এক প্রাচীর নির্মাণ করল। ফলে শত্রুর পক্ষে অবরোধকারী প্রাচীর নির্মাণ কষ্টসাধ্য হবে এবং কাজটিও দীর্ঘতর হবে। তাছাড়া তারা মেগারাতে একটি এবং ওলিম্পিয়ামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে সমুদ্রতীরে অবতরণযোগ্য প্রতিটি স্থানে খুঁটির বেড়া লাগাল। তারা জানত যে এথেনীয়গণ ন্যাক্সসে শীত অতিবাহিত করছে। সুতরাং সমগ্র বাহিনী নিয়ে তারা ক্যাটানা অভিমুখে যাত্রা করল। সেখানে তারা লুণ্ঠনকার্য চালাল, এথেনীয়দের তাঁবু ও শিবিরে আগুন ধরিয়ে দিল, তারপর দেশে ফিরে গেল। তারা শুনল যে, লাচেসের সময়ে সম্পাদিত চুক্তিকে ভিত্তি করে ক্যামারিনার সাহায্যলাভের আশায় এথেনীয়গণ সেখানে দূত পাঠিয়েছে। সুতরাং ক্যামারিনাকে বাধা দেবার জন্য সাইরাকিউস সেখানে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল। তাদের গূঢ় সন্দেহ ছিল যে প্রথম যুদ্ধে ক্যামারিনা সাইরাকিউসকে যে সাহায্য প্রেরণ করেছিল তার পিছনে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এখন তাদের ভয় হল যে যুদ্ধে এথেনীয়গণের সাফল্য দেখে সে ভবিষ্যতে হয়তো তাদের আর সাহায্য করবে না এবং পুরাতন বন্ধুত্বের সূত্র ধরে এথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করবে। সুতরাং কয়েকজনকে নিয়ে হার্মোক্রেটিস ক্যামারিনা গেলেন, এথেনীয়গণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলসহ এলেন ইউফেমাস। একটি সভা আহূত হলে হার্মোক্রেটিস বললেন:

"ক্যামারিনাবাসিগণ, এথেনীয় সৈন্যবাহিনী দেখে আপনারা ভীত হবেন এই আশঙ্কায় সাইরাকিউসের প্রতিনিধিদল এখানে আসেনি। আমাদের বক্তব্য শুনবার পূর্বেই যাতে আপনারা এথেনীয়গণের কথা শুনে তাদের দলে যোগদান না করেন সেজন্যই আমরা এসেছি। তাদের সিসিলি আগমনের অজুহাত আপনারা জানেন এবং আমাদের সন্দেহ হয় যে তাদের প্রকৃত অভিসন্ধি লিওণ্টিনবাসীদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা নয়, তারা আমাদের দেশ থেকে আমাদের উৎখাত করতে চাচ্ছে। কারণ, হেলাসের যে নগরগুলোতে তারা ধ্বংসকার্য চালাচ্ছে সিসিলিতে সেই নগরগুলোকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা লিওণ্টিনের চালসিডীয়গণ ইউবিয়ার যে চালসি-

ডীয়দের উপনিবেশ তাদের পদানত করে রেখে প্রথমোক্তগণের সাথে আইওনীয় সম্বন্ধের সূত্র ধরে প্রীতি প্রদর্শন—এসব যুক্তিহীন। প্রকৃত সত্য এই, যে নীতি হেলাসে এত সফল হয়েছে তা এখন সিসিলিতে প্রযুক্ত হচ্ছে। পারসিকগণকে পরাজিত করবার জন্য এথেনীয়গণ যখন আইওনীয়গণের ও এথেনীয়সম্ভূত অন্যান্য মিত্রগণের নেতা নির্বাচিত হয় তারপরে তারা কয়েক-জনকে সামরিক দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে কতগুলো মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রত্যেকের স্বাধীনতা অপহরণ করে। অর্থাৎ পারসিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এথেনীয়গণ হেলে-নীয়দের স্বাধীনতার জন্য রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়নি কিংবা হেলেনীয়গণও নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেনি। এথেনীয়গণ যুদ্ধ করেছিল হেলেনীয়গণ পারসিকগণের পরিবর্তে যেন তাদের অধীনতা গ্রহণ করে। হেলেনীয়দের যুদ্ধ ছিল এক প্রভুর পরিবর্তে অন্য প্রভুর দাসত্ব গ্রহণের জন্য। প্রথম প্রভুর তুলনায় পরবর্তী প্রভু বিচক্ষণ সন্দেহ নেই, তবে এই বিচক্ষণতা অপকর্মের।

"যে এথেনীয় রাষ্ট্রকে নানাবিধ অপকর্মের জন্য সরাসরি অভিযুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে আপনারা সকলে অবহিত আছেন। সে বিষয়ে কিছু বলতে আমি আসিনি। বরং নিজেদের উপরেই আমাদের বেশি দোষারোপ করা উচিত। পরস্পরকে সাহায্য না করবার জন্য মাতৃভূমির হেলেনীয়গণ পদানত হয়েছে, তা দেখে আমাদের শিক্ষালাভ করা উচিত। আমাদের বিরুদ্ধে এথেনীয়গণ ঠিক একই কুযুক্তি প্রদর্শন করছে—লিওন্টিনির জ্ঞাতিদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা এবং এজেস্টাকে সাহায্য করা। কিন্তু এখনো আমরা ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তার সাথে তাদের একথা জানিয়ে দিতে প্রস্তুত নই যে আমরা আইওনীয়, কিংবা হেলেসপন্টীয় কিংবা দ্বীপবাসী নই—যারা ক্রমাগত প্রভু পরিবর্তন করে, কিন্তু সর্বদাই কোনো প্রভুর দাসত্ব করে, সে প্রভু পারসিক কিংবা অন্য কেউ। আমরা স্বাধীন পেলোপন্নিসের স্বাধীন ঔপনিবেশিক —সিসিলিতে বাস করি। যতক্ষণ পর্যন্ত একটির পর একটি নগর তাদের পদানত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমাদের চৈতন্য হবে না? অথচ আমরা জানি যে শুধু এই একটি কারণেই আমরা তাদের দ্বারা বিজিত হব এবং তাদের পরিকল্পনাও তাই। কথায় ভুলিয়ে তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে কাউকে মিত্রতার লোভ দেখাচ্ছে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য মনে হয় এমন সব স্তোকবাক্য দ্বারা অন্যদের ধ্বংসের চেষ্টা করছে। যখন দূরবর্তী মহাদেশবাসিগণের ওপর প্রথম দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে তখন কি আমরা ধরে নেব যে আমাদের

সে বিপদ ঘটবে না কিংবা আমাদের পূর্বে যারা বিপন্ন হয়েছে তারা একাই ভোগ করুক?"

"যে সকল ক্যামারিনাবাসী মনে করেন যে, তাঁরা নন, সাইরাকিউসীয়গণই এথেনীয়দের শত্রু এবং আমাদের জন্য বিপদবরণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করে তাঁরা নিজেদেরই বেশি উপকার করবেন। আমাদের পতন যদি পূর্বে হয় তবে তাঁদের একা যুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে গেলে তাঁরা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করবেন। তা ছাড়া, সাইরাকিউসের শত্রুতাকে শাস্তিদান করা অপেক্ষাও এথেনীয়গণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে ক্যামারিনার বন্ধুত্বলাভ করা। যাঁরা আমাদের ঈর্ষা করেন কিংবা ভয়ও করেন (শক্তিশালী দেশের প্রতি ঈর্ষা ও ভয় উদ্রেক হবেই) এবং যাঁরা এজন্য মনে করেন যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করবার জন্য সাইরাকিউস অপদস্থ হলে ভালো হয় অথচ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তাকে টিকিয়ে রাখতেও ইচ্ছা করেন, তাঁরা একটি অসম্ভব জিনিস চাচ্ছেন। মানুষ তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। তার হিসাবের ভুল হলে সে হয়তো দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করবে এবং আমাদের সমৃদ্ধিকে আবার ঈর্ষা করবে। কিন্তু তাঁরা যদি এখন আমাদের ত্যাগ করেন এবং আপাতত যে বিপদ তাঁদের নয় বলে বোধ হলেও প্রকৃতপক্ষে যা আমাদের ন্যায় তাঁদেরও সমান ক্ষতি-সাধন করবে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি নিজ অংশগ্রহণে অসম্মত হন তবে উপরি-উক্ত ইচ্ছাও ফলপ্রদ হবে না। যা নামত আমাদের শক্তিবজায় রাখা, কার্যত তা তাঁদের বিপদ থেকে পরিত্রাণ। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ক্যামারিনাবাসিগণ আপনারা যে এই বিপদের কথা সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে পারবেন, তাই প্রত্যাশিত। আমরা আশা করি যে এবার আপনারা আমাদের যেমন নামেমাত্র সাহায্য করেছেন তা না করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্রসর হবেন এবং এথেনীয়গণ ক্যামারিনার বিরুদ্ধে প্রথম অগ্রসর হলে যেভাবে সাইরাকিউসের সাহায্য প্রার্থনা করতেন ঠিক সেইভাবে নিজেরা সাইরাকিউসকে সাহায্যদান করবেন, আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনারা কিংবা অন্যরা কেউই এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হননি।

"ভীতিবশত আপনারা হয়তো আমাদের ও আক্রমণকারীদের উভয়ের প্রতিই ন্যায্য ব্যবহার করবার কথা চিন্তা করছেন এবং মনে করছেন যে এথেন্সের সঙ্গে আপনাদের মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। কিন্তু সেই চুক্তিটি আপনাদের

বন্ধুদের বিরুদ্ধে সম্পাদিত হয়নি, যে শত্রু আপনাদের আক্রমণ করতে পারে তার বিরুদ্ধে সম্পাদিত হয়েছিল। এথেনীয়গণ যখন অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেবল তখনই আপনারা তাদের সাহায্য করবেন, এখন যেমন তারা প্রতিবেশিগণের ক্ষতিসাধন করছে তখন নয়। এমনকি রেজিয়ামবাসিগণ চালসিডীয় হয়েও চালসিডীয় লিওণ্টিনিবাসিগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয়েছে। তারা যদি এই ছলনাটি বুঝতে পেরে কোনো কারণ ব্যতিরেকেই বিচক্ষণ পথ গ্রহণ করে তবে সর্বপ্রকার কারণ থাকা সত্ত্বেও আপনারা যদি আমাদের প্রবলতম শত্রুকে সহায়তা করেন এবং স্বভাবত যারা আপনাদের জ্ঞাতিবর্গ তাদের উৎসাদন করবার জন্য তাদের সেই শত্রুকে সাহায্য করেন তবে তা কি খুবই আশ্চর্যজনক নয়? এ কখনোই ন্যায্য কাজ নয়। তাদের বাহিনীকে ভয় না পেয়ে আপনাদের কর্তব্য আমাদের সাহায্য করা। আমাদের বিচ্ছিন্ন করবার জন্য যে ষড়যন্ত্রে তারা প্রবৃত্ত, তাতে যদি আমরা তাদের সফল হতে না দিই তবে যতক্ষণ আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি ততক্ষণ এথেনীয় বাহিনীকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। যখন তারা শুধু আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিল তখনো প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করে তাদের চলে যেতে হয়েছে।"

"সুতরাং ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে আমাদের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই, সঙ্ঘবদ্ধ হবার পিছনে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। পেলোপনেসীয়দের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাব, সামরিক বিষয়ে তারা এথেনীয়গণ অপেক্ষা নিঃস শ্রেষ্ঠ। উভয় পক্ষের মিত্র বলে কোনো পক্ষই অবলম্বন না করবার যে নীতি আপনারা গ্রহণ করেছেন, মনে করবেন না যে তা আমাদের পক্ষে ন্যায্য ও নিজেদের ক্ষেত্রে নিরাপদ হবে। বস্তুত আপাতদৃষ্টিতে একে ন্যায্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয়। যদি আমাদের সাথে আপনাদের যোগদানের অসম্মতির ফলে বিজিতের পরাজয় এবং বিজয়ীর জয় ঘটে, তবে আপনাদের নিষ্ক্রিয়তার একটিমাত্র ফল হবে—নিঃসহায়ভাবে প্রথমোক্ত জন ধ্বংস হবে এবং শেষোক্ত জন অপ্রতিহতভাবে ক্ষতি করবার সুযোগ পাবে। যে পক্ষ শুধু ক্ষতিগ্রস্ত নয়, আপনাদের স্বজাতিও—তার সাথে যোগদান করা সর্বাধিক মর্যাদাকর, এর দ্বারা সমগ্র সিসিলির জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হবে, এথেনীয়গণের ধ্বংসকারী আক্রমণ থেকে বন্ধুগণ পরিত্রাণ পাবে।"

"সবশেষে বলছি যে, যে বিষয়ে আপনারা এবং আমরা উভয়েই সমান অবহিত আছি সে সম্পর্কে কারো নিকটে বিস্তারিত কিছু বলা নিরর্থক। আমরা অনুনয় করছি এবং যদি আমাদের অনুনয় ব্যর্থ হয় তবে প্রতিবাদ করছি—আমরা চিরন্তন শত্রু আইওনীয়গণ দ্বারা আক্রান্ত এবং ডোরীয়

জ্ঞাতিগণও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এথেনীয়গণ যদি আমাদের পরাজিত করতে পারে তবে তা সম্ভব হবে একমাত্র আপনাদের নিষ্ক্রিয়তার দরুন। কিন্তু জয়ের সম্মান তারা একাই আত্মসাৎ করবে এবং আপনাদের এই পরোক্ষ সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ আপনাদেরও অধিকার করবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা জয়লাভ করি তবে কিন্তু আপনাদের এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য আপনাদের ফলভোগ করতে হবে। সুতরাং ভেবে দেখুন দাসত্বজনিত নিরাপত্তাকে বরণ করবেন, না, আমাদের সঙ্গে যোগদান করে জয়ের আশাকে উদ্দীপ্ত করবেন। শেষোক্ত পথ অবলম্বন করলে এথেনীয় প্রভুর হীনদাসত্ব এড়াতে পারবেন এবং সাইরাকিউসের চিরন্তন শত্রুতার কোপেও পড়বেন না।"

হার্মোক্রেটিসের বক্তব্য সমাপ্ত হলে এথেনীয় প্রতিনিধি ইউফেমাস বললেন ঃ

"যদিও পূর্বতন মৈত্রী পুনর্নবীকরণের জন্যই আমরা এসেছি, কিন্তু আমাদের প্রতি সাইরাকিউসীয়গণের আক্রমণে নিজ সাম্রাজ্য বিষয়ে কিছু বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। এই সাম্রাজ্যলাভে আমাদের ন্যায্য অধিকার আছে। এই দাবীর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আমার পূর্বতন বক্তার কথার মধ্যেই পাওয়া যাবে। তিনি নিজেই বলেছেন আইওনীয়গণ ডোরীয়গণের চিরন্তন শত্রু। তা সত্য। পেলোপনেসীয় ডোরীয়গণ আমাদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলে আমরা আইওনীয়গণ তাদের অধীনতা এড়াবার জন্য পথ খুঁজতে লাগলাম। পারসিক যুদ্ধের পর আমাদের একটা নৌবহর ছিল। ফলে আমরা স্পার্টার সাম্রাজ্য ও আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করলাম। সেই মুহূর্তে তারা সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল শুধু এই জোর ব্যতীত আমাদের আদেশ করবার তাদের আর কোনো অধিকার নেই, থাকলে আমাদেরও তাদের আদেশ করবার অধিকার আছে। রাজার পূর্বতন প্রজাগণের নেতা মনোনীত হবার পর আমরা সেই পদে বহাল রইলাম। কারণ, আমাদের যদি আত্মরক্ষা করবার উপযুক্ত সৈন্য থাকে তবে পেলোপনেসীয়গণের সাম্রাজ্যভুক্ত হবার সম্ভাবনা ন্যূনতম হয়ে পড়ে এবং সত্যি বলতে কি আইওনীয় ও দ্বীপবাসিগণের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে আমরা অন্যায় কিছু করিনি। সাইরাকিউসীয়গণ বলেছে আমরা তাদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছি। তারা, আমাদের স্বজাতিগণ, তাদের মাতৃভূমি অর্থাৎ আমাদের বিরুদ্ধে পারসিকগণকে সাহায্য করতে এসেছিল। বিদ্রোহ করবার সাহস তাদের ছিল না এবং নগর পরিত্যাগ করে আমরা যেভাবে সম্পত্তি ত্যাগ করেছিলাম তা তারা করতে পারেনি। তারা

দাসত্বের পথ বেছে নিয়েছিল এবং আমাদের অবস্থাও অনুরূপ করতে চেষ্টা করেছিল।"

"সুতরাং শাসন করবার অধিকার আমাদের আছে। কারণ, বৃহত্তম নৌবহর আমরাই সরবরাহ করেছিলাম এবং হেলেনীয়গণের স্বার্থে অবিচলিত দেশপ্রেম প্রদর্শন করেছিলাম। আমাদের প্রজাগণ নির্দ্বিধায় পারসিক দাসত্ব গ্রহণ করে আমাদের ক্ষতি করেছিল। তা ছাড়া, পেলোপনেসীয়গণের বিরুদ্ধে আমরা নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। আমরা এমন কোনো নাটকীয় উক্তি করতে চাই না যে কারো সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমরা বিদেশীগণকে পরাজিত করেছি বলে এবং অন্যান্যগণ অপেক্ষা এই প্রজাগণের স্বাধীনতার জন্যই (এবং নিজেদেরও) সব কিছু ঝুঁকি গ্রহণ করেছি বলে শাসন করবার অধিকার আমাদের আছে। নিজের যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে কারো ওপর দোষারোপ করা যায় না। সিসিলিতেও এসেছি আমরা নিরাপত্তার স্বার্থে। আমরা বুঝতে পারছি সেই স্বার্থের সাথে আপনাদের স্বার্থও মিলে যাবে। সাইরাকিউসীয়গণ আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করে এবং আপনার অতি ভীরুতার সাথে সন্দেহ করেন তা থেকে এটা প্রমাণিত হবে। আমরা জানি যে, ভয় যাদের সন্দিগ্ধ করে তুলেছে, মুহূর্তের জন্য তারা হয়তো বাগ্মিতার চাতুর্যে ভেসে যেতে পারে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা স্বীয় স্বার্থই অনুসরণ করে।"

"আমরা বলেছি ভীতিবশত আমরা হেলাসের সাম্রাজ্য গঠন করেছি এবং ভীতিবশতই এখানকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য মিত্রসহ আমরা এখানে এসেছি। আমরা কাউকেই দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করতে চাই না এবং কেউ যেন সেই অবস্থায় পতিত না হয় তা দেখা আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিনিময়ে কিছু লাভের আশা না রেখেই যে আমরা আপনাদের সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করছি তা নয়। যদি আপনারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন এবং সাইরাকিউসীয়গণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তা হলে তারা পেলোপনেসীয়গণের নিকট সৈন্যসাহায্য পাঠিয়ে আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং আপনাদের সাথে আমাদের স্বার্থের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই কারণে লিওণ্টিনি-বাসিগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং এজন্য তাদের ইউবিয়ার স্বজাতির ন্যায় পরাধীন না রেখে তাদের যথাসম্ভব শক্তিশালী করে তুলতে চাই, যেন তারা সীমান্ত থেকে সাইরাকিউসের ওপর উপদ্রব করে আমাদের সাহায্য করতে পারে। হেলাসে আমরা একাই শত্রুর সমকক্ষ। চালসিডীয়দের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধকারী আমরা সিসিলীয়গণকে মুক্ত করব এমন সম্ভাবনা যুক্তি-বহির্ভূত বলে যে উক্তি করা হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের মত এই যে, প্রথমোক্তগণ নিরস্ত্র থেকে শুধু কর প্রদান করলেই আমাদের সুবিধা, কিন্তু

লিওন্টিনবাসী ও অন্যান্য বন্ধুগণ যদি অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে তাহলেই আমাদের পক্ষে অনুকূল হবে।

"উপরন্তু স্বৈরশাসক ও সাম্রাজ্যবাদী নগরগুলির নিকট উদ্দেশ্যসাধক বস্তুমাত্রই যুক্তিসঙ্গত এবং সুনিশ্চিত না হলে কেউ বন্ধু নয়। বন্ধুত্ব বা শত্রুতা সর্বত্র পরিস্থিতি ও অবস্থাসাপেক্ষ। সিসিলিতে বন্ধুকে দুর্বল করলে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে না। বরং তার শক্তির সাহায্যে আমাদের শত্রু-শক্তিকে খর্ব করতে হবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হেলাসে মিত্রগণ যেভাবে আমাদের সহায়ক হবে সেইভাবেই আমরা তাদের প্রতি আচরণ করে থাকি। চিওস ও মেথিম্পা স্বদেশে স্বাধীন। তারা আমাদের জাহাজ সরবরাহ করে থাকে। অবশিষ্ট অধিকাংশের শর্ত অধিকতর কঠোর, তারা কর প্রদান করে। অথচ অন্য দ্বীপবাসিগণকে যদিও আমরা সহজেই দখল করতে পারি তবু তারা স্বাধীন। কারণ, তারা পেলোপন্নিসের চতুর্দিকে সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। সুতরাং সিসিলিতেও আমরা নিজ স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হব। তাছাড়া, সাইরাকিউসভীতিও আমাদের প্রভাবিত করবে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং আমাদের উপস্থিতিতে যে সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে তাকে ব্যবহার করে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং তারপর যখন আমরা কিছু না করে প্রত্যাবর্তন করব তখন তারা বলপূর্বক কিংবা আপনাদের নিঃসঙ্গতার সুযোগে সিসিলির উপর প্রভুত্ব কায়েম করবে। আপনারা এখন তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলে তারা নিশ্চয়ই এই কার্য করবে, কারণ, এত বৃহৎ সম্মিলিত একটি বাহিনীর সাথে এঁটে ওঠা আমাদের পক্ষে সহজ হবে না এবং আমরা চলে গেলেই আপনারা তাদের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে পড়বেন।

"এবিষয়ের বিপরীত মত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। প্রথম আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সময়ে আপনারা আশঙ্কা করছিলেন যে যদি আমরা আপনাদের সাইরাকিউসীয়গণের হস্তে ছেড়ে দিই তবে এথেন্সের বিপদ হবে। যে যুক্তি দ্বারা নিজেরা প্রথম আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন এখন তাকে অবিশ্বাস করা উচিত হবে না কিংবা সাইরাকিউসের শক্তির তুলনায় বৃহত্তর বাহিনী নিয়ে আমরা এসেছি বলে সন্দেহ পোষণ করা সঙ্গত হচ্ছে না। বস্তুত আপনাদের প্রকৃত সন্দেহের পাত্র হচ্ছে সাইরাকিউস। আমরা এখানে আপনাদের সমর্থন ব্যতীত অবস্থান করতে পারব না এবং যদি আমরা আপনাদের স্বাধীনতা হরণ করবার মতো বিশ্বাসঘাতকতাও করি তবু সমুদ্র-পথের দৈর্ঘ্যবশত এবং বৃহৎ ও সামরিক দিক দিয়ে মহাদেশীয় নগর নিয়ন্ত্রণের অসুবিধার জন্য আমরা আপনাদের দখলে রাখতে পারব না। সাইরাকিউসীয়-গণ আপনাদের অতি নিকটবর্তী এবং তারা শিবিরে অবস্থান করছে না, নগরেই

রয়েছে। আমাদের তুলনায় তাদের বাহিনী অনেক বৃহৎ। সর্বদা তারা আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সুযোগ পেলে কখনো তা হাতছাড়া করবে না। লিওণ্টিনি ও অন্যান্যগণের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এখন তারা এমন নির্লজ্জ যে আপনারা একেবারে নির্বোধ এরূপ ভেবে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে, করছে এমন শক্তির বিরুদ্ধে যারা তাদের এই উদ্দেশ্য প্রতিহত করেছে এবং এতদিন পর্যন্ত সিসিলির স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছো আমরা কিন্তু তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রকৃত ও যথার্থ নিরাপত্তার কথা বলছি। আমাদের প্রত্যেকে পরস্পরের ওপর এমন নির্ভরশীল যে সাধারণ নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই হবে। লক্ষ্য করুন যে সাইরা-কিউসীয়গণ এত সংখ্যাগরিষ্ঠ যে মিত্রগণের সাহায্য ব্যতিরেকেই তারা যে-কোনো সময়ে আপনাদের আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু এত অধিকসংখ্যক সাহায্যকারী সৈন্যদলসহ আত্মরক্ষার সুযোগ আপনাদের বেশি আসবে না। আপনাদের সন্দেহের জন্য যদি এই বাহিনীকে ব্যর্থ কিংবা পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তবে এমন সময় আসবে যখন আপনারা এদের ভগ্নাংশমাত্রের সাহায্যলাভে ব্যাকুল হবেন অথচ তারা এসে আপনাদের কোনো উপকারই করতে পারবে না।

"কিন্তু ক্যামারিনাবাসিগণ, আমরা বিশ্বাস করি আপনারা কিংবা অন্য কেউই সাইরাকিউসের প্রচারিত মিথ্যা অপবাদে বিচলিত হবেন না। যেসব বিষয়ে আমরা সন্দেহভাজন সে সম্পর্কে প্রকৃত সত্য আমরা বলেছি এবং আপনাদের সে বিষয়ে সুনিশ্চিত করবার জন্য সংক্ষেপে পুনরালোচনা করছি। আমরা বলতে চাই যে, নিজেদের পরাধীনতা এড়াবার জন্য হেলাসে আমরা শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করেছি। সিসিলীয়গণ যাতে আমাদের ক্ষতি করতে না পারে সিসিলিতে সেজন্য আমরা মুক্তিদাতা। বিভিন্ন দিকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হয় বলে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হই। পূর্বের ন্যায় এবারও আমরা আপনাদের মধ্যে যারা অত্যাচারিত, তাদের বন্ধু হয়ে এখানে এসেছি এবং এসেছি আমন্ত্রিত হয়ে। সুতরাং আমাদের আচরণের বিচার বা সমালোচনা করবেন না। আমাদের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করবেন না। সে কাজ এখন সহজ নয়। বরং আমাদের চরিত্র ও হস্তক্ষেপ করবার নীতি দ্বারা যতটুকু সম্ভব উপকৃত হতে চেষ্টা করুন। নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে এই নীতি সকলের পক্ষে সমান ক্ষতিকারক নয়। এমন কি, অধিকাংশ হেলেনীয়ের কাছে তা লাভজনক। সর্বত্র এবং সকলের কাছে, যেখানে আমরা নেই সেখানেও, যারা আক্রমণ আশঙ্কা করছে ও যারা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে, তাদের উভয়ের উপরই এই নীতির অসীম প্রভাব। একপক্ষ আমাদের হস্তক্ষেপ আশা করে, অন্যপক্ষ আমাদের হস্তক্ষেপে তাদের প্রয়াস বিপজ্জনক হবে আশঙ্কা করে সংযত থাকে। একপক্ষ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মদমন করে, অন্যরা স্বীয় উদ্যম ব্যতীত রক্ষা পেয়ে যায়। প্রত্যেকের

কাছেই যে নিরাপত্তা উন্মুক্ত এবং যে প্রস্তাব এখন আপনাদের কাছে পেশ করা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। অন্যদের মতো আচরণ করুন এবং সাইরাকিউসের বিরুদ্ধে সর্বদা আত্মরক্ষামূলক পথ গ্রহণ না করে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনারাই তাদের ভীতির কারণ হোন।"

ইউফেমাসের ভাষণ শেষ হল। ক্যামারিনাবাসিগণের মনোভাব হল নিম্নরূপ। এথেনীয়গণ সিসিলিকে পদানত করতে পারে এই ভীতি ব্যতিরেকে এথেনীয়দের প্রতিই তাদের সহানুভূতি ছিল। প্রতিবেশী সাইরাকিউসের প্রতি ছিল তাদের শত্রুতার মনোভাব। প্রতিবেশী বলে এথেন্সের তুলনায় সাইরাকিউস সম্পর্কেই তাদের ভীতি ছিল বেশি। তাদের ছাড়াই সাইরাকিউস জয়লাভ করতে পারে আশঙ্কা করে প্রথমে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিল এবং স্থির করল ভবিষ্যতেও কার্যকরভাবে তাদেরই সাহায্য করবে, অবশ্য পরিমিতভাবে। কিন্তু তখনকার মতো এথেনীয়গণ যাতে অপমানিত বোধ না করে সেজন্য উভয়কে একই উত্তর দেওয়া মনস্থ করল। তারা বলল, যেহেতু বিবদমান দুটি দলই তাদের বন্ধু, অতএব শপথ রক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ হবে কোনো পক্ষে যোগদান না করা। দু' দেশের প্রতিনিধি এখন প্রত্যাবর্তন করলেন।

সাইরাকিউসীয়গণ যখন যুদ্ধপ্রস্তুতি চালাচ্ছিল এবং এথেনীয়গণ ন্যাক্সসে শিবির স্থাপন করেছিল তখন শেষোক্তগণ সিসেলদের দলে টানবার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। যেসব সিসেল নিম্ন অঞ্চলে বাস করত এবং যারা সাইরাকিউসের প্রজা ছিল, তারা অধিকাংশই এই প্রস্তাব গ্রহণ করল না। কিন্তু অভ্যন্তরবাসী স্বাধীন সিসেলগণ অধিকাংশই অবিলম্বে এথেনীয়দের পক্ষে যোগদান করল। তারা এথেনীয় বাহিনীর জন্য শস্য, এমনকি অর্থও দান করল। প্রত্যাখ্যানকারী সিসেলদের কিছুসংখ্যককে এথেনীয়গণ বলপূর্বক দলভুক্ত করল। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাইরাকিউসীয়গণ রক্ষিবাহিনী পাঠিয়ে এথেনীয়দের প্রতিহত করেছিল। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ ন্যাক্সস থেকে ক্যাটানাতে শীতঋতু যাপন করতে গেল, সাইরাকিউসের দ্বারা দগ্ধ শিবিরটি পুনর্নির্মাণ করল এবং সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করল। কার্থেজ থেকে সাহায্যলাভের আশায় সেখানে একটি ট্রায়ারিম শুভেচ্ছা দৌত্যে প্রেরিত হল। টিরেনিয়ার কয়েকটি নগর তাদের সাথে যোগদান করবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, সেখানেও জাহাজ পাঠানো হল। এজেস্টীয় ও সিসেলদের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি অশ্বারোহী সৈন্য পাবার আশায় তাদের কাছেও দূত প্রেরিত হল। বসন্তকালেই আক্রমণ করবার অভিপ্রায়ে এথেনীয়গণ এই সময়ে ইঁট, লোহা ও অবরোধের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস সংগ্রহে ব্যস্ত রইল।

করিন্থ ও স্পার্টাতে যে প্রতিনিধি দলটি প্রেরিত হয়েছিল ইতিমধ্যে তারা পথে উপকূলস্থ ইটালীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের এথেনীয়গণের

সিসিলি
ইতালি
রেজিয়াম
হিক্কারা
প্যানোরমাস
সোলোয়িস
হিমেরা
সেলিনাস
এক্রাগাস
সাইমিথাস নদী
এটনা পর্বত
ন্যাক্সস
ক্যাটানা
মেগারা
থ্যাপসাস
সাইরাকিউস
এনাপাস নদী
জেলা
ক্যামারিনা
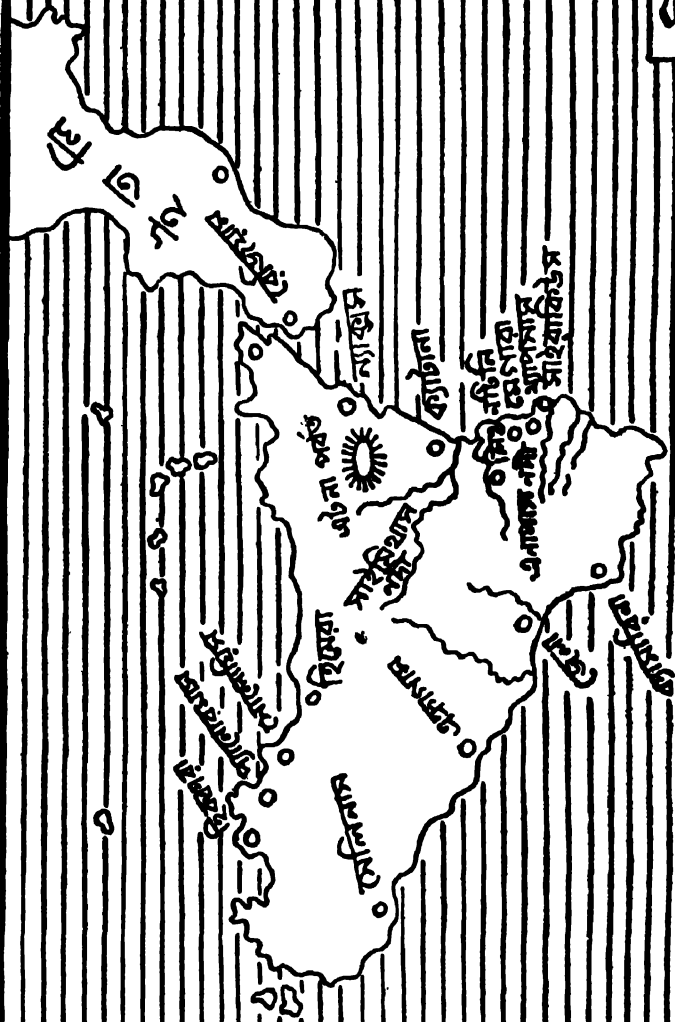
কার্যাবলী প্রতিহত করতে উত্তেজিত করল, কারণ এথেনীয় তৎপরতা শুধু সাইরাকিউসের পক্ষেই নয় ইটালীয়দের পক্ষেও বিপজ্জনক। তারপরে তারা করিন্থে পৌঁছে উভয়ের জাতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে তাদের সাহায্য করবার জন্য আহ্বান জানাল। করিন্থীয়গণ সর্বান্তঃকরণে তাদের সাহায্য করতে সম্মত হল এবং হেলাসে এথেন্সের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু করতে ও সিসিলিতে সাহায্য পাঠাতে স্পার্টাকে সম্মত করবার কাজে সাহায্য করবার জন্য সাইরাকিউসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকজন দূতও পাঠাল। প্রতিনিধিরা স্পার্টাতে পৌঁছে দেখল আশ্রয়প্রার্থিগণসহ আলকিবিয়াডিস সেখানে আছেন। তিনি একটি বাণিজ্য-জাহাজে করে দ্রুত থুরী ত্যাগ করে প্রথমে সিলেনী তারপর স্পার্টাতে গিয়েছিলেন। স্পার্টার আমন্ত্রণেই তিনি গিয়েছিলেন এবং ম্যান্টিনিয়ার ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেজন্য আশঙ্কাবশত প্রথমে তিনি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। স্পার্টার গণসভাতে করিন্থীয়গণ, সাইরাকিউসীয়গণ ও আলকিবিয়াডিস পুনঃপুনঃ একই অনুরোধ করে স্পার্টাকে স্বমতে আনয়ন করতে সক্ষম হলেন। সাইরাকিউসের আত্মসমর্পণ প্রতিহত করবার জন্য এফোর ও কর্তৃপক্ষ যদিও প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু সাইরাকিউসকে সাহায্য প্রেরণের কোনো আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা গেল না। সুতরাং স্পার্টীয়দের উদ্দীপ্ত করবার জন্য আলকিবিয়াডিস বললেনঃ

"আমার সম্বন্ধে যে প্রতিকূল ধারণা সকলের মনে আছে প্রথমে আমি সে বিষয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার প্রতি সন্দেহবশত সাধারণ জাতীয় বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনতে পাছে আপনারা অসম্মত হন সেজন্যই এই ব্যবস্থা। আমার পূর্বপুরুষগণ কিছু অসন্তুষ্টিবশত আপনাদের প্রক্সেনাসের পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আপনাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে আমি আবার তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলাম, বিশেষত পাইলস বিপর্যয়ের সময়ে। যদিও আমি আপনাদের সম্বন্ধে এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলাম, আপনারা কিন্তু আমার শত্রুগণের মাধ্যমে এথেনীয়গণের সাথে শান্তি আলোচনা করেছিলেন। ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল এবং আমি অপমানিত হয়েছিলাম। সুতরাং যদি আমি আর্গস ও ম্যাণ্টিনিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে থাকি এবং বিভিন্ন উপায়ে আপনাদের বিরোধিতা ও ক্ষতিসাধন করে থাকি তবে সে সম্পর্কে আপনাদের অভিযোগ করবার কোনো অধিকার নেই। সেই তিক্ত মুহূর্তে আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার প্রতি অন্যায়ভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা যেন বিষয়টির প্রকৃত হেতু বিচার করে ভিন্ন মত গ্রহণ করেন। আমি জনগণের পক্ষে ছিলাম বলে আমার প্রতি যাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁদের বুঝতে হবে যে সেই অসন্তোষ অকারণ। আমরা চিরকাল স্বৈরশাসকের শত্রু এবং

স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা যারা করে তারাই প্রকৃত জনগণ। সুতরাং আমরা জনগণের নেতা হিসেবে কাজ করেছি। তাছাড়া, যেহেতু এথেন্সের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গণতন্ত্র, তাই প্রচলিত ব্যবস্থাকে মান্য করাও প্রয়োজন ছিল। তবু তৎকালীন যথেচ্ছাচারী মেজাজের তুলনায় আমরা অনেক সংযত থাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু জনগণকে কুপথে পরিচালিত করবার লোক তখনো ছিল এবং তারাই আমাকে নির্বাসিত করেছে। কিন্তু আমরা ছিলাম সমগ্র জনগণের নেতা এবং যে গণতন্ত্রের অধীনে আমাদের রাষ্ট্র মহত্ত্ব ও স্বাধীনতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে এবং যে গণতন্ত্রকে আমরা বর্তমানে দেখেছি তাকে যথাসাধ্য রক্ষা করাই ছিল আমাদের নীতি। আমাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা সকলেই জানতেন গণতন্ত্র বস্তুত কি, সম্ভবত আমি সকলের চাইতে বেশী জানতাম। কারণ, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আমারই বেশি ছিল। একটি নিছক উদ্ভট ব্যাপার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার নেই। কিন্তু আপনাদের সাথে যুদ্ধ চলছে বলে এই অবস্থায় আমরা এর পরিবর্তন করা নিরাপদ মনে করিনি।

"যেসব বিষয় নিয়ে আপনাদের বিবেচনা করতে হবে এখন আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এসব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বেশি। সম্ভব হলে সিসিলীয়গণকে জয় করবার জন্যই আমরা বের হয়েছিলাম, তারপরে আমাদের পরিকল্পনা ছিল ইটালী ও সর্বশেষে কার্থেজ জয় করা। এর পরে হত পেলোপন্নিস আক্রমণ। ঐসব অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সমগ্র হেলেনীয় বাহিনী নিয়ে আমরা আসব, বহুসংখ্যক অ-গ্রীককেও বেতন-ভোগী সৈন্য হিসেবে দলে গ্রহণ করব, যেমন আইবেরীয়গণকে। উপরন্তু বর্তমান নৌবহর ব্যতীতও আরো অনেক জাহাজ নির্মাণ করা যাবে। কারণ, ইটালীতে কাঠ আছে পর্যাপ্ত। নৌবহর দ্বারা সমুদ্র থেকে পেলোপন্নিস অবরোধ করে এবং পদাতিক বাহিনী দ্বারা স্থলপথে আক্রমণ চালিয়ে ও অবরোধ করে আমরা ভেবেছিলাম বিনা আয়াসে আমরা পেলোপন্নিসের পতন ঘটাতে পারব। তারপর আমরা সমগ্র হেলেনীয় জগতের প্রভু হয়ে বসব। অর্থ কিংবা রসদের ঘাটতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের হেলাসের রাজস্ব স্পর্শ না করেই, পশ্চিমে আমাদের নতুন বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে পর্যাপ্ত সরবরাহ পাওয়া যেত।

"বর্তমান অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকেই ইতিহাস শুনলেন। যেসব সেনাধ্যক্ষ এখন এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন তাঁরা সম্ভব হলে এই কার্যক্রমই রূপায়িত করবেন। এখন আপনারা দেখবেন যে আপনাদের সাহায্য লাভ না করলে সিসিলির রাষ্ট্রগুলো আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হবে। অবশ্য ঐক্যবদ্ধ হলে এখনো, তাদের অনভিজ্ঞতা

সত্ত্বেও, সিসিলীয়গণ রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু সাইরাকিউসীয়গণের সমগ্র বাহিনী একটি যুদ্ধে ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে এবং সমুদ্রেও তারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। সিসিলিতে যে এথেনীয় বাহিনীটি আছে তাকে একা প্রতিহত করবার ক্ষমতা সাইরাকিউসের নেই। সাইরাকিউসের পতন হলে সমগ্র সিসিলিরও পতন ঘটবে। ইটালীও অচিরাৎ তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। সেখান থেকে যে বিপদের কথা এইমাত্র আমি বলেছি তা অনতিবিলম্বে আপনাদের উপর আঘাত হানবে। সুতরাং কেউ যেন মনে না করেন যে শুধু সিসিলির প্রশ্নটিই বিবেচ্য। যদি আপনারা দ্রুত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ না করেন তবে প্রশ্নটি সমগ্র পেলোপন্নিস-সংক্রান্ত হয়ে দাঁড়াবে। সিসিলিতে আপনাদের এমন একদল সৈন্য প্রেরণ করতে হবে যারা নিজেরা জাহাজের দাঁড় টানতে পারবে এবং অবতরণ করামাত্র ভারী অস্ত্র-বাহী সৈন্য হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সৈন্য প্রেরণ অপেক্ষা যা অধিকতর জরুরী বলে মনে করি তা হল, ইতিমধ্যেই সেখানে যেসব সৈন্য আছে তাদের সংগঠিত করবার জন্য এবং আদেশ পালনে অমান্যকারিগণকে কাজে বাধ্য করবার জন্য একজন স্পার্টীয় সেনাধ্যক্ষ পাঠানো। এতে আপনাদের বন্ধুগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং যারা চিন্তায় দোদুল্যমান তারা যোগদান করতে উৎসাহিত বোধ করবে। ইতিমধ্যে হেলাসের যুদ্ধকে অধিকতর সক্রিয় ও প্রকাশ্যভাবে চালাতে হবে। ফলে সাইরাকিউসীয়গণ যখন দেখবে আপনারা তাদের সঙ্গেই আছেন তখন তাদের প্রতিরোধ দৃঢ়তর হবে। এথেনীয়-গণের পক্ষেও সেখানে অতিরিক্ত সৈন্যদল প্রেরণ অসুবিধাজনক হবে। অ্যাটিকার অন্তর্গত ডিসিলিয়াকে আপনাদের সুরক্ষিত করতে হবে, এই আঘাতটি সম্পর্কে এথেনীয়গণ চিরকালই শঙ্কিত থেকেছে। তারা মনে করে যুদ্ধে সর্বপ্রকার দুর্গতির মধ্যে মাত্র এইটির অভিজ্ঞতাই তাদের হয়নি। কিসের ভয়ে শত্রু সর্বাধিক আতঙ্কিত, তা খুঁজে বের করে সেখানে তাকে আক্রমণ করাই হচ্ছে শত্রুকে পর্যুদস্ত করবার নিশ্চিততম পথ। কারণ, প্রত্যেকে নিজের দুর্বলতম স্থানটার কথা নিজেই সবচেয়ে ভাল জানে এবং সেই অনুসারে আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। ডিসিলিয়াকে সুরক্ষিত করে আপনাদের কি সুবিধা হবে এবং কিভাবে শত্রুর ক্ষতি হবে সে বিষয়ে আমি শুধু প্রধান তথ্যগুলির উল্লেখ করছি। বলপ্রয়োগদ্বারা কিংবা তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের যা-কিছু সম্পত্তি তা আপনাদের দখলে আসবে। সেখানকার জমি ও আদালত এবং লরিয়ামের রৌপ্যখনি থেকে এথেনীয়গণের যা আয় হয় তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। সর্বোপরি তারা মিত্রগণের কাছ থেকে সংগৃহীতব্য কর থেকেও বঞ্চিত হবে। কারণ, আপনাদের প্রচণ্ড উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করতে দেখে এবং এথেন্স সম্পর্কে তাদের ভীতি হ্রাসের ফলে প্রজাগণের কর প্রদান হবে অনিয়মিত। কিন্তু স্পার্টীয়গণ, কতখানি উৎসাহ ও তৎপরতার সাথে এই কাজ সম্পন্ন হবে

তা নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। কিন্তু এইগুলো যে কাজে পরিণত করা সম্ভব সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত এবং আমি মনে করি না যে এতে আমি ভুল করছি।

"আমার দেশপ্রেমের পূর্বখ্যাতি সত্ত্বেও স্বদেশ আক্রমণের জন্য নিজ দেশের প্রবলতম শত্রুর সাথে সহযোগিতা করছি বলে আমাকে অসৎ মনে করবেন না, কিংবা আমার প্রস্তাবগুলিকে জনৈক আইন-বহির্ভূত ব্যক্তির উত্তেজনার ফল বলে মনে করবেন না। যারা আমাকে বহিষ্কার করেছে তাদের শঠতার জন্যই আমি আইনের আশ্রয়চ্যুত, আপনারা আমার কথা শুনলে আমি আপনাদের সাহায্য করব এজন্য নয়। আমার চরম শত্রু আপনারা নন, আপনারা শুধু আপনাদের শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। বন্ধুকে যারা শত্রু হতে বাধ্য করেছে তারাই চরম শত্রু। যখন নাগরিক হিসাবে আমার অধিকার নিশ্চিত কেবল তখনই আমি দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করি। যখন আমি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই তখন এই অনুভূতি আমার থাকে না। সত্যি বলতে কি আমি যে দেশকে এখন আক্রমণ করছি তা এখনো আমারই বলে আমার আর বোধ হচ্ছে না। বরং যে দেশ আমার আর নয় আমি যেন তাই পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। দেশকে আক্রমণ না করে বরং অন্যায়ভাবে দেশকে হারাতে যে প্রস্তুত সে যথার্থ দেশপ্রেমিক নয়। যে দেশকে এত ভালোবাসে যে তা পুনরুদ্ধারের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত, সে-ই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। সুতরাং হে স্পার্টীয়-গণ, আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি কোনরূপ বিপদ কিংবা দুঃখের মধ্যে আমাকে কাজে লাগাতে দ্বিধা করবেন না। প্রত্যেকেই যে যুক্তি প্রয়োগ করে তা মনে রাখবেন, শত্রু হিসেবে আমি যেমন আপনাদের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পেরেছিলাম, বন্ধু হিসেবে ঠিক ততখানি উপকার করতে পারব। এথেনীয়-গণের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, আপনাদের ক্ষেত্রে আমি শুধু অনুমান করেছিলাম। আমি আপনাদের অনুনয় করছি আপনারা উপলব্ধি করুন যে আপনাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। দ্বিধা না করে সিসিলি ও অ্যাটিকাতে অভিযান প্রেরণ করুন। আপনাদের বাহিনীর একটি ভগ্নাংশমাত্র দিয়ে আপনারা সিসিলির বৃহৎ নগর-গুলোকে রক্ষা করতে পারবেন এবং এথেন্সের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবেন। এর পরে আপনারা নিরাপদে বাস করতে পারবেন এবং সমগ্র হেলাসের অধিনায়কত্ব ভোগ করতে পারবেন—সামরিক বল নয়, প্রীতি ও সম্মতির উপর এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।"

আলকিবিয়াডিস তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। ইতিপূর্বেই স্পার্টীয়গণ এথেন্সের বিরুদ্ধে যাত্রা করতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু তবু অপেক্ষা করছিল এবং পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আলকিবিয়াডিসের কাছে এই বিশেষ

সংবাদ পেয়ে এখন তারা অধিকতর আগ্রহ বোধ করল। সুতরাং ডিসিলিয়াকে সুরক্ষিত করা এবং সিসিলীয়গণকে আশু সাহায্য প্রেরণের উদ্‌যোগে তারা আত্মনিয়োগ করল। ক্লিয়াণ্ডিডাসের পুত্র গিলিপ্পাসকে তারা সাইরাকিউসের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করল। তাঁকে নির্দেশ দিল যে সাইরাকিউস ও করিন্থের সাথে পরামর্শ করে তিনি যেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সিসিলিকে সাহায্য করবার সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও কার্যকর পন্থা খুঁজে বের করেন। তিনি করিন্থীয়দের বললেন তাঁকে যেন তারা অ্যাসাইনিতে অবিলম্বে দু'টি জাহাজ প্রেরণ করে। উপরন্তু সিসিলিতে যে নৌবহরটি তারা পাঠাবে তা যেন প্রস্তুত করা হয় এবং সেটি যেন উপযুক্ত সময়ে যাত্রার জন্য তৈরী থাকে। এর পর প্রতিনিধিগণ স্পার্টা ত্যাগ করল।

ইতিমধ্যে অর্থ ও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য সেনাধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রেরিত ট্রায়ারিমগুলি সিসিলি থেকে এথেন্সে এসে পৌঁছাল। এথেনীয়গণ প্রয়োজনীয় অর্থ ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এইভাবে শীতকাল শেষ হল এবং থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের সপ্তদশ বর্ষও সমাপ্ত হল।

পরবর্তী গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এথেনীয়গণ ক্যাটানা থেকে যাত্রা করে সিসিলির মেগারা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল, স্থানটি ছিল সাইরাকিউসের দখলে। এখানে এথেনীয়গণ অবতরণ করে দেশটিতে লুণ্ঠনকার্য চালাল। এরপরে একটি সাইরাকিউসীয় দুর্গে ব্যর্থ আক্রমণ চালাল। তারপর টেরিয়াস নদী অভি-মুখে অগ্রসর হল। তারপরে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ধ্বংসকার্য চালাল ও শস্যে আগুন ধরিয়ে দিল। একটি ক্ষুদ্র সাইরাকিউসীয় বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে তারা কিছু সাইরাকিউসীয়কে হত্যা করল, অতঃপর একটা বিজয়স্মারক স্থাপন করে জাহাজে ফিরে গেল। এবার তারা ক্যাটানাতে গিয়ে রসদ সংগ্রহ করল এবং সিসেল নগর সেণ্টোরিপাতে সমগ্র বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হল। নগরটি আত্মসমর্পণ করল। তার পরে ইনেসা ও হিবলাতে শস্য পুড়িয়ে ফিরে গেল। ক্যাটানাতে পৌঁছে তারা দেখল এথেন্স থেকে ২৫০ জনের অশ্বারোহী বাহিনী এসেছে, কিন্তু অশ্ব আসেনি। তারা ভেবেছিল যে সিসিলি থেকেই অশ্ব সংগৃহীত হবে। এতদ্ব্যতীত এসেছে ৩০ জন অশ্বারোহী তীরন্দাজ এবং তিনশত ট্যালেণ্ট রৌপ্যমুদ্রা।

এই বসন্তকালে স্পার্টীয়গণ আর্গসের বিরুদ্ধে অভিযান করে ক্লিওনী পর্যন্ত অগ্রসর হল, কিন্তু ভূমিকম্পের জন্য তারা প্রত্যাবর্তন করল। এর পর আর্গসীয়গণ সীমান্তে অবস্থিত থাইরীয়া আক্রমণ করে প্রচুর স্পার্টীয় সম্পত্তি লুটপাট করল এবং সেগুলো অন্তত পঁচিশ ট্যালেণ্টের বিনিময়ে বিক্রয় করল। এই সময়ে থেসপীয় জনগণ ক্ষমতাধিষ্ঠিত দলটিকে আক্রমণ করলেও
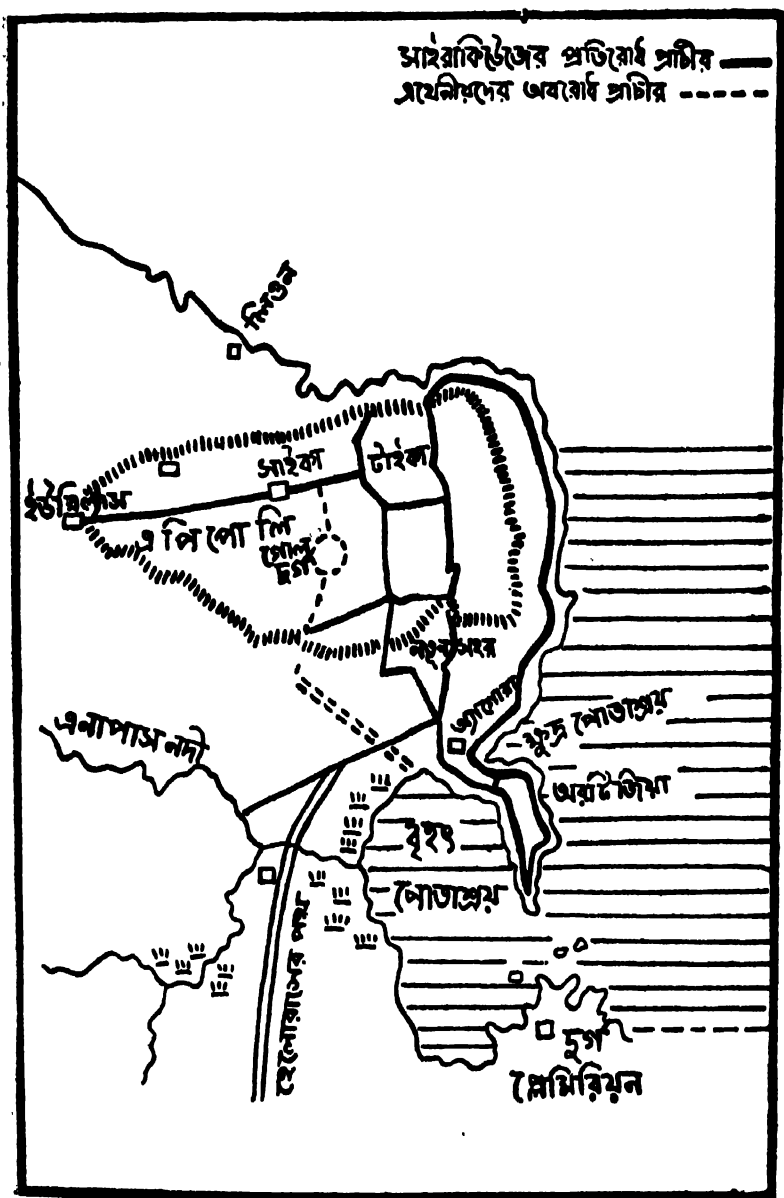
. সাইরাকিউজের পরিকল্পনা

পোতাশ্রয় এবং এথেনীয়দের অবস্থান

তারা ব্যর্থ হল। থিব্‌স্‌ থেকে সাহায্য এসে পেীছল, কিছু বিদ্রোহী ধৃত হল; অন্যরা এথেন্সে আশ্রয় গ্রহণ করল।

ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ শুনল যে এথেন্স থেকে অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে এবং এথেনীয়গণ তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তারা মনে করল এথেনীয়গণ যদি নগরের ঠিক উপরে অবস্থিত খাড়া অঞ্চল এপিপোলী দখল করতে না পারে তবে যুদ্ধে জয়ী হলেও সহজে তাদের অবরোধ করতে পারবে না। সুতরাং এখান দিয়ে শত্রুরা যাতে অলক্ষ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তারা এপিপোলীর প্রবেশপথগুলি পাহারা দেবে স্থির করল। শুধু-মাত্র এই দিক দিয়েই আরোহণ সম্ভব, বাকি অংশটি শুধু উচ্চভূমি নয় তা এমনভাবে নগরাভিমুখে নেমে গিয়েছে যে ভেতর থেকে সব দেখা যায়। এই স্থানটি উঁচু বলেই সাইরাকিউসীয়গণ একে এপিপোলী বা উঁচু নগর বলে। সাইরাকিউসীয়গণ সমগ্র বাহিনী নিয়ে অগনাপাস নদী বরাবর তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে গেল। তাদের নতুন সেনাধ্যক্ষ হার্মোক্রেটিস ও তাঁর সহকর্মিগণ সবে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হপ্‌লাইটদের ৬০০ জনকে বিশেষভাবে বাছাই করে ডিওমিনাসের নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করলেন। এরা এপিপোলী পাহারা দেবে এবং অন্যত্র প্রয়োজন হলেই সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

সেদিন প্রাতঃকালে এথেনীয়গণ সমগ্র বাহিনী নিয়ে ক্যাটানা থেকে যাত্রা করে বিপরীত দিকে লিওন নামক স্থানে অলক্ষ্যে অবতরণ করল। তা এপি-পোলী থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। নৌবহরটি নোঙর করল থ্যাপসাসে। এই উপদ্বীপটি সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, এখানে একটি সঙ্কীর্ণ যোজক আছে এবং উপদ্বীপটি স্থলপথে কিংবা জলপথে কোনোভাবেই সাইরাকিউস নগর থেকে বেশি দূরে নয়। অবতরণ করে এথেনীয়গণ তাদের বাহিনীটিকে পরিদর্শন করল। এদিকে তাদের নৌবাহিনী যোজকের উপর আড়াআড়িভাবে খুঁটির বেড়া দিল। স্থলবাহিনী সোজা এপিপোলী অভিমুখে রওনা হল এবং সাইরাকিউসীয়গণ কিছু দেখবার আগেই এবং তৃণভূমি থেকে সৈন্য আনবার আগেই ইউরিয়েলাসের পথে উপরে আরোহণ করল। ডিওমিনাসের ছয়শ' সৈন্য ও অন্যরা যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হল। কিন্তু তৃণভূমি থেকে এথেনীয়গণের কাছে পেীছাতে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করতে হল। সুতরাং বিশৃঙ্খলভাবে আক্রমণ করে সাইরাকিউসীয়গণ এপিপোলীর যুদ্ধে পরাজিত হল এবং নগরে ফিরে গেল। ডিওমিনাসসহ প্রায় তিনশ' সাইরা-কিউসীয় নিহত হল। তারপর এথেনীয়গণ একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করে একটি চুক্তির মাধ্যমে সাইরাকিউসীয় মৃতদেহগুলোকে উদ্ধার করল। পরদিন তারা সোজা সাইরাকিউসে গেল, কিন্তু তাদের আক্রমণ করবার জন্য কেউ বের

হল না। অতএব তারা এপিপোলীর কাছে ল্যাবডালামে গিয়ে একটা দুর্গ নির্মাণ করল। এটি ছিল মেগারার দিকে। যখন তারা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবে কিংবা অবরোধপ্রাচীর নির্মাণ করবে তখন এই দুর্গটি মূলপত্র ও অর্থের মজুতখানা হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

এর কিছু পরে এজেস্টা থেকে তাদের কাছে তিনশ' অশ্বারোহী সৈন্য এসে পৌঁছাল এবং সিসেল, ন্যাক্সীয় ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আরো প্রায় একশ' জন অশ্বারোহী সৈন্য এল। তাছাড়া ছিল ২৫০ জন এথেনীয় অশ্বারোহী এবং এদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু অশ্বও পাওয়া গিয়েছিল এজেস্টা ও ক্যাটানা থেকে। সুতরাং সবসুদ্ধ অশ্বারোহীর সংখ্যা দাঁড়াল ৬৫০। ল্যাবডেলামে একদল সৈন্য মোতায়েন রেখে এথেনীয়গণ সাইকাতে গেল এবং সেখানে অবস্থান করে পরিবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যস্থানে একটি বৃত্ত দ্রুত নির্মাণ করে ফেলল। এতে সাইরাকিউসীয়গণ ভীত হয়ে তাদের বাধা দেবার সংকল্প করল। দুটি বাহিনীর রণসজ্জা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সাইরাকিউসীয় সেনাধ্যক্ষগণ দেখলেন তাঁদের সৈন্যগণ ভীষণ বিশৃঙ্খল হয়ে রয়েছে এবং তাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে সংগঠিত করা যাচ্ছে না। সুতরাং অশ্বারোহী বাহিনীর একটা অংশকে রেখে তাঁরা সৈন্যদের নগরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত অশ্বারোহিগণ এথেনীয়গণকে পাথর আনতে ও বেশী দূরে যেতে বাধা দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত অশ্বারোহিসহ এথেনীয় হপ্লাইটের একটি দল তাদের আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিল। কিছু সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহী নিহত হল। এথেনীয়গণ একটা বিজয়স্মারক স্থাপন করল।

পরদিন এথেনীয়গণ বৃত্তের উত্তরে প্রাচীর নির্মাণ শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে বৃহৎ বন্দর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সংক্ষিপ্ততম পথের প্রস্তাবিত প্রাচীরের জন্য তারা কাঠ ও পাথর সংগ্রহ করে ট্রোজিলাসের দিকে খানিকটা অন্তর অন্তর রেখে দিল। সেনাধ্যক্ষদের, বিশেষ করে হার্মোক্রেটিসের পরামর্শে সাইরা-কিউসীয়গণ সম্মুখযুদ্ধের ঝুঁকি পরিহার করে প্রস্তাবিত এথেনীয় প্রাচীরের দিকে পাল্টা প্রাচীর নির্মাণের সংকল্প করল। সময়মতো তা নির্মাণ করা সম্ভব হলে এথেনীয় প্রাচীরটিকে বিভক্ত করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ তাদের বাধা দিতে চাইলে তারা সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে এবং খুঁটির বেড়া দিয়ে আগেই প্রবেশপথগুলি নিরাপদ করে রাখবে। অথচ তাদের প্রতিহত করবার জন্য এথেনীয়দের নির্মাণকার্য পরি-ত্যাগ করে সমগ্র বাহিনী নিয়ে আসতে হবে। সুতরাং সাইরাকিউসীয়গণ নগর থেকে শুরু করে এথেনীয় বৃত্তের দক্ষিণ দিক দিয়ে আড়াআড়িভাবে প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ করল। ওলিভ গাছ কেটে কাঠের দুর্গ তৈরি করল। এথেনীয়

নৌবহর তখনো বৃহৎ বন্দরে প্রবেশ করেনি বলে সমুদ্র-উপকূলে সইরাকিউসের আধিপত্য তখনো বজায় ছিল এবং এথেনীয়গণ স্থলপথে থ্যাপসাস থেকে রসদ সংগ্রহ করছিল।

সাইরাকিউসীয়গণ মনে করল পাল্টা প্রাচীরের খুঁটির বেড়া ও পাথরের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। এথেনীয়গণ তাদের বাধা দিতে আসেনি, কারণ, সৈন্যবাহিনী বিভক্ত হয়ে পড়লে যুদ্ধে তাদের অসুবিধা হবে, এতদ্ভিন্ন স্বীয় প্রাচীরটিও দ্রুত নির্মাণ করতে হবে। সুতরাং সাইরাকিউসীয়গণ প্রচীরের জন্য একদল সৈন্য রেখে নগরে ফিরে গেল। মাটির তলা দিয়ে যে নলগুলির মাধ্যমে সাইরাকিউসে পানীয় জল সরবরাহ হত এথেনীয়গণ তা নষ্ট করে দিল। মধ্যাহ্নে সাইরাকিউসীয়গণ তাঁবুতে ফিরে গেলে, এমনকি অনেকে নগরে চলে গেলে এবং খুঁটির বেড়ার পাহারা শিথিল হলে এথেনীয়গণ তিনশ' হপ্-লাইটকে বাছাই করল। তাছাড়া লঘু অস্ত্রবাহী কিছু সৈন্যকে বেছে নিয়ে তাদের ভারী অস্ত্র দিল এবং সকলকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পাল্টা প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিল। স্থির হল এথেনীয় বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যগণ দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হবে। নগরের ভিতর থেকে বহির্গত হয়ে যদি সাইরাকিউসীয়গণ অতর্কিতে আক্রমণ করে সেজন্য একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে একটা দল যাবে নগরাভিমুখে। অপর দলটি অন্য সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে পিছনের দ্বার দিয়ে খুঁটির বেড়ার কাছে যাবে। বাছাই-করা তিনশ' সৈন্য খুঁটির বেড়া দখল করে নিল এবং আক্রান্ত রক্ষিসৈন্যদল স্থানত্যাগ করে অ্যাপোলো টেমেনাইটিসের মন্দির বেষ্টনকারী প্রাচীরের ভেতর আশ্রয় নিল। আক্রমণকারিগণ সবেগে ভিতরে প্রবেশ করল, কিন্তু সাইরা-কিউসীয়গণের দ্বারা বহিষ্কৃত হল এবং কিছু আর্গসীয় ও এথেনীয় নিহত হল। এর পর সমগ্র এথেনীয় বাহিনী ফিরে এল, পাল্টা প্রাচীর ধ্বংস করল, খুঁটির বেড়া তুলে খুঁটিগুলি নিয়ে গেল এবং একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল।

পরদিন বৃত্ত থেকে এথেনীয়গণ বৃহৎ বন্দরের দিকে জলাভূমির উপর এপিপোলীর খাড়া অংশটিকে সুরক্ষিত করতে শুরু করল। সমভূমি ও জলা-ভূমির ওপর দিয়ে বৃহৎ বন্দর পর্যন্ত নির্মীয়মান প্রাচীরটির পক্ষে এটাই ছিল সংক্ষিপ্ততম পথ। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ নগর থেকে শুরু করে জলাভূমির মধ্যভাগ পর্যন্ত আর একটা খুঁটির বেড়া তৈরি করতে শুরু করল এবং পাশাপাশি একটা সুড়ঙ্গ খনন করতে লাগল যাতে এথেনীয়গণ সমুদ্র পর্যন্ত প্রাচীরটি নির্মাণ করতে না পারে। খাড়া অঞ্চলের কাজ শেষ করেই এথেনীয়গণ সাইরাকিউসীয়গণের খুঁটির বেড়া ও সুড়ঙ্গ আক্রমণ করল। নৌ-বহরকে থ্যাপসাস থেকে বৃহৎ বন্দরে প্রবেশের আদেশ দিয়ে ঊষাকালে তারা

এপিপোলী থেকে সমভূমিতে অবতরণ করল এবং জলাভূমির যে স্থান কর্দমাক্ত ও অপেক্ষাকৃত শক্ত অঞ্চল তার উপর কাঠ বা তক্তা পেতে পথ করে নিল। সকালের মধ্যেই খুঁটির বেড়া ও সুড়ঙ্গ তারা দখল করে ফেলল, শুধু একটা অংশ বাকি রইল, তা পরে অধিকৃত হল। যুদ্ধ শুরু হল এবং এথেনীয়গণ তাতে জয়ী হল। সাইরাকিউসীয়গণের দক্ষিণ পার্শ্ব নগরের দিকে এবং বাম পার্শ্ব নদীর দিকে পালাল। পলায়নে বাধাদানের জন্য তিনশ' এথেনীয় দ্রুত সেতুমুখে ধাবিত হল। আতঙ্কগ্রস্ত সাইরাকিউসীয়গণ (অশ্বারোহী দলের অধিকাংশ এদের সঙ্গে ছিল) তখন রুখে দাঁড়িয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল এবং এথেনীয় দক্ষিণ পার্শ্বের উপর সজোরে তাদের নিক্ষেপ করল। এই আকস্মিক আঘাতে দক্ষিণ পার্শ্বের প্রথম অংশটি আতঙ্কে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। তা দেখে বাম পার্শ্ব থেকে ল্যামাকাস আর্গসীয়গণকে ও কিছু তীরন্দাজকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। একটা খানা অতিক্রম করে সঙ্গিসহ তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং তিনি ও তাঁর পাঁচ-ছয়জন সঙ্গী নিহত হলেন। তৎক্ষণাৎ সাইরাকিউসীয়গণ দ্রুত তাঁদের তুলে নদী পার হয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল এবং অবশিষ্ট এথেনীয় বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে পিছু হটে গেল।

ইতিমধ্যে যেসব সাইরাকিউসীয় প্রথমে নগরে পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘটনার প্রবাহ নতুন মোড় নিতে দেখে নগর থেকে বের হয়ে এথেনীয়গণের সম্মুখে সমবেত হল। এপিপোলীর উপরে বৃত্ত অরক্ষিত আছে মনে করে তা দখল করবার জন্য একদল সাইরাকিউসীয় সৈন্য সেখানে প্রেরিত হল। তারা বৃত্তের এক হাজার ফুট বহির্ভাগ দখল করে ধ্বংস করল বটে কিন্তু নিকিয়াসের জন্য বৃত্ত রক্ষা পেয়ে গেল। তিনি অসুস্থতাবশত সেখানে ছিলেন। সৈন্যের অভাবে রক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে তিনি যন্ত্রপাতি ও যেসব কাঠ প্রাচীরের সামনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তাতে অগ্নিসংযোগ করবার জন্য ভৃত্যদের আদেশ দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। আগুনের জন্য সাইরা-কিউসীয়গণ আর অগ্রসর হতে না পেরে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে নিম্নস্থ এথেনীয়গণের কাছ থেকে সাহায্য আসছিল, এই এথেনীয়দের চাপে বাধা-দানকারী সৈন্যদল পালাতে শুরু করল। এদিকে নৌবহরও বৃহৎ বন্দরে প্রবেশ করেছিল। তা দেখে উপরের সাইরাকিউসীয়গণ দ্রুত নিচে নেমে এল এবং সমগ্র সাইরাকিউসীয় বাহিনী নগরে প্রত্যাবর্তন করল। তারা বুঝতে পারল তাদের বর্তমান শক্তি দ্বারা তারা সমুদ্র পর্যন্ত প্রাচীর নির্মাণে এথেনীয়দের বাধা দিতে পারবে না।

এর পর এথেনীয়গণ একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে সাইরাকিউসীয় মৃতদেহগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ল্যামকাস ও তাঁর সঙ্গীদের

মৃতদেহগুলো গ্রহণ করল। এখন স্থল ও নৌশক্তি মিলে তাদের সমগ্র বাহিনী একত্রিত হয়েছে এবং এপিপোলীতে খাড়া অঞ্চল থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত দীর্ঘ দু'টি প্রাচীর দিয়ে সাইরাকিউসীয়গণকে ভিতরে আবদ্ধ করে ফেলেছে। ইটালীর সর্বত্র থেকে তাদের কাছে সরবরাহ আসছিল এবং যেসব সিসেল এতদিন পর্যন্ত ঘটনার গতি লক্ষ্য করছিল তারা এইবার এথেনীয়গণের পক্ষে যোগদান করল। টিরোনিয়া থেকে তিনটি পঞ্চাশ দাঁড়বিশিষ্ট জাহাজও এসে পৌঁছাল। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই তাদের আশা অনুযায়ী হচ্ছিল। পেলোপন্নিস থেকে সাইরাকিউসের কাছে এখনো কোনো সাহায্য এসে পৌঁছোয়নি, যুদ্ধের মাধ্যমে নিরাপত্তার আশা সাইরাকিউসীয়গণ ছেড়ে দিয়েছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যেও নিকিয়াসের সঙ্গে আত্মসমর্পণের শর্তাদি আলোচনা করতে লাগল। ল্যামাকাসের মৃত্যুর পর একমাত্র নিকিয়াস ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। কোনো সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেল না। বর্তমান দুর্ভাগ্য সাইরাকিউসীয়গণকে পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। বিপর্যয়ের সব অপরাধ গিয়ে পড়ল দৈবের উপর এবং সেনাধ্যক্ষগণের বিশ্বাসঘাতকতার উপর। বর্তমান সেনাধ্যক্ষগণকে পদচ্যুত করে হেরাক্লাইডিস, ইউক্লিস ও টেলিয়াসকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল।

ইতিমধ্যে করিন্থীয় জাহাজ নিয়ে স্পার্টীয় গিলিপ্পাস অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে লিউকাসের অদূরে পৌঁছলেন। যেসব সংবাদ আসছিল তা সবই উদ্বেগজনক। এমনও মিথ্যা সংবাদ এল যে সাইরাকিউস সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে গিলিপ্পাস সিসিলির আশা একদম ছেড়ে দিলেন এবং ইটালী রক্ষার অভিপ্রায়ে দ্রুত আইওনীয় সাগর পার হয়ে তিনি ও করিন্থের পাইথেন ট্যারেণ্টাম পৌঁছালেন, সঙ্গে রইল দু'টি স্পার্টীয় ও দু'টি করিন্থীয় জাহাজ। করিন্থীয়গণের উপর নির্দেশ ছিল তাদের দশটি জাহাজ ছাড়াও দু'টি লিউকেডিয়ার ও দু'টি অ্যাম্ব্রেসিয়ার জাহাজ সুসজ্জিত করে তারা যেন তাদের অনুসরণ করে। ট্যারেণ্টাম থেকে গিলিপ্পাস প্রথমে থুরীতে গেলেন এবং তাঁর পিতা সেখানে যে নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন তা নিজের জন্য দাবী করলেন। কিন্তু নগরবাসীদের দলে টানতে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে ইটালীর উপকূল বরাবর চলতে লাগলেন। টেরেনীয় উপসাগরের বিপরীত দিকে তিনি প্রবল বাত্যাতাড়িত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়লেন, উত্তর থেকে এই ঝড় প্রবলবেগে এই দিকে আসছিল। অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে তিনি ট্যারেণ্টাম পৌঁছালেন। ঝড় যে জাহাজগুলির বেশি ক্ষতি করেছিল তিনি সেগুলিকে টেনে উপকূলে তুলে মেরামত করলেন। নিকিয়াস তাঁর আগমনের সংবাদ শুনেছিলেন কিন্তু তাঁর অল্পসংখ্যক জাহাজকে থুরীয়দের মতোই উপেক্ষা করলেন, মনে করলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য

সম্ভবত জলদস্যুতা। সেইজন্য কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না।

এই সময়ে স্পার্টীয়গণ মিত্রদের নিয়ে আর্গস আক্রমণ করল এবং লুণ্ঠনকার্য চালাল। ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজ আর্গসের সাহায্যার্থে এল এবং এইভাবে স্পষ্টত সন্ধিভঙ্গ হল। এতদিন পর্যন্ত পাইলস থেকে অতর্কিত আক্রমণ, ল্যাকোনিয়ার উপকূল ব্যতীত পেলোপন্নিসের অন্যত্র অবতরণ, শুধু এইটুকুই ছিল আর্গসীয় ও ম্যান্টিনীয়গণের সঙ্গে এথেন্সের সহযোগিতার বিস্তার। যদিও আর্গসীয়গণ এথেনীয়দের বারবার অনুরোধ করেছে তারা যেন অতি স্বল্পকালের জন্য হলেও তাদের হপ্‌লাইটদের নিয়ে ল্যাকোনিয়াতে অবতরণ করে এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্তত অতি অল্পস্থানেও লুণ্ঠনকার্য চালায়, তবু এথেনীয়গণ প্রত্যেকবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তারা পাইথোডোরাস, লীসপোডিয়াস ও ডেমারেটাসের নেতৃত্বে এপিডরাস লিমেরা, প্রাসিয়ি ও অন্যান্য স্থানে অবতরণ করল ও লুটপাট করল। ফলে এথেন্সের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পক্ষে স্পার্টীয়গণ একটি সুন্দর অজুহাত পেল। এথেনীয়গণ নৌবহর নিয়ে আর্গস ত্যাগ করলে এবং স্পার্টীয়গণও চলে গেলে আর্গসীয়গণ ফ্লিয়াসিয়া আক্রমণ করে লুটপাট করল ও কিছু অধিবাসীকে হত্যা করল।

সপ্তম অধ্যায়

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ—যুদ্ধের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতিতম বর্ষ। সাইরাকিউসে গিলিপ্পাসের উপস্থিতি। ডিসিলিয়ার প্রতিরক্ষা। সাইরাকিউসীয়গণের সাফল্য।

জাহাজগুলি মেরামত হলে গিলিপ্পাস ও পাইথেন ট্যারেন্টাম থেকে উপকূল বরাবর এপিজেফাইরীয় লোক্রিসে গমন করলেন। তাঁরা এখন অপেক্ষাকৃত নির্ভুল সংবাদ পেলেন যে সাইরাকিউস এখনও সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়নি এবং এপিপোলীর পথ নিয়ে সৈন্যগণের পক্ষে নগরে প্রবেশ সম্ভব। তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন যে, সিসিলিকে দক্ষিণে রেখে সমুদ্র-যাত্রার ঝুঁকি নেবেন, না, সিসিলিকে বামে রেখে প্রথম হিমেরাতে যাবেন এবং সেখান থেকে হিমেরীয় ও অন্যান্য যারা তাঁদের সঙ্গে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে স্থলপথে সাইরাকিউস যাবেন। শেষ পর্যন্ত তারা হিমেরাতে যাওয়াই স্থির করলেন। বিশেষতঃ, তাঁরা লোক্রিসে আছেন জেনে নিকিয়াস শেষ পর্যন্ত যে চারটি এথেনীয় জাহাজ পাঠিয়েছিলেন সেগুলি তখনও রেজিয়ামে পৌঁছয়নি। সুতরাং এই জাহাজগুলি এসে পৌঁছবার আগেই তাঁরা প্রণালী অতিক্রম করে রেজিয়াম ও মেসিনা হয়ে হিমেরাতে এলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা হিমেরীয়গণকে যুদ্ধে যোগদান করতে সম্মত করলেন। তারা শুধু নিজেরাই যুদ্ধে যাবে না, তাঁদের জাহাজের নাবিকগণকেও অস্ত্র সরবরাহ করবে ; এই জাহাজগুলিকে হিমেরার উপকূলে টেনে আনা হয়েছিল। সেলিনাসবাসিগণ যাতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমগ্র বাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হয় সেজন্য তাদের কাছে বার্তাবাহক প্রেরিত হল। জেলাবাসিগণ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিছু সিসেলও একই কথা বলে-ছিল। এই সিসেলগণ এখন অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে যোগদান করতে আগ্রহী হল। কারণ সেই অঞ্চলে এথেন্সের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সিসেল রাজা আর্কোনিডাসের সম্প্রতি মৃত্যু ঘটেছিল এবং স্পার্টা থেকে আগত গিলিপ্পাস যথেষ্ট কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন। গিলিপ্পাসের সঙ্গে এখন মোট ৭০০ জন নাবিক ও অস্ত্রধারী নৌ-সৈনিক, হিমেরার ১০০০ হপ্-লাইট ও লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্য এবং ১০০ অশ্বারোহী সেলিনাসের কিছু অশ্বারোহী ও লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্য, কিছু জেলীয় ও ১০০০ জন সিসেল রইল। এই বাহিনী নিয়ে তিনি সাইরাকিউস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ইতিমধ্যে লিউকাস থেকে করিন্থীয় নৌবহর অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল

এবং অন্যতম সেনাধ্যক্ষ গোঙ্গাইলাস একটিমাত্র জাহাজ নিয়ে সবশেষে রওনা হয়ে সর্বপ্রথম সাইরাকিউস পৌঁছলেন, তিনি পৌঁছলেন গিলিপ্পাসের অব্যবহিত আগে। গোঙ্গাইলাস দেখলেন যে যুদ্ধ শেষ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য সাইরাকিউসীয়গণ একটি সভা আহ্বান করতে যাচ্ছে। তিনি এতে বাধা দিয়ে বললেন আরো জাহাজ আসছে ও গিলিপ্পাসকে স্পার্টীয়গণ নেতৃত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে। এতে সাইরাকিউসীয়গণের মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। তাদের মধ্যে সাহস ফিরে এল এবং তৎক্ষণাৎ তারা সমগ্র বাহিনী নিয়ে বহির্গত হল। গিলিপ্পাস ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই গিলিপ্পাস পথে একটি সিসেল দুর্গ ইয়েটা দখল করে নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য এথেনীয়গণের মতো ইউরিয়েলাসের পথে অবতরণ করলেন। তারপর তিনি সাইরাকিউসীয়গণের সঙ্গে এথেনীয় প্রাচীরের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিনি এক সংকটজনক মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃহৎ বন্দর পর্যন্ত প্রায় এক মাইল দীর্ঘ প্রাচীরটি এথেনীয়গণ শেষ করে এনেছিল, শুধু সমুদ্রের নিকটবর্তী সামান্য অংশ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল এবং সেই অংশটি নির্মাণে তারা ব্যাপৃত ছিল। বৃত্তের অন্য দিকে, ট্রোজি-লাসের কাছে সমুদ্রাভিমুখী প্রাচীর নির্মাণ করবার জন্য অধিকাংশ স্থানেই পাথর জমা করা হয়েছিল এবং কিছু স্থানে কাজ ছিল অসমাপ্ত, অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই সাইরাকিউসীয়গণ ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

গিলিপ্পাস ও সাইরাকিউসীয়গণের আকস্মিক আগমনে এথেনীয়গণ প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও দ্রুত তা কাটিয়ে উঠে যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হল। গিলিপ্পাস তাদের কাছ থেকে সামান্য দূরে স্থির হয়ে, দূত পাঠিয়ে জানালেন যে, পাঁচ দিনের মধ্যে যদি তারা সসৈন্যে সিসিলি ত্যাগ করে তবে তিনি তদনুসারে চুক্তি সম্পাদন করতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাব এথেনীয়গণের কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হল। কোনো উত্তর না দিয়ে তারা দূতকে ফেরত পাঠাল। তখন উভয়পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। গিলিপ্পাস দেখলেন যে, সাইরা-কিউসীয়গণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে সুতরাং তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা সহজ নয়। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে তাঁর বাহিনীকে নিয়ে গেলেন। নিকিয়াস কিন্তু তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর না হয়ে এথেনীয় প্রাচীরের পাশেই অবস্থান করতে লাগলেন। যখন গিলিপ্পাস দেখলেন যে, এথেনীয়গণ এল না, তখন তিনি তাঁর বাহিনীকে অ্যাপোলো টেমেনাইটিসের উচ্চ প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন তিনি তাঁর প্রধান বাহিনী নিয়ে বের হলেন এবং এথেনীয়গণ যাতে অন্য কোথাও সাহায্য না পাঠাতে পারে সেজন্য এথেনীয় প্রাচীরের সম্মুখে সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে

দণ্ডায়মান রাখলেন। ল্যাবডালাম দুর্গে একদল শক্তিশালী সৈন্য পাঠিয়ে তা দখল করলেন এবং ভিতরে যারা ছিল তাদের হত্যা করা হল। এথেনীয়গণ স্থানটি দেখতে পাচ্ছিল না। সেই দিনই একটি এথেনীয় জাহাজ বন্দরের সন্নিকটে নোঙর করলে সাইরাকিউসীয়গণ তা দখল করল।

এর পর সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ নগর থেকে কৌণিকভাবে এপিপোলীর উপর পর্যন্ত একটি প্রাচীর নির্মাণ করতে শুরু করল। এর নির্মাণকার্যে বাধা দিতে না পারলে এথেনীয়গণের পক্ষে আর সাইরাকিউস অবরোধ করবার সুযোগ থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ সমুদ্র পর্যন্ত প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত করে উচ্চস্থানে চলে এসেছিল। তাদের প্রাচীরের একটি অংশ দুর্বল ছিল। রাত্রিতে সৈন্যসহ গিলিপ্পাস বাইরে এসে সেখানে আক্রমণ চালালেন। এথেনীয়গণ বাইরে রাত্রিযাপন করছিল। তারা সচকিত হয়ে তাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হল। তা দেখে তিনি দ্রুত সৈন্য অপসারণ করলেন। এথেনীয়গণ এখন প্রাচীরটি উচ্চতর করল এবং নিজেরাই তার পাহারায় নিযুক্ত হল। প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশের পাহারার ভার মিত্রগণের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। নিকিয়াস প্লেমিরিয়াম নামক স্থানটি সুরক্ষিত করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। নগরের সম্মুখবর্তী ঠিক বিপরীত দিকে সমুদ্র থেকে উদ্গত এই অন্তরীপটির জন্য বৃহৎ বন্দরের প্রবেশপথ ছিল সংকীর্ণ। তিনি ভাবলেন, এটি সুরক্ষিত হলে সরবরাহ আনা সহজতর হবে, কারণ সাইরাকিউস অধিকৃত বন্দরের কাছ থেকে তখন এথেনীয়গণ যে অবরোধ চালিয়েছে তার দূরত্বও কমবে। অন্যথায় শত্রু-নৌবহর কোনো তৎপরতা দেখালে তাদের একেবারে বৃহৎ বন্দরের ভিতর থেকে বাইরে আসতে হবে। তাছাড়া, গিলিপ্পাসের আগমনে স্থলযুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়াতে তিনি এখন জলযুদ্ধের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছিলেন। সুতরাং তিনি তিনটি জাহাজ ও কিছু সৈন্য নিয়ে সেখানে গেলেন এবং তিনটি দুর্গ নির্মাণ করলেন। অধিকাংশ মালপত্র সেখানেই রাখা হল এবং বড় বড় নৌকা ও যুদ্ধজাহাজ সেখানে ভবিষ্যতের জন্য নোঙর করে রইল। এই সময় নাবিকগণ সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক ক্লেশ স্বীকার করেছিল। তাদের ব্যবহার্য জলের পরিমাণ ছিল স্বল্প এবং তাও বহুদূর থেকে আনতে হত। জ্বালানী কাঠ আনতে বাইরে গেলে সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহীর হাতে নিহত হবার ঘটনা সর্বদাই ঘটতে পারত ও ঘটতও, এতদঞ্চলে অশ্বারোহিগণেরই অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। প্লেমি-রিয়ামের এথেনীয়গণ যাতে লুণ্ঠনাভিযান চালাতে না পারে তজ্জন্য এক-তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী সেনা মোতয়েন ছিল ছোট্ট নগর ওলিম্পিয়ামে। ইতিমধ্যে নিকিয়াস খবর পেলেন যে, করিন্থীয় নৌবহর আসছে। তাদের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য লোক্রিস, রেজিয়াম ও সিসিলির মুখে তিনি কুড়িটি জাহাজ পাঠালেন।

এদিকে গিলিপ্পাস এপিপোলীর উপর দিয়ে বিস্তৃত প্রাচীরটির নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এথেনীয়গণ তাদের প্রাচীরের জন্য যে পাথর জমা করেছিলেন সেগুলি তিনি ব্যবহার করলেন। সেই সঙ্গে সাইরাকিউসীয় ও তাদের মিত্রগণকে বাইরে এনে প্রাচীরের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করে রাখবার কাজেও সর্বক্ষণ নিযুক্ত রইলেন। সেখানে এথেনীয়গণ সমবেত হচ্ছিল। অবশেষে যখন তাঁর মনে হল যে উপযুক্ত সময় এসেছে তখন আক্রমণ আরম্ভ করলেন। উভয়পক্ষের প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হল, এতে অশ্বারোহী বাহিনী কোনো কাজেই লাগল না। সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ পরাজিত হয়ে একটি চুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল। এথেনীয়গণ একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল। গিলিপ্পাস তখন তাঁর সমগ্র বাহিনীকে ডেকে বললেন যে দোষ তাদের নয়, দোষ তাঁর নিজের। তিনি সেনাবাহিনীকে প্রাচীরের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তারা অশ্বারোহী বাহিনী ও বর্শানিক্ষেপ-কারিগণের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সুতরাং তিনি আবার তাদের নিয়ে অগ্রসর হবেন। তিনি বললেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, সামরিক শক্তির দিক দিয়ে তারা শত্রুপক্ষের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। আর, মনোবলের দিক দিয়ে যদি ডোরীয় ও পেলোপনেসীয়গণ আইওনীয় দ্বীপবাসী ও তাদের সঙ্গী যত ইতর লোকেদের পরাজিত করা বিষয়ে পূর্ণ আস্থাবান না হতে পারে, এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হতে পারে, তবে তা সত্যিই অসহনীয়।

তারপর শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার প্রথম যে সুযোগ এল তিনি তারই সদ্ব্যবহার করলেন। এদিকে নিকিয়াস ও এথেনীয়গণের মত হল এই যে, সাইরাকিউসীয়গণ যদি যুদ্ধ করতে না-ও চায়, তবু তাদের দ্রুত প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ করা এথেনীয়গণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এটি ইতিমধ্যেই এথেনীয় প্রাচীরের সর্বশেষ প্রান্ত প্রায় অতিক্রম করেছে, এবং আরো অগ্রসর হলে ক্রমাগত যুদ্ধ করে জয়লাভ করা অথবা আদৌ যুদ্ধ না করা উভয়ই এথেনীয়গণের পক্ষে সমান হবে। সুতরাং তারা সাইরাকিউবাসিগণকে প্রতিহত করবার জন্য বাইরে এল। এবার গিলিপ্পাস তাঁর হপ্‌লাইটগণকে প্রাচীর থেকে আগের তুলনায় অধিক দূরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অশ্বারোহী ও বর্শানিক্ষেপ-কারিগণকে তিনি দুই প্রাচীরের প্রান্তদেশের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে এথেনীয় বাহিনীর পাশে নিয়োগ করলেন। যুদ্ধ শুরু হলে অশ্বারোহী বাহিনী তাদের বিপরীত দিকের এথেনীয় বাম সারির সৈন্যগণকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিল। ফলে, সাইরাকিউসীয়গণ অবশিষ্ট এথেনীয়গণকে পরাজিত করে ত্বরিত-বেগে তাদের প্রাচীরের ভিতরের দিকে বিতাড়িত করল। রাত্রিতে সাইরা-কিউসীয়গণ তাদের প্রাচীরটিকে এথেনীয় প্রাচীর পর্যন্ত নিয়ে গেল, অতঃপর

তা অতিক্রমও করে গেল। এখন আর তাদের বাধা দেওয়া এথেনীয়গণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে শেষোক্তগণ যদি বা সফল হতে পারে, তবু নগর অবরোধের সামর্থ্য আর তাদের রইল না।

এরপর অবশিষ্ট বারোটি করিন্থীয়, অ্যাম্ব্রেসীয় ও লিউকেডীয় জাহাজ করিন্থীয় এরাসিনাইডিসের নেতৃত্বে পাহারারত এথেনীয় জাহাজগুলির দৃষ্টি এড়িয়ে বন্দরে প্রবেশ করল এবং পাল্টা প্রাচীর নির্মাণ সম্পূর্ণ করবার কাজে সাইরাকিউসবাসিগণকে সাহায্য করল। এদিকে গিলিপ্পাস স্থল ও নৌশক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিসিলির অন্যত্র যাত্রা করলেন। তাছাড়া, যেসব নগর যুদ্ধের বিষয়ে এতদিন উৎসাহী ছিল না বা যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে ছিল তাদের দলে টানবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। বাণিজ্য-জাহাজে বা পরিবহণ জাহাজে বা সম্ভাব্য যে-কোনো উপায়ে আরো সৈন্য পাঠাবার আবেদন জানিয়ে স্পার্টা ও করিন্থে সাইরাকিউসীয় ও করিন্থীয় প্রতিনিধিদল প্রেরিত হল, কারণ এথেনীয়গণও নূতন করে সৈন্য পাঠাবার জন্য দূত প্রেরণ করেছিল। এদিকে সমুদ্রেও ভাগ্যপরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাইরাকিউসীয়গণ একটি নৌবহর প্রস্তুত করেছিল ও নাবিকগণকে বিশেষ শিক্ষা দিচ্ছিল। তাছাড়া, সাধারণ-ভাবে তারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

তা দেখে শত্রুর শক্তি ও নিজেদের অসুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে একথা উপলব্ধি করে নিকিয়াসও এথেন্সে দূত পাঠালেন। ইতিপূর্বে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিবরণ পাঠিয়েছেন, এখন তিনি এ কাজকে অবশ্য করণীয় বলে বোধ করলেন ; কারণ, তাঁর মনে হল, তাঁদের অবস্থা যথার্থই সংকটজনক এবং সত্বর অভিযান প্রত্যাহার না করলে অথবা স্বদেশ থেকে শক্তি-শালী অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরিত না হলে তাঁদের নিরাপত্তার আশা নেই। তাঁর এই আশঙ্কা হল যে, ভাব প্রকাশের ক্ষমতার অভাবে অথবা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাবশতঃ কিংবা জনগণকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে দূতগণ হয়তো প্রকৃত সত্য ব্যক্ত করবে না। সুতরাং তিনি একটি লিখিত বিবরণ পাঠানোই শ্রেয় বলে মনে করলেন ; এর ফলে প্রেরিত সংবাদের কোনোপ্রকার বিকৃতির সম্ভাবনা থাকবে না এবং এথেনীয়গণ তাঁর প্রকৃত বক্তব্য অনুধাবন করে অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং তাঁর বার্তাবাহকগণ চিঠি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ যাত্রা করল এবং তিনি নিজে সেনাবাহিনীর দিকে মনো-নিবেশ করলেন। সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় বিপদ এড়িয়ে আত্মরক্ষামূলক পথ গ্রহণই এখন তাঁর নীতি হল।

গ্রীষ্মের শেষভাগে পার্ডিক্কাসের সহযোগিতায় এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ ইউয়ে-টিওন এক বিরাট থ্রেসীয় বাহিনী নিয়ে অ্যাম্ফিপোলিসের বিরুদ্ধে যাত্রা

করলেন। স্থানটি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি কয়েকটি জাহাজকে স্ট্রাইমন নদীতে নিয়ে এলেন এবং নদী থেকে নগরটি অবরোধ করলেন। হিমেরিয়াম হল তাঁর ঘাঁটি।

গ্রীষ্মকাল শেষ হল, শীতকালে নিকিয়াসের বার্তাবাহকগণ এথেন্সে পৌঁছল। মৌখিকভাবে তাদের যা বলবার ছিল তারা তা বলল, সে-বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিল এবং নিকিয়সের পত্রটি দিল। নগরের করণিক অগ্রসর হয়ে এসে এথেনীয়গণের কাছে তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ—

"এথেনীয়গণ, আমাদের পূর্ব কার্যাবলী বিষয়ে অন্য অনেক চিঠির মাধ্যমেই আপনারা মত জেনেছেন। আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করাও এখন আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। যে সাইরাকিউসীয়গণের বিরুদ্ধে আমরা প্রেরিত হয়েছি অধিকাংশ যুদ্ধেই আমরা তাদের পরাজিত করেছি এবং গিলিপ্পাস যখন সিসিলির কয়েকটি নগর ও পেলোপন্নিস থেকে সংগৃহীত সৈন্য নিয়ে এসে পৌঁছলেন, তার আগেই আমরা প্রাচীর নির্মাণ করে তা দখলে রেখেছি। তাঁর সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। কিন্তু পরদিনের যুদ্ধে আমরা তাদের অশ্বারোহী ও বর্শানিক্ষেপকারিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পরাজিত হয়ে প্রাচীরের ভিতর পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বর্তমানে আমরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে অবরোধকারী প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ করেছি এবং নিষ্ক্রিয় রয়েছি। আমাদের সঙ্গে যে শক্তি আছে তাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারছি না, কারণ, আমাদের হপ্‌লাইট বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশকে আমাদের প্রাচীর রক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে শত্রুদের একটি প্রাচীর আমাদের অতিক্রম করে গিয়েছে এবং একটি শক্তিশালী বাহিনীর সাহায্যে তাদের এই পাল্টা প্রাচীর আক্রমণ করে দখল না করা পর্যন্ত তাদের অবরোধ করবার সম্ভাবনা আমাদের আর থাকবে না। ফলে অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছে যে স্থলপথে অন্ততঃ অবরোধকারীরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কারণ, শত্রুদের অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য দেশের মধ্যে আমরা অধিক দূর যেতে পারছি না।"

"তাছাড়া আরও সৈন্য আনবার জন্য পেলোপন্নিসে দূত গিয়েছে। গিলিপ্পাসও সিসিলির বিভিন্ন নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তাঁর ইচ্ছা, যেসব নগর যুদ্ধে এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ আছে তাদের স্বপক্ষে আনবেন এবং মিত্রদের কাছ থেকে আরো স্থলসৈন্য ও নৌবহরের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভার সংগ্রহ করবেন। কারণ, আমি বুঝতে পারছি, তারা একটি যুগ্ম আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে—স্থলবাহিনীর সাহায্যে করবে প্রাচীর আক্রমণ, আর নৌবহরের সাহায্যে করবে সমুদ্রপথে আক্রমণ। সমুদ্রপথে শব্দটি ব্যবহার করবার জন্য

কেউ আশ্চর্য হবেন না। সাইরাকিউসীয়গণ জানতে পেরেছে যে, জাহাজগুলি এতদিন যাবৎ সমুদ্রে রয়েছে বলে সেগুলি জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, নাবিকদের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে নাবিকদের অবস্থা ও জাহাজগুলির শক্তি শুরুতে যেরূপ ছিল এখন আর সেরূপ নেই। জাহাজগুলিকে উপকূলে টেনে তুলে মেরামত করাও অসম্ভব, কারণ শত্রু-জাহাজের সংখ্যা অন্ততঃ আমাদের মতো অথবা তার চাইতে বেশি। আমরা সর্বদা তাদের কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করছি। বস্তুত তাদের সামরিক মহড়া দেখা যাচ্ছে, প্রথম উদ্যোগও রয়েছে তাদেরই হাতে। উপরন্তু অবরোধ চালাতে হচ্ছে না বলে জাহাজ শুকাবার অতিরিক্ত সুবিধাও তাদের রয়েছে।"

"যদি আমাদের বহুসংখ্যক জাহাজও থাকত এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে অবরোধ চালাবার প্রয়োজন থেকে যদি মুক্তও থাকতাম তথাপি এই কাজ করতে আমরা সক্ষম হতাম না। কারণ সাইরাকিউসের বাইরে থেকে সরবরাহ আনা এখনই কষ্টকর, সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক পাহারা যদি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় তবে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। নিম্নলিখিত কারণে আমাদের নাবিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। জ্বলানী ও জলের জন্য তাদের বহু-দূর যেতে হয় এবং সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহীর হাতে অনেকে প্রায়ই নিহত হয়। আমাদের পূর্বতন শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটায় ক্রীতদাসেরা পালাতে সাহসী হচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি শত্রু নৌবহরের আগমনে এবং শত্রুদের প্রতি-রোধের প্রচণ্ডতা দেখে আমাদের বিদেশী নাবিকেরা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা চাপে পড়ে নৌবাহিনীতে যোগদান করেছে তারা প্রথম সুযোগেই নিজ নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। যারা প্রথমে উচ্চ বেতনের আশায় প্রলুব্ধ হয়েছিল এবং ভেবেছিল সামান্য যুদ্ধ করেই প্রভূত লাভবান হবে, তারা হয় আমাদের পরিত্যাগ করে শত্রুদের দলে যোগ দিচ্ছে, নতুবা সিসিলির মত বৃহৎ অঞ্চলে পালাবার যেসব বিভিন্ন সুবিধা আছে তা গ্রহণ করছে। এমনও অনেকে আছে যারা হিক্কারীক ক্রীতদাসদের ক্রয় করে নিজেদের পরিবর্তে তাদের জাহাজে নিতে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের প্ররোচিত করছে। এইরূপে নৌবহরের দক্ষতা তারা বিনষ্ট করেছে।"

"একথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে, একজন নাবিকের সর্বোচ্চ উৎকর্ষের স্থায়িত্ব স্বল্পমেয়াদী এবং জাহাজকে ঠিকপথে রেখে যোগ্যতার সঙ্গে দাঁড় টানতে খুব কমসংখ্যক নাবিকই সক্ষম। কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা অসুবিধা এই যে, সৈন্যাধ্যক্ষের পদে থাকা সত্ত্বেও এথেনীয় নাবিকদের স্বভাবগত অবাধ্যতাবশতঃ আমি এইসব ত্রুটি দূর করতে পারছি না। নতুন নাবিক সংগ্রহের কোন উৎসও আমাদের নেই অথচ শত্রুরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা করছে। আমরা যাদের সঙ্গে করে এনেছিলাম তাদের মধ্যে

থেকে জাহাজে নাবিক সরবরাহ করতে হচ্ছে, আবার ক্ষতিপূরণও করতে হচ্ছে। আমাদের মিত্র ন্যাক্সস ও ক্যাটানা লোক সরবরাহ করতে অক্ষম। শত্রুদের আর একটি জিনিস করতে বাকি রয়েছে, তা হ'ল ইটালীয় বাজারের সুবিধা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা। বর্তমান অবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধারের বিষয়ে আপনাদের অবহেলা দেখলে ইটালীর সরবরাহকারিগণ হয়তো শত্রু-পক্ষে চলে যাবে। তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে আমরা সিসিলি ত্যাগ করতে বাধ্য হব এবং যুদ্ধ না করেই সাইরাকিউসীয়গণ জয়লাভ করবে।

"একথা সত্য যে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারে এরূপ একটি ভিন্ন ধরনের বিবরণ আমি অবশ্যই পাঠাতে পারতাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আপনারা যদি এই অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে চান তবে তা কখনই বর্তমান বিবৃতির তুলনায় অধিকতর প্রয়োজনীয় হত না। তাছাড়া, আমি আপনাদের চরিত্র জানি। আপনারা কোনো জিনিসের মনোরম দিকটি সম্বন্ধে শুনতেই ভালোবাসেন। এতে বক্তা আপনাদের মনে যে আশা জাগিয়ে দেন, পরবর্তী ঘটনায় তার অনুরূপ না হলে আপনারা বক্তার ওপর দোষ চাপাতে কসুর করেন না। সুতরাং প্রকৃত সত্য বিবৃত করাই আমি নিরাপদ মনে করেছি।

"আপনারা যেন একথা না ভাবেন যে, প্রথমে যারা বিরোধী শত্রু-সৈন্য ছিল তাদের তুলনায় আপনাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ অথবা সৈন্যরা হীনবল হয়ে পড়েছে। বরং আপনাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র সিসিলি সংঘ-বদ্ধ হচ্ছে। পেলোপন্নিস থেকে একদল নতুন সৈন্যবাহিনীও আসছে। অথচ এই স্থানে আমাদের যে শক্তি আছে তা বর্তমান শত্রু-সৈন্যকেও মোকাবিলা করতে অক্ষম। সুতরাং এখন আপনাদের স্থির করতে হবে, অভিযানটি প্রত্যাহার করে নেবেন, না, এর মতোই শক্তিশালী আরো একটি নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী পাঠাবেন। সঙ্গে প্রচুর অর্থ দেবেন এবং আমার পরিবর্তে আর একজনকে পাঠাবেন। কারণ, আমার মূত্রাশয়ের ব্যাধি আমাকে এই কাজের পক্ষে অনুপযোগী করে তুলেছে। আমার যখন পূর্ণ কর্মশক্তি ছিল তখন সৈন্যাধ্যক্ষের পদে থেকে স্বদেশের যথেষ্ট সেবা করেছি। অতএব আপনাদের বিবেচনার উপর আমি কিছু দাবী করতে পারি। কিন্তু আপনারা যাই করুন না কেন বসন্তের সূচনাতেই তা করবেন। বিলম্ব করবেন না, কারণ শত্রুরা শীঘ্রই সিসিলি থেকে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করবে ; পেলোপন্নিস থেকে সৈন্য আসতে অবশ্য কিছু সময় লাগবে। আপনারা যদি এখনই এ বিষয়ে মনোযোগী না হন তবে আপনাদের আগেই সিসিলির সৈন্যদল এসে পড়বে এবং পেলো-পনেসীয়রা আগের মতোই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকে পড়বে।"

নিকিয়াসের লিখিত বিবরণ ছিল এইরূপ। এই বিবরণ শুনে এথেনীয়গণ তাঁর পদত্যাগে সম্মত হল না। কিন্তু অসুস্থতার সময় তাঁর উপর যাতে দায়িত্বের সমস্ত চাপ না পড়ে সেজন্য সিসিলির দু'জন সেনাধ্যক্ষ মিনান্ডার ও ইউথিডেমাসকে তাঁর সহযোগী নিযুক্ত করল। নিকিয়াসের সহকর্মিরূপে নির্বাচিত দু'জন সেনাধ্যক্ষ যতদিন পর্যন্ত না সিসিলি যাচ্ছেন এই দু'জন সেনাধ্যক্ষ ততদিনের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত হলেন।

এথেনীয়গণ আরো একটি স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী প্রেরণ করবার পক্ষে ভোট দিল। এথেন্সের সরকারী তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে থেকে এবং মিত্রগণের মধ্যে থেকে এই সৈন্যদল সংগৃহীত হল। ডেমোস্থিনিস ও ইউরিমিডন নিকিয়াসের সহকর্মী নিযুক্ত হলেন। ইউরিমিডনকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্রায় দক্ষিণ অয়নান্তের সমকালে তিনি দশটি জাহাজ ও একশো কুড়িটি রৌপ্য ট্যালেণ্ট নিয়ে রওনা হলেন। তিনি সিসিলি পৌঁছে বলবেন যে সাহায্যকারী সৈন্যদল আসছে এবং উপস্থিত বাহিনীর প্রতি প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হবে। অভিযান সংগঠিত করবার জন্য ডেমোস্থিনিস থেকে গেলেন। তিনি বসন্তের প্রারম্ভেই যাত্রা করতে মনস্থ করে মিত্রগণের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন এবং ইতিমধ্যেই স্বদেশে বসে অর্থ, জাহাজ ও হপলাইট সংগ্রহে ব্যস্ত রইলেন।

করিন্থ অথবা পেলোপন্নিস থেকে কেউ যাতে সিসিলি না যেতে পারে, তজ্জন্য এথেনীয়গণ পেলোপন্নিস প্রদক্ষিণ করবার উদ্দেশ্যে কুড়িটি জাহাজ পাঠাল। সিসিলির ঘটনাবলীর স্রোত অনুকূলে বাঁক নিয়েছে এই মর্মে করিন্থীয় প্রতিনিধিগণ সংবাদ পাঠালে করিন্থীয়গণ অধিকতর আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝল যে, আগে যে নৌবহরটি তারা পাঠিয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়নি এবং এখন তারা বাণিজ্য-জাহাজের মাধ্যমে সিসিলিতে একটি হপলাইট বাহিনী পাঠাবার উদ্‌যোগ করতে লাগল। স্পার্টীয়গণও অবশিষ্ট পেলোপন্নিস থেকে সৈন্যসংগ্রহ করে একই কাজ করছিল। নপাক্টাসে পাহারারত নৌবহরটির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য করিন্থীয়গণ পাঁচটি জাহাজ নাবিকপূর্ণ করে তুলল। নপাক্টাসের এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে সজ্জিত এই জাহাজগুলির জন্য বাণিজ্য-জাহাজের যাত্রায় বাধা দেওয়া এথেনীয়গণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন হবে।

ইতিমধ্যে স্পার্টীয়গণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যাটিকা আক্রমণের তোড়জোড় করতে লাগল। এর পিছনে সাইরাকিউসীয় ও করিন্থীয়গণের উস্কানিও ছিল। এথেন্স সিসিলিকে নূতন সৈন্যদল পাঠাচ্ছে শুনে তারা ভেবেছিল, অ্যাটিকা আক্রমণ করলেই হয়তো তা বন্ধ করা যাবে।

অ্যালকীবিয়াডিসও ক্রমাগত স্পার্টীয়গণকে ডিসিলিয়া সুরক্ষিত করতে ও পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাতে উত্তেজিত করছিলেন। কিন্তু স্পার্টীয়গণের উদ্দীপনার উৎস ছিল একটি বিশ্বাস। তাদের ধারণা ছিল,—একটি তাদের বিরুদ্ধে এবং অপরটি সিসিলীয়গণের বিরুদ্ধে,—এক সঙ্গে এই দুটি যুদ্ধ নিয়ে এথেন্স বিব্রত বোধ করলে তাকে পরাস্ত করা সহজ হবে। উপরন্তু স্পার্টার বিশ্বাস ছিল, এথেন্সই প্রথম চুক্তিভঙ্গ করেছে। তারা ভেবেছিল, প্রথম যুদ্ধে দোষ তাদের নিজেদেরই বেশি ছিল। থিবীয়গণ শান্তির সময় প্লেটিয়াতে প্রবেশ করেছিল, এবং যদিও পূর্বতন সন্ধিতে বলা হয়েছিল, সালিশের প্রস্তাব এলে অস্ত্রধারণ করা হবে না, তবু তারা নিজেরাই এথেনীয় সালিশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। সুতরাং তাদের মনে হয়েছিল, দুর্ভাগ্য নিজেদের প্রাপ্য এবং সত্যিই তারা পাইলসের বিপর্যয় ও অন্যান্য পরাজয় নীরবে সহ্য করেছে। কিন্তু পাইলস থেকে ক্রমাগত লুণ্ঠনাভিযান চালানো ছাড়া ত্রিশটি এথেনীয় জাহাজ যখন আর্গস থেকে বের হয়ে এপিডরাসের অংশবিশেষ, প্রোসিয়ি ও অন্যান্য স্থানে ধ্বংসকার্য চালিয়েছে, যখন সন্ধির কোনো সন্দেহজনক শর্তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিরোধ উপস্থিত হলে স্পার্টার সালিশী প্রস্তাব পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখন তারা শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে, আগে নিজেরা যে অপরাধে অপরাধী ছিল, এখন এথেন্সও সেই একই অপরাধ করেছে কাজেই, এখন এথেনীয়গণই দোষী। অতএব তারা যুদ্ধ সম্পর্কে উন্মাদনা বোধ করতে লাগল। এই শীতকালে স্পার্টীয়গণ মিত্রগণের কাছে লোহা চেয়ে পাঠালো ও দুর্গ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কাজে ব্যাপৃত রইল। তা ছাড়া সিসিলির মিত্রগণের কাছে বাণিজ্য-জাহাজের মাধ্যমে সৈন্য সাহায্য পাঠাবার জন্য তারা স্বদেশে ও বিদেশে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগল এবং পেলোপন্নিসের অন্যত্র থেকেও বাধ্যতামূলক সংগ্রহ চালাতে লাগল। এইভাবে শীত শেষ হল এবং তার সঙ্গে থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের অষ্টাদশ বর্ষও।

অন্য সময়ের তুলনায় এবার বসন্তকালের একেবারে প্রারম্ভেই, স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ এজিসের নেতৃত্বে অ্যাটিকা আক্রমণ করল। প্রথমে তারা সমতলভূমিসংলগ্ন এলাকায় ধ্বংসকার্য চালাল; অতঃপর ডিসিলিয়াকে সুরক্ষিত করতে অগ্রসর হল—এই কাজটি বিভিন্ন নগরের মধ্যে ভাগ করে দেওয় হল। এথেন্স নগর থেকে ডিসিলিয়ার দূরত্ব প্রায় তের-চোদ্দ মাইল হবে; বিয়োসিয়া থেকে এর দূরত্বও প্রায় একই, কিংবা কিছু বেশি। প্রস্তাবিত দুর্গটির উদ্দেশ্য হবে এথেন্সের সম্মুখে অবস্থান করে সমভূমি ও দেশের সমৃদ্ধতম অঞ্চলে উপদ্রব করা। যখন অ্যাটিকাতে পেলোপনেসীয়-গণ ও তাদের মিত্রগণ এই কাজে ব্যস্ত ছিল, প্রায় সেই সময়েই তাদের

স্বদেশবাসিগণ বাণিজ্য জাহাজে করে সিসিলিতে হপলাইট্ পাঠিয়ে দিল। এক্লিটাস নামক জনৈক স্পার্টীয়ের নেতৃত্বে স্পার্টীয়গণ ক্রীতদাস ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তগণের মধ্যে থেকে বাছাই করা মোট ৬০০ জনকে পাঠাল। বিয়োসীয়গণ, দুজন থিবীয়, জেনন ও নিকনের, এবং একজন থেসপীয় হেজেসান্ডারের নেতৃত্বে ৩০০ জন হপলাইট্ পাঠাল। প্রথমে এরা ল্যাকোনিয়ার টীনারাস থেকে রওনা হল। তাদের যাত্রার কিছু পরেই করিন্থীয়গণ করিন্থীয়-নাগরিক ও আর্কেডীয় বেতনভোগী সৈন্যদের দ্বারা গঠিত ৫০০ হপলাইটের একটি বাহিনী প্রেরণ করল। করিন্থীয় আলেক্সারকাস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক। সিকিওনীয়গণও করিন্থীয়গণের সমসময়েই ২০০ হপ্লাইটের একটি বাহিনী পাঠাল; সিকিওনীয় সার্জিউস ছিলেন তার অধিনায়ক। ইতিমধ্যে শীতকালে সুসজ্জিত ২৫টি করিন্থীয় জাহাজ, বাণিজ্য জাহাজে করে হপ্লাইটগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না পেলোপন্নিস থেকে সন্তোষজনক দূরত্বে পৌঁছল, ততক্ষণ নপাক্টাসের কুড়িটি এথেনীয় জাহাজের সম্মুখে রইল। এইভাবে এই জাহাজগুলি তাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করল। তারা চেয়েছিল বাণিজ্য-জাহাজগুলি থেকে ট্রায়ারিমগুলির দিকে এথেনীয়গণের মনোযোগ ফিরিয়ে দিতে।

এথেনীয়গণও এই সময় নিষ্ক্রিয় ছিল না। বসন্তের শুরুতে যখন ডিসিলিয়াতে দুর্গ নির্মাণ চলছিল তখন তারা অ্যাপোলোডোরাসের পুত্র চারিক্লিসের নেতৃত্বে পেলোপন্নিসে ত্রিশটি জাহাজ পাঠাল। চারিক্লিসকে নির্দেশ দেওয়া হল, তিনি যেন আর্গসে গিয়ে সন্ধির শর্তানুসারে তাঁর নৌবহরের জন্য তাদের কাছ থেকে হপ্লাইট দাবি করেন। সেই সময় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডেমোস্থিনিসকেও তারা সিসিলিতে পাঠাল। তার সঙ্গে ছিল এথেন্সের ষাটটি জাহাজ ও চিওসের পাঁচটি জাহাজ এবং সরকারী তালিকাভুক্ত ১২০০ এথেনীয় হপ্লাইট। দ্বীপগুলি থেকে যত দ্বীপবাসীকে সৈন্যদলে অংশভুক্ত করা সম্ভব হল, তাদের প্রেরণ করা হল। অধীনস্থ মিত্রগণের কাছ থেকে যুদ্ধার্থে প্রয়োজনীয় যা কিছু পাওয়া গেল তাও নেওয়া হল। ডেমোস্থিনিসকে নির্দেশ দেওয়া হল তিনি যেন প্রথমে চারিক্লিসের সঙ্গে পেলোপন্নিসে গিয়ে ল্যাকোনিয়ার উপকূল আক্রমণে তাঁকে সাহায্য করেন। সুতরাং তিনি প্রথমে ঈজিনাতে গিয়ে অবশিষ্ট সেনাদলের এসে পৌঁছানো ও আর্গস থেকে চারিক্লিসের সৈন্য সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সিসিলিতেও এই সময় এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গিলিপ্পাস সাইরাকিউসে উপস্থিত হলেন। যে সব নগরকে তিনি সাহায্য করতে রাজী করেছিলেন

সেখান থেকে সৈন্য নিয়ে এই বাহিনী গঠিত। তারপর তিনি সাইরাকিউসীয়-গণকে একত্র ডেকে বললেন, তারা যেন যতগুলি সম্ভব জাহাজকে সুসজ্জিত করে তোলে এবং সমুদ্রযুদ্ধে তাদের ভাগ্যপরীক্ষা করে। এতে ঝুঁকি যথেষ্ট থাকলেও তাঁর আশা যুদ্ধের ফল তাঁদের অনুকূলেই যাবে। হার্মোক্রেটিসও তাঁকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে এথেনীয়গণকে সমুদ্রে আক্রমণ করবার জন্য স্বদেশবাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন যে, এথেনীয়গণের নৌদক্ষতা জন্মগত নয় এবং চিরদিন তারা তা রক্ষা করতেও পারবে না। বস্তুত সাইরাকিউসীয়-গণের অপেক্ষা তাদের শক্তি মূলতঃ আরো অধিক পরিমাণে ছিল স্থলশক্তি এবং পারসিকগণের জন্য তারা বাধ্য হয়ে নৌশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া, এথেনীয়গণের মতো দুঃসাহসীদের পক্ষে দুঃসাহসী শত্রুই হতে পারে সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ। যে প্রতিবেশী এথেনীয়গণের তুলনায় হীনবল নয়, তাকেও এথেনীয়রা দুঃসাহসিক আক্রমণের দ্বারা হতবুদ্ধি করে দেয়। এখন সাইরাকিউসীয়গণও একই পদ্ধতি এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। তিনি সুনিশ্চিত যে সাইরাকিউসীয়গণ সাহসিকতার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে এথেনীয় নৌবহরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলে শত্রুগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে এবং সাইরাকিউসের অনভিজ্ঞতার জন্য এথেনীয় দক্ষতা যে ক্ষতিসাধন করতে পারত এইভাবে তারও ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি আবেদন জানালেন, তারা যেন ভয় ত্যাগ করে সমুদ্রে তাদের ভাগ্য পরীক্ষায় রত হয়। গিলিপ্পাস, হার্মোক্রেটিস এবং সম্ভবত আরো কয়েকজনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সাইরাকিউসীয়গণ নৌযুদ্ধের জন্য মনস্থির করে ফেলল এবং জাহাজগুলি সুসজ্জিত করে তুলতে লাগল।

নৌবহর প্রস্তুত হয়ে গেলে গিলিপ্পাস সমগ্র বাহিনী নিয়ে রাত্রিযোগে বহির্গত হলেন। তিনি নিজে জলপথে প্লেমিরিয়ামের দুর্গগুলি আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করেন। এদিকে পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী ৩৫টি ট্রায়ারিম বৃহৎ বন্দর থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। যেখানে তাদের পোতাশ্রয় ছিল সেই ছোট বন্দর থেকে অবশিষ্ট ৪৫টি জাহাজ বহির্গত হল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিতরের সাইরাকিউসীয়গণের সঙ্গে যোগ দেওয়া, যাতে একযোগে প্লেমিরিয়ামে আক্রমণ চালানো যায় এবং একযোগে উভয় দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে এথেনীয়গণকে হতবুদ্ধি করে ফেলা যায়। এথেনীয়গণ দ্রুত ৬০টি জাহাজকে নাবিকপূর্ণ করে তুলল। এর মধ্যে ২৫টি জাহাজ বৃহৎ বন্দরের এবং ৩৫টি সাইরাকিউসীয় জাহাজের সম্মুখীন হল, অবশিষ্ট জাহাজগুলি পোতাশ্রয় থেকে বহির্গত জাহাজগুলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বৃহৎ বন্দরের মুখের ঠিক সম্মুখে,যুদ্ধ শুরু হল। উভয়পক্ষই সমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—একপক্ষ বলপূর্বক পথ করে নিতে সংকল্পবদ্ধ, অপর পক্ষ তাতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে প্লেমিরিয়ামের এথেনীয়গণ যখন সমুদ্রে এসে নৌযুদ্ধের প্রতি সমগ্র মনোযোগ নিবন্ধ করেছে, তখন ভোরের দিকে গিলিপ্পাস দুর্গগুলিকে সহসা আক্রমণ করলেন। প্রথমে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একটি দুর্গ অধিকৃত হল। পরে ছোট দুটিও তিনি দখল করলেন এবং বড়টিকে এত সহজে অধিকৃত হতে দেখে ছোট দুটির রক্ষিবাহিনী আর অপেক্ষা করল না। প্রথম দুর্গটির পতনের পর ভিতরের যারা কোনোক্রমে নৌকা ও বাণিজ্য জাহাজে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল, শিবিরে পৌঁছাতে তাদের খুব কষ্ট হয়, কারণ বৃহৎ বন্দরের যুদ্ধে সাইরাকিউসীয়গণ তখন অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছিল এবং পশ্চাদনুসরণের নিমিত্ত তারা একটি দ্রুতগামী জাহাজও পাঠিয়েছিল। কিন্তু যখন অন্য দুটি দুর্গের পতন হল তখন সাইরাকিউসীয়গণ পরাজিত হল ; সুতরাং দুর্গগুলি থেকে যারা পলায়ন করেছিল তারা মোটামুটি সহজেই উপকূল বরাবর জলপথে যেতে পেরেছিল। সাইরাকিউসীয় জাহাজগুলি বৃহৎ বন্দরের মুখে যুদ্ধ করতে করতে এথেনীয় জাহাজগুলির মধ্য দিয়ে বলপূর্বক পথ করে নেওয়া ও চরম বিশৃঙ্খলাবশত পরস্পরের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে নিজেদের বিজয় এথেনীয়গণের হাতে তুলে দিল। এথেনীয়গণ শুধু এই জাহাজগুলিই নয়, বন্দরে যাদের হাতে প্রথম পরাজিত হয়েছিল, তাদেরও ছত্রভঙ্গ করে দিল। তারা ১১টি সাইরাকিউসীয় জাহাজ ডুবিয়ে দিল, অধিকাংশ সাইরাকিউসীয় নাবিককে হত্যা করল ; শুধু তিনটি জাহাজের নাবিকগণকে তারা বন্দী করল। তাদের নিজেদের মাত্র তিনটি জাহাজ নষ্ট হয়েছিল। ভাঙা সাইরাকিউসীয় জাহাজগুলিকে তারা উপকূলে টেনে তুলল এবং প্লেমিরিয়ামের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বিজয়স্মারক স্থাপন করে শিবিরে ফিরে গেল।

নৌযুদ্ধে সুবিধা না হলেও প্লেমিরিয়ামের দুর্গগুলি সাইরাকিউসীয়গণ দখলে রেখেছিল এবং সেজন্য তিনটি বিজয়স্মারকও স্থাপন করেছিল। পরে অধিকৃত দুটি দুর্গের একটিকে তারা ভেঙে ফেলল, অবশিষ্ট দুর্গ দুটির সংস্কার করে তারা সেখানে রক্ষিবাহিনী নিয়োগ করল। দুর্গ অধিকারকালে বহু ব্যক্তি নিহত হয়েছিল, অনেকে বন্দী হয়েছিল এবং সবসুদ্ধ প্রচুর সম্পত্তিও অধিকৃত হয়েছিল। এথেনীয়গণ দুর্গগুলিকে গুদাম হিসাবে ব্যবহার করত। ভিতরের ব্যবসায়ীদের অনেক জিনিসপত্র ও শস্য এখানে মজুত ছিল ; অধিনায়কগণেরও প্রচুর জিনিস এখানে ছিল। চল্লিশটি জাহাজের মাস্তুল ও অন্যান্য সরঞ্জাম দখল করা হল। তাছাড়া তিনটি জাহাজ তো ছিলই ; এগুলিকে উপকূলে টেনে আনা হয়েছিল। বস্তুত এথেনীয় বাহিনীর ধ্বংসের প্রথম ও প্রধানতম কারণ প্লেমিরিয়াম দখল। এমনকি রসদ আনবার পক্ষে বন্দরের প্রবেশপথ এখন আর নিরাপদ নয়, কারণ তাতে বাধাদানের জন্য সাইরা-

কিউসীয়গণের জাহাজ সেখানে মোতায়েন আছে। যুদ্ধ না করে কিছুই আনা যাবে না। তাছাড়াও, এই ঘটনাটি এথেনীয় বাহিনীর মনোবল হ্রাস করেছিল, তাদের মধ্যে হতাশা এনেছিল।

এরপর সাইরাকিউসীয়গণ অ্যাগাথারকাস নামক জনৈক সাইরাকিউসীয় সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে ১২টি জাহাজ পাঠাল। সাইরাকিউসের অবস্থার আশাপ্রদ উন্নতি সম্পর্কে বিবরণ দেবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি জাহাজ গেল পেলোপন্নিসে। তাছাড়া হেলাসের যুদ্ধে পেলোপনেসীয়গণ যাতে বর্তমানের চাইতে বেশ উদ্যমশীল হয় সেজন্য তাদের প্ররোচিত করাও ছিল এই প্রতিনিধিগণের উদ্দেশ্য। অবশিষ্ট এগারোটি জাহাজ গেল ইটালিতে, কারণ তারা সংবাদ পেয়েছিল যে, এথেনীয়গণের জন্য বিভিন্ন সামগ্রীপূর্ণ কয়েকটি জাহাজ যাত্রা করেছে। এই জাহাজগুলিকে বাধা দিয়ে তাদের অধিকাংশকেই তারা ধ্বংস করে ফেলল। তারা কলোনীয় অঞ্চলেও গেল এবং এথেনীয়গণের জন্য সঞ্চিত জাহাজ তৈরির উপযোগী প্রচুর কাঠ পুড়িয়ে ফেলল। এরপর তারা লোক্রিতে গেল। সেখানে তারা নোঙর করে আছে, এমন সময় কিছু থেসপীয় হপ্‌লাইট একটি পেলোপনেসীয় বাণিজ্য-জাহাজ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। এই হপ্‌লাইটগণকে নিজেদের জাহাজে তুলে সাইরাকিউসীয়-গণ উপকূল ধরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করল। মেগারাতে এথেনীয়গণ ২০টি জাহাজ নিয়ে তাদের উপর লক্ষ্য রাখছিল। তারা মাত্র ১টি জাহাজকে নাবিক-সমেত ধরতে সক্ষম হল। অবশিষ্ট জাহাজগুলি নিরাপদে সাইরাকিউসে পৌঁছল। বন্দরের খুঁটির বেড়ার কাছেই কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল। পুরাতন পোতাশ্রয়ের সম্মুখে সমুদ্রমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ এই বেড়া ফেলে দিয়েছিল, যাতে জাহাজটি সেখানে নোঙর করে থাকতে পারে এবং এথেনীয়গণ জাহাজ নিয়ে এসে সরাসরি তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের জাহাজ ডুবিয়ে না দিতে পারে। এথেনীয়গণ এখন কাঠের গম্বুজবিশিষ্ট এবং পার্শ্বে পর্দা-বিশিষ্ট দশ হাজার ট্যালেন্টের একটি জাহাজ নিয়ে এল। ছোট ছোট নৌকায় করে তারা খুঁটির কাছে গেল ; খুঁটিগুলিকে তারা হয় প্যাঁচকল দিয়ে টেনে তুলল অথবা জলের নিচে গিয়ে সেগুলি করাত দিয়ে কেটে ফেলল। পোতাশ্রয় থেকে সাইরাকিউসীয়গণ তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগল ; বড় জাহাজ থেকে এথেনীয়গণও তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সাইরাকিউসীয়-গণের অধিকাংশ খুঁটিই এথেনীয়গণ তুলে ফেলল। এই খুঁটির বেড়ার অদৃশ্য অংশটিই ছিল সর্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক। ভিতরে ঠেলে দেওয়া বেড়ার অনেক-খানি অংশ জলের উপর দেখা যাচ্ছিল না। ফলে তার উপর দিয়ে জাহাজ চালানো ছিল সমুদ্রগর্ভস্থ পাহাড়ের উপর দিয়ে জাহাজ চালানোর মতোই বিপজ্জনক। যাই হোক ডুবুরিগণ পুরস্কারের লোভে জলের নিচে নেমে

এগুলিকে কেটে ফেলল। অবশ্য সাইরাকিউসীয়গণ আবার অন্য বেড়া এগিয়ে দিল। বস্তুত এত নিকটবর্তী পরস্পর মুখোমুখি দু'টি শত্রুবাহিনীর কাছ থেকে কিছু কৌশল প্রত্যাশা করা যায় এই দু'পক্ষ সে-সবই অবলম্বন করেছিল। ছোট-খাট সংঘর্ষ লেগেই ছিল এবং সব রকম যুদ্ধ-কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ করিন্থীয়, অ্যাম্ব্রেসীয় ও স্পার্টীয়গণের দ্বারা গঠিত প্রতিনিধিগণকে বিভিন্ন নগরে পাঠালেন। তারা প্লেমিরিয়াম অধিকারের খবর দেবে এবং বলবে যে এথেনীয় পক্ষের শক্তিলাভ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়, নিজেদের শৃংখলাহীনতার জন্যই সাইরাকিউসীয়গণ নৌ-যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তাছাড়া তারা জানিয়ে দেবে যে, তারা সম্পূর্ণ আশান্বিত এবং তারা চায়, যেন জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে তাদের সাহায্যার্থ আসা হয়। এথেনীয়গণ নূতন এক বাহিনীর প্রতীক্ষায় আছে ; সুতরাং এখন যে বাহিনীটি আছে, তাকে ধ্বংস করবার আগেই যদি দ্বিতীয় বাহিনীটি এসে যায় তবে আর কোনো আশাই থাকবে না।

সিসিলিতে যুধ্যমান দলগুলি যখন এই কাজে ব্যাপৃত, তখন ডেমোস্থিনিস সিসিলির জন্য সংগৃহীত সৈন্যগণকে সম্মিলিত করে ঈজিনা থেকে যাত্রা করলেন এবং পেলোপন্নিসের দিকে গিয়ে চারিক্লিস ও ত্রিশটি জাহাজের সংগে মিলিত হলেন। আর্গস থেকে হপ্‌লাইটগণকে জাহাজে তুলে তাঁরা ল্যাবেসনিয়াতে গেলেন এবং প্রথমে এপিডরাস লিমেরার অংশবিশেষে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে সাইথেরার বিপরীত দিকে যেখানে অ্যাপোলোর মন্দির আছে সেখানে ল্যাকোনিয়ার উপকূলে অবতরণ করলেন। দেশের কিছু অংশে ধ্বংসকার্য চালিয়ে একটি যোজক-জাতীয় স্থানকে তিনি সুরক্ষিত করলেন যাতে স্পার্টার ক্রীতদাসগণ পালিয়ে সেখানে আসতে পারে এবং পাইলসের মতো এখান থেকেও লুণ্ঠনাভিযান চালানো যায়। এই স্থানটি দখল করবার ব্যাপারে চারিক্লিসকে সাহায্য করে ডেমোস্থিনিস করসাইরা থেকে কিছু মিত্র-সৈন্য সংগ্রহের জন্য সেখানে গেলেন। সেখান থেকে অবিলম্বে তিনি সিসিলি যাত্রা করবেন। চারিক্লিস স্থানটির প্রাচীর নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এবং সেখানে একদল রক্ষিবাহিনী রেখে নিজের ত্রিশটি জাহাজ নিয়ে এথেন্সে ফিরে গেলেন। আর্গসবাসিগণও ফিরে গেল।

ডিও্গ নামে থ্রেসীয় তলোয়ারধারী একটি উপজাতির মধ্যে থেকে সেই গ্রীষ্মে এথেন্সে তেরশো অস্ত্রনিক্ষেপকারী এসে পৌঁছাল। ডেমোস্থিনিসের সংগে সিসিলি যাত্রার উদ্দেশ্যেই তারা এসেছিল, কিন্তু সেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে যেখান থেকে তারা এসেছিল সেই থ্রেসে তাদের ফেরত পাঠানো সাব্যস্ত হল। কারণ ডিসিলীয় যুদ্ধের জন্য তাদের রেখে দেওয়া এথেনীয়গণের কাছে

খুব ব্যয়সাধ্য বলে মনে হয়েছিল ; প্রতিটি সৈনিকের দৈনিক বেতন ছিল এক ড্রাকমা।

বস্তুত এই গ্রীষ্মে পেলোপনেসীয়গণের সমগ্র বাহিনী ডিসিলিয়াকে প্রথম সুরক্ষিত করল এবং শত্রুদেশে উপদ্রব করবার জন্য রক্ষিবাহিনী দিয়ে তারা স্থানটি দখল করে ফেলল। তারপর থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন নগরের সৈন্যদল পরস্পরকে অব্যাহতি দিয়ে এথেনীয়গণের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে চলেছিল। বস্তুত ডিসিলিয়া অধিকৃত হবার ফলে সম্পত্তি ও প্রাণহানি এত ঘটল যে তাই এথেনীয় শক্তির পতনের অন্যতম মুখ্য কারণ হয়ে উঠল। পূর্ববর্তী আক্রমণগুলি ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য এথেনীয়-গণ জমি ভোগ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এখন শত্রুগণ স্থায়িভাবে অ্যাটিকাতে রয়েছে কখনও আক্রমণ চলে সৈন্যবাহিনীর দ্বারা, কখনও স্থায়ী রক্ষিবাহিনীই ঝাঁপিয়ে পড়ে ও রসদ সংগ্রহের জন্য লুণ্ঠনাভিযান চালায়। স্পার্টীয় রাজা এজিস স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে উদ্যমের সঙ্গে যুদ্ধ চালালেন। ফলে এথেনীয়গণ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সমগ্র পল্লী-অঞ্চল থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল : কুড়ি হাজারেরও বেশি ক্রীতদাস পলায়ন করেছিল ; তাদের একটি বৃহদংশ ছিল দক্ষ কারিগর। তাছাড়া সব মেষ ও ভারবাহী পশুও তারা হারিয়েছিল। শত্রুদের আক্রমণ করবার জন্য ও পল্লী-অঞ্চলে পাহারা দেবার জন্য যে-সব অশ্বারোহী সৈন্য প্রত্যহ ডিসিলিয়াতে যেত তাদের শিলাময় ভূমিতে ক্রমাগত চলতে হত, ফলে অশ্বগুলি খঞ্জ হয়ে পড়ত, নতুবা শত্রু-আক্রমণে আহত হত। পূর্বে ইউবিয়া থেকে খাদ্যসরবরাহ স্থলপথে ওরোপাস থেকে ডিসিলিয়া হয়ে দ্রুত এথেন্সে পৌঁছোত। এখন সেই খাদ্য-সংগ্রহ করতে হচ্ছে সুনিয়াম ঘুরে বহু ব্যয়সাধ্য সমুদ্রপথে। নগরের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। ফলে নগরটি যেন আর এখন নগর রইল না, দুর্গে পরিণত হল। প্রাচীর পাহারা দিতে দিতে গরমে ও শীতে এথেনীয়গণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে অথবা প্রাচীরের উপরের পাহারায় দিনে ছিল পালা করে কাজ, রাত্রে অশ্বারোহী বাহিনী ব্যতীত সকলেই পাহারা দিত। একসঙ্গে দুটি যুদ্ধ তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের মধ্যে এমন উন্মত্ততা এসেছিল যে, এ ঘটনা ঘটবার আগে কেউ একথা শুনে বিশ্বাস করতে পারত না যে এরূপ সম্ভব। কারণ, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে অ্যাটিকায় দৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত পেলোপনেসীয়গণের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েও এথেনীয়গণ সিসিলি থেকে সরে আসা দূরের কথা, সেখানে ঠিক একইভাবে সাইরাকিউস অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে? এই সাইরাকিউস নগর (নগর হিসাবে ধরলে) এথেন্সের চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন

নয়। এইভাবে তারা যে প্রচণ্ড শক্তি ও সাহসিকতার নিদর্শন রেখেছে, তাতে সমগ্র হেলেনীয় জগতের হিসাব উল্টাপাল্টা হয়ে পড়েছে, যে এথেনীয়-গণের সম্পর্কে যুদ্ধের প্রারম্ভে কেউ কেউ ভেবেছিল যে তারা মাত্র এক বছর টিকতে পারে, কেউ ভেবেছিল বড়জোর দু' বছর, তিন বছরের বেশি কেউই ভাবতে পারেনি। সেই এথেনীয়গণ যে প্রথম অ্যাটিকা আক্রমণের সতের বছর অতিক্রম করবে, যুদ্ধের সর্ব প্রকার বিপর্যয় সহ্য করেও সিসিলিতে যাবে এবং পেলোপনেসীয়গণের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলছে তার তুলনায় কোনো অংশে ছোট নয় এমন একটি নূতন যুদ্ধে লিপ্ত হবে, একি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক নয়? এইসব কারণে ডিসিলিয়াতে প্রচণ্ড ক্ষতির জন্য এবং আরো যে সব বিরাট দায়িত্ব তাদের ওপর চেপেছিল, সেজন্য তাদের তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। এই সময়েই তাদের প্রজাদের উপর তারা আগের করের বদলে সমুদ্রপথে সকল আমদানি-রপ্তানির উপর শতকরা ২৫ ভাগ কর ধার্য করল। তারা ভেবেছিল যে, এইভাবে অধিক অর্থাগম ঘটবে। যুদ্ধের প্রারম্ভে তারা ভেবেছিল তাদের ব্যয় যেমন ছিল এখন আর তা নেই, বরং যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়ে গিয়েছে অথচ রাজস্ব কমেছে।

সুতরাং বর্তমান আর্থিক অসুবিধার সময়ে ব্যয় আরো না বাড়িয়ে তারা ডেমোস্থিনিসের সঙ্গে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিলম্বে আগত থ্রেসীয়গণকে তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠিয়ে দিল। যেহেতু তাদের ইউরিপাসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে সেজন্য তাদের অধিনায়ক হলেও ডাইট্রেফিসকে নির্দেশ দেওয়া হল যে, উপকূল বরাবর অগ্রসর হবার সময় সম্ভব হলে তিনি যেন শত্রুগণের ক্ষতি করবার জন্য এই সৈন্যগণকে কাজে লাগান। তিনি তাদের নিয়ে প্রথম টানাগ্রাতে অবতরণ করেন এবং দ্রুত কিছু লুণ্ঠনও করেন। তারপর তিনি ইউবিয়ার চালসিস থেকে সন্ধ্যায় ইউরিপাস অতিক্রম করলেন এবং বিয়োসিয়াতে অবতরণ করে তাদের নিয়ে মাইকেলসাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। সকলের অগোচরে তিনি মাইকেলসাস থেকে প্রায় দু'মাইল দূরবর্তী হার্মিসের মন্দিরের কাছে রাত্রি অতিবাহিত করলেন এবং প্রত্যুষে নগরের উপরে আক্রমণ চালিয়ে তা অধিকার করে নিলেন। নগরট বেশি বড় নয়। অধিবাসিগণ নগর পাহারা দেয়নি, তারা ভাবতেই পারেনি যে, সমুদ্র থেকে এত দূরে কেউ তাদের আক্রমণ করতে পারে। তাদের প্রাচীরও ছিল দুর্বল, কোনো কোনো স্থান ভেঙেই পড়েছিল, অন্যত্রও এটি মোটেই উঁচু ছিল না। আর নির্ভাবনাবশতঃ নগরদ্বার-গুলো ছিল উন্মুক্ত। থ্রেসীয়গণ মাইকেলসাসের উপর হানা দিয়ে বাড়ি ও মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করল, অধিবাসিগণকে হত্যা করল, আবালবৃদ্ধবনিতা যাকে পেল তাকেই হত্যা করল, এমনকি ভারবাহী পশু এবং যা-কিছু প্রাণী তাদের

নজরে এল কিছু রেহাই পেল না। অন্য সব রক্তপিপাসু বর্বরগণের মতো থ্রেসীয়গণও যখন ভয়ের কিছু থাকে না তখন রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে। সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলল। থ্রেসীয়গণ একটি বিদ্যালয়েও প্রবেশ করেছিল ; এটি ছিল বৃহত্তম স্থানীয় বিদ্যালয়। শিশুগণ তখন সেখানে সদ্য প্রবেশ করেছে ; তাদের প্রত্যেককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বস্তুত সমগ্র নগরের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, কোথাও তার তুলনা নেই ; ঘটনাটি আকস্মিকতা ও বীভৎসতার দিক দিয়েও তুলনারহিত।

ইতিমধ্যে থিবীয়গণ খবর পেয়ে উদ্ধারার্থ এসে উপস্থিত হল। থ্রেসীয়গণ অধিক দূর যাবার আগেই তারা তাদের ধরে ফেলল এবং সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ছিনিয়ে নিল। থ্রেসীয়গণের প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে তারা তাদের ইউরিপাস ও সমুদ্র পর্যন্ত বিতাড়িত করে নিয়ে গেল। যেসব জাহাজে চড়ে তারা এসেছিল সেগুলি এখানেই নোঙর করা ছিল। অধিকাংশ থ্রেসীয় নিহত হয়েছিল জাহাজে উঠবার সময়, কারণ তারা অধিকাংশই সাঁতার জানত না এবং উপকূলে সংঘটিত ঘটনাবলী দেখে নাবিকগণ তাদের জাহাজগুলিকে তীরের পাল্লার বাইরে নিয়ে গিয়ে নোঙর করেছিল। অন্যেরা পশ্চাদপসরণের সময় থিবীয় অশ্বারোহিগণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ অবলম্বন করেছিল। এই অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারাই তারা প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল এবং স্বদেশের কৌশল অবলম্বন করে তারা হঠাৎ আক্রমণ করে আবার মূল বাহিনীর দলে গিয়ে মিশে যাচ্ছিল। ফলে এক্ষেত্রে তাদের খুব অল্পসংখ্যক সৈন্য নিহত হল। বহু থ্রেসীয় লুণ্ঠনকার্যেই ব্যস্ত ছল, তারা নগরেই ধৃত ও নিহত হল। মোট ১৩০০ থ্রেসীয়ের মধ্যে নিহত হয়েছিল ২৫০ জন। থিবীয় ও অন্যান্য যারা উদ্ধারকার্যে এসেছিল তাদের মধ্যে প্রায় কুড়িজন অশ্বারোহী ও হপ্‌লাইট নিহত হয়েছিল ; অন্যতম বিওটার্ক স্কির্ফোনিডাসও তার মধ্যে ছিলেন। মাইকেলেসীয়গণের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংস হয়েছিল।

যুদ্ধের অন্য যে-কোন মর্মান্তিক ঘটনার মতোই সমান মর্মান্তিক মাইকেলেসাসের বিপর্যয়। এই ঘটনার সময় এদিকে ডেমোস্থিনিস (যাঁকে আমরা করসাইরা অভিযানের সময় শেষ দেখেছি) ল্যাকোনিয়াতে দুর্গ নির্মাণ করে অগ্রসর হতে হতে দেখলেন যে এলিসের ফিয়াতে একটি বাণিজ্য-জাহাজ নোঙর করে আছে ; করিন্থীয় হপ্‌লাইটগণ অতে উঠে সিসিলি যাবে। এই জাহাজটি তিনি ধ্বংস করলেন, কিন্তু জাহাজের সৈন্যগণ পলায়ন করল। পরে তারা অন্য একটি জাহাজ জোগাড় করে আবার যাত্রা শুরু করল। তারপর তিনি জাকিন্থাস ও সেফালেনিয়া পৌছে কিছু হপ্‌লাইটকে জাহাজে তুললেন এবং নপাক্টাসের মেসেনীয়গণের কাছ থেকে কিছু হপ্‌লাইট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে

লোক পাঠালেন। তারপর তিনি বিপরীত দিকে অ্যাকার্নানিয়ার উপকূলের অলিজিয়াতে এবং এথেন্স-অধিকৃত অ্যানাক্টোরিয়ামে গেলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে সিসিলি-প্রত্যাগত ইউরিজিডনের সাক্ষাৎ হয়। আগে বলা হয়েছে যে, শীতকালে তাঁকে সৈন্যদলের জন্য অর্থসমেত সিসিলিতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাঁকে সব সংবাদ দিলেন। তাছাড়া তিনি আরো বললেন যে, আসবার পথেই তিনি শুনেছেন যে সাইরাকিউসীয়গণ প্লেমিরিয়াম দখল করেছে। নপাক্টাসের সেনাধ্যক্ষ কোনোনও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, তাঁর বিপরীত দিকে মোতায়েন ২৫টি করিন্থীয় জাহাজ যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করা দূরের কথা বরং যুদ্ধ শুরু করবার উদ্‌যোগ করছে। সুতরাং তাঁদের কাছে তিনি আবেদন জানালেন, যেন তাঁকে কয়েকটি জাহাজ সরবরাহ করেন, কারণ তাঁর ১৮টি জাহাজ শত্রুর ২৫টি জাহাজের সমকক্ষ নয়। সুতরাং নপাক্টাসের নৌবহরটিকে শক্তিশালী করবার জন্য ডেমোস্থিনিস ও ইউরিমিডন উৎকৃষ্ট ১০টি জাহাজ কোনোনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা সমগ্র বাহিনীকে একত্রিত করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ইউরিমিডন এখন ডেমোস্থিনিসের সহকর্মী এবং সেজন্য তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি গেলেন করসাইরাতে। সেখানে তিনি তাদের বললেন, তারা যেন ১৫টি জাহাজ সুসজ্জিত করে ও হপ্‌লাইট সংগ্রহ করে। এদিকে ডেমোস্থিনিস অ্যাকার্নানীয় অঞ্চল থেকে বর্শানিক্ষেপকারী ও প্রস্তরনিক্ষেপকারী সংগ্রহ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে প্লেমিরিয়াম অধিকৃত হবার পর সাইরাকিউস থেকে যেসব প্রতিনিধি বিভিন্ন নগরে প্রেরিত হয়েছিল তাদের দৌত্য ব্যর্থ হয়নি। সংগৃহীত সৈন্য নিয়ে তারা ফিরে আসবে, এমন সময় নিকিয়াস বিষয়টি অনুমান করলেন। তাদের পথের উপর কর্তৃত্ব ছিল সেণ্টোরিপী, অ্যালিকায়ীয় ও অন্যান্য সিসেলগণের—এরা ছিল এথেন্সের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। নিকিয়াস তাদের কাছে সংবাদ পাঠালেন তারা যেন শত্রুদের যেতে না দেয় এবং সম্মিলিতভাবে তাদের বাধা দেয়। আগ্রিজেনটীয়গণ তাদের দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দেবে না অথচ একমাত্র পথ ছাড়া শত্রুদের যাবার আর কোনো পথও নেই। সুতরাং সিসেলগণ সিসিলীয় গমনপথের ধারে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে ওঁত পেতে রইল এবং অরক্ষিত শত্রুবাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রায় ৮০০ জন সৈন্য এবং একজন ব্যতীত সব প্রতিনিধি নিহত হল। একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি জনৈক করিন্থীয় অবশিষ্ট ১৫০০ সৈন্য নিয়ে সাইরাকিউস পৌঁছলেন।

প্রায় সমসময়ে ক্যামারিনীয়গণ ৫০০ হপ্‌লাইট, ৩০০ বর্শানিক্ষেপকারী

ও সমসংখ্যক তীরন্দাজ নিয়ে সাইরাকিউসকে সাহায্য করবার জন্য উপস্থিত হল। এদিকে জেলীয়গণও পাঁচটি জাহাজের জন্য নাবিক, চারশো বর্শা-নিক্ষেপকারী এবং দু'শো অশ্বারোহী পাঠাল। বস্তুত এখন আগ্রিজেনটীয়-গণ ব্যতীত (এরা সকলেই ছিল নিরপেক্ষ) প্রায় সমগ্র সিসিলি ঘটনাপ্রবাহের নীরব দর্শক হয়ে না থেকে এথেনীয়গণের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাইরাকিউসের সঙ্গে যোগদান করেছিল।

সিসেল অঞ্চলে বিপর্যয়ের পর সাইরাকিউসীয়গণ অবিলম্বে এথেনীয়-গণের উপর আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করল। এদিকে ডেমোস্থিনিস ও ইউরি-মিডন কারসাইরা ও মহাদেশ থেকে সংগৃহীত সৈন্য প্রস্তুত করে সমগ্র বাহিনী নিয়ে আইওনীয় উপসাগর পার হয়ে ইয়াপিজীয় অন্তরীপে গেলেন এবং সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে ইয়াপিজিয়ার অদূরবর্তী ক্ষুদ্র কীরেডুস্ দ্বীপপুঞ্জে এলেন। এখানে তাঁরা মেসাপীয় উপজাতির ১৫০ জন বর্শা-নিক্ষেপকারীকে জাহাজে তুললেন। তারপর বর্শানিক্ষেপকারী সৈন্য প্রেরণ-কারী স্থানীয় রাজা আর্টাসের সঙ্গে প্রাচীন বন্ধুত্ব নূতন করে স্মরণপূর্বক তাঁকে নিয়ে তাঁরা ইটালির মেটাপোণ্টিয়ামে পৌঁছলেন। এখানে তাঁরা মিত্র মেটাপোণ্টীয়গণকে প্রভাবিত করে ৩০০ বর্শানিক্ষেপকারী ও দু'টি জাহাজ আদায় করলেন। এই নূতন বাহিনীসহ তাঁরা উপকূল ধরে থুরাই গেলেন; সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, একটি সদ্যঃসমাপ্ত বিপ্লবের ফলে এথেন্সবিরোধী দলটি নির্বাসিত হয়েছে। সুতরাং এখানে তাঁরা সমগ্র বাহিনীকে সম্মিলিত করে প্রস্তুতির কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। তাছাড়া থুরীয়গণ যাতে দৃঢ়তার সঙ্গে এথেনীয় পক্ষে যোগদান করে এবং বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী এথেন্সের সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও রক্ষামূলক চুক্তি করে তা দেখাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

সিসিলিগামী বাণিজ্য-জাহাজগুলির নিরাপত্তাবিধানের জন্য নপাক্টাসের এথেনীয় বাহিনীর বিপরীত দিকে যে ২৫টি করিন্থীয় জাহাজ মোতায়েন ছিল সেগুলি এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল এবং আরো কয়েকটি জাহাজও সুসজ্জিত করা হল যাতে শত্রুদের তুলনায় তাদের সংখ্যাগত পার্থক্য খুব কম হয়। রাইপিক অঞ্চলের থ্যাকিয়ায় এরিনিউসের অদূরে তারা নোঙর করল। সেটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছিল বলে করিন্থীয় ও এতদঞ্চলের মিত্রগণের মধ্যে থেকে সংগৃহীত স্থলবাহিনী এসে দু' পাশের অভিক্ষিপ্ত অন্তরীপ দুটিতে সারিবদ্ধ হল। এদিকে নৌবহরটি করিন্থীয় পলিয়ান্থেসের নেতৃত্বে মধ্যবর্তী স্থানটিতে সন্নিবেশিত হল ও প্রবেশপথটি বন্ধ করে দিল। এথেনীয়গণ এখন ডিফিলাসের অধীনে ৩৩টি জাহাজ নিয়ে নপাক্টাস থেকে তাদের বিরুদ্ধে যাত্রা

করল। করিন্থীয়গণ প্রথমে অগ্রসর হল না, অবশেষে যখন উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে বোধ হল, তখন তারা সংকেত প্রদর্শনপূর্বক অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করল। প্রচন্ড যুদ্ধের পর করিন্থীয়গণ তিনটি জাহাজ হারাল এবং শত্রুপক্ষের একটিও জাহাজ না ডুবালেও সাতটি শত্রু-জাহাজকে অকেজো করে দিল ; এগুলির অগ্রভাগে ধাক্কা লেগেছিল এবং ভেঙে গিয়েছিল। করিন্থীয় জাহাজের পার্শ্বগুলি বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল। এরূপ সমানে-সমানে যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয় দাবি করতে পারত (যদিও এথেনীয়গণ ভাঙা জাহাজগুলি দখল করতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ বাতাস সেগুলিকে বাহির সমুদ্রে তাড়িত করে নিয়ে গিয়েছিল এবং করিন্থীয়গণ তাদের সম্মুখীন হবার জন্য বের হয়ে আসেনি)। এরূপ অবস্থায় উভয় দলই যুদ্ধে ক্ষান্ত হল। কেউই কারো পশ্চাদ্ধাবন করল না এবং কোনো পক্ষেই কেউ বন্দী হল না। করিন্থীয় ও পেলোপনেসীয়গণ উপকূলের কাছে যুদ্ধ করছিল বলে তাদের পক্ষে চলে যাওয়া সহজ হয়েছিল এবং কোনো এথেনীয় জাহাজও ডুবে যায়নি। এথেনীয়গণ নপাক্টাসে ফিরে গেল এবং করিন্থীয়গণ তৎক্ষণাৎ বিজয়ী হিসাবে এক স্মারক স্থাপন করল ; কারণ তারাই অধিকসংখ্যক শত্রু-জাহাজকে অকেজো করতে পেরেছে। তাছাড়া এথেনীয়গণ জয়ের দাবি তোলেনি ; অতএব, ঠিক সেজন্য তাদের যুদ্ধে পরাজিত বলা যাবে না। চূড়ান্ত জয় না হলেও করিন্থীয়গণ ভেবেছিল, তারা জয়ী হয়েছে এবং এথেনীয়গণ ভেবেছিল, তারা পরাজিত হয়েছে, কারণ তারা চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারেনি। যাই হোক, যখন করিন্থীয় নৌবহর চলে গেল এবং তাদের স্থলবাহিনীও চলে গেল, তখন এথেনীয়গণও অ্যাকাইয়ায়, বিজয়ী হয়েছে, এই হিসাবে একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল ; অ্যাকাইয়া করিন্থীয় ঘাঁটি এরিনিউস থেকে সওয়া দু' মাইল দূর হবে।

এইভাবে নপাক্টাসের নৌ-যুদ্ধ শেষ হল। ইতিমধ্যে থুরীয়গণ ৭০০ হপ্‌-লাইট ও ৩০০ বর্শানিক্ষেপকারী নিয়ে ডেমোস্থিনিস ও ইউরিমিডনের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত হল। সেনাধ্যক্ষ দু'জন জাহাজগুলিকে ক্রোটোনিয়াম অঞ্চলাভিমুখে অগ্রসর হতে আদেশ করলেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা সাইবারিস নদীর তীরে সমগ্র স্থলবাহিনীকে পরিদর্শন করে তাদের নিয়ে থুরীয় অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন। হাইলিয়াস নদী পর্যন্ত পোঁছে ক্রোটোনীয়গণের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাদের দেশের মধ্য দিয়ে তারা সৈন্যবাহিনীকে যেতে দেবে না। এর ফলে এথেনীয়গণ নদীর তীর পর্যন্ত নেমে গেল এবং সমুদ্র ও হাইলিয়াস নদীর মোহানার কাছে রাত্রির জন্য শিবির স্থাপন করল, নৌবহরও এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হল এবং পরদিন তারা জাহাজে উঠে উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে লেক্রীয় অঞ্চলের পেট্রাতে না

পৌঁছানো পর্যন্ত লোক্রি ব্যতীত অন্য সব নগরে স্বল্পকাল অবস্থান করে থেমে গেল।

সাইরাকিউসীয়গণ তাদের আগমনবার্তা শুনেছিল। তারা দ্বিতীয় বার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল এবং এই বাহিনী এসে পৌঁছবার আগে কিছু করবার উদ্দেশ্যে তারা যে স্থলবাহিনী সংগ্রহ করেছিল তার দ্বারা একযোগে জলে ও স্থলে যুদ্ধ করতে মনস্থ করল। পূর্ববর্তী নৌ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নৌবহরের সজ্জার ব্যাপারে অনেক উন্নতি করা হয়েছিল। পোতাগ্রভাগ শক্ত করবার জন্য এবং পার্শ্বগুলি দৃঢ়তর করবার জন্য তারা এগুলির দৈর্ঘ্য ছোট করে ফেলল এবং এগুলি থেকে জাহাজের ভিতরে ও বাইরে নয় ফুট দীর্ঘ ঠেকনো জাহাজের কিনারায় লাগিয়ে দিল। নপাক্টাসের নৌবহরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় করিন্থীয়গণ আগে ঠিক অনুরূপভাবে পোতাগ্রভাগের পরিবর্তন-সাধন করেছিল। জাহাজগুলির তুলনায় তাদের জাহাজ আরো শক্তিশালী হল। এথেনীয় জাহাজগুলির অগ্রভাগ ছিল হাল্কা, কারণ চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে শত্রু-জাহাজের গায়ে আঘাত লাগানোই ছিল তাদের যুদ্ধ-কৌশল ; তারা অগ্র-ভাগের সঙ্গে অগ্রভাগের ধাক্কা লাগিয়ে যুদ্ধ করত না। তাছাড়া যুদ্ধটি হল বৃহৎ বন্দরে, স্বল্পপরিসর স্থানে বহু জাহাজের সমাবেশও সাইরাকিউসগণের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। পোতাগ্রভাগের দ্বারা শত্রু-জাহাজের পোতাগ্র-ভাগকে আক্রমণ করে তারা গলুই ভেঙে দেবে, দৃঢ় ও শক্ত পোতমুখ শত্রুদের জাহাজের ফাঁপা ও দুর্বল গলুইগুলিকে আঘাত করবে। দ্বিতীয়তঃ স্থানাভাব-বশতঃ শত্রুগণ তাদের প্রিয় রণকৌশল প্রয়োগ করতে পারবে না, অর্থাৎ শত্রু-সারি ভেঙে দেওয়া বা চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করবার রণকৌশল ব্যর্থ হবে। কারণ, সাইরাকিউসীয়গণ তাদের ভিতরে প্রবেশের প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য বাধা দেবে এবং স্থানাভাববশতঃ দ্বিতীয় কৌশলটি প্রয়োগ করা চলবে না। এই পোতাগ্রভাগ দিয়ে পোতাগ্রভাগ আক্রমণ করবার পদ্ধতি আগে জাহাজের কর্ণধারগণের দক্ষতাহীনতার নিদর্শনরূপে পরিগণিত হত, কিন্তু এটিই বর্তমানে সাইরা-কিউসীয়গণের প্রধান রণকৌশল হবে, এটাই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে বোধ হচ্ছে। প্রতিহত হলে এথেনীয়গণ আর কোনো দিকে পিছু হটতে পারবে না, কেবলমাত্র উপকূলের দিকটি ব্যতীত। তাও আবার শুধু অল্প দূর পর্যন্ত এবং নিজেদের শিবিরের সম্মুখের স্বল্পপরিসর স্থানটিতে। বন্দরের অবশিষ্ট অংশের উপর সাইরাকিউসীয়গণেরই কর্তৃত্ব থাকবে। এথেনীয়-গণ পশ্চাদপসরণ করলে তারা সকলে একটি ক্ষুদ্র স্থানে ঘন সন্নিবদ্ধভাবে জমায়েত হবে ও পরস্পরের ধাক্কা লাগবে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বস্তুত সকল নৌ-যুদ্ধে এই জিনিসটি এথেনীয়গণের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে-

ছিল, সাইহাকিউসীয়গণের মতো পিছু হঠবার জন্য সমগ্র বন্দরটি তারা পায়নি। উন্মুক্ত সমুদ্রে প্রদক্ষিণ করাও অসম্ভব, কারণ আগমন-নির্গমনের পথটি সাইরাকিউসীয়গণের-ই দখলে। তাছাড়া প্লেমিরিয়াম এখন শত্রু-কবলিত এবং বন্দরের মুখটিও প্রশস্ত নয়।

নিজেদের শক্তি ও নৈপুণ্যের উপযোগী এইসব পরিকল্পনা নিয়ে এবং পূর্বতন নৌ-যুদ্ধজনিত অধিকতর আত্মবিশ্বাস সহায় করে সাইরাকিউসীয়-গণ একযোগে জলে ও স্থলে আক্রমণ চালাল। গিলিপ্পাস অল্পকাল আগেই সৈন্যসহ নগর থেকে যাত্রা করে এথেনীয় প্রাচীরের যে অংশ নগরের সম্মুখবর্তী সেখানে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে ওলিম্পিয়ামের হপ্‌লাইট, অশ্বারোহী ও সাইরাকিউসীয় লঘু অস্ত্রবাহী সেনাদল ওলিম্পিয়াম থেকে যাত্রা করে অপরদিক থেকে প্রাচীর পর্যন্ত গেল। এর পরেই সাইরাকিউস ও তার মিত্র-গণের জাহাজগুলি বের হয়ে এল। এথেনীয়গণ প্রথমে ভেবেছিল যে, শত্রুগণ তাদের শুধু স্থলে আক্রমণ করবে। কিন্তু সেই সঙ্গে নৌবহরটিকেও সহসা বের হয়ে আসতে দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। অগ্রসরমান শত্রুর বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রাচীরের উপরে কিংবা সম্মুখে স্থান গ্রহণ করল। ওলিম্পিয়াম ও বাইরে থেকে আগত অশ্বারোহী ও বর্শানিক্ষেপকারিগণের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য কেউ কেউ দ্রুত অগ্রসর হল। অন্যেরা জাহাজগুলি সুসজ্জিত করল এবং শত্রুকে বাধা দেবার জন্য ধাবিত হল। জাহাজগুলি প্রস্তুত হওয়ামাত্র তারা মোট পঁচাত্তরটি জাহাজ নিয়ে প্রায় আশিটি সাইরা-কিউসীয় জাহাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল।

আক্রমণ করা, ফিরে আসা ও পরস্পরের শক্তি পরীক্ষার মধ্যেই দিনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হল, কোন পক্ষই উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করতে পারল না যদিও সাইরাকিউসীয়গণ এথেনীয়গণের দু'-একটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। এরপর উভয় দল যুদ্ধে বিরত হল, স্থলবাহিনীও প্রাচীর থেকে সরে গেল। পরদিন সাইরাকিউসীয়গণ নিষ্ক্রিয় রইল এবং তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে কোনো প্রকার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। কিন্তু নিকিয়াস যখন দেখলেন যে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই এবং শত্রুরা হয়তো আবার আক্রমণ করবে, তখন অধ্যক্ষগণের দ্বারা জাহাজগুলিকে তিনি মেরামত করালেন এবং যে খুঁটির বেড়াটিকে তারা তাদের জাহাজের সম্মুখে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল তার সম্মুখে বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে নোঙর করিয়ে রাখলেন যাতে বন্দরটিকে একটি আবেষ্টনী মধ্যস্থ ঘেরা-বন্দর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। জাহাজগুলিকে সাজানো হয়েছিল ২০০ ফুট দূরত্বে যাতে কোনো অসুবিধাগ্রস্ত জাহাজ নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করতে পারে এবং সময়মতো

আবার বাইরে আসতে পারে। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত দিন ধরে এথেনীয়গণ এইসব প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত রইল।

পরদিন সাইরাকিউসীয়গণ প্রভাতেই যুদ্ধ শুরু করল এবং আগের মতোই একযোগে জলে ও স্থলে আক্রমণ চালাল। আগের মতো দিনের অধিকাংশ সময়ই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল। শেষ পর্যন্ত সাইরাকিউসীয় নৌবহরের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ণধার অ্যারিস্টন নৌ-অধ্যক্ষগণকে নগরের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের কাছে দূত পাঠাতে সম্মত করলেন। তারা বলবে যে তাঁরা যেন যত দ্রুত সম্ভব ক্রয়-বিক্রয়ের হাটটিকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে আসেন এবং যাদের কিছু বিক্রয় করবার সামগ্রী আছে তাদের সকলকে যেন সেখানে নিয়ে এসে জিনিস বিক্রয় করতে বাধ্য করেন। তাতে নৌ-অধ্যক্ষ-গণ নাবিকগণকে অবতরণ করিয়ে জাহাজের কাছে আহার্য গ্রহণ করাতে পারবেন এবং স্বল্পকাল পরেই তারা সেই দিনই এথেনীয়গণকে আক্রমণ করবে ; এথেনীয়গণের কাছে এই আক্রমণ হবে আকস্মিক।

এই পরামর্শ অনুযায়ী তারা দূত পাঠালেন এবং বাজারটিও তদনুসারে প্রস্তুত হল। সঙ্গে সঙ্গে সাইরাকিউসীয়গণ অকস্মাৎ জাহাজগুলিকে নগরের দিকে ফিরিয়ে নিল এবং অবতরণ করে সেখানেই আহার্য গ্রহণ করল। এদিকে এথেনীয়গণ ভাবল যে সাইরাকিউসীয়গণ পরাজয় স্বীকার করে নগরে ফিরে গিয়েছে। সুতরাং তারা ধীরে-সুস্থে জাহাজ থেকে অবতরণ করল এবং সেই দিনই আর যুদ্ধ করতে হবে না মনে করে আহার্য গ্রহণ ও অন্যান্য কার্যে মন দিল। হঠাৎ সাইরাকিউসীয়গণ পুনরায় জাহাজগুলি সুসজ্জিত করে আবার তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। অধিকাংশ এথেনীয়ের তখন খাওয়া হয়নি, তারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে জাহাজে উঠল এবং কোনক্রমে অস্ত্রধারণ করল। কিছুক্ষণ ধরে উভয়পক্ষই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে অবস্থান করল। অবশেষে এথেনীয়গণ ভাবল যে অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ার চেয়ে অবিলম্বে আক্রমণ করা শ্রেয়। সুতরাং উল্লাস-ধ্বনিসহ তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। সাইরা-কিউসীয়গণ তাদের প্রতিহত করতে লাগল এবং পরিকল্পনা মতো পোতাগ্রভাগ দিয়ে পোতাগ্রভাগ আক্রমণ করে নিজেদের শক্তিশালী পোত-মুখ দিয়ে এথেনীয় জাহাজগুলির অগ্রভাগ ভেঙে দিতে লাগল। জাহাজের উপরের বর্শানিক্ষেপ-কারিগণও এথেনীয়গণের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছিল। কিন্তু যে-সব সাইরাকিউসীয় ছোট ছোট নৌকায় করে যুদ্ধ করছিল তারা ক্ষতি করেছিল আরো বেশি। তারা এথেনীয় জাহাজের দাঁড়ের ফাঁক দিয়ে তাদের পাশে গিয়ে নাবিকদের উপর বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগল।

এইভাবে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলবার পর অবশেষে সাইরাকিউসীয়গণ জয়লাভ করল এবং এথেনীয়গণ বাণিজ্য-জাহাজের ভিতর দিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে পলায়ন করল। সাইরাকিউসীয়গণ বাণিজ্য-জাহাজগুলি পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেছিল কিন্তু সেখানে তারা বাধা পেল। এই জাহাজগুলি থেকে আড়কাঠে করে পথের উপর ভারী যন্ত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিজয়ের উত্তেজিত মুহূর্তে যে দু'টি সাইরাকিউসীয় জাহাজ খুব কাছে গিয়েছিল তারা ধ্বংস হল, তাদের মধ্যে একটি আবার ধৃত হয়েছিল নাবিক সমেত। সাতটি মাত্র জাহাজ ডুবিয়ে এবং আরো অনেক জাহাজ অকেজো করে, অধিকাংশ নাবিককে বন্দী করে ও অন্যান্যদের হত্যা করে সাইরাকিউসীয়গণ ফিরে গেল এবং দু'টি যুদ্ধের জন্যই বিজয়ের স্মারক স্থাপন করল। সমুদ্রের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে এখন তাদের আত্মবিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত হল। জলেও সমানভাবে সাফল্যের সঙ্গে শত্রুকে প্রতিহত করা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ :—যুদ্ধের ঊনবিংশ বর্ষ। ডেমোসথিনিসের আগমন। এপিপোলীতে এথেনীয়গণের পরাজয়, নিকিয়াসের নির্বুদ্ধিতা ও একগুঁয়েমি।

সাইরাকিউসীয়গণ যখন জলে ও স্থলে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় ডেমোস্থিনিস ও ইউরিমিডন এথেন্স থেকে সাহায্য নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। এই বাহিনীতে বিদেশী জাহাজসহ প্রায় তিয়াত্তরটি জাহাজ ছিল, এথেনীয় ও মিত্রদের হপ্‌লাইটের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। হেলেনীয় এবং অ-গ্রীক বর্শা-নিক্ষেপকারী ছিল বিরাট সংখ্যক এবং প্রস্তর-নিক্ষেপকারী, তীরন্দাজ ও অন্যান্য সবকিছু ছিল সমপরিমাণে। তা দেখে সাইরাকিউসীয়গণ সত্যিই বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তাদের মনে হল, তাদের বিপদের যেন আর শেষ নেই। ডিসিলিয়াতে দুর্গ নির্মিত হবার পরেও এথেনীয়গণ যে আগের মতই বিরাট অভিযান প্রেরণ করতে পারবে তা সত্যিই অভাবনীয়। এথেন্সের শক্তি যে কত বিরাট সবদিকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রথম এথেনীয় বাহিনীটি নানা বিপর্যয়ের মধ্যে নূতন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল। ডেমোস্‌থিনিস্‌ অবস্থা দেখে বুঝলেন যে নিকিয়াসের ভঙ্গিতে ধীরে-সুস্থে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নিকিয়াস অবিলম্বে সাইরাকিউস আক্রমণ না করে শীত-কাল ক্যাটানাতে কাটিয়ে তাঁর প্রথম আগমনজনিত ভীতিকে অবজ্ঞায় পরিণত হতে দিয়েছেন। তিনি গিলিপ্পাসকে পেলোপন্নিস থেকে সৈন্য নিয়ে এখানে আসবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি যদি অবিলম্বে আক্রমণ করতেন, তবে সাইরাকিউসীয়গণ পেলোপন্নিসে সাহায্য চেয়ে পাঠাত না। কারণ আগে তাদের মনে হয়েছিল, তারা নিজেরা নিকিয়াসকে প্রতিহত করতে সক্ষম এবং অবরুদ্ধ না হয়ে পড়া পর্যন্ত তারা নিজেদের ন্যূনতা বুঝতে পারত না। অবরুদ্ধ হবার পরও যদি তারা সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লোক পাঠাত তবু তখন যে সাহায্য আসত তা দিয়ে তাদের বিশেষ উপকার হত না। একথা মনে রেখে এবং নিকিয়াসের মত তিনিও যে প্রথম আগমনের সময়ই শত্রুর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি ভীতিপ্রদ তা বুঝতে পেরে ডেমোস্থিনিস তাঁর বাহিনী যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তৎক্ষণাৎ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। তিনি দেখলেন, যে পাল্টা প্রাচীরের সাহায্যে সাইরা-কিউসীয়গণ এথেনীয়গণের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থাকে প্রতিহত করেছে তা সংখ্যায় মাত্র একটি এবং যে ব্যক্তি এপিপোলী পর্যন্ত পথ ও সেখানকার শিবির দখল করতে পারবে সে সহজেই এই প্রাচীরও দখল করতে পারবে, কারণ কেউ

তার আক্রমণের জন্য অপেক্ষা পর্যন্ত করবে না। সুতরাং তিনি অতি দ্রুত এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে চাইলেন। এটাই যুদ্ধ শেষ করবার সংক্ষিপ্ততম পথ—হয় তিনি সফল হবেন ও সাইরাকিউস দখল করবেন, নতুবা সমগ্র বাহিনী নিয়ে ফিরে যাবেন। অভিযানে অংশগ্রহণকারী এথেনীয়গণের জীবন ও দেশের সম্পদকে অনাবশ্যকভাবে অপচয় হতে দেবেন না।

এথেনীয়গণ প্রথমে বের হয়ে অ্যানাপাসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাইরাকিউসীয় ভূমিতে লুণ্ঠনকার্য চালাল এবং আগের মত তাদের সম্মুখে সমস্ত কিছু স্থল ও জলপথে নিয়ে গেল ; সাইরাকিউসীয়গণ কোনদিকেই তাদের বাধা দিল না। শুধু ব্যতিক্রম ছিল ওলিম্পিয়ামের অশ্বারোহী ও বর্শানিক্ষেপকারিগণ। তারপর ডেমোস্থিনিস যন্ত্রের সাহায্যে পাল্টা প্রাচীর আক্রমণের সংকল্প করলেন। কিন্তু যন্ত্রগুলি তিনি উপরে আনবার পর প্রাচীর থেকে যুদ্ধরত শত্রু-সৈন্যগণ সেগুলি পুড়িয়ে দিল এবং প্রাচীরের বিভিন্ন স্থানে এথেনীয় বাহিনী যত আক্রমণ চালাল, সব প্রতিহত করল। সুতরাং তিনি আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করে নিকিয়াস ও সহসেনাধ্যক্ষগণের সম্মতি গ্রহণ করে এপিপোলী আক্রমণের পরিকল্পনা কার্যকর কবতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দিনের বেলা অলক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ও উপরে আরোহণ করা অসম্ভব বলে তিনি পাঁচদিনের রসদ সংগ্রহ করলেন এবং সকল রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধরকে সঙ্গে নিলেন, তাছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসকল, যেমন তীর ও (উপরে আরোহণে সফল হলে) প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস সঙ্গে রাখলেন—প্রথম প্রহর রাত্রির পর ইউরিমিডন মিনাণ্ডার ও সমগ্র বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে এপিপোলীর উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন। নিকিয়াস প্রাচীরেই রয়ে গেলেন। ইউরিয়েলাসের পথে উপরে উঠে (প্রথম বাহিনী প্রথমে এই পথেই উঠেছিল) শত্রুগণের অলক্ষ্যে এথেনীয়গণ সাইরাকিউসীয়-অধিকৃত দুর্গে গিয়ে তা অধিকার করল এবং দুর্গের রক্ষিবাহিনীর একটি অংশকে হত্যা করল। অধিকাংশ সৈন্যই অবশ্য তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল এবং শিবিরগুলিতে এই বার্তা জানিয়ে দিল। এপিপোলীর উপরে তিনটি সাইরাকিউসীয় শিবির ছিল। শিবিরগুলি দুর্গের বহির্ভাগ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। একটি শিবির ছিল সাইরাকিউসীয়গণের, অপর একটি সিসিলীয়গণের এবং তৃতীয়টি তাদের মিত্রদের। তাছাড়া যে ৬০০ সাইরাকিউসীয় এপিপোলীর এই অংশের রক্ষী ছিল তাদেরও এই সংবাদ দেওয়া হল। এই রক্ষিসৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারিগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল এবং ডেমোস্থিনিস ও এথেনীয়গণের উপর আক্রমণ শুরু করবার পর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে তাদের দ্বারা ছত্রভঙ্গ হল। উৎসাহ স্তিমিত হবার আগেই আক্রমণের

অভীষ্ট লাভ করবার উদ্দেশ্যে বিজয়ীগণ তৎক্ষণাৎ সম্মুখে অগ্রসর হল। এদিকে অন্য সকলে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সাইরাকিউসের পাল্টা প্রাচীর দখল করবার কাজে নিযুক্ত হল ; রক্ষিবাহিনী এটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং এই ফোকরবিশিষ্ট প্রাচীরটিকে এথেনীয়গণ ভেঙে ফেলল। সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ এবং গিলিপ্পাসের সৈন্যগণ (গিলিপ্পাস নিজেও ছিলেন) দুর্গের বহির্ভাগ থেকে বাইরে এসে অগ্রসর হল ; কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ভীতিবিহ্বলতা ছিল (রাত্রিযোগে আক্রমণ এমন একটি দুঃসাহসিক কাজ ছিল তাদের অপ্রত্যাশিত।) অতএব, তারা প্রথমে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। কিন্তু জয়ের উন্মাদনায় এথেনীয়গণের শৃঙ্খলা ভেঙে গেল এবং শত্রুগণের যে বাহিনী তখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি তাদের সকলের মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত পথ করে নেবার জন্য তারা অগ্রসর হতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণে শৈথিল্য না ঘটানো এবং শত্রুগণকে সমবেত হতে না দেওয়া। কিন্তু বিয়োসীয়গণ প্রথম তাদের প্রতিরোধ করল, তারপর তাদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এথেনীয়গণ পালাতে শুরু করল।

এথেনীয়গণ ভয়ানক বিশৃঙ্খল ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সুতরাং স্বপক্ষ বা বিপরীত পক্ষ কোনো পক্ষেরই দিক থেকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। দিনের আলোয় যুদ্ধরত সৈন্যগণ অধিকতর স্পষ্ট একটা ধারণা পেতে পারে—যদিও তখনও কেউ সমস্ত ঘটনা জানে না, নিজেদের একেবারে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাইরে কি ঘটছে তার সম্পর্কে কেউই প্রায় বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু একটি নৈশযুদ্ধে (এই যুদ্ধে দু'টি বিরাট বাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা এই একটিই) কি কারো পক্ষে নিশ্চিত করে কিছু জানা সম্ভব? যদিও আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ ছিল এবং চন্দ্রালোকে মানুষকে যতখানি দেখা সম্ভব তা তারা দেখতে পেয়েছিল,—অর্থাৎ তারা মানুষের আকৃতিগুলি শুধু পৃথক করে দেখতে পাচ্ছিল—সে মিত্র না শত্রু তা বুঝতে পারছিল না। দুই পক্ষেরই হপ্‌লাইট একটি সংকীর্ণ স্থানে নিযুক্ত ছিল। কিছুসংখ্যক এথেনীয় ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্যগণ প্রথম আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়ে আসছিল। তাছাড়া এথেনীয় বাহিনীর অবশিষ্ট দলের একটি বৃহৎ অংশ হয় তখনই উঠেছে, নতুবা উঠেছিল, সুতরাং তারা জানত না কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে। সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হওয়াতে সম্মুখের সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল এবং প্রচন্ড গোলমালের জন্য কোনো কিছুই পৃথক করে বোঝা যাচ্ছিল না। বিজয়ী সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ উচ্চ চীৎকার করে পরস্পরকে উৎসাহিত করছিল—রাত্রিতে যোগাযোগের এটিই একমাত্র পথ ;

আবার সেই সঙ্গে তারা আক্রমণকারিগণকেও প্রতিহত করছিল। এদিকে এথেনীয়গণ পরস্পরকে খুঁজছিল এবং সম্মুখে যাকেই দেখছিল, তাকেই শত্রু বলে ধরে নিচ্ছিল, অথচ তারা হয়ত কেউ কেউ নিজেদেরই পলায়নপর বন্ধু। ক্রমাগত সংকেতবাক্য উচ্চারণের ফলে (পরস্পরকে চিনবার এই একটিই পথ ছিল) সকলেই একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে চীৎকার করে শুধু প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করল না, শত্রুগণের কাছেও তা জানা হয়ে গেল। কিন্তু সাইরাকিউসীয়গণের সংকেত বাক্য তারা এত সহজে জানতে পারল না। কারণ সাইরাকিউসীয়গণ বিজয়ী ছিল বলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েনি, সুতরাং তাদের মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা কম ছিল। ফলে এথেনীয়গণ যদি তাদের অপেক্ষা দুর্বল কোন শত্রু দলের উপরও আক্রমণ চালাত তবু সেই দলটি তাদের সংকেত বাক্য জানবার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে পারত। অথচ তারা নিজেরা জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে শত্রুর হাতে নিহত হচ্ছিল। আর একটি বিষয় তাদের ঠিক একইরকম বা এর অপেক্ষাও অধিক ক্ষতি করেছিল, তা হল বিজয়সঙ্গীত। এই সংগীত গীত হওয়াতে প্রচণ্ড বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল, কারণ উভয়পক্ষের বিজয়গীতি প্রায় একইরকম। আর্গসবাসিগণ, করসাইরীয়গণ ও সেনাবাহিনীর যে-কোন ডোরীয় অংশ যখন বিজয়গীতি গেয়ে উঠেছিল তখন তা শত্রুর বিজয়গীতির মতই এথেনীয়গণের মনে ভীতির সঞ্চার করছিল। ফলে একবার তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার পরেই রণক্ষেত্রের বহু স্থানে তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে নিহত হল, যুদ্ধ হল বন্ধুতে বন্ধুতে, সহনাগরিকে সহনাগরিকে। তারা শুধু পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন-ই করেনি, আঘাত-ও হেনেছিল এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা ছিল কষ্টকর ব্যাপার। এপিপোলি থেকে অবতরণ করবার পথ ছিল সংকীর্ণ এবং পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে অনেকেই খাড়া অঞ্চল থেকে পড়ে নিহত হল। যারা নিরাপদে অবতরণ করেছিল তাদের অনেকেই, বিশেষতঃ যারা প্রথম অভিযানে সৈন্য, এতদঞ্চল সম্পর্কে পরিচয় থাকবার ফলে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল, তবু অনেক নবাগত পথ হারিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরছিল এবং প্রভাতে তারা সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহীর হাতে নিহত হল।

প্রভাতে সাইরাকিউসীয়গণ দু'টি বিজয়ের স্মারক স্থাপন করল, একটি এপিপোলীর যেখানে এথেনীয়গণ আরোহণ করেছিল সেখানে এবং অপরটি বিয়োসীয়গণ প্রথম প্রতিরোধ করেছিল। এথেনীয়গণ একটি চুক্তির মাধ্যমে তাদের মৃতদেহগুলি উদ্ধার করল। বহুসংখ্যক এথেনীয় ও তাদের মিত্রগণ নিহত হয়েছিল। তবে মৃতের সংখ্যার তুলনায় দখলীকৃত অস্ত্রের পরিমাণ অনেক বেশী ছিল, কারণ যারা ঢাল বাদ দিয়ে উচ্চস্থান থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল তাদের কেউ কেউ অন্যদের মত নিহত না হয়ে বেঁচে গিয়েছিল।

এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে সাইরাকিউসীয়-গণ তাদের আগের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। অ্যাগ্রিজেন্টাম নগরকে স্বপক্ষে আনা যায় কিনা দেখবার জন্য তারা পনেরোটি জাহাজ সমেত সাইকানাসকে সেখানে পাঠাল। সেখানে তখন বিপ্লব চলছিল। গিলিপ্পাস আবার সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থলপথে সিসিলির অন্যান্য স্থানে গেলেন। এপিপোলির ঘটনার পর তাঁর আশা হল আক্রমণ করে এথেনীয় নৌবহর ধ্বংস করা যাবে।

ইতিমধ্যে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ এই বিপর্যয় সম্পর্কে এবং সৈন্যবাহিনীর অধোকার সাধারণ দুর্বলতা বিষয়ে আলোচনা করলেন। তাঁরা দেখলেন যে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং এখানে থাকা সম্পর্কে সৈন্যগণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বছরের এই অস্বাস্থ্যকর ঋতুতে এবং এথেনীয় শিবির সন্নিহিত অঞ্চলের জলাপ্রকৃতির অস্বাস্থ্যের দরুণ সৈন্যগণের মধ্যে ক্রমশঃ রোগ ছড়িয়ে পড়ছিল। সাধারণভাবে তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ছিল। সুতরাং ডেমোস্থিনিস মনে করলেন, তাঁদের আর এখানে থাকা উচিত নয় এবং এপি-পোলী অভিযান সংক্রান্ত তাঁর মূল পরিকল্পনা অনুসারে, তা ব্যর্থ হবার পর আর সময় নষ্ট না করে চলে যাওয়ার পক্ষে মত দিলেন। কারণ এখনও সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব এবং এ বিষয়ে তাঁদের নূতন নৌবহরের কল্যাণে এখনও সমুদ্রপথে তাঁদের প্রাধান্য রয়েছে। তিনি বললেন, যে সাইরাকিউসীয়গণকে পরাজিত করা এখন আর সহজসাধ্য নয়, তাদের ছেড়ে বরং অ্যাটিকাতে যারা দুর্গ নির্মাণ করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই রাষ্ট্রের পক্ষে লাভজনক হবে। তাছাড়া উদ্দেশ্যহীনভাবে অবরোধ চালিয়ে বিপুল অর্থব্যয় করা সংগত হচ্ছে না।

এটাই ছিল ডেমোস্থিনিসের মত। তাঁদের অবস্থা যে সুবিধার নয় নিকিয়াস তা অস্বীকার করলেন না। কিন্তু তিনি নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাছাড়া প্রকাশ্যে সকলে পশ্চাদপসরণের পক্ষে মত দিচ্ছেন শত্রুগণের কাছে এই সংবাদ প্রচারিত হোক তা তিনি চাননি। কারণ তা হলে তাঁদের পক্ষে গোপনে তা কার্যকর করা অনেক বেশী অসুবিধা-জনক হবে। তদুপরি তাঁর গোপন সূত্রের খবর ছিল, এথেনীয়গণ যদি অবরোধ চালিয়ে যায় তবে এরূপ আশঙ্কা করবার কারণ আছে যে শত্রুগণের অবস্থা তাঁদের অপেক্ষা খারাপ হবে। সাইরাকিউসীয়গণ অর্থাভাব হেতু দুর্বল হয়ে পড়বে ; বিশেষতঃ এথেনীয়গণের বর্তমান নৌবহর সমুদ্রের উপর তাঁদের আধিপত্যকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অধিকন্তু সাইরাকিউসে এমন একটি দল আছে যারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক স্থানটিকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক এবং এই দলটি ক্রমাগত তাঁকে খবর পাঠিয়ে জানাচ্ছে, তিনি যেন অবরোধ প্রত্যাহার না করেন। সুতরাং এইসব জেনে এবং প্রকৃতই তিনি উভয়

পথের মধ্যে ইতস্ততঃ করছিলেন বলে এবং নিজের অবলম্বনীয় পথটিকে আরও স্পষ্টতঃ বুঝতে চেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর এই প্রকাশ্য ভাষণে সৈন্য-বাহিনী সমেত চলে যেতে অসম্মত হলেন। তিনি বললেন যে এথেনীয়গণের সম্মতি ভিন্ন তাঁদের ফিরে যাওয়া তারা মোটেই সমর্থন করবে না। যারা তাঁদের আচরণের বিচার করবে তারা কিন্তু প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখবে না, কিংবা তাঁরা যেরূপ বিরোধী সমালোচকদের দ্বারা প্রভাবিত হন না, এই ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটবে না। তারা প্রথম চতুর বক্তার আরোপিত অপবাদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হবে। অপরদিকে বহু সৈন্য, বস্তুতঃ প্রায় সকলেই, যারা বর্তমানে এই স্থানে বসে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রচণ্ড মুখর হয়ে উঠেছে, তারাই এথেন্সে পৌঁছে ঠিক সমান উচ্চৈঃস্বরে বিপরীত কথা বলবে এবং বলবে যে সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি এথেনীয়গণের চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত। একটি অমর্যাদা-কর অভিযোগের দায়ে এথেনীয়গণের হাতে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবার পরিবর্তে তিনি বরং যদি মরতেই হয়, তবে আর একবার চেষ্টা করে মৃত্যু-বরণ করবেন এবং সেই মৃত্যু হবে শত্রুর হাতে মৃত্যু—সৈনিকের উপযুক্ত মৃত্যু। তাছাড়া, একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের অপেক্ষা সাইরা-কিউসীয়গণের অবস্থা অধিকতর খারাপ। ভাড়াটিয়া সৈন্যগণকে বেতনদান, সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলির ব্যয়বহন, এবং সম্পূর্ণ একটি বছর ধরে বৃহৎ নৌবহর পরিপোষণের ব্যয় ইত্যাদির চাপে এখনই তারা বিব্রত। শীঘ্রই তাদের আর কোনো উপায় রইবে না। ইতিমধ্যেই তারা দু'হাজার ট্যালেণ্ট ব্যয় করে ফেলেছে ; তাছাড়া তাদের ঋণও হয়েছে বিস্তর এবং বেতন দিতে অসমর্থ হবার ফলে বর্তমান বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি তাদের হারাতে হয়, তবে তা হবে বিপর্যয়কর। কারণ তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য এরূপ সৈন্য অপেক্ষা ভাড়াটিয়া সৈন্যের উপরই অধিক নির্ভরশীল ; এথেনীয়গণের অবস্থা ঠিক তার বিপরীতরূপ। সুতরাং তিনি বললেন, তাঁদের উচিত এখানে অবস্থান করে অবরোধ চালিয়ে যাওয়া। যে অর্থবলে তাঁরা অনেক বেশী শক্তিশালী, সেই অর্থের প্রশ্নেই পরাজিত অবস্থায় তাঁদের ফিরে যাওয়া উচিত নয়।

নিকিয়াসের বক্তব্য ছিল দৃঢ়প্রত্যয়সম্পন্ন। কারণ, তিনি সাইরাকিউসের আর্থিক সংকট সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পেয়েছিলেন। তাছাড়া সেখানকার এথেন্সসমর্থক দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। অবরোধ প্রত্যাহার না করে নেবার জন্য তারা বারংবার লোক পাঠাচ্ছিল। তদুপরি, নৌবহরের উপর তাঁর বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অন্ততঃ এই ব্যাপারে সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। ডেমোস্থিনিস কিন্তু অবরোধ চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আর কোনো কথা শুনতে সম্মত ছিলেন না। তিনি বললেন

যে এথেন্স থেকে প্রাপ্ত অনুমতি ব্যতীত তাঁরা যদি সিসিলি ত্যাগ করতে না পারেন, তাঁদের যদি থাকতেই হয় তবে তাঁদের উচিত ক্যাটানা কিংবা থ্যাপসাসে চলে যাওয়া। এই দু'টি অঞ্চল থেকেই তাঁদের সৈন্যদল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধ্বংসকার্য চালাতে পারবে, শত্রু-অঞ্চলে লুটতরাজ করে নিজেদের সরবরাহের প্রয়োজন মেটাতে পারবে এবং এরূপে শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করতে পারবে। এদিকে নৌবহরও যুদ্ধ করবার জন্য উন্মুক্ত সমুদ্র পাবে। সংকীর্ণ পরিসরে যুদ্ধ হলে তা সম্পূর্ণ শত্রুরই অনুকূল হবে, কিন্তু বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকা পেলে তাঁরা নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন এবং আগমন ও নির্গমনের সময় সীমিত স্থানে পশ্চাদপসরণ বা আক্রমণ করতে হবে না। মোট কথা, এখন তাঁরা যে স্থানে আছেন, সেখানেই অবস্থান করা তিনি কিছুতেই অনুমোদন করেন না। বরং তৎক্ষণাৎ, যত শীঘ্র ও দ্রুত সম্ভব, স্থানত্যাগ করা উচিত। ইউরিমিডনও তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন। নিকিয়াস তখনও বিরোধিতা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা দেখা গেল। তাঁদের মনে সন্দেহ হল, নিকিয়াস নিশ্চয়ই এমন কোনো সংবাদ জানেন যার জন্য তিনি এত সুনিশ্চিত।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ ঃ—যুদ্ধের ঊনবিংশ বর্ষ। বৃহৎ বন্দরে যুদ্ধ। এথেনীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ও ধ্বংস।

এইরূপে এথেনীয়গণ যখন বিলম্ব করছিল, এবং যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল, গিলিপ্পাস ও সিকানাস তখন সাইরাকিউসে পৌঁছলেন। আগ্রিজেন্টাসকে দলে টানতে সিকানাস সক্ষম হননি ; তিনি জেলাতে থাকতে আগ্রিজেন্টাসের সাইরাকিউস সমর্থক দলটি সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্তু গিলিপ্পাস শুধু বিরাট একটি সিসিলীয় সেনাদল নিয়েই ফিরলেন না। পেলোপন্নিস থেকে বাণিজ্য-জাহাজে প্রেরিত হপ্‌লাইটগণও বসন্তকালে রওনা হয়ে লিবিয়া থেকে সেলিনাসে পৌঁছোল এবং তাদেরও তিনি সঙ্গে নিলেন। এই হপ্‌লাইটগণ বাত্যাতাড়িত হয়ে লিবিয়াতে চলে গিয়েছিল। সিরেনীয়গণের কাছ থেকে চালকসহ দু'টি জাহাজ নিয়ে তারা উপকূলবরাবর চলতে চলতে লিবীয়গণের দ্বারা অবরুদ্ধ ইউসপেরাইটীয় পক্ষ অবলম্বন করে তাদের পরাজিত করে। সেখান থেকে তারা উপকূল ধরে কার্থেজীয় বাজার নিয়াপোলিসে গেল। এই স্থান থেকে সিসিলি সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, মাত্র দুই দিন ও এক রাত্রির পথ। এখান থেকে তারা সমুদ্র অতিক্রম করে সেলিনাসে আসল। সৈন্যদলসহ গিলিপ্পাস পৌঁছোনোমাত্র সাইরাকিউসীয়গণ আবার একযোগে জলে ও স্থলে এথেনীয়গণকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হল। শত্রুগণের সাহায্যের নিমিত্ত নূতন বাহিনী আসতে দেখে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা দিন দিন খারাপ হতে দেখে, এবং সৈন্যগণের অসুস্থতাজনিত ক্লেশ পর্যবেক্ষণ করে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণ এখন অনুতাপ করতে লাগলেন যে, কেন তাঁরা পূর্বেই স্থানত্যাগ করেননি। এখন নিকিয়াসও আর এই মতের বিরোধী ছিলেন না, শুধু প্রকাশ্যে মতপ্রকাশে তার আপত্তি ছিল, সুতরাং তাঁরা যথাসম্ভব গোপনে আদেশ জারি করলেন যে, সংকেত দেওয়ামাত্র শিবির থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য সকলে যেন প্রস্তুত থাকে। অবশেষে সমস্ত প্রস্তুত হয়ে গেল, এথেনীয়গণ সদ্য যাত্রা করতে উদ্যত, এমন সময় পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ হল। অধিকাংশ এথেনীয় ব্যাপারটিকে এমন গুরুত্বসহকারে নিল যে, অপেক্ষা করবার জন্য তারা সেনাধ্যক্ষগণকে অনুনয় করতে লাগল। নিকিয়াস, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী ও সেই সেই জাতীয় বিষয়ে অতিবিশ্বাসী ছিলেন, তিনি বললেন, ভবিষ্যদ্বক্তাগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা যদি ২৭ দিন অপেক্ষা না করে তবে যাত্রার প্রশ্নটি নিয়ে তিনি আলোচনা করতে সম্মত নন।

সুতরাং এথেনীয়গণ দৈববক্তাগণের নির্দেশ অনুসারে, দুর্ভাগ্যবশতঃ রয়ে

গেল। ঘটনার আন্দাজ পেয়ে সাইরাকিউসীয়গণ এথেনীয়গণের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহী হল। কারণ এথেনীয়গণ এখন প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে যে জলে বা স্থলে কোথাও তারা অধিকতর শক্তি-শালী নয়; নতুবা তারা কখনও পলায়ন করবার পরিকল্পনা করত না। সিসিলির অন্য স্থানে যেখানে যুদ্ধ করা সাইরাকিউসীয়গণের পক্ষে আরো কষ্টকর সেরূপ স্থানে এথেনীয়গণ যাক তা সাইরাকিউসীয়গণ চায়নি। বরং তারা চাইল তাদেরই সুবিধাজনক অবস্থায় যত দ্রুত সম্ভব এথেনীয়গণকে সমুদ্রে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা। অতএব তারা জাহাজগুলিকে সুসজ্জিত করল এবং যতদিন তারা প্রয়োজন বলে মনে করল ততদিন যুদ্ধের মহড়া দিল। সময় উপস্থিত হলে প্রথম দিন তারা এথেনীয় ব্যূহ আক্রমণ করল। সৈন্যব্যূহের কয়েকটি ফাঁক দিয়ে কিছু হপ্‌লাইট ও অশ্বারোহী বাহিনী তাদের বাধা দিতে আসল। হপ্‌লাইটগণের কিছু নিহত হল এবং অবশিষ্টগণ ছত্রভঙ্গ ও পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে ব্যূহে ফিরে গেল, সেখানে সংকীর্ণ প্রবেশপথে এথেনীয়গণ ৭০টি অশ্ব ও কিছু হপ্‌লাইট হারাল।

সেই দিনের মত সৈন্য অপসারণ করে পরদিন সাইরাকিউসীয়গণ ৭৬টি জাহাজের নৌবহরসহ যাত্রা করল এবং সেই সঙ্গে স্থলবাহিনী নিয়ে এথেনীয় বাহিনী অভিমুখে অগ্রসর হল। তাদের বিরুদ্ধে এথেনীয়গণ ছিয়াশিটি জাহাজ নিয়ে বের হলে, যুদ্ধ শুরু হল। সাইরাকিউসীয় সৈন্যদল ও তাদের মিত্রগণ প্রথমে এথেনীয় বাহিনীর মধ্যভাগকে পরাজিত করল, তারপর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হল এবং ইউরিমিডন ধৃত হলেন। তিনি শত্রুকে বেষ্টন করবার উদ্দেশ্যে মূল বাহিনী থেকে বের হয়ে স্থলের দিকে আরো অগ্রসর হচ্ছিলেন, বন্দরের যেখানে একটি গভীর খাদের মত আছে সেখানে তিনি ধৃত ও নিহত হলেন, তাঁর সঙ্গের জাহাজগুলো ধ্বংস হল। এর পর সাইরাকিউসীয়গণ সমগ্র এথেনীয় নৌবাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করে উপকূল পর্যন্ত নিয়ে গেল।

যখন গিলিপ্পাস দেখলেন যে শত্রু-বহর পরাজিত হয়েছে এবং খুঁটির বেড়া ও শিবিরের বাইরে বিতাড়িত হয়েছে, তখন তিনি কিছু সৈন্য নিয়ে ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বন্দরের মুখে যে বাঁধ দেওয়া আছে, সেখানে ছুটে আসলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুরা অবতরণ করামাত্র তিনি নাবিকগণকে হত্যা করবেন, ফলে সাইরাকিউসীয়গণের পক্ষে জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজতর হবে। কারণ, উপকূলের এই অংশটি তাদেরই হাতে। এথেনীয়গণের পক্ষে টিরহেনীয়গণ এখানে লক্ষ্য রাখছিল এবং শত্রুগণকে বিশৃঙ্খলভাবে আসতে দেখে তারা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করল এবং ছত্রভঙ্গ করে দিল, তারপর এই বাহিনীকে লাইসিমেলিয়ার জলাভূমি পর্যন্ত বিতাড়িত

করে নিয়ে গেল। এর পর সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ আরো অধিক সংখ্যায় আসল এবং এথেনীয়গণ তাদের জাহাজগুলো হারাবার ভয়ে অগ্রসর হয়ে আসল। এই যুদ্ধে এথেনীয়গণ তাদের শত্রুগণকে পরাজিত করল, কিছু-দূর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করল ; কিছু হপ্‌লাইট নিহত হল। তারা অধিকাংশ জাহাজকেই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়ে শিবিরে নিয়ে গেল। সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ আঠারটি জাহাজ দখল করল ও নাবিকগণকে হত্যা করল। অবশিষ্ট জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য তারা একটা পুরাতন বাণিজ্য-জাহাজে জ্বালানি কাঠ ও পাইন কাঠ ভর্তি করে তাতে আগুন ধরিয়ে হাওয়ার মুখে তা এথেনীয়গণের দিকে বাড়িয়ে দিল ; হাওয়ার গতিও ছিল তীব্র এবং এথেনীয়গণের দিকে। এথেনীয়গণ ভীত হয়ে পাল্টা আগুন নিভাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং আগুন নিভিয়েও জাহাজটি তাদের দিকে আসতে না দিয়ে এই বিপদ হতে উদ্ধার পেল।

এর পর সাইরাকিউসীয়গণ এই নৌযুদ্ধের জন্য একটি এবং স্থলবাহিনীর যে যুদ্ধে তারা হপ্‌লাইটগণকে হত্যা করেছিল ও অশ্ব দখল করেছিল তার জন্য একটা বিজয়স্মারক স্থাপন করল। টিরহেনীয়গণ যে যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় পদাতিক বাহিনীকে জলাভূমি পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিল এবং যেখানে এথেনীয়গণ নিজেরা জয়লাভ করেছিল সেখানে এথেনীয়গণ একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করল।

ডেমোস্থিনিসের সঙ্গে অতিরিক্ত নৌবহর আসবার পর থেকে যেখানে যুদ্ধ করতে সাইরাকিউসীয়রা ভয় পাচ্ছিল, তাদের এই চূড়ান্ত জয় হয়েছিল সেই সমুদ্রে। সাইরাকিউসীয়গণের এই বিজয়ে এথেনীয়গণের মধ্যে গভীর হতাশা ও তীব্র নৈরাশ্য দেখা দিল ; অভিযানে আসবার জন্য তাদের অনুতাপ হল তীব্রতর। এতদিন পর্যন্ত তারা যেসব নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার মধ্যে শুধু এই নগরগুলো তাদের সমগোত্রীয় ; এগুলো তাদের মত গণতান্ত্রিক, আয়তনে বৃহৎ এবং নৌ ও অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা সুসজ্জিত। তারা এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রলোভন দেখিয়ে এদের স্বপক্ষে আনতে পারেনি, কিংবা সামরিক শক্তির নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা তাদের ধ্বংসও করতে পারেনি। বরং তাদের প্রায় সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ইতিপূর্বেই তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যেখানে পরাজয় তারা কল্পনাও করতে পারেনি সেই নৌযুদ্ধে তাদের পরাজয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ নিশ্চিন্তমনে বন্দরের পাশে জাহাজ নিয়ে অগ্রসর হল এবং ইচ্ছা করলেও এথেনীয়গণ যাতে ভবিষ্যতে পলায়ন না করতে

পারে তার জন্য বন্দরের প্রবেশমুখ বন্ধ করতে কৃতসংকল্প হল। বস্তুতঃ সাইরাকিউসীয়গণ এখন আর শুধু আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করছিল না, শত্রুগণের পলায়নে বাধাদানের পরিকল্পনাও তারা করতে লাগল। তাদের মনে হল, এবং খুব সঙ্গতভাবেই মনে হল, যে, তারা এখন অনেক বেশী শক্তিশালী এবং জলপথে ও স্থলপথে এথেনীয়গণের ও তার মিত্রগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবার অর্থ হচ্ছে সমগ্র হেলাসে এক অতি গৌরবজনক কীর্তি স্থাপন। অবশিষ্ট হেলেনীয়গণ এখন কেউ স্বাধীনতা পাবে, কেউ ভবিষ্যৎ বিপদের আশংকা হতে মুক্তি পাবে, কারণ তখন এথেন্সের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলবে অবশিষ্ট সৈন্য লয়ে এথেন্স তা দৃঢ়ভাবে চালাতে পারবে না। ফলে সাইরাকিউসীয়গণকেই মুক্তিদাতা বলে গণ্য করা হবে এবং শুধু বর্তমান সাইরাকিউসীয়গণ নয়, ভাবীকালের উত্তরাধিকারিগণও বিশেষ সম্মানের পাত্র বলে পরিগণিত হবে। অন্যান্য কারণও এই যুদ্ধকে গৌরবজনক করে তুলেছিল। এর ফলে শুধু এথেনীয়গণকে নয়, তার অগণিত মিত্রগণকেও তারা জয় করতে সক্ষম হবে এবং এই জয় তাদের একার জয় নয়। ভয়ংকর বিপদের মুখে নগরের নিরাপত্তাবিধানের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে তারা করিন্থীয় ও স্পার্টীয় সশস্ত্র সঙ্গিগণকে পাশে নিয়ে যুদ্ধ করেছে এবং নৌযুদ্ধে সাফল্যের বড় কৃতিত্ব তাদের প্রাপ্য।

এই যুদ্ধে এথেন্স ও স্পার্টার নেতৃত্বে যে বৃহৎ বাহিনী সমবেত হয়েছিল সেকথা বাদ দিলে আর কখনও একটিমাত্র নগরের বিরুদ্ধে এতগুলো দেশের এত সৈন্যসমাবেশ হয়নি। সিসিলির পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুদ্ধ করতে, জয় করতে কিংবা রক্ষা করতে যারা এসেছিল তাদের তালিকা দিচ্ছি। ন্যায় কিংবা রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা স্বার্থের প্রেরণা বা বাধ্যবাধকতাই ছিল তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রধান সূত্র। এথেনীয়গণ নিজেরা আইওনীয় হয়েও স্বেচ্ছায় ডোরীয় সাইরাকিউসীয়গণের বিরুদ্ধে এসেছিল। তাছাড়া যারা তখনো একভাষায় কথা বলত এবং এথেনীয় আইন মেনে চলত, যেমন লেমনীয়, ইম্ব্রীয় ও ঈজিনাবাসীগণ (অর্থাৎ ঈজিনার তৎকালীন অধিবাসীগণ এথেন্সের ঔপনিবেশিক বলে) তাদের সঙ্গে এসেছিল ইউবিয়ার হেস্টিইয়াতে বসবাসকারী হেস্টিঈয়গণকেও এদের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অবশিষ্টগণের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিল এথেন্সের প্রজা হিসেবে, কিছু এসেছিল স্বাধীন মিত্র হিসেবে, অন্যেরা ছিল ভাড়াটে সৈন্য। করদাতা প্রজাদের মধ্যে ছিল ইউবিয়ার ইরিট্রীয়, চালসিডীয়, স্টাইরীয় ও ক্যারিস্টীয়গণ, বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসী সীনীয় অ্যান্ড্রীয় এবং টোনীয়গণ তাছাড়া আইওনিয়ার মাইলেসীয়, স্যামীয় ও চিওসীয়গণ। চিওসীয়গণ অবশ্য স্বাধীন মিত্র রাজ্য হিসাবে যোগদান করেছিল, করের পরিবর্তে তারা দিয়েছিল জাহাজ। এদের অধিকাংশ ছিল আইওনীয় ও

এথেনীয় বংশোদ্ভূত ; শুধু ক্যারিস্টীয়গণ ছিল ড্রিওপেস এবং যদিও তারা প্রজা হিসেবে যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল, তবু তারা ছিল ডোরীয়গণের বিরুদ্ধ-বাদী আইওনীয় যোদ্ধা। তাছাড়া ছিল ঈওলীয় জাতির অন্তর্গত মেথিমনীয়গণ —এরা ছিল জাহাজ সরবরাহকারী প্রজা, এবং ছিল করদাতাশ্রেণীর প্রজা টেনেড়ীয় ও ঈওলীয়গণ। এই ঈওলীয়গণ বাধ্য হয়ে তাদের ঈওলীয় প্রতিষ্ঠাতা সাইরাকিউসের পক্ষভুক্ত বিয়োসীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু প্লেটীয়গণ বিয়োসীয়গণের স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও শুধু পারস্পরিক কলহের দরুন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। রোডীয়গণ ও সাইথেরীয়গণ উভয়ই ছিল ডোরীয় এবং শেষোক্তগণ স্পার্টীয় উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও গিলিপ্পাসের নেতৃত্বাধীন স্পার্টীয়গণের বিরুদ্ধে এথেনীয়গণের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। রোডসবাসীগণ আর্গসীয় হয়েও ডোরীয় সাইরাকিউসীয় ও তার নিজেরই ঔপনিবেশিক জেলীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। পেলোপন্নিসের চতুর্দিকের দ্বীপগুলির মধ্যে সেফালেনীয় ও জাকিন্থীয়গণ স্বাধীন মিত্র হিসেবে এথেনীয়গণের সঙ্গী হয়েছিল যদিও সমুদ্রে এথেনীয় আধিপত্যের দরুণ দ্বীপবাসী হিসেবে তাদের পছন্দমত পক্ষাবলম্বনের স্বাধীনতা ছিল সামান্য। করসাইরীয়গণ শুধু ডোরীয়ই ছিল না, ছিল করিন্থীয়ও, এবং যদিও তারা করিন্থের ঔপনিবেশিক ছিল এবং সাইরাকিউসীয়গণের স্বজাতি ছিল, তবু তারা করিন্থীয় ও সাইরাকিউসীয়গণের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল, এবং আপাতদৃষ্টিতে যেন তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে করিন্থের প্রতি ঘৃণাবশতঃ স্বেচ্ছায় তারা এপক্ষে এসেছিল। নপাক্টাসের যাদের এখন মেসেনীয় বলা হয় তাদের এবং তৎকালে এথেন্স অধিকৃত পাইলস থেকে মেসোনীয়দের আনা হয়েছিল। কিছু নির্বাসিত মেগারীয়ও এই দলে ছিল এবং ভাগ্যের পরহাসে তারা এখন মেগারীয় সেলিনাসবাসিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অবশিষ্ট সৈন্যগণ কতকটা স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল। এথেন্সের সঙ্গে মৈত্রী অপেক্ষাও স্পার্টীয়গণের প্রতি ঘৃণা ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণাবশতঃ ডোরীয় আর্গসবাসিগণ ডোরীয়গণের বিরুদ্ধে আইওনীয় এথেনীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। মেণ্টিনিয়ার ও আর্কেডিয়ার অন্যান্য ভাড়াটে সৈন্যগণের সম্মুখে কাউকেই শত্রু বলে নির্দেশ করলে তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেত এবং বেতনের বিনিময়ে যুদ্ধ করত বলে করিন্থীয় বাহিনীর আর্কেডীয়গণকে তারা অন্যদের মতই শত্রু বলে গণ্য করেছিল। ক্রীটীয় ও ঈটোলীয়গণও ভাড়াটিয়া সৈন্য ছিল এবং যে ক্রীটীয়গণ জেলা উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে রোডীয়গণের সহযোগী হয়েছিল তারাই এখন বেতনের বিনিময়ে উপনিবেশের পক্ষে না গিয়ে বিপক্ষে যুদ্ধ করতে এল। কিছু অ্যাকার্ণানীয় সৈন্যকেও বেতন দেওয়া হয়েছিল যদিও তারা

প্রধানতঃ ডেমোস্থিনিসের প্রতি প্রীতিবশতঃ এবং বন্ধু এথেনীয়গণের প্রতি সৌহার্দ্যবশতঃ যুদ্ধে যোগদান করেছিল। এরা সকলেই আইওনীয় উপসাগরের হেলেনীয় দিকে বাস করত। ইটালীয়গণের মধ্যে ছিল থুরীয় ও মেটাপণ্টাই-নীয়গণ। তারা বিপ্লবজনিত কঠোর অবস্থার চাপে এই বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। সিসিলীয়গণের মধ্যে ছিল ন্যাক্সীয় ও ক্যাটানীয়গণ। অ-গ্রীক-গণের মধ্যে ছিল এজেস্টীয়গণ (এরা এথেনীয়গণকে আহ্বান করে এনেছিল) ও অধিকাংশ সিসেল। সিসিলির বাইরের ছিল সাইরাকিউসের শত্রু কিছু টিরেনীয় আর ছিল ইয়াপিজীয় ভাড়াটে সৈন্য। এরা সকলে ছিল এথেনীয়-গণের পক্ষে। তাদের বিপক্ষে সাইরাকিউসীয়গণের দলে ছিল প্রতিবেশী ক্যামারিনীয়গণ, তাদের প্রতিবেশী জেলীয়গণ এবং নিরপেক্ষ আগ্রিজেণ্টাইন-গণকে অতিক্রম করে দ্বীপের শেষপ্রান্তনিবাসী সেলিনাসবাসিগণ। সিসিলির যে অংশ লিবিয়ার সম্মুখবর্তী তারা ছিল সেই দিকের বাসিন্দা। টিরেনীয় সমুদ্রের দিক থেকে এসেছিল হিমেরীয়গণ। সেই অঞ্চলে তারাই ছিল একমাত্র হেলেনীয় অধিবাসী এবং সেখান থেকে একমাত্র তারাই সাইরা-কিউসের সাহায্যার্থে এসেছিল। সিসিলির হেলেনীয়গণের মধ্যে উপরি-উক্ত যুদ্ধে যোগদান করেছিল। এরা সকলেই ছিল স্বাধীন ও ডোরীয়। অ-গ্রীকগণের মধ্যে যেসব সিসেল এথেন্সের পক্ষে যায়নি তারা এসেছিল সাইরাকিউসের পক্ষে। সিসিলির বাইরের সেনাদলের মধ্যে ছিল স্পার্টীয়গণ ; নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তারা একজন স্পার্টীয়কে প্রেরণ করেছিল ; স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ও হেলেট বা ক্রীতদাসগণ নিয়ে গঠিত একদল সৈন্য ছিল তার সঙ্গে। একমাত্র করিন্থীয়গণ যুগপৎ স্থল ও নৌবাহিনী সঙ্গে এনেছিল তাদের সঙ্গে ছিল লিউকেডীয় ও অ্যাম্ব্রেসীয়গণ। আর্কেডিয়া থেকে করিন্থ কিছু ভাড়াটে সৈন্য পাঠিয়েছিল। কিছু সিকিওনীয় যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। পেলো-পন্নিসের বাইরে থেকে এসেছিল বিয়োসীয়গণ। এই সকল বিদেশী সাহায্যকারী সৈন্যদলের তুলনায় বৃহৎ সিসিলীয় নগরগুলো প্রতিটি বিভাগেই অনেক বেশী সৈন্য সরবরাহ করেছিল—হপ্লাইট, জাহাজ, অশ্বারোহী, প্রতিটি বিভাগেই। তাছাড়া সঙ্গে এসেছিল বিরাট জনতা। আবার, অবশিষ্ট সকলকে একত্র করলেও তার তুলনায় সাইরাকিউসীয়গণ সরবরাহ করেছিল অনেক বেশী, তাদের নগরও ছিল অতি বৃহৎ, তাছাড়া বিপদও তাদেরই ছিল সর্বাধিক।

দুই পক্ষের সাহায্যার্থে এই সকল সৈন্যদল এসেছিল, সকলেই এই সময়ের মধ্যেই উভয়পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এর পর কেউ আর নূতন কোনো সাহায্য গ্রহণ করেনি। সুতরাং সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্র যদি ভেবে থাকে যে সাম্প্রতিক নৌযুদ্ধে বিজয়ের পর সমগ্র এথেনীয় বাহিনীকে আয়ত্তে আনতে পারলে এবং স্থলপথে বা জলপথে কোনোরূপে তাদের পলায়ন করবার সুযোগ

না দিলে তারা এক বিরাট গৌরব অর্জন করবে, তবে তাতে আশ্চার্যের কিছু নেই। অতএব, বৃহৎ বন্দরের এক মাইল প্রশস্ত মুখটি তারা নৌকা, বাণিজ্য-জাহাজ ও রণতরী নোঙর করিয়ে বন্ধ করে দিতে অগ্রসর হল। এগুলো সব আড়াআড়িভাবে নোঙর করে থাকবে। তাছাড়া এথেনীয়গণ যদি আর একবার নৌযুদ্ধ করতে সাহসী হয় তবে তদনুসারে অন্য সকল ব্যবস্থাও তারা করে রাখল। বস্তুত তাদের চিন্তা বা পরিকল্পনা কোনো কিছুতেই ত্রুটি রইল না।

তাদের বন্দরপথ রুদ্ধ করতে দেখে এবং পরবর্তী পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে এথেনীয়গণ একটা যুদ্ধসভা আহ্বান করল। সেনাধ্যক্ষগণ ও সহ সেনা-পতিগণ মিলিত হয়ে বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যা তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধার কারণ হয়েছিল তা হচ্ছে রসদের অভাব (এখান থেকে চ'লে যাচ্ছে মনে করে তারা রসদ পাঠাতে নিষেধ করে ক্যাটানায় লোক পাঠিয়েছিল)। সমুদ্রে আধিপত্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যতেও তারা রসদ আনতে পারবে না। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন, উপরের সুরক্ষিত স্থানগুলি পরিত্যাগ করে জাহাজের সন্নিকটে স্বল্প পরিসর স্থান আড়াআড়ি প্রাচীন দিয়ে এমনভাবে ঘিরে ফেলবেন যাতে তার মধ্যে বিভিন্ন সরঞ্জামের ও পীড়িতগণের স্থানসংকুলান হয়, এবং সেখানে একটি রক্ষি-বাহিনী রেখে অবশিষ্ট সৈন্যগণের দ্বারা প্রতিটি জাহাজ ঐ সমুদ্রে কর্মক্ষম হোক বা না হোক—পূর্ণ করে তুলবেন এবং অতঃপর যুদ্ধে রত হবেন। জয়ী হলে ক্যাটানাতে যাবেন, অন্যথা জাহাজগুলি পুড়িয়ে দিয়ে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে স্থলপথে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হেলেনীয় অথবা বিদেশী যে কোন বন্ধু দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন। পরিকল্পনাটি গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হল। এথেনীয়গণ ধীরে ধীরে উপরের সুরক্ষিত স্থান থেকে নেমে এল, সমস্ত জাহাজ সুসজ্জিত করল এবং যে কোন কাজে লাগতে সক্ষম এমন বয়সের সকলকে জাহাজের উপর তুলল। এইরূপে মোট একশত দশটি জাহাজ পূর্ণ হল এবং অ্যাকার্নানীয় ও অন্যান্য বিদেশী সৈন্যদলের মধ্য থেকে প্রচুর তীরন্দাজ ও বর্শা নিক্ষেপকারীকেও জাহাজে তোলা হল। পরিকল্পনানুযায়ী ও প্রয়োজনের তাগিদে আর যা কিছু করা দরকার সব তারা করল। নিকিয়াস চূড়ান্ত ও অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের জন্য সৈন্যদলের মধ্যে নৈরাশ্য লক্ষ্য করলেন এবং রসদের অভাব ঘটতে পারে ভেবে তাদের মধ্যে দ্রুত যুদ্ধ শুরু করবার আগ্রহও লক্ষ্য করেন। কাজেই সব প্রস্তুতি শেষ হলে নিকিয়াস তাদের সকলকে সমবেত করে এই প্রথম উৎসাহ-বাক্য-সহকারে বললেন:—

"এথেনীয় ও মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ, ভাবী যুদ্ধে আমাদের সবারই সমান

স্বার্থ, আমরা প্রত্যেকেই নিজের জীবন ও দেশের জন্য যুদ্ধ করব। কারণ, যদি আমাদের নৌবহর জয়ী হতে পারে তবে আমরা আবার প্রত্যেকেই স্বদেশ দেখতে পাব, সেই স্বদেশ যেখানেই হোক না কেন। আপনাদের সাহস হারানো মোটেই উচিত নয়। সেই সব অনভিজ্ঞ লোকের মত ব্যবহার করবেন না যারা প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলে ভয়ে ভয়ে ভবিষ্যৎকেও সমান বিপর্যয়কর বলে ধরে নেয়। বরং এখানকার এথেনীয়রা, যারা বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতাপুষ্ট, এবং মিত্রগণ, যারা বহু অভিযানে আমাদের সঙ্গী, তাঁরা মনে রাখুন যে, যুদ্ধে বহু অঘটন ঘটে। তাঁরা যেন আশা করেন যে, ভবিষ্যতে ভাগ্য সর্বদা আমাদের বিপক্ষে থাকবে না। যে বিরাট বাহিনী আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, মর্যাদার অনুরূপ যুদ্ধ করবার জন্য আপনাদের আবার প্রস্তুত হতে হবে।"

"সংকীর্ণ বন্দরে জাহাজে পিষ্ট হবার বিরুদ্ধে এবং শত্রু জাহাজের উপরের শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে (আগে আমরা এই দুটি দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি) যা কিছু কার্যকর হবে বলে মনে করেছি তা নিয়ে কর্ণধারগণের সাথে আলোচনা করেছি এবং যতখানি আমাদের সাধ্যে কুলিয়েছে ব্যবস্থা নিয়েছি। জাহাজের উপরে বহু তীরন্দাজ ও বর্শানিক্ষেপকারী ছাড়াও বহু সৈন্য থাকবে। উন্মুক্ত সমুদ্রে যুদ্ধ হলে আমরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করতাম না, কারণ, জাহাজ বেশী বোঝাই হয়ে গেলে আমরা আমাদের বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করতে পারতাম না। কিন্তু বর্তমানে জাহাজের উপরে উঠে আমরা যে স্থলযুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি তাতে এইসব প্রয়োজনীয়। তাদের জাহাজের সম্মুখীন হবার জন্য আমাদের জাহাজ নির্মাণে কি পরিবর্তন করা দরকার তাও আমরা আবিষ্কার করেছি। শত্রুদের যে অতিরিক্ত পুরু ও ভাবী পোতাগ্রভাগ আমাদের এত ক্ষতি করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা জাহাজ ধরার লৌহ যন্ত্র ব্যবহার করব। ফলে আমাদের জাহাজের ডেকের সৈন্যরা যদি ঠিকমত কর্তব্য করে যায় তবে আক্রমণকারী জাহাজ একবার আক্রমণ করেই আর পিছু হঠতে পারবে না। নৌবহর থেকেই আমরা স্থলযুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থেই উচিত হচ্ছে নিজেরা যেন পশ্চাদপসরণ না করি, শত্রুকেও যেন তা না করতে দেই; বিশেষতঃ আরো এইজন্য যে আমাদের সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত ক্ষুদ্র অংশটি ছাড়া সমগ্র উপকূলই শত্রুদের হস্তে।"

"একথা মনে রেখে যথাসাধ্য যুদ্ধ করবেন। দেখবেন শত্রুরা আপনাদের যেন উপকূলে এনে ফেলতে না পারে। বরং পাশাপাশি যুদ্ধ চলবার সময়ে শত্রুদের পাটাতনের হপ্‌লাইটদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেবেন না এমন সংকল্প গ্রহণ করুন। এই কথা কিন্তু আমি নাবিকগণ অপেক্ষা হপলাইটগণকেই বেশী করে বলছি কারণ জিনিসটি হচ্ছে পাটাতনের উপরকার লোকদের ব্যাপার এবং এখনও আমাদের স্থলবাহিনী মোটের ওপর অধিকতর

শক্তিশালী। নাবিকদের আমি পরামর্শ দিচ্ছি, সেই সঙ্গে অনুনয়ও করছি, যেন দুর্ভাগ্যের আঘাতে বেশী বিচলিত বোধ না করেন। এখন আমাদের জাহাজগুলো বেশী শক্তিশালী, জাহাজের সংখ্যাও বেশী। আমাদের মধ্যে যারা এথেনীয় না হয়েও আমাদের ভাষা জানবার ফলে এবং আমাদের আচরণ অনুকরণ করে সর্বদা এথেনীয় হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছেন, সেই হিসাবে সমগ্র হেলাসে সম্মানিত হয়েছেন, আমাদের সাম্রাজ্যের সুবিধার পূর্ণ অংশ ভোগ করেছেন, আমাদের প্রজাদের নিকট থেকে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষে এই মনোরম অভিজ্ঞতা রক্ষা করা কতখানি জরুরী তা মনে রাখবেন। সুতরাং যেহেতু আমরা একমাত্র আপনাদের সঙ্গে সহজভাবে সাম্রাজ্যের অংশভাগ স্বীকার করে নিয়েছি, তাই এই সাম্রাজ্যের দুরবস্থার দিনে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। যে করিন্থীয়গণকে আপনারা প্রায়ই পরাজিত করেছেন, আমাদের নৌবহরের গৌরবের দিনে যে সিসিলীয়রা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা চিন্তাও করতে পারত না, তাদের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, তাদের প্রতিহত করুন, প্রমাণ করুন যে অসুস্থতা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও আপনাদের নৈপুণ্য এখনও অন্য যে কোন দেশের সৌভাগ্য ও শক্তির তুলনায় অধিকতর ফলপ্রদ।"

"এথেনীয়দের আমি আবার একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাইঃ এই জাহাজগুলোর মত আর কোন জাহাজ আপনারা পোতাশ্রয়ে রেখে আসেননি, যুদ্ধ করবার মত আর কোন হপ্‌লাইট সেখানে সংরক্ষিত নেই। জয় ছাড়া যদি অন্য কিছু ঘটে তবে আমাদের এখানকার শত্রুরা তৎক্ষণাৎ আমাদের স্বদেশাভিমুখে রওনা হবে এবং আমাদের সেখানকার শত্রুরা যখন এইসব নতুন মিত্রদের সাহায্য পাবে তখন এথেন্সে আমরা যাদের ফেলে এসেছি তারা এদের প্রতিহত করতে পারবে না। এখানেও আপনারা তৎক্ষণাৎ সাইরা-কিউসীয়দের কবলে পড়বেন—আপনারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের আক্রমণ করে-ছিলেন তা আমি আর মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখি না—মনে রাখবেন আপনাদের দেশবাসীরাও স্বদেশে স্পার্টীয়গণের কবলে পড়বে। যেহেতু আমাদের উভয়ের ভাগ্যই এই একটি যুদ্ধের উপর নির্ভর করছে, অতএব দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সকলের ও প্রত্যেকের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আপনারা যারা জাহাজে উঠছেন তারা হচ্ছেন এথেন্সের স্থল ও নৌবাহিনী; এথেন্সের যাকিছু আছে তার এবং স্বয়ং এথেন্সের মহৎ নামের বাহক। এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্য কারো যদি কোন অধিকতর নৈপুণ্য বা সাহস থাকে তবে প্রদর্শনের সময় এখন এসেছে। এইভাবে তিনি নিজেকে ও সকলকে রক্ষা করতে পারবেন।"

এই কথা বলে নিকিয়াস জাহাজগুলোকে পূর্ণ করবার আদেশ দিলেন। এইসব প্রস্তুতি চলতে দেখে সাইরাকিউসীয়গণের সঙ্গে গিলিপ্পাস স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এথেনীয়গণ নৌযুদ্ধ করবার সংকল্প করেছে। তারা জাহাজ ধরবার যন্ত্রও দেখেছিল। এর বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেবার জন্য তারা পোতাগ্রভাগের উপরে ও জাহাজের উপর অংশের অনেক স্থানে পশুর চামড়া বিছিয়ে দিয়েছিল যাতে যন্ত্রটি নিক্ষিপ্ত হলেও জাহাজ ধরতে না পারে। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে গিলিপ্পাস ও সেনাধ্যক্ষগণ সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে বললেনঃ—

"সাইরাকিউসীয় ও মিত্রগণ, আমাদের অতীত কীর্তির গৌরব এবং আগামী যুদ্ধের ততোধিক গৌরবজনক অপেক্ষমান ফলাফল সম্পর্কে বোধহয় আপনারা সকলেই সচেতন আছেন। তা না হলে এই যুদ্ধে এত উদ্দীপনার সঙ্গে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি সকল জ্ঞাতব্য তথ্য জানেন না তা হলে আমরা তাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জানাব। এথেনীয়গণ এখানে এসেছিল প্রথমে সিসিলি জয় করতে। সফল হলে তারা সমগ্র পেলোপন্নিস ও হেলাস জয় করত। ইতিমধ্যেই তারা যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছে, তার নিদর্শন অতীতে বা বর্তমানে আর কোন হেলেনীয় জাতির মধ্যে পাওয়া যাবে না। যে নৌবহরের সাহায্যে তারা সর্বত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, এখানে আপনারাই প্রথম সেই নৌবহরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। পূর্ববর্তী নৌযুদ্ধে আপনারা তাদের পরাজিত করেছেন এবং আগামী যুদ্ধেও যে আবার পরাজিত করতে পারবেন তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কোন বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য আছে এমন আত্ম-বিশ্বাস গড়ে উঠবার পর কেউ যদি একবার প্রতিহত হয় তবে পূর্বে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা না থাকলে যেরকম হত তার চেয়ে অনেক বেশী নিজের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। আত্মাভিমানের উপর এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে তারা নিজের প্রকৃত শক্তির তুলনায় অনেক বেশী মুষড়ে পড়ে। সম্ভবত এথেনীয়দের এখন তাই ঘটেছে।"

"আমাদের অবস্থা ভিন্নরূপ। কৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সময়ে নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণা সেদিন আমাদের সাহস জুগিয়েছিল তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সর্বশ্রেষ্ঠ নৌবহরকে পরাজিত করে আমাদের মনে এই প্রত্যয় এসেছে যে বর্তমানে আমরাই শ্রেষ্ঠ নৌ-সৈনিক। ফলে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের আশা দ্বিগুণ বর্ধিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে আশা সর্বাধিক, সেখানে কাজের উদ্যমও সর্বাধিক। আমাদের সমরসজ্জার অনুকরণে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছে তার

সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ-প্রকরণের পরিচয় আছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা প্রতিহত করতে হবে। তাদের চিরাচরিত রীতির বিরোধিতা করে সমস্ত হপ্‌লাইট ও বর্শানিক্ষেপকারীদের জাহাজে তুললে (অ্যাকার্নানীয় ও অন্যান্য যারা চিরকাল স্থলসৈন্য তারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে জানে না) জাহাজের ক্ষতি হবে এবং নিজস্ব কৌশল অনুসারে যুদ্ধ করতে না পেরে তাদের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।। জাহাজের সংখ্যা দিয়ে তাদের কোন লাভ হবে না—আপনাদের মধ্যে যাঁরা তাদের জাহাজের সংখ্যা দেখে ভীত হয়ে পড়েছেন তাদের বলছি—সংকীর্ণ পরিসরে অধিক সংখ্যক জাহাজ থাকলে প্রয়োজনীয় যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করতে বিলম্ব হয় মাত্র; তাছাড়া সেইগুলো আমাদের আক্রমণ-কৌশলের নিকট আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা যে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পেয়েছি তার ভিত্তিতে বলছি—যদি আপনারা প্রকৃত সত্য জানতে চান—চরম দুঃখভোগ ও বর্তমান দুরবস্থা তাদের করে তুলেছে। সৈন্যবাহিনীর উপর তাদের আর বিশ্বাস নেই এবং একমাত্র যে পথে সম্ভব সেই পথেই তারা ভাগ্য-পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। হয় তারা বলপূর্বক পথ করে নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা করবে, না হয় যুদ্ধের পর স্থলপথে পশ্চাদপসরণ করবে। কারণ, যে অবস্থায় তারা বর্তমানে আছে, তার চেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা স্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'"

"আমাদের যে প্রবলতম শত্রু এরূপে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে পড়েছে, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, চলুন, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রবল ক্রোধ নিয়ে আক্রমণ শুরু করি। মনে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে বিবদমান দু'টি পক্ষের মধ্যে আক্রমণ-কারীকে শাস্তি দিয়ে হৃদয়ের রোষবহ্নি প্রশমিত করবার দাবী অপেক্ষা ন্যায়-সঙ্গত আর কিছু হতে পারে না, এবং প্রবাদ অনুসারে, শত্রুর উপর প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করা অপেক্ষা বরণীয় আর কিছুই নেই—আমরা এখন সেই আস্বাদন উপভোগ করব। আপনারা সকলেই জানেন, তারা আমাদের দেশকে দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করতে এসেছিল এবং তারা সফল হলে আমাদের পুরুষদের ভাগ্য হত ভয়ঙ্কর, স্ত্রীলোক ও শিশুদের ভাগ্য হত চরম অবমাননা-কর, সমগ্র নগরের অভিধা হতে চূড়ান্ত লজ্জাজনক। সুতরাং কেউ যেন দুর্বল না হয়ে পড়েন, কিংবা না ভাবেন যে তারা আর অধিক কোন ক্ষতি না করে চলে গেলে ভালোই হয়। এথেনীয়গণ তো তা করবেই, এখন জয়লাভ করলেও তাই করবে। কিন্তু যদি আমরা সফল হই, আমরা যেমন আশা করছি তেমনি শাস্তি তাদের দিতে পারি, যদি আমরা সিসিলির সনাতন স্বাধীনতাকে আরো অধিকতর শক্তিশালী ও সুনিশ্চিত করতে পারি তবে আমাদের জয় সামান্য জয় হবে না। ব্যর্থতার ফলে যেখানে ক্ষতি সামান্য কিন্তু সাফল্যে বৃহত্তম লাভ, তেমন বিপদ সত্যই দুর্লভ।"

স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে এই কথা বলে, সাইরাকিউসীয় সেনাধ্যক্ষগণ ও গিলিপ্পাস দেখলেন যে, এথেনীয়গণ জাহাজগুলো সুসজ্জিত করছে। তাঁরাও তৎক্ষণাৎ নিজেদের জাহাজগুলোকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। এদিকে নিকিয়াস পরিস্থিতি দেখে ভীত হয়ে এবং উপকূল হতে যাত্রা করবার মুহূর্তে আসন্ন বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, চরম সংকটের সময়ে মানুষ যেরূপ করে—অর্থাৎ সমস্ত করা হলেও মনে হয় আরো কিছু বাকি রইল—সমস্ত কিছু বলা হলেও মনে হয় যথেষ্ট বলা হয়নি—সেইরূপে একে একে আবার সকল সেনাধ্যক্ষদের আহ্বান করলেন, প্রত্যেককে তাঁর পিতার নামে, তাঁর নিজের নামে তাঁর জাতির নামে আহ্বান করলেন। প্রত্যেককে তিনি কাতর অনুনয় করে বললেন, তাঁরা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত খ্যাতিকে অসার প্রতিপন্ন না করেন, কিংবা তাঁদের পূর্বসূরীগণ যেসব গুণে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, সেই ঐতিহ্যকে যেন ম্লান না করেন। তিনি তাদের স্বদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যে দেশ স্বাধীনদের মধ্যেও স্বাধীনতম সেখানে প্রত্যেকের ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করবার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। তাছাড়া এরূপ বিপদে পড়লে মানুষ সাধারণতঃ অন্য যেসব কথা বলে, সেসব কথা সামান্য পরিবর্তন করে প্রয়োগ করা হয়—স্ত্রী, শিশু ও জাতীয় দেবগণের নিকট—এগুলি গতানুগতিক শোনাবে কিনা তা চিন্তা না করে আতঙ্কের মুহূর্তে কাজে লাগবে এই বিশ্বাসে উচ্চৈঃস্বরে যেসবের উল্লেখ করে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, সে-সবও তিনি বললেন। এরূপে তাঁদের সতর্ক করে দিয়েও নিকিয়াসের মনে হল, তাঁর যতখানি বলা উচিত ছিল তা তিনি বলেননি, শুধু যতখানি তাঁর ক্ষমতায় কুলিয়েছে ততখানিই বলেছেন। ফিরে গিয়ে নিকিয়াস সৈন্যগণকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, তাঁদের উপকূল বরাবর সারিবদ্ধ করে সারিটি যথাসম্ভব দীর্ঘ করলেন, যাতে তারা জাহাজের উপরিস্থ সৈন্যগণের মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারে। তারপর নৌবহরের অধ্যক্ষ ডেমোস্থিনিস, মেনান্ডার ও ইউথিডেমাস শিবির হতে যাত্রা করে, বন্দরের মুখে অবরোধ অতিক্রম করবার জন্য ও তার মধ্যে যে রন্ধ্র আছে তার ভিতর দিয়ে বলপূর্বক নির্গমনের পথ করে নেবার জন্য রওনা হলেন।

সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ প্রায় পূর্বসংখ্যক জাহাজ নিয়ে ইতিমধ্যেই যাত্রা করেছিল। তাদের নৌবহরের একটি অংশ নির্গমনপথের পাহারায় রইল এবং বাকি অংশ বন্দরের অবশিষ্টাংশ ঘিরে রইল যাতে সব দিক দিয়ে একসঙ্গে এথেনীয়গণকে আক্রমণ করা যায়। এদিকে উপকূলের যেসব স্থানে জাহাজ অবতরণ করতে পারে, সেসব স্থানে পদাতিক বাহিনীও

প্রস্তুত হয়ে রইল। সাইরাকিউসীয় নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন সাইকানাস ও অ্যাগাথারকাস; তাঁরা দুধারের দুই পার্শ্বভাগের দায়িত্ব পেলেন, এবং মধ্যস্থানে করিন্থীয়গণকে নিয়ে রইলেন পাইথেন। অবশিষ্ট এথেনীয়গণ অবরোধের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে তারা প্রথম পূর্ণ উদ্যম নিয়ে সম্মুখে সংস্থাপিত জাহাজগুলোকে পরাভূত করে প্রতিরোধ ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করল। তারপর সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ চতুর্দিক হতে তাদের আক্রমণ করলে অবরোধের সম্মুখের যুদ্ধ সমগ্র বন্দরে ছড়িয়ে পড়ল এবং পূর্ববর্তী সব যুদ্ধ অপেক্ষা তা হল ভীষণতম। সারেঙদের কাছ হতে আদেশ পাওয়ামাত্র দুপক্ষের দাঁড়ীরা প্রচণ্ড উৎসাহের সাথে জাহাজ নিযে অগ্রসর হল, চালনা-কৌশলে কর্ণধারগণ চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে লাগল এবং পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। দুটি জাহাজ পাশা-পাশি হলেই জাহাজের সৈন্যগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাজটির নৈপুণ্যের কাছে তারা নিষ্প্রভ না হয়ে যায়; অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার নিজস্ব বিভাগে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার জন্য সর্বপ্রকারে প্রচেষ্টা করছিল। সংকীর্ণ পরিসরে বহু জাহাজের ভিড় হবার ফলে (সত্য বলতে গেলে, এত ক্ষুদ্র স্থানে এতগুলো জাহাজ পূর্বে কখনও যুদ্ধ করেনি—জাহাজের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দুশ') তীক্ষ্ম পোতাগ্রভাগের দ্বারা আক্রমণের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কারণ পিছিয়ে আসা বা শত্রু-সারি ভঙ্গ করবার সুযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন জাহাজের মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবার ঘটনা প্রায়ই ঘটছিল, হয় আক্রমণ করতে গিয়ে নতুবা কোনো জাহাজের হাত এড়াতে গিয়ে এইসব ধাক্কা লাগছিল। একটি জাহাজ আক্রমণ করতে উদ্যত হলেই অন্যান্য জাহাজের উপর থেকে তার উপর বর্শা, তীর ও প্রস্তর-বৃষ্টি হচ্ছিল। দুটো জাহাজ পাশাপাশি হলেই হপ্‌লাইটগণ সম্মুখ-যুদ্ধ করতে করতে পরস্পরের জাহাজে উঠবার চেষ্টা করত। পরিসরের সংকীর্ণতাহেতু এরূপও বহু স্থানে ঘটেছে যে, একটি জাহাজ একদিকে শত্রুকে আক্রমণ করছে, অপরদিকে সে নিজেই আক্রান্ত হচ্ছে। কখনও হয়তো দুটো কিংবা ততোধিক জাহাজ একটা জাহাজকে ঘিরে গাদাগাদি হয়ে আছে, ফলে কর্ণধারগণ একদিকে আত্মরক্ষা করছে, অপরদিকে আক্রমণও করছে এবং শুধু একদিকে নয়, চতুর্দিকে বহু জিনিসের উপর দৃষ্টি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বহু জাহাজের একসঙ্গে ধাক্কা লাগবার ফলে যে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল, তা শুধু আতঙ্কই ছড়াচ্ছিল না, উপরন্তু সারেঙগণের আদেশও কানে পৌঁছাচ্ছিল না। কর্তব্যপালন করতে গিয়ে এবং উত্তেজক আবহাওয়ায় উভয়পক্ষের কর্ণধারগণ ক্রমাগত চীৎকার করে নানা আদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছিল। এথেনীয়গণের পক্ষে আদেশ ছিল বলপূর্বক নির্গমনপথ করে নেবার এবং নিরাপদে স্বদেশে

প্রত্যাবর্তনের জন্য সাহসিকতা প্রদর্শনের। সাইরাকিউসীয়গণের ও তাদের মিত্রগণের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছিল যে, শত্রুর পলায়নে প্রতিরোধ হবে গৌরবজনক, শত্রু-বিজয় প্রত্যেকেরই দেশকে করবে সমুন্নত। আবার সংগত কারণ ব্যতীতই কাউকেই পশ্চাদপসরণ করতে দেখলে স্বপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ চীৎকার করে ক্যাপ্টেনের নাম করে ডেকে—এথেনীয় হলে—জিজ্ঞাসা করতেন, এত পরিশ্রমের পর যে সমুদ্রে তারা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তার তুলনায় তিনগুণ বিপজ্জনক উপকূলই কি তাদের অধিক আপন বলে বোধ হচ্ছে; এবং সাইরাকিউসীয় হলে বলতেন, যে-কোনো পথে এথেনীয়গণ পলায়ন করতে উৎসুক জেনেও কি তারা পলায়নোন্মুখ এথেনীয়গণের কাছ থেকেই পলায়ন করছে।

যুদ্ধ যখন উভয়পক্ষে সমানে সমানে চলছে, তখন উপকূলের দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক পারস্পারিক ভাবাবেগের আলোড়ন চলছিল। সাইরাকিউসীয়গণ ইতিমধ্যেই যে গৌরব অর্জন করেছে, তার চেয়ে অধিকতর গৌরবের জন্য লালায়িত হয়েছিল। এদিকে এথেনীয়গণের আশঙ্কা হচ্ছিল পাছে তারা পূর্বাপেক্ষাও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়ে। এথেনীয়গণের সমস্ত কিছুই নির্ভর করছিল নৌবহরের উপর; এই ধরনের আতঙ্কের অনুভূতি পূর্বে তাদের কখনও হয়নি। যুদ্ধের গতি যেমন একবার এদিকে আবার অপরদিকে আন্দোলিত হচ্ছিল, তেমনি অবশ্যম্ভাবীরূপে উপকূলের দর্শকগণেরও মনের পরিবর্তন ঘটছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে থাকবার ফলে এবং একইদিকে সকলে একসঙ্গে দেখতে না পাবার ফলে এমন হচ্ছিল যে, যখন একদল তাদের বন্ধুদের জয়লাভ করতে দেখে সাহস ফিরে পাচ্ছিল এবং দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল যেন তিনি তাদের উদ্ধারের আশা থেকে বঞ্চিত না করেন, অন্যদের দৃষ্টি তখন আবার ছিল সেই দিকে যেখানে তারা হারছিল, সুতরাং তখন তারা বিলাপ করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করছিল এবং যদিও তারা শুধু দর্শকমাত্র ছিল, তবু যেন যুদ্ধরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক ভেঙে পড়েছিল। অন্যেরা হয়তো আবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছিল যুদ্ধ যেদিকে সমানে সমানে চলছে। যুদ্ধ চলতে লাগল, দর্শকগণের মানসিক আলোড়নও দেহের আন্দোলনে প্রতিফলিত হতে লাগল; এদের যন্ত্রণাই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক—তারা এইমাত্র যেন নিরাপত্তার প্রান্তে পৌঁছাল, আবার পরমুহূর্তে যেন ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হল। বস্তুতঃ, যতক্ষণ পর্যন্ত নৌ-যুদ্ধের সন্দেহাতীত মীমাংসা হয়নি, ততক্ষণ এথেনীয় বাহিনীতে সকল প্রকার শব্দ শোনা যেতে লাগল—বিলাপ, উল্লাসধ্বনি, 'আমরা জিতেছি', 'আমরা হারছি', এবং চরম বিপদের সম্মুখীন একটা পক্ষ হতে যত প্রকার চীৎকার

আসা সম্ভব, সে সবই ছিল। নৌবহরের সৈন্যগণের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। অবশেষে সাইরাকিউসীয় এবং তাদের মিত্র সৈন্যগণ দীর্ঘ যুদ্ধের পর এথেনীয়-গণকে ছত্রভঙ্গ করে দিল এবং প্রচণ্ড চীৎকার ও উল্লাস সহযোগে উপকূল পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করল। ভাসমান অবস্থায় ধৃত জাহাজগুলি ব্যতীত নৌবহর—কেউ একপথে, কেউ অন্যপথে—উপকূল অভিমুখে ছুটতে লাগল এবং সৈন্যগণ জাহাজ থেকে অবতরণ করে শিবির অভিমুখে পলায়ন করতে লাগল। উপকূলের সেনাবাহিনীর মধ্যে অনিশ্চয়তার অবসান হল—এখন একটি অনুভূতিই তাদের অভিভূত করে ফেলল—যা ঘটেছে তার জন্য আর্তনাদ-সহকারে তারা চীৎকার শুরু করল। জাহাজগুলিকে সাহায্য করবার জন্য কেউ কেউ দৌড়িয়ে গেল, প্রাচীরের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল অনেকে সেখানে পাহারা দিতে গেল। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তি কিভাবে আত্ম-রক্ষা করবে সেই ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। বাস্তবিক, এইরূপ আতঙ্কের অভিজ্ঞতা তাদের আর কখনও হয়নি। পাইলসে তারা শত্রুপক্ষকে যে অবস্থায় ফেলেছিল, এখন তাদের নিজেদের প্রায় সেইরকম অবস্থা হল। সেখানে যে-রকম স্পার্টীয়গণ নৌবহর হারাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপে প্রেরিত সৈন্যগণকে হারিয়েছিল, এথেনীয়গণেরও এখন,—তেমন কোনো অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে—স্থলপথে প্রত্যাবর্তনের আশা নেই।

এই কঠোর সংগ্রামে উভয়পক্ষই প্রচুর সৈন্য ও জাহাজ হারিয়েছিল। বিজয়ী সাইরাকিউসীয় ও তাদের মিত্রপক্ষীয় বাহিনী স্বপক্ষীয় মৃতদেহ ও ভগ্ন জাহাজগুলি নিয়ে নগরে ফিরে গেল এবং একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল। কিন্তু বিপর্যয়ে অভিভূত এথেনীয়গণ মৃতদেহ বা ভগ্ন জাহাজ উদ্ধারের অনুমতি চাইবার কথা চিন্তাও করল না ; তারা বরং সেই রাত্রেই স্থানত্যাগের সংকল্প করল। ডেমোস্থিনিস কিন্তু নিকিয়াসের কাছে প্রস্তাব দিলেনঃ তাঁদের উচিত অক্ষত জাহাজগুলি সুসজ্জিত করে পরদিন প্রভাতে আবার বলপূর্বক বহির্গত হবার চেষ্টা করা। তিনি বললেন, এখনও শত্রুগণের তুলনায় কর্মক্ষম জাহাজের সংখ্যা তাঁদেরই অধিক, কারণ এথেনীয়গণের প্রায় ৬০টি জাহাজ অবশিষ্ট আছে, অথচ শত্রুগণের আছে ৫০টিরও কম। নিকিয়াস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন, কিন্তু জাহাজ নাবিকপূর্ণ করতে গিয়ে দেখলেন, নাবিকগণ জাহাজে উঠতে অসম্মত ; পরাজয়ের ফলে তারা এমন ভেঙে পড়েছিল যে, সাফল্যের সম্ভাবনা তারা আর বিশ্বাসই করে উঠতে পারেনি।

সুতরাং এখন এথেনীয়গণ সকলে স্থলপথে স্থানত্যাগের সংকল্প করল। সাইরাকিউসীয় হার্মোক্রেটিস এথেনীয়গণের অভিপ্রায় অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি ভাবলেন যে, এত বড় একটি বাহিনী স্থলপথে এখান

থেকে গিয়ে সিসিলির অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা সাইরাকিউসের পক্ষে বিপজ্জনক হবে, কারণ সেখান থেকে আবার তারা যুদ্ধ শুরু করতে পারে। অতএব, তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করে বললেন, এথেনীয়গণকে রাত্রিযোগে পালাতে দেওয়া উচিত হবে না। বরং সব সাইরাকিউসীয় ও মিত্রগণের উচিত অবিলম্বে বাইরে গিয়ে তাদের পথ রুদ্ধ করা এবং গিরিপথগুলি পাহারা দেওয়া। কর্তৃপক্ষ তার মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন এবং একে কার্যে পরিণত করা উচিত বলে বিবেচনা করলেন। কিন্তু তাঁরা এটাও বুঝলেন যে সৈন্যগণ এখন বিজয়োৎসবে মত্ত, এত বড় নৌযুদ্ধের পর তারা এখন বিশ্রাম করছে। সুতরাং তাদের আদেশপালনে প্রবৃত্ত করা সহজ হবে না। সেই দিনই হেরাক্লিসের পূজা করার জন্য তারা সেই উৎসব উদ্‌যাপন করছিল এবং জয়ের উল্লাসে তাদের অধিকাংশই পানোন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেই মুহূর্তে তাদের এইসব কারণে ম্যাজিস্ট্রেটগণের কাছে কার্যটি অসাধ্য বলে বোধ হল। তখন হার্মোক্রেটিস নিজেই একটি কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল যে, এথেনীয়গণ হয়ত রাত্রিতেই সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থানগুলি অতিক্রম করে যাত্রা শুরু করবে। সুতরাং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ামাত্র তিনি নিজের কয়েকজন বন্ধুকে কিছু অশ্বারোহিসহ এথেনীয় শিবিরাভিমুখে পাঠালেন। তারা শিবিরের কাছে শুনতে পাওয়া যায় এরূপ দূরত্বে এসে কয়েকজন সৈন্যকে এমনভাবে ডাকল যেন তারা এথেনীয়গণের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ; তারা বলল যে রাত্রিযোগে সৈন্যসহ যাত্রা করতে তারা যেন নিকিয়াসকে নিষেধ করে (বস্তুতঃ নগরের ভেতরে কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কয়েকজনের মাধ্যমে নিকিয়াস সংবাদ পেয়েছিলেন)। কারণ সাইরাকিউসীয়গণ রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। সুতরাং তিনি যেন উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে দিনের বেলায় স্থানত্যাগ করেন। এই কথা বলে তারা চলে গেল। শ্রোতারা খবরটি এথেনীয় সেনাধ্যক্ষগণের কাছে পৌঁছে দিল এবং তাঁরা, খবরটির সত্যতায় সন্দেহ না করে, তারই ভিত্তিতে যাত্রা স্থগিত রাখলেন।

যেহেতু এত আয়োজন সত্ত্বেও তাঁরা অবিলম্বে যাত্রা করতে পারলেন না, সুতরাং তাঁরা পরদিনও যাত্রা স্থগিত রাখলেন, যাতে সৈন্যগণ তাদের অত্যাবশকীয় দ্রব্যাদি যথাসাধ্য গুছিয়ে নিতে পারে। তারপর অবশিষ্ট দ্রব্য তারা ফেলে রেখে যাত্রা করবে, নেবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অত্যাবশকীয় সামগ্রী। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণকে নিয়ে গিলিপ্পাস বাইরে এলেন এবং যে অঞ্চলের উপর দিয়ে এথেনীয়গণের যাবার সম্ভাবনা সেখানকার পথগুলি রুদ্ধ করে দিলেন ; জলস্রোত ও নদীগুলির যেসব স্থান পদব্রজে অতিক্রম

করা যায়, সেসব স্থানে পাহারা বসালেন এবং যে-সব স্থানে পাহারা এথেনীয়-গণকে বাধা দেবেন বলে স্থির করলেন সেখানে সৈন্যসমাবেশ করলেন। এদিকে তাঁদের নৌবহর উপকূল পর্যন্ত গিয়ে এথেনীয় জাহাজগুলিকে গুণ টেনে নিয়ে গেল। পরিকল্পনা অনুযায়ী কতকগুলি জাহাজকে এথেনীয়গণ পুড়িয়ে দিয়েছিল। অবশিষ্ট জাহাজগুলি যেভাবে উপকূলে পড়েছিল সেভাবেই সাইরাকিউসীয়গণ ইচ্ছামত তাদের টেনে নিয়ে নগরে ফিরে এল; কেউ তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করল না।

অতঃপর নিকিয়াস ও ডেমোস্থিনিস যখন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করলেন, তখন তাঁদের যাত্রা করবার সময় উপস্থিত হল ; এটি ছিল নৌযুদ্ধের পরবর্তী দ্বিতীয় দিন। দৃশ্যটি ছিল বড়ই করুণ। সব জাহাজ হারিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে বলেই শুধু নয়, সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়েছে বলেই শুধু নয়, সমগ্র রাষ্ট্র ও তারা নিজেরা চরম বিপদে পড়েছে বলেই নয় ; শিবির ত্যাগের সময় প্রতিটি চোখের সম্মুখেই ছিল অতি বেদনাময় দৃশ্য, প্রতিটি হৃদয়ই ছিল চিন্তাভারাতুর। মৃতদেহগুলি সমাধিস্থ হয়নি ; তাদের মধ্যে বন্ধুর মৃতদেহ খুঁজে পেলে প্রত্যেকেই বেদনা ও আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠছিল। আহত কিংবা অসুস্থ যারা পিছনে পড়ে রইল, মৃতগণের তুলনায় তারা অনেক বেশী বেদনাদায়ক, অনেক বেশী অনুকম্পার যোগ্য ছিল। তারা কাতরভাবে অনুনয় করেছিল যেন তাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়কে দেখলেই তার কাছে তারা চীৎকার করে কাঁদছিল ; তাদের এই কাতর প্রার্থনা ও বিলাপের সম্মুখে অপর সকলে অসহায় বোধ করছিল। শিবিরের সহবাসিগণের বিদায় নেবার সময় তারা তাদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল এবং যতদূর সম্ভব তাদের পিছন পিছন গেল, যখন তাদের দেহ অশক্ত হল, তখন তারা পিছনে পড়ে থেকে বারংবার দেবতাগণকে ডাকতে লাগল। এইরূপে সাশ্রুনেত্র ও বিচলিত সমগ্র বাহিনীর পক্ষে চলে যাওয়া হল অতি ক্লেশকর ঘটনা—যদিও তারা শত্রুদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখানে ইতিমধ্যেই তারা যে কষ্টভোগ করেছে তা অশ্রুপাত অপেক্ষাও করুণতর ; অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো ভীতিকর সম্ভাবনাও তাদের মনে জাগছিল। আত্মগ্লানি ও বিষাদেও তাদের মন ভরে ছিল। বস্তুতঃ একটি বৃহৎ দুর্ভিক্ষপীড়িত নগরের অধিবাসিগণের দেশত্যাগের সঙ্গেই একমাত্র তাদের তুলনা চলতে পারে। স্থানত্যাগে উদ্যত জনতার সংখ্যা হবে অন্যূন চল্লিশ হাজার। প্রত্যেকেই সহজে বহনযোগ্য প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়েছিল এবং চিরাচরিত রীতির পরিবর্তে সশস্ত্র অবস্থাতেও নিজ নিজ রসদ বহন করছিল। কারো কারো ভৃত্য ছিল না, আবার কেউ কেউ ভৃত্যকে বিশ্বাস

করেনি। ভৃত্যগণ অনেকদিন থেকে তাদের প্রভুগণকে ত্যাগ করতে শুরু করেছিল, বর্তমানে তার সংখ্যা ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু শিবিরে অধিক খাদ্য না থাকবার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে রসদ সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এতদ্ব্যতীত সেই মুহূর্তে তারা অমর্যাদা ও সার্বজনীন দুঃখভোগের পীড়নে ভয়ানক অবসন্ন হয়ে পড়েছিল (যদিও সকলে একই মনোভাবের অংশীদার হবার ফলে প্রত্যেকেরই ভার কিছু লাঘব হয়েছিল), বিশেষত যখন তারা অভিযানের যাত্রাকালের জাঁকজমক ও উৎসাহের সঙ্গে এই অবমাননাময় সমাপ্তির তুলনা করছিল। কোনো হেলেনীয় বাহিনীর এতবড় বিপর্যয় আর ঘটেনি। তারা অপরকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করতে এসেছিল ; এখন নিজেরাই শৃঙ্খলিত হবার ভয়ে পালাচ্ছে। তারা যাত্রা করেছিল প্রার্থনা ও বিজয়গীতি সহযোগে, এখন একেবারে বিপরীত অশুভ ইঙ্গিতসহ প্রত্যাবর্তন করছে। সমুদ্রপথের পরিবর্তে যাচ্ছে স্থলপথে, নৌবহরের পরিবর্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছে হপলাইটগণের উপর। তবু আসন্ন সম্মুখ বিপদের তুলনায় তাদের সমস্ত কিছুই সহনীয় বলে বোধ হচ্ছিল।

সমগ্র বাহিনীকে নৈরাশ্যপীড়িত ও বিচলিত দেখে নিকিয়াস প্রতিটি সারির কাছে অগ্রসর হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী যতটা সম্ভব উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন। এক সারি থেকে অপর সারিতে যাবার সময় আগ্রহের আতিশয্যে এবং যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক সৈন্য যাতে শুনতে পায়— সেই প্রচেষ্টায় তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল ঃ

"এথেনীয় এবং মিত্রগণ, আমাদের এই বর্তমান অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশা রাখতে হবে, কারণ এর চাইতেও ক্লেশের অবস্থা থেকে মানুষ পরিত্রাণ পেয়েছে। বিপর্যয়ের জন্য কিংবা অন্যায় দুঃখভোগের জন্য কঠোর আত্মগ্লানি ভোগ করা আপনাদের উচিত নয়। শক্তির দিক থেকে আমি আপনাদের কারো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নই (বস্তুতঃ আপনারা দেখেছেন আমি কিরূপ অসুস্থ) এবং কি ব্যক্তিগত, কি অন্য বিষয়ে, সর্বত্রই আমি অন্যদের মত সমানভাবে ভাগ্যদেবীর আশীর্ভাজন হয়েছি। তথাপি আপনাদের মধ্যেকার সামান্যতম ব্যক্তির মত আমিও সমান বিপদের সম্মুখীন। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা জীবন দেবতাদের প্রতি ভক্তিবিনম্র এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এখনো আমার মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আশা রয়েছে ; আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য আমার যতখানি ভীত হওয়া স্বাভাবিক ছিল ততখানি আমি হইনি। বস্তুতঃ আমরা আশা করতে পারি যে, এই দুর্ভাগ্যের বোঝা হাল্কা হবে। ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা আমাদের শত্রুরা যথেষ্ট ভোগ করেছে এবং এই অভিযান-কালে আমরা যদি কোন দেবতার প্রতি গর্হিত আচরণ করে থাকি তবে ইতিমধ্যে

তার জন্য আমরা যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছি। আমাদের আগে অনেকে প্রতিবেশীকে আক্রমণ করেছে এবং মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা করবার পরেও অসহনীয় কোন কষ্ট তাদের ভোগ করতে হয়নি। এখন আমরা ন্যায্য ভাবেই আশা করতে পারি যে দেবতারা অধিকতর সদয় হবেন, কারণ এখন আর আমরা তাদের ঈর্ষার পাত্র নই, করুণার পাত্র।। তারপর নিজেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আপনাদের সঙ্গে প্রস্থানোদ্যত ভারীঅস্ত্রবাহী সৈন্যের সংখ্যা ও দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রাখুন। নিজেকে হতাশায় নিমজ্জিত হতে দেবেন না, মনে রাখবেন আপনারা যেখানে অবস্থান করবেন সেখানে আপনারাই একটি নগর, এবং একবার আপনারা প্রতিষ্ঠিত হলে সিসিলির কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আপনাদের বিতাড়িত করা কিংবা আপনাদের প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। আপনাদের এই যাত্রার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা আপনাদের দেখতে হবে। প্রত্যেকের মনে যেন এই চিন্তা থাকে যে, যে স্থানে তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হবেন সে স্থানটি তাঁকে জয় করতেই হবে এবং স্বদেশ ও দুর্গের মত দখলে রাখতে হবে। ইতিমধ্যে যেহেতু আমাদের রসদ স্বল্প, সুতরাং দিনরাত্রি আমাদের সমানভাবে দ্রুত পথ চলতে হবে। যদি আমরা বন্ধুভাবাপন্ন কোন সিসেল নগরে পৌঁছোতে পারি (এই সিসেলরা সাইরাকিউস-ভীতি হেতু এখনও আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে) তবে আপনারা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাদের কাছে নির্দেশ পাঠানা হয়েছে, তারা যেন খাদ্যসহ আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এক কথায়, হে সৈন্যগণ, একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, সাহসী আপনাদের হতেই হবে, কাছে এমন কোন স্থান নাই যেখানে আপনাদের কাপুরুষতা আশ্রয় পেতে পারে। যদি এখন আপনারা শত্রুদের সম্মুখ হতে প্রস্থান করতে সক্ষম হন, তবে আপনাদের হৃদয় যা চাচ্ছে তা আবার আপনারা সকলে দেখতে পাবেন এবং যাঁরা এথেনীয় তাঁরা পতনোন্মুখ এথেনীয় রাষ্ট্রকে পুনরায় পূর্বতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। মানুষ নগরকে গড়ে তোলে, মানুষবিহীন নগর-প্রাচীর অথবা জাহাজকে নয়।”

এই কথা বলতে বলতে নিকিয়াস বিভিন্ন সারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং যেখানেই তিনি সৈন্যগণের কাউকে সারি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে দেখছিলেন সেখানেই তৎক্ষণাৎ তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনছিলেন। ডেমোস্থিনিস তাঁর সৈন্যগণের উপর একইভাবে দৃষ্টি রাখছিলেন এবং প্রায় একই ভাষায় তাদের উৎসাহিত করছিলেন। সৈন্যদল চতুষ্কোণের আকারে অগ্রসর হতে লাগল ; নিকিয়াসের সৈন্যগণ ছিল সম্মুখে, ডেমোস্থিনিসের সৈন্যগণ ছিল পশ্চাতে, হাপ্‌লাইটগণ বাইরে এবং সাধারণ সৈন্যগণ রইল মাঝখানে। অ্যানাপাস নদী অতিক্রম করতে গিয়ে তারা দেখল, সাইরাকিউসীয়গণ এবং তাদের

মিত্রগণের একটি সেনাদল সেখানে সন্নিবেশিত রয়েছে ; তাদের ছত্রভঙ্গ করে এথেনীয়গণ পথ করে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু যুগপৎ সাইরাকিউসীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও লঘু অস্ত্রবাহী সৈন্যদলের আক্রমণের ফলে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। এথেনীয়গণ সেদিন সাড়ে চার মাইল পথ অতিক্রম করে একটি পাহাড়ে রাত্রিযাপন করল। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করে তারা প্রায় দুই মাইল অগ্রসর হয়ে সমতলভূমির একটি স্থানে অবতরণ করল। স্থানটি বসতিপূর্ণ ছিল বলে বিভিন্ন গৃহ থেকে খাদ্যসামগ্রী ও জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে শিবির স্থাপন করল। কারণ তাদের গন্তব্যপথের সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ছিল না। ইতিমধ্যে সাইরাকিউসীয়গণ অগ্রসর হয়ে সম্মুখবর্তী গিরিপথে অবরোধ সৃষ্টি করল। এখানে মধ্যস্থ একটি খাড়া পাহাড়ের দুই ধারে দুটি পাহাড়ী গিরিখাত ছিল এবং তাকে বলা হত অ্যাক্রীয় খাড়াই। পরদিন এথেনীয়গণ অগ্রসর হল এবং সাইরাকিউসীয় ও তাদের মিত্র অশ্বারোহী ও বর্শানিক্ষেপকারিগণ বিপুল সংখ্যায় এসে আক্রমণের দ্বারা তাদের জর্জরিত করে তুলল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করবার পর এথেনীয়গণ আবার শিবিরে ফিরে গেল। এবার আর তাদের সংগ্রহে আগের মত রসদ রইল না, কারণ শত্রু অশ্বারোহিগণের বাধার ফলে শিবির ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা করে তারা বলপূর্বক পাহাড় পর্যন্ত পথ করে নিল। এখানে অবরোধ রক্ষা করবার জন্য শত্রুর পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত ছিল এবং গিরিপথটি সংকীর্ণ ছিল বলে বহু ঢালের গভীরতা পর্যন্ত সৈন্য সজ্জিত ছিল। এথেনীয়গণ প্রতিরোধ আক্রমণ করল, তার প্রত্যুত্তর এল পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের মাধ্যমে। খাড়া পাহাড়ের উপর থেকে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল বলে বর্ষিত অস্ত্র অধিকতর কার্যকর ছিল। সুতরাং পথ করে নিতে অসমর্থ হয়ে এথেনীয়গণ আবার ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিল। শরৎকালের নিকটবর্তী সময়ে প্রায়ই যেরূপ হয়, সেই সময় আবার সেরূপ বজ্রপাতসহ বৃষ্টি হল। এতে এথেনীয়গণ আরও হতাশ হয়ে পড়ল ; এই সকল বস্তুর মধ্যে তারা আসন্ন ধ্বংসের ইঙ্গিত পাচ্ছিল।

যখন তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন সাইরাকিউসীয়গণের মধ্যে গিলিপ্পাস যে পথ দিয়ে এথেনীয়গণ অগ্রসর হয়ে এসেছে সেই পথে এথেনীয়গণের পশ্চাতে প্রাচীর নির্মাণ করবার জন্য সেনাবাহিনীর একটি অংশকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু এথেনীয়গণ তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠিয়ে এ কার্য প্রতিহত করল। তার পর তারা আরো সমতলভূমির দিকে পশ্চাদপসারণ করে রাত্রিযাপন করল। পরদিন তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং সকল দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ

চালাতে লাগল। এথেনীয়গণ এগিয়ে এলে তারা পেছিয়ে যাচ্ছিল, আবার ফিরে গেলে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা বিশেষ করে পশ্চাদ্‌ভাগে বেশী আক্রমণ করছিল কারণ তাদের আশা ছিল যে, সেইভাবে যদি তাদের সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে তবে সমগ্র বাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হবে। এইভাবে আক্রমণ করে বহু এথেনীয়কে তারা হতাহত করল। বহুক্ষণ ধরে এথেনীয়গণ তাদের প্রতিহত করবার চেষ্টা করতে লাগল, তারপর প্রায় আধ মাইল অগ্রসর হয়ে সমতলভূমিতে বিশ্রাম নিল, সাইরাকিউসীয়গণও তাদের শিবিরে ফিরে গেল।

অগণিত শত্রু আক্রমণে বহু ব্যক্তি হতাহত হবার ফলে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের অভাবে এথেনীয় বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ডেমোস্থিনিস ও নিকিয়াস স্থির করলেন, যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক আলোক প্রজ্জ্বলিত করে রাত্রিতেই সৈন্য নিয়ে প্রস্থান করবেন ; তবে এখন যে পথ দিয়ে যাচ্ছেন সে-পথ দিয়ে নয়, সাইরাকিউসীয়গণ যেপথ পাহারা দিচ্ছে তার বিপরীত দিক দিয়ে যাবেন। এই পথ এথেনীয় বাহিনীকে ক্যাটানার পরিবর্তে সিসিলির অন্য দিকে, ক্যামারিনা, জেলা ও তদঞ্চলের অন্যান্য হেলেনীয় ও অ-গ্রীক রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং এথেনীয়গণ আলো জ্বালিয়ে রাত্রিতে যাত্রা শুরু করল। সকল বাহিনীতেই—বিশেষ করে বৃহৎ বাহিনীতে—সাধারণত নানাপ্রকার আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ যখন তাদের শত্রুদেশের মধ্য দিয়ে রাত্রে পথ চলতে হয় এবং শত্রু কাছে অবস্থান করে। এথেনীয় বাহিনীর মধ্যেও সহসা এই প্রকার আতঙ্ক দেখা দিল। অগ্রবর্তী দলটি, নিকিয়াস যার নেতৃত্ব করছিলেন, সুসংবদ্ধ ছিল এবং বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোট সৈন্যের অর্ধেকেরও বেশী ছিল ডেমোস্থিনিসের নেতৃত্বে এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বেশ বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। যাহোক, ভোরের দিকে তারা সমুদ্রের ধারে পৌঁছল এবং হেলোরিন সড়কে পৌঁছে দ্রুত চলতে লাগল যাতে ক্যাসিপারিস নদীতে পৌঁছানো যায় এবং এই নদীর প্রবাহ ধরে অগ্রসর হয়ে অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। তাদের আশা ছিল, পূর্ব-প্রেরিত নির্দেশ অনুসারে সেখানে সিসেলগণের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হবে। নদীতে পৌঁছে তারা দেখল যে, সেখানেও একটি সাইরাকিউসীয় বাহিনী রয়েছে এবং নদী অতিক্রম করবার স্থানটি অবরোধ করবার জন্য তারা একটি প্রাচীর ও খুঁটির বেড়া প্রস্তুত করছে। এথেনীয়গণ বলপূর্বক এই সৈন্যদল ভেদ করে বের হল, নদী অতিক্রম করল এবং পথ-প্রদর্শকগণের উপদেশ অনুসারে এরিনিউস নদী অভিমুখে অগ্রসর হল।

ইতিমধ্যে প্রভাত হলে সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ দেখল যে

এথেনীয়গণ চলে গিয়েছে। তারা অধিকাংশই গিলিপ্পাসকে দায়ী করতে লাগল যে, তিনিই কোনো উদ্দেশ্যে তাদের চলে যেতে দিয়েছেন। কোন পথে তারা গিয়েছে তা খুঁজে বের করা শক্ত ছিল না ; তাদের ধরবার জন্য দ্রুত যাত্রা করল এবং প্রায় মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাদের ধরে ফেলল। প্রথম তাদের সাক্ষাৎ হল ডেমোস্থিনিসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সঙ্গে। পূর্ব-বর্ণিত রাত্রি-কালীন আতঙ্কের জন্য এই বাহিনীটি ধীরগতিতে ও বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। সাইরাকিউসীয়গণ তৎক্ষণাৎ তাদের আক্রমণ করল এবং বাহিনীটি অন্য সব বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা সহজেই ঘিরে তাদের একস্থানে আবদ্ধ করে ফেলল। নিকিয়াস তাঁর বাহিনীকে দ্রুত-গতিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে তা পাঁচ ছয় মাইল অগ্রবর্তী ছিল। তিনি বুঝে-ছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য না হলে যুদ্ধ করা বা অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। যথাসময় দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোই যুক্তিযুক্ত এবং যুদ্ধও করবেন শুধুমাত্র বাধ্য হলে। পক্ষান্তরে ডেমোস্থিনিস কিন্তু মোটের উপর ক্রমাগত উত্যক্ত হচ্ছিলেন, কারণ তাঁর বাহিনী পিছনে থাকবার ফলে তিনিই প্রথম শত্রু আক্রমণের কবলে পড়েছিলেন। এখন তিনি সাইরাকিউ-সীয়গণকে পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখে যাত্রা স্থগিত রেখে সৈন্যগণকে যুদ্ধের ভঙ্গিতে প্রস্তুত করতে ব্যাপৃত হলেন। এইরূপে সময় বয়ে যেতে লাগল, অনুসরণকারিগণ তাঁকে পরিবেষ্টিত করে ফেলল, এথেনীয়গণকে নিয়ে তিনি নিজেও চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি স্থানে তারা অবরুদ্ধ হলেন। স্থানটির দুদিকে পথ ও প্রচুর অলিভ গাছ। চতুর্দিক থেকে এথেনীয়গণের উপর অস্ত্র বর্ষিত হচ্ছিল। সঙ্গত কারণেই সাইরাকিউসীয়গণ সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। কারণ তারা বুঝেছিল, মরিয়া সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝুঁকি নিলে নিজেদের পরিবর্তে এথেনীয়গণের লাভ হবে অধিকতর। তাছাড়া জয় সম্বন্ধে তারা এত নিশ্চিত ছিল যে তারা একটু গা বাঁচিয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, যাতে জয়ের মুহূর্তে কেউ নিহত না হয়। তাদের মনে হয়েছিল, এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেই তারা শত্রুদের পরাভূত ও বন্দী করতে পারবে।

সারাদিন চতুর্দিক থেকে এথেনীয়গণের উপর ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ চালিয়ে তারা দেখল, আহত হয়ে ও অন্যান্য নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে এথেনীয়গণ নির্জীব হয়ে পড়েছে। সাইরাকিউসীয়গণ, তাদের মিত্রগণ ও গিলিপ্পাস একটা ঘোষণা জারি করে বললেন, দ্বীপবাসিগণের যে কেউ তাঁদের পক্ষে আসতে ইচ্ছুক হলে স্বাধীনতা পাবে। কয়েকটি নগর এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। তারপর অবশিষ্টগণকে নিয়ে ডেমোস্থিনিসের আত্মসমর্পণের শর্ত স্থির

হল এই যে, বলপ্রয়োগ করে কিংবা বন্দী করে অথবা জীবনধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করে এথেনীয়গণকে হত্যা করা চলবে না। এই শর্তে মোট ছ'হাজার এথেনীয় আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের নিকট যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাও তারা সমর্পণ করল ; তা দিয়ে চারটি ঢালের গহ্বর পূর্ণ করা হল, সাইরাকিউসীয়গণ অবিলম্বে তাদের নগরে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নিকিয়াস তাঁর সৈন্যগণকে নিয়ে সেই দিন এরিনিউস নদীতে পেঁছলেন, নদী পার হলেন এবং অপর পারের এক উচ্চস্থানে সৈন্য নিয়ে থামলেন। পরদিন সাইরাকিউসীয়গণ তাঁর নাগাল পেল। তারা তাঁকে জানাল যে, ডেমোস্থিনিসের সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করেছে এবং তিনিও যেন তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। সংবাদটি বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ না হওয়াতে নিকিয়াস প্রকৃত ঘটনা দেখে আসবার জন্য একজন অশ্বারোহীকে পাঠাবার নিমিত্ত একটা চুক্তি প্রার্থনা করলেন। বার্তাবাহক তাদের আত্মসমর্পণের সংবাদ নিয়ে এলে নিকিয়াস গিলিপ্পাস ও সাইরাকিউসীয়গণের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন, তিনি এথেনীয়গণের পক্ষে এই চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত আছেন যে, তাঁর বাহিনীকে চলে যেত দিলে যুদ্ধে সাইরাকিউসীয়গণের যত অর্থব্যয় হয়েছে তা তাঁরা সাইরাকিউসকে ফেরত দেবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তা না দেওয়া হচ্ছে, ততদিন প্রতি ট্যালেণ্ট পিছু একজন এথেনীয় নাগরিককে জামিন হিসেবে সাইরাকিউসগণ রাখতে পারবে। গিলিপ্পাস ও সাইরাকিউবাসি-গণের কাছে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। পূর্ববর্তী বাহিনীর মত এই বাহিনীটিকেও সাইরাকিউসীয়গণ চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করে চলল। অপর বাহিনীর মত এই বাহিনীটিও খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে এসেছিল। তবু তারা পুনরায় যাত্রা শুরু করবার জন্য রাত্রির গভীরতার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু তারা অস্ত্রধারণ করতে উদ্যত হবামাত্র সাইরাকিউসীয়-গণের নজরে পড়ে গেল। সাইরাকিউসীয়গণ বিজয়গীতি গেয়ে উঠল। ধরা পড়ে গিয়েছে দেখে এথেনীয়গণ অস্ত্র নামিয়ে ফেলল। শুধু ৩০০ জন এথেনীয় প্রহরীগণের মধ্য দিয়ে বলপূর্বক পথ করে নিয়ে সেই রাত্রিতেই সাধ্য-মত দূরত্ব অতিক্রম করল।

পরদিন প্রভাত হবামাত্র নিকিয়াস তাঁর বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন ; সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ পূর্বের মত তাদের ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। এথেনীয়গণ আসিনারাস নদী অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হল, কারণ তারা প্রত্যেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং জলপানের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া চতুর্দিক থেকে অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈন্যের আগমনে

জর্জরিত হয়ে তারা ভেবেছিল যে, নদী অতিক্রম করতে পারলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। নদীর তীরে পৌঁছান মাত্র সকলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এখন আর বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলাও বজায় রইল না। প্রত্যেকেই সর্বাগ্রে অপর পারে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু শত্রুর আক্রমণে নদী আদৌ অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই বিশৃঙ্খলভাবে এক স্থানে জড় হবার ফলে পরস্পরের দেহে সংঘর্ষ হচ্ছিল, অনেকে পদদলিত হচ্ছিল, নিজেদেরই বর্শা-বিদ্ধ হয়ে অনেকে তৎক্ষণাৎ মারা পড়ল। অপরেরা নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে এবং মালপত্রের চাপে উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়ল। নদীর অপর পাড়টি ছিল খাড়া এবং সেখানে সারিবদ্ধ হয়ে সাইরাকিউসীয়গণ এথেনীয়গণের ওপর অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগল। এথেনীয়গণ অধিকাংশই কিন্তু অধীর আগ্রহের সাথে গভীর নদীবক্ষে বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে জলপানে ব্যস্ত ছিল। পেলোপনেসীয়গণ নেমে এসে তাদের হত্যা করল, বিশেষ করে যারা জলে অবস্থান করছিল। ফলে নদীর জল সঙ্গে সঙ্গে কলুষিত হয়ে পড়ল। তবু সেই কর্দমাক্ত জল এথেনীয়গণ পান করতে লাগল, এমনকি, অনেকে এই জলের মধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ শুরু করে দিল।

অবশেষে যখন নদীবক্ষে একটার পর একটা মৃতদেহ জমা হয়ে স্তূপাকার হয়ে গেল, বাহিনীর একাংশ নদীতেই নিহত হল এবং যে সামান্য কয়েকজন নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল শত্রুর অশ্বারোহী সৈন্যগণ যখন তাদেরও কেটে ফেলল, তখন নিকিয়াস গিলিপ্পাসের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। সাইরাকিউসীয়গণ অপেক্ষা তাঁকেই তিনি অধিক বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁকে এবং স্পার্টীয়গণকে তিনি বললেন, তাঁকে নিয়ে তাঁরা যা ইচ্ছে করেও যেন সৈন্যগণের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করেন। এরপর গিলিপ্পাস তৎক্ষণাৎ সকলকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, সুতরাং অবশিষ্টগণকে জীবিত অবস্থায় আনা হল (শুধু সৈন্যগণ যে বৃহৎসংখ্যক ব্যক্তিকে লুকিয়ে রেখেছিল তারা ব্যতীত) ; যে ৩০০ জন রাত্রিতে প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল তাদের ধরবার জন্য সৈন্য পাঠানো হল এবং তারা ধৃত হল। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে ধৃত বন্দীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু সৈন্যগণের গোপন হেপাজতের সংখ্যা খুবই বেশী হয়েছিল এবং সমগ্র সিসিলি তাদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ডেমোস্থিনিসের সঙ্গে ধৃত বন্দিগণ সম্পর্কে যেরূপ চুক্তি হয়েছিল এদের সম্পর্কে সেসব কিছু হয়নি। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ তখন নিহত হয়েছিল, হত্যাকাণ্ড হয়েছিল ব্যাপকভাবে ; এই সিসিলীয় যুদ্ধে এরূপ হত্যাকাণ্ড আর হয়নি। যাত্রাকালে এথেনীয়গণের ওপর যে অবিরত আক্রমণ হয়েছিল তাতেও কিছু কম নিহত হয়নি। তবু অনেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল—কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ, কেউ কেউ ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে করতে। পলায়ন করে তারা ক্যাটানাতে আশ্রয় নিয়েছিল।

সাইরাকিউসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ এখন সমবেত হয়ে যতজন বন্দীকে পারল নিয়ে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করে নগরে ফিরে গেল। অবশিষ্ট এথেনীয় বন্দিগণকে তারা প্রস্তরখনিতে রেখে দিল—এটাই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বলে বোধ হল। কিন্তু গিলিপ্পাসের মতের বিরুদ্ধে নিকিয়াস ও ডেমোস্থিনিসকে হত্যা করা হল। গিলিপ্পাস ভেবেছিলেন শত্রুপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণকে স্পার্টায় নিয়ে যেতে পারলে তা হবে তাঁর চরম কৃতিত্বপূর্ণ কার্য। এ'দের মধ্যে একজন, ডেমোস্থিনিস, দ্বীপ ও পাইলস সংক্রান্ত ব্যাপারে ছিলেন স্পার্টার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু; অপরজন, নিকিয়াস, ঠিক একই ব্যাপারে, ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু, তিনিই এথেনীয়গণকে শান্তিস্থাপনে সম্মত করে বন্দিগণকে মুক্তিদানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেইজন্য স্পার্টীয়গণ তাঁর প্রতি সদয় ছিল এবং সেই জন্যই আত্মসমর্পণের সময় নিকিয়াস বিশেষ করে গিলিপ্পাসের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কথিত আছে, যেসব সাইরাকিউসীয়ের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল, তারা এই ভেবে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, নিকিয়াসকে অত্যাচারসহ জেরা করা হলে হয়তো সমস্ত প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং জয়ের মুহূর্তে বিপন্ন হয়ে পড়বে। অপর সকলে, বিশেষতঃ করিন্থীয়গণ ভয় পেয়েছিল যে, তিনি ধনী বলে হয়তো উৎকোচের মাধ্যমে স্বীয় মুক্তি আদায় করে নেবেন এবং ভবিষ্যতে তাদের আরও ক্ষতি করবেন। এইসব কারণে তাঁকে হত্যা করা হল। এই কারণে বা এই ধরনের কারণে এমন একজন ব্যক্তির মৃত্যু হল সমসাময়িক হেলেনীয়গণের মধ্যে যাঁর এই প্রকার দুর্ভাগ্য সর্বাপেক্ষা কম প্রাপ্য ছিল, তাঁর সমগ্র জীবন কঠোর নৈতিক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রস্তরখনির এথেনীয়গণের প্রতি প্রথমে সাইরাকিউসীয়গণ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিল। একটা অপরিসর স্থানে আবদ্ধ হয়ে তারা দিনে সূর্যতাপ ও শ্বাসরোধ হওয়ার দাপট সহ্য করত—এদিকে শরৎকাল ঘনিয়ে এসেছিল বলে রাত্রি ছিল শীতল। এইরূপ বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া স্থানাভাববশতঃ একই স্থানে তাদের সব কাজ করতে হত। আহত হয়ে বা তাপমাত্রার পরিবর্তন বা এইপ্রকার অন্য কারণে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের মৃতদেহ একের পর এক জমা করা হচ্ছিল, ফলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছিল। তদুপরি তারা ছিল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। আট মাস ধরে তাদের দৈনিক বরাদ্দ ছিল আড়াই ছটাক জল ও পাঁচ ছটাক শস্য। এইরূপ স্থানে বন্দী থাকলে মানুষের যতপ্রকার দুর্ভোগ কল্পনা করা যায়, সমস্ত কিছুই তাদের ভোগ করতে হয়েছিল। প্রায় ৭০ দিন তারা সকলে একত্র সেখানে ছিল। তারপর শুধু এথেনীয়গণ ও যে-সব সিসিলীয় ও ইটালীয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল তারা ব্যতীত অন্যান্য সকলকে বিক্রয় করে দেওয়া হল। মোট বন্দীর সঠিক সংখ্যা দেওয়া শক্ত, তবে তা কোনোমতেই ৭০০০-এর কম নয়।

এই যুদ্ধে, কিংবা আমার মতে, সমগ্র হেলেনীয় ইতিহাসে, এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হেলেনীয় কীর্তি,—একই সঙ্গে এটা ছিল বিজয়িগণের পক্ষে অতি গৌরবময় সাফল্য এবং বিজিতগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপর্যয়কর ব্যর্থতা ; তারা সর্বক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে পরাস্ত হয়েছিল। তাদের সার্বিক ক্ষতি হল চূড়ান্ত। কথিত আছে, তারা নৌবহর ও স্থলবাহিনী সমেত সমস্ত দিক দিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই দেশে ফিরতে সক্ষম হয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ :—যুদ্ধের ঊনবিংশ ও বিংশতিতম বর্ষ। আইওনিয়ার বিদ্রোহ। পারস্যের হস্তক্ষেপ। আইওনিয়ার যুদ্ধ।

এইভাবে সিসিলির ঘটনাবলী সমাপ্ত হল। এই সংবাদ এথেন্সবাসীদের কাছে বহুদিন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য ছিল, এমনকি ঘটনাস্থল থেকে কোনক্রমে পলায়ন করতে সক্ষম সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভ্রান্তদেরও তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। ঘটনার পরিষ্কার বিবরণ সত্ত্বেও এইরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হওয়া অবিশ্বাস্য মনে হল। অবশেষে যখন বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না তখন একদিন যাঁরা অভিযানের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরাই যে সমস্ত বক্তা অভিযানকে উৎসাহিত করবার জন্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। শুধু তাই নয়, দৈববাণীর বক্তা, অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তা এবং নানা দৈব-ব্যবসায়ীর উপরও তারা ক্রুদ্ধ হল, কারণ তাঁরা তাদের সিসিলি জয় সম্পর্কে আশা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। সকল ক্ষেত্রে ও সর্বত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এই বর্তমান ঘটনাটি তাদের অতিশয় ভীতিবিহ্বল করে তুলল। এত বিপুলসংখ্যক হপ্‌লাইট, অশ্বারোহী ও সুগঠিত সৈন্যের ধ্বংস এবং তাদের স্থান পূরণের সম্ভাব্যতাই রাষ্ট্রকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষকে শোকাকুল করবার পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্তু যখন তারা দেখল পোতাশ্রয়ে তাদের যথেষ্ট জাহাজ নেই, কোষাগার অর্থশূন্য, জাহাজ নাবিকহীন, তখন এই অবস্থা থেকে নিজেদের উদ্ধার সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল। তারা ভাবল সিসিলির শত্রুরা এই অসামান্য সাফল্যের উত্তেজনায় শীঘ্রই তাদের নৌবহর নিয়ে পাইরিউস অভিমুখে রওনা হবে, এদিকে হেলাসের শত্রুরা দ্বিগুণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহে তাদের একযোগে জলে ও স্থলে আক্রমণ করবে এবং এথেনীয়দের বিদ্রোহী মিত্ররা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তবুও তারা সাধ্যমত শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালাবার সংকল্প করল। কাষ্ঠ ও অর্থসংগ্রহ করে তারা সাধ্যমত উপযুক্ত নৌবহর গড়ে তুলবে ; মিত্রদের, বিশেষত ইউবিয়াকে অনুগত রাখবার চেষ্টা করবে ; নগরাভ্যন্তরে বিবিধ সংস্কারসাধন দ্বারা মিত-ব্যয়িতা আনবে এবং প্রয়োজন হলেই পরামর্শ দেবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি মন্ত্রণাসভা গঠন করবে। বস্তুতঃ গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে সাময়িক আতঙ্কের মুহূর্তে তারা যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হল।

এই সিদ্ধান্তগুলো অবিলম্বে কার্যে রূপায়িত হল। ইতিমধ্যে গ্রীষ্মকাল শেষ হয়েছে। সমাগত শীতকালে সিসিলিতে এথেনীয় বিপর্যয়ে উৎসাহিত,

সমগ্র হেলাস তৎপর হয়ে উঠল। নিরপেক্ষরা এখন বুঝতে পারল আহূত না হলেও তাদের আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা উচিত নয়, বরং স্বেচ্ছায় এথেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। কারণ বারংবারই তারা অনুভব করেছে যে সিসিলি অভিযান সফল হলে এথেনীয়রা হয়তো তাদের বিরুদ্ধেই অগ্রসর হত। তাছাড়া, তাদের ধারণা হয়েছিল যে, যুদ্ধ এখন শীঘ্রই শেষ হবে এবং এতে অংশগ্রহণ করা হবে কৃতিত্বের পরিচায়ক। এদিকে স্পার্টার মিত্রগণ এখন এই কঠিন পরিশ্রমের দ্রুত অবসানের জন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহী হয়ে উঠল। সর্বোপরি এথেন্সের প্রজাগণ সাধ্যাতিরিক্ত হলেও বিদ্রোহের জন্য উৎসুক ছিল, এবং পরিস্থিতি-বিচারে তারা আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং আগামী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এথেনীয়গণ অপেক্ষা করতে পারে এ প্রস্তাবে তারা সম্মত ছিল না। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে আগামী বসন্ত-কালে বিরাট বাহিনীসহ সিসিলির মিত্রদের স্পার্টার সাথে যোগদানের সম্ভাবনা এবং পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাদের সদ্যোনির্মিত নৌবহর স্পার্টাকে উৎসাহিত করে তুলেছিল। সুতরাং সব দিকেই আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান স্পার্টা এখন অকুণ্ঠিতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সংকল্প করল। তারা বুঝেছিল যে যুদ্ধের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটলে, এথেন্স সিসিলির প্রভু হয়ে বসলে যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেই সব সম্ভাবনা হতে স্পার্টা চিরতরে মুক্ত হতে পারবে এবং এথেন্সের পতন ঘটাতে পারলে স্পার্টীয়গণ নিরাপদে সমগ্র হেলাসের ওপর প্রভুত্ব ভোগ করতে পারবে।

রাজা এজিস অবিলম্বে শীতকালেই ডিসেলিয়া হতে কিছু সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, নৌবহর নির্মাণের জন্য মিত্রগণের কাছে অর্থসংগ্রহ করলেন এবং মেলিয়ার উপসাগরের দিকে অগ্রসর হয়ে ঈটীয়দের সাথে পুরোনো বিবাদের সূত্রে তাদের গবাদি পশু অপহরণ করে অর্থ আদায় করলেন। তাছাড়া থেসা-লীয়দের বাধা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও ফিথওটিসের অ্যাকীয় এবং সেই অঞ্চলের অন্যান্য প্রজাগণের থেকে অর্থ ও প্রতিভূ আদায় করলেন। প্রতিভূ হিসাবে গৃহীত ব্যক্তিদের তিনি করিন্থে রাখলেন এবং তাদের স্বদেশবাসীদের সংগে আনবার চেষ্টা করলেন। স্পার্টীয়গণ একশ'টি জাহাজ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন নগরের কাছে খবর পাঠাল ; তাদের নিজেদের এবং বিয়োসীয়দের বরাদ্দ হল পঁচিশটি করে, ফোকীয় ও লোক্রীয়রা মিলিতভাবে দেবে পনেরোটি ; করিন্থীয়-গণ দেবে পনেরোটি ; আর্কেডীয়, পেলেনীয় এবং সিকিওনীয়গণ মিলিতভাবে দেবে দশটি ; এবং মেগারীয়, ট্রিজেনীয়, এপিডরীয় ও হার্মিওনীয়গণ মিলে দেবে দশটি। বসন্তের প্রারম্ভেই যুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য অন্যান্য প্রস্তুতিও চলতে থাকল।

এথেনীয়গণও নিশ্চেষ্টভাবে বসে ছিল না। সংকল্প অনুযায়ী এই শীতেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করে জাহাজ নির্মাণকার্য চলতে থাকল, শস্যবাহী জাহাজগুলোর নিরাপদে আগমনের নিমিত্ত সুনিয়ামকে সুরক্ষিত করা হল এবং সিসিলি যাওয়ার পথে ল্যাকোনিয়াতে নির্মিত দুর্গটি পরিত্যাগ করল। মিতব্যয়িতার জন্য সবপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বর্জন করল এবং মিত্রগণ যাতে বিদ্রোহী না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল।

যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে উভয়পক্ষের মধ্যে যে অভিনিবেশ দেখা গিয়েছিল এখনও তা বর্তমান ছিল। এই সময়ে ইউবীয়গণ এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাজা এজিসের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করল। এজিস তাদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং ইউবিয়াতে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য স্পার্টা থেকে মেলাথাসকে এবং স্থেনেলাইডাসের পুত্র আলকামেনেসকে ডেকে পাঠালেন। তারা তিনশ' স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসসহ উপস্থিত হলে এজিস তাদের পাঠাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ করতে উৎসুক কিছু লেসবসবাসীও এসে উপস্থিত হল। বিয়োসীয়গণ তাদের সমর্থন করাতে এজিস ইউবিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা স্থগিত রাখলেন এবং লেসবীয়দের বিদ্রোহসংক্রান্ত ব্যবস্থা করতে মনোযোগী হলেন। ইউবিয়ার জন্য প্রস্তুত আলকামেনেসকে তিনি লেসবসের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, নিজে তাদের দশটি জাহাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন ; বিয়োসীয়রাও সমসংখ্যক জাহাজের প্রতিশ্রুতি দিল। এইসব ব্যাপার স্পার্টার নির্দেশ ছাড়াই করা হয়েছিল, কারণ এজিস যতক্ষণ তাঁর বাহিনীসহ ডিসিলিয়াতে ছিলেন ততক্ষণ ইচ্ছামত যে-কোন স্থানে সৈন্য প্রেরণ এবং সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের অধিকার তাঁর ছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে মিত্ররা নগরস্থিত স্পার্টীয়গণ অপেক্ষা তাঁকে অনেক বেশী মান্য করত, যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই তাঁর সৈন্যবাহিনীর কল্যাণে সর্বজনমান্য হতেন। এজিস যখন লেসবীয়দের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত চিওসীয় ও ইরিথ্রীয়গণ স্পার্টার কাছে আবেদন জানাল। তাদের সাথে টিসাফার্নেসের একজন প্রতিনিধি এল। টিসাফার্নেস ছিলেন আর্টাজারেক-সেসের পুত্র দারিয়ুস কর্তৃক নিযুক্ত উপকূল অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ। স্পার্টীয় হস্তক্ষেপের প্রস্তাব টিসাফার্নেসও সমর্থন করলেন এবং স্পার্টীয় বাহিনীর ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজা দারিয়ুস সম্প্রতি তাঁর প্রাপ্য বকেয়া খাজনা পরিশোধ করবার জন্য টিসাফার্নেসকে আদেশ দিয়েছিলেন। এথেনীয়দের জন্য হেলেনীয় নগরগুলো থেকে কর আদায় করা যায়নি। সুতরাং টিসা-ফার্নেস ভাবলেন এথেনীয়দের ক্ষতি করে তিনি কর আদায় করবেন এবং রাজার সঙ্গে স্পার্টীয়দের মৈত্রী সংস্থাপন করবেন। অতঃপর রাজার আদেশ অনুসারে পিসুথনেসের অবৈধ সন্তান অ্যামোরজেসকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরবেন, কারণ সে ক্যারিয়া উপকূলের বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল।

সুতরাং চিওসীয়দের ও টিসাফার্নেসের মিলন ঘটেছিল একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রায় একই সময় মেগারীয় লাওফোনের পুত্র ক্যালিজিটাস এবং সাইজোসিলির এথেনাগোরাসের পুত্র টিমাগোরাসও স্পার্টাতে এসে উপস্থিত হলেন। এঁরা দুজনেই স্বদেশ থেকে নির্বাসিত অবস্থায় ফার্নাসেসের পুত্র ফার্নাবাজাসের দরবারে বাস করতেন। হেলেসপন্টের জন্য একটি নৌবহর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এঁরা ফার্নাবাজাস কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। এই নৌবহরের সাহায্যে সম্ভব হলে তিনি নিজেই টিসাফার্নেসের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করবেন এবং তাঁর শাসনাধীন নগরগুলোকে এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করবেন। এইভাবে কর আদায় করবেন এবং নিজের মধ্যস্থতায় রাজার জন্য স্পার্টার সাথে মৈত্রীর ব্যবস্থা করবেন।

ফার্নাবাজাস এবং টিসাফার্নেসের প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্রভাবে আবেদন করাতে প্রথমে আইওনিয়া ও চিওসে নৌবহর ও সৈন্য পাঠানো হবে, না, হেলেসপন্টে হবে—এই বিষয়ে স্পার্টাতে এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। স্পার্টীয়গণ অবশ্য সুনিশ্চিতভাবে চিওসবাসী ও টিসাফার্নেসের পক্ষে ছিল। আলকি-বিয়াডিসও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন, তিনি ছিলেন সেই বৎসরের অন্যতম এফোর এণ্ডিয়াসের পারিবারিক বন্ধু। এইভাবেই তাঁদের পরিবারের ল্যাকো-স্পার্টীয়গণ প্রথমে ফ্রিনিস নামে জনৈক পেরিওকিকে চিওসে পাঠাল। চিওস-বাসীদের যতগুলি জাহাজ আছে বলা হয়েছিল তা সত্যই তাদের আছে কিনা এবং সামগ্রিকভাবে নগরটি সত্যই বর্ণনানুযায়ী বৃহৎ কিনা তা দেখবার জন্য স্পার্টীয়গণ প্রথমে ফ্রিনিস নামে জনৈক পেরিওকিকে চিওসে পাঠাল। চিওস- বাসীদের বর্ণনা সবই সত্য এই সংবাদ তিনি নিয়ে এলে স্পার্টীয়গণ তৎক্ষণাৎ চিওস ও ইরিথ্রীয়দের মৈত্রী গ্রহণ করল এবং চল্লিশটি জাহাজ পাঠাবার পক্ষে ভোট দিল ; চিওসবাসীদের বক্তব্য অনুসারে সেই দ্বীপে অন্তত ষাটটি জাহাজ মজুত ছিল। প্রথমে স্পার্টীয়গণ মনে করেছিল এই চল্লিশটি জাহাজের মধ্যে দশটি জাহাজ তারা দেবে, অধ্যক্ষ হবে মেলাঙ্ক্রিডাস। কিন্তু পরে ভূমিকম্প হওয়াতে তারা মেলাঙ্ক্রিডাসের পরিবর্তে চালসিডিউসকে পাঠাল, এবং দশটি জাহাজের পরিবর্তে ল্যাকোনিয়াতে সজ্জিত হল পাঁচটি জাহাজ। শীতকাল অতিক্রম হল, সেই সঙ্গে থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের উনবিংশতিতম বর্ষও।

পরবর্তী গ্রীষ্মের শুরুতেই চিওসবাসীরা প্রার্থিত জাহাজগুলি পাঠাবার জন্য বারংবার আবেদন জানাতে লাগল। যে ষড়যন্ত্রের কথা এথেনীয়দের নিকট সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল সে-সব কথা এথেনীয়গণ পাছে জেনে ফেলে চিওসবাসীদের সেই ভয় হল। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র জাহাজগুলিকে

যোজকের একদিক থেকে অন্যদিকের সমুদ্রে, এথেন্সের দিকে টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে এবং তৎসহ লেসবসের জন্য এজিস কর্তৃক সজ্জিত জাহাজগুলিও যাতে চিওসের দিকে যাত্রা করে সেই আদেশ দিতে স্পার্টীয়গণ তিন জনকে করিন্থে পাঠাল। মিত্র দেশগুলো থেকে সংগৃহীত জাহাজের সংখ্যা হল মোট উনচল্লিশ।

ফার্ণাবাজাসের পক্ষভুক্ত ক্যালিজিটাস ও টিমাগোরাস চিওস অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন না এবং অর্থও দিলেন না। তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন পঁচিশ ট্যালেণ্ট, বাইরে সৈন্যদল পাঠাতে সাহায্য করবার জন এই অর্থ আনা হয়েছিল। তারা সঙ্কল্প করলেন যে নিজেদের এক বাহিনী নিয়ে পরে যাত্রা করবেন। এজিস যখন দেখলেন যে স্পার্টীয়গণ প্রথমে চিওসে যেতে বদ্ধপরিকর তখন তিনি তাদের মতই গ্রহণ করলেন। তাতে স্থির হল যে তারা প্রথমে চালসিডিউসের নেতৃত্বে (তিনি ল্যাকোনিয়াতে পাঁচটি জাহাজ সজ্জিত করছেন) চিওসে যাবে, তারপর যাবে লেসবসে আল্কমেনেসের নেতৃত্বে (এজিস পূর্বেই তাঁকে মনোনীত করেছিলেন) এবং সবশেষে রামফিয়াসের পুত্র ক্লিয়ারকাসের নেতৃত্বে যাবে হেলেসপণ্ট। প্রথমে অর্ধেক জাহাজকে যোজকের এদিকে আনবে এবং সেগুলি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করবে। ফলে এথেনীয়রা এই জাহাজগুলির তুলনায় পরে যে জাহাজগুলি যাত্রা করবে তাদের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হবে। কারণ, এথেন্সের দুর্বলতার প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ এই অভিযান সম্পর্কে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়নি। এথেনীয়গণ এখন সমুদ্রে উল্লেখযোগ্য কোন নৌবহরের অধিকারী নয়। এই সংকল্প অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ তারা একুশটি জাহাজকে যোজকের এই পার্শ্বে নিয়ে এল।

তারা তখনই যাত্রা করবার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সমাগত যোজকের উৎসব উদ্‌যাপন না করে করিন্থবাসী তাদের সঙ্গী হতে সম্মত হল না। এজিস প্রস্তাব করলেন যে তাদের যোজকের চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত নৈতিক দায়িত্ব হতে রক্ষা করবার জন্য তিনি নিজে অভিযানটির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। করিন্থীয়গণ তাতে সম্মত না হওয়ায় বিলম্ব হল। ইতিমধ্যে এথেনীয়গণ চিওসেফিসের প্রস্তুতি চলছে তার কিছু আভাস গেল। সুতরাং তারা অন্যতম সেনাধ্যক্ষ অ্যারিস্টোক্রেটিসের মাধ্যমে চিওসীয়দের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনল। চিওসবাসিগণ অস্বীকার করলে তাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ এথেনীয়গণ তাদের নৌবহরের জন্য কতকগুলো জাহাজ চেয়ে পাঠাল। চিওসীয়গণ সাতটি জাহাজ পাঠাল। এই জাহাজ পাঠাবার কারণ অধিকাংশ চিওসের জনগণ এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানত না এবং যথার্থ নির্ভরযোগ্য কিছু না পাওয়া পর্যন্ত স্বল্পসংখ্যক ষড়যন্ত্রকারী জনগণের

কাছে তা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং বিলম্ব দেখে পেলোপনেসীয় সাহায্য পৌঁছানোর আশা তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে যোজকের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল, এথেনীয়গণ আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করতে এল এবং এখন চিওসীয়দের ষড়যন্ত্র আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে দেশে ফিরেই বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করল যাতে তাদের অজ্ঞাতসারে নৌবহর সেনাক্রয়ী হতে যাত্রা করতে না পারে। উৎসবের পর আল্কামেনেসের নেতৃত্বে একুশটি জাহাজ নিয়ে পেলোপনেসীয়গণ যাত্রা করল। এথেনীয়গণ প্রথমে সমসংখ্যক জাহাজ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তারা বেশীদূর অনুসরণ করবার পূর্বেই পেলোপনেসীয়গণ এবং এথেনীয়গণ পশ্চাদপসরণ করল কারণ তাদের মধ্যে যে সাতটি চিওসের জাহাজ ছিল তাদের তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর মোট সাঁইত্রিশটি জাহাজ সুসজ্জিত করে শত্রুর পথে উপকূল বরাবর স্পাইরিয়াম পর্যন্ত তাকে পশ্চাদ্ধাবন করল। স্থানটি ছিল এপিডোরীয় সীমান্ত-সন্নিহিত একটি পরিত্যক্ত করিন্থীয় বন্দর। সমুদ্রে একটি জাহাজ হারিয়ে পেলোপনেসীয়গণ বাকি জাহাজগুলিকে একত্রিত করে নোঙর করল। এথেনীয়গণ এখন শুধু তাদের নৌবহর দিয়ে সমুদ্র থেকেই আক্রমণ চালাচ্ছিল না, তারা জাহাজ থেকে উপকূলে অবতরণ করল। অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে প্রচণ্ড লড়াই চলতে লাগল, এথেনীয়গণ অধিকাংশ শত্রু-জাহাজকে অকেজো করে দিল এবং সেনাধ্যক্ষ আল্কামেনেস নিহত হলেন। কিন্তু এথেনীয় পক্ষের অতি সামান্য ক্ষতি হল।

অবশেষে যুদ্ধ শেষ হল এবং এথেনীয়গণ শত্রু-নৌবহরের অবরোধের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ রেখে বাকিগুলি নিয়ে নিকটবর্তী একটি ছোট দ্বীপে নোঙর করল, সেখানে একটি শিবিরও স্থাপন করল এবং আরও সৈন্যদল পাঠাবার জন্য এথেন্সে খবর পাঠাল। যুদ্ধের পরদিন করিন্থীয়গণ জাহাজ-গুলি রক্ষার জন্য পেলোপনেসীয়দের সাহায্য করতে এল, নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরাও শীঘ্রই এসে পড়ল। একটি পরিত্যক্ত জনহীন স্থানে পাহারা মোতায়েন রাখবার নানা অসুবিধা দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা জাহাজগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল, তারপর তারা জাহাজগুলিকে উপরে টেনে তোলাই স্থির করল, উপকূলে তারা স্থলবাহিনী নিয়ে পাহারা দেবে এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলেই পলায়ন করবে। এই বিপর্যয়ের কথা শুনে এজিসও থার্মোন নামে এক স্পার্টীয়কে পাঠিয়েছিলেন। যোজক থেকে নৌবহরটি যাত্রার প্রথম খবরটি স্পার্টীয়গণ পেয়েছিল, আল্কামেনেসকে আগেই আদেশ দেওয়া ছিল যে যাত্রার সঙ্গে তিনি যেন একজন অশ্বারোহী পাঠিয়ে দেন এবং খবরটি পেয়েই তারা নিজেদের পাঁচটি জাহাজ চালসিডিউসের নেতৃত্বে

পাঠাবার সংকল্প করেছিল, আল্কিবিয়াডিসও তাঁর সঙ্গী হবেন। কিন্তু যখন তারা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার উপক্রম করেছে তখনই নৌবহরটির স্পাইরীয়ামে আশ্রয় নেওয়ার দ্বিতীয় খবর পেঁছাল এবং আইওনীয় যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় তারা এত হতাশ হয়ে পড়ল যে নিজেদের দেশ থেকে জাহাজ পাঠাবার পরিকল্পনা বাতিল করে দিল এবং ইতিমধ্যেই যেগুলি প্রেরিত হয়েছিল এমনকি তার মধ্য থেকেও কিছু জাহাজকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছা করল।

তা দেখে আল্কিবিয়াডিস আবার এণ্ডিয়াস ও অন্যান্য এফোরদের অভিযানটি চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং বললেন যে, নৌবহরের বিপর্যয়ের খবর চিওসীয়দের কাছে পেঁছনোর আগেই তাঁরা চিওসে পেঁছতে পারবেন। তিনি আইওনিয়াতে পেঁছিয়ে এথেনীয়দের দুর্বলতা সম্পর্কে তাদের অবহিত ও আশ্বস্ত করে সহজেই নগরগুলিকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন—তারা নিঃসংশয়ে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে। এছাড়া তিনি নিজে গোপনে এণ্ডিয়াসকে বললেন যে, আইওনিয়াতে বিদ্রোহ সংগঠন এবং পারসিক রাজার সাথে স্পার্টার মৈত্রী সংঘটনের কৃতিত্ব রাজা এজিসকে না দিয়ে (মনে রাখতে হবে যে এজিস ছিলেন আল্কিবিয়াডিসের শত্রু) তিনি যদি গ্রহণ করতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে তা খুব গৌরবজনক হবে। এইভাবে এণ্ডিয়াস ও তাঁর সহকর্মিগণ প্ররোচিত হলেন, তিনি পাঁচটি জাহাজ ও স্পার্টীয় চালসিডিউসকে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন।

ইতিমধ্যে সিসিলিতে যুদ্ধের সময়ে গিলিপ্পাসের সঙ্গে যে ষোলটি পেলোপনেসীয় জাহাজ ছিল সেগুলি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে। লিউকেডিয়ার অদূরে এগুলির সাথে সাতাশটি এথেনীয় জাহাজের সাক্ষাৎ হয়। এথেনীয় জাহাজগুলির নেতৃত্বে ছিল মেনিপ্পাসের পুত্র হিপ্পোক্লিসের ওপর এবং এই জাহাজগুলো সিসিলি প্রত্যাগত জাহাজগুলির ওপর নজর রাখছিল। একটি জাহাজ হারিয়ে পেলোপনেসীয়গণ বাকিগুলোকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল এবং করিন্থে পেঁছাল।

আল্কিবিয়াডিস ও চালসিডিউস তাঁদের অভিযানের গোপনতা বজায় রাখবার জন্য পথে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হল তাদের সকলকে আটক করে সঙ্গে নিয়ে চললেন। অতঃপর মূল ভূখণ্ডের যেখানে তাঁরা প্রথম থামলেন সেই কারিকাসে তাদের ছেড়ে দিলেন। এখানে তাঁদের সাথে কয়েকজন চিওসীয় সংবাদদাতা সাক্ষাৎ করল। চিওসীয়রা তাঁদের অনুরোধ করল তাঁরা যেন নিজেদের আগমনবার্তা না জানিয়ে সোজা নগরে পেঁছান। সুতরাং তাঁরা হঠাৎ চিওসে পেঁছলেন। অধিকাংশ লোক বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণ এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে সেই সময়ে পরিষদের অধিবেশন বসে। সভায় চালসিডিউস এবং আল্কিবিয়াডিস বললেন যে আরও অনেক জাহাজ আসছে, কিন্তু স্পাইরীয়ামে যে একত্র নৌবহর অবরুদ্ধ হয়ে আছে সে বিষয়ে কিছুই বললেন না। সুতরাং চিওসীয়রা অবিলম্বে এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল, ইরিন্থীগণ তৎক্ষণাৎ তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। এরপর তিনটি জাহাজ ক্লাজোমেনীতে গিয়ে সেই নগরটিকেও বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করল। ক্লাজোমেনীয়গণ তৎক্ষণাৎ মূল ভূখণ্ডে এসে পোলিক্লাকে সুরক্ষিত করল যাতে প্রয়োজন হলে তারা নিজেদের দ্বীপ হতে এখানে চলে আসতে পারে।

বিদ্রোহী অঞ্চলগুলো যখন প্রাচীর নির্মাণ ও যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত ছিল তখন চিওসের খবর দ্রুত এথেন্সে পৌঁছাল। এথেনীয়গণ মনে করল তারা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা অতি সুস্পষ্ট ও ভীষণ এবং দলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মিত্রের সঙ্ঘত্যাগের পরে বাকিরা নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট থাকবে না। সমগ্র যুদ্ধকালে যে সংরক্ষিত এক হাজার ট্যালেণ্টের ব্যবহার তারা করেনি এবং যেগুলো ব্যবহারের প্রস্তাব আনয়ন বা তা জনমতে পেশ করা ছিল যে কোন লোকের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ এখন আতঙ্কের মুহূর্তে সেই নিষেধাজ্ঞাও তারা প্রত্যাহার করল। ভোটে স্থির হল এই অর্থসাহায্যে তারা বহুসংখ্যক জাহাজ সুসজ্জিত করবে। তাছাড়া তারা ডিওটিমাসের পুত্র স্ট্রম্বিকাইডিসের নেতৃত্বে আটটি জাহাজ পাঠাবার সংকল্প করল। এই জাহাজ আটটি স্পাইরীয়ামের অবরোধকারী নৌবহরের অংশ, এবং অবরোধ ভঙ্গ করে চালসিডিউসের জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাগমন করে। শীঘ্রই আরও বারোটি জাহাজ থ্র্যাসিক্লিসের নেতৃত্বে পাঠানো হবে, এই জাহাজগুলোও অবরোধ হতে সংগৃহীত হবে। সাতটি চিওসীয় জাহাজও স্পাইরীয়ামে অবরোধকার্যে নিযুক্ত ছিল। এই জাহাজগুলোকে তারা ফিরিয়ে আনল, জাহাজের ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিল এবং স্বাধীন নাগরিকদের আটক করে রাখল। তারপর দ্রুত নতুন দশটি জাহাজ সুসজ্জিত করে প্রত্যাহৃত জাহাজগুলোর স্থানে পেলোপনেসীয়দের অবরোধ করবার জন্য পাঠাল। তাছাড়া আরও ত্রিশটি জাহাজ প্রস্তুত করবার সঙ্কল্প করল। উৎসাহের কোন অভাব ছিল না এবং চিওস উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টাই তারা বাকি রাখল না।

ইতিমধ্যে স্ট্রম্বিকাইডিস তাঁর আটটি জাহাজ নিয়ে স্যামসে পৌঁছালেন এবং একটি স্যামীয় জাহাজ নিয়ে টেওসে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের সতর্ক করে দিলেন তারা যেন কোনরকম বিশৃঙ্খলা না করে। চালসিডিউসও চিওস থেকে তেইশটি জাহাজ নিয়ে টেওসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। ক্লাজোমেনিয়

এবং ইরিথ্রীয়দের স্থলবাহিনীও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য উপকূল বরাবর অগ্রসর হচ্ছিল। সময়মত এই সংবাদ জানতে পেরে তাঁদের পৌঁছাবার আগেই স্ট্রম্বিকাইডিস টেওস ত্যাগ করলেন এবং সমুদ্র থেকেই চিওস হতে আগত জাহাজের সংখ্যা দেখে স্যামসের দিকে পালিয়ে গেলেন। শত্রুও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। টেওসীয়গণ প্রথমে স্থলবাহিনীকে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত ছিল না, কিন্তু এথেনীয়দের পলায়ন করতে দেখে তাদের নগরে প্রবেশ করতে দিল। তারা কিছুক্ষণ পশ্চাদ্ধাবনরত চালসিডিউসের ফিরে আসার অপেক্ষা করছিল কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষার পরও তাঁদের না দেখে তাঁরা নিজেরাই টেওস নগরের স্থলের দিকে এথেনীয়দের নির্মিত প্রাচীর ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করল। টিসাফার্নেসের একজন সেনাধ্যক্ষ স্ট্যাজেসের নেতৃত্বে একটি ছোট দেশীয় বাহিনীও তাদের সাহায্য করেছিল।

চালসিডিউস ও আল্কিবিয়াডিস স্যামস পর্যন্ত স্ট্রম্বিকাইডিসকে পশ্চাদ্ধাবন করবার পর পেলোপন্নিস হতে জাহাজগুলোর নাবিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করে চিওসে তাদের রেখে দিয়ে চিওস থেকে নতুন লোক নিয়ে তাদের স্থান পূর্ণ করলেন এবং আরও কুড়িটি জাহাজ সুসজ্জিত করে মাইলেটাসকে বিদ্রোহী করবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আল্কিবিয়াডিসের সঙ্গে সাইলেটাসের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল পেলোপন্নিস থেকে জাহাজ এসে পৌঁছাবার আগেই নগরটিকে বিদ্রোহী করে তুলবেন এবং এইভাবে চিওসের শক্তিও চালসিডিউসের সাহায্যে যতগুলো সম্ভব নগরকে বিদ্রোহী করে তুলে চিওসের জন্য, নিজের এবং চালসিডিউসের জন্য গৌরব অর্জন করবেন ; শুধু তাই নয় যে এণ্ডিয়াস তাঁদের সংবাদ পাঠিয়েছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনিও গৌরবের ভাগী হবেন। যাত্রার প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা শত্রুর দৃষ্টির বাইরে ছিলেন, স্ট্রম্বিকাইডিস ও থ্র্যাসিক্লিসের কিছু আগে (থ্র্যাসিক্লিস পরে বারটি জাহাজ নিয়ে এথেন্স হতে এসে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্য স্ট্রম্বিকাইডিসের সাথে যোগ দিয়েছিলেন) তাঁরা পৌঁছলেন এবং মাইলেটাসের বিদ্রোহ ঘটালেন। এথেনীয়গণ ঠিক তাঁদের পিছু-পিছু উনিশটি জাহাজ নিয়ে এসে দেখল যে মাইলেটাসের দরজা তাদের জন্য বন্ধ, সুতরাং তারা সন্নিকটস্থ লেড্ দ্বীপে ঘাঁটি স্থাপন করল। মাইলেশীয়দের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই স্পার্টীয়দের সাথে পারসিক রাজার প্রথম মৈত্রী-চুক্তিটি হল। নিম্নলিখিত শর্তে টিসাফার্নেস ও চালসিডিউসের মধ্যে চুক্তি হল :—

"স্পার্টা ও তার মিত্রগণ রাজা এবং টিসাফার্নেসের সাথে নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি করছে।

১। যেসব দেশ বা নগর এখন রাজার অধিকারে আছে বা অতীতে রাজার

পূর্বপুরুষদের হাতে ছিল সেগুলো রাজার। এইসব নগর থেকে যে অর্থ বা অন্যান্য জিনিস এথেনীয়গণ পাচ্ছে সেসব যাতে এথেনীয়গণ পেতে না পারে সেজন্য রাজা, স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ একত্রে এথেনীয়গণকে বাধা দেবে।

২। রাজা, স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ সম্মিলিতভাবে এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে এবং একদিকে রাজা ও অন্যদিকে স্পার্টা এবং তার মিত্রগণ, এই দু'পক্ষের সম্মতি ব্যতীত এথেনীয়দের সাথে শান্তিস্থাপন করা হবে বে-আইনী।

৩। রাজার অধীনস্থ কেউ বিদ্রোহী হলে তাকে স্পার্টা ও তার মিত্রগণ শত্রু বলে গণ্য করবে। আবার, স্পার্টা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহী হলে সে রাজার শত্রু বলে বিবেচিত হবে।

এই ছিল মৈত্রীর শর্ত। এর পরেই চিওসীয়গণ দশটি জাহাজ প্রস্তুত করে অ্যানাইয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, উদ্দেশ্য—মাইলেটাসে যারা আছে তাদের খবর নেয়া এবং নগরগুলিকে বিদ্রোহী করে তোলা। কিন্তু চালসিডিউসের তরফ থেকে তাদের কাছে খবর এল যে তারা যেন প্রত্যাবর্তন করে এবং অ্যামোরজেস এক বাহিনী নিয়ে স্থলপথে এসে পৌঁছাবেন। সুতরাং চিওসীয়রা তখন জিউসের মন্দিরে গমন করল, কিন্তু সেখানে আরও দশটি জাহাজকে আসতে দেখে (এই জাহাজগুলি নিয়ে ডিওমেডন এথেন্স থেকে থ্রাসিক্লিসের পরে যাত্রা করেছিলেন) পালিয়ে গেল, একটি গেল এফেমুসে, বাকিরা গেল টেওসে। এথেনীয়গণ তাদের খালি চারটি জাহাজ দখল করল, জাহাজের লোকেরা উপকূলে উঠে পলায়ন করল ; বাকিরা টেওস নগরে আশ্রয় নিল। তারপর এথেনীয়গণ স্যামসে চলে গেল, এদিকে চিওসীয়গণ বাকি জাহাজগুলি নিয়ে যাত্রা করল, স্থলবাহিনীও তাদের অনুগমন করল এবং প্রথমে লেবেডোস ও পরে এরীকে বিদ্রোহী করে তুলল। তারপর তারা সকলে নৌবহর ও স্থল-সৈন্য নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

যে কুড়িটি পেলোপনেসীয় জাহাজ তাড়া খেয়ে স্পাইরীয়ামে গিয়েছিল এবং সমসংখ্যক এথেনীয় জাহাজের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল তারা হঠাৎ আক্রমণ করে অবরোধকারী নৌবহরকে পরাজিত করে চারটি জাহাজ অধিকার করল। তারপর সেনক্রিয়ীতে গিয়ে আবার চিওস ও আইওনিয়া যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগল। এখানে অ্যাস্টিওকাস এসে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে তাদের সাথে যোগ দিলেন, স্পার্টা থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। স্থলবাহিনী এখন টেওস পরিত্যাগ করাতে টিসাফার্নেস এখন নিজে একটা বাহিনী নিয়ে সেখানে গেলেন এবং প্রাচীরের বাকী অংশটুকু ভেঙ্গে

ফেললেন ও প্রস্থান করলেন। তাঁর প্রস্থানের অল্প পরেই ডিওমেডন দশটি এথেনীয় জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর একটা চুক্তি অনুসারে টেওসবাসিগণ শত্রুদের মত তাদেরও নগরে প্রবেশ করতে দিল, তারপর উপকূল বরাবর এরীতে গেলেন, তারপর নগরটি আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাগমন করলেন।

প্রায় এই সময়ে স্যামসে অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ করে, জনগণের সাথে সহযোগিতা করে কিছু এথেনীয়, তারা তিনটি জাহাজসহ সেখানে উপস্থিত ছিল। স্যামসের জনগণ মোট প্রায় দু'শ' অভিজাতকে মৃত্যুদণ্ড দিল এবং আরও চারশ' জনকে নির্বাসিত করল। তারপর নিজেরা তাদের জমি ও বাড়ি অধিকার করল। তারপর এথেনীয়গণ তাদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করল। এরপর জনগণ নগরটির শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করল, জমিদার-শ্রেণীকে এ ব্যাপারে কোন অংশ দেওয়া হল না। স্থির হল অভিজাত শ্রেণীর সাথে জনগণ কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করবে না।

চিওসীয়দের উৎসাহে তখনও ভাঁটা পড়েনি। তারা দেখেছিল পেলোপনেসীয় সাহায্য ছাড়াই নগরগুলোকে বিদ্রোহী করে তুলবার মত ক্ষমতা তাদের আছে এবং নিজেরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে যথাসম্ভব বেশি নগরকে তার অংশীদার করবার আগ্রহ তাদের ছিল। সুতরাং তারা নিজেরা এই গ্রীষ্মেই তেরটি জাহাজ নিয়ে লেসবসে অভিযান করল। কারণ স্পার্টা থেকে নির্দেশ এসেছিল যেন পরবর্তী অভিযান হয় লেসবসে, তারপর হেলেসপণ্টে। যে পেলোপনেসীয় স্থলবাহিনীটি চিওসীয়দের সঙ্গে ছিল তারা ও সেখানে অন্য যেসব মিত্রদেশীয় সৈন্যবাহিনী ছিল তারা স্পার্টার ইউয়ালাসের নেতৃত্বে উপকূল বরাবর ক্লাজেমেনী ও কুমা অভিমুখে অগ্রসর হল। এদিকে জনৈক পেরিওকি ডিনিয়াডাসের নেতৃত্বে নৌবহরটি প্রথমে গেল মেথিম্নাতে এবং সেখানে বিদ্রোহ সংঘটিত করে চারটি জাহাজ রেখে বাকিগুলি নিয়ে মিটিলিনির বিদ্রোহ সংঘটিত করল।

ইতিমধ্যে স্পার্টার নৌ-অধ্যক্ষ অ্যাস্টিওকাস তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী চারটি জাহাজ নিয়ে সেনক্রিয়ী থেকে যাত্রা করে চিওসে পৌঁছলেন। তাঁর পৌঁছানর তৃতীয় দিনে ডিওমেডন ও লিওনের নেতৃত্বে পঁচিশটি এথেনীয় জাহাজ লেসবসে পৌঁছল (লিওন সম্প্রতি এথেন্স থেকে দশটি জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন)। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় অ্যাস্টিওকাস একটি চিওসের জাহাজ সঙ্গে নিয়ে লেসবসের উদ্দেশ্যে গমন করলেন, যাতে তিনি তাদের সাধ্যমত

সাহায্য করতে পারেন। পিরহাতে পৌঁছে সেখান থেকে পরদিন গেলেন এরেসুস সেখানে বিনা বাধায় এথেনীয়গণ দ্বারা মিটিলিনি অধিকারের সংবাদ পেলেন। এথেনীয়গণ হঠাৎ বন্দরে প্রবেশ করে চিওসের জাহাজগুলো পরাজিত করে এবং বাধাদানে আগত সৈন্যদের পরাজিত করে নগরটির প্রভু হয়ে বসে। ইউবুলাসের নেতৃত্বে যে চিওসীয় জাহাজগুলো মেথিম্নাতে ছিল এবং মিটিলিনি অধিকারের পর পলায়ন করেছিল তাদের কাছে ও এরেসুসবাসীর কাছে তিনি এই সংবাদ শুনলেন। পলায়নপর জাহাজগুলোর একটি এথেনীয়দের দ্বারা ধৃত হয়েছিল, বাকি তিনটির সাথে অ্যাস্টিওকাসের দেখা হয়ে গেল। অ্যাস্টিওকাস এখন আর মিটিলিনি গেলেন না, বরং এরেসুসকে বিদ্রোহী ও সশস্ত্র করে তুলে নিজের জাহাজের হপ্লাইটগণকে এটেওনিকাসের নেতৃত্বে স্থলপথে অ্যান্টিসা ও মেথিম্না অভিমুখে প্রেরণ করলেন, এদিকে নিজের জাহাজগুলো ও তিনটি চিওসীয় জাহাজ নিয়ে তিনি নিজেও উপকূল বরাবর সেদিকে চললেন, কারণ তাঁর আশা ছিল তাঁদের দেখে মেথিম্নীয়গণ বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত বোধ করবে। কিন্তু লেসবসের সব কিছুই তাঁদের প্রতিকূল থাকায় তিনি সৈন্যদের জাহাজে তুলে চিওসে ফিরে গেলেন। জাহাজের যে স্থলবাহিনীর হেলেসপণ্টে যাওয়া স্থির ছিল তাদের নিজ নিজ নগরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর সেনক্রিয়ীর মিত্রপক্ষীয় পেলোপনেসীয় জাহাজগুলির মধ্য থেকে ছয়টি জাহাজ এসে চিওসের বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করল। এথেনীয়গণ লেসবসে আগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সেখান থেকে যাত্রা করে পেলিক্লা দখল করল, মূল ভূখণ্ডের এই স্থানটি ক্লাজোমেনীয়গণ সুরক্ষিত রেখেছিল। অতঃপর বিদ্রোহের উদ্যোক্তাগণ ব্যতীত অপর সকলকে তারা তাদের দ্বীপস্থিত নগরে প্রেরণ করল। বিদ্রোহীরা ডফনাসে গমন করল। এইভাবে ক্লাজোমেনী আবার এথেনীয়দের পক্ষভুক্ত হয়ে গেল।

যে কুড়িটি এথেনীয় জাহাজ লেড্ থেকে মাইলেটাস অবরোধ করেছিল এই গ্রীষ্মে সেই জাহাজের এথেনীয়গণ মাইলেসিয়া অঞ্চলের প্যানোরমাসে অবতরণ করল এবং স্পার্টার সেনাধ্যক্ষ চালসিডিউসকে হত্যা করল। কয়েকজনকে নিয়ে তিনি এথেনীয়দের বাধাদানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারপর এথেনীয়গণ তৃতীয় দিনে আবার প্রত্যাগমন করল এবং একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল। কিন্তু এথেনীয়গণ দেশটির প্রভু ছিল না বলে মাইলেসীয়গণ সেটি ভেঙে ফেলল। এদিকে লেসবসের এথেনীয় নৌবহরটি চিওসের অদূরবর্তী ঈনুসী দ্বীপপুঞ্জ, ইরিথ্রি অঞ্চলের দুটো এথেনীয় দুর্গ সিডুসা এবং টেলিউসা ও লেসবস থেকে লিওন ও ডিওমেডনের নেতৃত্বে চিওসীয়দের বিরুদ্ধে জাহাজ থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। স্থায়ী তালিকা থেকে সংগৃহীত হপ্লাইটগণকে এই জাহাজে নৌসেনা হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কার্ডামাইলি ও

বোলিসাসে অবতরণ করে তাদের বিরুদ্ধে আগত চিওসীয়দের শুধু তারা পরাজিতই করেনি, প্রচুর ক্ষতিসাধনও করেছিল। চিওসীয়দের দ্বিতীয়বার তারা পরাজিত করে ফানীতে এবং তৃতীয়বার লিউকোনিয়ামে। এরপর চিওসীয়গণ আর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সম্মুখীন হয়নি। এদিকে এথেনীয়গণ নির্বিচারে দেশটিতে ধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য চালাতে লাগল। স্থানটি অতি সমৃদ্ধ ছিল এবং পারসিকযুদ্ধের পর এতদিন সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সত্য কথা বলতে কি আমি যাদের জানি তাদের মধ্যে স্পার্টীয়দের পরে চিওসীয়গণই একমাত্র জাতি যারা সমৃদ্ধির সময়েও সংযমী থাকতে জানে এবং যারা নগরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাপত্তাও অধিকতর সুদৃঢ় করেছে। এই বিদ্রোহটিকে হয়ত হঠকারিতাজনিত ভুল মনে হতে পারে, কিন্তু বিপদের অংশীদার হবার জন্য বহুসংখ্যক সাহসী মিত্রকে পাশে না পাওয়া পর্যন্ত এবং সিসিলির বিপর্যয়ের পর নিজেদের চরম দুরবস্থার কথা এথেনীয়দের পক্ষেও অস্বীকার সম্ভব নয় দেখে তবে তারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে। পার্থিব হিসাব-নিকাশকে ব্যর্থ করে দেয় এমন কোন অনিশ্চয়তার দ্বারা তারা যদি প্রতারিত হয়ে থাকে তবে অন্তত এইটুকু বলা চলে যে এথেনীয় শক্তির দ্রুত পতনের কথা শুধু তারা বিশ্বাস করেনি আরো অনেকে করেছিল। যখন সমুদ্রপথে তারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে স্থলে তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে তখন কিছু নাগরিক নগরটিকে এথেনীয়দের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কর্তৃপক্ষ একথা জেনেও নিজেরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। তাঁরা ইরিথ্রি থেকে নৌঅধ্যক্ষ অ্যাস্টিওকাসকে নিয়ে আসলেন সঙ্গে চারটি জাহাজও আসল। তারপর আলোচনা করতে লাগলেন কিভাবে খুব নির্বিঘ্নে, প্রতিভূ গ্রহণ বা অন কোন উপায়ে, তাঁরা এই ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারেন।

চিওসীয়গণ যখন এইভাবে ব্যস্ত ছিল তখন গ্রীষ্মের শেষে এথেন্স থেকে এক হাজার এথেনীয়, পনেরোশত আর্গসীয় (এর মধ্যে পাঁচশত ছিল হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য, এথেনীয়গণ তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল) ও মিত্রপক্ষের এক হাজার হপ্‌লাইট আটচল্লিশটি জাহাজে করে আসল (এই জাহাজগুলো মধ্যে কয়েকটি ছিল পরিবহন জাহাজ)। বাহিনীটির নেতা ছিলেন ফ্রিনিকাস, ওনোমেক্লিস ও স্কিরোনাইডিস। প্রথমে স্যামসে এসে পরে তাঁরা মাইলেটাসে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। এতে মাইলেসীয়রা নিজেদের আটশ হপ্‌লাইট, চালসিডিউসের সঙ্গে আগত পেলোপনেসীয় সৈন্য ও টিসাফার্ণেসের কিছু বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্য নিয়ে এথেনীয়গণ ও তাদের মিত্রদের বাধা দিতে অগ্রসর হল। এই বাহিনীতে টিসাফার্নেস নিজে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বাধাদানে আগত বাহিনীটি ছিল আইওনীয়। সুতরাং

তারা তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না এইরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আর্গসীয় পার্শ্বটি অন্য সকলের চেয়ে অবহেলাভরে এগিয়ে গিয়ে দ্রুত আক্রমণ করল এবং মাইলেসীয়দের নিকট পরাজিত হল। নিহত হল প্রায় ৩০০। এথেনীয়গণ প্রথমে পেলোপনেসীয়দের পরাজিত করল তারপর সম্মুখবর্তী অগ্রীক ও অন্যান্য সৈন্যদের বিতাড়িত করল। মাইলেসীয়গণের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়নি। আর্গসীয়গণকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার পর সঙ্গীদের অন্যত্র পরাজিত হতে দেখে মাইলেসীয়গণ নগরে ফিরে গিয়েছিল। সুতরাং এথেনীয়গণ ঠিক মাইলেটাসের প্রাচীরের নিচেই অবস্থান করে বিজয়কে সুদৃঢ় করল। এইভাবে এই যুদ্ধে দুইপার্শ্বে আইওনীয়গণ ডোরীয়দের উপর সাফল্য অর্জন করেছিল। এথেনীয়গণ পরাজিত করেছিল পেলোপনেসীয়দের, মাইলেসীয়গণ করেছিল আর্গসীয়দের। একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করে এথেনীয়গণ যোজকের উপর অবস্থিত এই স্থানটির চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করল। তাদের আশা হয়েছিল যে মাইলেটাস জয় করতে পারলে অন্য নগরগুলোকে সহজে পদানত করতে পারা যাবে।

ইতিমধ্যে প্রায় সন্ধ্যার সময় তারা জানতে পারল পেলোপন্নিস ও সিসিলি থেকে পঞ্চান্নটি জাহাজ শীঘ্রই এসে পৌঁছাবে। এর মধ্যে বাইশটি জাহাজ এসেছিল সিসিলি থেকে, দুটো সেলিনাসের, কুড়িটি সাইরাকিউসের, এথেনীয় শক্তির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবার প্রচেষ্টায় যোগদান করবার জন্য সাইরাকিউসের হার্মোক্রেটিস বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে পেলোপন্নিসে যে জাহাজগুলি সজ্জিত হচ্ছিল সেগুলো এখন প্রস্তুত। স্পার্টার থেরিমেনেসের হাতে দায়িত্ব পড়ল দুটো নৌবহরকেই নৌঅধ্যক্ষ অ্যাস্টিওকাসের নিকট নিয়ে যাবার। তারা প্রথমে মাইলেটাসের অদূরবর্তী লেবস দ্বীপে গেল, তারপর এথেনীয়গণ নগরের সম্মুখে আছে জানতে পেরে মাইলেটাসের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য ইয়াসীয় উপসাগরে গেল। ইতিমধ্যে আল্কিবিয়াডিস অশ্বপৃষ্ঠে মাইলেসীয় অঞ্চলের টেইকিউসাতে আসলেন, উপসাগরের এই স্থানটিতে তারা রাত্রে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের যুদ্ধটির কথা বললেন, যেখানে তিনি নিজে টিসাফার্নেস ও মাইলেসীয়দের পাশে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের পরামর্শ দিলেন যে যদি তারা আইওনিয়া হারাতে না চায়, নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে না চায়, তবে যেন দ্রুত মাইলেটাসের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং তারা অবরুদ্ধ হওয়া প্রতিরোধ করে।

সুতরাং পরদিন প্রাতে তারা মাইলেটাসের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া স্থির করল। ইতিমধ্যে এথেনীয় সেনাধ্যক্ষ ফ্রিনিকাস লেরস থেকে নৌবহরটি সম্পর্কে সঠিক খবর পেয়েছিলেন এবং যখন তাঁর সহকর্মীরা সমুদ্র থেকে এই নৌবহরকে

পরাজিত করে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন তিনি স্পষ্টভাষায় বললেন যে তিনি নিজে ত থাকবেন না, এবং অন্য কেউ যাতে না থাকেন সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। যখন তাঁরা সুস্থিরভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ও নৌবহরের সঠিকসংখ্যা জেনে পরে যুদ্ধ করতে পারবেন তখন তিনি অপমানের ভয়ে কখনোই অযৌক্তিক ঝুঁকি নেবেন না। প্রয়োজন হলে পশ্চাদপসরণ করা এথেনীয় নৌবহরের পক্ষে কিছুমাত্র অবমাননাকর নয়, পরাজিত হওয়া আরও বেশী অবমাননাকর এবং রাষ্ট্রকে শুধু অমর্যাদা নয় চরম বিপদের মুখে চালনা করা আরো লজ্জাকর। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর অতি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে স্বেচ্ছায় আক্রমণাত্মক পন্থতি অবলম্বন করা কোনমতে উচিত নয়, বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার নীতি আরও অনুচিত। আহতদের, অন্যান্য সৈন্যদের এবং সঙ্গে আনীত সব সরঞ্জাম জাহাজে তুলে এবং শত্রুদের দেশ হতে সংগৃহীত দ্রব্যাদি জাহাজের ভার লাঘব করবার জন্য ফেলে রেখে তিনি তাঁদের স্যামস অভিমুখে অগ্রসর হতে বললেন। তারপর সেখানে সব জাহাজকে একত্রিত করে সুযোগমত আক্রমণ করতে হবে। তিনি তাঁর সংকল্প অনুযায়ী কাজ করলেন। এইভাবে ফ্রিনিকাস যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন তার মূল্য পরবর্তিকালে আরও বেশি অনুভূত হয়েছিল এবং শুধু এইক্ষেত্রে নয় অন্যত্র যেখানে তাঁর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সেখানে তিনি এর পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং জয় অসমাপ্ত রেখে সেইদিন সন্ধ্যায় এথেনীয়গণ মাইলেটাস থেকে যাত্রা করল এবং পরাজিত আর্গসীয়গণ অপমানে তৎক্ষণাৎ স্যামস থেকে গৃহে যাত্রা করল।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে পেলোপনেসীয়গণ টেইকিউসা ত্যাগ করল এবং মাইলেটাসে যখন পৌঁছল তখন এথেনীয়গণ চলে গেছে। তারা একদিন সেখানে অবস্থান করে চালসিডিউসের সঙ্গে যে চিওসীয় জাহাজগুলি বন্দরে প্রবেশ করেছিল পরদিন সেগুলি সঙ্গে নিয়ে টেইকিউসা উপকূলস্থিত যন্ত্রাদির জন্য সেখানে ফিরে যাওয়া মনস্থ করল। সেখানে তারা পৌঁছালে টিসাফার্নেস তাঁর স্থলবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাদের ইয়ামাসে যেতে বললেন, সেটি তাঁর শত্রু অ্যামোরজেসের অধিকারে ছিল। সুতরাং তারা হঠাৎ আক্রমণ করে ইয়ামাস অধিকার করল, সেখানকার অধিবাসীরা অনুমানও করেনি যে জাহজগুলো এথেনীয়দের ছাড়া অপর কারও হতে পারে। এই যুদ্ধে সাইরাকিউজবাসীরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। পিসুথনেসের অবৈধ পুত্র ও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অ্যামোরজেস ধৃত হলেন এবং রাজার আদেশ অনুসারে তিনি যদি তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে চান সেজন্য জীবিত

অবস্থায় তাঁকে টিসাফার্নেসের হাতে সমর্পণ করা হল। সৈন্যদল ইয়ামাসে লুণ্ঠনকার্য চালাল, লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ হল প্রচুর, বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্থানটি ছিল সমৃদ্ধ। অ্যামোরজেসের বাহিনীর ভাড়াটিয়া সৈন্যদের পেলোপনেসীয়রা নিজেদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করল এবং তারা অধিকাংশই পেলোপন্নিস থেকে এসেছিল বলে কোন ক্ষতি করল না। মাথাপিছু এক ডোরিক স্ট্যাটারের স্বীকৃত মূল্যের বিনিময়ে সব বন্দিসহ (নাগরিক অথবা ক্রীতদাস) নগরটিকে টিসাফার্নেসের হাতে সমর্পণ করে তারা মাইলেটাসে ফিরে গেল। লিওনের পুত্র পেডারিটাসকে স্পার্টীয়গণ চিওসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিল। অ্যামোরজেসের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের তারা তাঁর সঙ্গে ইরিথ্রী পর্যন্ত স্থলপথে পাঠাল, মাইলেটাসে তারা ফিলিপকে শাসক নিযুক্ত করল।

গ্রীষ্মকাল অতিক্রান্ত হল। শীতকালে টিসাফার্নেস ইয়ামাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করলেন এবং তারপর মাইলেটাসে গিয়ে স্পার্টাতে প্রদত্ত প্রতি-শ্রুতি অনুযায়ী সব জাহাজের এক মাসের বেতন মিটিয়ে দিলেন, নির্ধারিত মূল্য হল প্রতিটি মানুষপিছু দৈনিক এক অ্যাটিক ড্রাকমা। অবশ্য তিনি স্থির করলেন যে রাজার সঙ্গে পরামর্শ না করে ভবিষ্যতে তিনি তিন ওবোলের বেশি দেবেন না এবং যদি রাজা আদেশ দেন তবে পুরো এক ড্রাকমা দেবেন। কিন্তু সাইরাকিউসের সেনাধ্যক্ষ হার্মোক্রেটিসের প্রতিবাদে (কারণ থেরিমেনেস নৌ-অধ্যক্ষ ছিলেন না, তিনি শুধু জাহাজগুলিকে অ্যাস্টিওকাসকে সমর্পণ করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং তিনি বেতনের ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করলেন না) স্থির হল যে মাথাপছু দৈনিক তিন ওবোল ছাড়াও পাঁচটি জাহাজের বেতনের অর্থ তিনি দেবেন। টিসাফার্নেস পঞ্চান্নটি জাহাজের জন্য এক মাসে ত্রিশ ট্যালেণ্ট দিলেন এবং এই জাহাজগুলো ছাড়াও বাকি যে জাহাজগুলো ছিল তাদেরও সমান হারে বেতন দিলেন।

ইতিমধ্যে চারমিনাস, স্ট্রম্বিকাইডিস ও ইউক্টেমনের নেতৃত্বে আরও পঁয়ত্রিশটি জাহাজ স্যামসের এথেনীয়দের সাথে যোগ দিয়েছিল। তারপর স্যামসের এথেনীয়গণ এই শীতেই চিওসের নৌবহর ও বাকি সব জাহাজকে একত্রিত করল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নৌবহর দিয়ে মাইলেটাস অবরোধ করবে এবং চিওসে একটি নৌবহর ও সামরিক বাহিনী পাঠাবে। দুটি স্থানে যুদ্ধ করবার জন্য লটারীর মাধ্যমে কাজ ভাগ করা হল। স্ট্রম্বিকাইডিস, ওনামেক্লিস ও ইউক্টেমনের ভাগে পড়ল চিওস। তাঁরা সঙ্গে নিলেন ত্রিশটি জাহাজ, তাছাড়া মাইলেটাসে যে এক হাজার হপ্‌লাইট ছিল তার একটি

অংশও পরিবহণ জাহাজে করে নিলেন। বাকিরা চুয়াত্তরটি জাহাজে স্যামসে সমুদ্রের ওপর আধিপত্য বজায় রেখে মাইলেটাসের দিকে অগ্রসর হল।*

এদিকে অ্যাস্টিওকাস তখন চিওসে প্রতিভূ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু থেরিমেনেসের নৌবহর এসে পেঁাছেছে এবং সঙ্ঘের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে খবর পেয়ে তিনি একাজ বন্ধ করে দশটি পেলোপনেসীয় জাহাজ ও দশটি চিওসীয় জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন। টেলিয়ামে একটি ব্যর্থ আক্রমণের পর উপকূল বরাবর ক্লাজোমেনীতে গমন করলেন এবং এথেনীয় সমর্থক দলটিকে তিনি ভিতরে ডফনসে গিয়ে পেলোপনেসীয়দের সাথে যোগদান করতে বললেন। আইওনিয়াতে পারসিক রাজার কর্মচারী ট্যামসও এই আদেশ দিলেন। এই আদেশ অমান্য হলে অ্যাস্টিওকাস প্রচীরবিহীন এই নগরটি আক্রমণ করলেন। কিন্তু এটা দখলে তিনি ব্যর্থ হলেন এবং নিজে প্রবল বাত্যাতাড়িত হয়ে ফোকীয়া ও কুমাতে আশ্রয় নিলেন, বাকি জাহাজ-গুলো ক্লাজোমেনীর অদূরে ম্যারাথুসা, পেলি ও ড্রিমুসা দ্বীপে আশ্রয় নিল। ঝড়ের জন্য সেখানে তারা আটদিন অবস্থান করল এবং সেখানে ক্লাজো-মেনীয়দের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করে ও লুণ্ঠন করে জাহাজে তুলে অ্যাস্টিও-কাসের সাথে মিলিত হবার জন্য ফোকীয়া ও কুমাতে গেল।

যখন তিনি সেখানে ছিলেন, তখন বিদ্রোহের ইচ্ছা প্রকাশ করে লেসবীয়দের পক্ষের প্রতিনিধিগণ এসে পেঁাছাল। অ্যাস্টিওকাসকে তারা স্বমতে আনতে সক্ষম হল, কিন্তু পূর্বতন ব্যর্থতার জন্য করিন্থীয়গণ ও অন্যান্য মিত্রগণ কোন উৎসাহ দেখাল না। সেজন্য তিনি চিওসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জাহাজগুলো ঝড়ের দাপটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে তাঁরা বিভিন্ন দিক দিয়ে শেষ পর্যন্ত চিওসে পেঁাছলেন। মাইলেটাস থেকে স্থলপথে উপকূল বরাবর অগ্রসরমান পেডারিটাস এর পর ইরিথ্রী পেঁাছলেন এবং সেখান থেকে সৈন্যসহ সমুদ্র পার হয়ে চিওসে গমন করলেন। চালসিডিউস পাঁচটি জাহাজ থেকে যে প্রায় পাঁচশ' জন সশস্ত্র সৈন্য রেখে গিয়েছিলেন তাদেরও তিনি এখানে দেখলেন। ইতিমধ্যে কিছু লেসবীয় বিদ্রোহের কথা জানালে অ্যাস্টিওকাস পেডারিটাস ও চিওসীয়দের বললেন তাঁদের উচিত জাহাজ নিয়ে লেসবসের বিদ্রোহটি সংঘটিত করে মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাঁরা যদি সফল নাও হন অন্তত এথেনীয়দের কিছু ক্ষতিসাধন করা যাবে। চিওসীয়গণ এ কথায় কর্ণপাত করল না এবং অ্যাস্টিওকাসকে চিওসের জাহাজগুলো অর্পণ করতে পেডা-রিটাস সোজা অস্বীকার করলেন। অ্যাস্টিওকাস তখন পাঁচটি করিন্থীয়, একটি মেগারীয়, একটি হার্মিওনের এবং তাঁর সাথে ল্যাকোনিয়ার যে জাহাজ-গুলি এসেছিল সেগুলো নিয়েই তিনি নৌ-অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নিতে

মাইলেটাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, যাবার সময় চিওসীয়দের এই বলে সতর্ক করলেন যে, তাদের প্রয়োজনেও তিনি ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করবেন না। ইরিথ্রী অঞ্চলের কোরিকাসের কাছে রাত্রি কাটাবার জন্য অবস্থান করলেন। স্যামস থেকে চিওসের উদ্দেশ্যে গমনরত এথেনীয় বাহিনীটি সেখানে ছিল, তাদের মাঝখানে ছিল একটি পাহাড়, পাহাড়ের দু'দিকে দুই বাহিনী থাকায় কেউ কাউকেই দেখতে পায়নি। কিন্তু রাত্রিতে পেডারিটাসের কাছ থেকে এই মর্মে একখানি চিঠি আসল যে কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত ইরিথ্রীয় বন্দী স্যামস থেকে এসেছে, তারা ইরিথ্রীকে তাঁর হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক। অ্যাস্টিওকাস তৎক্ষণাৎ ইরিথ্রীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সুতরাং এথেনীয়গণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল না। পেডারিটাসও এসে ইরিথ্রীতে তাঁর সাথে মিলিত হলেন এবং ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধানের পরে জানা গেল যে স্যামস থেকে বন্দীদের মুক্তির জন্য সমস্ত গল্পটা সাজানো হয়েছে। তখন তাঁরা অভিযুক্তদের মুক্তি দিলেন, তারপর উভয়েই সে স্থান ত্যাগ করলেন, পিডারিটাস গেলেন চিওসে এবং অ্যাস্টিওকাস তাঁর সংকল্প অনুযায়ী গেলেন মাইলেটাসে।

ইতিমধ্যে কোরিকাস থেকে এথেনীয় বাহিনী যাত্রা করে পথে আর্গিনাসের অদূরে তিনটি চিওসীয় যুদ্ধজাহাজ দেখতে পেয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। একটি প্রবল ঝড় এসে পড়ায় চিওসীয়গণ খুব অসুবিধার মধ্যে বন্দরে আশ্রয় নিল, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনের সময় যে তিনটি এথেনীয় জাহাজ খুব বেশিদূর অগ্রসর হয়েছিল সেগুলো ভগ্ন হয়ে চিওস নগরের অদূরে নিক্ষিপ্ত হল, নাবিকরা হয় নিহত কিংবা বন্দী হল। বাকি এথেনীয় জাহাজগুলো মাউন্ট মিনাসের নীচে ফিনিকাস বন্দরে আশ্রয় নিল এবং পরে সেখান থেকে লেসবসে গিয়ে প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

সেই শীতকালে ডিয়াগোরাসের পুত্র ডোরিয়ুসের নেতৃত্বে দশখানা থুরীয় জাহাজ এবং দু'জন সহকর্মী, একটা ল্যাকোনিয়া এবং একটা সাইরাকিউজের জাহাজ নিয়ে স্পার্টার হিপ্পোক্রেটিস পেলোপন্নিস থেকে রওনা হলেন এবং ক্লিডাসে পৌঁছলেন। টিসাফার্নেসের প্ররোচনায় ইতিমধ্যেই ক্লিডাস বিদ্রোহ করেছিল। তাঁদের আগমনবার্তা মাইলেটাসে পৌঁছলে আদেশ আসল ক্লিডাস পাহারা দেবার জন্য নৌবহরের অর্ধেকটা রেখে বাকিগুলো নিয়ে তাঁরা যেন ট্রিওপিয়াসের চতুর্দিকে জলপথে পাহারা দেন এবং মিশর থেকে আগত সব বাণিজ্য-জাহাজকে আটক করেন। ট্রিওপিয়াস ক্লিডাসের একটি অন্তরীপ এবং অ্যাপোলোর জন্য পবিত্র। এথেনীয়গণ একথা জানতে পেরে স্যামস থেকে যাত্রা করল এবং ট্রিওপিয়াসে পাহারারত ছ'টি জাহাজ দখল করল, নাবিকগণ

অবশ্য পলায়ন করেছিল। এর পর এথেনীয়গণ ক্লিডাসে গিয়ে নগরটির উপর আক্রমণ চালাল। নগরটি প্রাচীরবিহীন ছিল এবং সেটা তারা প্রায় অধিকার করে ফেলল। পরদিন আবার আক্রমণ করল, কিন্তু সাফল্য হল অপেক্ষাকৃত কম। কারণ রাত্রিতে অধিবাসীরা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দৃঢ়তর করে ফেলেছিল। তাছাড়া ট্রিওপিয়াসের জাহাজ থেকে পলাতক নাবিকগণ তাদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। সুতরাং এবার এথেনীয়গণ রণে ভঙ্গ দিল এবং ক্লিডিয়ার অঞ্চলে লুটপাট করে স্যামসে ফিরে গেল।

প্রায় এই সময়েই অ্যাস্টিওকাস মাইলেটাসে নৌবহরের কাছে উপস্থিত হলেন। পেলোপনেসীয় শিবিরে এখনও প্রচুর রসদ ছিল। কারণ তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এনেছিল তা তখনও তাদের হাতে মজুত ছিল। মাইলেসীয়রাও যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করছিল। চালসিডিউস কর্তৃক টিসাফার্নেসের সঙ্গে সম্পাদিত প্রথম চুক্তিটি পেলোপনেসীয়গণ ত্রুটিশূন্য মনে করছিল না, তাদের মনে হয়েছিল চুক্তিটি তাদের তুলনায় টিসাফার্নেসের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক। সেজন্য থেরিমেনেস সেখানে থাকতে থাকতেই তারা আর একটি চুক্তি করল।

সন্ধিটি ছিল নিম্নলিখিত শর্ত সম্বলিতঃ—

স্পার্টা ও তার মিত্রগণ রাজা দারিয়ুস, তাঁর পুত্রগণ ও টিসাফার্নেসের সঙ্গে নিম্নলিখিত শর্তে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছেনঃ

১। স্পার্টা অথবা তার মিত্রগণ রাজা দারিয়ুস অথবা তাঁর পিতার বা পূর্বপুরুষের অধীনস্থ কোন এলাকা বা নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না অথবা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতিসাধন করবে না। স্পার্টা ও তার মিত্রগণ এইসব নগর থেকে কর আদায় করবে না। রাজা দারিয়ুস অথবা তাঁর কোন প্রজাই স্পার্টা বা তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না বা কোনরূপ ক্ষতিসাধন করবে না।

২। স্পার্টা কিংবা তার মিত্রদের যদি রাজার সাহায্যের প্রয়োজন হয় অথবা রাজার যদি স্পার্টা কিংবা তার মিত্রদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে উভয়পক্ষ তাতে সম্মত হবে এবং তা কার্যকর করবার অধিকার তাদের থাকবে।

৩। এথেন্স ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে উভয়েই সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে এবং যদি তারা সন্ধি করে তবে উভয়েই যুগ্মভাবে তা করবে।

৪। রাজার জন্য রাজার এলাকায় প্রেরিত সব সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করবেন রাজা।

৫। রাজার সঙ্গে সম্পাদিত এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন রাষ্ট্র যদি রাজার এলাকা আক্রমণ করে তবে অন্য সকলে তাকে বাধা দেবে এবং সাধ্যমত রাজাকে সাহায্য করবে। কিংবা যদি রাজার এলাকার কেউ অথবা রাজার অধীনস্থ কোন দেশ স্পার্টা কিংবা তার মিত্রদের আক্রমণ করে তবে রাজা তাতে বাধা দেবেন এবং যথাশক্তি তাদের সাহায্য করবেন।

এই চুক্তির পর থেরিমেনেস নৌবহরটিকে অ্যাস্টিওকাসের হাতে সমর্পণ করলেন ও একটি ছোট নৌকা নিয়ে যাত্রা করলেন এবং হারিয়ে গেলেন। এথেনীয় নৌবহর এখন লেসবস থেকে চিওসে এসে উপস্থিত হল এবং জল ও স্থলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ডেলফিনিয়ামকে সুরক্ষিত করতে লাগল, স্থলভূমির দিক থেকে স্বভাবতই সুদৃঢ় ছিল, এখানে একাধিক বন্দর ছিল এবং চিওস নগর থেকে জায়গাটি খুব দূরে ছিল না। চিওসীয়রা কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল। ইতিমধ্যেই তারা বহু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, আবার নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ শুরু হয়েছিল।

টাইডিউসের দলটি অ্যাটিক ভাবাপন্ন হবার অভিযোগে পেডারিটাস কর্তৃক মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হলে নগরের বাকি অধিবাসীদের উপর জোর করে মুখ্যতন্ত্র চাপানো হয়েছিল, ফলে তারা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সুতরাং নিজেদের বা পেডারিটাসের ভাড়াটে সৈন্যদের কাউকে শত্রুর সমকক্ষ বলে মনে করেনি। সুতরাং তারা মাইলেটাসে অ্যাস্টিওকাসের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব পেডারিটাস স্পার্টাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। চিওসে এথেনীয়দের অবস্থা যখন এইরূপ ছিল তখন তাদের স্যামসের নৌবহর মাইলেটাসের শত্রুর বিরুদ্ধে, যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু শেষে তারা দেখল শত্রু তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে না। অতএব তারা সামসে ফিরে গিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটাল।

মেগারীয় ক্যালিজিটাস এবং সাইজেকাসের টিমাগোরাসের প্ররোচনায় স্পার্টীয়গণ ফার্নাবাজাসের জন্য সাতাশটি জাহাজ সজ্জিত করেছিল এবং এই শীতে সেই জাহাজগুলি প্রায় মকর সংক্রান্তির সমকালে পেলোপন্নিস থেকে আইওনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। স্পার্টার অ্যান্টিস্থেনিস ছিলেন তাদের অধিনায়ক। তাছাড়া অ্যাস্টিওকাসের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবার জন্য এগারোজন স্পার্টীয়কেও পাঠানো হল; আর্সেসিলাউসের পুত্র লিচাসও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। তাঁদের উপর নির্দেশ ছিল মাইলেটাসে পেঁৗছে তাঁরা সাধারণভাবে যুদ্ধের সুপরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করবেন; যদি উচিত মনে করেন তবে উপরোক্ত জাহাজগুলিকে, বা আরও বেশী বা ইহা অপেক্ষা কম-

সংখ্যক জাহাজ হেলেসপন্টে ফার্নাবাজাসের কাছে পাঠাবেন এবং তাঁদের সঙ্গী ক্লিয়ারকাসকে সেই নৌবহরের নেতৃত্ব দেবেন। তদুপরি, যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে অ্যাস্টিওকাসকে অপসারিত করে অ্যান্টিস্থেনিসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন, কারণ পেডারিটাসের প্রেরিত চিঠিগুলির জন্য তিনি সন্দেহ-ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ম্যালিয়া থেকে যাত্রা করে উন্মুক্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নৌবহরটি মেলাসে পৌঁছল এবং এখানে অকস্মাৎ তাদের সঙ্গে দশটি এথেনীয় জাহাজের সাক্ষাৎ হল, এর মধ্যে তিনটি শূন্য জাহাজ তারা আটক করে দগ্ধ করল। কিন্তু মেলস থেকে যে এথেনীয় জাহাজগুলি পালিয়ে গেল তারা হয়ত স্যামসের এথেনীয়গণকে তাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দিতে পারে আশঙ্কা করে (বস্তুতঃ সত্যিই তারা তা দিয়েছিল) পেলো-পনেসীয়গণ ক্রীটে গেল এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমুদ্রযাত্রা দীর্ঘতর করে এসিয়ার কনাসে পৌঁছল। এখান থেকে তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য উপকূল বরাবর পোতবহর মোতায়েন করতে মাইলেটাসের নৌবহরের কাছে খবর পাঠাল।

এদিকে চিওসীয়গণ ও পেডারিটাস অ্যাস্টিওকাসের অসম্মতিতে কিছুমাত্র অবদমিত না হয়ে ক্রমাগত তাঁর কাছে আবেদন জানাতে লাগলেন যে তিনি যেন অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য সমগ্র নৌবহর নিয়ে আসেন এবং আইওনিয়ার বৃহত্তম মিত্ররাষ্ট্রটিকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ও স্থলে লুণ্ঠিত হতে না দেন। ক্রীতদাসের সংখ্যার দিক থেকে স্পার্টার পরেই ছিল চিওসের স্থান। এই সংখ্যাধিক্যের জন্য যখন তারা কোন অপরাধ করত তখন অপরাধের তুলনায় শাস্তির মাত্রা হত বেশী। যখন এই ক্রীত-দাসগণ দেখল যে এথেনীয়গণ সৈন্যসহ বেশ দৃঢ়ভাবে দ্বীপটিতে প্রতিষ্ঠিত ও একটি স্থান সুরক্ষিত করেছে তখন তারা অবিলম্বে এথেনীয়দের কাছে পলায়ন করল এবং দেশটি সম্পর্কে পরিচয় থাকার দরুণ প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে আরম্ভ করল। সুতরাং চিওসীয়গণ অ্যাস্টিকাসের কাছে আবেদন জানাল যে তাদের সাহায্য দেওয়া তাঁর কর্তব্য এবং এখনও শত্রুর অগ্রগতিতে বাধাদানের সম্ভাবনা বা আশা আছে, ডেলফিনিয়ামের প্রাচীর নির্মাণের কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি এবং অবরোধকারীদের শিবির ও নৌবহর রক্ষার জন্য যে উচ্চ প্রাচীরটি অতিরিক্ত নির্মিত হচ্ছে তাও অসমাপ্ত। সুতরাং যদিও সাহায্য করবেন না বলে আগে তিনি ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু এখন অ্যাস্টিওকাস যখন দেখলেন মিত্রগণ সাহায্য করতে উৎসুক তখন তিনিও যেতে প্রস্তুত হলেন।

ইতিমধ্যে কোনাস থেকে স্পার্টার কমিশনারগণসহ সাতাশটি জাহাজ এসে

পেঁাছল। এখন সমুদ্রে নিজ পক্ষের কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই নৌবহরটির রক্ষণাবেক্ষণার্থে একটি পোতবহরের ব্যবস্থা করা এবং যেসব স্পার্টীয় তাঁর আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এসেছেন তাঁদের নিরাপদে নিয়ে আসাই এখন অ্যাস্টিওকাসের কাছে অগ্রাধিকার পেল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ চিওসে যাবার সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং কোনাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে হতে তিনি কসে অবতরণ করলেন। নগরটি প্রাচীর-বিহীন ছিল এবং স্মরণকালের মধ্যে বৃহত্তম ভূমিকম্পে নগরটি ধ্বংস হয়েছিল। অধিবাসিগণ পলায়ন করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, অতএব অ্যাস্টিওকাস সমস্ত দেশে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে সবকিছু অধিকার করলেন, শুধু স্বাধীন নাগরিকদের ছেড়ে দিলেন। কস যেতে তিনি রাত্রিতে ক্লিডসে পেঁাছলেন। কিন্তু ক্লিডাসবাসীদের নির্দেশে তিনি নাবিকসহ অবতরণ করতে পারলেন না, বরং সেই অবস্থাতেই সোজা কুড়িটি এথেনীয় জাহাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করতে বাধ্য হলেন। স্যামসে নিযুক্ত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ চারমিনাসের নেতৃত্বে এই এথেনীয় জাহাজগুলি পেলোপন্নিসের সেই সাতাশটি জাহাজের উপর দৃষ্টি রেখেছিল অ্যাস্টিওকাস নিজেই যাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করেছিলেন। স্যামসের এথেনীয়গণ মেলস থেকে তাদের আগমনবার্তা শুনেছিল এবং তারা কোনাসে আছে এই সংবাদে চারমিনাস, সাইসি, চালসি, রোড্‌স্ ও লাইসিয়ার অদূরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সুতরাং উন্মুক্ত সমুদ্রে কোথাও এই জাহাজগুলি ধরবার জন্য তাঁর আগমন জানতে পারবার আগেই অ্যাস্টিওকাস সাইসির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু বৃষ্টি ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য অন্ধকারে তাঁর জাহাজগুলি পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ হারিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। প্রত্যুষেও তাঁর নৌবহরটি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং অধিকাংশ জাহাজ তখনও ইতস্ততভাবে দ্বীপটি ঘুরে আসছিল, ফলে শুধু বামপার্শ্ব এথেনীয়দের ও চারম্যাসের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এথেনীয়গণ মনে করল কোনাসের যে নৌবহরটির জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিল সেইটাই ঘুরছে। সুতরাং এথেনীয়গণ কুড়িটি জাহাজের নৌবহরের একটি অংশ নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হল এবং তৎক্ষণাৎ শত্রুদের আক্রমণ করে তিনটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল এবং বাকিগুলিকে অকেজো করে দিল, যুদ্ধে কিছুক্ষণ তাদের প্রাধান্য রইল, কিন্তু শত্রু-নৌবহরের প্রধান অংশটি আকস্মিকভাবে এসে পড়ল এবং এথেনীয়গণ চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। ছ'টি জাহাজ হারিয়ে বাকিগুলি প্রথমে টিউটলুসা অথবা বীট দ্বীপে আশ্রয় নিল, সেখান থেকে গেল হ্যালিকার্নাসাসে। এর পর পেলোপনেসীয়গণ গেল ক্লিডাসে এবং

কোনাস থেকে সাতাশটি জাহাজ সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। তারপর তারা সমগ্র বাহিনী নিয়ে সাইম্‌তে গেল, সেখানে একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করে আবার ক্লিডাসে ফিরে নোঙর করল। এই নৌযুদ্ধের কথা শুনে স্যামস থেকে এথেনীয়গণ সব জাহাজ নিয়ে সাইসিতে গেল এক ক্লিডাসের নৌবহরকে আক্রমণ বা নিজেরা আক্রান্ত না হয়ে সাইসিতে ফেলে যাওয়া নৌ-সরঞ্জামগুলি নিয়ে মূল ভূখণ্ডের লোরিমি স্পর্শ করে স্যামসে ফিরে গেল।

ক্লিডাসে এখন সমস্ত পেলোপনেসীয় জাহাজ একত্রিত, সুতরাং প্রয়োজনীয় মেরামতকার্যাদি করা হল। এগারোজন স্পার্টীয় কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য টিসাফার্নেস সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পূর্বতন চুক্তিগুলির যেসব অংশ তাঁদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি সে বিষয়ে তাঁরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন; তাছাড়া ভবিষ্যতে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে এবং উভয়ের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি সুবিধাজনক পন্থায় যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়েও আলোচনা হল। বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন লিচাস; তিনি বললেন, চালসিডিউসের বা থেরিমেনেসের কারও সন্ধিই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজার পূর্বপুরুষদের বা রাজার নিজের শাসনাধীন পূর্বতন সকল অঞ্চলের উপর রাজা যদি বর্তমানে দাবী করেন তবে তা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে—এই দাবীর অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত দ্বীপ, থেসালী, লোক্রিস এবং বিয়োসিয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এখন রাজার পদানত; ফলে স্পার্টীয়গণ হেলেনীয়দের যা দিচ্ছে তা স্বাধীনতা নয়; পারসিক প্রভুত্ব। সুতরাং অপর একটি অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য সন্ধি করবার জন্য তিনি টিসাফার্নেসকে আহ্বান করলেন, কারণ তাঁরা বর্তমান সন্ধিগুলিকে স্বীকার করবেন না এবং এইসব শর্তে তাঁর কাছ থেকে কোনরূপ অর্থবরাদ্দ গ্রহণ করবেন না। এতে টিসাফার্নেস এত ক্রুদ্ধ হলেন যে কিছু মীমাংসা না করেই চলে গেলেন।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ ঃ—যুদ্ধের বিংশতিতম ও একবিংশতিতম বর্ষ। আল্কিবিয়াডিসের ষড়যন্ত্র। পারসিক সাহায্য প্রত্যাহার। এথেন্সে মুখ্যতান্ত্রিকদের ক্ষমতা দখল। স্যামসের সৈন্যদের দেশপ্রেম।

পেলোপনেসীয়গণ এখন রোড্‌সে যাবার সংকল্প করল, সেখানকার কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাদের আহ্বান করছিল। সুতরাং যে দ্বীপটি স্থলবাহিনী ও নৌ-সৈন্যের সংখ্যাধিক্য দ্বারা উল্লেখযোগ্যরূপে শক্তিশালী তাকে লাভ করবার আশা পেলোপনেসীয়দের প্রলুব্ধ করল। তাছাড়া তারা ভেবেছিল যে টিসাফার্নেসের কাছে অর্থ যাচঞা না করে মিত্রসঙ্ঘের ভিতর থেকে তারা নৌবহরের ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। সুতরাং তারা এই শীতকালে অবিলম্বে ক্লিডস থেকে যাত্রা করল ও চুরানব্বইটি জাহাজ নিয়ে প্রথমে রোড্‌স অঞ্চলের ক্যামিরাসে গেল। জনগণ ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানত না। সুতরাং তাদের মধ্যে প্রচন্ড ত্রাসের সঞ্চার হল এবং তারা পলায়ন করল, বিশেষত নগরটি ছিল প্রাচীরবিহীন। পরে অবশ্য স্পার্টীয়গণ তাদের এবং অন্য দু'টি নগর লিন্ডাস ও ইয়ালিসাসের অধিবাসীদের একত্রিত করল। তারপর রোড্‌সবাসিগণ এথেনীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত হল এবং দ্বীপটি পেলোপনেসীয়দের পক্ষে চলে আসল।

বিদ্রোহের আশঙ্কার কথা শুনে ইতিমধ্যেই এথেনীয়গণ স্যামস থেকে নৌবহর নিয়ে যাত্রা করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া। কিন্তু কিছু বিলম্ব হওয়াতে তারা সাময়িকভাবে চালসিতে গেল তারপর সেখান থেকে গেল স্যামসে। পরে তারা চালসি, কস ও স্যামস থেকে রোড্‌সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাল।

রোড়ীয়দের নিকট পেলোপনেসীয়গণ বত্রিশ ট্যালেণ্ট সংগ্রহ করল, তারপর জাহাজগুলিকে উপকূলে টেনে তুলে আশিদিন নিষ্ক্রিয় রইল। এই সময়ে এমনকি এর আগেও নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্রগুলি চলছিল। চালসিডিউসের মৃত্যু ও মাইলেটাসের যুদ্ধের পর পেলোপনেসীয়গণ আল্কিবিয়াডিসকে সন্দেহ করতে শুরু করে, এবং অ্যাস্টিওকাস স্পার্টা থেকে এই মর্মে এক পত্র পেয়েছিলেন যে তাঁকে যেন মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় ; আল্কিবিয়াডিস ছিলেন এজিসের ব্যক্তিগত শত্রু তাছাড়া অন্যান্য দিকেও বিশ্বাসের অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিলেন। আতঙ্কিত হয়ে আল্কিবিয়াডিস প্রথমে গেলেন টিসাফার্নেসের কাছে এবং পেলোপনেসীয়দের স্বার্থের ক্ষতিসাধনের নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করতে

লাগলেন। এখন থেকে তিনি সর্বক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শদাতা হলেন, এক অ্যাটিক ড্রাকমা বেতন থেকে কমিয়ে তিনি দৈনিক তিন ওরোল করেন, তাও আবার নিয়মিত দেওয়া হত না। টিসাফার্নেসকে তিনি পেলোপনেসীয়দের এই কথা বলতে বললেন যে সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা এথেনীয়দের তাদের তুলনায় অনেক বেশি, তারাও তাদের নৌবহরের নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিন ওরোল দেয় এবং তার কারণ দারিদ্র্য নয়, নাবিকগণ যাতে যথেষ্ট সচ্ছল হয়ে দুর্নীতিপরায়ণ না হয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর নানা অমিতাচারে অর্থব্যয় না করে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। তাছাড়া নাবিকদের বেতনদানও সেখানে অনিয়মিত। এটাও একটা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, বকেয়া বেতনের জন্য নাবিকগণ পালিয়ে যেতে পারবে না। তিনি টিসাফার্নেসকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ ও রণতরী-পরিচালকদের স্বপক্ষে আনবার জন্য উৎকোচ প্রদানের কথাও বলেন—এই কৌশল সাইরা-কিউসবাসীদের ছাড়া অপর সকলের ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল, একমাত্র হার্মো-ক্রেটিস সমগ্র সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন নগর অর্থ প্রার্থনা করলে আল্কিবিয়াডিস টিসাফার্নেসের নামে সরাসরি তাদের প্রত্যাখ্যান করে বললেন হেলাসের সমৃদ্ধতম জাতি চিওসীয়দের পক্ষে এটা বড়ই স্পর্ধার কথা যে বিদেশী সৈন্যদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে তারা সন্তুষ্ট নয়, অন্যরা তাদের জন্য জীবন-সংশয় করছে—তদুপরি তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আবার অন্যের অর্থসাহায্য চায়। অন্য রাষ্ট্রগুলিকে তিনি বললেন বিদ্রোহ ঘোষণার আগে তারা এথেন্সকে প্রচুর পরিমাণে কর দিত, এখন নিজেদের জন্য সেই পরিমাণ বা তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। তিনি আরও বললেন টিসাফার্নেস এখন নিজ দায়িত্বে যুদ্ধ চালাচ্ছেন এবং মিতব্যয়িতা পালনের তাঁর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রাজার কাছে অর্থ পাওয়ামাত্র তিনি তাদের সম্পূর্ণ বেতন মিটিয়ে দেবেন এবং নগরগুলির জন্য সঙ্গত যাকিছু সব করবেন।

টিসাফার্নেসকে আল্কিবিয়াডিস উপদেশ দিলেন তিনি যেন যুদ্ধ শেষ করবার জন্য অতিরিক্ত ত্বরা না করেন, যে নৌবহরটি তিনি সজ্জিত করছেন তা আনতে সম্মত না হন এবং আরও বেশী হেলেনীয়ের বেতনদানের ব্যবস্থা না করেন, তা হলে জল ও স্থলের উপর একই শক্তির কর্তৃত্ব স্থাপিত হতে পারবে না বরং দুই বিবদমান দলের প্রাধান্য বজায় থাকলে রাজা যখন একজনকে নিয়ে অসুবিধায় পড়বেন তখন অপরজনের সঙ্গে সৌহার্দ্য করবেন। যদি জল ও স্থলের কর্তৃত্ব একই শক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তবে প্রবল শক্তিটির পতন ঘটানোর জন্য রাজা কারও কাছে সাহায্যের জন্য যেতে পারবেন না। অবশেষে তাঁকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং বহু ঝুঁকি ও অর্থব্যয়ের

মাধ্যমে যুদ্ধ চালাতে হবে। স্বল্পতম ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে হেলেনীয়দের নিজেদেরই ধ্বংস হতে দেওয়া এবং তা এমনভাবে যেন রাজার অর্থব্যয় হয় খুব কম ও ঝুঁকি একেবারেই না থাকে। তাছাড়া সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে এথেনীয়গণ হবে রাজার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক, কারণ স্থলে রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্য তাদের নেই এবং তাদের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যাবলী রাজার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। এথেন্সের পক্ষে সমুদ্রে আধিপত্য ও রাজার পক্ষে নিজ অঞ্চলের সকল হেলেনীয়দের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন হবে উভয়ের মৈত্রীর ভিত্তি। পক্ষান্তরে স্পার্টীয়গণ এসেছে মুক্তিদাতা হিসাবে। এখন ইহা কোনমতেই সম্ভব নয় যে রাজা যদি প্রথমেই স্পার্টীয়গণকে দমন না করেন তবে তারা শুধু গ্রীক-এথেনীয়দের কাছ থেকে হেলেনীয়দের মুক্ত করেই ক্ষান্ত হবে, বিদেশী পারসিকদের হাত থেকেও তাদের মুক্ত করবার চেষ্টা করবে না। সুতরাং আল্কিবিয়াডিস তাঁকে প্রথমে দু'টি শক্তিকে পরস্পরকে ক্ষয় করতে দিতে বললেন এবং এথেনীয়দের ক্ষমতা যথাসম্ভব খর্ব করবার পর সঙ্গে সঙ্গে যেন পেলোপনেসীয়দের হাত থেকে দেশটিকে মুক্ত করেন। টিসাফার্নেস মোটের উপর এই পরিকল্পনায় সম্মত হলেন, অন্তত তাঁর ব্যবহার দেখে তাই মনে হল। আল্কিবিয়াডিসের সুপরামর্শের জন্য তিনি তাঁর উপর বিশ্বাসস্থাপন করলেন, পেলোপনেসীয়দের অর্থবরাদ্দ হ্রাস করলেন। পেলোপনেসীয়দের সমুদ্রে যুদ্ধ করতে দিতেও তিনি রাজী ছিলেন না বরং তাদের স্বার্থের প্রতিকূলতা করে এমন মনোভাব দেখালেন যেন ফিনিসীয় নৌবহর আসছে এবং তখন অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে পারবে। এইভাবে তিনি তাদের নৌবহরের যে ক্ষতিসাধন করলেন ও যে দক্ষতা হ্রাস করলেন তার পরিমাপ সামান্য নয়। তাছাড়া, সাধারণভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর নিরুৎসাহ খুবেই প্রকট ছিল।

আল্কিবিয়াডিস যখন টিসাফার্নেস ও রাজার সঙ্গে ছিলেন তখন যে তাঁদের এই পরামর্শ দিয়েছিলেন তার কারণ শুধু এটাই নয় যে এই পন্থা তাঁর কাছে সর্বোত্তম মনে হয়েছিল, উপরন্তু তিনি স্বদেশে ফিরবার একটি পথ খুঁজ-ছিলেন। তিনি বেশ ভাল জানতেন যে স্বদেশকে যদি তিনি ধ্বংস না করেন তবে এমন একটা দিনের আশা তিনি করতে পারেন যেদিন তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য এথেনীয়গণকে সম্মত করাতে পারবেন এবং তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি টিসাফার্নেসের অনুগ্রহভাজন একথা এথেনীয়দের অবহিত করাতে পারলে, তাঁর ফিরবার পথ প্রশস্ত হবে। তাঁর অনুমান যে সঠিক, পরবর্তী ঘটনার দ্বারা তা প্রমাণিত হল। স্যামসের এথেনীয়গণ যখন দেখল টিসাফার্নেসের উপর তাঁর প্রভাব রয়েছে তখন রণতরীর অধ্যক্ষরা ও প্রধান ব্যক্তিগণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে গণতন্ত্রের পতন ঘটাবার ষড়যন্ত্র করল (তাছাড়া আল্কিবিয়াডিস

তাদের প্রধান ব্যক্তিদের বার্তা পাঠিয়ে সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের বলতে বললেন যে, এথেনীয় গণতন্ত্র তাঁকে নির্বাসিত করেছে তার পরিবর্তে যদি একটি মুখ্য-তন্ত্র স্থাপিত হয় তবে তিনি সানন্দে স্বদেশে ফিরবেন ও টিসাফার্নেসের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের ব্যবস্থা করবেন)।

ষড়যন্ত্রটি নিয়ে প্রথমে শিবিরে আলোচনা হল, পরে এথেন্সে আরম্ভ হয়ে গেল। কিছু ব্যক্তি স্যামস থেকে গিয়ে আল্কিবিয়াডিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের বললেন যদি গণতন্ত্রের পতন ঘটানো যায় এবং রাজার পক্ষে যদি তাদের বিশ্বাস করা সম্ভব হয় তবে প্রথমে টিসাফার্নেসের ওপরে রাজার সঙ্গে তিনি এথেনীয়দের বন্ধুত্ব স্থাপন করাবেন। অভিজাত শ্রেণী এই যুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা এখন শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেবার বিরাট স্বপ্ন দেখতে লাগল, তাদের আশা হল এইবার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব। স্যামসে ফিরে প্রতিনিধিরা দলের লোকেদের নিয়ে একটি দল গঠন করল এবং প্রকাশ্যে সমস্ত সৈন্যদের কাছে প্রচার করল যে যদি আল্কিবিয়াডিসকে ফিরিয়ে আনা হয় ও গণতন্ত্র বাতিল করা হয় তবে রাজা তাদের বন্ধু হবেন ও অর্থ সরবরাহ করবেন। সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ লোক ষড়যন্ত্রের কথা শুনে প্রথমে উত্তেজিত হলেও পরে রাজার কাছে বেতন পাবার লোভনীয় প্রস্তাবে শান্ত হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রকারিগণ সর্বকিছু সৈন্যদের গোচরে আনবার পর দলের অধিকাংশ ব্যক্তিদের নিয়ে আল্কিবিয়াডিসের প্রস্তাবগুলি পুনরায় নিজেদের মধ্যে বিচার করে দেখল। সকলেই এই প্রস্তাব-গুলি সুবিধাজনক ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিল, শুধু ফ্রিনিকাস, যিনি তখনো সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, কোনমতেই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করলেন না। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে গণতন্ত্র অপেক্ষা মুখ্যতন্ত্রে আল্কিবিয়াডিসের বেশী আকর্ষণের একমাত্র কারণ তিনি চান বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে বন্ধুদের সহযোগিতায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ; এবং তাঁদের নিজেদের উচিত গৃহযুদ্ধ এড়ানো। পেলোপনেসীয়গণ এখন সমুদ্রে এথেনীয়দের সমকক্ষ এবং রাজার সাম্রাজ্যের কয়েকটি প্রধান নগরের অধিপতি। এই অবস্থায় যে পেলোপনেসীয়গণ রাজার কোন ক্ষতি করেনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্ভাবনা ছেড়ে যাদের রাজা বিশ্বাস করেন না সেই এথেনীয়দের পক্ষ গ্রহণ করা রাজার স্বার্থের অনুকূল নয়। তাছাড়া, এথেন্সে গণতন্ত্রের অবসান ঘটানো হবে বলে মিত্রসঙ্ঘের রাষ্ট্রগুলির কাছে যে মুখ্যতন্ত্রের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলি অনুগত হবে না বা অন্যরা অধিকতর অনুগত হবে না, মিত্রগণ কখনও স্বাধীন শাসনতন্ত্রের বদলে বা গণতন্ত্রের অধীনে দাসত্ববরণ করতে চাইবে না, তা তাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র যে ধাঁচের হোক না কেন। তদুপরি নগরগুলি মনে করে তথাকথিত অভিজাতদের শাসন জনগণের শাসনের

ন্যায়ই অত্যাচারী হবে, কারণ জনগণের কোন কাজ যখন সঙ্ঘভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে তখন আসলে অভিজাত সম্প্রদায় ছিল সেই কাজের উদ্যোক্তা, প্রস্তাবক এবং তারাই সেই কাজে সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হয়েছে। বস্তুতঃ, অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতা দখল করলে মিত্রগণ বিনাবিচারে নৃশংস মৃত্যু-দণ্ড প্রাপ্ত হবে। অথচ গণতন্ত্রে জনগণের কাছে আশ্রয় পাওয়া যায় এবং জনগণ এই উচ্চতর শ্রেণীকে শাসনে রাখতে পারে। ফ্রিনিকাস নিশ্চিত জানেন যে এগুলি নগরগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা। সুতরাং আল্কিবিয়াডিসের প্রস্তাব অনুযায়ী যে ষড়যন্ত্র চলছে তিনি কোনমতে তাতে সম্মতি দিতে পারেন না।

যাহোক, ষড়যন্ত্রকারিগণ পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে আল্কিবিয়াডিসের প্রত্যাবর্তন ও টিসাফার্নেসের সঙ্গে এথেনীয়দের বন্ধুত্ব স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকর করতে পিসান্ডার ও অন্যান্যদের এথেন্সে পাঠাল।

ফ্রিনিকাস এখন দেখলেন যে আল্কিবিয়াডিসকে পুনরাহ্বানের একটি প্রস্তাব হবে এবং এথেনীয়গণ তাতে সম্মত হবে। তখন তাঁর ভয় হল যে আল্কিবিয়াডিসের বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছেন তাতে আল্কিবিয়াডিস ফিরে আসলে তাঁর বিরোধিতার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পারেন। সেজন্য তিনি নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করলেন। স্পার্টার নৌ-অধ্যক্ষ অ্যাস্টিওকাস তখনও মাইলেটাসের সন্নিহিত অঞ্চলে ছিলেন। তাঁর কাছে তিনি একটি গোপন পত্রে বললেন যে আল্কিবিয়াডিস এথেনীয়গণের সঙ্গে টিসাফার্নেসের মিত্রতাস্থাপন করে স্পার্টার স্বার্থের ক্ষতিসাধন করছেন। তাছাড়া ষড়যন্ত্রের বাকী অংশ সম্পর্কেও তিনি একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করলেন এবং স্বদেশের স্বার্থের মূল্যেও যে তিনি তাঁর শত্রুর ক্ষতিসাধন করছেন সেজন্য মার্জনা ভিক্ষা করলেন। অ্যাস্টিওকাস কিন্তু আল্কিবিয়াডিসকে শাস্তিদানের কথা চিন্তা করলেন না। আল্কিবিয়াডিসও অবশ্য আগের মত তাঁর কাছে আসতে সাহস করতেন না। অ্যাস্টিওকাস বরং সোজা ম্যাগনেসিয়াতে টিসাফার্নেস ও আল্কিবিয়াডিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, স্যামস থেকে প্রাপ্ত চিঠিটি তাঁদের দিলেন এবং গুপ্তচরের কাজ করলেন, এমনকি, খবরে বিশ্বাস করলে ধরতে হবে যে, তিনি টিসাফার্নেসের বেতনভোগী কর্মীতে পরিণত হলেন ; তিনি তাঁকে এই ব্যাপারে ও অন্যসব ব্যাপারে সবকিছু জানাবার দায়িত্ব নিলেন। এবং সেইজন্য পূর্ণবেতন না দেওয়ার বিষয়ে তিনি কঠোর প্রতিবাদ জানাতে পারেননি। আল্কিবিয়াডিস তখন ফ্রিনিকাসের বিরুদ্ধে স্যামসের কর্তৃপক্ষের কাছে তৎক্ষণাৎ একটি পত্র প্রেরণ করলেন তাঁর কার্যাদির বিবরণী দিয়ে ও তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও ভীতি-প্রদর্শনে

চরম আতঙ্কিত ফ্রিনিকাস পুনরায় অ্যাস্টিওকাসের কাছে চিঠি পাঠালেন, প্রথম চিঠির গোপনতা রক্ষা বিষয়ে অসাবধানী হওয়াতে অনুযোগ করলেন এবং বললেন যে স্যামসের সমগ্র এথেনীয় বাহিনী ধ্বংস কররার সুযোগ তাঁদের দিতে তিনি এখন প্রস্তুত। তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করবেন তার বিশদ বিবরণও দিলেন, কারণ স্যামস ছিল প্রাচীর-বিহীন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি বললেন তাদের জন্য তাঁর জীবন বিপন্ন, তাঁর চরম শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি এই পথ বা যে কোন পথ গ্রহণ করলে তাঁর উপর দোষারোপ করা উচিত নয়। অ্যাস্টিওকাস এই চিঠির কথাও আল্কিবিয়াডিসকে জানিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে ফ্রিনিকাস সময় মতো খবর পেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছেন এই মর্মে একটি চিঠি আল্কিবিয়াডিসের কাছে থেকে আসছে। তিনি নিজে আগেই অনুমান করে সৈন্যবাহিনীকে জানালেন যে স্যামসকে প্রাচীর-বিহীন দেখে নৌবহরের সব জাহাজকে বন্দরে মোতায়েন না দেখে শত্রুরা শিবির আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছে এই গোপন খবর সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং তাদের উচিত যত সত্বর স্যামসকে সুরক্ষিত করে তোলা এবং সাধারণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এই কথা মনে রাখতে হবে যে তিনি ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ এই প্রস্তাবগুলো কার্যকর করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সুতরাং সৈন্যগণ প্রাচীর নির্মাণের কাজে লেগে গেল এবং স্যামস এত তাড়াতাড়ি সুরক্ষিত হয়ে গেল যে অন্য কোনভাবে তা সম্ভব হত না। এর অল্প পরে আল্কিবিয়াডিসের কাছ থেকে এই মর্মে এক সংবাদ আসল যে ফ্রিনিকাস সৈন্যবাহিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং শত্রুরা তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত। আল্কিবিয়াডিস কিছুই কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না ; কারণ সকলে মনে করল শত্রুর ষড়যন্ত্রে তিনিও লিপ্ত আছেন এবং বিদ্বেষবশতঃ ফ্রিনিকাসকে ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িয়ে তাঁর দুষ্কর্মের সঙ্গী প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। সুতরাং আল্কিবিয়াডিসের বার্তা তাঁর কোন ক্ষতি করা দূরে থাকুক বরং ফ্রিনিকাস কথিত গোপন সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করল।

এরপর আল্কিবিয়াডিস টিসাফার্নেসকে এথেনীয়পক্ষের বন্ধুত্ব গ্রহণে সম্মত করবার কাজে লাগলেন। টিসাফার্নেস অবশ্য পেলোপনেসীয়দের সম্পর্কে ভীত ছিলেন, কারণ এসিয়াতে এথেনীয়গণের তুলনায় তাদের জাহাজের সংখ্যা বেশী ছিল। তবু সম্ভব হলে তিনি প্ররোচিত হতে রাজি ছিলেন, বিশেষত ক্লিডাসে থেরিমেনেসের সন্ধি বিষয়ে পেলোপনেসীয়দের সঙ্গে বিবাদের পর। বিবাদ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল। পেলোপনেসীয়গণ দ্বারা সমস্ত নগরের মুক্তি সম্পর্কে আল্কিবিয়াডিসের প্রথম যুক্তিটি লিচাসের

ঘোষণার মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হল, অর্থাৎ অতীতে রাজার পিতা অথবা রাজা নিজে যেসব দেশের উপর কর্তৃত্ব করে গিয়েছেন সেখানে এখনও রাজার কর্তৃত্ব বহাল রাখা সম্ভব এরূপ চুক্তি স্বীকার করা অসম্ভব।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী সমপরিমাণে আগ্রহ নিয়ে আল্কিবিয়াডিস যখন টিসাফার্নেসের আনুকূল্য লাভে সচেষ্ট ছিলেন তখন পিসাণ্ডারের সঙ্গে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ স্যামস থেকে এথেন্সে পৌঁছলেন। জনগণের সম্মুখে বক্তৃতায় তাঁরা পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বললেন এবং বিশেষভাবে জোর দিয়ে বললেন যে আল্কিবিয়াডিসকে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয় ও গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হয় তবে রাজাকে তারা মিত্র হিসাবে পাবে এবং পেলোপনেসীয়গণকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। গণতন্ত্রের প্রশ্নে বহু বক্তা তাঁদের বিরোধিতা করলেন, শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে কাউকেও ফিরিয়ে আনবার নীচতা সম্পর্কে আল্কিবিয়াডিসের শত্রুদের কাছ থেকে উত্তেজিত মত শোনা গেল। তাঁর নির্বাসনের কারণ রহস্যময় ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ইউমোলপাইডী ও সেরাইসেস এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করলেন। আল্কিবিয়াডিসের পুনরাগমন বন্ধ করবার জন্য তাঁরা দেবতাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

এই প্রচণ্ড বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পিসাণ্ডার অগ্রসর হয়ে প্রতিটি বিরোধী ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে ডেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেনঃ— পেলোপনেসীয়গণ যখন এথেনীয়দের সমসংখ্যক জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে তাদের সম্মুখীন হয়েছে, মিত্ররাষ্ট্রের সংখ্যা যখন তাদের বেশি, রাজা ও টিসাফার্নেস যখন তাদের অর্থসাহায্য করছেন অথচ এথেনীয়দের অবশিষ্ট আর কিছুই নেই তখন কেউ যদি রাজাকে এথেনীয়দের পাশে আনতে সম্মত না করে তবে তাঁর কি রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার কোন আশা আছে? নেতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি সোজা তাঁদের বললেন, "শাসনতন্ত্রকে অধিকতর মধ্যপন্থী করে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করে রাজার বিশ্বাস অর্জন না করলে তা সম্ভব নয় এবং তার আগে আল্কিবিয়াডিসকে ফিরিয়ে আনা চাই, কারণ একমাত্র তিনি এই কাজ করতে পারেন। বর্তমান মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রশ্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি নয়, কারণ যা আমাদের পছন্দ নয় তা আমরা ভবিষ্যতে পরিবর্তন করতে পারি।"

মুখ্যতন্ত্রের উল্লেখে জনগণ প্রথমে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পিসাণ্ডারের কাছে পরিষ্কারভাবে যখন বুঝলেন যে এ ছাড়া আর পথ নেই তখন ভয়ে তারা সম্মত হল এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করল যে পরে কোনদিন তারা আবার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটাবে। সুতরাং তারা ভোট দিয়ে স্থির করল যে দশজন সঙ্গী নিয়ে পিসাণ্ডার যাত্রা করবেন এবং টিসাফার্নেস

ও আল্কিবিয়াডিসের সঙ্গে তাঁদের সাধ্যমত উৎকৃষ্ট একটা ব্যবস্থা করবেন। সেই সঙ্গে জনগণ পিসাণ্ডারের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রিনিকাসকে তাঁর সহকর্মী স্কিরোনাইডিসসহ পদচ্যুত করল এবং নৌবহরের নেতৃত্বে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করে ডিওমেডন ও লিওনকে পাঠাল। অভিযোগটি ছিল এই যে ফ্রিনিকাস ইয়াসাস ও অ্যামোরজেস সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। পিসাণ্ডার এই অভিযোগ এনেছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন আল্কি-বিয়াডিসের সঙ্গে যে ব্যবস্থা হতে চলেছে ফ্রিনিকাস তার উপযুক্ত নন। মোকদ্দমা ও নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্য নগরে যেসব সমিতি ছিল পিসাণ্ডার তাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাদের কাছে আবেদন জানালেন যে তারা যেন সম্মিলিত হয়ে গণতন্ত্রের পতন ঘটাবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায়। সময় নষ্ট না করে পিসাণ্ডার পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা করে দশজন সঙ্গিসহ টিসাফার্নেসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

লিওন ও ডিওমেডন ইতিমধ্যে নৌবহরের সঙ্গে মিলিত হয়ে রোড্‌সের উপর আক্রমণ চালালেন। তাঁরা দেখলেন পেলোপনেসীয়ার জাহাজগুলিকে উপকূলে টেনে তোলা হয়েছে। তাঁরা উপকূলে অবতরণ করলেন ও বাধাদানে আগত রোড্‌সের সৈনিকদের পরাজিত করে চালসিতে গেলেন এবং কসের পরিবর্তে এই স্থানটিকে আক্রমণের ঘাঁটি করলেন। কারণ, পেলোপনেসীয় নৌবহর যদি সমুদ্রমধ্যে যায় তবে সেখান থেকে ভাল দৃষ্টিগোচর হবে। ইতি-মধ্যে চিওসের পেডারিটাসের কাছ থেকে ল্যাকোনীয় জেনোফ্যাণ্টিস রোড্‌সে এসে খবর দিলেন যে এথেনীয়দের প্রাচীর নির্মাণ সম্পূর্ণ এবং সমগ্র পেলো-পনেসীয় নৌবহর যদি সাহায্য করতে না যায় তবে চিওসের আর কোন আশা নেই। সুতরাং তারা যাওয়া স্থির করল। ইতিমধ্যে পেডারিটাস তাঁর ভাড়াটে সৈন্য ও সমগ্র চিওসীয় বাহিনী নিয়ে এথেনীয় জাহাজগুলির চতুর্দিকের প্রাচীর আক্রমণ করলেন এবং একটি অংশ দখল করে নিলেন, সেই সঙ্গে উপকূলে টেনে তোলা কয়েকটি জাহাজও। তখন এথেনীয়গণ অগ্রসর হয়ে পাল্টা আক্রমণ করল, প্রথমে চিওসীয়দের ছত্রভঙ্গ করে দিল, তারপর পেডারিটাসের বাকি সৈন্যদের পরাজিত করল। বহু চিওসীয়সহ পেডারিটাস নিজে নিহত হলেন, এথেনীয়গণ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করল।

এরপর চিওস আরও কঠোরভাবে জলে ও স্থলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল, দুর্ভিক্ষও প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। ইতিমধ্যে এথেনীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে পিসাণ্ডার টিসাফার্নেসের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং প্রস্তাবিত চুক্তিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। আল্কিবিয়াডিস কিন্তু টিসাফার্নেস সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না বলে (টিসাফার্নেস এথেনীয়গণ অপেক্ষা পেলোপনেসীয় পক্ষকেই বেশি ভয় করতেন। তাছাড়া আল্কিবিয়াডিসের

পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চেয়েছিলেন দু'পক্ষকেই দুর্বল করতে) নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করে টিসাফার্নেসের অতিরিক্ত দাবীর জন্য এথেন্স ও টিসাফার্নেসের মধ্যেকার চুক্তিটিকে অসম্ভব করে তুললেন। আমার মতে টিসাফার্নেস এটি চাইছিলেন, তাঁর এই ইচ্ছার কারণ ছিল ভয়। এদিকে আল্কিবিয়াডিস যখন দেখলেন টিসাফার্নেস কোন শর্তেই সন্ধি না করতে কৃতসংকল্প, তখন তিনি এমন চেষ্টা করলেন যাতে এথেনীয়গণ এমন ভাবতে না পারে যে তিনি তাঁকে দলে টানতে সক্ষম নন, বরং তাদের মনে তিনি এমন ধারণার সৃষ্টি করবেন যেন টিসাফার্নেস সম্মত হয়েছেন ও যোগদান করতে ইচ্ছুক অথচ তাঁরাই তাঁকে যথেষ্ট লাভজনক শর্তদানে সক্ষম নয়। টিসাফার্নেসের পক্ষ থেকে আল্কিবিয়াডিস এমন অতিরিক্ত দাবী করতে লাগলেন যে (টিসাফার্নেস সেখানে উপস্থিত ছিলেন) শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবীপূরণে ব্যর্থতার অপবাদ এথেনীয়গণকে বহন করতে হল। তিনি প্রথমে চাইলেন সমগ্র আইওনিয়া, তারপরে অন্যান্য সুবিধাসহ সন্নিহিত দ্বীপগুলি। এই দাবীগুলি সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ হল না। আল্কিবিয়াডিসের এখন ভয় হল তাঁর অক্ষমতা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। সুতরাং তৃতীয় সাক্ষাৎকারের সময় তিনি দাবী করলেন যে রাজাকে জাহাজ নির্মাণের সুবিধা দিতে হবে এবং তিনি যেন যত খুশি জাহাজ নিয়ে তাঁর নিজের উপকূল বরাবর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া এথেনীয়দের পক্ষে সম্ভব হল না, সুতরাং আর কিছু করবার নেই বলে তাঁরা আলোচনা শেষ করে দিলেন এবং মনে করলেন তাঁরা আল্কিবিয়াডিসের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। অতএব তিক্তচিত্তে প্রস্থান করে স্যামসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অতঃপর টিসাফার্নেস উপকূল বরাবর কোনাসে গেলেন। পেলোপনেসীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে যাতে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ না হয় সেইজন্য পেলোপনেসীয় নৌবহর মাইলেটাসে ফিরিয়ে আনা, তাদের বেতন সরবরাহ করা ও তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য তাঁর সাধ্যমত নতুন একটি চুক্তি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে বহু জাহাজের বেতন যদি বাকী থাকে তবে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে ও পরাজিত হবে অথবা তাদের জাহাজগুলি নাবিকহীন হয়ে পড়বে এবং তাঁর সাহায্য ছাড়াই এথেনীয়দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাঁর আরও ভয় ছিল যে রসদের সন্ধানে পেলোপনেসীয়গণ হয়ত মহাদেশে লুণ্ঠনকার্য চালাতে পারে। এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করে এবং দু'পক্ষকেই সমশক্তিশালী রাখবার তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি এখন পেলোপনেসীয়দের আহ্বান করে তাদের বেতন দিলেন এবং নিম্নলিখিত শর্ত সম্বলিত তৃতীয় চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ—

"আলেক্সিপিডাস যখন স্পার্টাতে এফোর তখন দারায়ুসের রাজত্বের

ত্রয়োদশ বর্ষে মীয়াডার সমভূমিতে স্পার্টা ও তার মিত্রগণ টিসাফার্নেস, হিয়েরা-মেনিস এবং ফার্নাসেসের পুত্রগণের সঙ্গে রাজা এবং স্পার্টা ও তার মিত্রদের স্বার্থ-সংক্রান্ত একটি চুক্তি করছে।

১। এসিয়াতে রাজার দেশ রাজারই থাকবে এবং নিজের দেশ ও নিজের দেশ সম্পর্কে রাজা ইচ্ছামত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২। স্পার্টা ও তার মিত্রগণ রাজার দেশ আক্রমণ করবে না বা কোনরকম ক্ষতি করবে না, রাজাও স্পার্টীয়দের কিংবা তাদের মিত্রদের দেশ আক্রমণ করবেন না বা কোনরকম ক্ষতি করবেন না। স্পার্টীয়দের বা তাদের মিত্রদের কেউ যদি রাজার দেশ আক্রমণ করে বা কোনরূপ ক্ষতি করে তবে স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ তাতে বাধা দেবে। আবার, রাজার দেশের কেউ যদি স্পার্টীয়দের অথবা তাদের মিত্রদের দেশ আক্রমণ করে বা কোনরূপ ক্ষতি করে তবে রাজা তাতে বাধা দেবেন।

৩। চুক্তি অনুযায়ী, রাজার জাহাজগুলি এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত, টিসাফার্নেস উপস্থিত জাহাজগুলির বেতন দেবেন। কিন্তু রাজার জাহাজ-গুলি এসে পৌঁছলে স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ ইচ্ছা করলে নিজেদের জাহাজগুলির বেতন দিতে পারে। অবশ্য যদি তারা টিসাফার্নেসের কাছ থেকে বেতন নেওয়া পছন্দ করে তবে তিনি তা দেবেন এবং যুদ্ধের শেষে স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ এ পর্যন্ত গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণ করবে।

৪। রাজার জাহাজ এসে পৌঁছলে স্পার্টা ও তার মিত্রদের জাহাজ ও রাজার জাহাজ যুগ্মভাবে যুদ্ধ চালাবে, টিসাফার্নেস এবং স্পার্টীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ যা ভাল মনে করবেন সেইভাবেই তারা চলবে। যদি এথেনীয়দের সঙ্গে সন্ধি হয় তবে যুগ্মভাবে সন্ধি হবে।"

এই ছিল সন্ধির শর্ত। এরপর টিসাফার্নেস চুক্তি অনুযায়ী ফিনিসীয় নৌবহর আনবার ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, অন্তত এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যাতে মনে হয় তিনি সেই ব্যবস্থা করছেন। শীত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বিয়োসীয়গণ এথেনীয়দের রক্ষিবাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ওরোপাস অধিকার করল। ইরিট্রিয়ার কিছু লোক এবং যেসব ওরোপীয় ইউবিয়ার বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছিল তারা বিয়োসীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, কারণ ওরোপাস ইরিট্রিয়ার ঠিক বিপরীত দিকে বলে ইহা যদি এথেনীয়দের অধিকারে থাকে তবে ইরিট্রিয়া ও অবশিষ্ট ইউবিয়ার পক্ষে অবশ্য যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। ওরোপাস

এখন তাদের অধিকারে আসতে ইরিথ্রীয়গণ এবার পেলোপনেসীয়দের ইউ-বিয়াতে আমন্ত্রণ জানাতে রোড্সে গেল। পেলোপনেসীয়গণ দুর্দশাগ্রস্ত চিওসকে সাহায্য করতে বেশী আগ্রহী ছিল এবং সেজন্য সব জাহাজ নিয়ে রোড্স্ থেকে যাত্রা করল। ট্রিওপিয়াসের অদূরে চালসি থেকে বহির্গত এথেনীয় নৌবহরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। কেউ কাউকে আক্রমণ করল না। এথেনীয়গণ চলে গেল স্যামসে। পেলোপনেসীয়গণ মাইলেটাসে গেল, কারণ দেখল যুদ্ধ ব্যতীত চিওসকে উদ্ধার করা আর সম্ভব নয়। শীত শেষ হল, সেই সঙ্গে থুকিডাইডিস বর্ণিত যুদ্ধের বিংশতিতম বর্ষ।

পরবর্তী গ্রীষ্মের বসন্তের শুরুতে মাইলেসীয় উপনিবেশ অ্যারিডসে বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য স্পার্টার ডের্সিলাইডাসকে একটি ছোট বাহিনী সমেত স্থলপথে হেলেসপন্টে পাঠানো হল। এদিকে অ্যাস্টিওকাস কিভাবে চিওসকে সাহায্য করবেন স্থির করতে পারছিলেন না। সুতরাং চিওসীয়গণ অবরোধের চাপে পড়ে সমুদ্রে যুদ্ধ করতে বাধ্য হল। অ্যাস্টিওকাস যখন রোড্সে ছিলেন তখন পেডারিটাসের মৃত্যুর পর তারা মাইলেটাস থেকে লিওন নামে জনৈক স্পার্টীয়কে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে পেয়েছিল। মাইলেটাসে পাহারারত বারোটি জাহাজ নিয়ে তিনি অ্যান্টিস্থেনিসের সঙ্গে এসেছিলেন। এই জাহাজগুলির মধ্যে পাঁচটি ছিল থুরীয়, চারটি সাইরাকিউসীয়, একটি মাইলেসীয়, একটি অ্যানাইয়ার ও একটি লিওনের নিজের। অতঃপর চিওসীয়গণ সদলবলে বের হয়ে দৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত হল এবং তাদের ছত্রিশটি জাহাজ বের হয়ে বত্রিশটি এথেনীয় জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এই প্রবল সংগ্রামে মোটের উপর চিওসীয়গণ ও তাদের মিত্রগণ সাফল্যলাভ করেছিল এবং দিনের শেষে তারা নগরে ফিরে গেল।

এর পরেই ডের্সিলাইডাস স্থলপথে মাইলেটাস থেকে এসে উপস্থিত হলেন এবং হেলেসপন্টের অ্যাবিডস বিদ্রোহ করে তাঁর ও ফার্নাবাজাসের পক্ষে চলে আসল, দু'দিন পরে ল্যাম্পসাকাস সেই পন্থা অবলম্বন করল। এই খবরে স্ট্রম্বিকাইডিস চিওস থেকে চব্বিশটি জাহাজ নিয়ে দ্রুত বের হয়ে পড়লেন, এর মধ্যে হপ্লাইট বহনকারী কয়েকটি পরিবহণ জাহাজও ছিল। ল্যাম্প-সাকাসবাসীরা তাঁকে বাধা দিতে আসলে তিনি তাদের পরাজিত করেন এবং প্রথম আক্রমণে প্রাচীরবিহীন ল্যাম্পসাকাস অধিকার করলেন এবং স্বাধীন ব্যক্তিদের হাতে তাদের স্বদেশ ফিরিয়ে দিয়ে এবং নিজেরা ক্রীতদাস ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ করে অ্যারিডসে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীরা আত্ম-সমর্পণ করতে অস্বীকার করল, স্থানটি অধিকার করতে তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হল। তখন তিনি বিপরীত দিকের উপকূলে গেলেন ও সেখানকার সেস্টসকে

(এই ইতিহাসের প্রথম দিকে চেরোসনীয়ার এই নগরটি পারসিকদের হাতে ছিল) সমগ্র হেলেসপন্টের প্রতিরক্ষার কেন্দ্ররূপে মনোনীত করলেন।"

ইতিমধ্যে চিওসীয়গণ সমুদ্রে অধিকতর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল এবং অ্যাস্টিওকাস ও মাইলেটাসের পেলোপনেসীয়গণ যখন স্ট্রম্বিকাইডিসের সঙ্গে নৌবহরের স্থানত্যাগ ও নৌ-যুদ্ধের খবর পেলেন তখন তাঁদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। অ্যাস্টিওকাস দু'টি জাহাজ নিয়ে উপকূল বরাবর চিওসে গেলেন এবং সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে এসে সমগ্র নৌবহর নিয়ে স্যামসে গেলেন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহবশত এথেনীয়গণ তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হল না। সুতরাং তিনি মাইলেটাসে ফিরে আসলেন। কারণ, প্রায় এই সময়ে এমনকি এর আগেই এথেন্সে গণতন্ত্রের পতন ঘটানো হয়েছিল। পিসাণ্ডার প্রতিনিধিদের নিয়ে টিসাফার্নেসের কাছ থেকে স্যামসে ফিরে সৈন্যবাহিনীর উপর তাঁদের প্রভাব দৃঢ়তর করলেন এবং একটি স্যাসীয় দল সদ্য-সদ্য একটি মুখ্যতন্ত্রবিরোধী বিপ্লব করা সত্ত্বেও মুখ্যতন্ত্র স্থাপনে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য স্যামসের অভিজাত শ্রেণীকে প্ররোচিত করলেন।

স্যামসের এথেনীয়গণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবার পর আল্কিবিয়াডিসকে বাদ দেওয়া স্থির করল, কারণ তিনি তাদের সঙ্গে যোগদানে অস্বীকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁকে মুখ্যতন্ত্রের উপযুক্ত মনে করা হয়নি। এখন একবার যখন তারা কাজে নেমে পড়েছে তখন তাদের পরিকল্পনা যাতে ব্যর্থ হয়ে না যায় তা তাদেরই দেখতে হবে। সেই সঙ্গে যুদ্ধও চালিয়ে যেতে হবে এবং অকুণ্ঠভাবে ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেই অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে হবে, কারণ এখন তারা শুধু নিজেদের জন্য সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করবে।

এইসব সিদ্ধান্ত দ্বারা পরস্পরকে উৎসাহিত করবার পর এথেন্সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পিসাণ্ডার তার প্রতিনিধিদের অর্ধেককে পাঠাল (পথে যে সমস্ত প্রজা রাষ্ট্র পড়বে সেখানে সর্বত্র মুখ্যতন্ত্র স্থাপনের নির্দেশ তাদের দেওয়া হল), আর বাকি অর্ধেক প্রতিনিধিকে বিভিন্ন দিকে অন্যান্য অধীনস্থ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে পাঠানো হল। ডাইট্রেফিস তখন চিওসের কাছেই ছিলেন এবং থ্রেসীয় নগরগুলির অধিনায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনিও কার্যভার গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলেন এবং থ্যাসসে পৌঁছে সেখানকার গণতন্ত্রের পতন ঘটালেন। অবশ্য তিনি সেই স্থান ত্যাগ করবার দু মাসের মধ্যে থ্যাসীয়গণ নগরটিকে সুরক্ষিত করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। এথেন্সের সঙ্গে অভিজাত শাসনব্যবস্থার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের ক্লান্তি এসে গিয়েছিল এবং প্রতিদিন তারা স্পার্টা থেকে স্বাধীনতা আশা করেছিল। বস্তুতঃ

থ্যাসীয়দের একটি দল ছিল (যাদের এথেনীয়গণ নির্বাসিত করেছিল) যারা পেলোপনেসীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং তারা থ্যাসসে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থ্যাসসে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য ও একটি নৌবহর আসবার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দলটি দেখল যে তাদের প্রার্থিত পরিস্থিতিই আসছে অর্থাৎ কোন ঝুঁকি ছাড়াই শাসনতন্ত্রের সংশোধন হচ্ছে এবং যে গণতন্ত্র তাদের বাধা দিত তার পতন হচ্ছে। সুতরাং এথেন্সের মুখ্য-তান্ত্রিক ষড়যন্ত্রকারীরা যা আশা করেছিল থ্যাসসের ঘটনাবলী ঠিক তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল। এবং আমার মতে অন্যান্য বহু প্রজারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ঠিক এক জিনিস ঘটেছিল। নগরগুলি মধ্যপন্থী শাসনতন্ত্র ও কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এথেনীয়দের প্রস্তাবিত সংস্কারের ছলে আদৌ প্রতারিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে ব্রতী হল।

পিসান্ডার ও তাঁর সহকর্মিগণ উপকূল বরাবর চলতে চলতে, পরিকল্পনা অনুযায়ী পথে যে সমস্ত নগর পড়ল সেসব স্থানে গণতন্ত্রের পতন ঘটালেন এবং কোন কোন নগর থেকে হপ্‌লাইট সংগ্রহ করে নিজেদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে এথেন্সে পেঁাছলেন। এখানে এসে দেখা গেল দলের ষড়যন্ত্রীরা কাজ প্রায় সমাধা করে ফেলেছে। কিছু তরুণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জনৈক অ্যান্ড্রো-ক্লিসকে গুপ্তহত্যা করল, তিনি ছিলেন একজন প্রধান জননেতা, তাছাড়া আল্কিবিয়াডিসের নির্বাসনের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট দায়ী ছিলেন। তাঁকে অপসারিত করবার দুটি কারণ ছিল, প্রথমত তিনি ছিলেন গণনেতা, দ্বিতীয়ত তারা তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে আল্কিবিয়াডিসকে খুশী করতে চেয়েছিল এবং তাদের ধারণা ছিল আল্কিবিয়াডিসকে ফিরিয়ে আনা হবে ও তিনি টিসাফার্নেসের বন্ধুত্ব এনে দেবেন। তাছাড়া আরও কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ছিল যাদের ঠিক একই উপায়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা হল। এদিকে জনসমক্ষে তাদের দাবী ছিল যে যারা যুদ্ধে কাজ করছে তাদের বাদে আর কাকেও বেতন দেওয়া উচিত নয়, পাঁচ হাজারের বেশী লোকের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় এবং পাঁচ হাজার জন নিযুক্ত হবেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা ব্যক্তিগত ও আর্থিক সামর্থ্যের দ্বারা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বেশী সেবা করতে সক্ষম।

কিন্তু এটি ছিল সাধারণের উদ্দেশ্যে নিতান্ত একটি মনভুলানো কথা, কারণ বিপ্লবের নায়করাই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করল। কিন্তু গণসভা ও লটারী দ্বারা নির্বাচিত পরিষদের অধিবেশন তবু বসতে লাগল অবশ্য ষড়যন্ত্র-কারীদের দ্বারা অনুমোদিত কোন কিছুই তারা আলোচনা করতে পারত না। বক্তারা ছিল তাদেরই দলের এবং তারা কি বলবে তা আগে থেকেই ষড়যন্ত্র-কারিগণ পরীক্ষা করে দেখত। ভয় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা অন্যান্যদের

মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। যদি কেউ বিরোধিতা করবার সাহস দেখাত তবে কোন সুবিধাজনক উপায়ে অবিলম্বে তাকে হত্যা করা হত। হত্যাকারীদের কোন অনুসন্ধান হত না এবং তারা সন্দেহভাজন হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন বিচার পাওয়া যেত না। সুতরাং জনগণ এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে নিজেরা গা বাঁচাতে পারলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত। ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা লোকের মনোবল একেবারে ভেঙে দিয়েছিল, নগরের বিশাল আয়তন, পরস্পর সম্পর্কে তথ্যের অভাব এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রকৃত সংখ্যা কত তা নিরূপণের কোন উপায় না দেখে তারা অসহায় হয়ে পড়েছিল। ঠিক একই কারণে কেউ প্রতিবেশীকে দুঃখের কথা প্রকাশ করত না এবং আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় আলোচনা করত না। কারণ তা হলে তাকে এমন ব্যক্তির কাছে বলতে হয় যাকে সে জানে না বা বিশ্বাস করে না। গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে সকলেই পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখত, প্রত্যেকেই ভাবত যা ঘটছে তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির যোগ আছে। বস্তুত ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যাদের কেউ কখনও ভাবেনি যে তারা মুখ্যতন্ত্রে যোগ দিতে পারে। প্রধানত এদের জন্যই সাধারণ লোক পরস্পরের প্রতি এত সন্দিগ্ধ হয়েছিল এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপদে রাখতে এরা সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল, কারণ সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ এরা আরও গভীর করে দিয়েছিল।

ঠিক এই সময়ে পিসান্ডার ও তাঁর সহকর্মীরা এসে পৌঁছালেন এবং বাকি কাজগুলি দ্রুত সমাপ্ত করলেন। প্রথমে তাঁরা জনগণের একটি সভা আহ্বান করেন, একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ণক্ষমতাবিশিষ্ট দশজন কমিশনারকে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব দিলেন এবং শাসনতন্ত্র তৈরী হলে একটি নির্দিষ্ট দিনে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেশ শাসনের শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে তাদের মতামত জানাবেন স্থির করলেন। পরে যখন সেই দিনটি উপস্থিত হল তখন নগর থেকে এক মাইল দূরে পোসিডনের মন্দিরে, কোলোনাসে ষড়যন্ত্রকারীরা একটি রুদ্ধস্থানে সভা আহ্বান করল। সেখানে কমিশনারগণ একটিমাত্র প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, বললেন, যে-কোন এথেনীয় তার ইচ্ছামত যে-কোন ব্যবস্থার প্রস্তাব আনতে পারে এবং এজন্য সে কোন শাস্তি পাবে না; কিন্তু কেউ যদি তার বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগ আনে বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতি করে তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এইভাবে পথ পরিষ্কার করবার পর সোজা ঘোষণা করা হল যে বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে পদ অধিকার বা বেতনগ্রহণ করা এখন সমাপ্ত হল। তাছাড়া পাঁচজন ব্যক্তিকে সভাপতি নিযুক্ত করতে হবে, তাঁরা আবার একশ'জনকে নির্বাচিত করবেন, এই একশ'জনের প্রত্যেকে আবার তিনজনকে নির্বাচিত

করবেন। এই চারশ'জনের সংস্থা পূর্ণক্ষমতাসহ পরিষদকক্ষে প্রবেশ করবেন এবং তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে দেশশাসন করবেন এবং যখন ইচ্ছা হবে পাঁচ সহস্রের সভা আহ্বান করবেন।

প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন পিসান্ডার, গণতন্ত্রের অবসান ঘটাবার ব্যাপারে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যিনি সমগ্র ব্যাপারটির পরিকল্পনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে যাঁর চিন্তার প্রভাব ছিল সর্বাধিক তিনি অ্যান্টিফোন, তৎকালীন এথেন্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পরিকল্পনা উদ্ভাবনে উর্বরমস্তিষ্ক ও তার প্রকাশে নিপুণ বাক্‌শক্তির অধিকারী অ্যান্টিফোন কখনও স্বেচ্ছায় গণসভা বা কোন জনসমাবেশে যোগদান করেননি, কারণ তাঁর কর্মদক্ষতার খ্যাতির জন্য জনগণ তাঁকে সুনজরে দেখত না। কিন্তু আদালতে কিংবা গণসভার কোন ব্যাপারে কেউ তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলে তিনিই সর্বাধিক কার্যকর সাহায্য দিতেন। বস্তুত এই শাসনতন্ত্র স্থাপনের অভিযোগের পর যখন বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়, যখন 'চারিশতের সভার পতনের পর জনগণ এর প্রতি খুব দুর্ব্যবহার করছিল, তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনকল্পে যে ভাষণ দিয়েছিলেন আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত ইতিহাসে তার নজির নেই। মুখ্যতন্ত্র স্থাপনের ব্যাপারে ফ্রিনিকসও অতি উৎসাহী ছিলেন। আল্কিবিয়াডিস সম্পর্কে তিনি ভীত ছিলেন এবং স্যামসে অ্যাস্টিওকাসের সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্রের কথা যে তিনি জানেন সে বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন এবং ভেবেছিলেন কোন মুখ্যতন্ত্র কখনও তাঁকে ফিরিয়ে আনবে না। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর বিপদের সম্মুখীন হতে তিনিই সর্বাধিক দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন। হ্যাগননের পুত্র থেরামেনেসও গণতন্ত্র অবসানকারী দলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং যে কাজে এতগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তি অবতীর্ণ হয়েছে তা বিরাট হলেও যে সফল হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্বৈরশাসকদের বহিষ্কৃত করবার প্রায় একশ' বছর পরে এথেনীয় জনগণকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা মোটেই সহজ নয়। এই সময়ে এথেন্স যে শুধু কারও পদানত হয়নি তা নয় সে নিজেই এর অর্ধেকের বেশি সময় ধরে নিজের প্রজাদের উপর প্রভুত্ব খাটিয়েছে।

কোনরূপ বিরোধিতা ছাড়াই গণসভাতে এই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়ে গেল। এরপর গণসভা ভেঙ্গে গেল। পরে তারা নিম্নলিখিত উপায়ে চারশতকে পরিষদকক্ষে নিয়ে আসল। ডিসিলিয়ার শত্রুদের জন্য এথেনীয়গণ সর্বদা হয় প্রাচীরের উপর নতুবা বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে সৈন্যদলের সঙ্গে থাকত। নির্দিষ্ট সেই দিনে ষড়যন্ত্রকারীদের ছাড়া অন্য সকলকে যথারীতি বাড়িতে যেতে দেওয়া হল এবং ষড়যন্ত্রের দলের লোকেদের নির্দেশ দওয়া হল তারা যেন ঘাঁটিগুলির অল্প দূরে দূরে চুপচাপ ঘোরাফেরা

করতে থাকে এবং যা করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ আসলেই অস্ত্র আটক করে যেন সব বিবোধিতা দমন করে। কিছু অ্যান্ড্রীয় ও টেনীয়, তিনশ' ক্যারিস্টীয় ও ঈজিনার কিছু ঔপনিবেশিকও এই দলে ছিল। তারা বিশেষত এই উদ্দেশ্যেই নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে এবং তাদেরও এই একই নির্দেশ দেওয়া হল। প্রত্যেকের স্থানবিন্যাস সম্পূর্ণ হয়ে গেলে চারশ'জন প্রত্যেকে একটি করে গুপ্ত ছোরা সঙ্গে নিল, তাদের সঙ্গে ছিল একশ' কুড়িজন হেলেনীয় যুবক, যেখানে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হল সেখানেই এদের কাজে লাগানো হল এবং লটারীর দ্বারা নির্বাচিত পরিষদের সভ্যদের সম্মুখে পরিষদগৃহে গিয়ে বলল তারা যেন বেতন নিয়ে চলে যায়। তাদের কার্যকালের বাকি মেয়াদের উপযুক্ত অর্থ তারা সঙ্গে এনেছিল এবং তা দিয়ে দেওয়াতে তারা চলে গেল।

কোনরূপ প্রতিবাদের চেষ্টা না করেই পরিষদ এইভাবে পথ ছেড়ে দেওয়াতে এবং বাকি নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ আলোড়ন না হওয়াতে চারশতজন পরিষদকক্ষে প্রবেশ করল এবং এখন শুধু তাদের প্রিটেনের জন্য লটারী করল ও কার্যভার গ্রহণের জন্য দেবোদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও পূজার ব্যবস্থা করল। কিন্তু পরে তারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিল এবং শুধু আল্কিবিয়াডিসের জন্য তারা নির্বাসিতদের প্রত্যাহার করে নিল না, তাছাড়া সব ব্যাপারে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসন করতে লাগল। যেসব ব্যক্তিকে সরিয়ে ফেলা সহজ ছিল তাদের (যদিও সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয়) হত্যা করল, বাকিরা হয় বন্দী নয় নির্বাসিত হল। তাছাড়া ডিসিলিয়াতে স্পার্টার রাজা এজিসের কাছে খবর পাঠিয়ে জানাল যে, তারা সন্ধি করতে ইচ্ছুক এবং এখন তিনি তাদের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচনা করতে পারবেন, কারণ তারা অস্থিরচিত্ত জনগণ নয়।

এজিস অবশ্য নগরের এই অচঞ্চলভাবকে বিশ্বাস করলেন না কিংবা জনগণ এইরূপ এক মুহূর্তে তাদের সুপ্রাচীন স্বাধীনতা ছেড়ে দেবে তাও তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি এবং মনে করলেন এখনও যদি তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য না আসে (এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন) তবে একটি বৃহৎ স্পার্টীয় বাহিনীর উপস্থিতি তাদের যথেষ্ট উত্তেজিত করে তুলবে। সুতরাং তিনি 'চারিশত'র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যে উত্তর পাঠালেন তা মীমাংসার কোন আশাই জাগাতে পারল না। তিনি পেলোপন্নিস থেকে এক বিরাট সৈন্যদল চেয়ে পাঠালেন এবং অল্প পরেই এই বাহিনী ও তাঁর ডিসিলিয়ার বাহিনী নিয়ে নেমে এসে প্রাচীরাভিমুখে চললেন। তাঁর আশা ছিল আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তাদের তাঁর শর্তের নিকট নতিস্বীকার করতে বাধ্য করবে অথবা নগরের অভ্যন্তরের বা বাহিরের সম্ভাবিত বিশৃঙ্খলার দরুণ তারা কোন আঘাত পাবার আগেই

হয়ত আত্মসমর্পণ করবে। আর কিছু না হোক অন্তত রক্ষিবিহীন দীর্ঘ প্রাচীর দখলের সাফল্য সম্পর্কে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। এথেনীয়গণ তাঁকে অগ্রসর হতে দেখল কিন্তু নগরাভ্যন্তরে সামান্যতম গোলযোগও হল না। বরং তারা কিছু হপ্‌লাইট, হাল্কা অস্ত্রবাহী সৈন্য ও তীরন্দাজ এবং অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাল, অতি নিকটবর্তী কিছু সৈন্যকে হত্যা করল ও মৃতদেহ ও অস্ত্রগুলি দখল করল। এজিস তখন অবস্থা বুঝে সৈন্যদল নিয়ে ফিরে গেলেন এবং ডিসিলিয়াতে তাঁর পুরাতন স্থান গ্রহণ করে অতিরিক্ত সৈন্যদের কয়েকদিন অ্যাটিকাতে অবস্থানের পর স্বদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এরপরে 'চারিশত' আবার এজিসের নিকট প্রতিনিধি পাঠাল এবং এবার কিঞ্চিৎ বেশী সাড়া পাওয়া গেল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহে তারা তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী স্পার্টাতে একদল প্রতিনিধি পাঠাল।

তারা স্যামসের সৈন্যবাহিনীকে আশ্বস্ত করবার জন্য সেখানেও দশজনকে পাঠাল। এই দশজন বুঝিয়ে বলবে যে নগর অথবা নাগরিকদের ক্ষতি করবার জন্য মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং এটা সমগ্র নগরকে রক্ষা করবে। তাছাড়া এই শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা শুধু 'চারশ' নয় পাঁচহাজারও আছে। অবশ্য যুদ্ধাভিযান ও বিদেশে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থাকার দরুণ পাঁচ হাজারকে সমবেত করবার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও তাদের সমবেত করা যায়নি। তাছাড়া অন্যসব বিষয়ে কি বলতে হবে সে সম্পর্কে প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া হল। সুতরাং এইভাবে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অবিলম্বে এই প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দেওয়া হল, কারণ তাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে অধিকাংশ নাবিক মুখ্যতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকতে চাইবে না (পরে এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল) এবং সেইজন্য গোলমালের সূত্রপাত হয়ে শেষপর্যন্ত হয়ত নতুন সরকারের পতন ঘটবে।

বস্তুত মুখ্যতন্ত্রের প্রশ্নটি স্যামসে ইতিমধ্যেই এই নতুন দিকে ঘুরেছে। 'চারশ' যখন ষড়যন্ত্র করছিল ঠিক সেই সময় নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছিল। পূর্ববর্ণিত যে স্যামীয়রা উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিল এবং যারা গণতান্ত্রিক ছিল তাদের মত আবার পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং পিসাণ্ডার যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাঁর দ্বারা এবং স্যামসে যে এথেনীয়গণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই দলে যোগ দিল। প্রায় তিনশ' জন এই দলে ছিল এবং এখন তারা বাকি জনগণকে গণতান্ত্রিক বিবেচনা করে তাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তারা হাইপারবোলাস নামে জনৈক এথেনীয়কে হত্যা করল। সে একটা জঘন্য চরিত্রের লোক ছিল এবং সে যে নির্বাসিত হয়েছিল তার কারণ এই নয় যে তার ক্ষমতা বা মর্যাদার ভয়ে কেউ ভীত ছিল, আসলে সে ছিল শঠ ও নগরের কলঙ্কস্বরূপ। অন্যতম

সেনাধ্যক্ষ চারমিনাস এই কাজে তাদের সাহায্য করেছিলেন। তদুপরি কিছু এথেনীয়ও তাদের সাহায্য করেছিল—তাদের সাথে তারা বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিল এবং উভয়ে মিলে এই ধরনের আরও নানা কাজ তারা করেছে এবং এখন তারা জনগণকে আক্রমণ করতে কৃতসঙ্কল্প হল। জনগণ কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহ করে লিওন ও ডিওমেডন নামে দু'জন সেনাধ্যক্ষকে খবর দিল। এদিকে এই সেনাধ্যক্ষদ্বয় গণতান্ত্রিকদের বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলে মুখ্যতন্ত্রের অনিচ্ছুক সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া একটি রণতরীর অধ্যক্ষ থ্রাসিবুলাস, হপ্‌লাইট দলের থ্রাসিলাস এবং অন্য যাঁদের সব সময়ে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচণ্ড বিরোধী মনে হয়েছে তাঁদেরও খবরটি দেওয়া হল। তাঁদের কাছে তারা অনুনয় করে বলল তাঁরা যেন নিষ্ক্রিয় থেকে নির্বিবাদে স্যামীয়গণকে ধ্বংস হতে না দেন এবং এথেনীয় সাম্রাজ্যে একমাত্র অবলম্বন স্যামসকে হাতছাড়া করে না ফেলেন। এই কথা শুনবার পর তাঁরা সৈন্যদের কাছে একের পর এক গিয়ে এই কাজ প্রতিহত করতে আবেদন জানালেন। প্যারালাসের নাবিকদের প্রতি তাঁরা বিশেষ মনোযোগ দিলেন। কারণ তারা সকলেই ছিল এথেনীয় ও স্বাধীন নাগরিক এবং স্মরণাতীত কাল থেকেই মুখ্যতন্ত্রের বিরোধী, এমনকি যখন তার কোন অস্তিত্ব ছিল না তখন থেকেই। স্যামীয়গণ নিজেরাই যদি অন্য কোথাও চলে যায় তবে তাদের রক্ষা করবার জন্য লিওন ও ডিওমেডন কয়েকটা জাহাজ রেখে গেলেন। ফলে যখন 'তিনশ' জনগণকে আক্রমণ করল তখন এরা সকলেই বিশেষত প্যারালাসের নাবিকগণ সাহায্যার্থে অগ্রসর হল। স্যামীয় গণতান্ত্রিক-গণ জয়লাভ করল, 'তিনশ'র প্রায় ত্রিশজনকে হত্যা করল এবং নেতৃস্থানীয় তিনজনকে নির্বাসিত করল। বাকিদের ক্ষমা করা হল, প্রত্যেককেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একসঙ্গে বাস করবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হল।

আর্চেস্ট্রেটাসের পুত্র এথেনীয় চীরিয়াস এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখন স্যামীয়গণ এবং সৈন্যবাহিনী কালবিলম্ব না করে প্যারালাস জাহাজটি দিয়ে তাঁকে এথেন্সে পাঠিয়ে দিল ঘটনার বিবরণ দেবার জন্য। এদিকে 'চারশ' যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সেকথা তারা জানত না। বন্দরে প্রবেশ করামাত্র প্যারালাসের দু'-তিনজন নাবিককে 'চারশ' (নূতন পরিষদ চারশ' সভ্য নিয়ে গঠিত) গ্রেপ্তার করল এবং বাকিদের কাছ থেকে জাহাজটা অধিকার করে তাদের একটি সৈন্যবাহী জাহাজে স্থানান্তরিত করল এবং ইউবিয়ার চতুর্দিকে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করল। অবস্থা বুঝতে পারামাত্র চীরিয়াস পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং স্যামসে ফিরে গিয়ে তিনি এথেন্সে ঘটমান বিভীষিকা সম্পর্কে সৈন্যদের কাছে এমন একটা চিত্র তুলে ধরলেন যা ছিল সর্বৈব অতিরঞ্জিত। তিনি বললেন যে সবাইকে কশাঘাতে জর্জরিত করা হচ্ছে, ক্ষমতাধিষ্ঠিতদের বিরুদ্ধে কেউ একটিও কথা বলতে

পারছে না, সৈন্যদের স্ত্রী ও শিশুরা নিগৃহীত হচ্ছে এবং স্যামসের সৈন্যদের যেসব আত্মীয়ের মনোভাব সরকারের প্রতি অনুকূল নয়, স্থির হয়েছে যে তাদের প্রত্যেককে বন্দী করা হবে এবং তারা অবাধ্য হলে হত্যা করা হবে। এছাড়া আরো বহু নতুন নতুন মারাত্মক তথ্য তিনি পরিবেশন করলেন।

একথা শুনেই সৈন্যবাহিনীর প্রথমে ইচ্ছা হল তারা মুখ্যতন্ত্রের প্রধান কর্মকর্তা ও অন্য যারা এর সাথে সংশিলষ্ট তাদের সবাইকে আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা মধ্যপন্থীদের কথায় এই সঙ্কল্প ত্যাগ করল। কারণ, কাছেই আক্রমণোদ্যত শত্রুর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আচরণে তাদের সবই নষ্ট হবে। এর পর বিদ্রোহের দুই প্রধান নেতা থ্র্যাসিলাস ও থ্র্যাসিবুলাস (লাইকাসের পুত্র) স্পষ্টত ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তাঁরা স্যামসের শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রে পরিবর্তিত করতে ইচ্ছুক। সব সৈন্যকে বিশেষ করে মুখ্যতান্ত্রিক দলের প্রত্যেককে তাঁরা কঠোরতমভাবে পালনীয় যে শপথে আবদ্ধ করলেন তাতে বলা হল যে তারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মান্য করবে, ঐক্যবদ্ধ থাকবে, উদ্যমের সঙ্গে পেলোপনেসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, 'চারশ'কে শত্রু-রূপে গণ্য করবে এবং তাদের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রত্যেক স্যামীয়ই এই শপথ গ্রহণ করল। সৈন্যরা সর্বপ্রকারে তাদের অংশীদার হল। কারণ তারা নিশ্চিত বুঝেছিল যে তাদের কিংবা স্যামীয়দের আর কোনো পথ নেই, 'চারশ' কিংবা মাইলেটাসে অবস্থিত শত্রুর সাফল্যে তাদের চরম ক্ষতি অনিবার্য।

সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন নগরের ওপর বলপূর্বক গণতন্ত্র স্থাপনোদ্যত সৈন্যবাহিনী ও শিবিরের উপর বলপূর্বক মুখ্যতন্ত্র স্থাপনোদ্যত 'চারশ'র মধ্যে কেন্দ্রীভূত হল। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ দ্রুত একটি সভা আহ্বান করল এবং তাতে তারা পূর্বতন সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সন্দেহভাজনদের পদচ্যুত করল, কেবল থ্র্যাসিবুলাস ও থ্র্যাসিলাসকে স্বস্থানে রাখল এবং নতুন পোতাধ্যক্ষ ও সেনাধ্যক্ষ মনোনীত করল। এ ছাড়াও তারা উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে উৎসাহিত করতে লাগল এবং অন্যান্য নানা কথা ছাড়াও বলল যে নগর তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে বলে হতাশ হবার কারণ নেই যেহেতু বিদ্রোহীরা সংখ্যায় কম ও অন্যান্য দিক থেকেও তুলনামূলকভাবে হীনবল। সমগ্র নৌবহর তাদের হাতে এবং এথেন্সে ঘাঁটি থাকলে যেমন সম্ভব হত এখনো তেমনি তারা সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রকে অর্থদানে বাধ্য করতে পারবে। এখন তাদের সামরিক ঘাঁটি স্যামস এবং এই স্যামস দুর্বল তো নয়ই বরং যুদ্ধের সময় সে এথেন্সের কাছ থেকে তার সামুদ্রিক আধিপত্য ছিনিয়ে নেবার উপক্রম করেছিল, অথচ শত্রুদের কিন্তু আক্রমণের ঘাঁটি অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ

নৌবহর তাদের দখলে থাকাতে সরবরাহ লাভের ব্যাপারে স্বদেশের সরকার অপেক্ষা তাদের সুবিধা অধিক। এতদিন যাবৎ স্যামসের অগ্রগামী ঘাঁটিটি থাকবার ফলেই দেশের কর্তৃপক্ষ পাইরিউসের প্রবেশপথের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন। যদি এথেনীয়গণ পূর্বতন শাসনতন্ত্র ফিরিয়ে না দেয় তবে স্যামসের সৈন্যরা যত সহজে তাদের সমুদ্রপথ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে তারা তত সহজে তাদের পারবে না। তাছাড়া শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য এথেন্সের সাহায্যের অল্পই প্রয়োজন আছে, এমনকি নেই বললেও চলে। যে এথেনীয়রা তাদের অর্থ সরবরাহ করতে পারছে না (সৈন্যদের নিজেদের তা সংগ্রহ করতে হচ্ছে) এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শদানে যারা অক্ষম (অথচ এর দ্বারাই রাষ্ট্র সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করতে পারে) তাদের হারিয়ে তাদের কোনোই ক্ষতি হয়নি। বরং দেশীয় সরকার পিতৃপুরুষের শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে নিজেরাই অন্যায় করছে, অথচ, সৈন্যবাহিনী কিন্তু সেই পুরনো শাসনতন্ত্রকেই মান্য করছে এবং সরকারও যাতে তা করে সেই জন্য চেষ্টা করে যাবে। সুতরাং সৎপরামর্শের ব্যাপারেও নগরের তুলনায় শিবিরই অধিকতর সুবিধাজনক। উপরন্তু তারা যদি আল্কিবিয়াডিসের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তাহলে তিনি অত্যন্ত খুশির সঙ্গে রাজার সাথে মৈত্রী সম্পাদন করে দেবেন। সর্বোপরি তারা যদি এই সবকিছুতেই ব্যর্থ হয় তাহলে তারা সঙ্গী নৌবহরটির সাহায্যে এমন অনেক জায়গায় চলে যেতে পারে যেখানে তারা নগর ও জমি দুই-ই লাভ করবে।

এইভাবে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে ও পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করে তারা পূর্বের ন্যায় উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি করে চলল। এদিকে 'চারশ' কর্তৃক স্যামসে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ ডেলসে থাকাকালেই এইসব শুনতে পেয়ে আর অগ্রসর হল না।

প্রায় এই সময়ে মাইলেটাসের পেলোপনেসীয় নৌবহরে তীব্র অভিযোগ উঠল যে অ্যাস্টিওকাস ও টিসাফার্নেস তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছেন, অ্যাস্টিওকাস সমুদ্রে যুদ্ধ করতে গররাজি ছিলেন পূর্বে যখন তাদের শক্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল এবং এথেনীয় নৌবহর ছোট ছিল তখনো নয়, আবার যখন শোনা যাচ্ছে শত্রুরা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত নৌবাহিনী এখনো ঐক্যবদ্ধ নয় তখনো নয় বরং তিনি তাদের টিসাফার্নেসের ফিনিসীয় নৌবহরের জন্য অপেক্ষা করাচ্ছেন অথচ এই নৌবহরের অস্তিত্ব মাত্র নামেই আছে এবং এই অপেক্ষা করায় পেলোপনেসীয়রা নিষ্ক্রিয়তাবশত অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। টিসাফার্নেস তো উপরিউক্ত নৌবহর নিয়েই আসেননি উপরন্তু আংশিক ও অনিয়মিত বেতন দান করে তাদের ক্ষতিসাধন করেছিলেন। সুতরাং তারা জোর দিয়ে বলল যে তারা

আর দেরি না করে একটা চূড়ান্ত নৌযুদ্ধের মাধ্যমে হেস্তনেস্ত করে ফেলবে। এ বিষয়ে সাইরাকিউসীয়দের পীড়াপীড়ি ছিল সর্বাধিক।

মিত্রগণ এবং অ্যাস্টিওকাস এই অভিযোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই সভায় স্থির করলেন একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। স্যামসের গোলযোগের খবর পেয়ে তাঁরা মোট একশ'-বারোটি জাহাজের সমগ্র বলে নিজেরা সেইদিকে অগ্রসর হলেন। এথেনীয়রা তখন স্যামস থেকে বিরাশিটি জাহাজ নিয়ে মাইকেলের গ্লোসিতে নোঙর করেছিল (স্যামসের এই জায়গাটি মূল ভূ-খণ্ডের খুব কাছে)। পেলোপনেসীয়দের এগিয়ে আসতে দেখে তারা স্যামসে ফিরে গেল। কারণ তাদের মনে হল যে একটা যুদ্ধে সব-কিছুর ঝুঁকি নেবার মতো সংখ্যাগত যথেষ্ট শক্তি তাদের নেই। তাছাড়া শত্রুরা যে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এ খবর তারা মাইলেটাস থেকে আগে পেয়েছিল এবং হেলেসপণ্ট থেকে স্ট্রাম্বিকাইডিসের এসে পৌছানোর অপেক্ষা করছিল। চিওস থেকে অ্যাবিডসে যে জাহাজগুলো গিয়েছে তাদের সাথে তাঁর কাছে একজন দূত তারা পূর্বেই পাঠিয়েছিল। সুতরাং এথেনীয়গণ স্যামসে ফিরে গেল এবং পেলোপনেসীয়গণ মাইকেলে পৌছল এবং মাইলেটাস ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আগত পদাতিক বাহিনীসহ সেইখানেই শিবির স্থাপন করল। পরদিন তারা স্যামসের বিরুদ্ধে যাত্রা করতে উদ্যত হবে এমন সময়ে খবর পেল যে হেলেসপণ্ট থেকে জাহাজ নিয়ে স্ট্রাম্বিকাইডিস এসে পেঁাছেছেন। তা শুনে তৎক্ষণাৎ তারা মাইলেটাসে ফিরে গেল। এথেনীয়গণ আবার এখন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য একশ'-আটটি জাহাজ নিয়ে মাইলেটাসের বিরুদ্ধে যাত্রা করল, কিন্তু কেউ তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হওয়াতে আবার স্যামসে ফিরে গেল।

ষড়বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—যুদ্ধের একবিংশতিতম বর্ষ। আল্কিবিয়াডিসকে স্যামসে পুনরাহ্বান। ইউবিয়ার বিদ্রোহ ও 'চারশতে'র পতন। সাইনোসেমার যুদ্ধ।

এদিকে পেলোপনেসীয়গণ নিজেদের এথেনীয়গণের অনুরূপ শক্তিশালী মনে না করে সমগ্র এথেনীয় নৌবহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হল এবং এতগুলো জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, বিশেষতঃ টিসাফার্নেস তখন উপযুক্ত অর্থ সরবরাহ করছিলেন না। সুতরাং পেলোপনেসীয়রা পেলোপন্নিস থেকে প্রাপ্ত প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী রামফিয়াসের পুত্র ক্লিয়ারকাসকে চল্লিশটি জাহাজ দিয়ে ফার্নাবাজাসের কাছে পাঠাল। ফার্নাবাজাস তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তিনি এর ব্যয়ভার বহন করতেও প্রস্তুত ছিলেন। বাইজান্টিয়ামও এই সময়ে বিদ্রোহী হয়ে তাদের পক্ষে আসবার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছিল। সুতরাং এই পেলোপনেসীয় জাহাজগুলো এথেনীয়দের দৃষ্টি এড়াবার জন্য উন্মুক্ত সমুদ্র দিয়ে অগ্রসর হল। এবং বাত্যাতাড়িত হয়ে অধিকাংশ জাহাজ ক্লিয়ারকাসসহ ডেলসে চলে গেল এবং পরে মাইলেটাসে ফিরে আসল। ক্লিয়ারকাস তখন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবার জন্য স্থলপথে সেখান থেকে হেলেসপণ্টে গেলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত জাহাজগুলোর মধ্যে দশটি মেগারীয় জাহাজ হেলিক্সাসের নেতৃত্বে হেলেসপণ্টে পৌঁছল এবং বাইজান্টিয়ামের বিদ্রোহ কার্যকর করল। এরপর স্যামসের সেনাধ্যক্ষরা এই খবর পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে হেলেসপণ্টকে পাহারা দেবার জন্য একটি নৌবহর প্রেরণ করলেন এবং বাইজান্টিয়ামের সামনে দুপক্ষের আটটি করে জাহাজের মধ্যে একটা স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ হল।

ইতিমধ্যে স্যামসের প্রধান ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ থ্র্যাসিবুলাস, যিনি সরকারের পরবর্তন ঘটাবার পর থেকেই আল্কিবিয়াডিসকে প্রত্যাহার করতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটা সভায় সৈন্যদলকে স্বমতে আনলেন এবং তাঁকে প্রত্যাহরে ও ক্ষমার স্বপক্ষে ভোট গৃহীত হবার পর থ্র্যাসিবুলাস টিসাফার্নেসের নিকট রওনা হলেন এবং আল্কিবিয়াডিসকে ফিরিয়ে আনলেন। কারণ তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে আল্কিবিয়াডিস যদি টিসাফার্নেসকে পেলোপনেসীয় পক্ষ থেকে তাঁদের পক্ষে আনতে পারেন তবেই একমাত্র তাঁদের উদ্ধারের আশা আছে। তারপর একটা সভা আহূত হল। সেখানে আল্কিবিয়াডিস তাঁর নির্বাসনজনিত দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অনুযোগ ও পরিতাপ করলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করলেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে উচ্চ আশা জাগিয়ে তুললেন, এবং টিসাফার্নেসের ওপর নিজের প্রভাব

সম্পর্কে অতিশয় অতিরঞ্জিত ছবি আঁকলেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এথেন্সের মুখ্যতন্ত্রকে তাঁর প্রতি ভীত করে তোলা, রাজনৈতিক সমিতিগুলির অবলুপ্তি ত্বরান্বিত করা, স্যামসের সৈন্যদের কাছে নিজের বাহাদুরি বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বর্ধিত করা, সর্বোপরি টিসাফার্নেসের প্রতি শত্রুদের সন্দেহ যথাসম্ভব জাগ্রত করা ও তাদের সযত্নপালিত আশা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া। সুতরাং আল্কিবিয়াডিস সৈন্যবাহিনীর কাছে নিম্নলিখিত অতি লোভনীয় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেনঃ টিসাফার্নেস তাঁকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে আশ্বস্ত করেছেন যে যদি তিনি এথেনীয়দের বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে যতক্ষণ তাঁর কিছুমাত্র সম্বল আছে ততক্ষণ তিনি সরবরাহের ব্যাপারে এথেনীয়দের অভাবে পড়তে দেবেন না, এমনকি যদি তাঁর রুপার কৌচ দিয়ে মুদ্রা তৈরী করতে হয় তবুও না এবং যে ফিনিসীয় নৌবহরটি এখন অ্যাসপেন্ডাসে রয়েছে সেটিকে পেলোপনেসীয়দের বদলে এথেনীয়দের জন্য আনবেন। কিন্তু যদি এথেনীয়রা আল্কিবিয়াডিসকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে তাদের প্রতিভু হিসাবে রাখে তাহলে একমাত্র তিনি তাদের বিশ্বাস করবেন।

এই কথা এবং আরো অনেক কিছু শুনে এথেনীয়গণ তৎক্ষণাৎ পূর্বতনদের সাথে আল্কিবিয়াডিসকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করল। এবং সমস্ত দায়িত্ব তাঁর হস্তে ন্যস্ত করল। সৈন্যবাহিনীতে এখন এমন একজনও ছিল না যার কাছে বর্তমান নিরাপত্তার আশা ও 'চারশ'র উপর প্রতিশোধ স্পৃহা অপেক্ষা অন্য কোনোকিছু বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তারা যা শুনল, তারপর শত্রুদের প্রতি তাদের এমন ঘৃণা জন্মাল যে তৎক্ষণাৎ পাইরিউসে যুদ্ধযাত্রা করতে উদ্যত হল। আল্কিবিয়াডিস কিন্তু নিকটবর্তী শত্রুদের পশ্চাতে ফেলে পাইরিউস অভিমুখে যাত্রা করবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, যদিও অনেকে তা চাইছিল। তিনি বললেন যেহেতু তিনি এখন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন অতএব তিনি প্রথমে টিসাফার্নেসের কাছে যাবেন এবং যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করবেন। সভাভঙ্গ হলেও তিনি সোজা চলে গেলেন যাতে সবার এমন ধারণা হয় যে তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভরতা আছে এবং টিসাফার্নেসের নিকটও তাঁর মূল্য বৃদ্ধি পায়। কারণ সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়াতে তিনি এখন তাঁর ভাল কিংবা মন্দ দুই-ই করতে পারেন। আসল ব্যাপার হল এই যে আল্কিবিয়াডিস টিসাফার্নেসকে ভয় দেখাবার জন্য এথেনীয়দের এবং এথেনীয়দের ভয় দেখাবার জন্য টিসাফার্নেসকে ব্যবহার করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আল্কিবিয়াডিসের প্রত্যাবর্তনের খবর মাইলেটাসের পেলোপনেসীয়গণ শুনেছিল। ইতিপূর্বেই তারা টিসাফার্নেস সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে

উঠেছিল এখন আরো তিক্ত হয়ে উঠল। বস্তুতঃ এথেনীয়গণ যখন মাইলে-টাসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং পেলোপনেসীয়গণ বাইরে এসে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হয়েছিল তারপর থেকেই প্রাপ্য বেতন চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে টিসাফার্নেস আরো শিথিল হয়েছিলেন। এর পূর্বেও আল্কি-বিয়াডিসের জন্য তাঁর প্রতি বিরূপতা বাড়ছিল। সুতরাং সৈন্যরা এবং সৈন্য-দলের বাইরের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পূর্বের ন্যায় বিচার করতে লাগল কিভাবে এখনো তারা পুরো বেতন পায়নি, যা তারা পেয়েছে তা পরিমাণে সামান্য এবং তাও আবার পাওয়া গিয়েছে অনিয়মিত ; এবং যদি তারা একটা চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয় কিংবা এমন একটা ঘাঁটিতে সরে না যায় যেখানে সরবরাহ নিশ্চিত তবে জাহাজের নাবিকরা জাহাজ ছেড়ে চলে যাবে, এবং এই সবকিছুর পিছনে রয়েছেন অ্যাস্টিওকাস যিনি ব্যক্তিগত স্বার্থে টিসাফার্নেসকে তোষণ করে চলেছেন।

সৈন্যগণ যখন এইসব আলোচনা করছে এমন সময় অ্যাস্টিওকাসকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটল। অধিকাংশ থুরীয় ও সাইরাকিউসীয় নাবিকই ছিল স্বাধীন নাগরিক। সুতরাং সমগ্র বাহিনীর মধ্যে স্বাধীনতম এই নাগরিকরাই অ্যাস্টিওকাসকে ঘিরে ধরে বেতন দাবি করবার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক সোচ্চার ছিল। অ্যাস্টিওকাস তাদের কিছু উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন এবং ভীতিপ্রদর্শন করলেন এবং ডোরিউস যখন নিজের নাবিকদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলেন তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লাঠি পর্যন্ত তুললেন। তা দেখে সৈন্যরা ক্রুদ্ধ হয়ে অ্যাস্টিওকাসকে আঘাত করতে এগিয়ে আসল (নাবিকরা যেমন হয়ে থাকে)। তিনি অবশ্য সময়মতো তা দেখতে পেয়ে একটা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সুতরাং আঘাত না করেই তাদের ফিরে যেতে হল। ইতিমধ্যে মাইলেটাসে টিসাফার্নেসের নির্মিত দুর্গটি মাইলেসীয়রা হঠাৎ আক্রমণ করে দখল করল এবং এখানকার রক্ষি-বাহিনীকে বিতাড়িত করল। অন্য মিত্রগণ বিশেষতঃ সাইরাকিউসীয়গণ এই কাজ সমর্থন করল। কিন্তু লিচাস করলেন না। তিনি বললেন যে যুদ্ধের সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মাইলেসীয়দের ও রাজার অঞ্চলের অন্য সকলেরই টিসাফার্নেসের প্রতি মোটামুটি আনুগত্য থাকা প্রয়োজন। এতে এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি ব্যাপারে মাইলেসীয়গণ লিচাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হল এবং পরে যখন তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন স্পার্টীয়গণ ও সৈন্যবাহিনীর অন্যান্যরা তাঁকে যেখানে সমাধিস্থ করতে চেয়ে-ছিল তারা তাতে রাজি হননি।

অ্যাস্টিওকাস ও টিসাফার্নেস সম্পর্কে সৈন্যবাহিনীর অসন্তোষ যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন অ্যাস্টিওকাসের পরবর্তী নৌ-অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত

মিণ্ডারাস স্পার্টা থেকে এসে কার্যভার গ্রহণ করলেন। অ্যাস্টিওকাস এখন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর সাথে টিসাফার্নেস নিজের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যারীয় গোলাইটিসকে পাঠালেন। তিনি দু'টি ভাষাই জানতেন। তিনি মাইলেসীয়দের বিরুদ্ধে টিসাফার্নেসকে সমর্থন করবেন এবং মাইলেসীয়দের দুর্গসংক্রান্ত আলোচনার প্রতিবাদ করবেন। কারণ, টিসাফার্নেস জানতেন যে প্রধানতঃ তাঁকে আক্রমণ করবার জন্য মাইলেসীয়গণ স্পার্টাতে রওনা হয়েছে এবং হার্মোক্রেটিসকে সঙ্গে নিয়ে যিনি টিসাফার্নেসের বিরুদ্ধে আল্কিবিয়াডসের সাথে মিলিত হয়ে পেলোপনেসীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন করবার ও দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনের অভিযোগ আনবেন। বস্তুতঃ পুরো বেতন না দান করাকে কেন্দ্র করে হার্মোক্রেটিস যখন সাইরাকিউস থেকে নির্বাসিত হন এবং পরে পোটেমিস, মিস্কন ও ডেমারকাস নামে নতুন নৌ-অধ্যক্ষরা মাইলেটাসে সাইরাকিউসান জাহাজের ভার নিয়ে আসেন তখন থেকে এই নির্বাসিত শত্রুর ওপর টিসাফার্নেস অধিকতর কঠোর হয়ে উঠেছিলেন এবং বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযোগেও ছিল যে তিনি তাঁর কাছে অর্থ চাইতেন এবং তা না পেয়েই তাঁকে শত্রুরূপে গণ্য করছেন।

অ্যাস্টিওকাস এবং মাইলেসীয়গণ ও হার্মোক্রেটিস যখন স্পার্টা অভিমুখে যাচ্ছিলেন আল্কিবিয়াডিস তখন টিসাফার্নেসের কাছ থেকে স্যামসে ফিরে আসলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর 'চারশ' প্রেরিত প্রতিনিধিদল (যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে) স্যামসের সৈন্যদের শান্ত করতে ও ঘটনা ব্যাখ্যা করতে ডেলস থেকে এসে পৌঁছল। একটা সভা আহূত হল এবং প্রতিনিধিগণ সেখানে আলোচনা করবার চেষ্টা করল। সৈন্যগণ প্রথমে কিছুতেই তাদের কথা শুনতে চাইল না এবং গণতন্ত্র ধ্বংসকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য চিৎকার করতে লাগল। অবশেষে অতিকষ্টে তাদের শান্ত করা হয়। প্রতিনিধিগণ তাদের জানাল যে নগরকে রক্ষা করবার জন্যই এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে নগরকে ধ্বংস করবার জন্য বা শত্রুর হাতে তুলে দেবার জন্য নয়, কারণ তাদের শাসনকালে শত্রু যখন দেশ আক্রমণ করেছিল তখন তাদের এই সুযোগ একবার এসেছিল। তাছাড়া শাসনকার্যে পাঁচ সহস্রের সভার সকলের উপযুক্ত অংশ থাকবে এবং চীরিয়াস কর্তৃক প্রচারিত অপবাদের কিছুই সত্য নয়, সৈন্যদের আত্মীয়গণ অভিযোগ করবার মত কোন নিপীড়ন বা দুর্ব্যবহার পাননি। বরং তাঁরা আগের ন্যায় নির্বিঘ্নে সম্পত্তি ভোগ করছেন। এছাড়া তারা আরও নানা কথা বলল কিন্তু ক্রুদ্ধ শ্রোতাদের কাছে তাতে কোন ফল হল না এবং আলোচিত বহু-মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সমর্থিত হল পাইরিউসে যুদ্ধযাত্রা করবার প্রস্তাবটি। এই সময়ে আল্কিবিয়াডিস যে কাজ করলেন তা হল স্বদেশের প্রতি তাঁর প্রথম সৎকর্ম এবং প্রকৃতই এটি তাঁর

প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। যখন স্যামসের এথেনীয়গণ স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে শত্রুদের অধিকারে চলে যেত তখন আল্কিবিয়াডিস তাদের প্রতিহত করলেন। যখন আর কারও পক্ষে জনতাকে সংযত করা সম্ভব ছিল না তখন তিনি এই প্রস্তাবিত অভিযান বন্ধ করতে সক্ষম হন। তিনি তাদের তিরস্কার করেন এবং প্রতিনিধিদের প্রতি [illegible]গত কারণে তাদের যে বিরূপতা ছিল তা দূর করতে সক্ষম হন। তিনি নিজেই প্রতিনিধিদের এই উত্তর দিয়ে বিদায় দিলেন যে, পাঁচ হাজারের শাসনের তিনি বিরোধীদল কিন্তু 'চারশ'কে বাতিল করে দিয়ে পাঁচশ'র সভার হাতে পুনরায় ক্ষমতা ফিরে দিতে হবে ; এদিকে মিতব্যয়িতা সংক্রান্ত যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সৈন্যবাহিনীর বেতনদানের সুবিধা হবে সেসবের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং সাধারণভাবে তিনি আবেদন জানালেন যে শত্রু সম্পর্কে যেন দৃঢ়তা অবলম্বন করা হয় এবং তাকে যেন কোনমতেই রেহাই দেওয়া না হয়, কারণ নগর যদি রক্ষাপ্রাপ্ত হয় তবে নিশ্চয় আশা করা যায় যে-কোন একদিন দলের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে, কিন্তু যদি দু'টি দলের মধ্যে যে-কোন একটা ধ্বংস হয়ে যায়, কি স্যামসে, কি এথেন্সে, তবে মিটমাট করবার জন্য আর কেউ থাকবে না। ইতিমধ্যে স্যামসের এথেনীয় গণতন্ত্রকে সমর্থন করবার জন্য আর্গসীয়দের একদল প্রতিনিধি এসে পেঁছাল আল্কিবিয়াডিস তাদের ধন্যবাদ দিয়ে যখন তাদের আহ্বান করা হবে তখন আসবার অনুরোধ জানিয়ে তাদের বিদায় দিলেন। প্যালাসের যে নাবিকদের সৈন্যবাহী জাহাজে করে ইউবিয়ার চতুর্দিকে পাহারা দেওয়ার জন্য 'চারশ' পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই নাবিকদের সাথে আর্গসীয় প্রতিনিধিগণ এসে উপস্থিত হল। কথা ছিল নাবিকগণ তারপর 'চারশ'র প্রতিনিধি—লীসদোডিয়াস, অ্যারিস্টোফোন ও সেলেময়াসকে নিয়ে স্পার্টাতে যাবে। কিন্তু পথে তারা আর্গসে পেঁছাতে প্রতিনিধিদের ধরে আর্গসীয়দের হাতে সমর্পণ করল, কারণ গণতন্ত্রের পতন ঘটাবার ব্যাপারে তাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। তারপর নাবিক-গণ এথেন্সে না গিয়ে আর্গসের প্রতিনিধিগণকে জাহাজে তুলে স্যামসে আসল।

সেই গ্রীষ্মে যখন আল্কিবিয়াডিসের প্রত্যাবর্তন ও টিসাফার্নেসের আচরণে পেলোপনেসীয়দের অসন্তোষ চরমে পেঁছেছে এবং তারা ভাবছে যে তিনি নিশ্চয় এখন এথেনীয় পক্ষে যোগদান করবেন তখন টিসাফার্নেস নিজেকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত করবার জন্য (অন্তত তিনি সেরূপ ভাব করলেন) ফিনীসীয় নৌবহর আনতে এ্যাসপেন্ডাসে যেতে প্রস্তুত হলেন ও লিচাসকে সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বললেন যে তাঁর অবর্তমানে সৈন্য-বাহিনীর বেতনদানের জন্য তিনি ট্যাসসকে নিযুক্ত করে যাচ্ছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি অ্যাসপেন্ডাসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে পেঁছে কেন তিনি জাহাজ আনলেন না সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সহজ নয়। একশ' সাতচল্লিশটি

ফিনীসীয় জাহাজ যে এ্যাসপেন্ডাস পর্যন্ত এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু কেন তারা আসল না তা নিয়ে বিভিন্ন কারণ দেখানো হয়েছে। কেউ মনে করেন যে তাঁর পেলোপনেসীয়গণের শক্তি দুর্বল করে ফেলবার পুরাতন নীতি অনুসরণ করেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, কারণ, বেতনদানের ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধি ট্যামস একটুও নির্ভরযোগ্য ছিলেন না বরং তাঁর অপেক্ষা অবিশ্বস্ত ছিলেন। অন্যরা বলেন যে ফিনিসীয়দের তিনি অ্যাসপেন্ডাসে এনেছিলেন তাদের অব্যাহতিদানের বিনিময়ে অর্থ আদায়ের জন্য, অথচ তাদের নিয়োগ করবার ইচ্ছা তাঁর কখনও হয়নি। আর একদল বলেন যে, স্পার্টাতে তাঁর বিরুদ্ধে আলোড়ন চলছিল বলে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, যাতে তিনি বলতে পারেন যে তিনি নির্দোষ, জাহাজগুলো সত্যই নাবিকপূর্ণ করা হয়েছে এবং তিনি সত্যই তাদের আনতে গিয়েছেন। আমার নিকট পরিষ্কার মনে হয়েছে যে তিনি নৌবহর আনেননি কারণ তিনি চেয়েছিলেন হেলেনীয় শক্তিদের জীর্ণ করে ফেলতে অর্থাৎ অ্যাসপেন্ডাসে গমনাগমনের সময়টাতে তাদের শক্তিক্ষয় করে ফেলতে এবং দু'পক্ষের কোনটাতে যোগদান না করে উভয়ের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে। যদি তিনি যুদ্ধ শেষ করতে চাইতেন তবে সংশয়াতীতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তা তিনি করতে পারতেন। যদি তিনি নৌবহর আনতেন তবে স্পার্টীয়গদের জন্য সুনিশ্চিত জয়ও সম্ভব করতে পারতেন। এথেনীয়দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান পেলোপনেসীয় নৌবহরটি শক্তিতে ন্যূন তো ছিলই না বরং সমকক্ষের অধিক ক্ষমতাপন্ন ছিল। নৌবহর না আনবার জন্য তিনি যে অজুহাত প্রদর্শন করেছেন তার দ্বারাই অতি সুস্পষ্টভাবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে রাজা যেমন আদেশ দিয়েছিলেন তদপেক্ষা কম জাহাজ সম্মিলিত হয়েছিল। কিন্তু যদি তিনি রাজার অর্থব্যয় হ্রাস করে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে একই ফললাভ করতে পারেন তবে তাতে তাঁর কৃতিত্ব বৃদ্ধি পেত। যাই হোক, তার উদ্দেশ্য যাই থাক, টিসাফার্নেস অ্যাসপেন্ডাসে গেলেন এবং ফিনিসীয়দের দেখলেন এবং তাঁর ইচ্ছে অনুসারে পেলোপনেসীয়গণ ফিলিপ নামে একজন স্পার্টীয়কে দু'টি জাহাজ দিয়ে নৌবহরটি আনতে পাঠাল।

টিসাফার্নেসকে অ্যাসপেন্ডাসে যেতে দেখে আল্কিবিয়াডিস নিজেই তেরটি জাহাজ নিয়ে সেখানে গেলেন, স্যামসের এথেনীয়দের জন্য সুনির্দিষ্ট ও বিরাট একটা কাজ সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, হয় তিনি ফিনিসীয় নৌবহরটি এথেনীয়দের জন্য আনিবেন, তা নয়ত অন্তত তাদের, ফিনিসীয়দের, পেলো-পনেসীয়দের পক্ষে যোগ দিতে দেবেন না। খুব সম্ভব তিনি অনেকদিন থেকেই জানতেন যে টিসাফার্নেস আদৌ নৌবহর আনতে ইচ্ছুক নন এবং তিনি পেলোপনেসীয়দের কাছে টিসাফার্নেসকে এমন প্রতিপন্ন করতে চাইলেন

যেন তিনি তাঁর নিজের ও এথেনীয়দের বন্ধু, ফলে এইভাবে টিসাফার্নেস তাঁদের দলে চলে আসতে বাধ্য হবেন।

আল্কিবিয়াডিস যখন যাত্রা শুরু করে ফাসেলিন ও কোনাসের উদ্দেশ্যে পূর্বাভিমুখে চলতে লাগলেন তখন চারশত কর্তৃক স্যামসে প্রেরিত প্রতিনিধি-গণ এথেন্সে পৌছাল। তারা আল্কিবিয়াডিসের বক্তব্য পেশ করল, বলল যে তিনি শত্রুর সম্মুখে দৃঢ়তা অবলম্বন করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলছেন। তারা বলল যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সাথে সৈন্যবাহিনীর মিটমাট হয়ে যাবে এবং পেলোপনেসীয়দের বিরুদ্ধে এথেনীয়গণ জয়ী হবে। এই কথা শুনে মুখ্যতন্ত্রের অধিকাংশ সমর্থক যারা ইতিমধ্যেই মুখ্যতন্ত্র সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং সম্ভব হলে কোনো নিরাপদ উপায়ে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল, তারা তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে আরো দৃঢ়সংকল্প হল, তারা এখন সংঘবদ্ধ হয়ে শাসনববস্থার সমালোচনা করতে লাগল। তাদের নেতাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন মুখ্যতন্ত্রের প্রধান সেনাধ্যক্ষ বা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি, যেমন—হ্যাগননের পুত্র থেরামেনেস, স্কেলিয়াসের পুত্র অ্যারিস্টোক্রেটিস ও অন্যান্যরা। তাঁরা যদিও মুখ্যতন্ত্রের কয়েকজন প্রধান সদস্য ছিলেন, (তাঁরা বললেন যে স্যামসের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তাঁদের ভয় আছে, বিশেষত আল্কিবিয়াডিস সম্পর্কে শঙ্কা তাঁদের আরো বেশি। উপরন্তু স্পার্টাতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ জনগণের সম্মতি ছাড়াই হয়ত রাষ্ট্রের কিছু ক্ষতি করতে পারে, এই ভয়ও আছে) এবং মুখ্যতন্ত্রের হাতে ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের কোনো আপত্তি করেননি, তবু দাবি করেছিলেন যে পাঁচ হাজারের মাত্র নামে নয় কাজেও অস্তিত্ব দেখাতে হবে। কিন্তু এটা ছিল কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচার। গণতন্ত্রের পতনের ভিতর দিয়ে যে সব মুখ্যতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয় তাদের পক্ষে চরম মারাত্মক পথ গ্রহণে অধিকাংশই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির প্রেরণায় প্রণোদিত হয়েছিলেন। কারণ কেউ তখন পরস্পরের সমকক্ষ হয়ে খুশি হয় না, প্রত্যেকেই প্রধান হতে চায়, প্রত্যেকেই সহযোগীদের প্রভু হতে চায়। অথচ গণতন্ত্রে কিন্তু একজন ব্যর্থ পদপ্রার্থী অনেক সহজে পরাজয়কে স্বীকার করে নেয়, কারণ সমকক্ষের দ্বারা পরাজিত হওয়ায় হীনতাবোধ তার থাকে না। স্পষ্টতঃই দুটো প্রধান কারণে বিরুদ্ধবাদীরা বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, একটি হচ্ছে স্যামসে আল্কিবিয়াডিসের ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুখ্যতন্ত্রের স্থায়িত্ব বিষয়ে তাঁদের নিজেদের অবিশ্বাস ; এবং কে প্রথমে জনগণের নেতা হতে পারবেন, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

'চারিশতে'র মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বিরোধী নেতারা

হলেন—ফ্রিনিকাস (স্যামসে সেনাধ্যক্ষ থাকাকালে অ্যালকিবিয়াডিসের সাথে যাঁর বিবাদ হয়েছিল), অ্যারিস্টারকাস (গণতন্ত্রের প্রতি এঁর তীব্র শত্রুতা ছিল বদ্ধমূল), পিসান্ডার, অ্যান্টিফোন ও প্রভাবশালী পরিবারভুক্ত আরো কয়েকজন। তাঁরা ক্ষমতায় আসবামাত্র এবং স্যামসের সৈন্যবাহিনী যখন তাঁদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল তখন নিজেদের মধ্য থেকে স্পার্টাতে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলরকম চেষ্টা করেছিলেন এবং ঈটিওনিয়াতে প্রাচীরও নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এখন স্যামস থেকে তাঁদের প্রতিনিধিরা ফিরে আসবার পর তাঁরা আরো তৎপর হয়ে উঠলেন। কারণ, তাঁরা দেখলেন যে শুধু জনগণ নয় পরন্তু তাঁদের অতি বিশ্বস্ত সহযোগীরাও তাঁদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। এথেন্স এবং স্যামসের অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে যে কোনরূপ শর্তে সন্ধি করবার জন্য তাঁরা সত্বর অ্যান্টিফোন, ফিনিকাস এবং আরো দশজনকে স্পার্টাতে পাঠালেন। ইতিমধ্যে ঈটিওনিয়ার প্রাচীরের ব্যাপারে তাঁরা অধিকতর সক্রিয় হলেন। থেরামেনেস ও তাঁর সমর্থকদের মতে বলপূর্বক পাইরিউসে প্রবেশোদ্যত স্যামসের বাহিনীকে প্রতিহত করা অপেক্ষা প্রাচীরটির উপযোগিতা হচ্ছে এর দ্বারা তাঁরা শত্রু নৌবহর ও সৈন্যবাহিনীর বন্দরে প্রবেশকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কারণ, বন্দরের প্রবেশমুখের পার্শ্বে অবস্থিত ঈটিওনিয়া হচ্ছে পাইরিউসের জাঙ্গাল এবং স্থলের দিকে ইতিপূর্বেই নির্মিত প্রাচীরটির সাথে সংযুক্ত করে এই স্থানটা এখন এমনভাবে সুরক্ষিত হয়েছিল যে ভেতরে মাত্র কয়েকজন সৈন্যই প্রবেশপথটি দখলে রাখতে পারবে। বন্দরের সংকীর্ণ মুখে যে দুটো বুরুজ আছে, দুটো প্রাচীরই তার একটির সহিত নিয়ে মিলিত হয়েছে—স্থলের দিককার পুরাতন প্রাচীরটি এবং সমুদ্রের দিকে নির্মীয়মান নতুন প্রাচীরটিও। প্রাচীরের সাথে সংলগ্ন পণ্যাগারটিও তারা প্রাচীরবেষ্টিত করল। একে তাঁরা নিজেদের হস্তে রাখলেন, বন্দরে আগত সমস্ত শস্য এইখানে রাখতে সবাইকে বাধ্য করলেন এবং যা কিছু তাদের মজুত ছিল তাও। বিক্রয়ের সময় এইখান থেকে তাদের শস্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল।

এইসব কার্যকলাপে বহুদিন ধরে থেরামেনেসের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল এবং প্রতিনিধিরা যখন স্পার্টা থেকে কোনো মীমাংসা না করেই ফিরলেন তখন তিনি জোর দিয়ে বললেন যে এই প্রাচীরই নগরের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এই সময়ে ইউরীয়গণের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে পেলোপন্নিস থেকে বিয়াল্লিশটি জাহাজ (এর মধ্যে লোক্রি ও ট্যারেন্টাসের কিছু ইটালিয়ান ও সিসিলিয়ান জাহাজও ছিল) ইতিমধ্যেই ল্যাকোনিয়ার ল্যাসের অদূরে ইউবিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

আজেসান্ডারের পুত্র আজেসান্দ্রিডাস ছিলেন এই বাহিনীর অধিনায়ক।

থেরামেনেস দৃঢ়তার সাথে বললেন যে এই নৌবহর প্রকৃতপক্ষে ইউবিয়ার সাহায্যার্থে নয়, ঈটিওনিয়ার প্রাচীর নির্মাণকারীদের সাহায্যার্থে আসছে এবং অবিলম্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নগর অতর্কিতে আক্রমণ হবে ও স্বাধীনতা অপহৃত হবে। বস্তুত এইসব অপবাদ মিথ্যা নয়, অভিযুক্তদের মনে সত্যই এইরকম একটা পরিকল্পনা ছিল। তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য ত্যাগ না করে মুখ্যতন্ত্র বজায় রাখা, এই কাজ সম্ভব না হলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের প্রথম শিকার না হয়ে তাঁরা শত্রুদের ডেকে আনবেন এবং সন্ধি করবেন, প্রাচীর ও নৌবহর তাদের সমর্পণ করবেন এবং যদি শুধুমাত্র তাঁদের জীবনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তাহলে যেকোনো প্রকারে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

এইজন্য প্রাচীর নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছিল যাতে সময়মতো তা শেষ হতে পারে। প্রাচীরের পিছনের দরজা প্রবেশপথ ও শত্রুকে ভিতরে আনবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হল। এতদিন তাঁদের প্রতি বিরূপতা সামান্য কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাও চলছিল গোপনে। এমন সময় ফ্রিনিকাস একদিন স্পার্টা থেকে দৌত্য করে ফিরে আসবার পর জমজমাট বাজারের মধ্যেই জনৈক পেরিপোলি কর্তৃক ছুরিকাহত হন এবং পরিষদ ভবন হতে অধিকদূর যাবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হত্যাকারী পালিয়ে যায় কিন্তু তার সহচর জনৈক আর্গসীয় বন্দী হল। 'চারশত' যদিও তার ওপর অত্যাচার চালাল তবু তার নিয়োগকারীর নাম বা অন্য কিছু জানা গেল না। শুধু এই খবরটুকু পাওয়া গেল যে পেরিপোলির অধ্যক্ষ এবং অন্যান্যের গৃহে সমবেত হত এমন অনেককে সে জানে। এখানেই ব্যাপারটি শেষ করে দেওয়া হল। এর ফলে থেরামেনেস, অ্যারিস্টোক্রেটিস এবং চারশতের ভিতরে এবং বাহিরে তাঁদের অন্যান্য সহযোগীরা উৎসাহিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সঙ্কল্প করলেন। ইতিমধ্যে নৌবহরটি ল্যাস অতিক্রম করে এপিডোরাসে নোঙর করে ঈজিনাতে ধ্বংসকার্য চালিয়েছিল। থেরামেনেস বললেন যে নৌবহরটি ইউরিয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকারের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা যে অভিযোগের ষড়যন্ত্র করেছেন তাতে সাহায্য করবার জন্য আমন্ত্রিত না হলে এই নৌবহরটি কখনই ঈজিনাতে যেত না এবং নোঙর করবার জন্য এপিডোরাসে ফিরে আসত না, সুতরাং এখন নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব, অবশেষে বহু সরকার-বিরোধী জ্বালাময়ী ভাষণ ও সন্দেহের পর তাঁরা আন্তরিকতার সাথে কার্যে অবতীর্ণ হলেন। পাইরিউসে যে হপ্লাইটগণ ঈটিওনিয়ার প্রাচীর নির্মাণ করেছিল, কর্নেল অ্যারিস্টোক্রেটিস তাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর গোষ্ঠীও ছিল, হপ্লাইটরা এই সময়ে আলেক্সিক্লিসের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে একটি গৃহে নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রাখল। তিনি ছিলেন

মুখ্যতন্ত্রের একজন সেনাধ্যক্ষ ও অন্যতম মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী। অ্যারিস্টোক্রেটিসকে এই কাজে সহায়তা করেছিলেন মুনিকিয়ার পেরিপোলিবু সেনাধ্যক্ষ হার্মন এবং সর্বোপরি হপলাইটদের বিরাট দল। পরিষদভবনে অধিবেশনকালে এই খবর শুনবামাত্র যাঁরা এই সরকারের বিরোধী নয় তাঁরাও তৎক্ষণাৎ সৈন্য ঘাঁটি-সমূহে গিয়ে থেরামেনেস ও তাঁর দলকে ভীতিপ্রদর্শন করতে চাইলেন। থেরামেনেস আত্মরক্ষা করে বললেন আলেক্সিক্লিসের উদ্ধারে সাহায্য করতে তিনি তৎক্ষণাৎ যেতে প্রস্তুত। নিজ দলের জনৈক সেনাধ্যক্ষের সাথে তিনি পাইরিউসে গেলেন, অ্যারিস্টারকাস এবং অশ্বারোহী বাহিনীর কয়েকজন তরুণ তাঁর অনুগমন করলেন। সর্বত্র এখন প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক দেখা দিল। নগরাভ্যন্তরের অধিবাসিগণ অনুমান করল পাইরিউস অধিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং আলেক্সিক্লিস মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয়েছেন। এদিকে পাইরিউসের অধিবাসীরা প্রতি মুহূর্তে নগরের দলটি দ্বারা আক্রমণ আশঙ্কা করছিল। অস্ত্রের উদ্দেশ্যে নগরের সর্বত্র উন্মত্তভাবে সঞ্চরমাণ ব্যক্তিদের প্রবীণতর ব্যক্তিগণ নিরস্ত করল। নগরের প্রক্সেনাস ফার্সেলীয় থুকিডাইডিস বিবদমান দলগুলির সম্মুখে এগিয়ে এসে অনুনয় করলেন যে শত্রু সম্মুখে সুযোগের অপেক্ষায় দন্ডায়মান এই অবস্থায় তারা যেন দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেয়। অবশেষে তিনি তাঁদের শান্ত করতে ও পরস্পরের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে থেরামেনেস পাইরিউসে পৌঁছলেন। তিনি অন্যতম সেনাধ্যক্ষ ছিলেন ও হপলাইটদের প্রতি প্রচন্ড ক্রোধ প্রকাশ করলেন, কিন্তু অ্যারিস্টারকাস ও গণতন্ত্রের বিরোধীদের ক্রোধ ছিল নির্ভেজাল। অধিকাংশ হপলাইট কিন্তু কোনোরূপ দ্বিধা না করে পূর্বনির্দিষ্ট কাজ করে যেতে লাগল এবং থেরামেনেসকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কি মনে করেন প্রাচীরটি কোনো সৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল এবং তা ভেঙ্গে ফেলা কি আরো সৎ কাজ নয়। থেরামেনেস জানালেন যদি তারা এটা ভেঙ্গে ফেলাই শ্রেয় মনে করে তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এতে সমর্থন আছে। এটা শুনে হপলাইটরা এবং পাইরিউসের বহু লোক তৎক্ষণাৎ প্রাচীরের ওপর উঠে এটা ভাঙ্গতে লাগল। জনতার নিকট তারা আবেদন জানাল যে 'চারশ'র পরিবর্তে 'পাঁচ হাজারে'র শাসন যা চায় তাদের সকলেরই এখন সেই কার্যে যোগদান করা উচিত। কারণ "জনগণের শাসন যারা চায় তার সকলে" এতগুলি কথা না বলে এখনো তারা 'পাঁচ হাজারে'র নামের অন্তরালে আত্মগোপন করে রইল। তাদের ভয় ছিল যে পাঁচ হাজারের অস্তিত্ব হয়ত সত্যই আছে এবং তারা হয়ত তাদেরই কারো কাছে বলছে এবং অজ্ঞতাবশত হয়ত বিপদে পড়তে পারে। বস্তুত এইজন্যই চারশত চায়নি যে পাঁচ হাজারের অস্তিত্ব থাকুক এবং এই কথা জানাতেও চায়নি যে পাঁচ হাজারের অস্তিত্ব সত্যই নেই। তাদের মত ছিল এই

যে এতজন লোক ক্ষমতার অংশীদার হলে ব্যাপারটা হবে খাঁটি গণতন্ত্রই, অথচ বিষয়টা সম্পর্কে রহস্য থাকলে জনগণ পরস্পর সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে।

পরদিন শঙ্কিত অবস্থাতেও 'চারিশত' পরিষদভবনে সমবেত হল। পাইরিউসের হপলাইটগণ বন্দী আলেক্সিক্লিসকে মুক্তি দিল এবং প্রাচীরটি ভেঙে ফেলল ; মুনিকিয়ার সন্নিকটস্থ ডায়োনিসাসের রঙ্গভূমিতে সশস্ত্র অবস্থায় যেতে একটা সভায় একত্রিত হয়ে স্থির করল যে তারা নগরাভিমুখে যাত্রা করবে এবং সেই অনুসারে রওনা হয়ে অ্যানাসিয়ামে সাময়িকভাবে যাত্রা স্থগিত করল। এইখানে চারশতের কয়েকজন প্রতিনিধির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল। তারা প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে কথা বলল। যাদের অপেক্ষাকৃত নরম বলে বোধ হল তাদের নিকট তারা আবেদন জানাল তারা নিজেরাও যেন চুপচাপ থাকে এবং অন্যদেরও নিবৃত্ত করে। তারা জানাল পাঁচ হাজারের নাম তারা প্রকাশ করবে এবং পাঁচহাজারের নির্দেশানুযায়ী তাদের মধ্য হতেই পর্যায়ক্রমে চারশত নির্বাচিত হবে। ইতিমধ্যে তারা যেন এমন কোনো পন্থাবলম্বন না করে যাতে রাষ্ট্র ধ্বংস হতে পারে বা শত্রুর হস্তগত হতে পারে। উভয়পক্ষে অনেক মতবিনিময় হল, অতঃপর হপলাইটগণ অপেক্ষাকৃত শান্ত হল এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়ল। স্থির হল যে বিভেদের নিষ্পত্তির জন্য একটা বিশেষ দিনে ডায়োনিসাসের রঙ্গভূমিতে তারা মিলিত হবে।

সভার নির্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হল, তারাও সমবেত হবার জন্য প্রস্তুত হল। এই সময়ে খবর আসল যে আজেসাণ্ড্রিডাসের নেতৃত্বে বিয়াল্লিশটি জাহাজ মেগারা হতে স্যালামিসের উপকূল বরাবর অগ্রসর হচ্ছে। প্রত্যেকেই মনে করলেন থেরামেনেস ও তাঁর দল প্রায়ই যা বলেছেন ঠিক তাই ঘটতে চলেছে অর্থাৎ জাহাজগুলো প্রাচীরের দিকে আসছে এবং প্রাচীরটি ভেঙে ফেলে তারা খুব ভালই করেছে। যদিও এটা খুবই সম্ভব যে কোনো পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী আজেসাণ্ড্রিডাস এপিডরাসও সন্নিহিত অঞ্চলে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল কিন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক যে নগরের গোলযোগসঞ্জাত কোন সুযোগের আশায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন। যাই হোক, খবরটা শুনবামাত্র এথেনীয়রা সদলবলে পাইরিউস অভিমুখে ধাবিত হল, দেখল যে তারা শত্রুর দ্বারা বিপন্ন, নিজেদের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধ অপেক্ষাও এই যুদ্ধ অধিক গুরুতর এবং শত্রুও দূরে নেই বরং এথেন্স বন্দরের কাছেই। যে জাহাজগুলি ইতি-মধ্যেই জলে ভাসছিল অনেকে তার উপরে উঠল, অন্যরা কেউ কেউ নতুন করে জাহাজ জলে ভাসাল, কেউ কেউ প্রাচীর কিংবা বন্দর রক্ষা করতে ছুটল।

পেলোপনেসীয় নৌবহরটি কিন্তু পার হয়ে সুনিয়াম ঘুরে থোরিকাস ও প্রাসিয়ীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নোঙ্গর করল এবং পরে ওরোপাসে পৌঁছাল। নগরাভ্যন্তরের বিপ্লবপীড়িত এথেনীয়দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকৃত স্থানের (কারণ অ্যাটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ইউরিয়া ছিল এখন তাদের নিকট সর্বস্ব) উদ্ধারকল্পে যাবার জন্য সময় নষ্ট করার ফুরসুত ছিল না। দ্রুত রওনা হতে তারা বাধ্য হল, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তহীন নাবিকদেরও সঙ্গী করতে বাধ্য হল এবং থাইমোকোরিসকে কয়েকটি জাহাজ নিয়ে ইরিট্রিয়তে পাঠাল। এই জাহাজগুলো সেখানে পৌছলে ইউরিয়ার আগের জাহাজগুলো মিলে মোট সংখ্যা দাঁড়াল ছত্রিশ এবং তখনই তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হল। নাবিকগণের আহার সমাপনান্তে আজেসান্ড্রিডাস সমুদ্রপথে ইরিট্রিয়ার সাত মাইল দূরবর্তী ওরোপাস হতে যাত্রা করলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখেই এথেনীয়রা সত্বর জাহাজগুলো নাবিকপূর্ণ করতে আরম্ভ করল। কারণ নাবিকগণ তাদের অনুমান অনুযায়ী জাহাজের নিকটবর্তী অঞ্চলে ছিল না, তারা শহরতলী অঞ্চলের গৃহগুলো হতে আহার্যের জন্য রসদ ক্রয় করছিল। ইরিট্রীয়গণ ব্যবস্থা করেছিল যেন বাজারে কিছুই বিক্রয় না হয় যাতে জাহাজগুলো নাবিকপূর্ণ করতে এথেনীয়দের খুব সময় লাগে এবং শত্রুর দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে বিনা প্রস্তুতিতে জাহাজ ভাসাতে প্রস্তুত হয়। কোন্ সময়ে যাত্রা করতে হবে ওরোপাসে তার ইসারা জানবার জন্য ইরিট্রিয়াতে একটা সঙ্কেতও জ্ঞাপন করা হয়েছিল। এমন স্বল্প প্রস্তুতি নিয়ে এথেনীয়গণ নামতে বাধ্য হল। ইরিট্রিয়া বন্দরের অদূরে যুদ্ধ হল তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ তারা শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখল অবশেষে পালাতে বাধ্য হল ও উপকূল পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হল। কিন্তু যারা ইরিট্রিয়ার অঞ্চলে এথেনীয় দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল এবং যে জাহাজগুলো চালসিসে পালাতে সক্ষম হয়েছিল তারা রক্ষা পেল। পেলোপনেসিয়ানরা বাইশটি এথেনীয় জাহাজ নিয়ে নাবিকদের বন্দী বা হত্যা করে একটি বিজয়স্মারক স্থাপন করল এবং শীঘ্রই সমগ্র ইউরিয়াকে বিদ্রোহী করে তুলল (ওরিয়ুস বাদে, ইহা এথেনীয়রা নিজ অধিকারে রেখেছিল) এবং দ্বীপটিতে শাসনসংক্রান্ত নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

ইউরিয়ার ঘটনার খবর এথেন্সে পৌছালে সেখানে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হল যে তা সত্যই অভূতপূর্ব। সিসিলির বিপর্যয় যদিও সমসাময়িককালে অতি ভয়ানক বোধ হয়েছিল তবুও তা কিংবা অন্য কোনো কিছুই তাদের এমন করে আতঙ্কিত করে তোলেনি। সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হয়েছে; তাদের আর জাহাজও নেই, সরবরাহ করবার মতো নাবিকও নেই; তাদের নিজেদের মধ্যে চলছে বিবাদ, কখন তা ভীষণ আকার ধারণ করবে কেউ জানে না। সর্বোপরি এই বিপর্যয়ে তারা কেবলমাত্র নৌবহরই নয়, তার অপেক্ষাও

মূল্যবান সম্পদ ইউরিয়া হারাল। ইউরিয়া তাদের নিকট অ্যাটিকার অপেক্ষাও মূল্যবান ছিল। তাছাড়া আর একটা সাংঘাতিক ও সমূহ বিপদ শঙ্কা তাদের বিচলিত করে তুলল—শত্রুরা হয়ত এই জয়ে উৎসাহিত হয়ে সোজা পাইরিউস অভিমুখে অগ্রসর হবে অথচ পাইরিউস রক্ষার জন আর কোনো জাহাজ নেই। প্রতি মুহূর্তে তারা শত্রুর আগমনের আশঙ্কা করতে লাগল। আরো একটু সাহস থাকলেই পেলোপনেসীয়রা অতি সহজেই তা পারত। কেবলমাত্র উপস্থিতির দ্বারাই তারা নগরাভ্যন্তরের বিরোধ চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত, অথবা সেখান থেকে যদি তারা নগর অবরোধ করত তবে মুখ্যতন্ত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশ ও আত্মীয়দের রক্ষাকল্পে আইওনিয়া হতে নৌবহর চালিয়ে আসতে বাধ্য হত। ইতিমধ্যে হেলেসপণ্ট, আইওনিয়া দ্বীপসকল এবং ইউরিয়া পর্যন্ত সমস্তই অর্থাৎ সমগ্র এথেনীয় সাম্রাজ্য পেলোপনেসীয়দের হস্তগত হত। কিন্তু অন্যান্য অনেকবারের ন্যায় এবারেও পেলোপনেসীয়গণ এথেনীয়গণের সহিত যে যুদ্ধ করবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক শত্রু বলে প্রমাণিত হল, এথেনীয়গণের প্রচণ্ড কর্মোদ্যম ও দুঃসাহসের বিপরীতে স্পার্টীয়গণের মন্থরতা ও উৎসাহহীনতায় এথেনীয়দের অত্যন্ত উপকার হয়েছিল। বিশেষতঃ তাদের নৌসাম্রাজ্যের পক্ষে আরো। এই তথ্য সাইরাকিউসীয়গণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—চরিত্রগতভাবে তারা ছিল সাইরাকিউসীয়দের সমতুল্য; সেইজন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তারা সর্বাধিক সফল হয়েছিল।

যাই হোক খবর শুনবামাত্র এথেনীয়রা কুড়িটি জাহাজ সুসজ্জিত করল এবং তৎক্ষণাৎ পিনক্সে প্রথম সভা আহবান করল (পূর্বে এইখানেই তাদের সভা হত), 'চারশ'কে ক্ষমতাচ্যুত করে পাঁচ হাজারের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করল। এক প্রস্থ ভারী অস্ত্রসরবরাহ করতে পারলেই যে কেউ এই পাঁচ হাজারের সদস্যপদ পেতে পারবে, কোনো পদের জন্য কেউ দক্ষিণা বা বেতন নিতে পারবেন না, যদি কেউ লন তবে তিনি অভিশপ্ত বলে গণ্য হবেন। পরে আরো অনেকগুলো সভা বসেছিল, তাতে আইন প্রণেতাগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সংবিধান-প্রণয়নের জন্য অন্য সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রথম পর্বে এথেনীয়রা যেমন সুশাসন ভোগ করেছে মনে হয় আর কখনো তেমন করেনি। অন্তত আমার জীবদ্দশায় নয়। এখানে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে উচ্চ ও নীচের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এবং এই দ্বারাই এথেন্স প্রথম বহু বিপর্যয়ের পর মাথা তুলতে পেরেছিল। তারা আল্কিবিয়াডিস ও অন্যান্য নির্ব্বাসিতদের প্রত্যাবর্তনের জন্যও ভোট দিল এবং পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করবার জন্য স্যামসের সৈন্যবাহিনী ও আল্কিবিয়াডিসের কাছে আবেদন জানাল।

এই পরিবর্তন ঘটবামাত্র পিসান্ডার, আলেক্সিক্লিস, তাঁদের সহযোগী প্রায় নির্ভেজাল অ-গ্রীক তীরন্দাজ নিয়ে দ্রুত ঈনীতে গমন করলেন। বিয়োসিয়ার সীমান্তবর্তী এই এথেনীয় দুর্গটিকে তখনি করিন্থীয়গণ অবরোধ করে রেখেছিল। কারণ, তাদের একটি দল ডিসিলিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে ঈনীর রক্ষিবাহিনীর কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের সাথে যোগাযোগের পরে অ্যারিস্টারকাস ঈনীর রক্ষীদের এই বলে প্রতারিত করলেন যে স্বদেশে এথেনীয়রা স্পার্টীয়দের সাথে একটি সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হয়েছে এবং শর্তানুসারে বিয়োসীয়দের কাছে ঈনী সমর্পণ করতে হবে। তিনি সেনাধ্যক্ষ বলে রক্ষিবাহিনী তাঁর কথা বিশ্বাস করল, তাছাড়া অবরুদ্ধ থাকবার জন্য তারা প্রকৃত ঘটনা কিছুই জানত না। সুতরাং একটি চুক্তির মাধ্যমে তারা দুর্গটি ছেড়ে দিল। এইভাবে বিয়োসীয়রা ঈনী লাভ করল এবং এথেন্সে মুখ্যতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান হল।

মাইলেটাসের পেলোপনেসীয়দের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। টিসাফার্নেস যেসব অফিসারের উপর দায়িত্ব দিয়ে অ্যাসপেন্ডাসে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তারা কোনো বেতনই পাচ্ছিল না। ফিনিসিয়ার নৌবহর অথবা টিসাফার্নেস, কারো পৌঁছাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাঁর সাথে প্রেরিত ফিলিপ এবং আর একজন স্পার্টার হিপ্পোক্রেটিস (তিনি তখন ফাসেলিসে ছিলেন) নৌ-অধ্যক্ষ মিন্ডারাসকে লিখলেন যে, আদৌ কোন জাহাজ আসছে না এবং টিসাফার্নেস তাদের প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ করছেন। ইতিমধ্যে ফার্নাবাজাস তাদের বারংবার আসবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। তিনিও টিসাফার্নেসের ন্যায় তাঁর প্রদেশের অন্তর্গত প্রজারাষ্ট্রগুলিকে বিদ্রোহী করে তুলে প্রচুর সুবিধালাভের আশা করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পেলোপনেসীয় নৌবহরের সাহায্য পাবার সবরকম চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে মিন্ডারাস এই গ্রীষ্মে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং বিশেষ শৃঙ্খলার সাথে ও স্যামসের এথেনীয়দের দৃষ্টি এড়াবার জন্য এক মুহূর্তের নোটিশে তিয়াত্তরটি জাহাজ নিয়ে মাইলেটাস থেকে হেলেসপন্ট অভিমুখে যাত্রা করলেন। ষোলটি জাহাজ তাঁর আগেই এবং এই গ্রীষ্মেই সেখানে পৌঁছিয়ে চেরসোনিদের একাংশে লুণ্ঠনকার্য চালিয়েছিল। ঝড়ের মুখে পড়ে মিন্ডারাস ইকারাসে যেতে বাধ্য হন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য সেখানে তাঁকে পাঁচ-ছয়দিন থাকতে হল, তারপর তিনি চিওসে পৌঁছলেন।

ইতিমধ্যে থ্র্যাসিলাস তাঁর মাইলেটাস ত্যাগের খবর পেয়েছিলেন এবং স্যামস থেকে পঞ্চান্নটি জাহাজ নিয়ে তৎক্ষণাৎ বের হয়েছিলেন। মিন্ডারাসের আগেই হেলেসপন্টে পৌঁছবার জন্য তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি চিওসে আছেন জেনে এবং তিনি সেইখানেই থাকবেন আশা করে লেসবস ও বিপরীত দিকের মূল ভূ-খণ্ডে কিছু গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন যাতে তাঁর

অজ্ঞাতসারে পেলোপনেসীয় নৌবহর স্থান ত্যাগ করতে না পারে এবং তিনি নিজে উপকূল বরাবর মেথিম্না গমন করলেন। পেলোপনেসীয়গণ বেশিদিন চিওসে থাকলে যাতে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো যায় সেইজন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করতে আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি লেসবসের বিদ্রোহী নগর এরেসুসের বিরুদ্ধে যাত্রা করা স্থির করলেন। সংকল্প করলেন সম্ভব হলে স্থানটা তিনি দখল করবেন। কিছু নেতৃস্থানীয় নির্বাসিত মেথিম্নীয় প্রায় পঞ্চাশজন শপথবদ্ধ সহযোগী হপ্‌লাইট নিয়ে কুমো থেকে পার হয়ে এসেছিল, মূল ভূ-খণ্ড থেকেও তারা কিছু সৈন্য ভাড়া করেছিল, ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিনশ'। থিবীয় ও লেসবীয়গণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকবার জন্য তারা থিবীয় অ্যানাক্সান্ডারকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে প্রথমে মেথিম্না আক্রমণ করেছিল। মিটিলিনি হতে প্রহরীরা এসে পড়ায় তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নগরের বাইরের একটি যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। তখন তারা পর্বত পার হয়ে এরেসুসকে বিদ্রোহী করে তোলে। সুতরাং থ্র্যাসিলাস তাঁর সব জাহাজ নিয়ে সেখানে গিয়ে স্থানটি আক্রমণের সংকল্প করলেন। এদিকে নির্বাসিতদের এখানে আসবার খবর পেয়েই থ্র্যাসিবুলাস স্যামস থেকে পাঁচটা জাহাজ নিয়ে তাঁর আগেই এসে পৌঁছান। কিন্তু এরেসুসকে রক্ষা করবার পক্ষে তখন তাঁর অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে নগরের সম্মুখে নোঙর করলেন। হেলেসপণ্ট থেকে স্বদেশাভিমুখী জাহাজ দু'টি ও মেথিম্নীয় জাহাজগুলিও এইখানে তাদের সাথে যুক্ত হল, ফলে মোট জাহাজের সংখ্যা হল সাতষট্টি। জাহাজের সৈন্যরা এখন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সব উপকরণ নিয়ে যথাসাধ্য প্রস্তুতিসহকারে এরেসুসের উপর আঘাত হানতে তৈরী হল।

এদিকে পেলোপনেসীয় নৌবহরসহ মিণ্ডারাস চিওসীয়দের কাছ থেকে দু'দিনের রসদ নিয়ে এবং মাথাপিছু তিনটি করে চিওসীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে তৃতীয়দিনে দ্রুত দ্বীপটি থেকে যাত্রা করলেন। তিনি এরেসুসের জাহাজগুলোর দৃষ্টি এড়াবার জন্য উন্মুক্ত সমুদ্রপথে না যেয়ে লেসবসকে বামে রেখে মূল ভূ-খণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। ফোকীয় অঞ্চলের কার্টেরিয়া বন্দরে থেমে আহার্য গ্রহণ করে তিনি ক্যমীয়ান উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে মিটিলিনির বিপরীত দিকে মূল ভূ-খণ্ডের আর্গিনুসীতে পৌঁছিয়ে নৈশ আহার সমাধা করলেন। রাত্রি গভীর হয়ে গেলেও সেখান থেকে উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে মেথিম্নার বিপরীত দিকে মূল ভূ-খণ্ডের হার্মাটাসে পৌঁছিয়ে আহার্য গ্রহণ করে দ্রুত লেকটাম ল্যারিসা, হ্যামাক্সিটাস এবং পার্শ্ববর্তী নগরগুলো পার হয়ে মধ্যরাত্রির কিছু আগে রিটিয়াম পৌঁছলেন। এইবার তাঁরা হেলেসপণ্টে পৌঁছিয়েছেন। কিছু জাহাজ সাইজিয়ামে ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানেও নোঙর করল।

সেস্টমে এথেনীয়দের আঠারোটি জাহাজ ছিল। অগ্নিসংকেত পেয়ে ও শত্রু-উপকূলে হঠাৎ এত আগুন বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা পেলোপনেসীয় নৌবহরের আগমনবার্তা টের পেল। যে অবস্থায় তারা ছিল সেইভাবেই এবং সেই রাত্রেই সত্বর বের হয়ে শত্রু নৌবহর এড়িয়ে, উন্মুক্ত সমুদ্রে যাবার জন্য চেরসোনিজ উপকূল সংলগ্ন হয়ে ইলাউস অভিমুখে তারা চলতে লাগল। অগ্রসরমান বন্ধুদের কাছ থেকে তাদের বহির্গমনে বাধাদানের জন্য সতর্ক থাকবার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও অ্যাবিডসের ষোলটি জাহাজের দৃষ্টি তারা এড়িয়ে গেল। ভোরবেলায় মিন্ডারাসের নৌবহরের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল এবং প্রথমোক্তরা তৎক্ষণাৎ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। সব জাহাজ পালাতে সময় পেল না বটে, কিন্তু অধিকাংশই ইম্ব্রস ও লেসবসে পালিয়ে গেল। অবশ্য সর্বাপেক্ষা পশ্চাতের চারটি জাহাজ ইলাউসের অদূরে ধৃত হল। একটা জাহাজ প্রোটেসিলাউসের মন্দিরের বিপরীত দিকে সমুদ্রের ধারে নাবিকসহ ধৃত হল। বাকি দুটো ধরা পড়ল নাবিকহীন অবস্থায়। চতুর্থটি ইম্ব্রসের উপকূলে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং শত্রুরা তা পুড়িয়ে ফেলল।

এরপর অ্যাবিডসের নৌবহর এসে পেলোপনেসীয়দের সাথে যুক্ত হল, ফলে মোট জাহাজের সংখ্যা হল ছিয়াশি। সমস্ত দিনটি তারা ইলাইউসের অবরোধ-কার্যে নিযুক্ত রইল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

এদিকে গুপ্তচরদের দ্বারা প্রতারিত এথেনীয়গণ কল্পনাও করতে পারেনি যে শত্রুরা তাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। সুতরাং তারা নিশ্চিন্তমনে এরেসুস অবরোধের কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এই খবর পাবামাত্র তারা এরেসুস পরিত্যাগ করে শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য দ্রুত হেলেসপন্ট অভিমুখে যাত্রা করল। যে দুটো জাহাজ অতি উৎসাহে উন্মুক্ত সমুদ্রে বহু দূরে চলে গিয়েছিল সে দুটো জাহাজ এখন এথেনীয়দের পথে পড়ল ও তারা তাদের দখল করে নিল। পরদিন তারা ইলাইউসে পৌঁছিয়ে নোঙর করল এবং যে জাহাজগুলো ইম্ব্রসে পালিয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে নিয়ে এসে পাঁচদিন ধরে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাল।

এর পর তারা নিম্নলিখিতভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করল। এথেনীয়গণ শ্রেণী-বদ্ধভাবে উপকূলের ধার ঘেঁষে সেস্টস অভিমুখে অগ্রসর হল। তা দেখে পেলোপনেসীয়গণ তাদের সম্মুখীন হবার জন্য অ্যাবিডস থেকে যাত্রা করল। যুদ্ধ আসন্ন বুঝতে পেরে উভয়পক্ষই তাদের পার্শ্ব বিস্তৃত করল। ছিয়াত্তরটি জাহাজ নিয়ে এথেনীয়গণ চেরসোনিজ বরাবর ইডাকাস হতে আরাড়িয়ানি পর্যন্ত এবং পেলোপনেসীয়গণ ছিয়াশি নিয়ে অ্যাবিডস থেকে দার্দানাস পর্যন্ত বিস্তৃত হল। পেলোপনেসীয়দের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল সাইরাকিউসীয়রা বাম দিকে

মিণ্ডারাস নিজে সেরা জাহাজগুলি নিয়ে রইলেন। এথেনীয়দের বামপার্শ্বে ছিলেন থ্র্যাসিলাস দক্ষিণে থ্র্যাসিবুলাস অন্যান্য সেনাধ্যক্ষরা নৌবহরের বিভিন্ন অংশে ছিলেন। পেলোপনেসীয়রা প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করবার তোড়জোড় করতে লাগল। ইচ্ছা ছিল তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে এথেনীয়গণের দক্ষিণ পার্শ্বকে ঘিরে ফেলে সম্ভব হলে প্রণালী হতে তাদের উন্মুক্ত সমুদ্রে যাবার পথ বন্ধ করা এবং সেই সঙ্গে এথেনীয় মধ্যভাগকে অদূরবর্তী উপকূলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এথেনীয়রা নিজেদের পার্শ্ব বিস্তৃত করতে আরম্ভ করল। এবং এক সময় পেলোপনেসীয়দের ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে এথেনীয় বাম পার্শ্ব সাইনেসেমা অন্তরীপ অতিক্রম করে গেল। ফলে তাদের মধ্যভাগ সরু ও দুর্বল হয়ে পড়ল, বিশেষত আরো এই জন্য যে এথেনীয় নৌবহর শত্রুদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল এবং সাইনোসেমার অন্তরীপের উপকূলভাগ একটি তীক্ষ্ণ কোণের রূপ নেওয়ায় অপরদিকে কি হচ্ছে তা অন্যদিকে গিয়ে দেখতে পাওয়া অসম্ভব ছিল।

পেলোপনেসীয়গণ এখন তাদের মধ্যভাগকে আক্রমণ করল এবং এথেনীয় জাহাজগুলোকে উপকূলে ঠেলে নিয়ে গেল এবং এই বিজয়কে অনুসরণ করতে অবতরণও করল। থ্র্যাসিবুলাসের উপর আক্রমণকারী শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের জন্য তিনি মধ্যভাগের সাহায্যে আসতে পারেননি। বাম সারির থ্র্যাসিলাস সাইনোসেমার অন্তরীপের জন্য ওদিকে কি হচ্ছে তা বুঝতেও পারেননি। তা ছাড়া, তাঁরা নিজের সারিও সমসংখ্যক সাইরাকিউসীয় ও অন্যান্য শত্রু-জাহাজের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পেলোপনেসীয়গণ শেষ পর্যন্ত বিজয়ের উৎসাহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুজাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। ফলে তাদের নৌবহরের একটা বিরাট অংশ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। তা দেখে থ্র্যাসিবুলাসের জাহাজগুলো পার্শ্বাভিমুখীন বিস্তার বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ তাদের সম্মুখীন হয়ে আক্রমণ করল ও সম্মুখের জাহাজগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিল এবং তারপর জয়ী ও বিক্ষিপ্ত পেলোপনেসীয় অংশটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো আঘাত ছাড়াই তাদের অধিকাংশকে পালাতে বাধ্য করল। সাইরাকিউসরা এখন থ্র্যাসিলাসের কাছে হটে যাচ্ছিলো। অন্যদের পালাতে দেখে তারাও পালাতে লাগল।

পেলোপনেসীয় নৌবহর এখন সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অধিকাংশই প্রথমে মিডিয়াস নদীতে পড়ে অ্যারিউসে পালিয়ে গেল। এথেনীয়রা মাত্র কয়েকটি জাহাজ দখল করতে পেরেছিল। কারণ হেলেসপণ্টের সঙ্কীর্ণ সমুদ্রে নিরাপদ স্থান পেতে শত্রুদের বেশিদূর যেতে হয়নি। কিন্তু এই যুদ্ধে

জয়লাভের অপেক্ষা আর কোনো কিছুই তাদের পক্ষে এমন সময়োচিত হত না। কিছু ছোটখাটো ব্যর্থতা ও সিসিলির বিপর্যয়ের পর থেকে তারা পেলোপনেসীয় নৌবহরকে ভয় করতে আরম্ভ করেছিল। এখন তারা নিজেদের অবিশ্বাস করা ছেড়ে দিল, সমুদ্রে শত্রুরা তেমন শক্তিশালী নয় তাও এরা বুঝতে পারল। শত্রু-নৌবহরের মধ্যে আটটি চিওসের, পাঁচটি করিন্থের, দুটি অ্যাম্ব্রেসিয়ার, দুটি বিয়েসিয়ার এবং লিউকাস, স্পার্টা, সাইরাকিউস ও পেলেনীর একটি করে জাহাজ এথেনীয়রা দখল করল। তারা নিজেরা হারাল পনেরোটি জাহাজ। সাইনোসেমার অন্তরীপে একটি বিজয়-স্মারক স্থাপন করে ভগ্ন জাহাজগুলো উদ্ধার করে, একটা চুক্তির মাধ্যমে শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহগুলোকে তাদের হস্তে সমর্পণ করে এই বিজয়সংবাদ এথেন্সে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তারা একটা জাহাজ পাঠিয়ে দিল। ইউরিয়ার সাম্প্রতিক বিপর্যয় ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের পর এই অপ্রত্যাশিত সু-খবরে এথেনীয়রা নতুন সাহসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল এবং এটাও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে দৃঢ়তার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করে গেলে চূড়ান্ত জয়লাভ এখনো সম্ভব।

সেস্টসের এথেনীয়গণ দ্রুত জাহাজগুলো মেরামত করে নৌযুদ্ধের পর চতুর্থ দিনে বিদ্রোহী সাইজিকাসের বিরুদ্ধে রওনা হল এবং হার্পোজিয়াম ও প্রিয়াপাসের অদূরে বাইজান্টিয়াম থেকে আগত আটটি নোঙর করা জাহাজ দেখতে পেল। তাদের নিকটে গিয়ে উপকূলের সৈন্যদের পরাজিত করে জাহাজগুলো দখল করে নিল। তারপর অগ্রসর হয়ে প্রাচীরবিহীন সাইজিকাসের উপর পুনরায় কর্তৃত্ব স্থাপন করল এবং নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে নিল। ইতিমধ্যে পেলোপনেসীয়গণ অ্যাবিডস থেকে ইলীউসে গেল এবং তাদের অধিকৃত জাহাজগুলোর মধ্যে যেগুলো অক্ষত ছিল সেগুলো নিল। অবশিষ্টগুলি ইলীউসীয়রা পুড়িয়ে ফেলল। ইউরিয়া থেকে নৌবহরটি আনবার জন্য তারপর তারা হিপ্পোক্রেটিস ও এপিক্লিসকে পাঠাল।

প্রায় এই সময়ে তেরটি জাহাজ নিয়ে আল্কিবিয়াডিস কোনাস ও ফাসেলিস থেকে স্যামসে ফিরে জানালেন যে ফিনিসীয় নৌবহরের পেলো-পনেসীয় পক্ষে যোগদান তিনি বন্ধ করেছেন এবং এথেনীয়দের প্রতি টিসাফার্নেসের মনোভাব পূর্বাপেক্ষা বন্ধুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। আল্কি-বিয়াডিস আরো নয়টি জাহাজ নাবিকপূর্ণ করলেন, হ্যালিকার্নাসিয়ানদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করলেন এবং কসকে সুরক্ষিত করে তুললেন। তারপর কসে একজন শাসক নিযুক্ত করে স্যামসে ফিরে আসলেন কারণ তখন শরৎকাল আসন্ন। এদিকে পেলোপনেসীয়রা মাইলেটাস থেকে হেলেসপন্টে

গিয়েছে খবর পেয়েই টিসাফার্নেস আবার অ্যাসপেণ্ডাস থেকে ফিরে সবাইকে নিয়ে দ্রুত আইওনিয়া গেলেন। পেলোপনেসীয়রা যখন হেলেসপণ্টে ছিল তখন ঈয়োলীয় জাতির অ্যাণ্টাণ্ড্রিয়ানরা অ্যাবিডস থেকে কিছু হপলাইটকে স্থলপথে মাউণ্ট ইডা পার করে নিজেদের দেশে নিয়ে আসল এবং নগরের ভিতরেও তাদের প্রবেশাধিকার ছিল। কারণ, তারা টিসাফার্নেস-এর পারসিক অফিসার আর্সেসেসের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েছিল। এই আর্সাসেসই গোপন কলহের ছল করে প্রধান ডিলীয়দের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (ডেলসের পবিত্রীকরণের জন্য এথেনীয়রা যে ডিলীয়দের স্বগৃহ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং পরে যারা অ্যাট্রামিট্রিয়াসে বসতি স্থাপন করেছিল এরা সেই ডিলীয়)। বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে নিজেদের নগর থেকে তাদের বাইরে এনে তাদের আহার সমাপন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তাদের ঘিরে ফেলে নিজেদের সৈন্যগণ দ্বারা তাদের হত্যা করলেন। তার ফলে অ্যাণ্টাণ্ড্রিয়ানরা ভয় পেয়েছিল যে কোনো একদিন হয়ত তাদের প্রতিও এইরূপ ভয়ানক আচরণ করা হবে। তাছাড়া, তিনি তাদের উপর যে বোঝা চাপিয়েছিলেন তাও দুর্বহ ছিল। সুতরাং তারা তাঁর সৈন্যদের তাদের দুর্গ থেকে বিতাড়িত করল।

মাইলেটাস এবং ক্লিডাসের ঘটনার পর পেলোপনেসীয়দের এই কাজে, যাতে টিসাফার্নেসের সৈন্যরা বহিষ্কৃত হয়েছে, তিনি বুঝলেন যে তাদের মধ্যেকার বিরোধ সত্যই গুরুতর আকার ধারণ করেছে। তাদের কাছ থেকে আরো ক্ষতির আশঙ্কা করে এবং ফার্নাবাজাস হয়ত তাদের সাদরে গ্রহণ করতে পারেন এই ভয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিশেষত আরো এই ভেবে যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অর্থব্যয়ে ফার্নাবাজাস হয়ত এথেন্সের বিরুদ্ধে তাঁর অপেক্ষাও বেশি সাফল্যমণ্ডিত হবেন। সুতরাং অ্যাণ্টাণ্ড্রসের ঘটনার প্রতিবাদ করতে এবং ফিনিশিয়ার নৌবহর ও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে পেলোপনেসিয়ানদের অভিযোগের সদুত্তর দিতে তিনি হেলেসপণ্টে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা স্থির করলেন। অতএব তিনি প্রথমে ইফেসসে গেলেন এবং আর্টেমিসের কাছে পূজা দিলেন।

[এই গ্রীষ্মের পর শীতকাল অতিক্রান্ত হলে যুদ্ধের একবিংশ বছর সম্পূর্ণ হবে।]

সমাপ্ত